রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্র-রচনাবলী

অচলিত সংগ্রহ

দ্বিতীয় খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

বিশ্বভারতী
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮
মূল্য ৪॥০, ৫৸০, ৬৸০ ও ৮॥০

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

সূচীপত্র

চিত্র-সূচী

নিবেদন

'রবীন্দ্র-রচনাবলী' "অচলিত সংগ্রহ" দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল।

এই "বর্জিত" গ্রন্থসমূহের পুনঃপ্রকাশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত "অচলিত সংগ্রহে"র প্রথম খণ্ডের পাঠকগণ অবগত আছেন। "অচলিত সংগ্রহ" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইলে তিনি আমাদের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল—

> "আপনাদের কর্তৃক প্রকাশিত আমার অচলিত রচনার কিছু কিছু অংশ অপটু শরীরে পড়েছি। এই শ্রেণীর লেখা সম্বন্ধে আমার বিতৃষ্ণা পূর্বেই জানিয়েছি। এখন আর অধিক বলবার শক্তি নেই, কেবল একটা নতুন কারণ আমার মনে আঘাত করেছে, সংক্ষেপে বলব, সে এই—অকৃত্রিম কাঁচা রচনায় কোনো দোষ নেই, বরঞ্চ তা স্নেহ-হাস্যের যোগ্য। যেমন শিশুর কাঁচা হাতের ছবি সমালোচনা করবার সময় তার যেটুকু স্বাভাবিক রমণীয়তা আছে, তা গুণীরা দেখতে পান। কিন্তু বক্ষ্যমাণ রচনাগুলির মধ্যে যা নির্লজ্জভাবে প্রকাশ পাচ্চে, সে হচ্চে অকালে উদ্গত নকল কবিত্ব। বড়ো বয়সের যোগ্য বড়ো বড়ো কথা বলবার স্পর্ধা এই সব লেখার মধ্যে সর্বত্র অত্যন্ত কাঁচা ভাষায় দেখা দিয়েছে। সেটাকে ছোটো লেখা বলে স্নেহ করা যায় না, বড়ো লেখা বলে মাপও করা অসম্ভব হয়। এই সব ভর্ৎসনাসহ-বর্জনীয় প্রগল্‌ভতা যখন দেখা যায় তখন বয়স গণনা করে তাকে কিছুমাত্র সমাদর করা যায় না। বেশি লেখবার শক্তি আমার নেই, কিন্তু এই রচনাগুলির প্রতি আমার বিমুখতার কারণ লিপিবদ্ধ করে আপনাকে জানানো কর্তব্য মনে করে কষ্ট স্বীকার করেও এই কটি পংক্তি দূতহস্তে পাঠিয়ে দিলুম।

"একটা কেবল সান্ত্বনার বিষয় শুধু ক্ষণে ক্ষণে মনে জেগে ওঠে সেই যুগটাই নকলের যুগ। পূর্ববর্তী সাহিত্যের আবির্ভাব তখনো সে সম্পূর্ণ আপনার করে নিতে পারে নি। সে-যুগের ইংরেজ কবিদের মধ্যে যাদের রচনা গ্রহণ করবার শক্তি জেগেছিল, সেটা বাইরে থেকে ব্যঙ্গরূপেই প্রকাশ পেয়েছে। তখন আমাদের যাঁরা প্রশংসা করেছেন, তাঁরা নকল শেলি বায়রন রূপে আমাদের অভিহিত করে আমাদের গৌরব দান করেছেন। অর্থাৎ আমরা সে-সকল আহরিত সাহিত্য-সম্পদ তখনো স্বকীয় করে নিতে পারিনি। সুতরাং আমাদের মধ্যে যদি তাঁদের প্রভাব অক্ষম অনুকরণের পথে চালনা করে থাকে, তবে হয়তো সেই যুগের লজ্জার ভাগী আমরা সকলেই। যে-বয়সে এই যুগ স্বভাবত উপনীত হতে পারেনি, সেই বয়সকে ডিঙিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে।

"তখন যে এদেশের কচিসাহিত্যসমাজে কেবল বিদেশী কবির গোঁপদাড়ির চর্চা চলেছিল তা নয়—বালখিল্য গারিবল্‌ডির দলকেও খোঁড়া গতিতে সদর রাস্তায় কুচকাওয়াজ করিয়ে তরুণরা গৌরব বোধ করছিল। এবং তার মধ্যে মধ্যে নকল গ্যারিকের প্রতি হাততালি প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। ইতি কলিকাতা ১৮ই কার্তিক, ১৩৪৭।"

এই রচনাগুলি সম্বন্ধে কবির বিরাগ থাকিলেও, আমাদের আগ্রহাতিশয়ে তিনি এগুলির পুনঃপ্রকাশে আর বাধা দেন নাই। এগুলি পুনঃপ্রচলন করিবার কারণ আমরা প্রথম খণ্ডে আমাদের নিবেদনে জানাইয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের বিরাগ মানিয়া লইয়াও আমরা যে এই সকল পুস্তক-পুস্তিকা পুনঃপ্রকাশ করিয়াছি, এজন্য আজ আমরা সমসাময়িক ও ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কৃতজ্ঞতা লাভের আশাই মনে পোষণ করিব। রবীন্দ্রনাথ আজ আমাদের মধ্যে নাই; রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ও কল্পনা,

জীবন ও তপস্যা বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষের পক্ষে কত বড় সৌভাগ্য তাহার আলোচনার সূচনা করিবার সময় অতিক্রান্ত হইতে দিলে চলিবে না। এই আলোচনার একটি প্রধান উপকরণ, অপ্রচলিত পুস্তক-পুস্তিকা, সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত কৈশোর ও যৌবনের বহু রচনা; এইগুলির মধ্যে তাঁহার পরিণত জীবনের বহু মনন ও কল্পনার সূত্র মিলিবে।

এই খণ্ডের শেষাংশে আমরা রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক রচিত বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকাবলীও মুদ্রিত করিয়াছি। এগুলিকে "অচলিত" আখ্যা দেওয়া যায় না। ইহার অধিকাংশই এখনও প্রচলিত বা প্রচলনযোগ্য। পাঠ্যপুস্তকগুলিকে একত্র মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া আমরা এগুলিকে এই খণ্ডের শেষে একত্র স্থান দিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের মনীষা শিক্ষণনীতিতে কত দূর সার্থক হইয়াছিল, এইগুলির সাহায্যে শিক্ষাতত্ত্ব-বিদ্‌গণ তাহার আলোচনা করিতে পারিবেন। শিক্ষার মূলসূত্র ও বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ ও পত্র 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'তে 'শিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থে যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে। শান্তিনিকেতনে বহু বৎসর যাবৎ শিক্ষাদানকালে তিনি অধ্যাপকদের যে সকল মৌলিক বা লিখিত উপদেশ দিয়াছেন, পাঠচর্চার যে সকল নব নব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ হয়তো কখনও প্রকাশিত হইবে না; তাঁহার কোনো কোনো অভিভাষণ ও পত্রে তাহার আভাস মাত্র পাওয়া যায়।

'রবীন্দ্র-রচনাবলী' "অচলিত সংগ্রহ" দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদনায় সহযোগিতা করিয়া শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

১৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা

'রবীন্দ্র-রচনাবলী' "অচলিত সংগ্রহে"র দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমাংশে প্রথম খণ্ডের ন্যায়, একদা-মুদ্রিত ও অধুনা-অপ্রচলিত পুস্তক-পুস্তিকা স্থান পাইয়াছে। "অচলিত সংগ্রহে"র প্রথম খণ্ডে ও এই খণ্ডে যে-সকল পুস্তক-পুস্তিকা পুনর্মুদ্রিত হইল, তাহার অধিক "অচলিত" পুস্তক-পুস্তিকার সন্ধান আমরা পাই নাই।

বর্ত্তমান খণ্ডের দ্বিতীয় অংশে বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকাবলী মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু 'সংস্কৃত শিক্ষা' প্রথম ভাগ সংগৃহীত না হওয়াতে এই অংশ অসম্পূর্ণ রহিল। এই খণ্ড অনেক দূর মুদ্রিত হইয়া যাইবার পর, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শ্রীমতী কল্যাণী বসুর সংগ্রহ হইতে এক খণ্ড 'ইংরাজি পাঠ' উদ্ধার করিয়া আমাদের দেন। তাঁহারই সহায়তায় এই খণ্ডের শেষে 'ইংরাজি পাঠ'কে স্থান দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

যথাসময়ে পুস্তক-পুস্তিকাগুলি সংগৃহীত না হওয়াতে এই খণ্ডে কালানুক্রমিক ভাবে সবগুলি মুদ্রিত হয় নাই। পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহা করা চলিবে। যদি ইতিমধ্যে 'সংস্কৃত শিক্ষা' প্রথম ভাগ সংগৃহীত হয়, তাহাও পরবর্ত্তী সংস্করণে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইতে পারিবে। এই পুস্তকটির জন্য আমরা সংবাদপত্রে বারংবার আবেদন জানাইয়াছি, যদি কাহারও সন্ধানে ইহা থাকে, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের সহায়তা করিবেন।

দুই একটি রচনায়, যেমন—'ব্রহ্ম মন্ত্র' ও 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম'; 'ইংরাজি সোপান' ও 'ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা' ও 'ইংরেজি সহজ শিক্ষা', পুনরাবৃত্তি লক্ষিত হইবে। স্থানে স্থানে এক হইলেও ইহাদের মধ্যে পার্থক্যও এত প্রচুর যে, স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে এগুলিকে গ্রাহ্য করা ছাড়া আমাদের উপায় ছিল না।

'অনুবাদ-চর্চ্চা' ও ইংরেজি *Selected Passages for Bengali Translation*—দুইটি মিলিয়া একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ।

'ছুটির পড়া', 'বিচিত্র পাঠ', 'পাঠপ্রচয়' প্রভৃতি কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক পুনর্মুদ্রণের আবশ্যকতা আমরা অনুভব করি নাই, কারণ এগুলি সঙ্কলন-গ্রন্থ। যে-সকল রচনা এগুলিতে সঙ্কলিত হইয়াছে, সেগুলি প্রচলিত রচনাবলীতে যথাস্থানে মুদ্রিত হইয়াছে বা হইবে। তাহা ছাড়া এগুলিতে অন্যের রচনাও সঙ্কলিত হইয়াছে। 'সংস্কৃত প্রবেশ' প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ এবং 'শিক্ষক' পুস্তকগুলিও আমরা গ্রহণ করি নাই। রবীন্দ্রনাথ এগুলির সূচনা ও সম্পাদনা করিয়াছিলেন, রচনা শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের। এই প্রসঙ্গে 'সংস্কৃত প্রবেশ' হইতে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদকীয় নিবেদন নিম্নে মুদ্রিত হইল—

> ভাষার সহিত কিছুমাত্র পরিচয় হইবার পূর্ব্বেই শিশুদিগকে তাহার ব্যাকরণ শিখাইতে আরম্ভ করা, ভাষাশিক্ষার সদুপায় বলিয়া আমি গণ্য করি না। এইজন্য আমার গৃহে বালকবালিকাদিগকে যখন সংস্কৃত শিখাইবার সময় উপস্থিত হইল, তখন আর কোনো সুবিধা না দেখিয়া নিজে একটা সংস্কৃত পাঠ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহাতে গোড়া হইতে প্রয়োগ-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ভাষাশিক্ষা ও ভাষার সহিত পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ব্যাকরণশিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় আমার যে স্বল্পমাত্র অধিকার আছে—তাহাতে আমার কিছুদূর পর্য্যন্ত প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াই শোভা পায়—সঙ্কটের আশঙ্কা করিয়া তাহার অধিক অগ্রসর হইতে পারি নাই। বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপিত হইলে পর, সেখানকার ছাত্রদের যখন সংস্কৃত শিক্ষার সুপ্রণালী অনুসরণ করা আবশ্যক বোধ করিলাম, তখন আদর্শস্বরূপ "সংস্কৃত প্রবেশ" প্রথম কিয়দংশ লিখিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ কাব্যবিনোদ মহাশয়ের হস্তে উহা শেষ করিবার জন্য সমর্পণ করিলাম।
>
> তিনি এই প্রণালী অনুসারে অধ্যয়ন করাইতে গিয়া, ইহার সফলতার প্রমাণ পাইয়াছেন এবং উৎসাহের সহিত এই গ্রন্থরচনা সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বয়স্ক লোকের মধ্যে যাঁহারা ঘরে বসিয়া অল্পকালের মধ্যে শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত সংস্কৃত ভাষা শিখিতে ইচ্ছা করেন, এই গ্রন্থে তাঁহাদেরও বিশেষ উপকার হইবে, আশা করিয়া, ইহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম।

আলোচনা

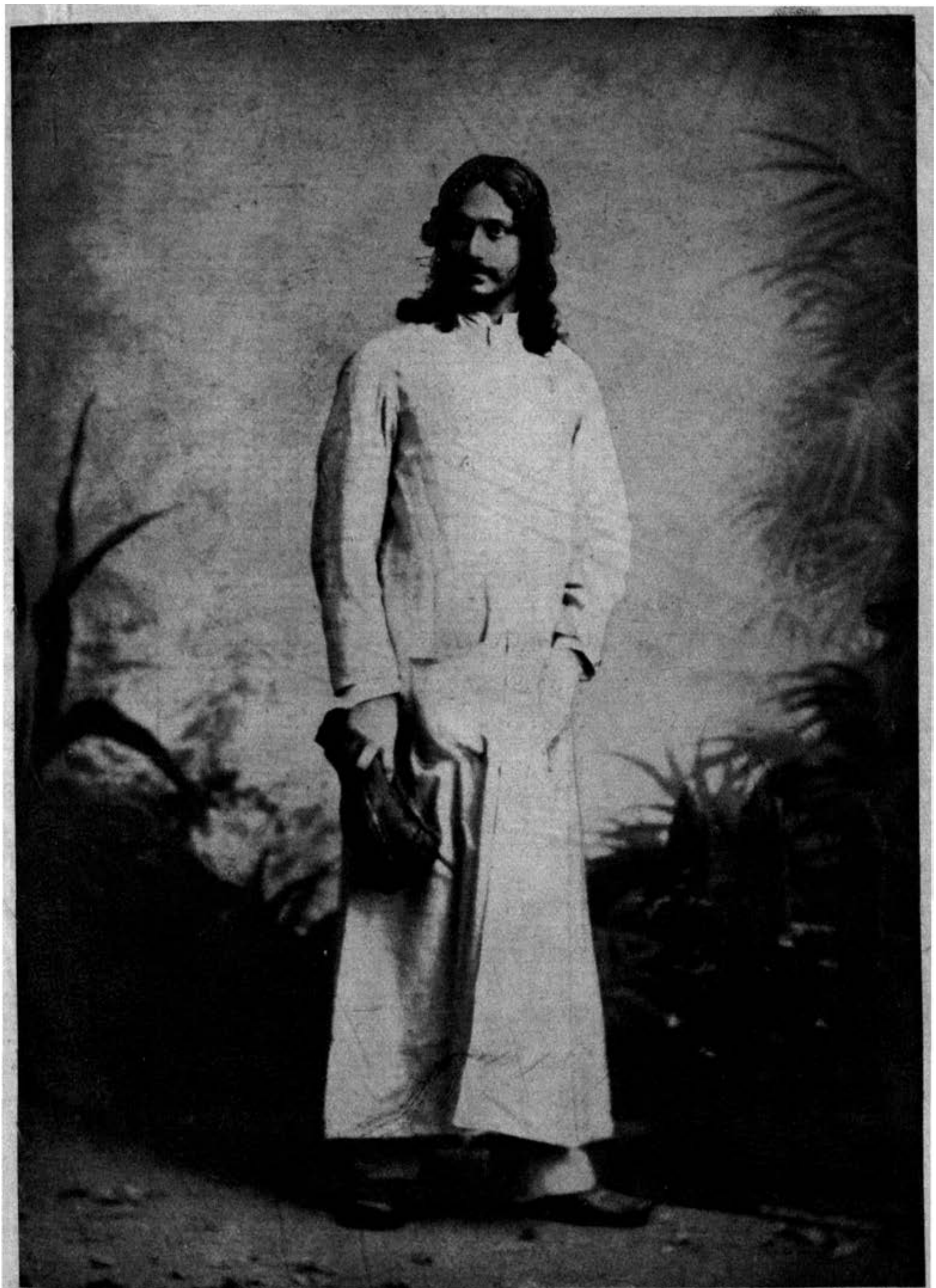
আলোচনা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

উৎসর্গ।

এই গ্রন্থ পিতৃদেবের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম

গ্রন্থকার।



রবীন্দ্রনাথ
পঁচিশ বৎসর বয়সে

আলোচনা।

ডুব দেওয়া।

ছোট বড়।

ডুবিয়া যাওয়া কথাটা সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু ডুবিয়া মরিবার ক্ষমতা ও অধিকার কয়জন লোকেরই বা আছে! কথাটার প্রকৃত ভাবই বা কে জানে! কবিরা, ভাবুকেরা, ভক্তেরা কেবল বলেন ডুবিয়া যাও, ইতর লোকেরা চারিদিকে চাহিয়া কঠিন মাটিতে পা দিয়া অবাক্ হইয়া বলে, ডুবিব কোন্ খানে, ডুবিবার স্থান কোথায়!

জলাশয় ছাড়া যখন আর কিছুতে মগ্ন হইবার কথা হয়, তখন লোকে সেটাকে অলঙ্কার বলিয়া গ্রহণ করে—সেই জন্য সে কথা শুনিয়াও শোনে না, মুখে উচ্চারণ করিয়াও বোঝে না, এবং ও-বিষয়ের স্পষ্ট একটা ভাব মনে আনা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে করে। কিন্তু আমি বলিতেছি কি, ও শব্দটাকে অলঙ্কার বলিয়া নাই মনে করিলাম; মনে করা যাক্ না কেন, যাহা বলা হইতেছে ঠিক তাহাই বুঝাইতেছে! সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া বলিতেছেন, "আমরা ত আর জলে পড়ি নাই" কিন্তু যখন কাপড় ভিজিবার বা আশু বিপদের কোন আশঙ্কা নাই তখন একবার মনেই করা যাক্ না কেন যে "হাঁ, আমরা জলেই পড়িয়াছি" দেখি না, কোথায় যাওয়া যায়!

এ জগতের সকল বস্তুরই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ এই তিন প্রকারের আয়তন দেখা যায়। কিন্তু এই সকল আয়তনের অতীত আর-এক প্রকার আয়তন তাহাদের আছে,

তাহাকে কি বলিব খুঁজিয়া পাইতেছি না। তাহা অসীমায়তনতা, বা আয়তনের অসীম অভাব।

একটি বালুকণাকে আমরা যদি জড়ভাবে দেখিতে পাই, তাহা কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই! তাহাকে কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি বলিলেই কি তাহার সমস্ত নিঃশেষে বলা হইল, তাহার আর কিছুই বাকী রহিল না! তাহা কি অনন্ত জ্ঞানের সমষ্টি নহে, অনন্ত ইতিহাস অর্থাৎ অনন্ত সময়ের সমষ্টি নহে! তাহার মধ্যে যতই প্রবেশ কর ততই প্রবেশ করা যায় না কি! তাহার বিষয় জানিয়া শেষ করিবার যো নাই—যতই জান ততই আরো জানার আবশ্যক হয়—জানিয়া জানিয়া অবশেষে যখন শ্রান্ত হইয়া সমুদয় জ্ঞানশৃঙ্খলকে অতি বৃহৎ স্তূপাকৃতি করিয়া তুলা গেল তখনও দেখা গেল বালির শেষ হইল না। অতএব নিতান্ত জড়ভাবে না দেখিয়া মানসিক ভাবে দেখিলে বালুকণার আকার আয়তন কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, জানা যায় যে তাহা অসীম।

আমরা যাহাকে সচরাচর ক্ষুদ্রতা বা বৃহত্ত্ব বলি, তাহা কোন কাজের কথা নহে। আমাদের চক্ষু যদি অণুবীক্ষণের মত হইত তাহা হইলেই এখন যাহাকে ক্ষুদ্র দেখিতেছি, তখন তাহাকেই অতিশয় বৃহৎ দেখিতাম। এই অণুবীক্ষণতা-শক্তি কল্পনায় যতই বাড়াইতে ইচ্ছা কর ততই বাড়িতে পারে। অত গোলে কাজ কি, পরমাণুর বিভাজ্যতার ত আর কোথাও শেষ নাই; অতএব একটি বালুকণার মধ্যে অনন্ত পরমাণু আছে, একটি পর্ব্বতের মধ্যেও অনন্ত পরমাণু আছে, ছোট বড় আর কোথায় রহিল! একটি পর্ব্বতও যা, পর্ব্বতের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম অংশও তাই; কেহই ছোট নহে, কেহই বড় নহে, কেহই অংশ নহে সকলেই সমান। বালুকণা কেবল যে জ্ঞেয়তায় অসীম, দেশে অসীম তাহা নহে, তাহা কালেও অসীম, তাহারই মধ্যে তাহার অনন্ত ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান একত্রে বিরাজ করিতেছে। তাহাকে বিস্তার করিলে দেশেও তাহার শেষ পাওয়া যায় না, তাহাকে বিস্তার করিলে কালেও তাহার শেষ পাওয়া যায় না। অতএব একটি বালুকা অসীম দেশ অসীম কাল অসীম শক্তি সুতরাং অসীম জ্ঞেয়তার সংহত কণিকা মাত্র। চোখে ছোট দেখিতেছি বলিয়া একটা জিনিষ সীমাবদ্ধ নাও হইতে পারে। হয়ত ছোট বড়র উপর অসীমতা কিছু মাত্র নির্ভর করে না। হয়ত ছোটও যেমন অসীম হইতে পারে বড়ও তেমনি অসীম হইতে পারে। হয়ত অসীমকে ছোটই বল আর বড়ই বল সে কিছুই গায়ে পাতিয়া লয় না।

"যাহা কিছু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সকলি,
বালুকার কণা, সেও অসীম অপার,

তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ—
কে আছে, কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে ;
বড় ছোট কিছু নাই, সকলি মহৎ।”

যাহা বলিলাম তাহা কিছুই বুঝা গেল না, কেবল কতকগুলা কথা কহা গেল মাত্র। কিন্তু কোন্ কথাটাই বা সত্য ! বালুকা সম্বন্ধে যে কথাই বলা হইয়া থাকে, তাহাতে বালুকার যথার্থ স্বরূপ কিছুই বুঝা যায় না, একটা কথা মুখস্থ করিয়া রাখা যায়। ইহাতেও কিছু ভাল বুঝা গেল না, কেবল একটা বুঝিবার প্রয়াস প্রকাশ পাইল মাত্র।

বিজ্ঞ লোকেরা তিরস্কার করিয়া বলিবেন, যাহা বুঝা যায় না, তাহার জন্য এত প্রয়াসই বা কেন ! কিন্তু তাঁহারা কোথাকার কে ! তাঁহাদের কথা শোনে কে ! তাঁহারা কোন্ দিন ঝরণাকে তিরস্কার করিতে যাইবেন, সে উপর হইতে নীচে পড়ে কেন ! কোন্ দিন ধোঁয়ার প্রতি আইনজারি করিবেন সে যেন নীচে হইতে উপরে না ওঠে।

ডুবিবার ক্ষমতা।

যাহা হউক্ আর কিছু বুঝি না-বুঝি এটা বোঝা যায় জগতের সর্ব্বত্রই অতল সমুদ্র। মহিষের মত পাঁকে গা ডুবাইয়া নাকটুকু জলের উপরে বাহির করিয়া জগতের তলা পাইয়াছি বলিয়া যে নিশ্চিন্ত ভাবে জড়ের মত নিদ্রা দিব তাহার যো নাই। এক এক জন লোক আছেন তাঁহাদের কিছুই যথেষ্ট মনে হয় না—খানিকটা গিয়াই সমস্ত শেষ হইয়া যায় ও বলিয়া উঠেন, এই বইত নয় ! এই ক্ষুদ্রেরা মনে করেন, জগতের সর্ব্বত্রই তাঁহাদের হাঁটুজল, ডুবজল কোন খানেই নাই। জগতের সকলেরই উপরে ইঁহারা মাথা তুলিয়া আছেন—ঐ অভিমানী মাথাটা সবসুদ্ধ ডুবাইয়া দিতে পারেন, এমন স্থান পাইতেছেন না ! অস্থির হইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। ইঁহারা যে জগতের অসম্পূর্ণতা ও নিজের মহত্ত্ব লইয়া গর্ব্ব করিতেছেন ইঁহাদের গর্ব্ব ঘুচিয়া যায় যদি জানিতে পারেন ডুব দিবার ক্ষমতা ও অধিকার সকলের নাই। বিশেষ গৌরব থাকা চাই তবে মগ্ন হইতে পারিবে ; সোলা যখন জলের চারিদিকে অসন্তুষ্ট ভাবে ভাসিয়া বেড়ায় তখন কি মনে করিতে হইবে কোথাও তাহার ডুব দিবার উপযোগী স্থান নাই ! সে তাই মনে করুক্ কিন্তু জলের গভীরতা তাহাতে কমিবে না।

“আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া,
অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু।”

ডুবিবার স্থান।

যখন একটা কুকুর একটি গোলাপ ফুল দেখে, তখন তাহার দেখা অতি শীঘ্রই ফুরাইয়া যায়—কারণ ফুলটি কিছু বড় নহে। কিন্তু এক জন ভাবুক যখন সেই ফুলটি দেখেন তখন তাঁহার দেখা শীঘ্র ফুরায় না, যদিও সে ফুলটি দেড় ইঞ্চি অপেক্ষা আয়ত নহে। কারণ সে গোলাপ ফুলের গভীরতা নিতান্ত সামান্য নহে। যদিও তাহাতে দুই ফোঁটার বেশী শিশির ধরে না, তথাপি হৃদয়ের প্রেম তাহাকে যতই দাও না কেন, তাহার ধারণ করিবার স্থান আছে। সে ক্ষুদ্রকায় বলিয়া যে তোমার হৃদয়কে তাহার বক্ষস্থিত কীটের মত গোটাকতক পাপড়ির মধ্যে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে তাহা নহে। সে আরো তোমাকে এমন এক নূতন বিচরণের স্থানে লইয়া যায়, যেখানে এত বেশী স্বাধীনতা যে এক প্রকার অনির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয়তার মধ্যে হারা হইয়া যাইতে হয়। তখন এক প্রকার অস্ফুট দৈববাণীর মত হৃদয়ের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়, যে, সকলেরই মধ্যে অসীম আছে; যাহাকেই তুমি ভাল বাসিবে সেই তোমাকে তাহার অসীমের মধ্যে লইয়া যাইবে, সেই তোমাকে তাহার অসীম দান করিবে। কে না জানেন, যাহাকে যত ভাল বাসা যায় সে ততই বেশী হইয়া উঠে—নহিলে প্রেমিক কেন বলিবেন, "জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল!" একটা মানুষ যত বড়ই হউক না কেন, তাহাকে দেখিতে কিছু বেশীক্ষণ লাগে না—কিন্তু আজন্ম কাল দেখিয়াও যখন দেখা ফুরায় না তখন সে না-জানি কত বড় হইয়া উঠিয়াছে! ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, অনুরাগের প্রভাবে প্রেমিক একজন মানুষের অন্তরস্থিত অসীমের মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, সেখানে, সে মানুষের আর অন্ত পাওয়া যায় না; হৃদয় যতই দাও ততই সে গ্রহণ করে, যত দেখ ততই নতুন দেখা যায়, যত তোমার ক্ষমতা আছে ততই তুমি নিমগ্ন হইতে পার। এই জন্যই যথার্থ অনুরাগের মধ্যে এক প্রকার ব্যাকুলতা আছে। সে এতখানি পায় যে তাহা প্রাণ ভরিয়া আয়ত্ত করিতে পারে না—তাহার এত বেশী তৃপ্তি বর্ত্তমান, যে, সে-তৃপ্তিকে সে সর্ব্বতোভাবে অধিকার করিতে পারে না ও তাহা সুমধুর অতৃপ্তিরূপে চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকে। যেখানে অনুরাগ নাই সেইখানেই সীমা, সেইখানেই মহা অসীমের দ্বার রুদ্ধ, সেইখানেই চারিদিকে লৌহের ভিত্তি, কারাগার! জগৎকে যে ভালবাসিতে শিখে নাই, সে ব্যক্তি অন্ধকূপের মধ্যে আট্‌কা পড়িয়াছে। সে মনে করিতেও পারে না এই টুকুর বাহিরেও কিছু থাকিতে পারে। তাহার নিজের পায়ের শিকলিটার ঝম্ ঝম্ শব্দই তাহার জগতের একমাত্র

সঙ্গীত। সে কল্পনাও করিতে পারে না কোথাও পাখী ডাকে, কোথাও সূর্য্যের কিরণ বিকীরিত হয়।

অনুরাগেই যে যথার্থ স্বাধীনতা তাহার একটা প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। সম্পূর্ণ নূতন লোকের মধ্যে গিয়া পড়িলে আমরা যেন নিশ্বাস লইতে পারি না, হাত পা ছড়াইতে সঙ্কোচ হয়, যে কেহ লোক থাকে সকলেই যেন বাধার মত বিরাজ করিতে থাকে, তাহারা সদয় ব্যবহার করিলেও সকল সময়ে মনের সঙ্কোচ দূর হয় না। তাহার কারণ, একমাত্র অনুরাগের অভাববশতঃ আমরা তাহাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পাই না, যেখানে স্বাধীনতার যথার্থ বিচরণ-ভূমি সে স্থান আমাদের নিকটে রুদ্ধ। আমরা কেবলি তাহাদের নাকে চোখে মুখে, আচারে ব্যবহারে, নূতন ধরণের কথায় বার্ত্তায় হুঁচট ঠোকর ধাক্কা খাইতে থাকি।

পুরাতনের নূতনত্ব।

অতএব দেখা যাইতেছে জগতের সমস্ত দৃশ্যের মধ্যে অনন্ত অদৃশ্য বর্ত্তমান। নিত্য-নূতন নামক যে শব্দটা কবিরা ব্যবহার করিয়া থাকেন সেটা কি নিতান্ত একটা কথার কথা, একটা আলঙ্কারিক উক্তি মাত্র! তাহার মধ্যে গভীর সত্য আছে। অসীম যতই পুরাতন হউক্ না কেন তাহার নূতনত্ব কিছুতেই ঘুচে না! সে যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই বেশী নূতন হইতে থাকে, সে দেখিতে যতই ক্ষুদ্র হউক্ না কেন প্রত্যহই তাহাকে অত্যন্ত অধিক করিয়া পাইতে থাকি। এই নিমিত্ত যথার্থ যে প্রেমিক সে আর নূতনের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত নহে, শুদ্ধ তাহাই নয়, পুরাতন ছাড়িয়া সে থাকিতে পারে না। কারণ নূতন অতি ক্ষুদ্র, পুরাতন অতি বৃহৎ। পুরাতন যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই তাহার অসীম বিস্তার প্রেমিকের নিকট অবারিত হইতে থাকে, হৃদয় ততই তাহার মর্ম্মস্থানের অভিমুখে ক্রমাগত ধাবমান হইতে থাকে, ততই জানিতে পারা যায় হৃদয়ের বিচরণক্ষেত্র অতি বৃহৎ, হৃদয়ের স্বাধীনতার কোথাও বাধা নাই। যে ব্যক্তি একবার এই পুরাতনের গভীরতার মধ্যে মগ্ন হইতে পারিয়াছে, এই সাগরের হৃদয়ে সন্তরণ করিতে পারিয়াছে, সে কি আর ছোট ছোট ব্যাংগুলার আনন্দ-কল্লোল শুনিয়া প্রতারিত হইয়া নূতন নামক সঙ্কীর্ণ কূপটার মধ্যে আপনাকে বদ্ধ করিতে পারে!

সাম্য।

এ জগতে সকলি যে সমান, কেহ যে ছোট বড় নহে, তাহা প্রেমের চক্ষে ধরা পড়িল। এই নিমিত্ত যখন দেখা যায়, যে, একজন লোক কুৎসিৎ মুখের দিকে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া আছে, তখন আর আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই—আর একজনকে দেখিতেছি সে সুন্দর মুখের দিকে ঠিক তেমনি করিয়াই চাহিয়া আছে, ইহাতেও আশ্চর্য্য হইবার কোন কথা নাই। অনুরাগের প্রভাবে উভয়ে মানুষের এমন স্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছে, যেখানে সকল মানুষই সমান, যেখানে কাহারও সহিত কাহারো এক চুল ছোট বড় নাই, যেখানে সুন্দর কুৎসিৎ প্রভৃতি তুলনা আর খাটেই না। সীমা এবং তুলনীয়তা কেবল উপরে, একবার যদি ইহা ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পার ত দেখিবে সেখানে সমস্তই একাকার, সমস্তই অনন্ত। এতবড় প্রাণ কাহার আছে সেখানে প্রবেশ করিতে পারে, বিশ্বচরাচরের মহাসমুদ্রে অসীম ডুব ডুবিতে পারে। প্রেমে সেই সমুদ্রে সন্তরণ করিতে শিখায়—যাহাকেই ভালবাস না কেন তাহাতেই সেই মহা স্বাধীনতার ন্যূনাধিক আস্বাদ পাওয়া যায়! এই যে শূন্য অনন্ত আকাশ ইহাও আমাদের কাছে সীমাবদ্ধরূপে প্রকাশ পায়, মনে হয় যেন একটি অচল কঠিন সুগোল নীল মণ্ডপ আমাদিগকে ঘেরিয়া আছে; যেন খানিক দূর উঠিলেই আকাশের ছাতে আমাদের মাথা ঠেকিবে। কিন্তু ডানা থাকিলে দেখিতাম ঐ নীলিমা আমাদিগকে বাধা দেয় না, ঐ সীমা আমাদের চোখেরই সীমা; যদিও মণ্ডপের উর্দ্ধে আরও মণ্ডপ দেখিতাম, তদূর্দ্ধে উঠিলে আবার আর-একটা মণ্ডপ দেখিতাম, তথাপি জানিতে পারিতাম যে, উহারা আমাদিগকে মিথ্যা ভয় দেখাইতেছে, উহারা কেবল ফাঁকি মাত্র। আমাদের স্বাধীনতার বাধা আমাদের চক্ষু, কিন্তু বাস্তবিক বাধা কোথাও নাই।

স্বদেশ।

আমার একজন বন্ধু দার্জিলিং কাশ্মীর প্রভৃতি নানা রমণীয় দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া বলিলেন—বাঙ্গালার মত কিছুই লাগিল না। কথাটা শুনিয়া অধিকাংশ লোকই হাসিবেন। কিন্তু হাসিবার বিশেষ কারণ দেখিতেছি না। বরং যাঁহারা বলেন বাঙ্গালায় দেখিবার কিছুই নাই, সমস্তটাই প্রায় সমতল স্থান, পাহাড় পর্ব্বত প্রভৃতি বৈচিত্র্য কিছুই নাই, দেশটা দেখিতে ভালই নহে, তাঁহাদের কথা শুনিলেই বাস্তবিক

আশ্চর্য্য বোধ হয়। বাঙ্গালা দেশ দেখিতে ভাল নয়! এমন মায়ের মত দেশ আছে! এত কোল-ভরা শস্য, এমন শ্যামল পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য, এমন স্নেহধারাশালিনী ভাগীরথী-প্রাণা কোমলহৃদয়া, তরুলতাদের প্রতি এমনতর অনির্ব্বচনীয় করুণাময়ী মাতৃভূমি কোথায়! একজন বিদেশী আসিয়া যাহা বলে শোভা পায়, কিন্তু আজন্মকাল ইহার কোলে যে মানুষ হইয়াছে সেও ইহার সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না! সে ব্যক্তি যে প্রেমিক নহে ইহা নিশ্চয়ই। সুতরাং বাংলা দেশে সে বাস করে মাত্র, কিন্তু বাংলা দেশ সে দেখেই নি—বাংলা দেশে সে কখনো যায় নি, ম্যাপে দেখিয়াছে মাত্র। এত দেশে গিয়াছি এত নদী দেখিয়াছি কিন্তু বাংলার গঙ্গা যেমন এমন নদী আর কোথাও দেখি নাই। কিন্তু কেন? অমুক দেশে একটা নদী আছে সেটা গঙ্গার চেয়ে চওড়া—অমুক সাগরে একটা নদী পড়িয়াছে সেটা গঙ্গার চেয়ে দীর্ঘ—অমুক স্থানে একটা নদী বহিতেছে, গঙ্গার চেয়ে তাহার তরঙ্গ বেশী। ইত্যাদি।

কেন।

এই কেন লইয়াই যত মারামারি। যে ভালবাসে সে কেনর উত্তর দিতে পারে না। তুমি তর্ক করিলে বাংলার চেয়ে কাশ্মীর ভাল দেশ হইয়া দাঁড়ায় কিন্তু তবু আমার কাছে কেন বাংলাই ভাল দেশ। তার্কিক বলেন, বাল্যাবধি বাংলা দেশটা তোমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাই ভাল লাগিতেছে। ঠিক কথা। কিন্তু অভ্যাস হইয়া যাওয়ার দরুন ভাল লাগিবার কি কারণ হইতে পারে! তাঁহাদের কথার ভাবটা এই যে বাংলা দেশে আসলে যাহা নাই, আমি তাহাই যেন নিজের তহবিল হইতে দেশকে অর্পণ করি। এ কথা কোন কাজের নহে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রেম একটি সাধনা। ভাল বাসিয়া আজন্ম প্রত্যহ দেশের পানে চাহিয়া দেখিলে দেশ সদয় হইয়া তাঁহার প্রাণের মধ্যে আমাদিগকে লইয়া যান—কারণ সকলেরই প্রাণ আছে। ভাল বাসিলে সকলেই তাহার প্রাণে ডাকিয়া লয়। বাহ্য আকার-আয়তনের মধ্যে স্বাধীনতা নাই, তাহা বাধাবিপত্তিময়—আকার আয়তনের অতীত প্রাণের মধ্যেই স্বাধীনতা—সেখানে পায়ে কিছু ঠেকে না, চোখে কিছু পড়ে না, শরীরে কিছুই বাধে না—কেবল এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় স্বাধীনতার আনন্দ। ইহার কাছে কি আর "কেন" ঘেঁষিতে পারে! স্বদেশে আমাদের হৃদয়ের কি স্বাধীনতা! স্বদেশে আমাদের কতখানি জায়গা! কারণ স্বদেশের শরীর ক্ষুদ্র, স্বদেশের হৃদয় বৃহৎ। স্বদেশের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছি। স্বদেশের প্রত্যেক গাছপালা আমাদের চোখে ঠেকে না, আমরা

একেবারেই তাহার ভিতরকার ভাব তাহার হৃদয়পূর্ণ মাধুরী দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য্য এই স্বাধীনতা সকল দেশের লোকেই সমান উপভোগ করিতে পারেন। ইহার জন্য ভূগোল বিবরণ পড়িয়া রেলোয়ের টিকিট কিনিয়া দূরদূরান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই।

এক কাঠা জমি।

একদল লোক আছেন তাঁহারা যেখানে যতই পুরাতন হইতে থাকেন সেইখানে ততই অনুরাগসূত্রে বদ্ধ হইতে থাকেন। আর একদল লোক আছেন, তাঁহাদিগকে অভ্যাস-সূত্রে কিছুতেই বাঁধিতে পারে না, দশ বৎসর যেখানে আছেন সেও তাঁহার পক্ষে যেমন, আর একদিন যেখানে আছেন সেও তাঁহার পক্ষে তেমনি। লোকে হয়ত বলিবে তিনিই যথার্থ দূরদর্শী, অপক্ষপাতী, কেবল মাত্র সামান্য অভ্যাসের দরুন তাঁহার নিকট কোন জিনিষের একটা মিথ্যা বিশেষত্ব প্রতীতি হয় না। বিশ্বজনীনতা তাঁহাতেই সম্ভবে। ঠিক উল্টো কথা। বিশ্বজনীনতা তাঁহাতেই সম্ভবে না। বিশ্বের প্রত্যেক বিঘা প্রত্যেক কাঠাতেই বিশ্ব বর্ত্তমান। একদিনে তাহা আয়ত্ত হয় না। প্রত্যহ অধিকার বাড়িতে থাকে। যিনি দশ বৎসরে এক স্থানের কিছুই অধিকার করিতে পারিলেন না তিনি বিশ্বকে অধিকার করিবেন কি করিয়া! বিশ্ব সর্ব্বত্রই অসীম গভীর এবং অসীম প্রশস্ত। অতএব বিশ্বের এক কাঠা জমিকে যথার্থ ভালবাসিতে গেলে বিশ্ব-জনীনতা থাকা চাই।

জগৎ মিথ্যা।

যাঁহারা বলেন জগৎ মিথ্যা, তাঁহাদের কথা এক হিসাবে সত্য এক হিসাবে সত্য নয়। বাহির হইতে জগৎকে যেরূপ দেখা যায় তাহা মিথ্যা। তাহার উপরে ঠিক বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।

ঈথর কাঁপিতেছে, আমি দেখিতেছি আলো; বাতাসে তরঙ্গ উঠিতেছে, আমি শুনিতেছি শব্দ; ব্যবচ্ছেদবিশিষ্ট অতি সূক্ষ্মতম পরমাণুর মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ চলিতেছে, আমি দেখিতেছি বৃহৎ দৃঢ় ব্যবচ্ছেদহীন বস্তু। বস্তুবিশেষ কেনই যে বস্তুবিশেষ রূপে প্রতিভাত হয় আর-কিছু রূপে হয় না, তাহার কোন অর্থ পাওয়া যায় না। আশ্চর্য্য কিছুই নাই, আমাদের নিকটে যাহা বস্তুরূপে প্রতিভাত হইতেছে,

আর একদল নূতন জীবের নিকটে তাহা কেবল শব্দরূপে প্রতীত হইতেছে। আমাদের কাছে বস্তু দেখা ও তাহাদের কাছে শব্দ শোনা একই। এমনও আশ্চর্য্য নহে, আর এক নূতন জীব দৃষ্টি শ্রুতি ঘ্রাণ স্বাদ স্পর্শ ব্যতীত আর এক নূতন ইন্দ্রিয়-শক্তি দ্বারা বস্তুকে অনুভব করে তাহা আমাদের কল্পনার অতীত। বস্তুকে ক্রমাগত বিশ্লেষ করিতে গেলে তাহাকে ক্রমাগত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মে পরিণত করা যায়—অবশেষে এমন হইয়া দাঁড়ায় আমাদের ভাষায় যাহার নাম নাই, আমাদের মনে যাহার ভাব নাই। মুখে বলি তাহা অসংখ্য শক্তির খেলা, কিন্তু শক্তি বলিতে আমরা কিছুই বুঝি না। অতএব আমরা যাহা দেখিতেছি শুনিতেছি, তাহার উপরে অনন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। কাজের সুবিধার জন্য রফা করিয়া কিছু দিনের মত তাহাকে এই আকারে বিশ্বাস করিবার একটা বন্দোবস্ত হইয়াছে মাত্র; আবার অবস্থা পরিবর্ত্তনে এ চুক্তি ভাঙ্গিলে তাহার জন্য আমরা কিছুমাত্র দায়িক হইব না।

তুলনায় অরুচি।

এইখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলিবার ইচ্ছা হইতেছে, এই বেলা সেই কথাটা বলিয়া লই, পুনশ্চ পূর্ব্বকথা উত্থাপন করা যাইবে। অনেক লোক আছেন তাঁহারা কথাবার্ত্তাতেই কি, আর কবিতাতেই কি, তুলনা বর্দাস্ত করিতে পারেন না। তুলনাকে তাঁহারা নিতান্ত একটা ঘরগড়া মিথ্যারূপে দেখেন; নিতান্ত অনুগ্রহপূর্ব্বক ওটাকে তাঁহারা মানিয়া লন মাত্র। তাঁহারা বলেন, যেটা যাহা সেটাকে তাহাই বল, সেটাকে আবার আর-একটা বলিলে তাহাকে একটা অলঙ্কার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ইঁহারা কঠিন নৈয়ায়িক লোক, ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে সকল কথা বাজাইয়া লন, কবিতার তুলনা উপমা প্রভৃতি ন্যায়-শাস্ত্রের নিকট যাচাই করিয়া তবে গ্রহণ করেন। অতএব ইঁহাদের কাছে শাস্ত্র অনুসারেই কথা কহা যাক। জগৎসংসারে কোন্ জিনিষটা একেবারে স্বতন্ত্র, কোন্ জিনিষটা এতবড় প্রতাপান্বিত যে কোন-কিছুর সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না? জড়বুদ্ধিরা সকল জিনিষকেই পৃথক্ করিয়া দেখে, তাহাদের কাছে সবই স্বস্বপ্রধান। বুদ্ধির যতই উন্নতি হয় ততই সে ঐক্য দেখিতে পায়। বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, ক্রমাগত একের প্রতি ধাবমান হইতেছে। সহজচক্ষে যাহাদের মধ্যে আকাশ পাতাল, তাহারাও অভেদাত্মা হইয়া দাঁড়াইতেছে। এ বিশ্বরাজ্যে বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক ঐক্য, দর্শন দার্শনিক ঐক্য দেখাইতেছে, কবিতা কি অপরাধ করিল? তাহার কাজ জগতের

সৌন্দর্য্যগত ভাবগত ঐক্য বাহির করা। তুলনার সাহায্যে কবিতা তাহাই করে; তাহাকে যদি তুমি সত্য বলিয়া শিরোধার্য্য না কর, কল্পনার ছেলেখেলা মাত্র মনে কর, তাহা হইলে কবিতাকে অন্যায় অপমান করা হয়। কবিতা যখন বলে, তারাগুলি আকাশে চলিতে চলিতে গান গাহিতেছে—যথা

> There's not the smallest orb which thou beholdest
> But in his motion like an angel sings.

তখন তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক শুনিয়া গিয়া কবিকে নিতান্তই বাধিত কর। মনে মনে বলিতে থাক, তারা চলিতেছে ইহা স্বীকার করি, কিন্তু কোথায় চলা আর কোথায় গান গাওয়া! চলাটা চোখে দেখিবার বিষয় আর গান গাওয়াটা কানে শুনিবার—তবে অলঙ্কারের হিসাবে মন্দ হয় নাই। কিন্তু হে তর্কবাচস্পতি, বিজ্ঞান যখন বলে, বাতাসের তরঙ্গলীলাই ধ্বনি, তখন তুমি কেন বিনা বাক্যব্যয়ে অম্লান বদনে কথাটাকে গলাধঃকরণ করিয়া ফেল! কোথায় বাতাসের বিশেষ একরূপ কম্পন নামক গতি, আর কোথায় আমাদের শব্দ শুনিতে পাওয়া! সচরাচর বাতাসের গতি আমাদের স্পর্শের বিষয় কিন্তু শব্দে ও স্পর্শে যে ভাই-ভাই সম্পর্ক ইহা কে জানিত! বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন, কবিরা হৃদয়ের ভিতর হইতে জানিতেন। কবিরা জানিতেন, হৃদয়ের মধ্যে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে শব্দ স্পর্শ ঘ্রাণ সমস্ত একাকার হইয়া যায়। তাহারা যতক্ষণ বাহিরে থাকে ততক্ষণ স্বতন্ত্র। তাহারা নানা দিক্ হইতে নানা দ্রব্য স্বতন্ত্র ভাবে উপার্জ্জন করিয়া আনে, কিন্তু হৃদয়ের অন্তঃপুরের মধ্যে সমস্তই একত্রে জমা করিয়া রাখে, এবং এমনি গলাগলি করিয়া থাকে যে কোন্‌টি যে কে চেনা যায় না। সেখানে গন্ধকে স্পৃশ্য বলিতে আপত্তি নাই, রূপকে গান বলিতে বাধে না। পূর্ব্বেই ত বলা হইয়াছে, যেখানে গভীর সেখানে সমস্তই একাকার। সেখানে হাসিও যা কান্নাও তা, সেখানে সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা।

জ্ঞানে যাহারা বর্ব্বর তাহারা যেমন জগতে বৈজ্ঞানিক ঐক্য দার্শনিক ঐক্য দেখিতেও পায় না বুঝিতেও পারে না, তেমনি ভাবে যাহারা বর্ব্বর তাহারা কবিতাগত ঐক্য দেখিতেও পায় না বুঝিতেও পারে না। ইংরাজি সাহিত্য পড়িয়া আমার মনে হয় কবিতায় তুলনা ক্রমেই উন্নতিলাভ করিতেছে, যাহাদের মধ্যে ঐক্য সহজে দেখা যায় না তাহাদের ঐক্যও বাহির হইয়া পড়িতেছে। কবিতা, বিজ্ঞান ও দর্শন ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া চলিতেছে, কিন্তু একই জায়গায় আসিয়া মিলিবে ও আর কখন বিচ্ছেদ হইবে না।

জগৎ সত্য।

যাহা হউক দেখা যাইতেছে, সবই একাকার হইয়া পড়ে, জগৎটা না থাকিবার মতই হইয়া আসে। যাহা দেখিতেছি তাহা যে তাহাই নহে ইহাই ক্রমাগত মনে হয়। এই জন্যই জগৎকে কেহ কেহ মিথ্যা বলেন। কিন্তু আর এক রকম করিয়া জগৎকে হয়ত সত্য বলা যাইতে পারে।

সত্য যাহা তাহা অদৃশ্য, তাহা কখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহা একটা ভাব মাত্র। কিন্তু ভাব আমাদের নিকট নানারূপে প্রকাশ পায়, ভাষা আকারে, অক্ষর আকারে, বিবিধ বস্তুর বিচিত্র বিন্যাস আকারে। তেমনি প্রকৃত জগৎ যাহা তাহা অদৃশ্য, তাহা কেবল একটি ভাব মাত্র, সেই ভাবটি আমাদের চোখে বহির্জগৎরূপে প্রকাশিত হইতেছে। যেমন, যাহা পদার্থ নহে যাহা একটি শক্তি মাত্র তাহাকেই আমরা বিচিত্র বর্ণরূপে আলোকরূপে দেখিতেছি ও উত্তাপরূপে অনুভব করিতেছি, তেমনি যাহা একটি সত্যমাত্র তাহাকে আমরা বহির্জগৎরূপে দেখিতেছি। একজন দেবতার কাছে হয়ত এ জগৎ একেবারেই অদৃশ্য, তাঁহার কাছে আকার নাই, আয়তন নাই, গন্ধ নাই, শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, তাঁহার কাছে কেবল একটা জানা আছে মাত্র। একটা তুলনা দিই। তুলনাটা ঠিক না হউক একটুখানি কাছাকাছি আসে। আমার যখন বর্ণপরিচয় হয় নাই, তখন যদি আমার নিকটে একখানা বই আনিয়া দেওয়া হয়—তবে সে বইয়ের প্রত্যেক আঁচড় আমার চক্ষে পড়ে, প্রত্যেক বর্ণ আলাদা আলাদা করিয়া দেখিতে পাই ও সমস্তটা অনর্থক ছেলেখেলা মনে করি। কিন্তু যখন পড়িতে শিখি, তখন আর অক্ষর দেখিতে পাই না। তখন বস্তুতঃ বইটা আমার নিকটে অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু তখনি বইটা যথার্থতঃ আমার নিকটে বিরাজ করিতে থাকে। তখন আমি যাহা দেখি তাহা দেখিতে পাই না, আর একটা দেখিতে পাই। তখন আমি বস্তুতঃ দেখিলাম, গ-য়ে আকার ছ (গাছ), কিন্তু তাহা না দেখিয়া দেখিলাম একটা ডালপালা-বিশিষ্ট উদ্ভিদ্ পদার্থ। কোথায় একটা কালো আঁচড় আর কোথায় একটা বৃহৎ বৃক্ষ! কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা বুঝিয়া পড়িতে পারি ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ আঁচড়গুলা কি সমস্তই মিথ্যা নহে! যে ব্যক্তি শাদা কাগজের উপরে হিজিবিজি কাটে তাহাকে কি আমরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বলিব না! কারণ অক্ষর মিথ্যা। আমার একরূপ অক্ষর আর-একজনের আর-একরূপ অক্ষর। ভাষা মিথ্যা। আমার ভাষা এক তোমার ভাষা আর-এক। আজিকার ভাষা এক কালিকার ভাষা আর-এক। এ ভাষায় বলিলেও হয় ও ভাষায় বলিলেও হয়। গাছ বলিয়া একটা আওয়াজ শুনিলে আমি

মনের মধ্যে যে জিনিষটা দেখিতে পাইব, আর-একজন ব্যক্তি ট্রী বলিয়া একটা আওয়াজ না শুনিলে ঠিক সে জিনিষটা মনে আনিতে পারিবে না। অতএব দেখা যাইতেছে অক্ষর ও ভাষা তুমি ঘরে গড়িয়া বন্দোবস্ত করিয়া বদল করিতে পার, কিন্তু তাহারি আশ্রিত ভাবটিকে খেয়াল অনুসারে বদল করা যায় না, তাহা ধ্রুব।

জগৎকে যে আমাদের মিথ্যা বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার কারণ কি এমন হইতে পারে না যে, জগতের বর্ণপরিচয় আমাদের কিছুই হয় নাই! জগতের প্রত্যেক অক্ষর আঁচড়ের আকারে সুতরাং মিথ্যা আকারে আমাদের চোখে পড়িতেছে। যখন আমরা বাস্তবিক জগৎকে পড়িতে পারিব তখন এ জগৎকে দেখিতে পাইব না। এ পড়া কি এক দিনে শেষ হইবে! এ বর্ণমালা কি সামান্য!

এ জগৎ মিথ্যা নয় বুঝি সত্য হবে,
অক্ষর আকারে শুধু লিখিত রয়েছে।
অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমা রূপ ধরি!

প্রেমের শিক্ষা।

কিন্তু কে পড়াইবে! কে বুঝাইয়া দিবে যে জগৎ কেবল স্তূপাকৃতি কতকগুলো বস্তু নহে, উহার মধ্যে ভাব বিরাজমান? আর কেহ নহে প্রেম। জগৎকে যে যথার্থ ভালবাসে সে কখন মনে করিতেও পারে না, জগৎ একটা নিরর্থক জড়পিণ্ড। সে ইহারই মধ্যে অসীমের ও চিরজীবনের আভাস দেখিতে পায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রেমেই যথার্থ স্বাধীনতা। কারণ যতটা দেখা যায় প্রেমে তার চেয়ে ঢের বেশী দেখাইয়া দেয়!

জগৎকে কখন্ মিথ্যা মনে করিতে পারি না, যখন জগৎকে ভালবাসি! একজন যে-সে লোক মরিয়া গেলে আমরা সহজেই মনে করিতে পারি যে, এ লোকটা একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল, কারণ সে আমার নিকট এত ক্ষুদ্র! কিন্তু একজন প্রিয় ব্যক্তির মরণে আমাদের মনে হয় এ কখনো মরিতে পারে না। কারণ তাহার মধ্যে আমরা অসীমতা দেখিতে পাইয়াছি। যাহাকে এত বেশী ভাল বাসিয়াছি সে কি একেবারে "নাই" হইয়া যাইতে পারে! সে ত কম লোক নয়! তাহাকে যতখানি হৃদয় দিয়াছি ততখানিই সে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার উপরে যতই আশা স্থাপন করিয়াছি ততই আশা ফুরায় নি, রজ্জুবদ্ধ লৌহখণ্ডের মত আমার সমস্তটা তাহার মধ্যে ফেলিয়া মাপিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার তল পাই নাই। যাহার নিকট হইতে সীমা যতদূরে

তাহার নিকট হইতে মৃত্যুও তত দূরে। অতএব এতখানি বিশালতার এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে অন্তর্ধান এ কখনো সম্ভবপর নহে। প্রেম আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে এই কথা বলিতেছে, তর্ক যাহা বলে বলুক। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রেম আসিয়াই আমাদের শিক্ষা দেয় এ জগৎ সত্য এবং প্রেমই বলে সত্য উপরে ভাসিতেছে না, সত্য ইহার অভ্যন্তরে নিহিত আছে। যাহা হউক পথ দেখিতে পাইলাম, আশা জন্মিতেছে ক্রমে তাহাকে পাইতেও পারি। ইহাকে অবিশ্বাস করিয়া মরণকে বিশ্বাস করিলে কি সুখ! হৃদয়ের সভ্যতার যতই উন্নতি হইবে এই মরণের প্রতি বিশ্বাস ততই চলিয়া যাইবে, জীবনের প্রতি বিশ্বাস ততই বাড়িবে।

ভাল ক'রে পড়িব এ জগতের লেখা।
শুধু এ অক্ষর দেখে করিব না ঘৃণা।
লোক হ'তে লোকান্তরে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
একে একে জগতের পৃষ্ঠা উলটিয়া,
ক্রমে যুগে যুগে হবে জ্ঞানের বিস্তার!
বিশ্বের যথার্থ রূপ কে পায় দেখিতে!
আঁখি মেলি চারিদিকে করিব ভ্রমণ,
ভাল বেসে চাহিব এ জগতের পানে,
তবে ত দেখিতে পাব স্বরূপ ইহার!

ধর্ম্ম।

প্রেমের যোগ্যতা।

একেবারেই প্রেমের যোগ্য নহে এমন জীব কোথায়! যত বড়ই পাপী অসাধু কুশ্রী সে হউক না কেন, তাহার মা ত তাহাকে ভালবাসে। অতএব দেখিতেছি, তাহাকেও ভালবাসা যায়, তবে আমি ভালবাসিতে না পারি সে আমার অসম্পূর্ণতা।

পথ।

যেমন, জড়ই বল আর প্রাণীই বল সকলেরই মধ্যে এক মহা চৈতন্যের নিয়ম কার্য্য করিতেছে, যাহাতে করিয়া উত্তরোত্তর প্রাণ অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে, তেমনি পাপীই বল আর সাধুই বল সকলেরই মধ্যে অসীম পুণ্যের এক আদর্শ বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। স্বর্গের পাথেয় সকলেরই কাছে রহিয়াছে, কেহই তাহা হইতে বঞ্চিত নহে। তবে কেহ বা সোজা রাজপথে চলিয়াছে, কেহ বা নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃই হউক, কৌতূহলবশতঃই হউক, একবার মোড় ফিরিয়া গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, অবশেষে বহুক্ষণ ধরিয়া এ-গলি ও-গলি সে-গলি করিয়া পুনশ্চ সেই রাজপথে বাহির হইয়া পড়িতেছে, মাঝের হইতে পথ ও পথের কষ্ট বিস্তর বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু জগতের সমুদয় পথই একই দিকে চলিয়াছে, তবে কোনটার বা ঘোর বেশী, কোনটার বা ঘোর কম এই যা তফাৎ।

পাপ পুণ্য।

অতএব, পাপ বলিয়া যে একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে তাহা নহে। পাপীর যে ধার্ম্মিকের চেয়ে বেশী কিছু আছে তাহা নহে, ধার্ম্মিকের যতটা আছে পাপীর ততটা নাই এই পর্য্যন্ত। পাপীর ধর্ম্মবুদ্ধি অচেতন অপরিণত। পাপ অভাব, পাপ মিথ্যা, পাপ মৃত্যু। অতএব আর সকলই থাকিবে কেবল পাপ থাকিবে না,—যেমন অন্ধকার-ঈথর কম্পন-প্রভাবে উত্তরোত্তর আলোক হইয়া উঠে, তেমনি পাপ চৈতন্যের প্রভাবে উত্তরোত্তর পুণ্যে পরিণত হইতে থাকিবে।

চেতনা।

যাহা ধ্রুব তাহাই ধর্ম্ম। এই ধ্রুবের আশ্রয়ে আছে বলিয়াই জগতের মৃত্যুভয় নাই। একটি ধ্রুবসূত্রে এই সমস্ত বিশ্বচরাচর মালার মতন গাঁথা রহিয়াছে। ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম কিছুই সেই সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, অতএব সকলেই ধর্ম্মের বাঁধনে বাঁধা। তবে, সেই বন্ধনসম্বন্ধে কেহ বা সচেতন কেহ বা অচেতন। অচেতনের বন্ধনই দাসত্ব, আর সচেতনের বন্ধনই প্রেম।

অচৈতন্য।

আমরা যতখানি অচেতন, ততখানি সচেতন নহি ইহা নিশ্চয়ই। আমাদের শরীরের মধ্যে কোথায় কোন্ যন্ত্র কিরূপে কাজ করিতেছে, তাহার কিছুই আমরা জানি না। একটুখানি যেখানে জানি, সেখানে অনেকখানিই জানি না। শরীরের সম্বন্ধে যাহা খাটে, মনের সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই খাটে। আমাদের মনে যে কি আছে, তাহা অতি যৎসামান্য পরিমাণে আমরা জানি মাত্র, যাহা জানি না তাহাই অগাধ। কিন্তু যাহা জানি না তাহাও যে আছে, ইহা অনেকেই বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, মনের কার্য্য জানা, মনে আছে অথচ জানিতেছি না, এ কথাটাই স্বতোবিরুদ্ধ কথা—এমন স্থলে না-হয় বলাই গেল যে তাহা নাই।

বিজ্ঞান-গ্রন্থে নিম্নলিখিত ঘটনা অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন। একজন মূর্খ দাসী বিকারের অবস্থায় অনর্গল লাটিন আওড়াইতে লাগিল। সহজ-অবস্থায় লাটিনের বিন্দুবিসর্গও সে জানে না। ক্রমে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, পূর্ব্বে সে একজন লাটিন পণ্ডিতের নিকট দাসী ছিল। যদিও লাটিন শিখে নাই ও জাগ্রত অবস্থায় তাহার লাটিনের স্মৃতি সম্পূর্ণ নিদ্রিত থাকে, তথাপি উক্ত পণ্ডিতকর্ত্তৃক উচ্চারিত লাটিন পদগুলি তাহার মনের মধ্যে সমস্তই বাস করিতেছিল। সকলেই জানেন বিজ্ঞান-গ্রন্থে এরূপ উদাহরণ বিস্তর আছে।

বিস্মৃতি।

আমাদের স্মরণশক্তি অতি ক্ষুদ্র, বিস্মৃতি অতিশয় বৃহৎ। কিন্তু বিস্মৃতি অর্থে ত বিনাশ বুঝায় না। স্মৃতি বিস্মৃতি একই জাতি। একই স্থানে বাস করে। বিস্মৃতির বিকাশকেই বলে স্মৃতি, কিন্তু স্মৃতির অভাবকেই যে বিস্মৃতি বলে তাহা নহে। এই অতি বিপুল বিস্মৃতি আমাদের মনের মধ্যে বাস করিতেছে। বাস করিতেছে মানে কি নিদ্রিত আছে, তাহা নহে। অবিশ্রাম কাজ করিতেছে, এবং কোন কোনটা স্মৃতিরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। আমাদের রক্তচলাচল অনুভব করিতেছি না বলিয়া যে রক্ত চলিতেছে না, তাহা বলিতে পারি না। পুরুষানুক্রমবাহী কতশত গুণ আমাদের মধ্যে অজ্ঞাতসারে বাস করিতেছে। তাহার অনেকগুলিই হয়ত আমাতে বিকশিত হইল না, আমার উত্তর পুরুষে বিকশিত হইয়া উঠিবে। এইগুলি, এই অতি নিকটের সামগ্রীগুলিই যদি আমরা না জানিতে পারিলাম, তবে সমস্ত জগতের আত্মা

যে আমার মধ্যে গূঢ়ভাবে বিরাজ করিতেছে, তাহা আমি জানিব কি করিয়া! জগতের হৃদয়ের মধ্য দিয়া আমার হৃদয়ে যে একই সূত্র চলিয়া গিয়াছে তাহা অনুভব করিব কি করিয়া! কিন্তু সে অবিশ্রাম তাহার কার্য্য করিতেছে। আমি কি জানি, বিশ্ব-সংসারের প্রত্যেক পরমাণু অহর্নিশি আমাকে আকর্ষণ করিতেছে, এবং আমিও বিশ্ব-সংসারের প্রত্যেক পরমাণুকে অবিশ্রাম আকর্ষণ করিতেছি? কিন্তু জানি না বলিয়া কোন্ কাজটা বন্ধ রহিয়াছে!

জগতের বন্ধন।

বিশ্ব-জগতের মধ্য দিয়া আমাদের মধ্যে যে দৃঢ়সূত্র প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে ইহাই ছিন্ন করিয়া ফেলা মুক্তি, এইরূপ কথা শুনা যায়। কিন্তু ছিন্ন করে কাহার সাধ্য! আমি আর জগৎ কি স্বতন্ত্র? কেবল একটা ঘরগড়া বাঁধনে বাঁধা? সেইটে ছিঁড়িয়া ফেলিলেই আমি বাহির হইয়া যাইব? আমি ত জগৎ-ছাড়া নই, জগৎ আমা-ছাড়া নয়। আমরা সকলেই জগৎকে গণনা করিবার সময়, আমাকে ছাড়া আর সকলকেই জগতের মধ্যে গণ্য করি, কিন্তু জগৎ ত সে গণনা মানে না।

জগৎ দিনরাত্রি অনন্তের দিকে ধাবমান হইতেছে কিন্তু তথাপি অনন্ত হইতে অনন্ত দূরে। তাহাই দেখিয়া অধীর হইয়া আমি যদি মনে করি, জগতের হাত এড়াইতে পারিলেই আমি অনন্ত লাভ করিব, তাহা হয়ত ভ্রম হইতে পারে। অনন্তের উপরে লাফ দেওয়া ত চলে না। আমাদের সমস্ত লম্ফঝম্প এইখানেই। এই জগতের উপরেই লাফাইতেছি, এই জগতের উপরেই পড়িতেছি। আর, এই জগতের হাত হইতে অব্যাহতিই বা পাই কি করিয়া? ক'ড়ে আঙ্গুলটা হঠাৎ যদি একদিন এমনতর স্থির করে যে, অসুস্থ শরীরের প্রান্তে বাস করিয়া আমিও অসুস্থ হইয়া পড়িতেছি, অতএব এ শরীরটা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমি আলাদা ঘরকন্না করিগে—সে কিরূপ ছেলেমানুষের মত কথাটা হয়! সে যতই বাঁকিতে থাকুক, যতই গা-মোড়া দিক, খানিকটা পর্য্যন্ত তাহার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে বিচ্ছিন্ন হইবার ক্ষমতা তাহার হাতে নাই। সমস্ত শরীরের স্বাস্থ্য তাহার সহিত লিপ্ত, এবং তাহার স্বাস্থ্য সমস্ত শরীরের সহিত লিপ্ত। জগতের এই পরমাণুরাশি হইতে একটি পরমাণু যদি কেহ সরাইতে পারিত তবে আর এ জগৎ কোথায় থাকিত! তেমনি এক জনের খেয়ালের উপরে মাত্র নির্ভর করিয়া জগতের হিসাবে একটি জীবাত্মা কম পড়িতে পারে এমন সম্ভাবনা যদি থাকে, তাহা হইলে সমস্ত জগৎটা 'ফেল্' হইয়া যায়। কিন্তু

জগতের খাতায় এরূপ বিশৃঙ্খলা এরূপ ভুল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদের বুঝা উচিত জগতের বিরোধী হওয়াও যা, নিজের বিরোধী হওয়াও তা, জগতের সহিত আমাদের এতই ঐক্য!

যে পথে তপন শশী আলো ধ'রে আছে,
সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যজিয়া,
ক্ষুদ্র এই আপনার খদ্যোত আলোকে
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে!

* * * *

পাখী যবে উড়ে যায় আকাশের পানে,
সেও ভাবে এনু বুঝি পৃথিবী ত্যজিয়া।
যত ওড়ে, যত ওড়ে, যত ঊর্দ্ধে যায়
কিছুতে পৃথিবী তবু পারে না ত্যজিতে
অবশেষে শ্রান্ত দেহে নীড়ে ফিরে আসে।

জগতের ধর্ম্ম।

অতএব প্রকৃতির মধ্যে যে ধ্রুব বর্ত্তমান, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সচেতনে সেই ধ্রুবের অনুগামী হওয়াই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম শব্দের অর্থই দেখ না কেন। যাহাতে আবরণ বা নিবারণ করে তাহাই বর্ম্ম, যাহাতে ধারণ করে তাহাই ধর্ম্ম। দ্রব্যবিশেষের ধর্ম্ম কি? যাহা অভ্যন্তরে বিরাজ করিয়া সেই দ্রব্যকে ধারণ করিয়া আছে; অর্থাৎ যাহার প্রভাবে সেই দ্রব্যের দ্রব্যত্ব খাড়া হইয়াছে। জগতের ধর্ম্ম কি? জগৎ যে অচল নিয়মের উপর আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাই জগতের ধর্ম্ম, এবং তাহাই জগতের প্রত্যেক অণু-কণার ধর্ম্ম।

উদাহরণ।

একটি উদাহরণ দিই। জগতের একটি প্রধান ধর্ম্ম পরার্থপরতা। স্বার্থপরতা জগতের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। এই নিমিত্ত জগতের কোথাও স্বার্থপর নাই। পরের জন্য কাজ করিতেই হইবে তা ইচ্ছা কর আব না কর। জগতের প্রত্যেক পরমাণু তাহার পরবর্ত্তী ও তাহার নিকটবর্ত্তীর জন্য, তাহার নিজের মধ্যে তাহার বিরাম নাই। তাহার

প্রত্যেক কার্য্য অনন্ত জগতের লক্ষকোটি স্নায়ুর মধ্যে তরঙ্গিত হইতেছে। একটি বালুকণা যদি কেহ ধ্বংস করিতে পারে তবে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। তুমি স্বার্থপরভাবে বিদ্যা উপার্জ্জন ও মনের উন্নতি সাধন করিলে, কিন্তু জানিতেও পারিলে না, সে বিদ্যার ও সে উন্নতির লক্ষকোটি উত্তরাধিকারী আছে। তুমি দাও না-দাও তোমার সন্তানশ্রেণীর মধ্যে সে উন্নতি প্রবাহিত হইবে। তোমার আশে-পাশে চারিদিকে সে উন্নতির ঢেউ লাগিবে। তুমি ত দুই দিনে পৃথিবী হইতে সরিয়া পড়িবে, কিন্তু তোমার জীবনের সমস্তটাই পৃথিবীর জন্য রাখিয়া যাইতে হইবে—তুমি মরিয়া গেলে বলিয়া তোমার জীবনের এক মুহূর্ত্ত হইতে ধরণীকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না, প্রকৃতির আইন এমনি কড়াক্কড়।

সচেতন ধর্ম্ম।

অতএব এ জগতে স্বার্থপর হইবার যো নাই। পরার্থপরতাই এ জগতেব ধর্ম্ম। এই নিমিত্তই মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করা। জগতের ধর্ম্ম আমাদিগকে আগে হইতেই পরের জন্য উৎসৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, সে বিষয়ে আমরা জগতের জড়াদপি জড়ের সমতুল্য। কিন্তু আমরা যখন স্বেচ্ছায় সচেতনে সেই মহাধর্ম্মের অনুগমন করি তখনই আমাদের মহত্ত্ব, তখনই আমরা জড়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেবল তাহাই নয়, তখনই আমরা মহৎ সুখ লাভ করি। তখনই আমরা দেখিতে পাই যে, স্বার্থপরতায় সমস্ত জগৎকে এক পার্শ্বে ঠেলিয়া তাহার স্থানে অতি ক্ষুদ্র আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। কিন্তু পারিব কেন? অহর্নিশি অশান্তি অসুখ, হৃদয় ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কিছুতেই তাহার আরাম থাকে না। যতই সে উপার্জ্জন করিতে থাকে, যতই সে সঞ্চয় করিতে থাকে, ততই তাহার ভার বৃদ্ধি হইতে থাকে মাত্র। কিন্তু যখনি আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য প্রাণপণ করি তখনি দেখি সুখের সীমা নাই। তখনি সহসা অনুভব করিতে থাকি, সমস্ত জগৎ আমার স্বপক্ষে। আমি ছিলাম ক্ষুদ্র, হইলাম অত্যন্ত বৃহৎ। চন্দ্র সূর্য্যের সহিত আমার বন্ধুত্ব হইল।

জগৎ স্রোতে ভেসে চল
যে যেথা আছ ভাই,
চলেছে যেথা রবিশশি
চল রে সেথা যাই!

অপক্ষপাত।

জগৎ ত কাহাকেও একঘ'রে করে না, কাহারো ধোপা নাপিত বন্ধ করে না। চন্দ্র সূর্য্য রৌদ্র বৃষ্টি, জগতের সমস্ত শক্তি সমগ্রের এবং প্রত্যেক অংশের অবিশ্রাম সমান দাসত্ব করিতেছে। তাহার কারণ এই জগতের মধ্যে যে কেহ বাস করে কেহই জগতের বিরোধী নহে। পাপী অসাধুরা জগতের নীচের ক্লাসে পড়ে মাত্র, কিন্তু তাই বলিয়া ত তাহাদিগকে ইস্কুল হইতে তাড়াইয়া দিতে পারা যায় না। বাইবেলের অনন্ত নরক একটা সামাজিক জুজু বই ত আর কিছু নয়। পাপ নাকি একটা অভাব মাত্র, এই নিমিত্ত সে এত দুর্ব্বল যে তাহাকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিবার জন্য একটা অনন্ত জাঁতার আবশ্যক করে না। সমস্ত জগৎ তাহার প্রতিকূলে তাহার সমস্ত শক্তি অহর্নিশি প্রয়োগ করিতেছে। পাপ পুণ্যে পরিণত হইতেছে, আত্মম্ভরিতা বিশ্বম্ভরিতার দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

সকলে আত্মীয়।

নিতান্ত ঘৃণা করিয়া আর কাহাকেও একেবারে পর মনে করা শোভা পায় না। সকলেরই মধ্যে এত ঐক্য আছে। ঘুঁটে মহাশয় মস্ত লোক হইতে পারেন তাই বলিয়া যে গোবরের সঙ্গে সমস্ত আদান প্রদান একেবারেই বন্ধ করিয়া দিবেন ইহা তাঁহার মত উন্নতিশীলের নিতান্ত অনুপযুক্ত কাজ!

জড় ও আত্মা।

পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি আমাদের অধিকাংশই অচেতন, একটুখানি সচেতন মাত্র তবে আর জড়কে দেখিয়া নাসা কুঞ্চিত করা কেন? আমরা একটা প্রকাণ্ড জড়, তাহারই মধ্যে একরত্তি চেতনা বাস করিতেছে। আত্মায় ও জড়ে যে বাস্তবিক জাতিগত প্রভেদ আছে তাহা নহে। অবস্থাগত প্রভেদ মাত্র। আলোক ও অন্ধকারে এতই প্রভেদ যে মনে হয় উভয়ে বিরোধীপক্ষ। কিন্তু বিজ্ঞান বলে, আলোকের অপেক্ষাকৃত বিশ্রামই অন্ধকার এবং অন্ধকারের অপেক্ষাকৃত উদ্যমই আলোক। তেমনি আত্মার নিদ্রাই জড়ত্ব এবং জড়ের চেতনাই আত্মার ভাব।

বিজ্ঞান বলে, সূর্য্যকিরণে অন্ধকার-রশ্মিই বিস্তর, আলোক-রশ্মি তাহার তুলনায় ঢের

কম ; একটুখানি আলোক অনেকটা অন্ধকারের মুখপাতের স্বরূপ। তেমনি আমাদের মনেও একটুখানি চৈতন্যের সহিত অনেকখানি অচেতনতা জড়িত রহিয়াছে। জগতেও তাহাই। জগৎ একটি প্রকাণ্ড গোলাকার কুঁড়ি, তাহার মুখের কাছটুকুতে একটুখানি চেতনা দেখা দিয়াছে! সেই মুখটুকু যদি উদ্ধত হইয়া বলে আমি মস্তলোক, জগৎ অতি নীচ, উহার সংসর্গে থাকিব না, আমি আলাদা হইয়া যাইব, তবে সে কেমনতর শোনায়?

মৃত্যু।

ধর্ম্মকে আশ্রয় করিলে মৃত্যুভয় থাকে না। এখানে মৃত্যু অর্থে ধ্বংসও নহে, মৃত্যু অর্থে অবস্থাপরিবর্ত্তনও নহে, মৃত্যু অর্থে জড়তা। অচেতনতাই অধর্ম্ম। ধর্ম্মকে যতই আশ্রয় করিতে থাকিব, ততই চেতনা লাভ করিতে থাকিব, ততই অনুভব করিতে থাকিব, যে মহা-চৈতন্যে সমস্ত চরাচর অনুপ্রাণিত হইয়াছে, আমার মধ্য দিয়া এবং আমাকে প্লাবিত করিয়া সেই চৈতন্যের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। যথার্থ জগৎকে জ্ঞানের দ্বারা জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই, চৈতন্য দ্বারা জানিতে হইবে।

জগতের সহিত ঐক্য।

জগৎকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া সওয়ালজবাব করাইলে সে খুব অল্প কথাই বলে, জগতের ঘরে বাস করিলে তবে তাহার যথার্থ খবর পাওয়া যায়। তাহা হইলে জগতের হৃদয় তোমার হৃদয়ে তরঙ্গিত হইতে থাকে ; তখন তুমি যে কেবল মাত্র তর্ক দ্বারা জ্ঞানকে জান তাহা নহে, হৃদয়ের দ্বারা জ্ঞানকে অনুভব কর। আমরা যে কিছুই জানিতে পারি না তাহার প্রধান কারণ আমরা নিজেকে জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি ; যখনি হৃদয়ের উন্নতি সহকারে জগতের সহিত অনন্ত ঐক্য মর্ম্মের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব, তখনি জগতের হৃদয়-সমুদ্র সমস্ত বাঁধ ভাঙ্গিয়া আমার মধ্যে উথলিত হইয়া উঠিবে, আমি কতখানি জানিব কতখানি পাইব তাহার সীমা নাই। একটুখানি বুদ্বুদের মত অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিয়া স্বাতন্ত্র্য অভিমানে জগতের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইলে মহত্ত্বও নাই, সুখও নাই। জগতের সহিত এক হইবার উপায় জগতের অনুকূলতা করা, অর্থাৎ ধর্ম্ম আশ্রয় করা। ধর্ম্ম, জগতের প্রাণগত চেতনা ; তিনি নহিলে তোমার অসাড়তা কে দূর করিবে?

মূল ধর্ম্ম।

একজন বলিতেছেন, যখন প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বত্রই নৃশংসতা দেখিতেছি, তখন নিষ্ঠুরতা যে জগতের ধর্ম্ম নহে, এ কে বলিতেছে? জগতের অস্তিত্বই স্বয়ং বলিতেছে। নিষ্ঠুরতাই যদি জগতের মূলগত নিয়ম হইত, হিংসাই যদি জগতের আশ্রয়স্থল হইত, তবে জগৎ এক মুহূর্ত্ত বাঁচিত না। উপর হইতে যাহা দেখি তাহা ধর্ম্ম নহে। উপর হইতে আমরা ত চতুর্দ্দিকে পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, কিন্তু জগতের মূল ধর্ম্ম কি অপরিবর্ত্তনীয়তা নহে? আমরা চারিদিকেই ত অনৈক্য দেখিতেছি, কিন্তু তাহার মূলে কি ঐক্য বিরাজ করিতেছে না? তাহা যদি না করিত, তাহা হইলে এ জগৎ বিশৃঙ্খলার নরকরাজ্য হইত, সৌন্দর্য্যের স্বর্গরাজ্য হইত না। তাহা হইলে কিছু হইতেই পারিত না, কিছু থাকিতেই পারিত না।

একটি রূপক।

অনেক লোক আছেন, তাঁহারা জগতের সর্ব্বত্রই অমঙ্গল দেখেন। তাঁহাদের মুখে জগতের অবস্থা যেরূপ শুনা যায়, তাহাতে তাহার আর এক মুহূর্ত্ত টিঁকিয়া থাকিবার কথা নহে। সর্ব্বত্রই যে শোক তাপ দুঃখ-যন্ত্রণা দেখিতেছি এ কথা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তবুও ত জগতের সঙ্গীত থামে নাই! তাহার কারণ, জগতের প্রাণের মধ্যে গভীর আনন্দ বিরাজ করিতেছে। সে আনন্দ-আলোক কিছুতেই আচ্ছন্ন করিতে পারিতেছে না, বরঞ্চ যত কিছু শোক তাপ সেই দীপ্ত আনন্দে বিলীন হইয়া যাইতেছে। শিবের সহিত জগতের তুলনা হয়। অসীম অন্ধকার-দিক্-বসন পরিয়া ভূতনাথ-পশুপতি জগৎ কোটি কোটি ভূত লইয়া অনন্ত তাণ্ডবে উন্মত্ত! কণ্ঠের মধ্যে বিষ পূর্ণ রহিয়াছে, তবু নৃত্য। বিষধর সর্প তাঁহার অঙ্গের ভূষণ হইয়া রহিয়াছে, তবু নৃত্য। মরণের রঙ্গভূমি শ্মশানের মধ্যে তাঁহার বাস, তবু নৃত্য। মৃত্যুস্বরূপিনী কালী তাঁহার বক্ষের উপরে সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছেন, তবু তাঁহার আনন্দের বিরাম নাই। যাঁহার প্রাণের মধ্যে অমৃত ও আনন্দের অনন্ত প্রস্রবণ, এত হলাহল এত অমঙ্গল তিনিই যদি ধারণ করিতে না পারিবেন তবে আর কে পারিবে! সর্পের ফণা, হলাহলের নীলদ্যুতি বাহির হইতে দেখিয়া আমরা শিবকে দুঃখী মনে করিতেছি, কিন্তু তাঁহার জটাজালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন চির-স্রোত অমৃত-নিস্যন্দিনী পুণ্য ভাগীরথীর আনন্দ-কল্লোল কি শুনা যাইতেছে না? নিজের ডমরুধ্বনিতে, নিজের অস্ফুট হর্ষগানে উন্মত্ত হইয়া নিজে যে অবিশ্রাম নৃত্য করিতেছেন, তাহার গভীর কারণ কি দেখিতে পাইতেছি?

বাহিরের লোকে তাঁহাকে দরিদ্র বলিয়া মনে করে বটে, কিন্তু তাঁহার গৃহের মধ্যে দেখ দেখি, অন্নপূর্ণা চিরদিন অধিষ্ঠান করিতেছেন। আর ঐ যে মলিনতা দেখিতেছ, শ্মশানের ভস্ম দেখিতেছ, মৃত্যুর চিহ্ন দেখিতেছ, ও কেবল উপরে—ঐ শ্মশান-ভস্মের মধ্যে আচ্ছন্ন রজত-গিরি-নিভ চারু চন্দ্রাবতংস অতি সুন্দর অমর বপু দেখিতেছ না কি? উনি যে মৃত্যুঞ্জয়; আর, মৃত্যুকে কি আমরা চিনি? আমরা মৃত্যুকে করাল-দশনা লোল-রসনা মূর্ত্তিতে দেখিতেছি, কিন্তু ঐ মৃত্যুই ইঁহার প্রিয়তমা, ঐ মৃত্যুকে বক্ষে ধরিয়া ইনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া আছেন। কালীর যথার্থ স্বরূপ আমাদের জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই, আমাদের চক্ষে তিনি মৃত্যু আকারে প্রতিভাত হইতেছেন, কিন্তু ভক্তেরা জানেন কালীও যা গৌরীও তাই; আমরা তাঁহার করালমূর্ত্তি দেখিতেছি, কিন্তু তাঁহার মোহিনীমূর্ত্তি কেহ কেহ বা দেখিয়া থাকিবেন। শিবকে সকলে যোগী বলে। ইনি কাহার যোগে নিমগ্ন রহিয়াছেন?

যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে,
বিভূতিভূষিত শুভ্রদেহ, নাচিছ দিক্‌ বসনে!
মহা আনন্দে পুলক কায়,
গঙ্গা উথলি উছলি যায়,
ভালে শিশু শশী হাসিয়া চায়,
জটাজুট ছায় গগনে।

সৌন্দর্য্য ও প্রেম।

সৌন্দর্য্যের কারণ।

পূর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছি, যে, যখন জগতের স্বপক্ষে থাকি, তখনই আমাদের প্রকৃত সুখ, যখন স্বার্থ খুঁজিয়া মরি তখনই আমাদের ক্লেশ, শ্রান্তি, অসন্তোষ। ইহা হইতে আর-একটা কথা মনে আসে। যাহাদিগকে আমরা সুন্দর বলি তাহাদিগকে আমাদের কেন ভাল লাগে?

পণ্ডিতেরা বলেন, যে সুন্দর তাহার মধ্যে বিষম কিছুই নাই ;—তাহার আপনার মধ্যে আপনার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ; তাহার কোন-একটি অংশ অপর-একটি অংশের সহিত বিবাদ করে না ; জেদ করিয়া অন্য সকলকে ছাড়াইয়া উঠে না ; ঈর্ষ্যাবশতঃ স্বতন্ত্র হইয়া মুখ বাঁকাইয়া থাকে না। তাহার প্রত্যেক অংশ সমগ্রের সুখে সুখী ; তাহারা ভাবে আমরা যে আপনারা সুন্দর সে কেবল সমগ্রকে সুন্দর করিয়া তুলিবার জন্য। তাহারা যদি স্বস্বপ্রধান হইত, তাহারা যদি সকলেই মনে করিত আর সকলের চেয়ে আমিই মস্ত লোক হইয়া উঠিব, এক জন আর এক জনকে না মানিত, তাহা হইলে, না তাহারা নিজে সুন্দর হইত, না তাহাদের সমগ্রটি সুন্দর হইয়া উঠিত। তাহা হইলে একটা বাঁকাচোরা হ্রস্ব দীর্ঘ উঁচু নীচু বিশৃঙ্খল চক্ষুশূল জন্মগ্রহণ করিত। অতএব দেখা যাইতেছে, যথার্থ যে সুন্দর সে প্রেমের আদর্শ। সে প্রেমের প্রভাবেই সুন্দর হইয়াছে, তাহার আদ্যন্তমধ্য প্রেমের সূত্রে গাঁথা ; তাহার কোন খানে বিরোধ বিদ্বেষ নাই। প্রেমের শতদল একটি বৃন্তের উপরে কি মধুর প্রেমে মিলিয়া থাকে ! তাই তাহাকে দেখিতে ভাল লাগে। তাহার কোমলতা মধুর, কারণ কোমলতা প্রেম, কোমলতা কাহাকেও আঘাত করে না, কোমলতা সকলের গায়ে করুণ হস্তক্ষেপ করে, সে চোখের পাতায় স্নেহ আকর্ষণ করিয়া আনে। ইন্দ্রধনুর রংগুলি প্রেমের রং, তাহাদের মধ্যে কেমন মিল ! তাহারা সকলেই সকলের জন্য জায়গা রাখিয়াছে, কেহ কাহাকেও দূর করিতে চায় না, তাহারা সুরবালিকাদের মত হাত-ধরাধরি করিয়া দেখা দেয়, গলাগলি করিয়া মিলাইয়া যায়। গানের সুরগুলি প্রেমের সুর, তাহারা সকলে মিলিয়া খেলাইতে থাকে, তাহারা পরস্পরকে সাজাইয়া দেয়, তাহারা আপনার সঙ্গিনীদের দূর হইতে ডাকিয়া আনে ! এই জন্যই সৌন্দর্য্য মনের মধ্যে প্রেম জন্মাইয়া দেয়, সে আপনার প্রেমে অন্যকে প্রেমিক করিয়া তুলে, সে আপনি সুন্দর হইয়া অন্যকে সুন্দর করে।

সৌন্দর্য্য বিশ্বপ্রেমী।

যে সুন্দর, কেবল যে তাহার নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে তাহা নয় ;—সৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্য সমস্ত জগতের সঙ্গে। সৌন্দর্য্য জগতের অনুকূল। কদর্য্যতা সয়তানের দলভুক্ত। সে বিদ্রোহী। সে যে টিঁকিয়া থাকে সে কেবল মাত্র গায়ের জোরে। তাও সে থাকিত না, কারণ, কতটুকুই বা তাহার গায়ে জোর ; কিন্তু প্রকৃতি তাহা হইতেও বুঝি সৌন্দর্য্য অভিব্যক্ত করিবেন।

মনের মিল।

জগতের সাধারণের সহিত সৌন্দর্য্যের আশ্চর্য্য ঐক্য আছে। জগতের সর্ব্বত্রই তাহার তুলনা তাহার দোসর মেলে। এই জন্য সৌন্দর্য্যকে সকলের ভাল লাগে। সৌন্দর্য্য যদি একেবারেই নূতন হইত, খাপছাড়া হইত, হঠাৎ-বাবুর মত একটা কিম্ভূত পদার্থ হইত, তাহা হইলে কি তাহাকে আর কাহারো ভাল লাগিত?

আমাদের মনের মধ্যেই এমন একটা জিনিষ আছে, সৌন্দর্য্যের সহিত যাহার অত্যন্ত ঐক্য হয়। এজন্য সৌন্দর্য্যকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ "আমার মিত্র" বলিয়া মনে হয়। জগতে আমরা "সদৃশকে" খুঁজিয়া বেড়াই। যথার্থ সদৃশকে দেখিলেই হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ডাকিয়া আনে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের মধ্যে যেমন আমাদের সাদৃশ্য দেখিতে পাই, এমন আর কোথায়? সৌন্দর্য্যকে দেখিলে তাহাকে আমাদের "মনের মত" বলিয়া মনে হয় কেন? সে-ই আমাদের মনের সঙ্গে ঠিক মেলে, কদর্য্যতার সঙ্গে আমাদের মনের মিল হয় না।

আমরা সকলেই যদি কিছু না কিছু সুন্দর হইতাম, তাহা হইলে সুন্দর ভাল বাসিতাম না!

উপযোগিতা।

যাহা আমাদের উপকারী ও উপযোগী, তাহাই কালক্রমে অভ্যাসবশতঃ আমাদের চক্ষে সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয় ও বংশপরম্পরায় সেই প্রতীতি প্রবাহিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে, এরূপ কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। তাহা যদি সত্য হইত তাহা হইলে লোকে অবসর পাইলে ফুলের বাগানে বেড়াইতে না গিয়া ময়রার দোকানে বেড়াইতে যাইত, ঘরের দেয়ালে লুচি টাঙ্গাইয়া রাখিত ও ফুলদানীর পরিবর্ত্তে সন্দেশের হাঁড়ি টেবিলের উপর বিরাজ করিত!

আমরা সুন্দর।

প্রকৃত কথা এই যে, আমরা বাহিরে যেমনই হই না কেন, আমরা বাস্তবিকই সুন্দর। সেই জন্য সৌন্দর্য্যের সহিতই আমাদের যথার্থ ঐক্য দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য্য-চেতনা সকলের কিছু সমান নয়। যাহার হৃদয়ে যত সৌন্দর্য্য বিরাজ

করিতেছে, সে ততই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারে। সৌন্দর্য্যের সহিত তাহার নিজের ঐক্য ততই সে বুঝিতে পারে, ও ততই সে আনন্দ লাভ করে। আমি যে ফুল এত ভালবাসি তাহার কারণ আর কিছু নয়, ফুলের সহিত আমার হৃদয়ের গূঢ় একটি ঐক্য আছে—আমার মনে হয় ও একই কথা, যে সৌন্দর্য্য ফুল হইয়া ফুটিয়াছে, সেই সৌন্দর্য্যই অবস্থাভেদে আমার হৃদয় হইয়া বিকশিত হইয়াছে; সেই জন্য ফুলও আমার হৃদয় চাহিতেছে, আমিও ফুলকে আমার হৃদয়ের মধ্যে চাহিতেছি। মনের মধ্যে একটি বিলাপ উঠিতেছে যে, আমরা এক পরিবারের লোক, তবে কেন অবস্থান্তর নামক দেয়ালের আড়ালে পর হইয়া বাস করিতেছি; কেন পরস্পরকে সর্ব্বতোভাবে পাইতেছি না?

সুদূর ঐক্য।

সৌন্দর্য্যের ঐক্য দেখিয়াই বিক্টর হ্যগো গান গাহিতেছেন।

মহীয়সী মহিমার আগ্নেয় কুসুম
সূর্য্য ধায় লভিবারে বিশ্রামের ঘুম।
ভাঙ্গা এক ভিত্তি 'পরে ফুল শুভ্রবাস,
চারিদিকে শুভ্রদল করিয়া বিকাশ
মাথা তুলে চেয়ে দেখে সুনীল বিমানে
অমর আলোকময় তপনের পানে;
ছোট মাথা দুলাইয়া কহে ফুল গাছে,
"লাবণ্য-কিরণ-ছটা আমারো ত আছে!"

"লক্ষান্তরেঽর্কশ্চ জলেষু পদ্মঃ" ইহাদের মধ্যেও ঐক্য!

সুন্দর সুন্দর করে।

সুন্দর আপনি সুন্দর এবং অন্যকে সুন্দর করে। কারণ, সৌন্দর্য্য হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত করিয়া দেয়, এবং প্রেমই মানুষকে সুন্দর করিয়া তুলে। শারীরিক সৌন্দর্য্যও প্রেমে যেমন দীপ্তি পায় এমন আর কিছুতে না। মানুষের মিলনে যেমন প্রেম আছে, পশুদের মিলনে তেমন প্রেম নাই, এই জন্য বোধ করি, পশুদের অপেক্ষা মানুষের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুটতর। যে মানুষ ও যে জাতি পাশব, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, সে মানুষের ও

সে জাতির মুখশ্রী সুন্দর হইতে পারে না। দেখা যাইতেছে, দয়ায় সুন্দর করে, প্রেমে সুন্দর করে, হিংসায় নিষ্ঠুরতায় সৌন্দর্য্যের ব্যাঘাত জন্মায়। জগতের অনুকূলতাচরণ করিলে সুন্দর হইয়া উঠি ও প্রতিকূলতা করিলে জগৎ আমাদের গালে কদর্য্যতার চুনকালি মাখাইয়া তাহার রাজপথে ছাড়িয়া দেয়, আমাদিগকে কেহ সমাদর করিয়া আশ্রয় দেয় না।

শাস্তি।

এ শাস্তি বড় সামান্য নয়। আমাদের নিজের মধ্যে সৌন্দর্য্যের ন্যূনতা থাকিলে, আমরা জগতের সৌন্দর্য্য-রাজ্যে প্রবেশাধিকার পাই না, ধরণীর ধুলা-কাদার মধ্যে লুটাইতে থাকি। শব্দ শুনি গান শুনি না, চলাফিরা দেখিতে পাই নৃত্য দেখিতে পাই না, আহার করিয়া পেট ভরাই কিন্তু সুস্বাদ কাহাকে বলে জানি না। জগতের যে অংশে কারাগার সেইখানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া অত্যন্ত নিরাপদে বৈষয়িক কেঁচো হইয়া বুড়া বয়স পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিই, মৃত্তিকার তলবাসী চক্ষুবিহীন কৃমিদের সহিত কুটুম্বিতা করি, ও তাহাদের সহিত জড়িত বিজড়িত হইয়া স্তূপাকারে নিদ্রা দিই।

উদ্ধার।

এই কৃমিরাজ্য হইতে উদ্ধার পাইয়া আমরা সূর্য্যালোকে আসিতে চাই। কে আনিবে? সৌন্দর্য্য স্বয়ং। কারণ, অশরীরী প্রেম সৌন্দর্য্যে শরীর ধারণ করিয়াছে। প্রেম যেখানে ভাব সৌন্দর্য্য সেখানে তাহার অক্ষর, প্রেম যেখানে হৃদয় সৌন্দর্য্য সেখানে গান, প্রেম যেখানে প্রাণ সৌন্দর্য্য সেখানে শরীর, এই জন্য সৌন্দর্য্যে প্রেম জাগায়, এবং প্রেমে সৌন্দর্য্য জাগাইয়া তুলে।

কবির কাজ।

কবিদের কি কাজ, এইবার দেখা যাইতেছে। সে আর কিছু নয়, আমাদের মনে সৌন্দর্য্য উদ্রেক করিয়া দেওয়া। উপদেশ দিয়া তত্ত্বনির্ণয় করিয়া প্রকৃতিকে মৃতদেহের মত কাটাকুটি করিয়া এ উদ্দেশ্য সাধন করা যায় না। সুন্দরই সৌন্দর্য্য উদ্রেক করিতে পারে। বৈষয়িকেরা বলেন ইহাতে লাভটা কি? কেবলমাত্র একটি

সুন্দর ছবি পাইয়া, বা সুন্দর কথা শুনিয়া উপকার কি হইল? কি জানিলাম? কি শিক্ষা লাভ করিলাম; সঞ্চয়ের খাতায় কোন্ নূতন কড়িটা জমা করিলাম? কিছুক্ষণের মত আনন্দ পাইলাম, সে ত সন্দেশ খাইলেও পাই। ততক্ষণ যদি পাঁজি দেখিতাম, তবে আজকেকার তারিখ বার ও কবে চন্দ্রগ্রহণ হইবে সে খবরটা জানিতে পাইতাম।

বৈষয়িকেরা যাহাই বলুন না কেন, আর কোন উদ্দেশ্যের আবশ্যক করে না, মনে সৌন্দর্য্য উদ্রেক করাই যথেষ্ট মহৎ। কবিতার ইহা অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য আর থাকিতে পারে না। সৌন্দর্য্য উদ্রেক করার অর্থ আর কিছু নয়—হৃদয়ের অসাড়তা অচেতনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, হৃদয়ের স্বাধীনতাক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দেওয়া। সে কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী, তাঁহাদের সহিত একটি ময়রার তুলনা ঠিক খাটে না।

অতএব কবিদিগকে আর কিছুই করিতে হইবে না, তাঁহারা কেবল সৌন্দর্য্য ফুটাইতে থাকুন—জগতের সর্ব্বত্র যে সৌন্দর্য্য আছে, তাহা তাঁহাদের হৃদয়ের আলোকে পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল হইয়া আমাদের চোখে পড়িতে থাকুক, তবেই আমাদের প্রেম জাগিয়া উঠিবে, প্রেম বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়িবে।

কবিতা ও তত্ত্ব।

কবিরা যদি একটি তত্ত্ববিশেষকে সমুখে খাড়া করিয়া তাহারই গায়ের মাপে ছাঁট্-ছোঁট করিয়া কবিতার মেরজাই ও পায়জামা বানাইতে থাকেন, ও সেই পোষাকে সুসজ্জিত করিয়া তত্ত্বকে সমাজে ছাড়িয়া দেন, তবে সে তত্ত্বগুলিকে কেমন খোকা-বাবুর মত দেখায় ও সে কাজটাও ঠিক কবির উপযুক্ত হয় না। এক একবার এমন দর্জ্জীবৃত্তি করিতে দোষ নাই, এবং মোটা মোটা বয়স্ক তত্ত্বেরা যদি মাঝে মাঝে অনুষ্ঠান-বিশেষের সময়ে তাঁহাদের থানধুতি ছাড়িয়া এইরূপ পোষাক পরিয়া সভায় আসিয়া উপস্থিত হন, তাহাতেও তেমন আপত্তি দেখি না। কিন্তু এই যদি প্রথা হইয়া পড়ে, কবিতাটি দেখিলেই যদি দশজনে পড়িয়া তাহার খোলা ও শাঁস ছাড়াইয়া ফেলিয়া তাহা হইতে তত্ত্বের আঁটি বাহির করাই প্রধান কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ক্রমে এমন ফলের চাস হইতে আরম্ভ হইবে, যাহার আঁটিটাই সমস্ত, এবং যে সকল ফলের মধ্যে আঁটির বাহুল্য থাকিবে না শাঁস এবং মধুর রসই অধিক, তাহারা নিজের আঁটি-দরিদ্র অস্তিত্ব ও মাধুর্য্য রসের আধিক্য লইয়া নিতান্ত লজ্জা অনুভব করিবে। তখন গহনা-পরা গরবিনীকে দেখিয়া ভুবনমোহিনী রূপসীরাও ঈর্ষ্যাদগ্ধ হইবে।

তত্ত্বের বার্দ্ধক্য।

তত্ত্ব অর্থাৎ জ্ঞান পুরাতন হইয়া যায়, মৃত হইয়া যায়, মিথ্যা হইয়া যায়। আজ যে জ্ঞানটি নানা উপায়ে প্রচার করিবার আবশ্যক থাকে, কাল আর থাকে না, কাল তাহা সাধারণের সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে, কাল যদি পুনশ্চ সে কথা উত্থাপন করিতে যাও তবে লোকে তোমাকে মারিতে আসে, বলে "আমি কি জাহাজ হইতে নামিয়া আসিলাম, না আমি কাল জন্মগ্রহণ করিয়াছি?" জ্ঞান একটু পুরাতন হইলেই তাহার পুনরুক্তি আর কাহারও সহ্য হয় না। অনেক জ্ঞান কালক্রমে লোপ পায়, পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, মিথ্যা হইয়া পড়ে। এমন একদিন ছিল যখন, আমরা শব্দ যে কানেই শুনি সর্ব্বাঙ্গ দিয়া শুনি না, এ কথাটাও নূতন সত্য ছিল। তখন এ কথাটা প্রমাণ দিয়া বুঝাইতে হইত। কিন্তু হৃদয়ের কথা চিরকাল পুরাতন এবং চিরকাল নূতন। বাল্মীকির সময়ে যে সকল তত্ত্ব সত্য বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহাদের অনেকগুলি এখন মিথ্যা বলিয়া স্থির হইয়াছে, কিন্তু সেই প্রাচীন ঋষি-কবি হৃদয়ের যে চিত্র দিয়াছেন, তাহার কোনটাই এখনও অপ্রচলিত হয় নাই।

অতএব জ্ঞান কবিতার বিষয় নহে। কবিতা চিরযৌবনা। এই বুড়ার সহিত বিবাহ দিয়া তাহাকে অল্প বয়সে বিধবা ও অনুমৃতা করা উচিত হয় না।

সৌন্দর্য্যের কাজ।

প্রকৃতির উদ্দেশ্য—জানান নহে অনুভব করান। চারিদিক হইতে কেবল নানা উপায়ে হৃদয় আকর্ষণের চেষ্টা হইতেছে। যে জড়হৃদয় তাহাকেও মুগ্ধ করিতে হইবে, দিবানিশি তাহার কেবল এই যত্ন। তাহার প্রধান ইচ্ছা এই যে, সকলের সকল ভাল লাগে, এত ভাল লাগে যে আপনাকে বা অপরকে কেহ যেন বিনাশ না করে, এত ভাল লাগে যে সকলে সকলের অনুকূল হয়। কারণ এই ইচ্ছার উপর তাহার সমস্ত শুভ তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। প্রথম অবস্থায় শাসনের দ্বারা প্রকৃতির এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথমে দেখিলে, জগৎকে ঘুষি মারিলে তোমার মুষ্টিতে গুরুতর আঘাত লাগে, ক্রমে দেখিলে জগতের সাহায্য করিলে সেও তোমার সাহায্য করে। এরূপ শাসনে এরূপ স্বার্থপরতায় জগতের রক্ষা হয় বটে, কিন্তু তাহাতে আনন্দ কিছুই নাই, তাহাতে জড়ত্ব ও দাসত্বই অধিক। এই জন্য প্রকৃতিতে যেমন শাসনও আছে তেমনি সৌন্দর্য্যও আছে। প্রকৃতির অভিপ্রায় এই, যাহাতে শাসন চলিয়া গিয়া সৌন্দর্য্যের

বিস্তার হয়। শাসনের রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া সৌন্দর্য্যের মাথায় রাজছত্র ধরাই প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য। প্রকৃতি যদি নিষ্ঠুর শাসনপ্রিয় হইত, তাহা হইলে সৌন্দর্য্যের আবশ্যকই থাকিত না। তাহা হইলে প্রভাত মধুর হইত না, ফুল মধুর হইত না, মনুষ্যের মুখশ্রী মধুর হইত না। এই সকল মাধুর্য্যের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আমরা ক্রমশঃ স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। আমরা ভালবাসিব বলিয়া জগতের হিত সাধন করিব। তখন ভয় কোথায় থাকিবে! তখন সৌন্দর্য্য জগতের চতুর্দ্দিকে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে! অর্থাৎ আমাদের হৃদয়-কমল-শায়ী সুপ্ত সৌন্দর্য্য জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি জাগিয়াই আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ শাসনের সিপাহীগুলোর নাম কাটিয়া দিয়াছেন, জগতের চারিদিকে তাঁহার জয়জয়কার উঠিয়াছে।

স্বাধীনতার পথ প্রদর্শক।

কবিরা সেই সৌন্দর্য্যের কবি, তাঁহারা সেই স্বাধীনতার গান গাহিতেছেন, তাঁহারা সজীব মন্ত্রবলে হৃদয়ের বন্ধন মোচন করিতেছেন। তাঁহারা সেই শাসনহীন স্বাধীনতার জন্য আমাদের হৃদয়ে সিংহাসন নির্ম্মাণ করিতেছেন, সেই মহারাজা কর্তৃক রক্তপাতহীন জগৎজয়ের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন; কবিরা তাঁহারই সৈন্য। তাঁহারা উপদেশ দিতে আসেন নাই। সজীবতা ও সৌন্দর্য্য লাভ করিবার জন্য কখন কখন তত্ত্ব তাঁহাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাঁহারা তত্ত্বের কাছে কখন উমেদারী করিতে যান না। কবিরা অমর, কেন না তাঁহাদের বিষয় অমর, অমরতাকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহারা গান গাহিয়াছেন। ফুল চিরকাল ফুটিবে, সমীরণ চিরকাল বহিবে, পাখী চিরকাল ডাকিবে, এবং এই ফুলের মধ্যে কবির স্মৃতি বিকশিত, এই সমীরণের মধ্যে কবির স্মৃতি প্রবাহিত, এই পাখীর গানে কবির গান বাজিয়া ওঠে। কবির নাম নির্জ্জীব পাথরের মধ্যে খোদিত নহে, কবির নাম প্রভাতের নব নব বিকশিত বিচিত্রবর্ণ ফুলের অক্ষরে প্রত্যহ নূতন করিয়া লিখিত হয়। কবি প্রিয়, কারণ, তিনি যাহাদিগকে ভাল বাসিয়া কবি হইয়াছেন, তাহারা চিরকাল প্রিয়, কোন কালে তাহারা অপ্রিয় ছিল না, কোন কালে তাহারা অপ্রিয় হইবে না।

পুরাতন কথা।

যাঁহারা বলেন সকল কবিরা ঐ এক কথাই বলিয়া আসিতেছেন, নূতন কি বলিতেছেন? তাঁহাদের কথার আর উত্তর দিবার কি আবশ্যক আছে? এক কথায় তাঁহাদের উত্তর দেওয়া যায়। পুরাতন কথা বলেন বলিয়াই কবিরা কবি। তাঁহারা নূতন কথা বলেন না। নূতনকে বিশ্বাস করে কে? নূতনকে অসন্দিগ্ধচিত্তে প্রাণের অন্তঃপুরের মধ্যে কে ডাকিয়া লইয়া যাইতে পারে? তাহার বংশাবলীর খবর রাখে কে? কবিরা এমন পুরাতন কথা বলেন, যাহা আমার পক্ষেও খাটে তোমার পক্ষেও খাটে; যাহা আজও আছে, কালও ছিল, আগামী কালও থাকিবে। যাহা শুনিবামাত্র সুদূর অতীত হইতে সুদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিতে পারে, ঠিক কথা! যাহা শুনিয়া আমরা সকলেই আনন্দে বলিতে পারি—পরের হৃদয়ের সহিত আমার হৃদয়ের কি আশ্চর্য্য যোগ, অতীত কালের হৃদয়ের সহিত বর্ত্তমান কালের হৃদয়ের কি আশ্চর্য্য ঐক্য! হৃদয়ের ব্যাপ্তি মুহূর্ত্তের মধ্যে বাড়িয়া যায়!

জ্ঞান ও প্রেম।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জ্ঞানে প্রেমে অনেক প্রভেদ। জ্ঞানে আমাদের ক্ষমতা বাড়ে, প্রেমে আমাদের অধিকার বাড়ে। জ্ঞান শরীরের মত, প্রেম মনের মত। জ্ঞান কুস্তি করিয়া জয়ী হয়, প্রেম সৌন্দর্য্যের দ্বারা জয়ী হয়। জ্ঞানের দ্বারা জানা যায় মাত্র, প্রেমের দ্বারা পাওয়া যায়। জ্ঞানেতেই বৃদ্ধ করিয়া দেয়, প্রেমেতেই যৌবন জিয়াইয়া রাখে। জ্ঞানের অধিকার যাহার উপরে তাহা চঞ্চল, প্রেমের অধিকার যাহার উপরে তাহা ধ্রুব। জ্ঞানীর সুখ আত্মগৌরব নামক ক্ষমতার সুখ, প্রেমিকের সুখ আত্মবিসর্জ্জন নামক স্বাধীনতার সুখ।

নগদ কড়ি।

জ্ঞান যাহা জানে তাহা প্রকৃত জানাই নয়, প্রেম যাহা জানে তাহাই যথার্থ জানা। একজন জ্ঞানী ও প্রেমিকের নিকটে এই সম্বন্ধে একটি পারস্য কবিতার চমৎকার ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম, তাহার মর্ম্ম লিখিয়া দিতেছি।

পারস্য কবি এইরূপ একটি ছবি দিতেছেন যে, বৃদ্ধ পক্ককেশ জ্ঞান তাহার লোহার সিন্দুকে চাবি লাগাইয়া বসিয়া আছে ; হৃদয় "নগদ কড়ি দাও" "নগদ কড়ি দাও" বলিয়া তাহারই কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, প্রেম এক পাশে বসিয়াছিল, সে হাসিয়া বলিতেছে "মুস্কিল !"

অর্থাৎ জ্ঞান নগদ কড়ি পাইবে কোথায় ! সে ত কতকগুলো নোট দিতে পারে মাত্র, কিন্তু সেই নোট ভাঙ্গাইয়া দিবে এমন পোদ্দার কোথায় ! জ্ঞানে ত কেবল কতকগুলো চিহ্ন দিতে পারে মাত্র, কিন্তু সেই চিহ্নের অর্থ বলিয়া দিবে কে ? জগতের সকল ব্যাঙ্কে নোটই দেখিতেছি, চিহ্নই দেখিতেছি, হৃদয় ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে, নগদ কড়ি পাইব কোথায় ? প্রেমের কাছে পাইবে।

আংশিক ও সম্পূর্ণ অধিকার।

যেমন শরীরের দ্বারা শরীরকেই আয়ত্ত করা যায় তেমনি জ্ঞানের দ্বারা বাহ্যবস্তুর উপরেই ক্ষমতা জন্মে, মর্ম্মের মধ্যে তাহার প্রবেশ নিষেধ।

একজন ইংরাজ স্ত্রীকবি এই সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার মর্ম্ম এই যে, যদি অংশ চাও তবে জ্ঞান বা শরীরের দ্বারা পাইবে, তাও ভাল করিয়া পাইবে না ; যদি সমস্ত চাও তবে মন বা প্রেমের দ্বারা পাইবে।

INCLUSIONS

Oh, wilt thou have my hand, Dear,
to lie along in thine ?
As a little stone in a running stream,
it seems to lie and pine !
Now drop the poor pale hand, Dear,...
unfit to plight with thine.

Oh, wilt thou have my cheek, Dear,
drawn closer to thine own ?
My cheek is white, my cheek is worn,
by many a tear run down.
Now leave a little space, Dear,...lest it
should wet thine own.

Oh, must thou have my soul, Dear,
commingled with thy soul ?—
Red grows the cheek, and warm the
hand,...the part is in the whole !...
Nor hands nor cheeks keep separate,
when soul is joined to soul.

Mrs. Browning.

লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী, তুমি শ্রী, তুমি সৌন্দর্য্য, আইস, তুমি আমাদের হৃদয়-কমলাসনে অধিষ্ঠান কর। তুমি যাহার হৃদয়ে বিরাজ কর, তাহার আর দারিদ্র্য ভয় নাই; জগতের সর্ব্বত্রই তাহার ঐশ্বর্য্য। যাহারা লক্ষ্মীছাড়া, তাহারা হৃদয়ের মধ্যে দুর্ভিক্ষ পোষণ করিয়া টাকার থলি ও স্থূল উদর বহন করিয়া বেড়ায়। তাহারা অতিশয় দরিদ্র, তাহারা মরুভূমিতে বাস করে; তাহাদের বাসস্থানে ঘাস জন্মায় না, তরুলতা নাই, বসন্ত আসে না।

তুমি বিষ্ণুর গেহিনী। জগতের সর্ব্বত্র তোমার মাতৃস্নেহ। তুমি এই জগতের শীর্ণ কঠিন কঙ্কাল প্রফুল্ল কোমল সৌন্দর্য্যের দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছ। তোমার মধুর করুণ বাণীর দ্বারা জগৎ-পরিবারের বিরোধ বিদ্বেষ দূর করিতেছ। তুমি জননী কি না, তাই তুমি শাসন হিংসা ঈর্ষ্যা দেখিতে পার না। তুমি বিশ্বচরাচরকে তোমার বিকশিত কমলদলের মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া অনুপম সুগন্ধে মগ্ন করিয়া রাখিতে চাও। সেই সুগন্ধ এখনি পাইতেছি; অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিতেছি, "কোথায় গো! সেই রাঙা চরণ দুখানি আমার হৃদয়ের মধ্যে একবার স্থাপন কর, তোমার স্নেহহস্তের কোমল স্পর্শে আমার হৃদয়ের পাষাণ-কঠিনতা দূর কর।" তোমার চরণ-রেণুর সুগন্ধে সুবাসিত হইয়া আমার হৃদয়ের পুষ্পগুলি তোমার জগতে তোমার সুগন্ধ দান করিতে থাকুক্!

এই যে, তোমার পদ্মবনের গন্ধ কোথা হইতে জগতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। চরাচর উন্মত্ত হইয়া মধুকরের মত দল বাঁধিয়া গুন্ গুন্ গান করিতে করিতে সুনীল আকাশে চারিদিক হইতে উড়িয়া চলিয়াছে!

কথাবার্ত্তা।

সন্ধ্যাবেলায়।

১ম। আমি সন্ধ্যা কেন এত ভালবাসি জিজ্ঞাসা করিতেছ?

সমস্ত দিন আমরা পৃথিবীর মধ্যেই থাকি—সন্ধ্যাবেলায় আমরা জগতে বাস করি। সন্ধ্যাবেলায় দেখিতে পাই, পৃথিবী অপেক্ষা পৃথিবীছাড়াই বেশী—এমন লক্ষ লক্ষ পৃথিবী কুচি কুচি সোনার মত আকাশের তলায় ছড়াছড়ি যাইতেছে। জগৎ-মহারণ্যের একটি বৃক্ষের একটি শাখার একটি প্রান্তে একটি অতি ক্ষুদ্র ফল প্রতিদিন পাকিতেছে। তাহাই পৃথিবী। দিনে দেখিতাম পৃথিবীর মধ্যে ছোটখাট যাহা-কিছু সমস্তই চলা-ফিরা করিতেছে, সন্ধ্যাবেলায় দেখিতে পাই পৃথিবী স্বয়ং চলিতেছে। রেলগাড়ি যেমন পর্ব্বতের খোদিত গুহার মধ্যে প্রবেশ করে—তেমনি, পৃথিবী তাহার কোটি কোটি আরোহী লইয়া একটি সুদীর্ঘ অন্ধকারের গুহার মধ্যে যেন প্রবেশ করিতেছে—এবং সেই ঘোরা নিশীথ-গুহার ছাদের মণ্ডপে অযুত গ্রহ তারা এককেটি প্রদীপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহারি নীচে দিয়া একটি অতি প্রকাণ্ডকায় গোলক নিঃশব্দে অবিশ্রাম গড়াইয়া চলিতেছে।

২য়। এই বৃহৎ পৃথিবী সত্য সত্যই যে অসীম আকাশে পথচিহ্নহীন পথে অহর্নিশি চহু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, এক নিমেষও দাঁড়াইতে পারিতেছে না, ইহা একবার মনের মধ্যে অনুভব করিলে কল্পনা স্তম্ভিত হইয়া থাকে।

১ম। এমন একটি পৃথিবী কেন—যখন মনে করিতে চেষ্টা করা যায় যে, ঠিক এই মুহূর্ত্তেই অনন্ত জগৎ প্রচণ্ডবেগে চলিতেছে এবং তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম পরমাণু থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে; অতি বৃহৎ অতি গুরুভার লক্ষকোটি অযুত নিযুত চন্দ্র সূর্য্য তারা গ্রহ উপগ্রহ, উল্কা, ধূমকেতু, লক্ষযোজন ব্যাপ্ত নক্ষত্রবাষ্পরাশি কিছুই স্থির নাই; অতি বলিষ্ঠ বিরাট এক যাদুকর পুরুষ যেন এই অসংখ্য অনল-গোলক লইয়া অনন্ত আকাশে অবহেলে লোফালুফি করিতেছে (কি তাহার প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ বাহু! কি তাহার বজ্রকঠিন বিপুল মাংসপেশী!) প্রতি পলকেই কি অসীম শক্তি ব্যয় হইতেছে—তখন কল্পনা অনন্তের কোন্ প্রান্তে বিন্দু হইয়া হারাইয়া যায়!

২য়। অথচ দেখ, মনে হইতেছে প্রকৃতি কি শান্ত!

১ম। প্রকৃতি আমাদের সকলকে জানাইতে চায় যে, তোমরাই খুব মস্ত লোক—তোমরা আমাকে ছাড়াইয়া গিয়াছ। বিদ্যুৎমায়াবিনীকে তার দিয়া বাঁধিয়াছ—বাষ্প-দানবকে লৌহ-কারাগারে বাঁধিয়া তাহার দ্বারা কাজ উদ্ধার করিতেছ। প্রকৃতি যে অতি বৃহৎ কার্য্যগুলি করিতেছে তাহা আমাদের কাছ হইতে কেমন গোপন করিয়া রাখিয়াছে, আর, আমরা যে অতি ক্ষুদ্র কাজটুকুও করি, তাহাই আমাদের চোখে কেমন দেদীপ্যমান করিয়া দেয়!

২য়। নহিলে, আমরা যদি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই অনন্তের কাজ চলিতেছে, তাহা হইলে কি আমরা আর কাজ করিতে পারি!

১ম। কম কাজ! বড় হইতে ছোট পর্য্যন্ত দেখ। অতি মহৎ শক্তিসম্পন্ন কত সহস্র নক্ষত্র লোক, অথচ দেখ, তাহারা ছোট ছোট মাণিকের মত কেবল চিক্‌চিক্ করিতেছে মাত্র! আমরা ফুলবাগানের মধ্যে বসিয়া আছি, মনে হইতেছে চারিদিকে যেন ছুটি। অথচ প্রতি গাছে পাতায় ফুলে ঘাসে অবিশ্রাম কাজ চলিতেছে—রাসায়নিক যোগ-বিয়োগের হাট বসিয়া গিয়াছে, কিন্তু দেখ, উহাদের মুখে গলদ্‌ঘর্ম্ম পরিশ্রমের ভাব কিছুমাত্র নাই। কেবল সৌন্দর্য্য, কেবল বিরাম, কেবল শান্তি! আমি যখন আরাম করিতেছি, তখনো আমার আপাদমস্তকে কাজ চলিতেছে—আমার শরীরের প্রত্যেক কাজ যদি মেহন্নত করিয়া আমার নিজেকেই করিতে হইত তাহা হইলে কি আর জীবন ধারণ করিয়া সুখ থাকিত!

২য়। প্রকৃতি বলিতেছে, আমি তোমার জন্য বিস্তর কাজ করিয়া দিতেছি, আর তুমি কি তোমার নিজের জন্য কিছু করিবে না! জড়ের সহিত তোমার প্রভেদ এই যে, তোমার নিজের জন্য অনেক কাজ তোমার নিজেকেই করিতে হয়। তুমি পুরুষের মত আহার উপার্জ্জন করিয়া আন, তার পরে সেটাকে পাকযন্ত্রে রাঁধিয়া লইবার অতি কৌশলসাধ্য কার্য্যভার, সে আমার উপরে রহিল, তাহার জন্যে তুমি বেশী ভাবিও না। তুমি কেবল চলিবার উদ্যম কর, দেখিবে আমি তোমাকে চালাইয়া লইয়া যাইব।

১ম। ঠিক কথা, কিন্তু প্রকৃতি কখনো বলে না যে, আমি করিতেছি। আমাদের বেশীর ভাগ কাজ যে প্রকৃতি সম্পন্ন করিয়া দিতেছে, তাহা কি আমরা জানি? আমাদের নিরুদ্যমে যে শতসহস্র কাজ চলিতেছে, তাহা চলিতেছে বলিয়া আমাদের চেতনাই থাকে না। এই যে অতি কোমল বাতাস বহিতেছে, এই যে আমার চোখের সমুখে গঙ্গার ছোট ছোট তরঙ্গগুলি মৃদু মৃদু শব্দ করিতে করিতে তটের উপরে মুহুর্মুহু

লুটাইয়া পড়িতেছে, ইহারা আমার হৃদয়ের এই অতি তীব্র শোক অহরহ শান্ত করিতেছে। জগতের চতুর্দ্দিক হইতে আমার উপর অবিশ্রাম সান্ত্বনা বর্ষিত হইতেছে অথচ আমি জানিতে পারিতেছি না, অথচ কেহই একটি সান্ত্বনার বাক্য বলিতেছে না—কেবল অলক্ষ্যে অদৃশ্যে আমার আহত হৃদয়ের উপরে তাহাদের মন্ত্রপূত হাত বুলাইয়া যাইতেছে, আহাউহুটুকুও বলিতেছে না। আমাদের চতুর্দ্দিকবর্ত্তী এই যে কার্য্যকুশল সদাব্যস্ত ব্যক্তিগণ গুপ্তভাবে থাকে সে কেবল আমাদিগকে ভুলাইবার জন্য· আমাদিগকে জানাইবার জন্য যে আমরাই স্বাধীন।

২য়। অর্থাৎ, অধীনতা খুব প্রকাণ্ড হইলে তাহাকে কতকটা স্বাধীনতা বলা যাইতে পারে—কারাগার যদি মস্ত হয়, তবে তাহাকে কারাগার না বলিলেও চলে। বোধ করি, আমাদিগকে স্থায়ীরূপে অধীন রাখিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। পাছে মুহুর্মুহু আমাদের চেতনা হয় যে আমরা অধীন, ও বৈরাগ্য সাধনা দ্বারা প্রকৃতির শাসন লঙ্ঘন করিয়া স্বাধীন হইতে চেষ্টা করি, এই ভয়ে প্রকৃতি আমাদের হাত হইতে হাতকড়ি খুলিয়া লইয়া আমাদিগকে একটা বেড়া-দেওয়া জায়গায় রাখিয়া দিয়াছে। আমরা ভুলিয়া থাকি আমরা অধীনতার দ্বারা বেষ্টিত, মনে করি আমরা ছাড়া পাইয়াছি।

১ম। কিম্বা এমনও হইতে পারে প্রকৃতি আমাদিগকে স্বাধীনতার শিক্ষা দিতেছেন। দেখ না কেন, উত্তরোত্তর কেমন স্বাধীনতারই বিকাশ হইতেছে! জড় যে, সে নিজের জন্য কিছুই করিতে পারে না। উদ্ভিদ তাহার চেয়ে কতকটা উচ্চ। কারণ টিকিয়া থাকিবার জন্য খানিকটা যেন তাহার নিজের উদ্যমের আবশ্যক, তাহাকে রস আকর্ষণ করিতে হয়, বাতাস হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হয়! মানুষ এত বেশী স্বাধীন যে, প্রকৃতি বিস্তর প্রধান প্রধান কাজ বিশ্বাস করিয়া আমাদের নিজের হাতেই রাখিয়া দিয়াছেন। আর, স্বাধীনতা জিনিষ বড় সামান্য নহে। জড়ের কোন বালাই নাই। আমরা, মানুষেরা, কি করিলে যে ভাল হইবে, পদে পদে তাহা ভাবিয়া পাই না। আকুল হইয়া একবার এটা দেখিতেছি, একবার ওটা দেখিতেছি; এবং এইরূপ পরীক্ষা করিতে করিতেই আমরা শত সহস্র করিয়া মারা পড়িতেছি। উত্তরোত্তর যেরূপ স্বাধীনতার বিকাশ হইয়া আসিয়াছে, ইহারই যদি ক্রমিক চালনা হয়, তাহা হইলে মানুষের পর এমন জীব জন্মাইবে, যাহার ক্ষুধা পাইবে না অথচ বিবেচনাপূর্ব্বক আহার করিতে হইবে (অনেক মানুষেরই তাহা করিতে হয়), রক্তসঞ্চালন ও পরিপাককার্য্য তাহার নিজের কৌশলে করিয়া লইতে হইবে, (মানুষের রন্ধন-কার্য্যও কতকটা তাহাই) ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার

শরীরের পরিণতি সাধন করিতে হইবে—এক কথায়, তাহার আপাদমস্তকের সমস্ত ভার তাহার নিজের হাতে পড়িবে। তাহার প্রত্যেক কার্য্যের ফলাফল সে অনেকটা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবে। একটি কথা কহিলে আঘাতজনিত বাতাসের তরঙ্গ কত দূরে কত বিভিন্ন শক্তিরূপে রূপান্তরিত হইবে তাহা সে জানিবে, এবং তাহার সেই কথার ভাব সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কত হৃদয়কে কতরূপে বিচলিত করিবে, তাহার ফল পুরুষানুক্রমে কত দূরে কি আকারে প্রবাহিত হইবে তাহা বুঝিতে পারিবে।

২য়। আমাদের স্বাধীনতাও আছে, অধীনতাও আছে, বোধ করি, চিরকালই থাকিবে। স্বাধীনতার যেমন সাধনা আবশ্যক, অধীনতারও বোধ হয় সেইরূপ সাধনা আবশ্যক। হয়ত বা উৎকর্ষপ্রাপ্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধীনতাকেই যথার্থ স্বাধীনতা বলে। কেবল মাত্র স্বাতন্ত্র্যকে শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা বলে না। যথার্থ যে রাজা সে প্রজার অধীন, পিতা সন্তানের অধীন, দেবতা এই জগতের অধীন। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে অধীনতাকেই শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা বলে। জড় পদার্থ অধীনভাবে অধীন, মানুষেরা অধীনভাবে স্বাধীন, আর দেবতারা স্বাধীনভাবে অধীন। আমরা যখন মহত্ত্ব লাভ করিব, তখন আমরা জগতের দাসত্ব করিব, কিন্তু সেই দাসত্ব করাকেই বলে রাজত্ব করা। আর স্বতন্ত্র হওয়াকেই যদি স্বাধীন হওয়া বলে তাহা হইলে ক্ষুদ্রতাকেই বলে স্বাধীনতা, বিনাশকেই বলে স্বাধীনতা।

আত্মা।

আত্মগঠন।

সকল দ্রব্যই, যাহা কিছু নিজের অনুকূল, উপযোগী, তাহাই আপন শক্তি-প্রভাবে চারি দিক হইতে আকর্ষণ করিতে থাকে, বাকী আর সকলের প্রতি তাহার তেমন ক্ষমতা নাই। নিজেকে যথাযোগ্য আকারে ব্যক্ত ও পরিপুষ্ট করিবার পক্ষে যে সকল পদার্থ সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, উদ্ভিজ্জ-শক্তি কেবল তাহাই জল বায়ু মৃত্তিকা হইতে

গ্রহণ করিতে পারে, আর কিছুই না। মানুষের জীবনীশক্তিও কিছুতেই আপনাকে উদ্ভিদ্‌-শরীরের মধ্যে ব্যক্ত করিতে পারে না। সে নিজের চারিদিকে এমন সকল পদার্থই সঞ্চয় করিতে পারে যাহা তাহার নিজের প্রকাশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল। মনের মধ্যে একটা পাপের সঙ্কল্প তাহার চারিদিকে সহস্র পাপের সঙ্কল্প আকর্ষণ করিয়া আপনাকে আকারবদ্ধ করিয়া তুলে ও প্রতিদিন বৃহৎ হইতে থাকে। পুণ্য সঙ্কল্পও সেইরূপ। সজীবতার ইহাই লক্ষণ। আমরা যখন একটি প্রবন্ধ লিখি, তখন কিছু সেই প্রবন্ধের প্রত্যেক ভাব প্রত্যেক কথা ভাবিয়া লিখিতে বসি না। একটা মুখ্য সজীব ভাব যদি আমার মনে আবির্ভূত হয়, তবে সে নিজের শক্তি-প্রভাবে আপনার অনুকূল ভাব ও শব্দগুলি নিজের চারিদিকে গঠিত করিতে থাকে। আমি যে সকল ভাব কোন কালেও ভাবি নাই, তাহাদিগকেও কোথা হইতে আকর্ষণ করিয়া আনে। এইরূপে সে একটি পরিপূর্ণ প্রবন্ধ আকার ধারণ করিয়া আপনাকে আপনি মানুষ করিয়া তুলে। এই জন্য, প্রবন্ধের মর্ম্মস্থিত মুখ্য ভাবটি যত সজীব হয় প্রবন্ধ ততই ভাল হয়; নির্জ্জীব ভাব আপনাকে আপনি গড়িতে পারে না, বাহির হইতে তাহার কাঠামো গড়িয়া দিতে হয়। এই নিমিত্ত ভাল লেখা লেখকের পক্ষেও একটি শিক্ষা। তিনি যতই অগ্রসর হইতে থাকেন ততই নূতন জ্ঞান লাভ করিতে থাকেন।

আত্মার সীমা।

আমার মনে হয়, মানুষের আত্মাও এইরূপ ভাবের মত। ভাব নিজেকে ব্যক্ত করিতে চায়। যে-টি তাহার নিজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাহ্য বিকাশ তাহাই আশ্রয় করিতে করিতেই তাহার ক্রমাগত পুষ্টিসাধন হয়। আমরা মনের মধ্যে যাহা অনুভব করি, কার্য্যই তাহার বাহ্য প্রকাশ। এই জন্য আমাদের অধিকাংশ অনুভাব কাজ করিবার জন্য ব্যাকুল, আবার, কাজ যতই সে করিতে থাকে ততই সে বাড়িয়া উঠিতে থাকে। আমাদের আত্মাও সেইরূপ সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থায় নিজেকে প্রকাশ করিতে চায়। এবং সেই প্রকাশ-চেষ্টারূপ কার্য্যেতেই তাহার উত্তরোত্তর পুষ্টিসাধন হইতে থাকে। চারিদিকের বাতাস হইতে সে আপনার অনুরূপ ভাবনা কামনা প্রবৃত্তি আকর্ষণ করিয়া নিজের আবরণ নিজের সীমা নিজে রচনা করিতে থাকে। অবশিষ্ট আর কিছুরই উপরে তাহার কোন প্রভুত্ব নাই। আমরা সকলেই বন্ধু বান্ধব ও অবস্থার দ্বারা বেষ্টিত হইয়া একটি যেন ডিম্বের মধ্যে বাস করিতেছি, ঐটুকুর মধ্য হইতেই আমাদের উপযোগী খাদ্য শোষণ করিতেছি। একটি ব্যক্তিবিশেষকে যখন আমরা দেখি, তখন

তাহার চারিদিকের মণ্ডলী আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু তাহার সেই খাদ্যাধার মণ্ডলী তাহার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিত ভাবে ফিরিতেছে। যে ব্যক্তি সৌন্দর্য্যপ্রিয়, সে তাহার দেহের মধ্যে, তাহার চর্ম্মাবরণটুকুর মধ্যে, বাস করে না। সে তাহার চারিদিকের তরুলতার মধ্যে আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে বাস করে। সে যেখানেই যায় চন্দ্রসূর্য্যময় আকাশ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, তৃণ-পত্র-পুষ্পময়ী বনশ্রী তাহাকে ঘিরিয়া রাখে। ইহারা তাহার ইন্দ্রিয়ের মত। চন্দ্র সূর্য্যের মধ্য দিয়া সে কি দেখিতে পায়; কুসুমের সৌগন্ধ্য ও সৌন্দর্য্যের সাহায্যে তাহার হৃদয়ের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইতে থাকে। এই মণ্ডলীর বিস্তার লইয়া মানুষের ছোটবড়ত্ব। মনুষ্যের যে দেহ মাপিতে পারা যায়, সে দেহ গড়ে প্রায় সকলেরই সমান। কিন্তু যে দেহ দেখা যায় না, মাপা যায় না, তাহার ছোট বড় সামান্য নহে। এই দেহ, এই মণ্ডলী, এই বৃহৎ দেহ, এই অবস্থা-গোলক, যাহার মধ্যে আমাদের শাবক আত্মার খাদ্য সঞ্চিত ছিল, ইহাই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সে পরলোকে জন্মগ্রহণ করে।

মানুষ চেনা।

যেমন মানুষের বৃহৎ দেহটি আমরা দেখিতে পাই না, তেমনি যথার্থ মানুষ যে তাহাকেও দেখিতে পাই না। এই জন্য কাহারও জীবনচরিত লেখা সম্ভব নহে। কারণ, লেখকেরা মানুষের কাজ দেখিয়া তাহার জীবনচরিত লেখেন। কিন্তু যে গোটাকতক কাজ মানুষ করিয়াছে তাই তিনি দেখিতে পান, লক্ষ লক্ষ কাজ, যাহা সে করে নাই, তাহা ত তিনি দেখিতে পান না। আমরা তাহার কতকগুলা কাজের টুক্‌রা এখান ওখান হইতে কুড়াইয়া জোড়া দিয়া একটা জীবনচরিত খাড়া করিয়া তুলি, কিন্তু তাহার সমগ্রটি ত দেখিতে পাই না। তাহার মধ্যস্থিত যে মহাপুরুষ অসংখ্য অবস্থায় অসংখ্য আকার ধারণ করিতে পারিত, তাহাকে ত দেখিতে পাই না। তাহার কাজ-কর্ম্মের মধ্যে বরঞ্চ সে ঢাকা পড়িয়া যায়; আমরা কেবল মাত্র উপস্থিতটুকু দেখিতে পাই; যত কাজ হইয়া গিয়াছে, যত কাজ হইবে, এবং যত কাজ হইতে পারিত, উপস্থিত কার্য্য-খণ্ডের সহিত তাহার যোগ দেখিতে পাই না। আমরা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এক-একটা কাজ দেখিয়া সেই কার্য্য-কারকের মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এক-একটা নাম দিই। সেই নামের প্রভাবে তাহার ব্যক্তি-বিশেষত্ব ঘুচিয়া যায়, সে একটা সাধারণ শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং ভিড়ের মধ্যে তাহাকে হারাইয়া ফেলি। আমরা রামকে যখন খুনী বলি, তখন সে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ খুনীর সহিত এক হইয়া যায়। কিন্তু রাম-খুনী

ও শ্যাম-খুনীর মধ্যে এই খুন সম্বন্ধেই এমন আকাশ পাতাল প্রভেদ, যে; উভয়কে এক নাম দিলে বুঝিবার সুবিধা হওয়া দূরে থাকুক, বুঝিবার ভ্রম হয়। আমরা প্রত্যহ আমাদের কাছের লোকদিগকে এইরূপে ভুল বুঝি। তাড়াতাড়ি তাহাদের এক-একটা নামকরণ করিয়া ফেলি ও সেই নামের কৃত্রিম খোলসটার মধ্যেই সে ব্যক্তি ঢাকা পড়িয়া যায়। অনেক সময়ে মানুষ অনুপস্থিত থাকিলেই তাহাকে ঠিক জানিতে পারি। কারণ, সকল মানুষই বৃহৎ। বৃহৎ জিনিষকে দূর হইতে দেখিলেই তাহার সমস্তটা দেখা যায়, কিন্তু তাহার অত্যন্ত কাছে লিপ্ত থাকিয়া দেখিলে তাহার খানিকটা অংশ দেখা যায় মাত্র, সেই অংশকেই সমস্ত বলিয়া ভ্রম হয়। মানুষ অনুপস্থিত থাকিলে আমরা তাহার দুই চারি বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত মাত্র দেখি না, যতদিন হইতে তাহাকে জানি, ততদিনকার সমষ্টিস্বরূপে তাহাকে জানি। সুতরাং সেই জানাটাই অপেক্ষাকৃত যথার্থ। পৃথিবীর অধিবাসীরা পৃথিবীকে কেহ বলিবে উঁচু, কেহ বলিবে নীচু, কেহ বলিবে উঁচু-নীচু। কিন্তু যে লোক পৃথিবী হইতে আপনাকে তফাৎ করিয়া সমস্ত পৃথিবীটা কল্পনা করিয়া দেখে, সে এই সামান্য উঁচুনীচুগুলিকে গ্রাহ্য না করিয়া বলিতে পারে যে পৃথিবী সমতল গোলক। কথাটা খাঁটি সত্য নহে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সত্য।

শ্রেষ্ঠ অধিকার।

আত্মার উপরে শ্রেষ্ঠ অধিকার কাহার জন্মিয়াছে? যে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে পারে। নাবালক যে, তাহার বিষয় আশয় সমস্তই আছে বটে, কিন্তু সে বিষয়ের উপর তাহার অধিকার নাই—কারণ তাহার দানের অধিকার নাই। এই দানের অধিকারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। যে ব্যক্তি পরকে দিতে পারে সেই ধনী। যে নিজেও খায় না পরকেও দেয় না কেবলমাত্র জমাইতে থাকে, তাহার নিজের সম্পত্তির উপর কতটুকুই বা অধিকার। যে নিজে খাইতে পারে কিন্তু পরকে দিতে পারে না সেও দরিদ্র—কিন্তু যে পরকে দিতে পারে নিজের সম্পত্তির উপরে তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ অধিকার জন্মিয়াছে। কারণ, ইহাই চরম অধিকার।

আমাদের পুরাণে যে বলে, যে ব্যক্তি ইহজন্মে দান করে নাই সে পরজন্মে দরিদ্র হইয়া জন্মিবে, তাহার অর্থ এইরূপ হইতে পারে যে, টাকা ত আর পরকালে সঙ্গে যাইবে না, সুতরাং টাকাগত ধনিত্ব বৈতরণীর এপার পর্য্যন্ত। যদি কিছু সঙ্গে যায় ত সে হৃদয়ের সম্পত্তি। যাহার সমস্ত টাকা কেবল নিজের জন্য—নিজের গাড়িটি ঘোড়াটির জন্যই লাগে, তাহার লাখ টাকা থাকিলেও তাহাকে দরিদ্র বলা যায় এই

কারণে—যে, তাহার এত সামান্য আয় যে তাহাতে কেবল তাহার নিজের পেটটাই ভরে, তাও ভরে না বুঝি! তাহার কিছুই বাকী থাকে না—যতই কিছু আসে তাহার নিজের অতি মহৎ শূন্যতা পূরাইতে, অতি বৃহৎ দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্য দূর করিতেই খরচ হইয়া যায়। সুতরাং যখন সে বিদায় হয়, তখন তাহার সেই প্রকাণ্ড শূন্যতা ও হৃদয়ের দুর্ভিক্ষই তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায়, আর কিছুই যায় না। লোকে বলে, ঢের টাকা রাখিয়া মরিল! ঠিক কথা, কিন্তু এক পয়সাও লইয়া মরিল না।

নিষ্ফল আত্মা।

সুতরাং, আত্মকে যে দিতে পারিয়াছে আত্মা সর্ব্বতোভাবে তাহারই। আত্মা ক্রমশই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। জড় হইতে মনুষ্য-আত্মার অভিব্যক্তি; মধ্যে কত কোটি কোটি বৎসরের ব্যবধান। তেমনি স্বার্থ-সাধন-তৎপর আদিম মনুষ্য ও আত্মবিসর্জ্জন-রত মহদাশয়ের মধ্যে কত যুগের ব্যবধান। একজন নিজের আত্মাকে ভালরূপ পায় নাই, আর একজনের আত্মা তাহার হাতে আসিয়াছে। আত্মার উপরে যাহার অধিকার জন্মে নাই, সে যে আত্মাকে রক্ষা করিতে পারিবে তাহা কেমন করিয়া বলিব? সকল মনুষ্য নহে—মনুষ্যদের মধ্যে যাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যথার্থ হিসাবে তাঁহাদেরই আত্মা আছে। যেমন গুটিকতক ফল ফলাইবার জন্য শতসহস্র নিষ্ফল মুকুলের আবশ্যক, তেমনি গুটিকতক অমর আত্মা অভিব্যক্ত হয়, এবং লক্ষ লক্ষ মানবাত্মা নিষ্ফল হয়।

আত্মার অমরতা।

আত্মবিসর্জ্জনের মধ্যেই আত্মার অমরতার লক্ষণ দেখা যায়। যে আত্মায় তাহা দেখা যায় না, সে আত্মার যতই বর্ণ থাকুক ও যতই গন্ধ থাকুক তাহা বন্ধ্যা। একজন মানুষ কেনই বা আত্মবিসর্জ্জন করিবে! পরের জন্য নিজেকে কেনই বা কষ্ট দিবে! ইহার কি যুক্তি আছে! যাহার সহিত নিতান্তই আমার সুখের যোগ, তাহাই আমার অবলম্ব্য আর কিছুর জন্যই আমার মাথাব্যথা নাই, এই ত ইহ-সংসারের শাস্ত্র। জগতের প্রত্যেক পরমাণুই আর সমস্ত উপেক্ষা করিয়া নিজে টিকিয়া থাকিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিতেছে, সুতরাং স্বার্থপরতার একটা যুক্তি-সঙ্গত অর্থ দেখা যাইতেছে। কিন্তু এই স্বার্থপরতার উপরে মরণের অভিশাপ দেখা যায়, কারণ ইহা সীমাবদ্ধ। ঐহিকের নিয়ম ঐহিকেই অবসান, সে নিয়ম কেবল এইখানেই খাটে। সে নিয়মে যাহারা চলে

তাহারা ঐহিক অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখিতে পায় না, আর কিছুর উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করে না। কেনই বা করিবে? তাহারা দেখিতেছে, এইখানেই সমস্ত হিসাব মিলিয়া যায়, অন্যত্র অনুসন্ধানের আবশ্যকই করে না। কিন্তু অমরতা কখন্ দেখিতে পাই? পৃথিবীর মাটি হইতে উদ্ভূত হইয়া পৃথিবীতেই মিলাইয়া যাইব, এ সন্দেহ কখন্ দূর হয়? যখন দেখিতে পাই, আমাদের মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে, যে ঐহিকের সকল নিয়ম মানে না। আমরা আপনার সুখ চাই না, আমরা আনন্দের সহিত আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারি, আমরা পরের সুখের জন্য নিজেকে দুঃখ দিতে কাতর হই না। কোথাও ইহার "কেন" খুঁজিয়া পাই না। কেবল হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারি যে, নিজের ক্ষুধায় কাতর, সংগ্রাম-পরায়ণ এই জগৎ অতিক্রম করিয়া আর এক জগৎ আছে, ইহা সেইখানকার নিয়ম। সুতরাং এইখানেই পরিণাম দেখিতেছি না। চারিদিকে এই যে বস্তু-জগতের ঘোর কারাগার-ভিত্তি উঠিয়াছে, ইহাই আমাদের অনন্ত কবর-ভূমি নহে। অতএব যখনি আমরা আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে শিখিলাম, তখনি আমাদের গুরুভার ঐহিক দেহের উপরে দুটি পাখা উঠিল। পৃথিবীর মাটিতে চলিবার সময় সে পাখা দুটির কোন অর্থ বুঝা গেল না। কিন্তু ইহা বুঝা গেল যে ঐ পাখা দুটি কেবল মাত্র তাহার শোভা নহে, উহার কার্য্য আছে। তবে যাহাদের এই পাখা জন্মায় নাই, তাহাদেরও কি আকাশে উঠিবার অধিকার আছে?

স্থায়িত্ব।

আমাদের মধ্যে যে সকল উচ্চ আশা, যে সকল মহত্ত্ব বিরাজ করিতেছে তাহারাই স্থায়ী, আর যাহারা তাহাদিগকে বাধা দিয়াছে, তাহাদিগকে কার্য্যে পরিণত হইতে দেয় নাই, তাহারা নশ্বর। তাহারা এইখানকারই জিনিষ, তাহারা কিছু সঙ্গে সঙ্গে যাইবে না। আমার মধ্যে যে সকল নিত্য পদার্থ বিরাজ করিতেছে, তাহা তোমরা দেখিতে পাইতেছ না; তাহাদের চারিদিকে যে জড়স্তূপ উত্থিত হইয়া কিছু দিনের মত তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই তোমরা দেখিতেছ। আমার মনের মধ্যে যে ধর্ম্মের আদর্শ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহারই উপর আমার স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। যখন কাষ্ঠলোষ্ট্রের মত সমস্ত পড়িয়া থাকে তখন ধর্ম্মই আমাদের অনুগমন করে। যাহার আত্মায় এ আদর্শ নাই, দেহের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মৃত্যু হয়। জড়ত্বই তাহার পরিণাম। যে গেছে, সে তাহার জীবনের সার পদার্থ লইয়া গেছে, তাহার যা যথার্থ জীবন তাহাই লইয়া গেছে, আর তাহার দু-দিনের সুখ দুঃখ, দু-দিনের কাজকর্ম্ম

আমাদের কাছে রাখিয়া গেছে। তাহার জীবনে অনেক সময়ে আজিকার মতের সহিত কালিকার মতের অনৈক্য দেখিয়াছি, এমন কি, তাহার মত একরূপ শুনা গিয়াছে, তাহার কাজ আর একরূপ দেখা গিয়াছে—এই সকল বিরোধ অনৈক্য চঞ্চলতা তাহার আত্মার জড় আবরণের মত এইখানেই পড়িয়া রহিল, ইহাকে অতিক্রম করিয়া যে ঐক্য যে অমরতা অধিষ্ঠিত ছিল, তাহাই কেবল চলিয়া গেল। যখন তাহার দেহ দগ্ধ করিয়া ফেলিলাম, তখন এগুলিও দগ্ধ করিয়া শ্মশানে ফেলিয়া আসা যাক্। তাহার সেই মৃত অনিত্যগুলিকে লইয়া অনর্থক সমালোচনা করিয়া কেন তাহার প্রতি অসম্মান করি? তাহার মধ্যে যে সত্য, যে দেবতা ছিল, যে থাকিবে, সেই আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠান করুক্!

বৈষ্ণব কবির গান।

মর্ত্ত্যের সীমানা।

এক স্থানে মর্ত্ত্যের প্রান্তদেশ আছে, সেখানে দাঁড়াইলে মর্ত্ত্যের পরপার কিছু কিছু যেন দেখা যায়। সে স্থানটা এমন সঙ্কট-স্থানে অবস্থিত যে, উহাকে মর্ত্ত্যের প্রান্ত বলিব, কি স্বর্গের প্রান্ত বলিব, ঠিক করিয়া উঠা যায় না—অর্থাৎ উহাকে দুইই বলা যায়। সেই প্রান্তভূমি কোথায়! পৃথিবীর আপিসের কাজে শ্রান্ত হইলে, আমরা কোথায় সেই স্বর্গের বায়ু সেবন করিতে যাই!

স্বর্গের সামগ্রী।

স্বর্গ কি, আগে তাহাই দেখিতে হয়। যেখানে যে কেহ স্বর্গ কল্পনা করিয়াছে, সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে স্বর্গকে সৌন্দর্য্যের সার বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। আমার স্বর্গ আমার সৌন্দর্য্য-কল্পনার চরম তীর্থ। পৃথিবীতে কত কি আছে, কিন্তু

মানুষ সৌন্দর্য্য ছাড়া এখানে এমন আর কিছু দেখে নাই, যাহা দিয়া সে তাহার স্বর্গ গঠন করিতে পারে। সৌন্দর্য্য যেন স্বর্গের জিনিষ পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে, এই জন্য পৃথিবী হইতে স্বর্গে কিছু পাঠাইতে হইলে সৌন্দর্য্যকেই পাঠাইতে হয়। এই জন্য সুন্দর জিনিষ যখন ধ্বংস হইয়া যায়, তখন কবিরা কল্পনা করেন—দেবতারা স্বর্গের অভাব দূর করিবার জন্য উহাকে পৃথিবী হইতে চুরি করিয়া লইয়া গেলেন। এই জন্য পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ দেখিলে উহাকে স্বর্গচ্যুত বলিয়া গোঁজামিলন দিয়া না লইলে যেন হিসাব মিলে না। এই জন্য, অজ ও ইন্দুমতী সুরলোকবাসী, পৃথিবীতে নির্ব্বাসিত।

মিলন।

তাই মনে হইতেছে, পৃথিবীর যে প্রান্তে স্বর্গের আরম্ভ, সেই প্রান্তটিই যেন সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্য মাঝে না থাকিলে যেন স্বর্গে মর্ত্ত্যে চিরবিচ্ছেদ হইত। সৌন্দর্য্যে স্বর্গে মর্ত্ত্যে উত্তর প্রত্যুত্তর চলে—সৌন্দর্য্যের মাহাত্ম্যই তাই, নহিলে সৌন্দর্য্য কিছুই নয়।

স্বর্গের গান।

শঙ্খকে সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেও সে সমুদ্রের গান ভুলিতে পারে না। উহা কানের কাছে ধর, উহা হইতে অবিশ্রাম সমুদ্রের ধ্বনি শুনিতে পাইবে। পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের মর্ম্মস্থলে তেমনি স্বর্গের গান বাজিতে থাকে। কেবল বধির তাহা শুনিতে পায় না। পৃথিবীর পাখীর গানে পাখীর গানের অতীত আরেকটি গান শুনা যায়, প্রভাতের আলোকে প্রভাতের আলোক অতিক্রম করিয়া আরেকটি আলোক দেখিতে পাই, সুন্দর কবিতায় কবিতার অতীত আরেকটি সৌন্দর্য্য-মহাদেশের তীরভূমি চোখের সম্মুখে রেখার মত পড়ে।

মর্ত্ত্যের বাতায়ন।

এই অনেকটা দেখা যায় বলিয়া আমরা সৌন্দর্য্যকে এত ভালবাসি। পৃথিবীর চারিদিকে দেয়াল, সৌন্দর্য্য তাহার বাতায়ন। পৃথিবীর আর সকলই তাহাদের নিজ

নিজ দেহ লইয়া আমাদের চোখের সম্মুখে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়, সৌন্দর্য্য তাহা করে না—সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া আমরা অনন্ত রঙ্গভূমি দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য্য-বাতায়নে বসিয়া আমরা সুদূর আকাশের নীলিমা দেখি, সুদূর কাননের সমীরণ স্পর্শ করি, সুদূর পুষ্পের গন্ধ পাই, স্বর্গের সূর্য্য-কিরণ সেইখান হইতে আমাদের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে। আমাদের গৃহের স্বাভাবিক অন্ধকার দূর হইয়া যায়, আমাদের হৃদয়ের সঙ্কোচ চলিয়া যায়, সেই আলোকে পরস্পরের মুখ দেখিয়া আমরা পরস্পরকে ভাল বাসিতে পারি। এই বাতায়নে বসিয়া অনন্ত আকাশের জন্য আমাদের প্রাণ যেন হা হা করিতে থাকে, দুই বাহু তুলিয়া সূর্য্যকিরণে উড়িতে ইচ্ছা যায়, এই সৌন্দর্য্যের শেষ কোথায় অথবা এই সৌন্দর্য্যের আরম্ভ কোথায়, তাহারই অন্বেষণে সুদূর দিগন্তের অভিমুখে বাহির হইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে, ঘরে যেন আর মন টেঁকে না। বাঁশীর শব্দ শুনিলে তাই মন উদাস হইয়া যায়, দক্ষিণা বাতাসে তাই মনটাকে টানিয়া কোথায় বাহির করিয়া লইয়া যায়। সৌন্দর্য্যচ্ছবিতে তাই আমাদের মনে এক অসীম আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করিয়া দেয়।

সাড়া।

স্বর্গে মর্ত্ত্যে এমনি করিয়াই কথাবার্ত্তা হয়। সৌন্দর্য্যের প্রভাবে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে একটি ব্যাকুলতা উঠে, পৃথিবীর কিছুতেই সে যেন তৃপ্তি পায় না। আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে যে একটি আকুল আকাঙ্ক্ষার গান উঠে, স্বর্গ হইতে তাহার যেন সাড়া পাওয়া যায়।

সৌন্দর্য্যের ধৈর্য্য।

যাহার এমন হয় না, তাহার আজ যদি বা না হয়, কাল হইবেই! আর-সকলে বলের দ্বারা অবিলম্বে নিজের ক্ষমতা বিস্তার করিতে চায়, সৌন্দর্য্য কেবল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে আর কিছুই করে না। সৌন্দর্য্যের কি অসামান্য ধৈর্য্য! এমন কত কাল ধরিয়া প্রভাতের পরে প্রভাত আসিযাছে, পাখীর পরে পাখী গাহিয়াছে, ফুলের পরে ফুল ফুটিয়াছে, কেহ দেখে নাই, কেহ শোনে নাই। যাহাদের ইন্দ্রিয় ছিল কিন্তু অতীন্দ্রিয় ছিল না, তাহাদের সম্মুখেও জগতের সৌন্দর্য্য উপেক্ষিত হইয়াও প্রতিদিন হাসিমুখে আবির্ভূত হইত। তাহারা গানের শব্দ **শুনিত** মাত্র, ফুলের ফোটা **দেখিত** মাত্র।

সমস্তই তাহাদের নিকটে ঘটনা মাত্র ছিল। কিন্তু প্রতিদিন অবিশ্রাম দেখিতে দেখিতে, অবিশ্রাম শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাহাদের চক্ষুর পশ্চাতে আরেক চক্ষু বিকশিত হইল, তাহাদের কর্ণের পশ্চাতে আরেক কর্ণ উদ্ঘাটিত হইল। ক্রমে তাহারা **ফুল** দেখিতে পাইল, **গান** শুনিতে পাইল। ধৈর্য্যই সৌন্দর্য্যের অস্ত্র। পুরুষদের ক্ষমতা আছে, তাই এত কাল ধরিয়া রমণীদের উপরে অনিয়ন্ত্রিত কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিল। রমণীরা আর কিছুই করে নাই, প্রতিদিন তাহাদের সৌন্দর্য্যখানি লইয়া ধৈর্য্য সহকারে সহিয়া আসিতেছিল। অতি ধীরে ধীরে প্রতিদিন সেই সৌন্দর্য্য জয়ী হইতে লাগিল। এখন দানব-বল সৌন্দর্য্য-সীতার গায়ে হাত তুলিতে শিহরিয়া উঠে। সভ্যতা যখন বহুদূর অগ্রসর হইবে, তখন বর্ব্বরেরা কেবলমাত্র শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতামাত্রের পূজা করিবে না। তখন এই স্নেহপূর্ণ ধৈর্য্য, এই আত্মবিসর্জ্জন, এই মধুর সৌন্দর্য্য, বিনা উপদ্রবে মনুষ্য-হৃদয়ে আপন সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লইবে। তখন বিষ্ণুদেবের গদার কাজ ফুরাইবে, পদ্ম ফুটিয়া উঠিবে।

জ্ঞানদাসের গান।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সৌন্দর্য্য পৃথিবীতে স্বর্গের বার্ত্তা আনিতেছে। যে বধির, ক্রমশ তাহার বধিরতা দূর হইতেছে। বৈষ্ণব জ্ঞানদাসের একটি গান পাইয়াছি, তাহাই ভাল করিয়া বুঝিতে গিয়া আমার এত কথা মনে পড়িল।

মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ।
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন্ রন্ধ্রে রাধা ব'লে ডাকে আমার নাম॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা শব্দে নাচে ময়ূরিণী॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ॥
কোন্ রন্ধ্রে ষড় ঋতু হয় এককালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুলে ফলে॥
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যাম রায়॥

জ্ঞানদাস কহে হাসি।
"রাধে মোর" বোল বাজিবেক বাঁশী ॥

বাঁশীর স্বর।

সৌন্দর্য্য-স্বরূপের হাতে সমস্ত জগতই একটি বাঁশী। ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তিনি নিশ্বাস পূরিতেছেন ও ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে নূতন নূতন স্বর উঠিতেছে। মানুষের মন আর কি ঘরে থাকে? তাই সে ব্যাকুল হইয়া বাহির হইতে চায়। সৌন্দর্য্যই তাঁহার আহ্বান-গান। সৌন্দর্য্যই সেই দৈববাণী। কদম্ব ফুল তাঁহার বাঁশীর স্বর, বসন্ত ঋতু তাঁহার বাঁশীর স্বর, কোকিলের পঞ্চম তান তাঁহার বাঁশীর স্বর। সে বাঁশীর স্বর কি বলিতেছে! জ্ঞানদাস হাসিয়া বুঝাইলেন, সে কেবল বলিতেছে "রাধে, তুমি আমার"—আর কিছুই না। আমরা শুনিতেছি, সেই অসীম সৌন্দর্য্য অব্যক্ত কণ্ঠে আমাদেরই নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—"তুমি আমার, তুমি আমার কাছে আইস!" এই জন্য, আমাদের চারিদিকে যখন সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া উঠে, তখন আমরা যেন একজন-কাহার বিরহে কাতর হই, যেন একজন-কাহার সহিত মিলনের জন্য উৎসুক হই—সংসারে আর যাহারই প্রতি মন দিই, মনের পিপাসা যেন দূর হয় না। এই জন্য সংসারে থাকিয়া আমরা যেন চির-বিরহে কাল কাটাই। কানে একটি বাঁশীর শব্দ আসিতেছে, মন উদাস হইয়া যাইতেছে, অথচ এ সংসারের অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহির হইতে পারি না। কে বাঁশী বাজাইয়া আমাদের মন হরণ করিল, তাহাকে দেখিতে পাই না; সংসারের ঘরে ঘরে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াই। অন্য যাহারই সহিত মিলন হউক না কেন, সেই মিলনের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী বিরহের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে।

বিপরীত।

আবার এক এক দিন বিপরীত দেখা যায়। জগৎ জগৎপতিকে বাঁশী বাজাইয়া ডাকে। তাঁহার বাঁশী লইয়া তাঁহাকে ডাকে।

আজু কে গো মুরলী বাজায়!
এ ত কভু নহে শ্যামরায়!
ইহার গৌর বরণে করে আলো,
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল!

ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী,
নীল উয়লি নীলমণি ॥

বিবাহ।

জগতের সৌন্দর্য্য অসীম সৌন্দর্য্যকে ডাকিতেছে। তিনি পাশে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। জগতের সৌন্দর্য্যে তিনি যেন জগতের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বাঁধা পড়িয়াছেন। তাই আজ জগতের বিচিত্র গান, বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র গন্ধ, বিচিত্র শোভার মধ্যে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি। তাই আজ জগতের সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকর দেখিতেছি। আমাদের হৃদয়ও যদি সুন্দর না হয়, তবে তিনি কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিবেন ?

অসীম ও সসীম এই সৌন্দর্য্যের মালা লইয়া মালা বদল করিয়াছে। তিনি তাঁহার নিজের সৌন্দর্য্য ইহার গলায় পরাইয়াছেন, এ আবার সেই সৌন্দর্য্য লইয়া তাঁহার গলায় তুলিয়া দিতেছে। সৌন্দর্য্য স্বর্গ মর্ত্ত্যের বিবাহ-বন্ধন।

সমালোচনা

সমালোচনা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত।

কলিকাতা।

পিপেল্‌স্ প্রেসে
শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

উৎসর্গপত্র।

পূজনীয়া শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর

কর-কমলে

স্নেহের সামান্য প্রতিদান স্বরূপ

এই গ্রন্থ

সাদরে সমর্পিত হইল।

সমালোচনা।

অনাবশ্যক।

আমরা বর্ত্তমানের জীব। কোন জিনিষ বর্ত্তমানের পরপারে প্রত্যক্ষের বাহিরে গেলেই আমাদের হাতছাড়া হইবার যো হয়। যাহা পাইতেছি তাহা প্রত্যহই হারাইতেছি। আজ যে ফুলের আঘ্রাণ লইয়াছি, কাল সকালে তাহা আর রহিল না, কাল বিকালে তাহার স্মৃতিও চলিয়া গেল। এমন কত ফুলের ঘ্রাণ লইয়াছি, কত পাখীর গান শুনিয়াছি, কত মুখ দেখিয়াছি, কত কথা কহিয়াছি, কত সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছি, তাহারা নাই, এবং তাহারা এককালে ছিল বলিয়া মনেও নাই। যদি বা মনে থাকে সে কি আর প্রত্যক্ষের মত আছে? তাহা একটি নিরাকার অথবা কেবলমাত্র ছায়ার মত জ্ঞানে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অমুক ঘটনা ঘটিয়াছে এইরূপ একটা জ্ঞান আছে মাত্র, অমুককে জানিতাম এইরূপ একটা সত্য অবগত আছি বটে! কেবল মাত্র জ্ঞানে যাহাকে জানি তাহাকে কি আর জানা বলে, তাহাকে মানিয়া লওয়া বলে। অনেক সময়ে আমাদের কানে শব্দ আসে, কিন্তু তাহাকে শোনা বলি না; কারণ সে শব্দটা আমাদের কান আছে বলিয়াই শুনিতেছি, আমাদের মন আছে বলিয়া শুনিতেছি না। কান বেচারার না শুনিয়া থাকিবার যো নাই, কিন্তু মনটা তখন ছুটি লইয়া গিয়াছিল। তেমনি আমরা যাহা জ্ঞানে জানি তাহা না জানিয়া থাকিবার যো নাই বলিয়াই জানি; সাক্ষী আনিয়া প্রমাণ করিয়া দিলেই জ্ঞানকে জানিতেই হইবে—সে যত বড় লোকটাই হউক না কেন, এ আইনের কাছে তাহার নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু উহার উর্দ্ধে আর জোর খাটে না। তেমনি আমরা অনেক অপ্রত্যক্ষ অতীত ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া জানি, কিন্তু আর তাহা অনুভব করিতে পারি না। মাঝে মাঝে অনুভব করিতে চেষ্টা করি, ভান করি, কিন্তু বৃথা!

কিন্তু মাঝে মাঝে এমন হয় না কি, যখন অতীত ঘটনার নামে বহুবিধ ওয়ারেণ্ট জারি করিয়াও কিছুতেই মনের সম্মুখে তাহাকে আনিতে পারা গেল না, এমন কি যখন

তাহার অস্তিত্বের বিষয়েই সন্দেহ উপস্থিত হইল, তখন হয়ত সেদিনকার একটি চিঠির একটুখানি ছেঁড়া টুক্‌রা অথবা দেয়ালের উপর বহুদিনকার পুরাণ একটি পেন্সিলের দাগ দেখিবামাত্র সে যেন তৎক্ষণাৎ সশরীরে বিদ্যুতের মত আমার সমুখে আসিয়া উপস্থিত হয়! ঐ কাগজের টুক্‌রাটি, পেন্সিলের দাগটি তাহাকে যেন যাদু করিয়া রাখিয়াছিল; তোমার চারি দিকে আরও ত কত শত জিনিষ আছে, কিন্তু সেই অতীত ঘটনার পক্ষে ঐ ছেঁড়া কাগজটুকু ও সেই পেন্সিলের দাগটুকু ছাড়া আর সকলগুলিই **non-conductor**। অর্থাৎ আমরা এমনি ভয়ানক প্রত্যক্ষবাদী, যে, বর্ত্তমানের গায়ের উপর অতীতের একটা স্পষ্ট চিহ্ন থাকা চাই, তবেই তাহার সহিত আমাদের ভালরূপ আদান প্রদান চলিতে পারে। যাহার অতীত-জীবন বহুবিধ কার্য্যভার বহন করিয়া ধনবান্ বণিকের মত সময়ের পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, সে নিশ্চয়ই পথ চলিতে চলিতে একটা-না-একটা টুক্‌রা ফেলিতে ফেলিতে গিয়াছিল, সেইগুলি ধরিয়া ধরিয়া অনায়াসেই সে তাহার অতীতের পথ খুঁজিয়া লইতে পারে। আর আমাদের মত যাহার অলস অতীত রিক্তহস্তে পথ চলিতেছিল, সে আর কি চিহ্ন রাখিয়া যাইবে! সুতরাং তাহাকে আর খুঁজিয়া পাইবার সম্ভাবনা নাই, সে একেবারে হারাইয়া গেল!

ইতিহাস সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যায়। বর্ত্তমানের গায়ে অতীত কালের একটা নাম-সই থাকা নিতান্তই আবশ্যক। কালিদাস যে এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু আজ যদি আমি দৈবাৎ তাঁহার স্বহস্তে লিখিত মেঘদূত পুঁথিখানি পাই, তবে তাঁহার অস্তিত্ব আমার পক্ষে কিরূপ জাজ্জল্যমান হইয়া উঠে! আমরা কল্পনায় যেন তাঁহার স্পর্শ পর্য্যন্ত অনুভব করিতে পারি। ইহা হইতে তীর্থ-যাত্রার একটি প্রধান ফল অনুমান করা যায়। আমি একজন বুদ্ধের ভক্ত। বুদ্ধের অস্তিত্বের বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমি সেই তীর্থে যাই, যেখানে বুদ্ধের দন্ত রক্ষিত আছে, সেই শিলা দেখি যাহার উপর বুদ্ধের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে, তখন আমি বুদ্ধকে কতখানি প্রাপ্ত হই! যখন দেখি, ফুটন্ত, ছুটন্ত বর্ত্তমান স্রোতের উপর পুরাতন কালের একটি প্রাচীন জীর্ণ অবশেষ নিশ্চলভাবে বসিয়া তাহার অমরতার অভিশাপের জন্য শোক করিতেছে, অতীতের দিকে অনিমেষনেত্রে চাহিয়া আছে, অতীতের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে, তখন এমন হৃদয়হীন পাষাণ কে আছে যে মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া সেই মহা অতীতের দিকে চাহিয়া না দেখে!

কিছুই ত থাকে না, সবই ত চলিয়া যায়, তথাপি এই যে দুটি একটি চিহ্ন অতীত রাখিয়া গিয়াছে, ইহাও মুছিয়া ফেলিতে চায়, এমন কে আছে? সময়ের অরণ্য অসীম।

এই অন্ধকার অসীম মহারণ্যের মধ্য দিয়া আমরা একটি মাত্র পায়ের চিহ্ন রাখিয়া আসিতেছি, সে চিহ্ন মুছিয়া মুছিয়া আসিবার আবশ্যকটা কি? পথের মধ্যে যে গাছের তলায় বসিয়া খেলা করিয়াছ, যে অতিথিশালায় বসিয়া আমোদ প্রমোদে বন্ধুবান্ধবদের সহিত রাত্রিযাপন করিয়াছ, একবারও কি ফিরিয়া যাইয়া সেই তরুর তলে বসিতে ইচ্ছা যাইবে না, সেই অতিথিশালার দ্বারে দাঁড়াইতে সাধ যাইবে না? কিন্তু ফিরিবে কেমন করিয়া যদি সে পথের চিহ্ন মুছিয়া ফেল! যে স্থান, যে গৃহ, যে ছায়া, যে আশ্রয় এককালে নিতান্তই তোমার ছিল তাহার অধিকার যদি একেবারে চিরকালের জন্য হারাইয়া ফেল!

দেশ ও কালেই আমরা বাস করি! অথচ দেশের উপরেই আমাদের যত অনুরাগ। এক কাঠা জমির জন্য আমরা লাঠালাঠি করি, কিন্তু সুদূর-বিস্তৃত সময়ের স্বত্ব অনায়াসেই ছাড়িয়া দিই, একবারও তাহার জন্য দুঃখ করি না!

পুরাতন দিনের একখানি চিঠি, একটি আংটি, একটি গানের সুর, একটা যা-হয় কিছু অত্যন্ত যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দেয় নাই, এমন কেহ আছে কি? যাহার জ্যোৎস্নার মধ্যে পুরাতন দিনের জ্যোৎস্না, যাহার বর্ষার মধ্যে পুরাতন দিনের মেঘ লুক্কায়িত নাই, এত বড় অপৌত্তলিক কেহ আছে কি? পৌত্তলিকতার কথা বলিলাম, কেন না, প্রত্যক্ষ দেখিয়া অপ্রত্যক্ষকে মনে আনাই পৌত্তলিকতা। জগৎকে দেখিয়া জগতাতীতকে মনে আনা পৌত্তলিকতা। একটি চিঠি দেখিয়া যদি আমার অতীত কালের কথা মনে পড়ে তবে তাহা পৌত্তলিকতা নহে ত কি? ঐ চিঠিটুকু আমার অতীত কালের প্রতিমা। উহার কোন মূল্য নাই, কেবল উহার মধ্যে আমার অতীত কাল প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়াই উহার এত সমাদর। জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, এমন কোন লোক কি আছে যে তাহার পুরাতন দিবসের একটা কোনও চিহ্নও রাখিয়া দেয় নাই? আছে বৈকি! তাহারা অত্যন্ত কাজের লোক, তাহারা অতিশয় জ্ঞানী লোক! তাহাদের কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই। যতটুকুর দরকার আছে কেবল মাত্র ততটুকুকেই তাহারা খাতির করে। বোধ করি দশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা মা-কে মা বলে, তাহার পর তাঁর নাম ধরিয়া ডাকে। কারণ, সন্তান পালনের জন্য যত দিন মায়ের বিশেষ আবশ্যক তত দিনই তিনি মা, তাহার পর অন্য বৃদ্ধার সহিত তাঁহার তফাৎ কি?

আমি যে সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছি, তাঁহারা যে সত্য সত্যই বয়স হইলে মাকে মা বলেন না তাহা নহে। অনাবশ্যক মাকেও ইঁহারা মা বলিয়া আদর করিয়া থাকেন। কিন্তু অতীত মাতার প্রতি ইঁহাদের ব্যবহার স্বতন্ত্র। মায়ের কাছ হইতে ইঁহারা যাহা

কিছু পাইয়াছেন, অতীতের কাছ হইতে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পাইয়াছেন, তবে কেন অতীতের প্রতি ইঁহাদের এমনতর অকৃতজ্ঞ অবহেলা! অতীতের অনাবশ্যক যাহা কিছু, তাহা সমস্তই ইঁহারা কেন কুসংস্কার বলিয়া একেবারে ঝাঁটাইয়া ফেলিতে চান? তাঁহারা ইহা বুঝেন না, শুষ্ক জ্ঞানের চক্ষে সমস্ত আবশ্যক অনাবশ্যক ধরা পড়ে না। আমাদের আচার ব্যবহারে কতকগুলি চিরন্তন প্রথা প্রচলিত আছে, সেগুলি ভালও নয়, মন্দও নয়, কেবল দোষের মধ্যে তাহারা অনাবশ্যক, তাহাদের দেখিয়া কঠোর জ্ঞানবান লোকের মুখে হাসি আসে, এই ছুতায় তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে। মনে করিলে, তুমি কতকগুলি অর্থহীন অনাবশ্যক হাস্যরসোদ্দীপক অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলে মাত্র—কিন্তু আসলে কি করিলে! সেই অর্থহীন প্রথার মন্দির-মধ্যে অধিষ্ঠিত সুমহৎ অতীত দেবকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, একটি জীবন্ত ইতিহাসকে বধ করিলে, তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের একটি স্মরণ-চিহ্ন ধ্বংস করিয়া ফেলিলে। তোমার কাছে তোমার মায়ের যদি একটি স্মরণ-চিহ্ন থাকে, বাজারে তাহার দাম নাই বলিয়া তোমার কাছেও যদি তাহার দাম না থাকে তবে তুমি মহাপাতকী। তেমনি অনেকগুলি অর্থহীন প্রথা পূর্ব্বপুরুষদিগের ইতিহাস বলিয়াই মূল্যবান। তুমি যদি তাহার মূল্য না দেখিতে পাও, তাহা অকাতরে ফেলিয়া দাও, তবে তোমার শরীরে দয়া-ধর্ম্ম কোন্‌খানে থাকে তাহাই আমি ভাবি! যাহাদের বুট-তরি আশ্রয় করিয়া তোমরা ভবসমুদ্র পার হইতে চাও, সেই ইংরাজ মহাপুরুষেরা কি করেন একবার দেখ না। তাঁহাদের রাজসভায়, তাঁহাদের পার্ল্যামেণ্ট সমিতিতে, এবং অন্যান্য নানা স্থলে কতশত প্রকার অর্থহীন অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, তাহা কে না জানে!

অতীত কাল ধরণীর মত আমাদের অচলপ্রতিষ্ঠ করিয়া রাখে। যখন বাহিরে রৌদ্রের খরতর তাপ, আকাশ হইতে বৃষ্টি পড়ে না, তখন শিকড়ের প্রভাবে আমরা অতীতের অন্ধকার নিম্নতন দেশ হইতে রস আকর্ষণ করিতে পারি। যখন সকল সুখ ফুরাইয়া গেছে তখন আমরা পিছন ফিরিয়া অতীতের ভগ্নাবশিষ্ট চিহ্নসকল অনুসরণ করিয়া অতীতে যাইবার পথ অনুসন্ধান করিয়া লই। বর্ত্তমানে যখন নিতান্ত দুর্ভিক্ষ নিতান্ত উৎপীড়ন দেখি তখন অতীতের মাতৃক্রোড়ে বিশ্রাম করিতে যাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে যে এত পুরাতত্ত্বের আলোচনা দেখা যাইতেছে, তাহার প্রধান কারণ আমাদের একমাত্র সান্ত্বনার স্থল অতীত কালকে জীবন্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। সে পথও যদি কেহ বন্ধ করিতে চায়, অতীতের যাহা কিছু অবশেষ আমাদের ঘরে ঘরে পড়িয়া রহিয়াছে তাহাকে দূর করিয়া যদি কেহ অতীতকে আরও অতীতে ফেলিতে চায়, তবে সে সমস্ত জাতির অভিশাপের পাত্র হইবে।

যদি আমরা অতীতকে হারাই তবে আমরা কতখানি হারাই! আমাদের কতটুকু প্রাণ থাকে! একটি নিমেষ মাত্র লইয়া কিসের সুখ! আমাদের জীবন যদি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন জলবিম্ব মাত্র হয়, তবে তাহা অত্যন্ত দুর্ব্বল জীবন। কিন্তু আমাদের জীবনের জন্মশিখর হইতে আরম্ভ করিয়া সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত যদি যোগ থাকে তবে তাহার কত বল! তবে তাহা পাষাণের বাধা মানিবে না, কথায় কথায় রৌদ্রতাপে শুকাইয়া বাষ্প হইয়া যাইবে না। আমি কিছু পরগাছা নহি, গাছ হইতে গাছে ঝুলিয়া বেড়াই না। বাহিরের রৌদ্র, বাহিরের বাতাস, বাহিরের বৃষ্টি আমি ভোগ করিতেছি, কিন্তু মাটির ভিতরে ভিতরে প্রসারিত আমার অতীতের উপর আমি দাঁড়াইয়া আছি। আমার অতীতের মধ্যে আমার কতকগুলি তীর্থস্থান প্রতিষ্ঠিত আছে, যখন বর্ত্তমানে পাপে তাপে শোকে কাতর হইয়া পড়ি তখন সেই তীর্থস্থানে গমন করি, সরল বাল্যকালের সমীরণ ভোগ করি, নবজীবনের প্রথম সঙ্কল্প, মহৎ উদ্দেশ্য, তরুণ আশা-সকল পুনরায় দেখিতে পাই। আমার এ অতীতের পথ যদি মুছিয়া যাইত, তাহা হইলে আজ আমি কি হইতাম! একটি জরাজীর্ণ কঠোরহৃদয় অবিশ্বাসী বিদ্রূপ-পরায়ণ বৃদ্ধ হইয়া উদাসনেত্রে সংসারের দিকে চাহিয়া থাকিতাম।

এই জন্যই আমি এই সকল অতিশয় তুচ্ছ দ্রব্যগুলিকে, অতীত কালের অতি সামান্য চিহ্নটুকুকেও যত্ন করিয়া রাখিয়াছি; অত্যধিক জ্ঞান লাভ করিয়া, কুসংস্কারের অত্যন্ত অভাবে সেগুলিকে অনাবশ্যক বোধে ফেলিয়া দিই নাই।

তার্কিক।

কেহ কেহ বলেন, যাঁহাদের সঙ্গে মতের মিল নাই, প্রতি কথায় যুক্তির লাঠালাঠি চলে. তর্কবিতর্ক না করিয়া যাঁহারা এক পা অগ্রসর হইতে দেন না, তাঁহাদের সহবাসে উপকার আছে। তাঁহাদের উৎপাতে কাঁচা কথা বলিবার যো থাকে না, দুর্ব্বল মত ত্রাহি ত্রাহি করিতে থাকে, খুব খাঁটি মত না হইলে টিঁকিতে পারে না। বুদ্ধিরাজ্যে Survival of the Fittest নিয়ম খুব ভালরূপে বজায় থাকে। এ কথাটা আমার ত ঠিক মনে হয় না।

আমাদের কোন ভাব অহিরাবণের মত একেবারে জন্মিয়াই কিছু যুদ্ধ আরম্ভ করিতে পারে না। কিছু দিন ধরিয়া প্রশংসা, বন্ধুদিগের মমতা ও অনুকূল যুক্তির

লঘুপাক ও পুষ্টিকর খাদ্য তাহাকে রীতিমত সেবন করান আবশ্যক। যখন সে পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারিবে, তখন বরঞ্চ, মাঝে মাঝে হুঁচট খাওয়া, মাথা ঠোকা, পড়িয়া যাওয়া মন্দ নহে। কিন্তু যেমনি আমার ভাবটি জন্মগ্রহণ করিল, অম্‌নি যদি আমার নৈয়ায়িক কুস্তিওয়ালা খ্যাক্ করিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরেন তবে ত তাহার আর বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে না।

বন্ধুবান্ধবের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের নূতন নূতন মত জন্মগ্রহণ করিতে থাকে। কোন বিষয়ে আমাদের যথার্থ মত কি, আমাদের যথার্থ বিশ্বাস কি, তাহা সহসা জিজ্ঞাসা করিলে আমরা বলিতে পারি না, আমরা নিজেই হয়ত জানি না, বন্ধুদিগের সহিত কথোপকথনের আন্দোলনে তাহারা ভাসিয়া উঠে। তখন আমরা তাহাদিগকে প্রথম দেখিতে পাই। সুতরাং তখনো আমরা আমাদের সেই কচি ভাবগুলিকে যুক্তির বর্ম্ম দিয়া আচ্ছাদন করিবার অবসর পাই নাই, তখনো তাহাদিগকে সংসারের কঠোর মাটির উপরে হাঁটাইতে শিখাই নাই, নানা শাস্ত্র হইতে আহরণ করিয়া তাহাদের অনুকূল মতগুলিকে বডিগার্ডের মত তাহাদের চারদিকে খাড়া করিয়া দিই নাই। এমন সময়ে যদি নৈয়ায়িক শিকারীর ইঙ্গিতে দেশী বিলাতী, আধুনিক প্রাচীন, যত দেশের, যত ন্যায়শাস্ত্রের, যতগুলা যুক্তির ক্ষুধিত খেঁকি কুকুর আছে, সকলগুলা একবারে দাঁত খিঁচাইয়া সেই অসহায়দের উপর আসিয়া পড়ে, Facts নামক ছোট ছোট ইঁট পাট্‌কেল চারদিক হইতে তাহাদের উপর বর্ষিত হইতে থাকে, তবে সে বেচারীরা দাঁড়ায় কোথায়?

তুমি নৈয়ায়িক, Facts নামক গোটাকতক সরকারী লাঠিয়াল তোমার হাতধরা আছে, তোমার যাহা কিছু আছে মান্ধাতার আমল হইতে তাহার যোগাড় হইয়া আসিতেছে, আর আমার এই ভাবশিশু এই মুহূর্ত্তে সবে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহার প্রতি আক্রমণ করিয়া তোমার পৌরুষ কি? আর একটু রোস' এখনো ইহা কথোপকথনের কোলে কোলে ফিরিতেছে, যখন এ সাহিত্য-ক্ষেত্রে রণভূমিতে দাঁড়াইবে, তখন ইহাতে তোমাতে বোঝাপড়া চলিতে পারিবে।

এই সকল ন্যায়শাস্ত্রবিদেরা রসিকতার কৈফিয়ৎ চাহেন, বিদ্রূপ করিয়া একটা অসঙ্গত কথা কহিলে তর্কের দ্বারায় তাহার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করাইয়া দেন, কথায় কথায় যদি একটা ঐতিহাসিক Fact-এর উল্লেখ করি, সেটা আর সকল বিষয়ে যেমনই সঙ্গত হউক না কেন, তাহার তারিখের একটু ইতস্ততঃ হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার পাঁচ Volume ইতিহাসের চাপে সেটাকে ছারপোকার মত মারিয়া ফেলেন; মুখে মুখে যদি একটা কিছুর সহিত কিছুর তুলনা করি, অম্‌নি তিনি ফিতা হাতে করিয়া অত্যন্ত

পরিশ্রমে তাহার মাপজোক করিতে আরম্ভ করেন; আমি বলিলাম, অমুক লোকটা নিতান্ত গাধার মত, তিনি অম্নি বলিলেন, সে কেমন কথা, তাহার তো চারটে পা নাই, আর তাহার কান দুটা কিছু নিতান্তই বড় নয়, তাহার গলার আওয়াজ ভাল নহে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কি গাধার সঙ্গে তাহার তুলনা হয়? আমি বলিলাম, হে বুদ্ধিমান্, গাধার বুদ্ধির সহিত আমি তাহার বুদ্ধির তুলনা করিতেছিলাম, আর কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয় নাই। তিনি অম্নি বলিলেন, তাহাও কি ঠিক মেলে? পশু বস্তুই দেখিতে পায়, কিন্তু বস্তুর বস্তুত্ব কি সে মনে করিতে পারে? সে শ্বেতবর্ণ পদার্থ মনে আনিতেও পারে, কিন্তু শ্বেতবর্ণ নামক পদার্থ-অতিরিক্ত একটা ভাবমাত্র সে কি মনে ধারণা করিতে পারে? ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি কাতর হইয়া বলিলাম, দোহাই মাপ কর, আমার অপরাধ হইয়াছে, এবার হইতে গাধার সহিত তাহার বুদ্ধির তুলনা না দিয়া তোমার সহিত দিব! শুনিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন।

এইরূপ যাঁহারা তার্কিক বন্ধুদিগের সহবাসে থাকেন, তাঁহাদের ভাবের উৎস-মুখে পাথর চাপান' থাকে। বন্ধুত্বের দক্ষিণা বাতাস, বন্ধুদিগের অনুকূল হাস্যের সূর্য্যকিরণের অভাবে তাঁহাদের হৃদয়-কাননের ভাবগুলি ফুটিয়া উঠিতে পারে না। যে সকল বিশ্বাস তাঁহাদের হৃদয়ের অতি প্রিয় সামগ্রী, পাছে সেগুলিকে লইয়া যুক্তির কাকচিলগুলা ছেঁড়াছিঁড়ি করিতে আরম্ভ করে এই ভয়ে তাহাদিগকে হৃদয়ের অন্ধকারের মধ্যেই লুকাইয়া রাখেন, তাহারা আর সূর্য্যকিরণ পায় না, তাহারা ক্রমশঃই রুগ্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কুসংস্কারের আকার ধারণ করে! কথায় কথায় যে সকল মত গঠিত হইয়া উঠিল, তাহারা চারিদিকে তর্কবিতর্কের ছোরাছুরি দেখিয়া ভয়ে আত্মহত্যা করিয়া মরে। তার্কিক বন্ধুদিগের সহবাসে থাকিলে প্রাণের উদারতা সঙ্কীর্ণ হইতে থাকে। আমি কাল্পনিক লোক, আমার জগৎ লাখেরাজ জমি, আমি কাহাকেও এক পয়সা খাজনা দিই না, অথচ জগতের যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করিতে পারি, যাহা ইচ্ছা উপভোগ করিতে পারি। তুমি যুক্তি-মহারাজের প্রজা, যুক্তিকে যতটুকু জমির খাজনা দিবে ততটুকু জমি তোমার, যখনি খাজনা দিতে না পারিবে তখনি তোমার জমি নিলামে বিক্রয় হইয়া যাইবে। তোমার তার্কিক বন্ধু পাশে বসিয়া ক্রমাগত তোমার জমি সার্ব্বে করিতেছেন ও তাহার সীমাবন্দী করিয়া দিতেছেন; প্রতিদিন এক বিঘা, দুই বিঘা করিয়া তোমার অধিকার কমিয়া আসিতেছে।

আমি যখন রাত্রিকালে অসংখ্য তারার দিকে চাহিয়া আমার অনন্ত জীবন কল্পনা করিতেছি, জগতের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত আমার প্রাণের বিচরণভূমি হইয়া গিয়াছে, আমি যখন নূতন নূতন আলোক নূতন নূতন গ্রহ মাড়াইয়া নূতন নূতন

জীবকে স্বজাতি করিয়া বিস্ময়-বিহ্বল পথিকের মত অনন্ত বৈচিত্র্য দেখিতে দেখিতে অনন্ত পথে যাত্রা করিয়াছি, বিচিত্র জগৎপূর্ণ অনন্ত আকাশের মধ্যে যখন আমার জীবনের আদি অন্ত হারাইয়া গিয়াছে, যখন আমি মনে করিতেছি এই কাঠা-তিনেক জমির চারদিকে পাঁচিল তুলিয়া এইখানেই ধূলির মধ্যে ধূলিমুষ্টি হইয়া থাকা আমার চরম গতি নহে, জলবায়ু আকাশ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র বিশ্ব-চরাচর আমার অনন্ত জীবনের ক্রীড়াভূমি,—তখন দূর কর তোমার যুক্তি, তোমার তর্ক—তোমার ন্যায়শাস্ত্র গলায় বাঁধিয়া যুক্তির শানবাঁধান কুয়োর মধ্যে পরমানন্দে তুমি ডুবিয়া মর। তখন তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে আমার ইচ্ছাও থাকে না, অবসরও থাকে না। তুমি যে আমার অতখানি কাড়িতে চাও তাহার বদলে আমাকে কি দিতে পার? তোমার আছে কি? আমি যে জায়গায় বেড়াইতেছিলাম, তুমি তাহার কিছু ঠিকানা করিয়াছ? সেখানকার মেরুপ্রদেশের মহা সমুদ্রে তোমার এই বুদ্ধির ফুটো নারিকেল-মালায় চড়িয়া কখনো কি আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়াছিলে? পৃথিবীর মাটির উপর তুমি রেল পাতিয়াছ, এই ৮০০০ মাইলের ভূগোল তুমি ভালরূপ শিখিয়াছ, অতএব যদি আমি ম্যাডাগাস্কারের জায়গায় কামস্কাট্‌কা কল্পনা করি, তাহা হইলে না হয় আমাকে তোমাদের স্কুলের এক ক্লাস নামাইয়া দিও, কিন্তু যে অনন্তের মধ্যে তোমাদের ঐ রেলগাড়িটা চলে নাই, কোন কালে চলিবে বলিয়া ভরসা নাই, সেখানে আমি একটু হাওয়া খাইয়া বেড়াইতেছি, ইহাতে তোমাদের মহাভারত কি অশুদ্ধ হইল?

তোমরা ত আবশ্যকবাদী, আবশ্যকের এক ইঞ্চি এদিকে ওদিকে যাও না। তোমাদেরই আবশ্যকের দোহাই দিয়া তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আমি যে অনন্ত-রাজ্যে বিচরণ করিতেছি, যুক্তির কারাগারে পুরিয়া আমাকে সে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিবার আবশ্যকটা কি? যাহাতে মানুষের সুখ, উন্নতি, উপকার হয়, তাহাই ত সকল জ্ঞানের সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য? আমি যে অসীম সুখে মগ্ন হইতেছিলাম, আমার যে প্রাণের অধিকার বাড়িতেছিল, আমার যে প্রেম জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, ইহা সংক্ষেপ করিয়া দিয়া তোমাদের কি প্রয়োজন সাধন করিলে? মনুষ্যের কি উপকার করিলে, কি সুখ বাড়াইলে? মানুষের সুখের আশা, কল্পনার অধিকার এতটাই যদি হ্রাস হয়, তবে তোমার এই মহামূল্য যুক্তিটা কিছুক্ষণের জন্য শিকায় তোলা থাক্ না কেন?

যুক্তির মানে কি? যোজনা করা ত? একটার সঙ্গে আর একটার যোগ করা। পতনের সঙ্গে হাত পা ভাঙ্গার যোগ আছে, সুতরাং পতনের পর হাত পা ভাঙ্গা

যুক্তিসিদ্ধ। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে যে হাত পা ভাঙ্গিবে, ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ, এই কার্য্যকারণের মধ্যে একটা যোগ পাওয়া যায় না। কিন্তু একটু ভাবিলেই দেখা যায়, আমরা কেবল কতকগুলি ঘটনাই দেখিতে বা জানিতে পাই, কোন্ কার্য্যকারণের যোগ আমাদের চোখে পড়ে! ঈথর নামক সূক্ষ্ম পদার্থে ঢেউ উঠিলে আমরা যে আলো দেখিতে পাই, ইহার যুক্তি কি? এ দুইটি ঘটনার মধ্যে যোগ কোথায়? আমাদের মস্তিষ্কের কতকগুলি পরমাণু ঘোরায় সঙ্গে আমাদের স্মৃতির, ভাবনার, মনোবৃত্তির কি যোগ থাকিতে পারে? এমন কি কার্য্যকারণশৃঙ্খলা আছে, যাহার পদে পদে missing links নাই? এই ত তোমার যুক্তি! এই তৃণটি ধরিয়া তুমি অনন্ত নামক অকূল অতলস্পর্শ সমুদ্রে কি বলিয়া ভাসিতে চাও! যুক্তির গোটা-কতক কাজ আছে তার আর ভুল নাই, কিন্তু তাই বলিয়া ঐ দাম্ভিকটা যে যেখানে সেখানে মোড়লি করিয়া বেড়াইবে সে কাহার প্রাণে সয়? তার নিজের কাজই ঢের বাকি পড়িয়া আছে, পরের কাজে ব্যাঘাত করিয়া সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক?

জগতের যেমন একদিকে সীমা, আর-একদিকে অনন্ত, একদিকে তীর আর-একদিকে সমুদ্র, আমাদের মনেরও তেমনি একদিকে সীমা আর-একদিকে অসীম; সীমার রাজ্যে যুক্তির শাসন, অতএব সে রাজ্যে যুক্তির শাসন লঙ্ঘন করিলে পদে পদে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়; কিন্তু যখনি অসীমের রাজ্যে পদার্পণ করিলাম, তখনি আমরা আর যুক্তির প্রজা নহি, অতএব হে বন্ধু হে তার্কিক, আমি যখন অসীমের রাজ্যে আছি তখন আমাকে যুক্তির আইনের ভয় দেখাইলে আমি মানিব কেন?

তাই বলিতেছি, তুমি যে কথায় কথায় আমার সঙ্গে তর্ক করিতে আইস, সেটা আমার ভাল লাগে না, এবং তাহাতে কোন কাজও হয় না। তুমি আমি একত্র থাকাটাই অযৌক্তিক, কারণ, তোমাতে আমাতে কোন যোগই নাই! তোমাকে আমি হীন বলিতেছি না, তুমি হয়ত মস্ত লোক, তুমি হয়ত রাজা, কিন্তু শার্ঙ্গরব দুষ্মন্তকে যেরূপ চক্ষে দেখিয়াছিলেন আমিও হয়ত তোমাকে সেইরূপ চক্ষে দেখিব:—

"অভ্যক্তমিব স্নাতঃ, শুচিরশুচিমিব, প্রবুদ্ধইব সুপ্তম্" ইত্যাদি যুক্তির সৈন্য লইয়া তুমি তোমার নিজ রাজ্যে একজন দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ লোক, উহারই সাহায্যে তুমি কত রাজ্য অধিকার করিলে, কত রাজ্য ধ্বংস করিলে, কিন্তু আমার বিস্তৃত রাজ্যের এক তিলও তুমি কাড়িয়া লইতে পার না। তুমি আমাকে হাজার চোখ রাঙাও না কেন আমি ডরাই না। আমার অধিকারে আসিবার ক্ষমতা তুমি হারাইয়াছ, কিন্তু তোমার অধিকারে আমি অনায়াসেই যাইতে পারি। তোমাতে আমাতে বিস্তর প্রভেদ।

আমার তার্কিক বন্ধু এই বলিয়া আমার নিন্দা করেন যে, আমি এক সময়ে যাহা

বলিয়াছি আর-এক সময়ে তাহার বিপরীত কথা বলি, সে কথাটা ঠিক। কিন্তু তাহার একটা কারণ আছে। আমি যাহা বলি, তাহা প্রাণের ভিতর হইতে বলি, যুক্তি অযুক্তি খতাইয়া হিসাবপত্র করিয়া বলি না। আমি যাহার কথা বলি, মমতার প্রভাবে তাহার সহিত একবারে মিশাইয়া যাই, সুতরাং কেবল মাত্র তাহার কথাই বলি, তাহার উন্টা দিকের কথাটা বলি না। প্রকৃতিতেও তাহাই হয়। প্রকৃতির দিন প্রকৃতির রাত্রের বিপরীত কথা বলিয়া থাকে, প্রকৃতির পূর্ব্বদিক প্রকৃতির পশ্চিমদিকের কথা বলে না। প্রকৃতির পদে পদে বিরোধী উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহারা কি বাস্তবিকই বিরোধী? তাহারা দুই বিপরীত সত্য। আমি আলো হইয়া আলোর কথা বলি, অন্ধকার হইয়া অন্ধকারের কথা বলি। আমার দুটা কথাই সত্য। আমি কিছু এমন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসি নাই যে একেবারে বিরোধী কথা বলিব না, যে ব্যক্তি কোন কালে বিরোধী কথা বলে নাই তাহার বুদ্ধি ত জড়পদার্থ, তাহার কোন কথার কোন মূল্য আছে কি? আমরা যে বিরোধের মধ্যেই বাস করি। আমাদের অদ্য আমাদের কল্যকার বিরোধী, আমাদের বৃদ্ধকাল আমাদের বাল্যকালের বিরোধী, সকালে যাহা সত্য বিকালে তাহা সত্য নহে। এত বিরোধের মধ্যে থাকিয়াও যাহার কথার পরিবর্ত্তন হয় না, যাহার মত অবিরোধে থাকে, তাহার বুদ্ধিটা ত একটা কলের পুতুল, যত বার দম দিবে তত বার একই নাচন নাচিবে!

উপসংহারে আর গুটিদুই কথা বলিয়া শেষ করি।

যে পাড়ার ক্রোশ-তিনেকের মধ্যে তার্কিক লোকের গন্ধ আছে, সেখানে বোধ করি কোন ভাবুক লোক তিষ্ঠিতে পারেন না। বোধ করি, তার্কিক লোকের মুখ দেখিলেই ভাবের বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়। অতএব যাঁহারা ভাবের চর্চ্চা করিতে চান, তাঁহারা কাছাকাছি এমন বন্ধু রাখিবেন যাঁহাদের সহিত মতের মিল আছে। অনুরাগের আবহাওয়ার মধ্যে থাকিলে মনের গূঢ় ক্ষমতাগুলি যেমন সতেজে মাটি ফুঁড়িয়া উঠে, এমন আর কোথাও নয়।

একটা গাছে কতশত বীজ জন্মে। তাহার মধ্যে সবগুলা কিছু গাছ হয় না। কিন্তু গুটিকত গাছ জন্মাইবার উদ্দেশে বিস্তর নিষ্ফল বীজ জন্মান আবশ্যক। আমাদেরো সকল ভাব কিছু সফল হইবে না। কিন্তু ভাবের প্রচুরতা আবশ্যক। গোটাকতক থাকিবে, অনেকগুলি মরিবে। কিন্তু প্রতিকূলতার প্রখর প্রভাবে যদি ভাবের বিকাশ একেবারেই বন্ধ হয় তবে আর কি হইল?

তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি সাহিত্যে প্রতিকূল সমালোচনা কি ভাল? ভাল বইয়ের ভাল সমালোচনা ভাল, কুরুচি-বিকাশক হানিজনক বইয়ের নিন্দা করাও দোষের নহে,

কিন্তু লেখকের ক্ষমতার অভাবে বা বুদ্ধির দোষে অসম্পূর্ণ গ্রন্থগুলিকে কঠোর ভাবে সমালোচনা করিলে তাহাতে কি ভাল হয় বুঝিতে পারি না।

সত্যের অংশ।

সত্যকে আংশিক ভাবে দেখিলে অনেক সময়ে তাহা মিথ্যার রূপান্তর ধারণ করে। একপাশ হইতে একটা জিনিষকে দেখিয়া যাহা সহসা মনে হয়, তাহা একপেশে সত্য, তাহা বাস্তবিক সত্য না হইতেও পারে। আবার অপর পক্ষেও একটা বলিবার কথা আছে। কেহ সত্যকে সর্ব্বতোভাবে দেখিতে পায় না। সত্যকে যথাসম্ভব সর্ব্বতোভাবে দেখিতে গেলে প্রথমে তাহাকে আংশিক ভাবে দেখিতে হইবে, তাহা ব্যতীত আমাদের আর গতি নাই। ইহা আমাদের অসম্পূর্ণতার ফল। আমরা কিছু একেবারেই একটা চারি-কোণা দ্রব্যের সবটা দেখিতে পাই না—ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতে হয়। এই নিমিত্ত উচিত এই যে, যে যে-দিকটা দেখিয়াছে সে সেই দিকটাই সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করুক, অবশেষে সকলের কথা গাঁথিয়া একটা সম্পূর্ণ সত্য পাওয়া যাইবে। আমাদের এক-চোখো মন লইয়া সম্পূর্ণ সত্য জানিবার আর কোন উপায় নাই। আমরা একদল অন্ধ, আর সত্য একটি হস্তী। স্পর্শ করিয়া করিয়া সকলেই হস্তীর এক একটি অংশের অধিক জানিতে পারি না; এই জন্যই কিছু দিন ধরিয়া, হস্তীকে কেহ বা স্তম্ভ, কেহ বা সর্প, কেহ বা কুলা বলিয়া ঘোরতর বিবাদ করিয়া থাকি, অবশেষে সকলের কথা মিলাইয়া বিবাদ মিটাইয়া লই। আমি যে ভূমিকাচ্ছলে এতটা পুরাতন কথা বলিলাম, তাহার কারণ এই—আমি জানাইতে চাই—একপেশে লেখার উপর আমার কিছু মাত্র বিরাগ নাই। এবং আমার মতে, যাহারা একেবারে সত্যের চারিদিক দেখাইতে চায়, তাহারা কোন দিকই ভাল করিয়া দেখাইতে পারে না—তাহারা কতকগুলি কথা বলিয়া যায়, কিন্তু একটা ছবি দেখাইতে পারে না। একটা উদাহরণ দিলেই আমার কথা বেশ স্পষ্ট হইবে। একটা ছবি আঁকিতে হইলে, যথার্থতঃ যে দ্রব্য যেরূপ ঠিক সেরূপ আঁকা উচিত নহে। যখন চিত্রকর নিকটের গাছ বড় করিয়া আঁকে ও দূরের গাছ ছোট করিয়া আঁকে, তখন তাহাতে এমন বুঝায় না যে বাস্তবিকই দূরের গাছগুলি আয়তনে ছোট। একজন যদি কোন ছবিতে সব গাছ-গুলি প্রায় সম-আয়তনে আঁকে, তবে তাহাতে সত্য বজায় থাকে বটে, কিন্তু সে ছবি

আমাদের সত্য বলিয়া মনে হয় না—অর্থাৎ তাহাতে সত্য আমাদের মনে অঙ্কিত হয় না। লেখার বিষয়েও তাহাই বলা যায়। আমি যে ভাবটা নিকটে দেখিতে পাই, সেই ভাবটাই যদি বড় করিয়া না আঁকি, ও তাহার বিপরীত দিকের সীমান্ত যদি অনেকটা ক্ষুদ্র, অনেকটা ছায়াময়, অনেকটা অদৃশ্য করিয়া না দিই—তবে তাহাতে কোন উদ্দেশ্যই ভাল করিয়া সাধিত হয় না; না সমস্তটার ভাল ছবি পাওয়া যায়, না একাংশের ভাল ছবি পাওয়া যায়। এই জন্যই লেখক-চিত্রকরদিগকে পরামর্শ দেওয়া যায়, যে যে-ভাবটাকে কাছে দেখিতেছ, তাহাই বড় করিয়া আঁক; ভাবিয়া চিন্তিয়া, বিচার করিয়া, সত্যের সহিত পরামর্শ করিয়া—ন্যায়কে বজায় রাখিবার জন্য তাহাকে খাট করিবার কোন আবশ্যক নাই।

বিজ্ঞতা।

সংকর্ম্ম অনুষ্ঠানের অনেক বাধা আছে, কিন্তু সকলের চেয়ে বোধ করি একটি গুরুতর বাধা আছে! যখন বড় বড় বিজ্ঞগণ ঠোঁট টিপিয়া, চোখে চশমা আঁটিয়া শিশু অনুষ্ঠানটিকে ঘিরিয়া বসেন, সোজা সোজা কাজের মধ্য হইতে বাঁকা বাঁকা উদ্দেশ্য বাহির করিতে থাকেন, ও পরস্পর চোখ-টেপাটিপি করিয়া বলিতে থাকেন "ওহে, বুঝেছ এ সমস্ত কেন?" তখন বোধ করি উৎসাহের রক্ত জল হইয়া যায়, উদ্যমের হাত পা শিথিল হইয়া পড়ে। এই সকল তীক্ষ্ণ নাসিকা, ক্ষুরোজ্জ্বল চক্ষু, ধারাল পেঁচাল-বুদ্ধিগণ তিল হইতে তাল, সামান্য হইতে অসামান্য, সৎ হইতে অসৎ আবিষ্কার করিয়া সদনুষ্ঠানের প্রাণে বাঁকা কটাক্ষপাত করিয়া তাহার চোখ দিয়া জল তাহার বুক দিয়া রক্ত বাহির করিয়া দেন। সর্পজাতি, বোধ করি, বড় বুদ্ধিমান হইবে, নহিলে তাহারা বাঁকিয়া চলে কেন? হে বিজ্ঞগণ, তোমরাও খুব বুদ্ধিমান, কিন্তু একটা বিষয় তোমাদের জানা নাই, পৃথিবীতে সিধা জিনিষও অনেক আছে; তোমাদের প্রাণের বাঁকা আর্শিতে যে একটা বাঁকা ছায়া দেখিতেছ, জগতের চেহারাখানা নিতান্তই অমনতর না। হায় হায়! জন্মেজয় যখন সর্পসত্র করিয়াছিলেন, তখন কি গোটাকতক ঢোঁড়া সাপই মরিয়াছিল, তোমাদের মত বিষাক্ত বুদ্ধিমান সাপগুলা ছিল কোথায়?

তুমি সংকার্য্য করিতেছ বলিয়া বিজ্ঞ লোকেরাও যে তাহাকে সৎ মনে করিবে, এ কি করিয়া আশা করা যায়? তাহা হইলে বিধাতা তাহাদিগকে বিজ্ঞ করিয়াই গড়িলেন

কেন? বসন্ত আসিয়াছে বলিয়া কি কাক মিঠা ডাকিবে? তাহা হইলে বিধাতা তাহাকে কাক করিলেন কেন? সে যে বুদ্ধিমান পক্ষী! যখন কোকিল ডাকিতে থাকে, ফুল ফুটিয়া উঠে, বাতাস প্রাণ খুলিয়া দেয়, তখন সে শাখায় বসিয়া বুদ্ধিপূর্ণ ক্ষুদ্র চক্ষু মিটমিট করিতে থাকে, অবিশ্বাসের সহিত চারিদিকে চাহিয়া দেখে ও বেসুরে ডাকিয়া উঠে কা। বসন্তের সহিত তাহার সুর মেলে না বলিয়া সে কি চুপ করিয়া থাকিবে? সে যে বুদ্ধিমান জীব! সে বলে, বসন্তের সুর বেসুরা বলিতেছে! যখন কোকিল ডাকে, অমনি সে ঘাড় নাড়িয়া বলে, কা,—যখন ফুল ফুটে অমনি সে ঘাড় নাড়িয়া বলে কা—অর্থাৎ কিছুতেই সে সায় দিতে পারে না, সে বলে যে, আগাগোড়া সুর মিলিতেছে না! শুনা গেছে, মনুষ্যলোকে এমন অঙ্গহীন দেখা যায়, যাহার একটা কান নাই, এমন কি, দুইটা কানই খরচ হইয়া গেছে; হে কাক, স্বভাবতই —জন্মাবধিই তোমার কানের অভাব—অতএব কে তোমার কান ধরিয়া শিখাইবে যে, তোমার গলাটাই বেসুরা! কিন্তু তবুও ফুল ফোটে কেন, তবুও কোকিল ডাকে কেন? বসন্তের প্রাণের মধ্যে বসিয়া কে এমন একটা তানপুরা বাজাইতেছে, যাহাতে এত বেসুরের মধ্যেও সে অমন সুর ঠিক রাখিতেছে! কিন্তু সুর কি ঠিক থাকে? সাধ কি যায় না গান বন্ধ করি? ক'জনের প্রাণ এমন আছে, যাহারা বেতালা বেসুরা সঙ্গতের সহিত—অর্থাৎ অসঙ্গত সঙ্গতের সহিত গান গাহিয়া উঠিতে পারে? কোকিলও তাহা পারে না;—যখন বর্ষার সময় ভেকগুলা অসম্ভব ফুলিয়া উঠিয়া জগৎ-সংসারে ভাঙ্গা গলায় নিজের মত জারি করিতে থাকে—তখন কোকিল চুপ করিয়া যায়। আচ্ছা, স্বীকার করিলাম—হে ভেকগণ, তোমাদেরই জয়! তোমরা আরো ফুলিতে থাক—আরো লম্ফ দাও—আরো মক্ মক্ কর! তোমরা কর্কশ কণ্ঠ লইয়া জগতের গান.বন্ধ করিতে পারিয়াছ, অতএব তোমরাই জিতিলে!

হে বিধাতা, জগতে কাক সৃষ্টি করিয়াছ বলিয়া তোমার দোষ দিই না। কাকের অনেক কাজ আছে। কিন্তু তাহাকে যে কাজ দিয়াছ, সেই কাজেই সে লিপ্ত থাকে না কেন? সৌন্দর্য্যপূর্ণ বসন্তের প্রাণের মধ্যে সে কেন তাহার কঠোর কণ্ঠের চঞ্চু বিঁধিতে থাকে?

কেন? তাহার কারণ, বড় বড় বুদ্ধিমান লোকের সৌন্দর্য্যের উপর বড় একটা বিশ্বাস নাই, সৎ-উদ্দেশ্যের প্রতি অকাট্য সংশয় বিদ্যমান। এই জন্য সৎ-কার্য্যের নাম শুনিলেই ইঁহাদের সংশয়-কুঞ্চিত অধরোষ্ঠের চারিদিকে পাণ্ডুবর্ণ মড়কের মত একটা বিষাক্ত হাসি ফুটিয়া ওঠে। অতি-বুদ্ধিমান জীবের সম্মুখের দাঁতের পাটিতে যে একটা দারুণ হাস্য-বিষ আছে—হে জগদীশ্বর, সেই বিষ হইতে পৃথিবীর সমুদয় সৎকার্য্যকে রক্ষা কর।

ইঁহারা যখন পরস্পর টেপাটিপি করিয়া বলিতে থাকেন "এই লোকটার মতলব বুঝিয়াছ? কেবল আমাদের খোশামোদ করা" বা "অমুকের নিন্দা করা" বা "সাধারণের কাছে নাম পাইবার প্রয়াস"—তখন সৎলোকের জীবনের মূলে গিয়া কুঠারাঘাত পড়ে, তাহার সমস্ত জীবনের আশা ম্রিয়মান হইয়া যায়।

সকল কাজ, সকল বিষয় হইতেই একটা গূঢ় মতলব বাহির করিবার চেষ্টা অনেক কারণে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, কেহ কেহ এমন আত্মাভিমানী আছে যে, নিজেকেই সমস্ত কথা, সমস্ত কাজের লক্ষ্য মনে করে। সমস্ত জগৎ যেন তাহার দিকেই আঙুল বাড়াইয়া আছে। সে যে-কথা শুনে, আত্মম্ভরিতার ব্যাকরণ ও অভিধানের সহিত মিলাইয়া তাহার একটা গূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করিতে থাকে। সে যে-কাজ দেখে, আত্মাভিমানের চাবি দিয়া সেই কাজের গূঢ় কবাট উদ্ঘাটন করিয়া তাহার মধ্যে নিজের প্রতিমা দেখিতে পায়। সে মনে করে বিশ্বচরাচর খাওয়াদাওয়া বন্ধ করিয়া তাহার অনিষ্ট বা তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই দিন রাত্রি একটা পরামর্শ করিতেছে! সে পথপার্শ্বস্থিত সাপের মত সর্ব্বদাই মনে করে, পান্থগণ তাহারই লেজ মাড়াইবার জন্য পাকচক্র করিতেছে, এই জন্য সে ভীত হইয়া আগে হইতেই ছোবল মারে! এই সকল কীটগণ মনে করে ফুলেরা যে সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠে সে কেবল ইহাদের দংশন-সুখ অনুভব করিবার জন্যই! এই সকল পেচকেরা মনে করে যে, সূর্য্য যে কিরণ দান করেন, সে কেবল পেঁচার সহিত তাঁহার শক্রতা আছে বলিয়াই।

আর এক দল লোক আছেন, তাঁহারা চিরকাল মতলব খাটাইয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন না পৃথিবীতে কাহারো উদারতা আছে। সিধা কথা, সামান্য কাজের মধ্য হইতে একটা ঘোরতর গূঢ় মতলব বাহির করিতে ইঁহাদের বুদ্ধি অত্যন্ত আমোদ পায়। একটা দুরন্ত অস্থির ছুঁচাল বক্রবুদ্ধি ইঁহাদের মনের মধ্যে দিন-রাত ছট্‌ফট্ করিতেছে, তাহাকে ত একটা কাজ দিতে হইবে—সিধা কাজে সে খেলাইতে পায় না—এই নিমিত্ত সিধার মধ্যেও সে একটা বাঁকা রাস্তা গড়িয়া লয়। খেলাইবার জায়গা ভাল! এক জন লোকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, একমাত্র আশা, যাহার কাছে সে তাহার দুর্দ্দান্ত স্বার্থপরতাকে বলিদান দিয়াছে, মান অপমানকে তৃণ জ্ঞান করিয়াছে তাহাই লইয়া খেলা! এক জন লোক যখন পরের দুঃখ দেখিয়া, দারিদ্র্য দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার সেই অশ্রুবিন্দু লইয়া সমালোচনা! এক জন সহৃদয় লোক যখন উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রাণের কথা বলিতেছে, তখন তাহার সেই কথাগুলিকে বাঁকা ছাঁচে ঢালিয়া তাহাদের আকৃতি সম্পূর্ণ বদল করিয়া দেওয়া! এ সকল কেমনতর হৃদয়হীন খেলা! ইহাতে যে তোমার নিজের হৃদয়ের সর্ব্বনাশ করা

হয়। ফুল মতলব করিয়া সুন্দর হইয়াছে, পাখী মতলব করিয়া সুন্দর গাহিতেছে,—সর্ব্বদা পাহারা দিতে থাক, পাছে মতলব ধরা না পড়ে—পাছে যাহার মতলব আছে তাহাকে সরল মনে করিয়া তুমি ঠকিয়া যাও, তুমি নির্ব্বোধ বনিয়া যাও। আমার বুদ্ধিমান হইয়া কাজ নাই, আমি চিরকাল ঠকিব, আমি চিরকাল নির্ব্বোধ হইয়া থাকিব! আমি সুন্দরকে উপভোগ করিতে চাই, আমি সৌন্দর্য্যকে বিশ্বাস করিতে চাই। আমি ঠকিতে চাই, কারণ এ স্থলে ঠকিলেও লাভ। আর, সব চেয়ে লোকসান হয় তোমারই! তোমার ঐ বুদ্ধির টেরা চোখ দুটার উপর অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করিয়া প্রকৃতিকে বাঁকা দেখিতেছ—সে কি তোমার বড় সুখের কারণ হইয়াছে? তাহার চেয়ে কি তোমার ঐ চোখ দুটা অন্ধ হইলেই ভাল ছিল না?

তোমাদের সুখ ত ভারি দেখিতেছি! তোমরা প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পার না, প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিতে পার না, প্রাণ খুলিয়া পরকে বিশ্বাস করিতে পার না। "যদি" "কিন্তু" "কদাচ" "কিঞ্চিৎ" প্রভৃতি কথাগুলা ব্যবহার করিয়া কৃপণের দড়ি-বাঁধা টাকার থলির মুখের মত তোমাদের ভাষাকে কুঞ্চিত সঙ্কুচিত করিয়া তুলিয়াছ। ইহাকেই তোমরা বিজ্ঞতার লক্ষণ মনে কর। ভাল লোককে "হম্বগ্" মনে করা, ভদ্রতাকে হীনতা মনে করা, যে তোমাদের নিজের মতাবলম্বী নয় তাহাকে অশিক্ষিত অপদার্থ মনে করা, যশস্বী লোকের যশকে ফাঁকি মনে করা, তোমাদের অপেক্ষা শত গুণে বিদ্বান লোকের বিদ্যার গভীরতা নাই বলিয়া লোকের কাছে প্রচার করা, কিঞ্চিৎ হাতে রাখিয়া মত ব্যক্ত করা, নিজেকে ভারি এক জন মস্ত লোক মনে করা, এই সকলকে তোমরা বিজ্ঞতার লক্ষণ বলিয়া জান। তোমরা সিংহাসনস্থ বড় বড় রাজা মহারাজার চেয়ে নিজেকে উঁচু মনে করিতেছ—তাহার কারণ, তোমাদের আত্মম্ভরিতা নামক লাঙ্গুলের প্রসরটা অত্যন্ত অধিক—নিজ-রচিত কুণ্ডালত লাঙ্গুল-সিংহাসনের উপর বসিয়া দূরবীক্ষণের উল্টা দিক দিয়া জগৎসংসারকে দেখিতেছ। তোমাদের শরীরের আয়তন অধিক নহে, কিন্তু লেজ হইতে মাপিলে অনেকটা হয়। বিজ্ঞতার হৃদয় যদি এতটা প্রশস্ত হয় যে পরকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলে তাহার বক্ষে স্থান কুলায়, কুঞ্চিৎ-চর্ম্ম সংশয়ের নাম যদি বিজ্ঞতা না হয়, তবে সেই বিজ্ঞতা উপার্জ্জনের জন্য চেষ্টা করিব। তোমাদের বিজ্ঞতায় যে সূর্য্যের আলো নাই, বসন্ত-কাননের শ্যামল বর্ণ নাই। তোমাদের বিজ্ঞতা সমুদয় জগৎকে অবিশ্বাস করিয়া অবশেষে একটি দুই হাত পরিমাণ ডোবার মধ্যে নিজেকে বদ্ধ করিয়াছে ও আপনাকে সমুদ্রের চেয়ে গভীর মনে করিতেছে, চন্দ্র সূর্য্যের হাসিকে চপলতা জ্ঞান করিতেছে, অনবরত পচিয়া উঠিতেছে, ও মুখটা আঁধার করিয়া সুগম্ভীর চেহারা

বাহির করিতেছে! তোমাদের বিজ্ঞতার প্রাণটা একরত্তি, তাহাকে ছুঁইলেই কচ্ছপের মত সে নিজের পেটের মধ্যে প্রবেশ করে; তোমাদের বিজ্ঞতার হাসিতে কৃপণতা, তাহার ভাষায় দুর্ভিক্ষ, তাহার আলিঙ্গন কাঁকড়ার আলিঙ্গনের মত, জিনিষ কিনিয়া সে কাণাকড়ি দিয়া তাহার দাম শোধ করে! এ বিজ্ঞতা লইয়া তোমরাই গর্ব্ব কর!

যে বিজ্ঞ সদনুষ্ঠানকে উপহাস করে, তাহা অপেক্ষা যে সরল ব্যক্তি সদনুষ্ঠানে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছে সে মহৎ; যে মশক হস্তীকে বিব্রত করিয়া তোলে সে মশক হস্তীর চেয়ে বড় নহে—যে পাঁকে সৎপথগামী সাধুর পা বসিয়া গেছে, সে পাঁকের জাঁক করিবার বিষয় কিছুই নাই। সংশয় করিয়া, বিদ্রূপ করিয়া, অসৎ অভিসন্ধি আবিষ্কার করিয়া অনেক বিজ্ঞ অনেক সৎকার্য্যকে অঙ্কুরে দলিত করিয়া দিয়াছেন, অনেক তরুণ হৃদয়ের নবীন আশাকে তাঁহাদের হাস্যের বিদ্যুতাঘাতে চিরকালের জন্য দগ্ধ করিয়াছেন, অনেক উন্মুখ প্রতিভাকে নিষ্ঠুর ভাবে পীড়ন করিয়া হয়ত পৃথিবীর এক একটা শতাব্দীকে অনুর্ব্বর মরুময় করিয়া দিয়াছেন—ইঁহারা যদি এই সকল দলিত অঙ্কুর, দগ্ধ আশা, ভগ্ন হৃদয় স্তূপাকৃতি করিয়া নিজের কীর্ত্তিস্তম্ভ রচনা করেন, তবে কি কোন পিরামিড্ আয়তনে তাহার সমকক্ষ হইতে পারে? রোগ দুর্ভিক্ষের সহোদর বিজ্ঞতা শ্মশানের ভস্ম দিয়া একটা উৎসবাগার নির্ম্মাণ করিয়াছে, সেখানে অস্থিকঙ্কালের নৃত্য হইতেছে, হৃদয়-শোণিতের মদ্যপান চলিতেছে, খরধার রসনা-খড়্গে আশা-উদ্যমের বলি হইতেছে; আইস, যাহাদের হৃদয় আছে, আমরা প্রকৃতি-মাতার উৎসবালয়ে যাই; সেখানে জীবনের অভিনয় হইতেছে, সেখানে সৌন্দর্য্যের উৎস উৎসারিত হইতেছে, সেখানে মাপাজোকা কার্পণ্য নাই, সেখানে বাঁকাচোরা অনুদারতা নাই—সেখানে দুইমুখা প্রাণ নাই। এ সকল বিজ্ঞলোকদের সহিত আমাদের পোষাইবে না—আমরা ইহাদের চিনিতে পারিব না, ইহাদের কথা ভাল বুঝিতে পারিব না—ইহারা উপদেশ দিবার সময় বড় বড় নীতিকথা বলে, কিন্তু ইহাদের মনে পাপ আছে, ইহাদের সর্ব্বাঙ্গে সংক্রামক রোগ!

মেঘনাদবধ কাব্য।

সকলেই কিছু নিজের মাথা হইতে গড়িতে পারে না, এই জন্যই ছাঁচের আবশ্যক হয়। সকলেই কিছু কবি নহে, এই জন্য অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রয়োজন। গানের গলা অনেকেরই আছে, কিন্তু গানের প্রতিভা অল্প লোকেরই আছে, এই জন্যই অনেকেই গান গাহিতে পারেন না, রাগ রাগিণী গাহিতে পারেন।

হৃদয়ের এমন একটা স্বভাব আছে, যে, যখনি তাহার ফুল-বাগানে বসন্তের বাতাস বয়, তখনি তার গাছে গাছে ডালে ডালে আপনি কুঁড়ি ধরে, আপনি ফুল ফুটিয়া উঠে। কিন্তু যার প্রাণে ফুল-বাগান নাই, যার প্রাণে বসন্তের বাতাস বয় না, সে কি করে? সে প্যাটার্ন্‌ কিনিয়া চোখে চশমা দিয়া পশমের ফুল তৈরি করে।

আসল কথা এই, যে সৃজন করে তাহার ছাঁচ থাকে না, যে গড়ে তাহার ছাঁচ চাই। অতএব উভয়কে এক নামে ডাকা উচিত হয় না।

কিন্তু প্রভেদ জানা যায় কি করিয়া? উপায় আছে। যিনি সৃজন করেন, তিনি আপনাকেই নানা আকারে ব্যক্ত করেন; তিনি নিজেকেই কখন বা রামরূপে, কখন বা রাবণরূপে, কখন বা হ্যাম্‌লেটরূপে, কখন বা ম্যাক্‌বেথরূপে পরিণত করিতে পারেন—সুতরাং অবস্থা-বিভেদে প্রকৃতি-বিভেদ প্রকাশ করিতে পারেন। আর যিনি গড়েন, তিনি পরকে গড়েন, সুতরাং তাঁর একচুল এদিক ওদিক করিবার ক্ষমতা নাই;—ইহাদের কেবল কেরাণীগিরি করিতে হয়, পাকা হাতে পাকা অক্ষর লিখেন, কিন্তু অনুস্বর বিসর্গ নাড়াচাড়া করিতে ভরসা হয় না। আমাদের শাস্ত্র ঈশ্বরকে কবি বলেন, কারণ, আমাদের ব্রহ্মবাদীরা অদ্বৈতবাদী। এই জন্যই তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর কিছুই গঠিত করেন নাই, ঈশ্বর নিজেকেই সৃষ্টিরূপে বিকশিত করিয়াছেন। কবিদেরও তাহাই কাজ, সৃষ্টির অর্থ ই তাহাই।

নকল-নবিশেরা যাহা হইতে নকল করেন, তাহার মর্ম্ম সকল সময় বুঝিতে না পারিয়াই ধরা পড়েন। বাহ্য আকারের প্রতিই তাঁহাদের অত্যন্ত মনোযোগ, তাহাতেই তাঁহাদের চেনা যায়।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। আমরা যতগুলি ট্র্যাজেডি দেখিয়াছি, সকলগুলিতেই প্রায় শেষকালে একটা না একটা মৃত্যু আছে। তাহা হইতেই সাধারণতঃ লোকে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে, শেষকালে মরণ না থাকিলে আর ট্র্যাজেডি হয় না। শেষকালে মিলন হইলেই আর ট্র্যাজেডি হইল না। পাত্রগণের মিলন অথবা মরণ, সে ত

কাব্যের বাহ্য আকার মাত্র, তাহাই লইয়া কাব্যের শ্রেণী নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া দূরদর্শীর লক্ষণ নহে। যে অনিবার্য্য নিয়মে সেই মিলন বা মরণ সংঘটিত হইল, তাহারি প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। মহাভারতের অপেক্ষা মহান্ ট্র্যাজেডি কে কোথায় দেখিয়াছ? স্বর্গারোহণকালে দ্রৌপদী ও ভীমার্জ্জুন প্রভৃতির মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়াই যে মহাভারত ট্র্যাজেডি তাহা নহে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ এবং শত সহস্র রাজা ও সৈন্য মরিয়াছিল বলিয়াই যে মহাভারত ট্র্যাজেডি তাহা নহে—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন পাণ্ডবদিগের জয় হইল, তখনই মহাভারতের যথার্থ ট্র্যাজেডি আরম্ভ হইল। তাঁহারা দেখিলেন জয়ের মধ্যেই পরাজয়। এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এত রক্তপাতের পর দেখিলেন, হাতে পাইয়া কোন সুখ নাই, পাইবার জন্য উদ্যমেই সমস্ত সুখ; যতটা করিয়াছেন, তাহার তুলনায় যাহা পাইলেন, তাহা অতি সামান্য; এত দিন যুঝাযুঝি করিয়া হৃদয়ের মধ্যে একটা বেগবান্ অনিবার উদ্যমের সৃষ্টি হইয়াছে, যখনি ফল লাভ হইল, তখনি সে উদ্যমের কার্য্যক্ষেত্র মরুময় হইয়া গেল, হৃদয়ের মধ্যে সেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত উদ্যমের হাহাকার উঠিতে লাগিল; কয়েক হস্ত জমি মিলিল বটে, কিন্তু হৃদয়ের দাঁড়াইবার স্থান তাহার পদতল হইতে ধসিয়া গেল, বিশাল জগতে এমন স্থান সে দেখিতে পাইল না যেখানে সে তাহার উপার্জ্জিত উদ্যম নিক্ষেপ করিয়া সুস্থ হইতে পারে; ইহাকেই বলে ট্র্যাজেডি। আরো নাবিয়া আসা যাক্, ঘরের কাছে একটা উদাহরণ মিলিবে। সূর্য্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের শেষকালে মিলন হইয়া গেল বলিয়াই কি বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে? সেই মিলনের মধ্যেই কি চিরকালের জন্য একটা অভিশাপ জড়িত হইয়া গেল না? যখন মিলনের মুখে হাসি নাই, যখন মিলনের বুক ফাটিয়া যাইতেছে, যখন উৎসবের কোলের উপরে শোকের কঙ্কাল, তখন তাহার অপেক্ষা আর ট্র্যাজেডি কি আছে? কুন্দনন্দিনীর সমস্ত শেষ হইয়া গেল বলিয়া বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে—কুন্দনন্দিনী ত এ ট্র্যাজেডির উপলক্ষ্য মাত্র। নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর মিলনের বুকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু চিরকাল বাঁচিয়া রহিল—মিলনের সহিত বিয়োগের চিরস্থায়ী বিবাহ হইল; —আমরা বিষবৃক্ষের শেষে এই নিদারুণ অশুভ-বিবাহের প্রথম বাসরের রাত্রি মাত্র দেখিতে পাইলাম—বাকীটুকু কেবল চোখ বুজিয়া ভাবিলাম—ইহাই ট্র্যাজেডি! অনেকে জানেন না, সমস্তটা নিকাশ করিয়া ফেলিলে অনেক সময় ট্র্যাজেডির ব্যাঘাত হয়। অনেক সময়ে সেমিকোলনে যতটা ট্র্যাজেডি থাকে, দাঁড়িতে ততটা থাকে না। কিন্তু যাঁহারা না বুঝিয়া ট্র্যাজেডি লিখিতে যান, তাঁহারা কাব্যের আরম্ভ হইতেই বিষ ফরমাস্ দেন, ছুরি শানাইতে থাকেন, ও চিতা সাজাইতে সুরু করেন।

এপিক্ (Epic) শব্দটা লইয়াও এইরূপ গোলযোগ হইয়া থাকে। এপিক্ বলিতে

লোকে সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকে, একটা মারামারি কাটাকাটির ব্যাপার! যাহাতে যুদ্ধ নাই, তাহা আর এপিক্ হইবে কি করিয়া? আমরা যতগুলি বিখ্যাত এপিক্ দেখিয়াছি তাহার প্রায় সবগুলিতেই যুদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু তাহাই বলিয়া এমন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসা ভাল হয় না, যে, যুদ্ধ ছাড়িয়া দিয়া যদি কেহ এপিক্ লেখে, তবে তাহাকে এপিক্ বলিব না! এপিক্ কাব্য লেখার আরম্ভ হইল কি হইতে? কবিরা এপিক্ লেখেন কেন? এখনকার কবিরা যেমন "এস, একটা এপিক্ লেখা যাক্" বলিয়া সরস্বতীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া এপিক্ লিখিতে বসেন, প্রাচীন কবিদের মধ্যে অবশ্য সে ফেসিয়ান ছিল না।

মনের মধ্যে যখন একটা বেগবান অনুভাবের উদয় হয়, তখন কবিরা তাহা গীতিকাব্যে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না, তেমনি মনের মধ্যে যখন একটি মহৎ ব্যক্তির উদয় হয়, সহসা যখন এক জন পরমপুরুষ কবিদের কল্পনার রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন, মনুষ্য-চরিত্রের উদার-মহত্ত্ব তাঁহাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে অধিষ্ঠিত হয়, তখন তাঁহারা উন্নতভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সেই পরমপুরুষের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভাষার মন্দির নির্ম্মাণ করিতে থাকেন; সে মন্দিরের ভিত্তি পৃথিবীর গভীর অন্তর্দ্দেশে নিবিষ্ট থাকে, সে মন্দিরের চূড়া আকাশের মেঘ ভেদ করিয়া উঠে। সেই মন্দিরের মধ্যে যে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁহার দেবভাবে মুগ্ধ হইয়া, পুণ্য-কিরণে অভিভূত হইয়া নানা দিগদেশ হইতে যাত্রীরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসে। ইহাকেই বলে মহাকাব্য! মহাকাব্য পড়িয়া আমরা তাহার রচনাকালের যথার্থ উন্নতি অনুমান করিয়া লইতে পারি। আমরা বুঝিতে পারি সেই সময়কার উচ্চতম আদর্শ কি ছিল। কাহাকে তখনকার লোকেরা মহত্ত্ব বলিত। আমরা দেখিতেছি, হোমরের সময়ে শারীরিক বলকেই বীরত্ব বলিত, শারীরিক বলের নামই ছিল মহত্ত্ব। বাহুবলদৃপ্ত একিলিসই ইলিয়ডের নায়ক ও যুদ্ধবর্ণনাই তাহার আদ্যোপান্ত। আর আমরা দেখিতেছি, বাল্মীকির সময়ে ধর্ম্মবলই যথার্থ মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য ছিল—কেবল মাত্র দাম্ভিক বাহুবলকে তখন ঘৃণা করিত। হোমরে দেখ, একিলিসের ঔদ্ধত্য, একিলিসের বাহুবল, একিলিসের হিংস্রপ্রবৃত্তি; আর রামায়ণে দেখ, এক দিকে রামের, সত্যের অনুরোধে আত্মত্যাগ, এক দিকে লক্ষ্মণের, প্রেমের অনুরোধে আত্মত্যাগ, এক দিকে বিভীষণের, ন্যায়ের অনুরোধে সংসার ত্যাগ। রামও যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সেই যুদ্ধ ঘটনাই তাঁহার সমস্ত চরিত্র ব্যাপ্ত করিয়া থাকে নাই, তাহা তাঁহার চরিত্রের সামান্য এক অংশ মাত্র। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, হোমরের সময়ে বলকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানিত ও বাল্মীকির সময়ে ধর্ম্মকেই বল বলিয়া

জানিত। অতএব দেখা যাইতেছে, কবিরা স্ব স্ব সময়ের উচ্চতম আদর্শের কল্পনায় উত্তেজিত হইয়াই মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, ও সেই উপলক্ষে ঘটনাক্রমে যুদ্ধের বর্ণনা অবতারিত হইয়াছে—যুদ্ধের বর্ণনা করিবার জন্যই মহাকাব্য লেখেন নাই।

কিন্তু আজকাল যাঁহারা মহাকবি হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া মহাকাব্য লেখেন, তাঁহারা যুদ্ধকেই মহাকাব্যের প্রাণ বলিয়া জানিয়াছেন; রাশি রাশি খটমট শব্দ সংগ্রহ করিয়া একটা যুদ্ধের আয়োজন করিতে পারিলেই মহাকাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন। পাঠকেরাও সেই যুদ্ধবর্ণনামাত্রকে মহাকাব্য বলিয়া সমাদর করেন। হয়ত কবি স্বয়ং শুনিলে বিস্মিত হইবেন, এমন আনাড়িও অনেক আছে, যাহারা পলাশীর যুদ্ধকে মহাকাব্য বলিয়া থাকে।

হেম বাবুর বৃত্রসংহারকে আমরা এইরূপ নাম-মাত্র-মহাকাব্যের শ্রেণীতে গণ্য করি না, কিন্তু মাইকেলের মেঘনাদবধকে আমরা তাহার অধিক আর কিছু বলিতে পারি না। মহাকাব্যের সর্ব্বত্রই কিছু আমরা কবিত্বের বিকাশ প্রত্যাশা করিতে পারি না। কারণ আট নয় সর্গ ধরিয়া, সাত আট-শ পাতা ব্যাপিয়া প্রতিভার স্ফূর্ত্তি সমভাবে প্রস্ফুটিত হইতে পারেই না। এই জন্যই আমরা মহাকাব্যের সর্ব্বত্র চরিত্র-বিকাশ, চরিত্র-মহত্ত্ব দেখিতে চাই। মেঘনাদবধের অনেক স্থলেই হয়ত কবিত্ব আছে—কিন্তু কবিত্বগুলির মেরুদণ্ড কোথায়! কোন্ অটল অচলকে আশ্রয় করিয়া সেই কবিত্বগুলি দাঁড়াইয়া আছে! যে একটি মহান্ চরিত্র মহাকাব্যের বিস্তীর্ণ রাজ্যের মধ্যস্থলে পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে, যাহার শুভ্র তুষার-ললাটে সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত হইতে থাকে, যাহার কোথাও বা কবিত্বের শ্যামল কানন, কোথাও বা অনুর্ব্বর বন্ধুর পাষাণস্তূপ, যাহার অন্তর্গূঢ় আগ্নেয় আন্দোলনে সমস্ত মহাকাব্যে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, সেই অভ্রভেদী বিরাট মূর্ত্তি মেঘনাদবধ কাব্যে কোথায়! কতকগুলি ঘটনাকে সুসজ্জিত করিয়া ছন্দোবন্ধে উপন্যাস লেখাকে মহাকাব্য কে বলিবে? মহাকাব্যে মহৎ চরিত্র দেখিতে চাই ও সেই মহৎ চরিত্রের একটি মহৎ কার্য্য মহৎ অনুষ্ঠান দেখিতে চাই।

হীন ক্ষুদ্র তস্করের ন্যায় নিরস্ত্র ইন্দ্রজিতকে বধ করা, অথবা পুত্র-শোকে অধীর হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিশেল নিক্ষেপ করাই কি একটি মহাকাব্যের বর্ণনীয় হইতে পারে? এইটুকু যৎসামান্য ক্ষুদ্র ঘটনাই কি একজন কবির কল্পনাকে এত দূর উদ্দীপ্ত করিয়া দিতে পারে যাহাতে তিনি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে একটি মহাকাব্য লিখিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে পারেন? রামায়ণ মহাভারতের সহিত তুলনা করাই অন্যায়, বৃত্রসংহারের সহিত তুলনা করিলেই আমাদের কথার প্রমাণ হইবে। স্বর্গ-উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থিদান,

এবং অধর্ম্মের ফলে বৃত্রের সর্ব্বনাশ—যথার্থ মহাকাব্যের উপযোগী বিষয়। আর, একটা যুদ্ধ, একটা জয় পরাজয় মাত্র কখন মহাকাব্যের উপযোগী বিষয় হইতে পারে না। গ্রীসীয়দিগের সহিত যুদ্ধে ট্রয়নগরীর ধ্বংস-ঘটনায় গ্রীসীয়দিগের জাতীয় গৌরব কীর্ত্তিত হয়—গ্রীসীয় কবি হোমরকে সেই জাতীয় গৌরবকল্পনায় উদ্দীপিত করিয়াছিল, কিন্তু মেঘনাদবধে বর্ণিত ঘটনায় কোন্ খানে সেই উদ্দীপনী মূলশক্তি লক্ষিত হয় আমরা জানিতে চাই। দেখিতেছি, মেঘনাদবধ কাব্যে ঘটনার মহত্ত্ব নাই, একটা মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই। তেমন মহৎ চরিত্রও নাই। কার্য্য দেখিয়াই আমরা চরিত্র কল্পনা করিয়া লই। যেখানে মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই, সেখানে কি আশ্রয় করিয়া মহৎ চরিত্র দাঁড়াইতে পারিবে! মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণের চরিত্রে অনন্য-সাধারণতা নাই, অমরতা নাই। মেঘনাদবধের রাবণে অমরতা নাই, রামে অমরতা নাই, লক্ষ্মণে অমরতা নাই, এমন কি, ইন্দ্রজিতেও অমরতা নাই। মেঘনাদবধ কাব্যের কোন পাত্র আমাদের সুখ-দুঃখের সহচর হইতে পারেন না, আমাদের কার্য্যের প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক হইতে পারেন না। কখনো কোন অবস্থায় মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণ আমাদের স্মরণপথে পড়িবে না। পদ্যকাব্যে যাইবার প্রয়োজন নাই—চন্দ্রশেখর উপন্যাস দেখ। প্রতাপের চরিত্রে অমরতা আছে—যখন মেঘনাদবধের রাবণ রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতিরা বিস্মৃতির চিরস্তব্ধ সমাধি-ভবনে শায়িত, তখনো প্রতাপ চন্দ্রশেখর হৃদয়ে বিরাজ করিবে।

একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, যেমন আমরা এই দৃশ্যমান জগতে বাস করিতেছি, তেমনি আর একটি অদৃশ্য জগৎ অলক্ষিত ভাবে আমাদের চারিদিকে রহিয়াছে। বহুদিন ধরিয়া বহুতর কবি মিলিয়া আমাদের সেই জগৎ রচনা করিয়া আসিতেছেন। আমি যদি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করিয়া আফ্রিকায় জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে আমি যেমন একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক হইতাম; তেমনি আমি যদি বাল্মীকি ব্যাস প্রভৃতির কবিত্ব-জগতে না জন্মিয়া ভিন্ন দেশীয় কবিত্ব-জগতে জন্মিতাম, তাহা হইলেও আমি ভিন্ন প্রকৃতির লোক হইতাম। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কত শত অদৃশ্য লোক রহিয়াছেন; আমরা সকল সময়ে তাহা জানিতেও পারি না—অবিরত তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া আমাদের মতামত কত নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, আমাদের কার্য্য কত নিয়মিত হইতেছে, তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না, জানিতেই পাই না। সেই সকল অমর সহচর-সৃষ্টিই মহাকবিদের কাজ। এখন জিজ্ঞাসা করি, আমাদের চতুর্দ্দিকব্যাপী সেই কবিত্বজগতে মাইকেল কয় জন নূতন অধিবাসীকে প্রেরণ করিয়াছেন? না যদি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কোন্ লেখাটাকে মহাকাব্য বল?

আর একটা কথা বক্তব্য আছে—মহৎ চরিত্র যদি বা নূতন সৃষ্টি করিতে না পারিলেন—তবে কবি কোন্ মহৎ কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের সৃষ্ট মহৎ চরিত্র বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? কবি বলেন "I despise Ram and his rabble" সেটা বড় যশের কথা নহে—তাহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, তিনি মহাকাব্য রচনার যোগ্য কবি নহেন। মহত্ত্ব দেখিয়া তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হয় না। নহিলে তিনি কোন্ প্রাণে রামকে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা ভীরু ও লক্ষ্মণকে চোরের অপেক্ষা হীন করিতে পারিলেন! দেবতাদিগকে কাপুরুষের অধম ও রাক্ষসদিগকেই দেবতা হইতে উচ্চ করিলেন! এমনতর প্রকৃতি-বহির্ভূত আচরণ অবলম্বন করিয়া কোন কাব্য কি অধিক দিন বাঁচিতে পারে? ধূমকেতু কি ধ্রুব-জ্যোতি সূর্য্যের ন্যায় চিরদিন পৃথিবীতে কিরণ দান করিতে পারে? সে দুই দিনের জন্য তাহার বাষ্পময় লঘু পুচ্ছ লইয়া, পৃথিবীর পৃষ্ঠে উল্কা বর্ষণ করিয়া, বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আবার কোন্ অন্ধকারের রাজ্যে গিয়া প্রবেশ করে!

একটি মহৎ চরিত্র হৃদয়ে আপনা হইতে আবির্ভূত হইলে কবি যেরূপ আবেগের সহিত তাহা বর্ণনা করেন, মেঘনাদবধ কাব্যে তাহাই নাই। এখনকার যুগের মনুষ্য-চরিত্রের উচ্চ আদর্শ তাঁহার কল্পনায় উদিত হইলে, তিনি তাহা আর এক ছাঁদে লিখিতেন। তিনি হোমরের পশুবলগত আদর্শকেই চোখের সমুখে খাড়া রাখিয়াছেন। হোমর তাঁহার কাব্যারম্ভে যে সরস্বতীকে আহ্বান করিয়াছেন, সেই আহ্বান-সঙ্গীত তাঁহার নিজ হৃদয়েরই সম্পত্তি, হোমর তাঁহার বিষয়ের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব অনুভব করিয়া যে সরস্বতীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছিল;—মাইকেল ভাবিলেন, মহাকাব্য লিখিতে হইলে গোড়ায় সরস্বতীর বর্ণনা করা আবশ্যক, কারণ হোমর তাহাই করিয়াছেন, অমনি সরস্বতীর বন্দনা সুরু করিলেন। মাইকেল জানেন, অনেক মহাকাব্যে স্বর্গ নরক বর্ণনা আছে, অমনি জোর-জবরদস্তি করিয়া কোন প্রকারে কায়ক্লেশে অতি সঙ্কীর্ণ, অতি বস্তুগত, অতি পার্থিব, অতি বীভৎস এক স্বর্গ নরক বর্ণনার অবতারণ করিলেন। মাইকেল জানেন, কোন কোন বিখ্যাত মহাকাব্যে পদে পদে স্তূপাকার উপমার ছড়াছড়ি দেখা যায়, অমনি তিনি তাঁহার কাতর পীড়িত কল্পনার কাছ হইতে টানা-হেঁচড়া করিয়া গোটাকতক দীনদরিদ্র উপমা ছিঁড়িয়া আনিয়া একত্র জোড়াতাড়া লাগাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, ভাষাকে কৃত্রিম ও দুরূহ করিবার জন্য যত প্রকার পরিশ্রম করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত, তাহা তিনি করিয়াছেন। একবার বাল্মীকির ভাষা পড়িয়া দেখ দেখি, বুঝিতে পারিবে মহাকবির ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, হৃদয়ের সহজ ভাষা কাহাকে বলে? যিনি পাঁচ জায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়া, অভিধান

খুলিয়া, মহাকাব্যের একটা কাঠাম প্রস্তুত করিয়া মহাকাব্য লিখিতে বসেন; যিনি সহজভাবে উদ্দীপ্ত না হইয়া, সহজ ভাষায় ভাব প্রকাশ না করিয়া, পরের পদচিহ্ন ধরিয়া কাব্য রচনায় অগ্রসর হন—তাঁহার রচিত কাব্য লোকে কৌতূহলবশতঃ পড়িতে পারে, বাঙ্গালা ভাষায় অনন্যপূর্ব্ব বলিয়া পড়িতে পারে, বিদেশী ভাবের প্রথম আমদানী বলিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু মহাকাব্য ভ্রমে পড়িবে কয় দিন? কাব্যে কৃত্রিমতা অসহ্য এবং সে কৃত্রিমতা কখনও হৃদয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারে না।

আমি মেঘনাদবধের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া সমালোচনা করিলাম না—আমি তাহার মূল লইয়া তাহার প্রাণের আধার লইয়া সমালোচনা করিলাম, দেখিলাম, তাহার প্রাণ নাই। দেখিলাম, তাহা মহাকাব্যই নয়।

হে বঙ্গ মহাকবিগণ! লড়াই বর্ণনা তোমাদের ভাল আসিবে না, লড়াই বর্ণনার তেমন প্রয়োজনও দেখিতেছি না। তোমরা কতকগুলি মনুষ্যত্বের আদর্শ সৃজন করিয়া দাও, বাঙ্গালীদের মানুষ হইতে শিখাও।

নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি।

একটা কথা উঠিয়াছে, মানুষ মাত্রেই কবি। যাহার মনে ভাব আছে, যে দুঃখে কাঁদে, সুখে হাসে, সেই কবি। কথাটা খুব নূতনতর। সচরাচর লোকে কবি বলিতে এমন বুঝে না। সচরাচর লোকে যাহা বলে, তাহার বিপরীত একটা কথা শুনিলে অনেক সময় আমাদিগের ভারি ভাল লাগিয়া যায়। যাহার মনোবৃত্তি আছে সেই কবি, এ কথাটা এখনকার যুবকদের মধ্যে অনেকেরই মুখে শুনা যায়। কবি শব্দের ঐরূপ অতি-বিস্তৃত অর্থ এখন একটা ফ্যাশাণ হইয়াছে বলিলে অধিক বলা হয় না। এমন কি নীরব-কবি বলিয়া একটি কথা বাহির হইয়া গিয়াছে, ও সে কথা দিনে দিনে খুব চলিত হইয়া আসিতেছে। এত দূর পর্য্যন্ত চলিত হইয়াছে যে, আজ যদি আমি এমন একটা পুরাতন কথা বলি যে, নীরব-কবি বলিয়া একটা কোন পদার্থই নাই, তাহা হইলে আমার কথাটাই লোকের নূতন বলিয়া ঠেকে। আমি বলি কি, যে নীরব সেই কবি নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমার যা মত অধিকাংশ লোকেরই আন্তরিক তাহাই মত। লোকে বলিবে "ও কথা ত সকলেই বলে, উহার উল্টাটা যদি

কোন প্রকারে প্রমাণ করাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে বড় ভাল লাগে।" ভাল ত লাগে, কিন্তু বিষয়টা এমনতর যে, তাহাতে একটা বই দুইটা কথা উঠিতে পারে না। কবি কথাটা এমন একটা সমস্যা নয় যে তাহাতে বুদ্ধির মারপ্যাচ খেলান যায়, "বীজ হইতে বৃক্ষ কি বৃক্ষ হইতে বীজ" এমন একটা তর্কের খেলেনা নয়। ভাব প্রকাশের সুবিধার জন্য লোকসাধারণে একটি বিশেষ পদার্থের একটি বিশেষ নামকরণ করিয়াছে, সেই নামে তাহাকে সকলে ডাকিয়া থাকে ও অনেক দিন হইতে ডাকিয়া আসিতেছে, তাহা লইয়া আর তর্ক কি হইতে পারে? লোকে কাহাকে কবি বলে? যে ব্যক্তি বিশেষ শ্রেণীর ভাবসমূহ (যাহাকে আমরা কবিতা বলি) ভাষায় প্রকাশ করে।* নীরব ও কবি দুটি অন্যোন্য-বিরোধী কথা, তথাপি যদি তুমি বিশেষণ নীরবের সহিত বিশেষ্য কবির বিবাহ দিতে চাও, তবে এমন একটি পরস্পর-ধ্বংসী দম্পতির সৃষ্টি হয়, যে, শুভদৃষ্টির সময় পরস্পর চোখাচোখি হইবামাত্রেই উভয়ে প্রাণত্যাগ করে। উভয়েই উভয়ের পক্ষে ভস্মলোচন। এমনতর চোখাচোখিকে কি অশুভ দৃষ্টি বলাই সঙ্গত নয়, অতএব এমনতর বিবাহ কি না দিলেই নয়? এমন হয় বটে, যে, তুমি যাহাকে কবি বল, আমি তাহাকে কবি বলি না; এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া তুমি বলিতে পার বটে যে, "যখন বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন লোকে কবি বলিয়া থাকে, তখন কি করিয়া বলা যাইতে পারে যে কবি বলিতে সকলেই এক অর্থ বুঝে?" আমি বলি কি, একই অর্থ বুঝে। যখন পদ্মপুণ্ডরীকের গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রামবাবুকে তুমি কবি বলিতেছ, আমি কবি বলিতেছি না, ও কবিতাচন্দ্রিকার গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত শ্যামবাবুকে আমি কবি বলিতেছি, তুমি বলিতেছ না, তখন তোমাতে আমাতে এই তর্ক যে, "রামবাবু কি এমন কবি যে তাঁহাকে কবি বলা যাইতে পারে?" বা "শ্যামবাবু কি এমন কবি যে তাঁহাকে কবি বলা যাইতে পারে?" রামবাবু ও শ্যামবাবু এক স্কুলে পড়েন, তবে তাঁহাদের মধ্যে কে ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়েন, কে লাষ্ট ক্লাসে পড়েন, তাহাই লইয়া কথা। রামবাবু ও শ্যামবাবু যে এক স্কুলে পড়েন, সে স্কুলটি কি? না প্রকাশ করা। তাঁহাদের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়? না প্রকাশ করা লইয়া। বৈসাদৃশ্য কোথায়? কিরূপে প্রকাশ করা হয়, তাহা লইয়া। তবে, ভাল কবিতাকেই আমরা কবিতা বলি, কবিতা খারাপ হইলে তাহাকে আমরা মন্দ কবিতা বলি, সুকবিতা হইতে আরও দূরে গেলে তাহাকে আমরা কবিতা না বলিয়া শ্লোক বলিতে পারি, ছড়া বলিতে

---

* প্রবন্ধটির মধ্যে আড়ম্বর করিয়া কবিতা কথাটির একটি দুরূহ সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে বসা সাজে না বলিয়া আমরা নিরস্ত হইলাম।

পারি, যাহা ইচ্ছা। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবকে আমরা মানুষ বলি, তাহার কাছাকাছি যে আসে তাহাকে বনমানুষ বলি, মানুষ হইতে আরো তফাতে গেলে তাহাকে মানুষও বলি না, বনমানুষও বলি না, তাহাকে বানর বলি। এমন তর্ক কখনো শুনিয়াছ যে Wordsworth শ্রেষ্ঠ কবি, না ভজহরি (যে ব্যক্তি লেখনীর আকার কিরূপ জানে না) শ্রেষ্ঠ কবি? অতএব এটা দেখিতেছ, কবিতা প্রকাশ না করিলে কাহাকেও কবি বলা যায় না। তোমার মতে ত বিশ্ব-সুদ্ধ লোককে চিত্রকর বলা যাইতে পারে। এমন ব্যক্তি নাই, যাহার মনে অসংখ্য চিত্র অঙ্কিত না রহিয়াছে, তবে কেন মনুষ্যজাতির আর এক নাম রাখ না চিত্রকর? আমার কথাটি অতি সহজ কথা। আমি বলি যে, যে ভাববিশেষ ভাষায় প্রকাশ হয় নাই তাহা কবিতা নহে, ও যে ব্যক্তি ভাববিশেষ ভাষায় প্রকাশ করে না, সেও কবি নহে। যাঁহারা নীরব কবি কথার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বচরাচরকে কবিতা বলেন। এ সকল কথা কবিতাতেই শোভা পায়। কিন্তু অলঙ্কারশূন্য গদ্যে অথবা তর্কস্থলে বলিলে কি ভাল শুনায়? একটা নামকে এরূপ নানা অর্থে ব্যবহার করিলে দোষ হয় এই যে, তাহার দুইটা ডানা বাহির হয়, এক স্থানে ধরিয়া রাখা যায় না ও ক্রমে ক্রমে হাতছাড়া এবং সকল কাজের বাহির হইয়া বুনো হইয়া দাঁড়ায়, "আয়" বলিয়া ডাকিলেই খাঁচার মধ্যে আসিয়া বসে না। আমার কথাটা এই যে, আমার মনে আমার প্রেয়সীর ছবি আঁকা আছে বলিয়াই আমি কিছু চিত্রকর নই, ও ক্ষমতা থাকিলেই আমার প্রেয়সীকে আঁকা যাইতে পারিত বলিয়া আমার প্রেয়সী একটি চিত্র নহেন।

অনেকে বলেন, সমস্ত মনুষ্যজাতি সাধারণতঃ কবি, ও বালকেরা অশিক্ষিত লোকেরা বিশেষরূপে কবি। এ মতের পূর্ব্বোক্ত মতটির ন্যায় তেমন বহুল প্রচার হয় নাই। তথাপি তর্ককালে অনেকেরই মুখে এ কথা শুনা যায়। বালকেরা যে কবি নয়, তাহার প্রমাণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। তাহারা কবিতাময় ভাষায় ভাব প্রকাশ করে না। অনেকে কবিত্ব অনুভব করেন, কবিত্ব উপভোগ করেন, যদি বা বলপূর্ব্বক তুমি তাঁহাদিগকেও কবি বল তথাপি বালকদিগকে কবি বলা যায় না। বালকেরা কবিত্ব অনুভব করে না, কবিত্ব উপভোগ করে না, অর্থাৎ বয়স্ক লোকদের মত করে না। অনুভব ত সকলেই করিয়া থাকে, পশুরাও ত সুখ দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু কবিত্ব অনুভব কয়জন লোকে করে? যথার্থ সুন্দর ও যথার্থ কুৎসিত কয়জন ব্যক্তি পরখ করিয়া তফাৎ করিয়া দেখে ও বুঝে? অধিকাংশ লোক সুন্দর চিনিতে ও উপভোগ করিতেই জানে না। সুন্দর বস্তু কেন সুন্দর তাহা বুঝিতে পারা, অন্য সমস্ত সুন্দর বস্তুর সহিত

তুলনা করিয়া তাহাকে তাহার যথাযোগ্য আসন দেওয়া, একটা সুন্দর বস্তু হইতে দশটা সুন্দর বস্তুর কথা মনে পড়া, অবস্থা-বিভেদে একটি সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্য-বিভেদ কল্পনা করিতে পারা কি সকলের সাধ্য? সকল চক্ষুই কি শরীরী পদার্থের মধ্যে অশরীরী কি-একটি দেখিতে পায়? অল্পই হউক আর অধিক হউক কল্পনা ত সকলেরই আছে। উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির অপেক্ষা কল্পনা কাহার আছে? কল্পনা প্রবল হইলেই কবি হয় না। সুমার্জ্জিত, সুশিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর কল্পনা থাকা আবশ্যক। কল্পনাকে যথাপথে নিয়োগ করিবার নিমিত্ত বুদ্ধি ও রুচি থাকা আবশ্যক করে। পূর্ণচন্দ্র যে হাসে, বা জ্যোৎস্না যে ঘুমায়, এ কয়জন বালকের কল্পনায় উদিত হয়? একজন বালক যদি অসাধারণ কাল্পনিক হয়, তবে পূর্ণচন্দ্রকে একটি আস্ত লুচি বা অর্দ্ধচন্দ্রকে একটি ক্ষীরপুলি মনে করিতে পারে। তাহাদের কল্পনা সুসংলগ্ন নহে; কাহার সহিত কাহার যোগ হইতে পারে, কোন্ কোন্ দ্রব্যকে পাশাপাশি বসাইলে পরস্পর পরস্পরের আলোকে অধিকতর পরিস্ফুট হইতে পারে, কোন্ দ্রব্যকে কি ভাবে দেখিলে তাহার মর্ম্ম, তাহার সৌন্দর্য্য চক্ষে বিকাশ পায়, এ সকল জানা অনেক শিক্ষার কাজ। একটি দ্রব্য অনেক ভাবে দেখা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা এক ভাবে জগৎ দেখেন, দার্শনিকেরা এক ভাবে দেখেন ও কবিরা আর এক ভাবে দেখেন। তিন জনে তিন প্রকার পদ্ধতিতে একই বস্তু দেখিতে পারেন। তুমি কি বল, উহার মধ্যে দুই প্রকার পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে শিক্ষার আবশ্যক করে, আর তৃতীয়টিতে করে না? শুদ্ধ করে না তাহাই নয়, শিক্ষাতেই তাহার বিনাশ! কোন্ দ্রব্য কোন্ শ্রেণীর, কিসের সহিত তাহার ঐক্য ও কিসের সহিত তাহার অনৈক্য, তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করা দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও কবি তিন জনেরই কাজ। তবে একটা দ্রব্যের তিনটি দিক আছে, তিন জন তিন বিভিন্ন দিকের ভার লইয়াছেন। তিন জনের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ, আর কিছু প্রভেদ আছে কি? অনেক ভাল ভাল কবি যে ভাবের পার্শ্বে যে ভাব বসানো উচিত, স্থানে স্থানে তাহার ব্যতিক্রম করিয়া শিক্ষার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ করিয়াছেন। Marlowর "Come live with me and be my love" নামক সুবিখ্যাত কবিতাতে ইহা লক্ষিত হয়।

> "হ'বি কি আমার প্রিয়া, র'বি মোর সাথে?
> অরণ্য, প্রান্তর, নদী, পর্ব্বত গুহাতে
> যত কিছু, প্রিয়তমে, সুখ পাওয়া যায়,
> দু-জনে মিলিয়া তাহা ভোগ করি আয়!

শুনিব শিখরে বসি পাখী গায় গান,
নদীর শবদ সাথে মিশাইয়া তান ;
দেখিব চাহিয়া সেই তটিনীর তীরে
রাখাল গরুর পাল চরাইয়া ফিরে।

রচি দিব গোলাপের শয্যা মনোমত ;
সুরভি ফুলের তোড়া দিব কত শত ;
গড়িব ফুলের টুপি পরিবি মাথায়,
আঙিয়া রচিয়া দিব গাছের পাতায়।

লয়ে মেষশিশুদের কোমল পশম
বসন বুনিয়া দিব অতি অনুপম ;
সুন্দর পাদুকা এক করিয়া রচিত,
খাঁটি সোনা দিয়ে তাহা করিব খচিত।

কটিবন্ধ গড়ি দিব গাঁথি তৃণ-জাল,
মাঝেতে বসায়ে দিব একটি প্রবাল।
এই সব সুখ যদি তোর মনে ধরে
হ' আমার প্রিয়তমা, আয় মোর ঘরে।

হস্তি-দন্তে গড়া এক আসনের 'পরে,
আহার আনিয়া দিবে দু-জনের তরে,
দেবতার উপভোগ্য, মহার্ঘ্য এমন,
রজতের পাত্রে দোঁহে করিব ভোজন।

রাখাল-বালক যত মিলি একত্তরে
নাচিবে গাইবে তোর আমোদের তরে।
এই সব সুখ যদি মনে ধরে তব,
হ' আমার প্রিয়তমা, এক সাথে রব'।

এ কবিতাতে একটি বিশেষ ভাবকে সমগ্র রাখা হয় নাই। মাঝখানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। যে বিশাল কল্পনায় একটি ভাব সমগ্র প্রতিবিম্বিত হয়, যাহাতে যোড়াতাড়া দিতে হয় না, সে কল্পনা ইহাতে প্রকাশিত হয় নাই। অরণ্য, পর্ব্বত, প্রান্তরে যত কিছু সুখ পাওয়া যায়, তাহাই যে রাখালের আয়ত্তাধীন; যে ব্যক্তি গোলাপের শয্যা ফুলের টুপি ও পাতার আঙিয়া নির্ম্মাণ করিয়া দিবার লোভ দেখাইতেছে, সে স্বর্ণ-খচিত পাদুকা, রজতের পাত্র, হস্তি-দন্তের আসন পাইবে কোথায়? তৃণ-নির্ম্মিত কটিবন্ধের মধ্যে কি প্রবাল শোভা পায়? কবিকঙ্কণের কমলে-কামিনীতে একটি রূপসী যোড়শী হস্তী গ্রাস ও উদ্গার করিতেছে, ইহাতে এমন পরিমাণ সামঞ্জস্যের অভাব হইয়াছে, যে, আমাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানে অত্যন্ত আঘাত দেয়।* শিক্ষিত, সংযত, মার্জ্জিত কল্পনায় একটি রূপসী যুবতীর সহিত গজাহার ও উদ্গীরণ কোন মতেই একত্রে উদয় হইতে পারে না।

কল্পনারও শিক্ষা আবশ্যক করে। যাহাদের কল্পনা শিক্ষিত নহে, তাহারা অতিশয় অসম্ভব অলৌকিক কল্পনা করিতে ভালবাসে; বক্র দর্পণে মুখ দেখিলে নাসিকা পরিমাণাধিক বৃহৎ এবং কপাল ও চিবুক নিতান্ত হ্রস্ব দেখায়। অশিক্ষিতদের কুগঠিত কল্পনা-দর্পণে স্বাভাবিক দ্রব্য যাহা কিছু পড়ে তাহার পরিমাণ ঠিক থাকে না; তাহার নাসা বৃহৎ ও তাহার কপাল খর্ব্ব হইয়া পড়ে। তাহারা অসঙ্গত পদার্থের জোড়াতাড়া দিয়া এক একটা বিকৃতাকার পদার্থ গড়িয়া তোলে। তাহারা শরীরী পদার্থের মধ্যে অশরীরী ভাব দেখিতে পায় না। তথাপি যদি বল বালকেরা কবি, তবে নিতান্ত বালকের মত কথা বলা হয়। প্রাচীন কালে অনেক ভাল কবিতা রচিত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই, বোধ হয়, এই মতের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে যে, অশিক্ষিত ব্যক্তিরা বিশেষরূপে

---

* অনেকে তর্ক করেন যে, গণেশকে দুর্গা এক একবার করিয়া চুম্বন করিতেছিলেন, তাহাই দূর হইতে দেখিয়া ধনপতি গজাহার ও উদ্গীরণ কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। কারণ, কবিকঙ্কণচণ্ডীতেই আছে যে, চৌষট্টি যোগিনী পদ্মের দলরূপ ধারণ করিল, ও জয়া হস্তিনীরূপে রূপান্তরিত হইল। অতএব গণেশের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কেহ বা তর্ক করেন যে, যখন কবির উদ্দেশ্য বিস্ময় ভাবের উদ্দীপন করা, তখন, বর্ণনা যাহাতে অদ্ভুত হয়, তাহারই প্রতি কবির লক্ষ্য। কিন্তু এ কথার কোন অর্থ নাই। সুকল্পনার সহিত বিস্ময় রসের কোন মনান্তর নাই।

যখন কবি অগাধ সমুদ্রের মধ্যে মরালশোভিত কুমুদ কহ্লার পদ্ম বনের মধ্যে এক রূপসী যোড়শী প্রতিষ্ঠিত করিলেন; সমস্তই সুন্দর, নীল জল, সুকুমার পদ্ম, পুষ্পের সুগন্ধ, ভ্রমরের গুঞ্জন, ইত্যাদি, তখন মধ্য হইতে এক গজাহার আনিয়া আমাদের কল্পনায় অমন একটা নিদারুণ আঘাত দিবার তাৎপর্য্য কি? সুন্দর পদার্থ যেমন কবিত্বপূর্ণ বিস্ময় উৎপন্ন করিতে পারে, এমন কি আর কিছুতে পারে? অপার সমুদ্রের মধ্যে পদ্মাসীনা যোড়শী রমণীই কি যথেষ্ট বিস্ময়ের কারণ নহে?

কবি। তুমি বল দেখি, ওটাহিটি দ্বীপবাসী বা এস্কুইমোদের ভাষায় কয়টা পাঠ্য কবিতা আছে? এমন কোন্ জাতির মধ্যে ভাল কবিতা আছে, যে জাতি সভ্য হয় নাই। যখন রামায়ণ মহাভারত রচিত হইয়াছিল, তখন প্রাচীন কাল বটে, কিন্তু অশিক্ষিত কাল কি? রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়া কাহারো মনে কি সে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে? উনবিংশ শতাব্দীতে যে মহা মহা কবিরা ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কবিতায় কি উনবিংশ শতাব্দীর প্রভাব লক্ষিত হয় না? Copleston কহেন "Never has there been a city of which its people might be more justly proud, whether they looked to its past or its future than Athens in the days of Æschylus."

অনেকে কল্পনা করেন যে, অশিক্ষিত অবস্থায় কবিত্বের বিশেষ স্ফূর্ত্তি হয়; তাহার একটি কারণ এই যে, তাঁহাদের মতে একটি বস্তুর যথার্থ স্বরূপ না জানিলে তাহাতে কল্পনার বিচরণের সহস্র পথ থাকে। সত্য একটিমাত্র, মিথ্যা অগণ্য। অতএব মিথ্যায় কল্পনার যেরূপ উদরপূর্ত্তি হয়, সত্যে সেরূপ হয় না। পৃথিবীতে অখাদ্য যত আছে, তাহা অপেক্ষা খাদ্য বস্তু অত্যন্ত পরিমিত। একটি খাদ্য যদি থাকে ত সহস্র অখাদ্য আছে। অতএব এমন মত কি কোন পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছ যে, অখাদ্য বস্তু আহার না করিলে মনুষ্য-বংশ ধ্বংস হইবার কথা?

প্রকৃত কথা এই যে, সত্যে যত কবিতা আছে, মিথ্যায় তেমন নাই। শত সহস্র মিথ্যার দ্বারে দ্বারে কল্পনা বিচরণ করিতে পারে, কিন্তু এক মুষ্টি কবিতা সঞ্চয় করিতে পারে কি না সন্দেহ; কিন্তু একটি সত্যের কাছে যাও, তাহার দশগুণ অধিক কবিতা পাও কি না দেখ দেখি? কেনই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে বল? আমরা ত প্রকৃতির কাছেই কবিতা শিক্ষা করিয়াছি, প্রকৃতি কখনো মিথ্যা কহেন না। আমরা কি কখনো কল্পনা করিতে পারি যে, লোহিত-বর্ণ ঘাসে আমাদের চক্ষু জুড়াইয়া যাইতেছে? বল দেখি, পৃথিবী নিশ্চল রহিয়াছে ও আকাশে অগণ্য তারকারাজি নিশ্চলভাবে খচিত রহিয়াছে, ইহাতে অধিক কবিত্ব, কি সমস্ত তারকা নিজের পরিবার লইয়া ভ্রমণ করিতেছে, তাহাতে অধিক কবিত্ব; এমনি তাহাদের তালে তালে পদক্ষেপ যে, একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়া দিতে পারেন, কাল যে গ্রহ অমুক স্থানে ছিল আজ সে কোথায় আসিবে। প্রথম কথা এই যে, আমাদের কল্পনা প্রকৃতি অপেক্ষা কবিত্বপূর্ণ বস্তু সৃজন করিতে অসমর্থ; দ্বিতীয় কথা এই যে, আমরা যে অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহার বহির্ভূত সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারি না।

অনেক মিথ্যা, কবিতায় আমাদের মিষ্ট লাগে। তাহার কারণ এই যে, যখন

সেগুলি প্রথম লিখিত হয় তখন তাহা সত্য মনে করিয়া লিখিত হয়, ও সেই অবধি বরাবর সত্য বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। আজ তাহা আমি মিথ্যা বলিয়া জানিয়াছি, অর্থাৎ জ্ঞান হইতে তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি; কিন্তু হৃদয়ে সে এমনি শিকড় বসাইয়াছে যে, সেখান হইতে তাহাকে উৎপাটন করিবার যো নাই। কবি যে ভূত বিশ্বাস না করিয়াও ভূতের বর্ণনা করেন, তাহার তাৎপর্য্য কি? তাহার অর্থ এই যে, ভূত বস্তুতঃ সত্য না হইলেও আমাদের হৃদয়ে সে সত্য। ভূত আছে বলিয়া কল্পনা করিলে যে আমাদের মনের কোন্‌খানে আঘাত লাগে, কত কথা জাগিয়া উঠে, অন্ধকার, বিজনতা, শ্মশান, এক অলৌকিক পদার্থের নিঃশব্দ অনুসরণ, ছেলেবেলাকার কত কথা মনে উঠে, এ সকল সত্য যদি কবি না দেখেন ত কে দেখিবে?

সত্য এক হইলেও যে দশ জন কবি সেই এক সত্যের মধ্যে দশ প্রকার বিভিন্ন কবিতা দেখিতে পাইবেন না তাহা ত নহে। এক সূর্য্যকিরণে পৃথিবী কত বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করিয়াছে দেখ দেখি! নদী যে বহিতেছে, এই সত্যটুকুই কবিতা নহে। কিন্তু এই বহমানা নদী দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে যে ভাববিশেষের জন্ম হয়, সেই সত্যই যথার্থ কবিতা। এখন বল দেখি, এক নদী দেখিয়া সময়ভেদে কত বিভিন্ন ভাবের উদ্রেক হয়! কখনো নদীর কণ্ঠ হইতে বিষণ্ণ গীতি শুনিতে পাই, কখনো বা তাহার উল্লাসের কলস্বর, তাহার শত তরঙ্গের নৃত্য আমাদের মনকে মাতাইয়া তোলে। জ্যোৎস্না কখনো সত্য সত্যই ঘুমায় না, অর্থাৎ সে দুটি চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকে না, ও জ্যোৎস্নার নাসিক-ধ্বনিও কেহ কখনো শুনে নাই। কিন্তু নিস্তব্ধ রাত্রে জ্যোৎস্না দেখিলে মনে হয় যে জ্যোৎস্না ঘুমাইতেছে, ইহা সত্য। জ্যোৎস্নার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তন্ন তন্ন রূপে আবিষ্কৃত হউক; এমনো প্রমাণ হউক্ যে জ্যোৎস্না একটা পদার্থই নহে, তথাপি লোকে বলিবে জ্যোৎস্না ঘুমাইতেছে। তাহাকে কোন্ বৈজ্ঞানিক-চূড়ামণি মিথ্যা কথা বলিতে সাহস করিবে?

সঙ্গীত ও কবিতা।

বলা বাহুল্য, আমরা যখন একটি কবিতা পড়ি, তখন তাহাকে শুদ্ধ মাত্র কথার সমষ্টিস্বরূপে দেখি না—কথার সহিত ভাবের সম্বন্ধ বিচার করি। ভাবই মুখ্য লক্ষ্য। কথা ভাবের আশ্রয়স্বরূপ। আমরা সঙ্গীতকেও সেইরূপে দেখিতে চাই। সঙ্গীত

সুরের রাগ রাগিণী নহে, সঙ্গীত ভাবের রাগ রাগিণী। আমাদের কথা এই যে,—কবিতা যেমন ভাবের ভাষা, সঙ্গীতও তেমনি ভাবের ভাষা। তবে, কবিতা ও সঙ্গীতে প্রভেদ কি? আলোচনা করিয়া দেখা যাক্।

আমরা সচরাচর যে ভাষায় কথা কহিয়া থাকি, তাহা যুক্তির ভাষা। "হাঁ" কি "না," ইহা লইয়াই তাহার কারবার। "আজ এখানে গেলাম," "কাল সেখানে গেলাম," "আজ সে আসিয়াছিল," "কাল সে আসে নাই," "ইহা রূপা," "উহা সোনা," ইত্যাদি। এ সকল কথার উপর যুক্তি চলে। "আজ আমি অমুক জায়গায় গিয়াছিলাম," ইহা আমি নানা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি। দ্রব্যবিশেষ রূপা কি সোনা ইহাও নানা যুক্তির সাহায্যে আমি অন্যকে বিশ্বাস করাইয়া দিতে পারি। অতএব, সচরাচর আমরা যে সকল বিষয়ে কথোপকথন করি, তাহা বিশ্বাস করা না-করা যুক্তির ন্যূনাধিক্যের উপর নির্ভর করে। এই সকল কথোপকথনের জন্য আমাদের প্রচলিত ভাষা—অর্থাৎ গদ্য নিযুক্ত রহিয়াছে।

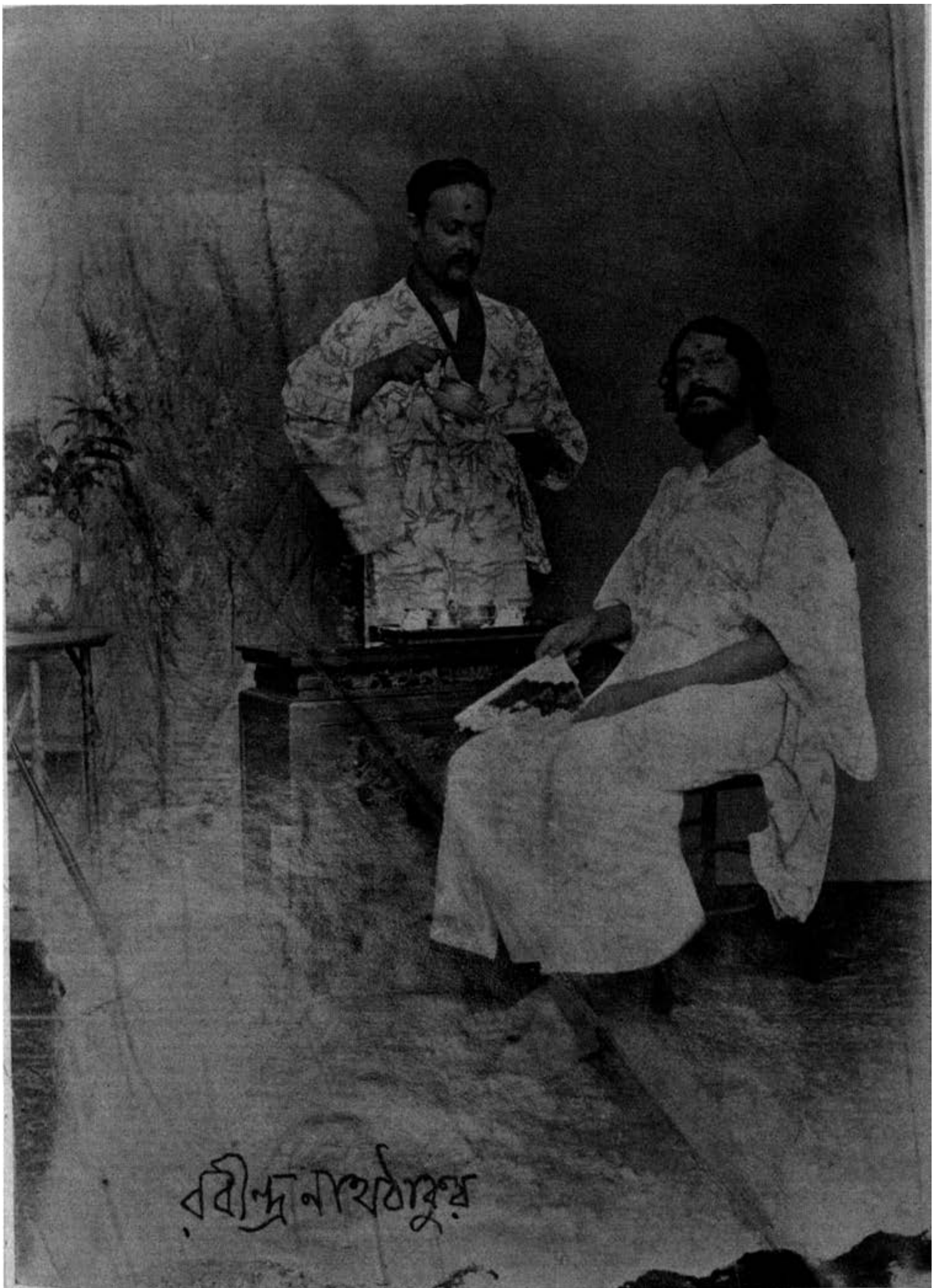
কিন্তু বিশ্বাস করাইয়া দেওয়া এক, আর উদ্রেক করাইয়া দেওয়া স্বতন্ত্র। বিশ্বাসের শিকড় মাথায়, আর উদ্রেকের শিকড় হৃদয়ে। এই জন্য, বিশ্বাস করাইবার জন্য যে ভাষা, উদ্রেক করাইবার জন্য সে ভাষা নহে। যুক্তির ভাষা গদ্য আমাদের বিশ্বাস করায়, আর কবিতার ভাষা পদ্য আমাদের উদ্রেক করায়। যে সকল কথায় যুক্তি খাটে, তাহা অন্যকে বুঝান অতিশয় সহজ; কিন্তু যাহাতে যুক্তি খাটে না, যাহা যুক্তির আইন কানুনের মধ্যে ধরা দেয় না, তাহাকে বুঝান সহজ ব্যাপার নহে। "কেন" নামক একটা চশমা-চক্ষু, দুর্দ্দান্ত রাজাধিরাজ যেমনি কৈফিয়ৎ তলব করেন, অমনি সে আসিয়া হিসাব নিকাশ করিবার জন্য হাজির হয় না। যে সকল সত্য মহারাজ "কেন"র প্রজা নহে, তাহাদের বাসস্থান কবিতায়। আমাদের হৃদয়-গত সত্য সকল "কেন"কে বড় একটা কেয়ার করে না। যুক্তির একটা ব্যাকরণ আছে, অভিধান আছে, কিন্তু আমাদের রুচির অর্থাৎ সৌন্দর্য্যজ্ঞানের আজ পর্য্যন্ত একটা ব্যাকরণ তৈয়ারি হইল না। তাহার প্রধান কারণ, সে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে নির্ভয়ে বাস করিয়া থাকে—এবং সে দেশে "কেন"- আদালতের ওয়ারেন্ট্ জারি হইতে পারে না। একবার যদি তাহাকে যুক্তির সামনে খাড়া করিতে পারা যাইত, তাহা হইলেই তাহার ব্যাকরণ বাহির হইত। অতএব, যুক্তি যে সকল সত্য বুঝাইতে পারে না বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, কবিতা সেই সকল সত্য বুঝাইবার ভার নিজস্কন্ধে লইয়াছে। এই নিমিত্ত স্বভাবতই যুক্তির ভাষা ও কবিতার ভাষা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সময় এমন হয় যে, শত সহস্র প্রমাণের সাহায্যে একটা সত্য আমরা বিশ্বাস করি মাত্র, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে

সে সত্যের উদ্রেক হয় না। আবার অনেক সময়ে একটি সত্যের উদ্রেক হইয়াছে, শত সহস্র প্রমাণে তাহা ভাঙ্গিতে পারে না। এক জন নৈয়ায়িক যাহা পারেন না, এক জন বাগ্মী তাহা পারেন। নৈয়ায়িক ও বাগ্মীতে প্রভেদ এই, নৈয়ায়িকের হস্তে যুক্তির কুঠার ও বাগ্মীর হস্তে কবিতার চাবি। নৈয়ায়িক কোপের উপর কোপ্ বসাইতেছেন, কিন্তু হৃদয়ের দ্বার ভাঙ্গিল না, আর বাগ্মী কোথায় একটু চাবি ঘুরাইয়া দিলেন, দ্বার খুলিয়া গেল। উভয়ের অস্ত্র বিভিন্ন।

আমি যাহা বিশ্বাস করিতেছি তোমাকে তাহাই বিশ্বাস করান, আর আমি যাহা অনুভব করিতেছি তোমাকে তাহাই অনুভব করান—এ দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। আমি বিশ্বাস করিতেছি, একটি গোলাপ সুগোল, আমি তাহার চারিদিক মাপিয়া জুকিয়া তোমাকে বিশ্বাস করাইতে পারি যে গোলাপ সুগোল,—আর আমি অনুভব করাইতে পারি না যে গোলাপ সুন্দর। তখন কবিতার সাহায্য অবলম্বন করিতে হয়। গোলাপের সৌন্দর্য্য আমি যে উপভোগ করিতেছি, তাহা এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হয়, যাহাতে তোমার মনেও সে সৌন্দর্য্য-ভাবের উদ্রেক হয়। এইরূপ প্রকাশ করাকেই বলে কবিতা। চোখে চোখে চাহনির মধ্যে যে যুক্তি আছে, যাহাতে করিয়া প্রেম ধরা পড়ে, অতিরিক্ত যত্ন করার মধ্যে যে যুক্তি আছে, যাহাতে করিয়া প্রেমের অভাব ধরা পড়ে, কথা না কহার মধ্যে যে যুক্তি আছে, যাহাতে অসীম কথা প্রকাশ করে, কবিতা সেই সকল যুক্তি ব্যক্ত করে।

সচরাচর কথোপকথনে যুক্তির যতটুকু আবশ্যক, তাহারই চূড়ান্ত আবশ্যক দর্শনে বিজ্ঞানে। এই নিমিত্ত দর্শন বিজ্ঞানের গদ্য কথোপকথনের গদ্য হইতে অনেক তফাৎ। কথোপকথনের গদ্যে দর্শন বিজ্ঞান লিখিতে গেলে যুক্তির বাঁধুনি আল্‌গা হইয়া যায়। এই নিমিত্ত খাঁটি নিভাঁজ যুক্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার চুল-চেরা তীক্ষ্ণ পরিষ্কার ভাষা নির্ম্মাণ করিতে হয়। কিন্তু তথাপি সে ভাষা গদ্য বই আর কিছু নয়। কারণ, যুক্তির ভাষাই নিরলঙ্কার সরল পরিষ্কার গদ্য।

আর আমরা সচরাচর কথোপকথনে যতটা অনুভাব প্রকাশ করি, তাহারই চূড়ান্ত প্রকাশ করিতে হইলে কথোপকথনের ভাষা হইতে একটা স্বতন্ত্র ভাষার আবশ্যক করে। তাহাই কবিতার ভাষা—পদ্য। অনুভাবের ভাষাই অলঙ্কারময়, তুলনাময় পদ্য। সে আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য আঁকুবাঁকু করিতে থাকে—তাহার যুক্তি নাই, তর্ক নাই, কিছুই নাই। আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য তাহার তেমন সোজা রাস্তা নাই। সে নিজের উপযোগী নূতন রাস্তা তৈরি করিয়া লয়। যুক্তির অভাব মোচন করিবার জন্য সৌন্দর্য্যের শরণাপন্ন হয়। সে এমনি সুন্দর করিয়া



রবীন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয় ও তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থাবলীর প্রকাশক

সাজে, যে, যুক্তির অনুমতি-পত্র না থাকিলেও সকলে তাহাকে বিশ্বাস করে। এমনি তাহার মুখখানি সুন্দর, যে, কেহই তাহাকে "কে" "কি বৃত্তান্ত" "কেন" জিজ্ঞাসা করে না, কেহ তাহাকে সন্দেহ করে না, সকলে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া ফেলে, সে সৌন্দর্য্যের বলে তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু নিরলঙ্কার যৌক্তিক সত্যকে প্রতি পদে বহুবিধ প্রমাণসহকারে আত্ম-পরিচয় দিয়া আত্মস্থাপনা করিতে হয়, দ্বারীর সন্দেহভঞ্জন করিতে হয়, তবে সে প্রবেশের অনুমতি পায়। অনুভাবের ভাষা ছন্দোবদ্ধ। পূর্ণিমার সমুদ্রের মত তালে তালে তাহার হৃদয়ের উত্থান পতন হইতে থাকে, তালে তালে তাহার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে থাকে। নিশ্বাসের ছন্দে, হৃদয়ের উত্থান পতনের ছন্দে তাহার তাল নিয়মিত হইয়া থাকে। কথা বলিতে বলিতে তাহার বাধিয়া যায়, কথার মাঝে মাঝে অশ্রু পড়ে, নিশ্বাস পড়ে, লজ্জা আসে, ভয় হয়, থামিয়া যায়। সরল যুক্তির এমন তাল নাই, আবেগের দীর্ঘনিশ্বাস পদে পদে তাহাকে বাধা দেয় না। তাহার ভয় নাই, লজ্জা নাই, কিছুই নাই। এই নিমিত্ত, চূড়ান্ত যুক্তির ভাষা গদ্য, চূড়ান্ত অনুভাবের ভাষা পদ্য।

আমাদের ভাব প্রকাশের দুটি উপকরণ আছে—কথা ও সুর। কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ করে, সুরও প্রায় ততখানি ভাব প্রকাশ করে। এমন কি, সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে। একই কথা নানা সুরে নানা অর্থ প্রকাশ করে। অতএব ভাবপ্রকাশের অঙ্গের মধ্যে কথা ও সুর উভয়কেই পাশাপাশি ধরা যাইতে পারে। সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্ম্মাণ করে। কবিতায় আমরা কথার ভাষাকে প্রাধান্য দিই ও সঙ্গীতে সুরের ভাষাকে প্রাধান্য দিই। যেমন, কথোপকথনে আমরা যে সকল কথা যেরূপ শৃঙ্খলায় ব্যবহার করি, কবিতায় আমরা সে সকল কথা সেরূপ শৃঙ্খলায় ব্যবহার করি না, কবিতায় আমরা বাছিয়া বাছিয়া কথা লই, সুন্দর করিয়া বিন্যাস করি—তেমনি কথোপকথনে আমরা যে সকল সুর যেরূপ নিয়মে ব্যবহার করি, সঙ্গীতে সে সকল সুর সেরূপ নিয়মে ব্যবহার করি না, সুর বাছিয়া বাছিয়া লই, সুন্দর করিয়া বিন্যাস করি। কবিতায় যেমন বাছা বাছা সুন্দর কথায় ভাব প্রকাশ করে, সঙ্গীতেও তেমনি বাছা বাছা সুন্দর সুরে ভাব প্রকাশ করে। যুক্তির ভাষায় প্রচলিত কথোপকথনের সুর ব্যতীত আর কিছু আবশ্যক করে না। কিন্তু যুক্তির অতীত আবেগের ভাষায় সঙ্গীতের সুর আবশ্যক করে। এ বিষয়েও সঙ্গীত অবিকল কবিতার ন্যায়। সঙ্গীতেও ছন্দ আছে। তালে তালে তাহার সুরের লীলা নিয়মিত হইতেছে। কথোপকথনের ভাষায় সুশৃঙ্খল ছন্দ নাই, কবিতায় ছন্দ আছে, তেমনি কথোপকথনের

স্বরে সুশৃঙ্খল তাল নাই, সঙ্গীতে তাল আছে। সঙ্গীত ও কবিতা উভয়ে ভাব প্রকাশের দুইটি অঙ্গ ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। তবে, কবিতা ভাব প্রকাশ সম্বন্ধে যতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে, সঙ্গীত ততখানি করে নাই। তাহার একটি প্রধান কারণ আছে। শূন্যগর্ভ কথার কোন আকর্ষণ নাই, না তাহার অর্থ আছে, না তাহা কানে তেমন মিঠা লাগে। কিন্তু ভাবশূন্য সুরের একটা আকর্ষণ আছে, তাহা কানে মিষ্ট শুনায়। এই জন্য ভাবের অভাব হইলেও একটা ইন্দ্রিয়-সুখ তাহা হইতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত সঙ্গীতে ভাবের প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। উত্তরোত্তর আস্কারা পাইয়া সুর বিদ্রোহী হইয়া ভাবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এক কালে যে দাস ছিল, আর এক কালে সেই প্রভু হইয়াছে। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ—কিন্তু এ চক্র কি আর ফিরিবে না? যেমন ভারতবর্ষের ভূমি উর্ব্বরা হওয়াতেই ভারতবর্ষের অনেক দুর্দ্দশা, তেমনি সঙ্গীতের ভূমি উর্ব্বরা হওয়াতেই সঙ্গীতের এমন দুর্দ্দশা। মিষ্ট সুর শুনিবামাত্রই ভাল লাগে, সেই নিমিত্ত সঙ্গীতকে আর পরিশ্রম করিয়া ভাব কর্ষণ করিতে হয় নাই—কিন্তু শুদ্ধ মাত্র কথার যথেষ্ট মিষ্টতা নাই বলিয়া কবিতাকে প্রাণের দায়ে ভাবের চর্চ্চা করিতে হইয়াছে, সেই নিমিত্তই কবিতার এমন উন্নতি ও সঙ্গীতের এমন অবনতি।

অতএব দেখা যাইতেছে, যে, কবিতা ও সঙ্গীতে আর কোন তফাৎ নাই, কেবল ইহা ভাব প্রকাশের একটা উপায়, উহা ভাব প্রকাশের আর একটা উপায় মাত্র। কেবল অবস্থার তারতম্যে কবিতা উচ্চ-শ্রেণীতে উঠিয়াছে ও সঙ্গীত নিম্ন-শ্রেণীতে পড়িয়া রহিয়াছে; কবিতায় বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম ও প্রস্তরের ন্যায় স্থূল সমুদয় ভাবই প্রকাশ করা যায়, কিন্তু সঙ্গীতে এখনো তাহা করা যায় না। কবি Matthew Arnold তাঁহার “Epilogue to Lessing's Laocoon” নামক কবিতায় চিত্র, সঙ্গীত ও কবিতার যে প্রভেদ স্থির করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম নিজ ভাষায় নিম্নে প্রকাশ করিলাম। তিনি বলেন—চিত্রে প্রকৃতির এক মুহূর্ত্তের বাহ্য অবস্থা প্রকাশ করা যায় মাত্র। যে মুহূর্ত্তে একটি সুন্দর মুখে হাসি দেখা দিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তটি মাত্র চিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পর-মুহূর্ত্তটি আর তাহাতে নাই। যে মুহূর্ত্তটি তাঁহার শিল্পের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শুভ মুহূর্ত্ত, সেই মুহূর্ত্তটি অবিলম্বে বাছিয়া লওয়া প্রকৃত চিত্রকরের কাজ। তেমনি মনের একটি মাত্র স্থায়ী ভাব বাছিয়া লওয়া, ভাব-শৃঙ্খলের একটি মাত্র অংশের উপর অবস্থান করিয়া থাকা সঙ্গীতের কাজ। মনে কর, আমি বলিলাম, “হায়!” কথাটা ঐখানেই ফুরাইল, কথায় উহার অপেক্ষা আর অধিক প্রকাশ করিতে পারে না। আমার হৃদয়ের একটি অবস্থাবিশেষ ঐ একটি মাত্র ক্ষুদ্র

কথায় প্রকাশ হইয়া অবসান হইল। সঙ্গীত সেই "হায়" শব্দটি লইয়া তাহাকে বিস্তার করিতে থাকে, "হায়" শব্দের হৃদয় উদ্ঘাটন করিতে থাকে, "হায়" শব্দের হৃদয়ের মধ্যে যে গভীর দুঃখ, যে অতৃপ্ত বাসনা, যে আশার জলাঞ্জলি প্রচ্ছন্ন আছে, সঙ্গীত তাহাই টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে থাকে, "হায়" শব্দের প্রাণের মধ্যে যতটা কথা ছিল সবটা তাহাকে দিয়া বলাইয়া লয়। কিন্তু কবিতার কাজ আরো বিস্তৃত। চিত্রকরের ন্যায় মুহূর্ত্তের বাহ্যশ্রীও তাঁহার বর্ণনীয়, গায়কের ন্যায় ক্ষণকালের ভাবোচ্ছ্বাসও তাঁহার গেয়। তাহা ছাড়া—জীবনের গতি-স্রোত তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়। ভাব হইতে ভাবান্তরে তাঁহাকে গমন করিতে হয়। ভাবের গঙ্গোত্রী হইতে ভাবের সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত তাঁহাকে অনুসরণ করিতে হয়। কেবলমাত্র স্থির আকৃতি তিনি চিত্র করেন না, এক সময়ের স্থায়ী ভাব মাত্র তিনি বর্ণনা করেন না, গম্যমান শরীর, প্রবহমান ভাব, পরিবর্ত্তমান অবস্থা তাঁহার কবিতার বিষয়।—অতএব ম্যাথিউ আর্ণল্ডের মতে চলনশীল ভাবের প্রত্যেক ছায়ালোক সঙ্গীতে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। সঙ্গীত একটি স্থায়ী স্থির ভাবের ব্যাখ্যা করে মাত্র। কিন্তু আমরা এই বলি যে, গতিশীল ভাব যে সঙ্গীতের পক্ষে একেবারে অননুসরণীয় তাহা নহে, তবে এখনো সঙ্গীতের সে বয়স হয় নাই। সঙ্গীত ও কবিতায় আমরা আর কিছু প্রভেদ দেখি না, কেবল উন্নতির তারতম্য। উভয়ে যমজ ভ্রাতা, এক মায়ের সন্তান, কেবল উভয়ের শিক্ষার বৈলক্ষণ্য হইয়াছে মাত্র।

দেখা গেল সঙ্গীত ও কবিতা এক শ্রেণীর। কিন্তু উভয়ের সহিত আমরা কতখানি ভিন্ন আচরণ করি, তাহা মনোযোগ দিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে। এখন সঙ্গীত যেরূপ হইয়াছে, কবিতা যদি সেইরূপ হইত, তাহা হইলে কি হইত? মনে কর এমন যদি নিয়ম হইত যে, যে কবিতায় চতুর্দ্দশ ছত্রের মধ্যে, বসন্ত, মলয়ানিল, কোকিল, সুধাকর, রজনীগন্ধা, টগর ও দুরন্ত এই কয়েকটি শব্দ বিশেষ শৃঙ্খলা অনুসারে পাঁচ বার করিয়া বসিবে, তাহারই নাম হইবে কবিতা বসন্ত;—ও যদি কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিগণ কবিদিগকে ফরমাস করিতেন, "ওহে চণ্ডিদাস, একটা কবিতা বসন্ত, ছন্দ ত্রিপদী আওড়াও ত!" অমনি যদি চণ্ডিদাস আওড়াইতেন—

বসন্ত মলয়ানিল, রজনীগন্ধা কোকিল,
দুরন্ত টগর সুধাকর—
মলয়ানিল বসন্ত, রজনীগন্ধা দুরন্ত,
সুধাকর কোকিল টগর।

ও চারিদিক হইতে "আহা" "আহা" পড়িয়া যাইত, কারণ কথাগুলি ঠিক নিয়মানুসারে

বসান হইয়াছে; তাহা হইলে কবিতা কতকটা আধুনিক গানের মত হইত। ঐ কয়েকটি কথা ব্যতীত আর একটি কথা যদি বিদ্যাপতি বসাইতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিগণ ধিক্ ধিক্ করিতেন ও তাঁহার কবিতার নাম হইত "কবিতা জংলা বসন্ত।" এরূপ হইলে আমাদের কবিতার কি দ্রুত উন্নতিই হইত! কবিতার ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী বাহির হইত, বিদেশ-বিদ্বেষী জাতীয়ভাবোন্মত্ত আর্য্যপুরুষগণ গর্ব্ব করিয়া বলিতেন, উঃ, আমাদের কবিতায় কতগুলা রাগ রাগিণী আছে, আর অসভ্য ম্লেচ্ছদের কবিতায় রাগ রাগিণীর লেশ মাত্র নাই।

আমরা যেমন আজ কাল নব-রসের মধ্যেই মারামারি করিয়া কবিতাকে বদ্ধ করিয়া রাখি না, অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত আড়ম্বরপূর্ণ নামের প্রতি দৃষ্টি করি না—তেমনি সঙ্গীতে কতকগুলা নাম ও নিয়মের মধ্যেই যেন বদ্ধ হইয়া না থাকি। কবিতারও যে স্বাধীনতা আছে সঙ্গীতেরও সেই স্বাধীনতা হউক, কারণ সঙ্গীত কবিতার ভাই। যেমন সন্ধ্যার বিষয়ে কবিতা রচনা করিতে গেলে কবি সন্ধ্যার ভাব কল্পনা করিতে থাকেন ও তাঁহার প্রতি কথায় সন্ধ্যা মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠে, তেমনি সন্ধ্যার বিষয়ে গান রচনা করিতে গেলে রচয়িতা যেন চোখ কান বুজিয়া পুরবী না গাহিয়া যান, যেন সন্ধ্যার ভাব কল্পনা করেন, তাহা হইলে অবসান দিবসের ন্যায় তাঁহার স্বরও আপনা-আপনি নামিয়া আসিবে, মুদিয়া আসিবে, ফুরাইয়া আসিবে। প্রত্যেক গীতিকবিদের রচনায় গানের নূতন রাজ্য আবিষ্কার হইতে থাকিবে। তাহা হইলে গানের বাল্মীকি গানের কালিদাস জন্ম গ্রহণ করিবেন।

বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা।

চারিদিকে লোক জন, চারিদিকেই হাট বাজার, সদা সর্ব্বদাই কাজকর্ম্ম, বিষয়-আশয়ের চিন্তা। সম্মুখে দেনাদার, পশ্চাতে পাওনাদার, দক্ষিণে বিষয়-কর্ম্ম, বামে লোক-লৌকিকতা, পদতলে গত কল্যের খরচ, মাথার উপরে আগামী কল্যের জন্য জমা। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি,—পৃথিবীর মৃত্তিকা; দীর্ঘ, প্রস্থ, বেধ; স্বাদ, ঘ্রাণ, স্পর্শ; আরম্ভ, স্থিতি ও অবসান। মানুষের মন কোথায় গিয়া বিশ্রাম করিবে? এমন ঠাঁই কোথায় মিলিবে, যেখানে জড়দেহ পোষণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা নাই, এক মুঠা আহারের জন্য লক্ষ লক্ষ আকৃতিধারীর কোলাহল নাই, যেখানকার ভূমি ও

অধিবাসী মাটি ও মাংসে নির্ম্মিত নয়; অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টা আমরা যে অবস্থার মধ্যে নিমগ্ন থাকি, সে অবস্থা হইতে আমরা বিরাম চাই। কোথায় যাইব!

পৃথিবী কিছু বিশ্রামের জন্য নহে, পৃথিবীর পদে পদে অভাব। পৃথিবীর উপরে চলিতে গেলে মৃত্তিকার সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, পৃথিবীর উপরে বাঁচিতে গেলে শত প্রকার আয়োজন করিতে হয়। যাহার আকার আছে, তাহার বিশ্রাম নাই। আমাদের হৃদয় আকার-আয়তন-ছাড়া স্থানে বিশ্রামের জন্য যাইতে চায়। বস্তুর রাজ্য হইতে ভাবের রাজ্যে যাইতে চায়। কেবল বস্তু! দিন রাত্রি বস্তু, বস্তু, বস্তু! হৃদয় ভাবের আকাশে গিয়া বলে, "আঃ, বাঁচিলাম, আমার বিচরণের স্থান ত এই!"

এমন লোকও আছেন যাঁহারা ভাবিয়া পান না যে, ভাবগত কবিতা বস্তুগত কবিতা অপেক্ষা কেন উচ্চ শ্রেণীর। তাঁহারা বলেন ইহাও ভাল উহাও ভাল। আবার এমন লোকও আছেন যাঁহারা বস্তুগত কবিতা অধিকতর উপভোগ করেন। উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুরুচিবান্ লোকদের আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, ইন্দ্রিয়-সুখ ভাল, না অতীন্দ্রিয় সুখ ভাল? রূপ ভাল, না গুণ ভাল? ভাবগত কবিতা আর কিছুই নহে, তাহা অতীন্দ্রিয় কবিতা। তাহা ব্যতীত অন্য সমুদয় কবিতা ইন্দ্রিয়গত কবিতা।

আমরা সমুদ্র-তীরবাসী লোক। সম্মুখে চাহিয়া দেখি, সীমা নাই! পদতলে চাহিয়া দেখি, সেইখানেই সীমার আরম্ভ। আমরা যে উপকূলে দাঁড়াইয়া আছি, তাহাই বস্তু, তাহাই ইন্দ্রিয়। তাহার চতুর্দ্দিকে ভাষার অনধিগম্য সমুদ্র। এ ক্ষুদ্র উপকূলে আমাদের হৃদয়ের বাসস্থান নয়। যখন কাজকর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া সন্ধ্যাবেলা এই সমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁড়াই, তখন মনে হয়, যেন ওই সমুদ্রের পরপারে কোথায় আমাদের জন্মভূমি,—কে জানে কোথায়? ওই যে, দূর দিগন্তে সূর্য্যের মৃদু রশ্মি-রেখা দেখা যাইতেছে, তাহা যেন আমাদের জন্মভূমির দিক হইতে আসিতেছে। সে জন্মভূমির সকল কথা ভুলিয়া গেছি, অথচ তাহার ভাবটা মাত্র মনে আছে—অতি স্বপ্নময়, অতি অস্ফুট ভাব। ইচ্ছা করে ঐ সমুদ্রে সাঁতার দিই, সেই দূর দ্বীপ হইতে বাতাস ধীরে ধীরে আসিয়া আমাদের গাত্র স্পর্শ করে, সেই দূর দিগন্তের অস্ফুট সূর্য্য-কিরণের দিকে আমাদের নেত্র থাকে, আর আমাদের পশ্চাতে এই ধূলিময়, কীটময়, কোলাহলময় উপকূল পড়িয়া থাকে। সাঁতার দিতে দিতে মনে হয় যেন পশ্চাতের উপকূল আর দেখা যাইতেছে না ও সম্মুখে সেই দূর দেশের তট-রেখা যেন এক একবার দেখা যাইতেছে ও আবার মিলাইয়া যাইতেছে। সমস্ত দিন কাজকর্ম্ম করিয়া আমরা বিশ্রামের জন্য কোথায় আসিব? এই সমুদ্র-কূলেই কি নহে? সমস্ত দিন দোকান

বাজারের মধ্যে, রাস্তা গলির মধ্যে থাকিয়া দুই দণ্ড কি মুক্ত বায়ু সেবন করিতে আসিব না? আমরা জানি যে, যেখানে সীমা আরম্ভ সেইখানেই আমাদের কাজকর্ম যুঝাযুঝি ও অসীমের দিকে আমাদের বিশ্রামের স্থল আছে, সেই দিকেই কি আমরা মাঝে মাঝে নেত্র ফিরাইব না? সে অসীমের দিকে চাহিলে যে অবিমিশ্রিত সুখ হয় তাহা নহে, কোমল বিষাদ মনে আসে। কারণ, সেদিকে চাহিলে আমাদের ক্ষুদ্রতা আমাদের অসম্পূর্ণতা চোখে পড়ে, সংশয়ান্ধকারে আচ্ছন্ন প্রকাণ্ড রহস্যের মধ্যে নিজেকে রহস্য বলিয়া বোধ হয়—সে রহস্য ভেদ করিতে গিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসি। সমুদ্রে সাঁতার দিতে ইচ্ছা হয়, অথচ তাহা আমাদের সাধ্যের অতীত! অনেক উপকূলবাসী চিরজীবন এই উপকূলের কোলাহলে কাটাইয়াছেন, অথচ এই সমুদ্র-তীরে আসেন নাই, সমুদ্রের বায়ু সেবন করেন নাই। তাঁহাদের হৃদয় কখন স্বাস্থ্য লাভ করে না। হৃদয়কে এই সমুদ্র-তীরে আনয়ন করা, এই সমুদ্রের বক্ষে ভাসমান করা ভাবগত কবিতার কাজ। ভাবগত কবিতায় হৃদয়ের স্বাস্থ্য সম্পাদন করে। ইন্দ্রিয়জগৎ হইতে মনকে আর এক জগতে লইয়া যায়। দৃশ্যমান জগতের সহিত সে জগতের সাদৃশ্য থাকুক্ বা না থাকুক্ সে জগৎ সত্য জগৎ, অলীক জগৎ নহে।

ভাবুক লোক মাত্রেই অনুভব করিয়াছেন যে, আমরা মাঝে মাঝে এক প্রকার বিষণ্ণ সুখের ভাব উপভোগ করি, তাহা কোমল বিষাদ, অপ্রখর সুখ। তাহা আর কিছু নয়, সীমা হইতে অসীমের প্রতি নেত্রপাত মাত্র। কোন্ কোন্ সময়ে আমাদের হৃদয়ে ঐ প্রকার ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলেই উক্ত বাক্যের সত্যতা প্রমাণ হইবে। জ্যোৎস্না-রাত্রে, দূর হইতে সঙ্গীতের সুর শুনিলে, সুখস্পর্শ বসন্তের বাতাস বহিলে, পুষ্পের ঘ্রাণে আমাদের হৃদয় কেমন আকুল হইয়া উঠে, উদাস হইয়া যায়। কিন্তু জ্যোৎস্না, সঙ্গীত, বসন্ত-বায়ু, সুগন্ধের ন্যায় সুখসেব্য পদার্থের উপভোগে আমাদের হৃদয় অমন আকুল হয় কি কারণে? কেন, সুমিষ্ট দ্রব্য আহার করিলে বা সুস্নিগ্ধ জলে স্নান করিলে ত আমাদের মন ঐরূপ উদাস ও আকুল হইয়া উঠে না! যখন আহার করি তখন সুস্বাদ ও উদর-পূর্ত্তির সুখমাত্র অনুভব করি, আর কিছু নয়। কিন্তু জ্যোৎস্না-রাত্রে কেবলমাত্র যে নয়নের পরিতৃপ্তি হয় তাহা নহে, জ্যোৎস্নায় একটা কি অপরিস্ফুট ভাব মনে আনয়ন করে। যতটুকু সম্মুখে আছে কেবল ততটুকু মাত্রই যে উপভোগ করি তাহা নহে, একটা অবর্ত্তমান রাজ্যে গিয়া পৌঁছাই। তাহার কারণ এই যে, জ্যোৎস্না উপভোগ করিয়া আমাদের তৃপ্তি হয় না। চারিদিকে জ্যোৎস্না দেখিতেছি অথচ জ্যোৎস্না আমরা পাইতেছি না। ইচ্ছা করে, জ্যোৎস্নাকে আমরা সর্ব্বতোভাবে উপভোগ করি, জ্যোৎস্নাকে আমরা আলিঙ্গন করি, কিন্তু

জ্যোৎস্নাকে ধরিবার উপায় নাই। বসন্ত-বায়ু হু হু করিয়া বহিয়া যায়। কে জানে কোথা হইতে বহিল! কোন্ অদৃশ্য দেশ হইতে আসিল, কোন্ অদৃশ্য দেশে চলিয়া গেল! আসিল, চলিয়া গেল, বড়ই ভাল লাগিল; কিন্তু তাহাকে দেখিলাম না, শুনিলাম না, সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত করিতেই পারিলাম না। শরীরে যে স্পর্শ হইল, তাহা অতি মৃদু স্পর্শ, কোমল স্পর্শ, কঠিন ঘন স্পর্শ নহে, কাজেই উপভোগে নানা প্রকার অভাব রহিয়া গেল। মধুর সঙ্গীতে মন কাঁদিয়া ওঠে সেই জন্যেই। আবার জ্যোৎস্না-রাত্রে সে সঙ্গীত পুষ্পের গন্ধের সঙ্গে, বসন্তের বাতাসের সঙ্গে দূর হইতে আসিলে মন উন্মত্ত করিয়া তুলে। অন্যান্য অনেক ঋতু অপেক্ষা বসন্ত ঋতুতে সকলি অপরিস্ফুট, মৃদু, কিছুই অধিক মাত্রায় নহে ;—

দক্ষিণের দ্বার খুলি মৃদু মন্দ গতি
বাহির হয়েছে কিবা ঋতুকুল পতি।
লতিকার গাঁটে গাঁটে ফুটাইছে ফুল,
অঙ্গে ঘেরি পরাইছে পল্লব দুকূল।
কি জানি কিসের লাগি হইয়া উদাস
ঘরের বাহির হ'ল মলয় বাতাস,
ভয়ে ভয়ে পদার্পয়ে তবু পথ ভুলে,
গন্ধমদে ঢলি পড়ে এ ফুলে ও ফুলে।
মনের আনন্দ আর না পারি রাখিতে,
কোথা হতে ডাকে পিক রসাল শাখীতে,
কুহু কুহু কুহু কুহু কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে,
ক্রমে মিলাইয়া যায় কানন গভীরে।

কোথা হইতে বাতাস উদাস হইয়া বাহির হইল, কোথায় সে যাইবে তাহার ঠিক নাই, অতি ভয়ে ভয়ে অতি ধীরে ধীরে তাহার পদক্ষেপ। কোকিল কোথা হইতে সহসা ডাকিয়া উঠিল এবং তাহার স্বর কোথায় যে মিলাইয়া গেল, তাহার ঠিকানা পাওয়া গেল না। এক দিকে উপভোগ করিতেছি আর এক দিকে তৃপ্তি হইতেছে না, কেন না উপভোগ্য সামগ্রীসকল আমাদের আয়ত্তের মধ্যে নহে। এক দিকে মাত্র সীমা, অন্য দিকে অসীম সমুদ্র। মনে হয়, যদি ঐ সমুদ্র পার হইতে পারি, তবে আমাদের বিশ্রামের রাজ্যে, সুখের রাজ্যে গিয়া পৌঁছাই। যদি জ্যোৎস্নাকে, যদি ফুলের গন্ধকে, যদি সঙ্গীতকে ও বসন্তের বাতাসকে পাই তবে আমাদের সুখের সীমা থাকে না। এই জন্যই যখন কবিরা জ্যোৎস্না, সঙ্গীত, পুষ্পের গন্ধকে শরীরবদ্ধ করেন,

তখন আমাদের এক প্রকার আরাম অনুভব হয়; মনে হয় যেন এইরূপই বটে, যেন এইরূপ হইলেই ভাল হয়!

So, young muser, I sat listening
To my Fancy's wildest word—
On a sudden, through the glistening
Leaves around a little stirred,
Came a sound, a sense of music,
Which was rather felt than heard.
Softly, finely, it enwound me—
From the world it shut me in—
Like a fountain falling round me
Which with silver water thin
Holds a little marble Naiad
sitting smilingly within.

সঙ্গীত যদি এইরূপ নির্ঝর হইত ও আমরা যদি তাহার মধ্যে বসিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি আনন্দই হইত; মুহূর্ত্তের জন্য কল্পনা করি যেন এইরূপই হইতেছে, এইরূপই হয়!

পৃথিবীতে না কি সকল সুখই প্রায় উপভোগ করিয়াই ফুরাইয়া যায়, ও অবশেষে অসন্তোষ মাত্র অবশিষ্ট থাকে; এই জন্যই যে সুখ আমরা ভাল করিয়া পাই না, যে সুখ আমরা শেষ করিতে পারি না, মনে হয় যেন সেই সুখ যদি পাইতাম, তবেই আমরা সন্তুষ্ট হইতাম। এমন লোক দেখা গিয়াছে, যে দূর হইতে সুকণ্ঠ শুনিয়া প্রেমে পড়িয়া গিয়াছে। কেন না তাহার মন এই বলে যে, অমন যাহার গলা না-জানি তাহাকে কেমন দেখিতে, ও তাহার মনটিও কত কোমল হইবে! ভাল করিয়া দেখিলে পৃথিবীর দ্রব্যে না কি নানা প্রকার অসম্পূর্ণতা দেখা যায়; কাহারো বা গলা ভাল মন ভাল নহে, নাক ভাল চোখ ভাল নহে, তাই আমরা বড় বিরক্ত, বড় অসন্তুষ্ট হইয়া আছি; সেই জন্যই দূর হইতে আমরা আধখানা ভাল দেখিলে তাড়াতাড়ি আশা করিয়া বসি বাকিটুকু নিশ্চয়ই ভাল হইবে। ইহা যদি সত্য হয় তবে দূরেই থাকি না কেন, কল্পনায় পূর্ণতার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করি না কেন, রক্ত মাংসের অত কাছে ঘেঁষিবার আবশ্যক কি? শরীর ও আয়তন যতই কম দেখি, অশরীরী ভাব যতই কল্পনা করি, বস্তুগত কবিতা যতই কম আহার করি ও ভাবগত কবিতা যতই সেবন করি, ততই ত ভাল।

ডি প্রোফণ্ডিস্।

টেনিস্‌নের রচিত উক্ত কবিতাটির যথেষ্ট আদর হয় নাই। কোন কোন ইংরাজ সমালোচক ইহাকে টেনিস্‌নের অযোগ্য বলিয়া মনে করেন, অনেক বাঙ্গালী পাঠক ইংরাজ সমালোচকদের ছাড়াইয়া উঠেন। ইংলণ্ডের হাস্যরসাত্মক সাপ্তাহিক পত্র "পঞ্চে" এই কবিতাটিকে বিদ্রূপ করিয়া De Rotundis নামক একটি পদ্য প্রকাশিত হয়। আমরা এরূপ বিদ্রূপ কোন মতেই অনুমোদন করি না। এরূপ ভাব ইংরাজদের ভাব। কোন একটি বিখ্যাত মহান্ ভাবের কবিতাকে বিদ্রূপ করা তাঁহারা আমোদের মনে করেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন, যে, কোন কবির সম্ভ্রান্ত পূজনীয় কবিতাকে অঙ্গহীন করিয়া রং চং মাখাইয়া ভাঁড় সাজাইয়া, রাস্তায় দাঁড় করাইয়া, দশ জন অলস লঘু-হৃদয় পথিকের দুই পাটি দাঁত বাহির করাইলে সে কবির পক্ষে অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়, ইহাতে ইংরাজ হৃদয়ের এক অংশের শোচনীয় অঙ্গহীনতা প্রকাশ পায়। আমাদের জাতীয় ভাব এরূপ নহে। যদি একজন বৃদ্ধ পূজনীয় ব্যক্তিকে অপদস্থ করিবার জন্য সভামধ্যে কেহ তাঁহার হৃদয়-নিঃসৃত কথাগুলি বিকৃত স্বরে উচ্চারণ করিয়া মুখভঙ্গী করিতে থাকে, তবে তাহাকে দেখিয়া রসিক পুরুষ মনে করিয়া যাহারা হাসে, তাহাদের ধোবা নাপিত বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

টেনিস্‌নের De Profundis কবিতাটি যে সমাদৃত হয় নাই, তাহার একটা কারণ, বিষয়টি অত্যন্ত গভীর, গুরুতর। আর একটা কারণ, ইহাতে এমন কতকগুলি ভাব আছে, যাহা সাধারণতঃ ইংরাজেরা বুঝিতে পারেন না, আমরাই সে সকল ভাব যথার্থ বুঝিবার উপযুক্ত। ইংরাজীবাগীশ শিক্ষিত বাঙ্গালীদের অনেকে ইংরাজী কাব্য দিশী ভাবে সমালোচনা করিতে ভয় পান। তাঁহারা বলেন, যদি ইংরাজ সমালোচকদের উক্তির সহিত দৈবাৎ অমিল হইয়া যায়! না হয়, তাহা হইল। ইংরাজ সমালোচকের কথা ইংরাজী হিসাবে যেরূপ সত্য, আমাদের দেশীয় সমালোচকের কথা আমাদের দেশী-হিসাবে তেমনি সত্য। উভয়ই বিভিন্ন অথচ উভয়ই সত্য হইতে পারে। গোলাপ ফুল যদি তাহার প্রতিবেশী পাতাকে সূর্য্যকিরণে সবুজ হইতে দেখিয়া মনে করে, সূর্য্যকিরণে আমারও সবুজ হওয়া উচিত ও সবুজ হইয়া উঠাই যদি তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ফুলমণ্ডলী তাহাকে পাগল বলিয়া আশঙ্কা করে।

De Profundis কবিতাটি কবির সন্তানের জন্মোপলক্ষে লিখিত। সন্তানের

জন্মোপলক্ষে লিখিত কবিতা সাধারণতঃ লোকে যে ভাবে পড়িতে যায়, এই কবিতায় সহসা তাহাতে বাধা পায়। কচি মুখ, মিষ্ট হাসি, আধ-আধ-কথা ইহার বিষয় নহে। একটি ক্ষুদ্রকায়া সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে মিষ্ট ভাব, কচি ভাব ব্যতীত আরেকটি ভাব প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা সকলের চোখে পড়ে না কিন্তু তাহা ভাবুক কবির চক্ষে পড়ে। সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে একটি অপরিসীম মহান্ ভাব, অপরিমেয় রহস্য আবদ্ধ আছে, টেনিস্‌ন্ তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন, সাধারণ পাঠকেরা তাহা বুঝিতে পারিতেছে না অথবা এই অচেনা ভাব হৃদয়ের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না।

Tennyson এই কবিতাটিকে "The Two Greetings" কহিয়াছেন। অর্থাৎ, ইহাতে তাঁহার সন্তানটিকে দুই ভাবে তিনি সম্ভাষণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, তাঁহার নিজের সন্তান বলিয়া; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার আপনাকে তফাৎ করিয়া। এক, তাহার মর্ত্ত্য জীবন ধরিয়া, আর এক তাহার অস্তিত্ব ধরিয়া। একটিতে, তাহাকে আংশিক ভাবে দেখিয়া, আর একটিতে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে দেখিয়া। তাঁহার সন্তানের মধ্যে তিনি দুইটি ভাগ দেখিতে পাইয়াছেন; একটি ভাগকে তিনি স্নেহ করেন, আর একটি ভাগকে তিনি ভক্তি করেন। প্রথম সম্ভাষণ স্নেহের সম্ভাষণ, দ্বিতীয় সম্ভাষণ ভক্তির। তাঁহার কবিতার এই উভয় ভাগেই কবি অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করিয়াছেন; এক দিগন্ত হইতে আর এক দিগন্তে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন।

প্রথম ভাগ। প্রথম, শিশু জন্মাইতেই তিনি ভাবিলেন, এ কোথা হইতে আসিল? বৈদিক ঋষি-কবিরা মহা অন্ধকারের রাজ্য হইতে দিগন্তপ্রসারিত সমুদ্র-গর্ভ হইতে তরুণ সূর্য্যকে উঠিতে দেখিয়া যেমন সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিতেন, এ কোথা হইতে আসিল, তেমনি সসম্ভ্রমে কবি জিজ্ঞাসা করিলেন, *এ কোথা হইতে আসিল?* তিনি বর্ত্তমান দেশকালের বন্ধন, সীমা অতিক্রম করিয়া কত দূরে, কত উচ্চে অতীতের মহা গঙ্গোত্রী-শিখরের দিকে ধাবমান হইলেন। কবির বিচরণের স্থান এমন আর কোথায়? তিনি দেখিলেন, এই শিশুটি যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই পৃথিবীরই সহোদর। মহা সৌরজগতের যমজ ভ্রাতা। তিনি তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "বৎস আমার, মহা-সমুদ্র হইতে, যেখানে যাহা-কিছু-ছিল-র মধ্যে যাহা-কিছু-হইবে (অর্থাৎ অতীতের মধ্যে ভবিষ্যৎ, অপরিস্ফুটতার মধ্যে পরিস্ফুটতা) কোটি কোটি যুগ যুগান্তর ধরিয়া অগণ্য আবর্ত্তমান জ্যোতিঃপুঞ্জের মহা-মরুর মধ্যে ঘূর্ণ্যমান হইতেছিল, তুমি সেইখান হইতে আসিতেছ। সেইখান হইতেই সূর্য্য আসিয়াছে, পৃথিবী ও চন্দ্র আসিয়াছে, এবং তাহার অন্যান্য গ্রহ সহোদরগণ আসিয়াছে।" অতীতের সেই উষা-গর্ভে কবি প্রবেশ করিয়াছেন, দেখিলেন অপরিস্ফুট পৃথিবীর কারণপুঞ্জ যেখানে

আবর্ত্তিত হইতেছে, আজিকার সদ্যোজাত শিশুটির কারণপুঞ্জ সেইখানে ঘুরিতেছে। উভয়ের বয়স এক; কেবল একজন ত্বরায় আমাদের চক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে, আর একজন প্রকাশিত হইতে বিলম্ব করিয়াছে।

Out of the deep, my child, out of the deep,
Where all that was to be, in all that was,
Whirl'd for a million æons thro' the vast
Waste dawn of multitudinous-eddying light—
Out of the deep, my child, out of the deep,
Thro' all this changing world of changeless law,
And every phase of ever-heightening life,
And nine long months of antenatal gloom,
With this last moon, this crescent—her dark orb
Touch'd with earth's light—thou comest, darling boy;

অতীতের কথা শেষ হইয়াছে, এখন বর্ত্তমানের কথা আসিতেছে। কবি শিশুটির পানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, অতীত কাল যাহাকে এত যত্নে লালন পালন করিয়া আসিয়াছে, সে কে? সে তাঁহারই প্রাণাধিক পুত্র। তাঁহারই পুত্রকে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারার সঙ্গে অতীত মাতা এক গর্ভে ধারণ করিয়াছে, এক জ্যোতির্ম্ময় দোলায় দোলাইয়াছে, এক স্তন পান করাইয়া পুষ্ট করিয়াছে, আজ তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিল। তাঁহার আজিকার এই প্রাণাধিক বৎস প্রকৃতির এত দিনকার যত্নের ধন। তাহাকে কহিলেন, "তুই আমাদের আপনার ধন। তোর সর্ব্বাংশ-সুন্দর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গঠন ভাবী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বয়স্ক পুরুষের ভবিষ্যৎ সূচনা করিতেছে। আমার স্ত্রীর ও আমার মুখ ও গঠন তোর মুখের ও গঠনের মধ্যে অচ্ছেদ্য-বন্ধনে বিবাহিত হইয়াছে।" কবি দেখিলেন, সে নিতান্তই তাঁহাদের। তাহার শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাঁহাদের উভয়ের হইতে গঠিত হইয়াছে। অবশেষে তাহার ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন ও কহিলেন;—

Live, and be happy in thyself, and serve
This mortal race thy kin so well, that men
May bless thee as we bless thee, O young life
Breaking with laughter from the dark; and may
The fated channel where thy motion lives
Be prosperously shaped, and sway thy course
Along the years of haste and random youth
Unshatter'd; then full-current thro' full man:

And last in kindly curves, with gentlest fall,
By quiet fields, a slowly-dying power,
To that last deep where we and thou are still.

এখন আর সে নিতান্তই তাঁহাদের নহে। এখন তাহার নিজত্ব বিকশিত হইয়াছে। এখন তাহার নিজের কাজ আছে। কবি তাহার মর্ত্ত্য জীবনের তিনটি অবস্থা সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথমে মর্ত্ত্য জীবনের আদি কারণ আলোচনা করিলেন, পরে তাহার জন্ম অর্থাৎ মনুষ্য শরীর ধারণ আলোচনা করিলেন ও পরে তাহার পার্থিব জীবন আলোচনা করিলেন। এইখানেই সমস্ত ফুরাইল। প্রথম সম্ভাষণ শেষ হইল। এই সম্ভাষণে কবি একটি মর্ত্ত্যের মনুষ্যকে সম্ভাষণ করিয়াছেন। যতক্ষণ সে মনুষ্য, ততক্ষণ সে তাঁহার। তাঁহাকে সমর্পণ করিবার জন্যই অতীত ইহ-কে গড়িয়াছে। গঠিত অবস্থায় দেখিলেন সে তাঁহারই মত। ইহাতে কেবল শরীর ও জীবনের কথাই আছে। "তুমি বাঁচিয়া থাক, তুমি কাজ কর, তোমার জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হউক, ও অবশেষে যথাসময়ে অতি ধীর-ক্রমে তাহার অবসান হউক।" ইহাই কবির সমস্ত সম্ভাষণের মর্ম্ম। কবি তাঁহার সন্তানের মর্ত্ত্য অংশকে সম্ভাষণ করিতেছেন, সুতরাং উপরি-উক্ত আশীর্ব্বচন মর্ত্ত্য জীবনের প্রতি সর্ব্বতোভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যাহা হউক, এইখানেই সমস্ত শেষ হইয়া যায়, জীবন আরম্ভ হইল জীবন শেষও হইল। তখন জীবনের সমাধি-স্তম্ভের উপর কবি দাঁড়াইয়া দূর দূরান্তরে দৃষ্টি চালনা করিলেন, দেখিলেন, জীবন শেষ হইল, তাঁহার সন্তান শেষ হইল, কিন্তু যে সূত্র বাহিয়া এই সন্তান আসিয়াছে, সেই সূত্রের শেষ হইল না। তিনি এখন দেখিলেন, অনন্ত পথের একজন পথিক, পথের মধ্যে অবস্থিত তাঁহার গৃহে, পৃথিবীতলে অতিথি হইয়াছে। এই আতিথ্য-জীবনকে সন্তান বলে, মনুষ্য বলে। আতিথ্য-জীবন ফুরায়, সন্তানও ফুরায়, মনুষ্যও ফুরায় কিন্তু পথিক ফুরায় না। প্রথমে তিনি সেই অতিথিকে সম্ভাষণ করিলেন, এখন সেই মহা-পান্থকে সম্ভাষণ করিতেছেন। এখন পৃথিবীর অতিথিকে নহে, মহাকালের অতিথিকে সম্ভাষণ করিলেন। এখন তিনি দেখিতেছেন যে, এই পথিক সৌর জগতেরও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। প্রথম সম্ভাষণে তিনি কোটি কোটি যুগ ও আবর্ত্তমান আলোকের নির্ম্মাণ-শালার উল্লেখ করিয়াছেন, অপরিবর্ত্তনীয় পরিবর্ত্তনের জগতে ক্রমোত্থানশীল জীবনের উল্লেখ করিয়াছেন—এবং কহিয়াছেন—

With this last moon, this crescent—her dark orb
Touch'd with earth's light—thou comest,"

অর্থাৎ মনুষ্যের জন্মও এইরূপ চন্দ্রকলার ন্যায়; তাহার একাংশ পৃথিবীর জীবন,

পৃথিবীর বুদ্ধি পাইয়া আলোকিত হয়। দ্বিতীয় ভাগে যাহাকে সম্ভাষণ করিতেছেন, তাহার কারণ আলোচনা করিতে গিয়া কবি সময়ের সংখ্যা গণনা করেন নাই, নির্ম্মাণের উপাদান উল্লেখ করেন নাই। এইবার তিনি কহিতেছেন—

Out of the deep, my child, out of the deep,
From that great deep, before our world begins,
Whereon the Spirit of God moves as he will—
Out of the deep, my child, out of the deep,
From that true world within the world we see,
Whereof our world is but the bounding shore—
Out of the deep, Spirit, out of the deep,
With this ninth moon, that sends the hidden sun
Down yon dark sea, thou comest, darling boy.

এবার কবি যে সমুদ্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আলোকের সমুদ্র নহে, অতীত বা ভবিষ্যৎ কালের দিকে তাহার উপকূল নাই, তাহা তিন কাল মগ্ন করিয়া বিরাজ করিতেছে। জগতের আত্মাকে তিনি উল্লেখ করিতেছেন। জগতের অন্তরস্থিত যথার্থ জগতের কথা বলিতেছেন। বাহ্য জগৎ সেই অন্তর্জ্জগতকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে মাত্র।

Out of the deep, Spirit, out of the deep,
With this ninth moon, that sends the hidden sun
Down yon dark sea, thou comest, darling boy.

সেই সমুদ্র হইতে তুমি আসিতেছ। জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যকে সমুদ্রতলে বিসর্জ্জন দিয়া ক্ষীণালোকে চন্দ্র উদিত হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও উদিত হইলে, তুমিও মহা-জ্যোতিকে বিসর্জ্জন করিয়া আসিলে। পূর্ব্বে যে মনুষ্যকে কবি সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, সে অপরিস্ফুটতর অবস্থা হইতে পরিস্ফুটতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবারে যে আত্মাকে সম্ভাষণ করিতেছেন সে পূর্ণ অবস্থা হইতে অপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

For in the world, which is not ours, They said
'Let us make man' and that which should be man,
From that one light no man can look upon,
Drew to this shore lit by the suns and moons
And all the shadows.

কি মহা রহস্য-পূর্ণ উক্তি! কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না, কিছুরই সীমা পাইতেছি না। "সে জগৎ আমাদের নহে।" সে কোন্ জগৎ? কে জানে কোন্

জগৎ। মহাকবি আদি কবির মনোজগৎ কি? "They said" তাহারা কহিল কাহারা? কে জানে কাহারা! তাঁহার মনোরাজ্যের অধিবাসীরা? তাঁহার ভাব-সমূহ, তাঁহার কল্পনা? এখানে সমস্তই রহস্য। কবি আলোকের রাজ্যে অন্ধ হইয়া দিশাহারা হইয়া গিয়াছেন, স্পষ্ট করিয়া কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। এই নিমিত্ত তাঁহার কথা অস্পষ্ট অথচ মহান্ ভাবপূর্ণ। আমরা কল্পনায় দেখিতে পাইতেছি, একটি মর্ত্যের শিশু বর্ণনার অতীত মহাজ্যোতির্ম্ময় অনন্ত রাজ্যের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে, কোথায় কি ঠাহর পাইতেছে না, চোখে ধাঁধা লাগিয়াছে, মন অভিভূত হইয়া গিয়াছে, মুখে কথা ফুটিতেছে না। তিনি কহিতেছেন, "যে জগৎ আমাদের নহে, সেই জগতে তাহারা কহিল—'আইস, আমরা মনুষ্য হই।'—ভাবী মনুষ্য, মনুষ্য-চক্ষুর অসহনীয় সেই এক-আলোক হইতে এই ছায়ালোকিত উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল।" One light এক পরমজ্যোতি হইতে তাহারা আসিতেছে। সেই জ্যোতির তাহারা অংশ। খৃষ্টান সমালোচকগণ এ সকল ভাব বুঝিবে কিরূপে?

O dear Spirit half-lost
In thine own shadow and this fleshly sign
That thou art thou—who wailest being born
And banish'd into mystery, and the pain
Of this divisible-indivisible world
Among the numerable-innumerable
Sun, sun, and sun, thro' finite-infinite space
In finite-infinite Time—our mortal veil
And shatter'd phantom of that infinite One,
Who made thee unconceivably Thyself
Out of His whole World-self and all in all—
Live thou!

হে আত্মা, তুমি কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছ? তুমি কি হইতে কি হইয়াছ! তুমি যে জগতে আসিয়াছ, তাহাকে ভাগ করিয়া শেষ করা যায়। তখন যে এক-জগতে ছিলে, তাহা গণনার জগৎ নহে। এখন যে জগতে আসিয়াছ, এখানে সূর্য্য নক্ষত্র গণনা করিয়া শেষ করা যায় না, তথাপি গণনা করা যায়। তখন অসীম দেশে অসীম কালে ছিলে, এখন যে দেশে যে কালে নির্ব্বাসিত হইয়াছ তাহার সীমা পাইতেছি না অথচ সীমা আছে। তাহা সীমা-বিভক্ত অসীম।

তুমি কি ছিলে কি হইয়াছ! তুমি ছিলে এক অসীমের মধ্যে, এখন তুমি তাঁহার চূর্ণ বিচূর্ণ উপচ্ছায়া মাত্র। কিন্তু এইখানেই তোমার শেষ নহে। তুমি অসীমের

নিকট হইতে অসীম দূরে আসিয়াছ ; তুমি অনন্তকাল ধরিয়া ক্রমশঃ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে। তোমাকে আর কি কহিব !—

Live thou ! and of the grain and husk, the grape
And ivyberry, choose ; and still depart
From death to death thro' life and life, and find
Nearer and ever nearer Him, who wrought
Not Matter, nor the finite-infinite,
But this main-miracle, that thou art thou,
With power on thine own act and on the world.

প্রথম সম্ভাষণে মনুষ্য-ভাবে তোমাকে কহিয়াছিলাম।

Live, and be happy in thyself, and serve
This mortal race thy kin...

বাঁচিয়া থাক, তুমি সুখী হও, তোমার স্বজাতীয় জীবদিগকে সুখী কর ও অবশেষে বিনা কষ্টে ধীরে ধীরে মৃত্যু লাভ কর। মানুষের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কি আশীর্ব্বাদ আছে! কিন্তু দ্বিতীয় সম্ভাষণে তোমাকে কহিতেছি—"বাঁচিয়া থাক।" এখানে বাঁচিয়া থাকার অর্থে মর্ত্ত্য জীবন নহে, অনন্ত চেতনা। জন্মে জন্মে যাহা ভাল তাহাই গ্রহণ কর, যাহা মন্দ তাহাই পরিত্যাগ কর। ও পদে পদে মৃত্যুর দ্বারসমূহ অতিক্রম করিয়া অমৃতের দিকে ধাবমান হও। দুইটি সম্ভাষণে দুই প্রকারের বিভিন্ন আশীর্ব্বাদ কেন করিলাম ? না, প্রথম বারে আমি বস্তু (matter) ও সসীম-অসীমকে সম্বোধন করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় বারে আমি তোকে সম্ভাষণ করিতেছি Who art "not Matter, nor the finite-infinite, but this main-miracle, that thou art thou, with power on thine own act and on the world."

সন্তানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কবি কি এক অনন্ত রাজ্যের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন! এই অনন্ত মন্দিরে গিয়া তিনি কাহাকে দেখিতে পাইলেন ? কি গান গাইয়া উঠিলেন ? বৈদিক ঋষিরা যে গান গাইয়াছেন।

Hallowed be Thy name—Halleluiah !—
Infinite Ideality !
Immeasurable Reality !
Infinite Personality !
Hallowed be Thy name—Halleluiah !

We feel we are nothing—for all is Thou and in Thee ;
We feel we are something—*that* also has come from Thee ;

We know we are nothing—but Thou wilt help us to be.
Hallowed be Thy name—Halleluiah !

অনন্ত ভাব। অপরিমেয় সত্য। অপরিসীম পুরুষ। অনন্ত ভাব আমাদের হইতে অত্যন্ত দূরবর্ত্তী। কিছুতেই তাহার কাছে যাইতে পারি না। অবশেষে সেই ভাব মাত্রকে যখন সত্য বলিয়া জানিলাম, তখন তিনি আমাদের আরো কাছে আসিলেন। কিন্তু তাঁহাকে কেবলমাত্র সত্য বলিয়া জানিয়া তৃপ্তি হয় না। কেবল মাত্র একটি অন্ধ কারণ, অন্ধ শক্তি, অন্ধ সত্য বলিয়া জানিলে সম্পূর্ণ জানা হয় না। যখন জানিলাম তিনি অসীম পুরুষ, তাঁহার নিজত্ব আছে, তখন তিনি আমাদের কাছে আসিলেন, তখন তাঁহাকে আমরা প্রীতি করিতে পারিলাম। তখন তাঁহাকে কহিলাম তোমার জয় হউক !

"We feel we are nothing—for all is Thou and in Thee ;" ইহা অতীতের কথা। যখন আমরা তোমার মধ্যে ছিলাম তখন আমরা অনুভব করিতাম না যে আমরা কিছু, সকলি তুমি। ইহাই আমাদের ভাব মাত্র। তোমার মধ্যে আমরা ভাব মাত্রে ছিলাম। অবশেষে তোমার কাছ হইতে যখন আসিলাম, তখন অনুভব করিতে লাগিলাম, আমরা কিছু, "We feel we are something—*that* also has come from Thee ;" ইহা বর্ত্তমানের কথা, ইহাই আমাদের সত্য। এখন আমরা কিছু হইয়াছি, আমরা সত্য হইয়াছি, "We know we are nothing—but Thou wilt help us to be." ইহা ভবিষ্যতের কথা। আমরা জানি আমরা কিছুই নই—তুমি আমাদের ক্রমশই গঠিত করিয়া তুলিতেছ, আমাদের ব্যক্ত করিয়া তুলিতেছ ! মৃত্যুর মধ্য দিয়া নূতন নূতন সত্য, নূতন নূতন জ্ঞান শিখাইয়া আমাদের পূর্ণ ব্যক্তি করিয়া তুলিতেছ। কোনও কালেই তাহা হইতে পারিব না, চিরকালই "Thou wilt help us to be." অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবার আনন্দ আমরা চিরকাল ভোগ করিব। তোমার জয় হউক। মর্ত্ত্য জীবনেও এই ক্রমোন্নতির তুলনা মিলে। মনুষ্য প্রথমে এক মহা বাষ্পরাশির মধ্যে, সমস্ত জগতের আদিভূতের মধ্যে মিলিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে পৃথক্ হইয়া মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিল। অবশেষে যতই সে বড় হইতে লাগিল, অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিল, ততই তাহার ব্যক্তিত্ব জন্মিতে লাগিল। এই ক্রম অনুসারেই কবি ঈশ্বরকে প্রথমে অনন্ত ভাব, পরে অপরিমেয় সত্য ও তৎপরে অপরিসীম পুরুষ বলিয়াছেন। এইখানে কবিতা শেষ হইল। ইহার পরে আর কোথায় যাইবে ? ইহাই চূড়ান্ত সীমা ! যাঁহারা একটা দৈত্যকে পর্ব্বত বলিলে, দৈত্যের যষ্টিকে শালবৃক্ষ

কহিলে মহান্ ভাবে হাঁ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে এত বড় কবিতার মহান্ ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন না, ইহাই আশ্চর্য্য। বস্তুগত মহান্ ভাব পর্য্যন্তই বোধ করি তাঁহাদের কল্পনার সীমা, বস্তুর অতীত মহান্ ভাব তাঁহারা আয়ত্ত করিতে পারেন না। তাহা যদি পারিতেন, তবে তাঁহারা এই ক্ষুদ্র কবিতাটিকে সমস্ত Paradise Lost-এর অপেক্ষা মহান্ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

কাব্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন।

য়ুরোপের সাহিত্যে মহাকাব্য লিখিবার কাল চলিয়া গিয়াছে। কোন কবি মহাকাব্য লিখেন না, অনেক পাঠক মহাকাব্য পড়েন না, অনেকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য বলিয়া পড়েন, অনেকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পড়েন। অনেক সমালোচক দুঃখ করিতেছেন, এখন আর মহাকাব্য লিখা হয় না, কবিত্বের যুগ চলিয়া গিয়াছে। অনেক পণ্ডিতের মত এই যে, সভ্যতার পাড়ে যতই চর পড়িবে, কবিত্বের পাড়ে ততই ভাঙ্গন ধরিবে! প্রমাণ কি? না, সভ্যতার অপরিণত অবস্থায় মহাকাব্য লেখা হইয়াছে, এখন আর মহাকাব্য লেখা হয় না। তাঁহাদের মতে, বোধ করি, এমন সময় আসিবে, যখন কোন কাব্যই লেখা হইবে না।

সভ্যতার সমস্ত অঙ্গে যেরূপ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, কবিতার অঙ্গেও যে সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইবে, ইহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কবিতা সভ্যতা-ছাড়া একটা আকাশ-কুসুম নহে। কবিতা নিতান্তই আস্‌মানদার নয়। তাহার সমস্ত ঘর বাড়িই আস্‌মানে নহে। তাহার জমিদারিও যথেষ্ট আছে।

সভ্যতার একটা লক্ষণ এই যে, দেশের সভ্য অবস্থায় এক জন ব্যক্তিই সর্ব্বেসর্ব্বা হয় না। দেশ বলিলেই এক জন বা দুই জন বুঝায় না, শাসনতন্ত্র বলিলে এক জন বা দুই জন বুঝায় না। ব্যক্তি নামিয়া আসিতেছে ও মণ্ডলী বিস্তৃত হইতেছে। এখন এক জন ব্যক্তিই লক্ষ লোকের সমষ্টি নহে। এখন শাসনতন্ত্র আলোচনা করিতে হইলে একটি রাজার খেয়াল, শিক্ষা ও মনোভাব আলোচনা করিলে চলিবে না; এখন অনেকটা দেখিতে হইবে, অনেককে দেখিতে হইবে। এখন যদি তুমি একটা যন্ত্রের একটা অংশ মাত্র দেখিয়া বল যে, এ ত খুব অল্প কাজই করিতেছে, তাহা হইলে তুমি ভ্রমে পড়িবে। সে যন্ত্রের সকল অঙ্গই পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

এখনকার সভ্য সমাজে দশটাকে মনে মনে তেরিজ কষিয়া একটাতে পরিণত কর। কবিতাও সে নিয়মের বহির্ভূত নহে। সভ্য দেশের কবিতা এখন যদি তুমি আলোচনা করিতে চাও, তবে একটা কাব্য, একটি কবির দিকে চাহিও না। যদি চাও ত বলিবে "এ কি হইল! এ ত যথেষ্ট হইল না! এ দেশে কি তবে এই কবিতা?" বিরক্ত হইয়া হয়ত প্রাচীন সাহিত্য অন্বেষণ করিতে যাইবে। যদি মহাভারত, কি রামায়ণ, কি গ্রীসীয় একটা কোন মহাকাব্য নজরে পড়ে, তবে বলিবে "পর্য্যাপ্ত হইয়াছে, প্রচুর হইয়াছে!" এক মহাভারত বা এক রামায়ণ পড়িলেই তুমি প্রাচীন সাহিত্যের সমস্ত ভাবটি পাইলে। কিন্তু এখন সে দিন গিয়াছে। এখন একখানা কবিতার বইকে আলাদা করিয়া পড়িলে পাঠের অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়। মনে কর ইংলণ্ড। ইংলণ্ডে যত কবি আছে সকলকে মিলাইয়া লইয়া এক বলিয়া ধরিতে হইবে। ইংলণ্ডে যে কবিতা-পাঠক-শ্রেণী আছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে এক একটা মহাকাব্য রচিত হইতেছে। তাঁহারা বিভিন্ন কবির বিভিন্ন কাব্যগুলি মনের মধ্যে একত্রে বাঁধাইয়া রাখিতেছেন। ইংলণ্ডের সাহিত্যে মানব-হৃদয় নামক একটা বিশাল মহাকাব্য রচিত হইতেছে, অনেক দিন হইতে অনেক কবি তাহার একটু একটু করিয়া লিখিয়া আসিতেছেন। পাঠকেরাই এই মহাকাব্যের বেদব্যাস। তাঁহারা মনের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া সন্নিবেশ করিয়া তাহাকে একত্রে পরিণত করিতেছেন। যে কেহ ইহার একটি মাত্র অংশ দেখেন অথবা সকল অংশগুলিকে আলাদা করিয়া দেখেন, তিনি নিতান্ত ভ্রমে পড়েন। তিনি বলেন, সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে কাব্য অগ্রসর হইতেছে না। তিনি কি করেন? না, একটি সাধারণতন্ত্রের শাসন-প্রণালীর প্রতিনিধিগণের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করিয়া দেখেন। দেখেন রাজার মত প্রভূত ক্ষমতা কাহারো হস্তে নাই, রাজার মত একাধিপত্য কেহ করিতে পায় না ও তৎক্ষণাৎ এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, "দেশের রাজ্যপ্রণালী ক্রমশই অবনত হইয়া আসিতেছে। সভ্যতা বাড়িতেছে বটে কিন্তু রাজ্যতন্ত্রের উন্নতি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। বরঞ্চ উল্টা!" কিন্তু সভ্যতা বাড়িতেছে বলিলেই বুঝায় যে, জ্ঞানও বাড়িতেছে কবিতাও বাড়িতেছে।

রাজ্যতন্ত্র যখন খুব জটিল ও বিস্তৃত হয়, তখন সাধারণতন্ত্রের বিশেষ আবশ্যকতা বাড়ে। যত দিন ছোটখাট সোজাসুজি রকম থাকে, তত দিন সাধারণতন্ত্রের ন্যায় অতবড় বিস্তৃত রাজ্য-প্রণালীর তেমন আবশ্যকতা থাকে না। এক রাজায় আর যখন চলে না, তখন সে রাজার দিন ফুরায়। য়ুরোপে তাহাই হইয়া আসিয়াছে। কবিতার রাজ্য অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে। বৃহত্তম অনুভাব হইতে অতি সূক্ষ্মতম অনুভাব, জটিলতম অনুভাব হইতে অতি বিশদতম অনুভাব সকল কবিতার মধ্যে

আসিয়া পড়িয়াছে। এখনকার কবিতায় এমন সকল ছায়া-শরীরী মৃদুস্পর্শ কল্পনা খেলায়, যাহা পুরাতন লোকদের মনেই আসিত না ও সাধারণ লোকেরা ধরিতে ছুঁইতে পারে না; এমন সকল গূঢ়তম তত্ত্ব কবিতায় নিহিত থাকে যাহা সাধারণতঃ সকলে কবিতার অতীত বলিয়া মনে করে। প্রাচীন কালে কবিতায় কেবল নলিনী মালতী মল্লিকা যুঁথি জাতি প্রভৃতি কতকগুলি বাগানের ফুল ফুটিত, আর কোন ফুলকে যেন কেহ কবিতার উপযুক্ত বলিয়াই মনে করিত না, আজ কাল কবিতায় অতি ক্ষুদ্রকায়া, সাধারণতঃ চক্ষুর অগোচর, তৃণের মধ্যে প্রস্ফুটিত সামান্য বনফুলটি পর্য্যন্ত ফুটে। এক কথায়—যাহাকে লোকে, অভ্যস্ত হইয়াছে বলিয়াই হউক্ বা চক্ষুর দোষেই হউক, অতি সামান্য বলিয়া দেখে, বা একেবারে দেখেই না, এখনকার কবিতা তাহার অতি বৃহৎ গূঢ়ভাব খুলিয়া দেখায়। আবার যাহাকে অতি বৃহৎ, অতি অনায়ত্ত বলিয়া লোকে ছুঁইতে ভয় করে, এখনকার কবিতায় তাহাকেও আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া দেয়। অতএব এখনকার উপযোগী মহাকাব্য একজনে লিখিতে পারে না, একজনে লিখেও না।

এখন শ্রম-বিভাগের কাল। সভ্যতার প্রধান ভিত্তিভূমি শ্রম-বিভাগ। কবিতাতেও শ্রম-বিভাগ আরম্ভ হইয়াছে। শ্রম-বিভাগের আবশ্যক হইয়াছে।

পূর্ব্বে একজন পণ্ডিত না জানিতেন এমন বিষয় ছিল না। লোকেরা যে বিষয়েই প্রশ্ন উত্থাপন করিত, তাঁহাকে সেই বিষয়েই উত্তর দিতে হইত, নহিলে আর তিনি পণ্ডিত কিসের? এক অরিষ্টটল দর্শনও লিখিয়াছেন, রাজ্য-নীতিও লিখিয়াছেন, আবার ডাক্তারিও লিখিয়াছেন। তখনকার সমস্ত বিদ্যাগুলি হ-য-ব-র-ল হইয়া একত্রে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া থাকিত। বিদ্যাগুলি একান্নবর্ত্তী পরিবারে বাস করিত, এক একটা করিয়া পণ্ডিত তাহাদের কর্ত্তা। পরস্পরের মধ্যে চরিত্রের সহস্র প্রভেদ থাক, এক অন্ন খাইয়া তাহারা সকলে পুষ্ট। এখন ছাড়াছাড়ি হইয়াছে, সকলেরই নিজের নিজের পরিবার হইয়াছে; একত্রে থাকিবার স্থান নাই; একত্রে থাকিলে সুবিধা হয় না ও বিভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তি সকল একত্রে থাকিলে পরস্পরের হানি হয়। কেহ যেন ইহাদের মধ্যে একটা মাত্র পরিবারকে দেখিয়া বিদ্যার বংশ কমিয়াছে বলিয়া না মনে করেন। বিদ্যার বংশ অত্যন্ত বাড়িয়াছে, একটা মাথায় তাহাদের বাসস্থান কুলাইয়া উঠে না। আগে যাহারা ছোট ছিল, এখন তাহারা বড় হইয়াছে। আগে যাহারা একা ছিল, এখন তাহাদের সন্তানাদি হইয়াছে।

যখন জটিল, লীলাময়, গাঢ়, বিচিত্র, বেগবান মনোবৃত্তিসকল সভ্যতা-বৃদ্ধির সহিত, ঘটনা-বৈচিত্র্যের সহিত, অবস্থার জটিলতার সহিত হৃদয়ে জন্মিতে থাকে, তখন

আর মহাকাব্যে পোষায় না। তখনকার উপযোগী মহাকাব্য লিখিয়া উঠাও এক জনের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সুতরাং তখন খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য আবশ্যক হয়। গীতিকাব্য মহাকাব্যের পূর্ব্বেও ছিল কি না সে পরে আলোচিত হইবে। এক মহাকাব্যের মধ্যে সংক্ষেপে, অপরিস্ফুট ভাবে অনেক গীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য থাকে, অনেক কবি সেইগুলিকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। শকুন্তলা, উত্তর-রাম-চরিত প্রভৃতি তাহার উদাহরণস্থল। গীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য যখন এত দূর বিস্তৃত হইয়া উঠে, যে, মহাকাব্যের অল্পায়তন স্থানে তাহারা ভাল স্ফূর্ত্তি পায় না, তখন তাহারা পৃথক্ হইয়া পড়ে। অতএব ইহাতে কবিতার অশুভ আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই।

প্রথমে সৌরজগৎ একটি বাষ্পচক্র ছিল মাত্র, পরে তাহা হইতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রহ উপগ্রহ সকল সৃজিত হইল। এখনকার মতন তখন বৈচিত্র্য ছিল না। আমাদের এই বিচিত্রতাময় খণ্ড ও গীতিকাব্য সমূহের বীজ মাত্র সেই সৌর মহাকাব্যের মধ্যে ছিল। কিন্তু তাহাই বলিয়া আমাদের মত বসন্ত বর্ষা ছিল না; কানন, পর্ব্বত, সমুদ্র ছিল না; পশু পক্ষী পতঙ্গ ছিল না; সকলেরই [illegible] কারণ মাত্র ছিল। এখন বিচ্ছিন্ন হইয়া সৌরজগৎ পরিপূর্ণতর হইয়াছে। ইহার কোন অংশ সেই মহা সৌর-চক্রের সমান নহে বলিয়া কেহ যেন না বলেন যে জগৎ ক্রমশই অসম্পূর্ণতর হইয়া আসিয়াছে। এখন সৌরজগতের মহত্ত্ব অনুধাবন করিতে হইলে এই বিচ্ছিন্ন, অথচ আকর্ষণ-সূত্রে বদ্ধ মহারাজ্যতন্ত্রকে একত্র করিয়া দেখিতে হইবে; তাহা হইলে আর কাহারো সন্দেহ থাকিবে না যে, এখনকার সৌরজগৎ পরিস্ফুটতর উন্নততর। জগতেরও উন্নতি-পর্য্যায়ের মধ্যে শ্রম-বিভাগ আছে। সৌরজগতের কাজ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, পৃথক্ পৃথক্ হইয়া কাজের ভাগ না করিলে কোন মতেই চলে না। যদি আধুনিক বিজ্ঞান-রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়াও কিয়দ্দূর যাওয়া যায়, যদি এই একত্র-সম্মিলিত বাষ্পরাশিগত অবস্থার পূর্ব্বেও আর কোন অবস্থা থাকে এমন অনুমান করা যায়, তবে তাহা নানা স্বতন্ত্র আদিভূত সমূহের অস্ফুট ভাবে পৃথক্ ভাবে বিশৃঙ্খল সঞ্চরণ, পরস্পর সংঘর্ষ। যাহাকে ইংরাজিতে chaos বলিয়া থাকে। প্রথমে বিশৃঙ্খল পার্থক্য, পরে একত্র সম্মিলন, ও তাহার পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ বিচ্ছেদ। আমাদের বুদ্ধির রাজ্যেও এই নিয়ম। প্রথমে কতকগুলা বিশৃঙ্খল পৃথক্ সত্য, পরে তাহাদের এক শ্রেণী বদ্ধ করা, ও তৎপরে তাহাদের পরিস্ফুট বিভাগ। সমাজেও এই নিয়ম। প্রথমে বিশৃঙ্খল পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি, পরে তাহাদের এক শাসনে দৃঢ়রূপে একত্রীকরণ, তাহার পরে প্রত্যেক ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত ও যথোপযুক্ত পরিমাণে সুশৃঙ্খল স্বাতন্ত্র্য, সুসংযত স্বাধীনতা; কবিতাতেও এ নিয়ম খাটে। প্রথমে ছাড়া ছাড়া বিশৃঙ্খল অস্ফুট

গীতোচ্ছ্বাস, পরে পুঞ্জীভূত মহাকাব্য, তাহার পরে বিচ্ছিন্ন পরিস্ফুট গীতসমূহ। সৌর-জগতের কবিতাকে যে ভাবে দেখা আবশ্যক, উন্নততর সাহিত্যের কবিতাকেও সেই ভাবে দেখা কর্ত্তব্য। নহিলে ভ্রমে পড়িতে হয়।

সভ্যতার জোয়ারের মুখে সমস্ত সমাজ তীরের মত অগ্রসর হইতেছে, কেবল কবিতাই যে উজান বাহিয়া উঠিতেছে এমন কেহ না মনে করেন। এখন বিশেষ ব্যক্তির (individual) গুরুত্ব লোপ পাইতেছে বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন যে, সংসার খাট হইয়া আসিতেছে। কারণ Tennyson বলিতেছেন—"The individual withers and the world is more and more."

একদল পণ্ডিত বলেন যে, যত দিন অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব থাকে তত দিন কবিতার শ্রীবৃদ্ধি হয়। অতএব সভ্যতার দিবসালোকে কবিতা ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। আচ্ছা, তাহাই মানিলাম। মনে কর কবিতা নিশাচর পক্ষী। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, জ্ঞানের অনুশীলন যতই হইতেছে, অজ্ঞানের অন্ধকার ততই বাড়িতেছে, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন? বিজ্ঞানের আলো আর কি করেন, কেবল "makes the darkness visible." বিজ্ঞান প্রত্যহ অন্ধকার আবিষ্কার করিতেছেন। অন্ধকারের মানচিত্র ক্রমেই বাড়িতেছে, বড় বড় বৈজ্ঞানিক কলম্বস্-সমূহ নূতন নূতন অন্ধকারের মহাদেশ বাহির করিতেছেন। নিশাচরী কবিতার পক্ষে এমন সুখের সময় আর কি হইতে পারে! সে রহস্য-প্রিয়, কিন্তু এত রহস্য কি আর কোন কালে ছিল! এখন একটা রহস্যের আবরণ খুলিতে গিয়া দশটা রহস্য বাহির হইয়া পড়িতেছে। বিধাতা রহস্য দিয়া রহস্য আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। একটা রহস্যের রক্তবীজকে হত্যা করিতে গিয়া তাহার লক্ষ লক্ষ রক্তবিন্দুতে লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ জন্মিতেছে। মহাদেব রহস্য-রাক্ষসকে এইরূপ বর দিয়া রাখিয়াছেন, সে তাঁহার বরে অমর।

যেমন, এমন ঘোরতর অজ্ঞ কেহ কেহ আছে, যে নিজের অজ্ঞতার বিষয়েও অজ্ঞ, তেমনি প্রাচীন অজ্ঞানের সময় আমরা রহস্যকে রহস্য বলিয়াই জানিতাম না। অজ্ঞানের একটা বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, সে রহস্যের একটা কল্পিত আকার আয়তন ইতিহাস ঠিকুজি কুষ্টি পর্য্যন্ত তৈরি করিয়া ফেলে, এবং তাহাই সত্য বলিয়া মনে করে। অর্থাৎ প্রাচীন কবিরা রহস্যের পৌত্তলিকতা সেবা করিতেন। এখনকার কবিরা জ্ঞানের অস্ত্রে তাহার আকার আয়তন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহাকে আরো রহস্য করিয়া তুলিতেছেন। এই নিমিত্ত প্রাচীন কালের অজ্ঞান অবস্থা কবিতার পক্ষে তেমন উপযোগী ছিল না। পৌরাণিক সৃষ্টিসমূহ দেখিলে আমাদের কথার প্রমাণ হইবে। বহুকাল চলিয়া আসিয়া এখন তাহা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে,

সুতরাং এখন তাহা কবিতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কারণ এখন তাহাতে আমাদের মনে নানা ভাবের উদ্রেক করে। কিন্তু পাঠকেরা যদি ভাবিয়া দেখেন, যে, এখনকার কোন কবি যথার্থ সত্য মনে করিয়া যেরূপ করিয়া উষা বা সন্ধ্যার একটা গড়ন বাঁধিয়া দেন, সকল লোকেই যদি তাহাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লয়, তাহা হইলে কবিতার রাজ্য কি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে! কত লোকে সন্ধ্যা ও উষাকে কল্পনায় কত ভাবে, কত আকারে দেখে, এক সময় এক রকম দেখে, আর এক সময়ে আর এক রকমে দেখে, কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ করিলে তাহাদের সকলেরই কল্পনার মধ্যে একটা বিশেষ ছাঁচ তৈরি করিয়া রাখা হয়; উষা ও সন্ধ্যা যখনি তাহার মধ্যে গিয়া পড়ে তখনি একটা বিশেষ আকার ধারণ করিয়া বাহির হয়।

যতই জ্ঞান বাড়িতেছে ততই কবিতার রাজ্য বাড়িতেছে। কবিতা যতই বাড়িতেছে কবিতার ততই শ্রম-বিভাগের আবশ্যক হইতেছে, ততই খণ্ডকাব্য গীতিকাব্যের সৃষ্টি হইতেছে।

চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি।

নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে ও প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব। যাহারা প্রকৃতির বহির্দ্বারে বসিয়া কবি হইতে যায়, তাহারা কতকগুলা বড় বড় কথা, টানাবোনা তুলনা ও কাল্পনিক ভাব লইয়া ছন্দ নির্ম্মাণ করে। মর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যে কল্পনা আবশ্যক করে, তাহাই কবির কল্পনা; আর গোঁজা-মিলন দিবার কল্পনা, না পড়িয়া পণ্ডিত হইবার, না অনুভব করিয়া কবি হইবার এক প্রকার গিল্‌টি-করা কল্পনা আছে, তাহা জালিয়াতের কল্পনা। যিনি প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কবি হইয়াছেন, তিনি সহজ কথার কবি, সহজ ভাবের কবি। কারণ যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তাহাকে দশ কথা বলিতে হয়, আর যিনি সত্য বলেন, তাঁহাকে এক কথার বেশী বলিতে হয় না। তেমনি যিনি অনুভব করিয়া বলেন তিনি দুটি কথা বলেন, আর যে অনুভব না করিয়া বলে, সে পাঁচ কথা বলে অথচ ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব সহজ ভাষার, সহজ ভাবের, সহজ কবিতা লেখাই শক্ত, কারণ তাহাতে প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে হয়; সকলের প্রাণের

মধ্যেই যে ব্যক্তি আতিথ্য পায়, ফুল বল, মেঘ বল, দুঃখী বল, সুখী বল, সকলের প্রাণের মধ্যেই যাহার আসন আছে, সেই তাহা পারে। আর বড় বড় কথার মোটা মোটা ভাবের কবিতা লেখা সহজ, কারণ প্রাণের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও তাহা পারা যায়। বড় বড় কবির কবিতা অনেকের পক্ষে কুহেলিকাময়ী কেন? কারণ, তাঁহারা যাহা অনুভব করিয়াছেন, অধিক বকিয়া যে তাহা সহজ করিতে হইবে, ইহা তাঁহাদের মনেও হয় না; এবং তাঁহারা যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহা সকলে অনুভব করে নাই; কাজেই সকলের কাছে তাঁহাদের সে সহজ কথা নিতান্ত শক্ত হইয়া পড়ে। সহজ কথা লিখিয়াছেন বলিয়াই শক্ত। সহজ কথার গুণ এই যে, তাহা যতটুকু বলে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বলে। সে সমস্তটা বলে না। পাঠকদিগকে কবি হইবার পথ দেখাইয়া দেয়, যেদিকে কল্পনা ছুটাইতে হইবে, সেই দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেয় মাত্র, আর অধিক কিছু করে না। নিজে যাহা আবিষ্কার করিয়াছে, পাঠকদিগকেও তাহাই আবিষ্কার করাইয়া দেয়। যাহাদের কল্পনা কম, যাহাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতে হয়, তাহারা এরূপ কবিতার পাঠক নহে।

আমাদের চণ্ডিদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি যে সকল কবিতা লেখেন নাই, তাহারই জন্য কবি। তিনি এক ছত্র লেখেন ও দশ ছত্র পাঠকদের দিয়া লিখাইয়া লন। দুই একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দিলেই আমাদের কথা পরিস্ফুট হইবে।

"এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা,
কেমনে আইল বাটে?
আঙ্গিনার কোণে তিতিছে বঁধুয়া,
দেখিয়া পরাণ ফাটে।
সই কি আর বলিব তোরে,
বহু পুণ্য ফলে সে হেন বঁধুয়া,
আসিয়া মিলল মোরে।
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ,
বিলম্বে বাহির হৈনু,
আহা মরি মরি, সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু।
বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে,

কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে !"

রাধা শ্যামকে প্রথম দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে,
আঙ্গিনার কোণে তিতিছে বঁধুয়া
দেখিয়া পরাণ ফাটে !"

কিন্তু তাহার পরেই যে তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া সখীদের ডাকিয়া কহিলেন,

"সই, কি আর বলিব তোরে,
বহু পুণ্য ফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে !"

ইহার মধ্যে কতটা কথা রাধার মনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে ! কতটা কথা একেবারে বলাই হয় নাই ! প্রথমেই শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়া দুঃখ, তাহার পরেই সখীদের ডাকিয়া তাহাদের কাছে সুখের উচ্ছ্বাস, ইহার মধ্যে শৃঙ্খলটি কোথায় ? সে শৃঙ্খল পাঠকদিগকে গড়িয়া লইতে হয়। রাধা যা কহিল, তাহা ত সামান্য, কিন্তু রাধা যা কহিল না তাহা কতখানি ! যাহা বলা হইল না পাঠকদিগকে তাহাই শুনিতে হইবে। শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়া রাধার দুঃখ, ও শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়াই রাধার সুখ, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হইতেছে। রাধার হৃদয়ের এই তরঙ্গ-ভঙ্গ, এই উত্থানপতন, কত অল্প কথায় কত সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথম দুই ছত্রে শ্যামকে দেখিয়া দুঃখ, দ্বিতীয় দুই ছত্রে সুখ, তৃতীয় দুই ছত্রে আবার দুঃখ, চতুর্থ দুই ছত্রে আবার সুখ। রাধা হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। রাধা সুখে দুঃখে আকুল হইয়া পড়িয়াছে। শেষে রাধা এই মীমাংসা করিল, শ্যাম আমার জন্য কত কষ্ট পাইয়াছে, আমি শ্যামের জন্য ততোধিক কষ্ট স্বীকার করিয়া শ্যামের সে ঋণ পরিশোধ করিব।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।—

"সই, কেমনে ধরিব হিয়া ?
আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া !
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া,
এমতি করিল কে ?

আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমনি হউক্ সে!
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়,
সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পিরীতি
আর জানি কার হয়!
যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙ্গাইয়া
এমতি করিল কে?
আমার পরাণ যেমতি করিছে
সেমতি হউক্ সে!"

"আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমতি হউক্ সে!" এই কথাটার মধ্যে কতটা কথা আছে! রাধা সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর অভিশাপ খুঁজিয়া পাইল না। শত সহস্র অভিশাপের পরিবর্ত্তে সে কেবল একটি কথা কহিল। সে কহিল, "আমার পরাণ যেমন করিছে, তেমনি হউক্ সে!" ইহাতেই বুঝিতে পারিয়াছি রাধার পরাণ কেমন করিতেছে! ঐ এক "যেমন করিছে" শব্দের মধ্যে নিদারুণ কষ্ট প্রচ্ছন্ন আছে, সে কষ্ট বর্ণনা না করিলে যতটা বর্ণিত হয়, এমন আর কিছুতে না। উপরি-উক্ত পদটির মধ্যে রাধা দুইবার অভিশাপ দিতে গিয়াছে, কিন্তু উহার অপেক্ষা গুরুতর অভিশাপ সে আর কোন মতে খুঁজিয়া পাইল না। ইহাতেই রাধার সমস্ত হৃদয় দেখিতে পাইলাম।

বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডিদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডিদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডিদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডিদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডিদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতিও অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ, কিন্তু চণ্ডিদাসের হৃদয় আরো গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরো অধিক জানেন। তাঁহার প্রেম, "কিছু কিছু সুধা, বিষগুণা আধা," তাঁহার কাছে শ্যাম যে মুরলী বাজান, তাহাও "বিষামৃতে একত্র করিয়া।"

"কহে চণ্ডিদাস, 'শুন বিনোদিনী,
সুখ দুখ দুটি ভাই,

সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি,
দুখ যায় তার ঠাঁই' ।"

চণ্ডিদাস শতবার করিয়া বলিয়াছেন,

"যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি।"

"সদা জ্বালা যার, তবে সে তাহার মিলয়ে পিরীতিধন।" "অধিক জ্বালা যার তার অধিক পিরীতি।" ইত্যাদি। কিন্তু সেই চণ্ডিদাস আবার কহিয়াছেন,

"সই পিরীতি না জানে যারা,
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা?"

পিরীতি নামক যে জ্বালা, পিরীতি নামক যে দুঃখ, এ দুঃখ যাহারা না জানিয়াছে, তাহারা পৃথিবীতে কি সুখ পাইয়াছে? যখন রাধা কহিলেন,

"বিধি যদি শুনিত, মরণ হইত,
ঘুচিত সকল দুখ।"

তখন

"চণ্ডিদাস কয়, এমতি হইলে
পিরীতির কিবা সুখ!"

দুখই যদি ঘুচিল তবে আর সুখ কিসের? এত গম্ভীর কথা বিদ্যাপতি কোথাও প্রকাশ করেন নাই। যখন মিলন হইল তখন বিদ্যাপতির রাধা কহিলেন,

"দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল,
হরিমুখ হেরইতে সব দূর গেল।
যতহুঁ আছিল মঝু হৃদয়ক সাধ,
সো সব পূরল পিয়া পরসাদ।
রভস-আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল,
অধরহি পান বিরহ দূর গেল।
চিরদিনে বিহি আজ্ পূরল আশ,
হেরইতে নয়ানে নাহি অবকাশ।
ভনহ বিদ্যাপতি আর নহ আধি,
সমুচিত ঔখদে না রহে বেয়াধি।"

চিকিৎসক চণ্ডিদাসের মতে বোধ করি ঔষধেও এ ব্যাধির উপশম হয় না, অথবা

এ ব্যাধির সমুচিত ঔষধ নাই। কারণ চণ্ডিদাসের রাধা শ্যামে যখন মিলন হয় তখন "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" কিছুতেই তৃপ্তি নাই,

"নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি!"

যখন কোন ভাবনা নাই, যখন শ্যামকে পাইয়াছেন, তখনো রাধার ভয় যায় না;—

"এই ভয় উঠে মনে, এই ভয় উঠে,
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি ছুটে।
গড়ন ভাঙ্গিতে সই, আছে কত খল,
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল।
যথা তথা যাই আমি যত দূর পাই,
চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেকে জুড়াই।
সে হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়,
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়!
চণ্ডিদাস কহে, রাই, ভাবিছ অনেক,
তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে তিলেক।"

রাধা আগেভাগে অভিশাপ দিয়া রাখে, রাধা শূন্যের সহিত ঝগড়া করিতে থাকে! এমনি তাহার ভয় যে, তাহার মনে হয় যেন সত্যই তাহার শ্যামকে কে লইল। একটা অলীক আশঙ্কা মাত্রও প্রাণ পাইয়া তাহার সম্মুখে জীবন্ত হইয়া দাঁড়ায়, কাজেই রাধা তাহার সহিত বিবাদ করে। সে বলে,

"সে হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়।"

যদিও তাহার বঁধুকে এখনো কেহ ভাঙ্গায় নি, কিন্তু তা বলিয়া সে সুস্থির হইতে পারিতেছে কৈ?

যখন শ্যাম তাহার সম্মুখে রহিয়াছে, তখনো সে শ্যামকে কহিতেছে,—

"কি মোহিনী জান বঁধু, কি মোহিনী জান;
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন!
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি,
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি!
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।

কোন্ বিধি সিরজিল সোতের সেঁওলি,
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি।
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও,
মরিব তোমার আগে, দাঁড়াইয়া রও।”

রাধার আর সোয়াস্তি নাই। শ্যাম সম্মুখে রহিয়াছেন, শ্যাম রাধার প্রতি কোন উপেক্ষা প্রকাশ করেন নাই, তবুও রাধা একটা “যদি”-কে গড়িয়া তুলিয়া, একটা “যদি”-কে জীবন দিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। কহিল—

“বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও,
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।”

বঁধু নিদারুণ না হইতে হইতেই সে ভয়ে সশঙ্কিত। রাধার কি আর সুখ আছে?

একদিন রাধা গৃহে গঞ্জনা খাইয়া শ্যামের কাছে আসিয়া কাঁদিয়া কহিতেছে,

“তোমারে বুঝাই বঁধু, তোমারে বুঝাই,
ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন কেহ নাই।”

এত করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক কি? শ্যাম কি বুঝেন না? কিন্তু তবু রাধার সর্ব্বদাই মনে হয়, “কি জানি!” মনে হয়, শ্যামও পাছে আমাকে ডাকিয়া না শুধায়। যদিও শ্যামের সেরূপ ভাব দেখে নাই, তবুও ভয় হয়। তাই অত করিয়া আজ বুঝাইতে আসিয়াছে,—

“তোমারে বুঝাই বঁধু, তোমারে বুঝাই,
ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন কেহ নাই।
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে,
নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে।
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ?
মোর আগে দাঁড়াও, তোমার দেখিব চাঁদ মুখ।
খাইতে সোয়াস্তি নাই, নাহি টুটে ভুক,
কে মোর ব্যথিত আছে, কারে কব দুখ।”

রাধার এই উক্তির মধ্যে কত কথাই অব্যক্ত আছে। যেখানে রাধা বলিতেছেন,

“অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে,
নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে।”

এই দুই ছত্রের অর্থ এই, “আমাকে গৃহে সকলে গঞ্জনা করে, অতএব—” সে অতএব কি, তাহা কি কাহাকেও বলিতে হইবে? সেই অতএব যদি পূর্ণ না হয়

তবে রাধা বিষ খাইবে। "কে মোর ব্যথিত আছে, কারে কব দুখ ?" রাধা শ্যামের মুখ হইতে শুনিতে চায়, আমি তোমার ব্যথিত, আমি তোমার দুঃখ শুনিব! রাধা শ্যামকে কহিল না যে, তুমি আমার দুঃখে দুঃখ পাও, তুমি আমার ব্যথার ব্যথী হও, সে শুধু শ্যামের মুখ চাহিয়া কহিল, "কে মোর ব্যথিত আছে, কারে কব দুখ ?"

চণ্ডিদাসের কথা এই যে, প্রেমে দুঃখ আছে বলিয়া প্রেম ত্যাগ করিবার নহে। প্রেমের যা কিছু সুখ সমস্ত দুঃখের যন্ত্রে নিংড়াইয়া বাহির করিতে হয়।

"যেন মলয়জ ঘষিতে শীতল,
অধিক সৌরভময়,
শ্যাম বঁধুয়ার পিরীতি ঐছন,
দ্বিজ চণ্ডিদাস কয়!"

দুঃখের পাষাণে ঘর্ষণ করিয়া প্রেমের সৌরভ বাহির করিতে হয়। যতই ঘর্ষিত হইবে, ততই সৌরভ বাহির হইবে। চণ্ডিদাস কহেন প্রেম কঠোর সাধনা। কঠোর দুঃখের তপস্যায় প্রেমের স্বর্গীয় ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।

"পিরীতি পিরীতি সব জন কহে,
পিরীতি সহজ কথা ?
বিরিখের ফল নহে ত পিরীতি,
নাহি মিলে যথা তথা।
পিরীতি অন্তরে পিরীতি মন্তরে
পিরীতি সাধিল যে,
পিরীতি রতন লভিল সে জন,
বড় ভাগ্যবান সে।
পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে,
পরকে আপন করিতে পারিলে,
পিরীতি মিলয়ে তারে।
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাস,
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও,
থাকিলে পিরীতি আশ।"

পরকে আপন করিতে হইলে যে সাধনা করিতে হয়, যে তপস্যা করিতে হয়, সে

কি সাধারণ তপস্যা? যে তোমার অধীন নহে, তোমার নিজেকে তাহার অধীন করা; যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তোমার নিজেকে তাহার কাছে পরতন্ত্র করা; যাহার সকল বিষয়ে স্বাধীন ইচ্ছা আছে, তোমার নিজের ইচ্ছাকে তাহার আজ্ঞাকারী করা; সে কি কঠোর সাধন!

যখন রাধিকা কহিলেন,

"পিরীতি পিরীতি, কি রীতি মূরতি
হৃদয়ে লাগল সে,
পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে,
পিরীতি গড়ল কে?
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
না জানি আছিল কোথা!
পিরীতি কণ্টক হিয়ায় ফুটল,
পরাণ পুতলী যথা।
পিরীতি পিরীতি পিরীতি অনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল,
বিষম অনল নিবাইলে নহে,
হিয়ায় রহল শেল!"

তখন চণ্ডিদাস কহিলেন,

"চণ্ডিদাস বাণী শুন বিনোদিনি,
পিরীতি না কহে কথা,
পিরীতি লাগিয়ে পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলয়ে তথা!"

বিদ্যাপতির ন্যায় কবিগণ যাঁহারা সুখের জন্য প্রেম চান, তাঁহারা প্রেমের জন্য এতটা কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম। কিন্তু চণ্ডিদাস জগতের চেয়ে প্রেমকে অধিক দেখেন,

"পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর,
এ তিন ভুবন সার।"

কিন্তু ইহা বলিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইল না, দ্বিতীয় ছত্রে কহিলেন,

"এই মোর মনে হয় রাতি দিনে
ইহা বই নাহি আর!"

প্রেমের আড়ালে জগৎ ঢাকা পড়ে; শুধু তাহাই নহে,—

"পরাণ সমান পিরীতি রতন
জুকিনু হৃদয়-তুলে,
পিরীতি রতন অধিক হইল,
পরাণ উঠিল চুলে।"

চণ্ডিদাস হৃদয়ের তুলা-দণ্ডে মাপিয়া দেখিলেন, প্রাণের অপেক্ষা প্রেম অধিক হইল। এই ত জগৎগ্রাসী, প্রাণ হইতে গুরুতর প্রেম ইহা আবার নিত্যই বাড়িতেছে, বাড়িবার স্থান নাই, তথাপি বাড়িতেছে,

"নিতই নূতন পিরীতি দু জন,
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়;
ঠাঞি নাহি পায়, তথাপি বাড়ায়,
পরিণামে নাহি খায়!"

ইহার আর পরিণাম নাই।

এত বড় প্রেমের ভাব চণ্ডিদাস ব্যতীত আর কোন্ প্রাচীন কবির কবিতায় পাওয়া যায়? বিদ্যাপতির সমস্ত পদাবলীতে একটি মাত্র কবিতা আছে, চণ্ডিদাসের কবিতার সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে। তাহা শতবার উদ্ধৃত হইয়াছে, আবার উদ্ধৃত করি।

"সখি রে, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধু-যামিনী রভসে গোয়ায়নু,
না বুঝনু কৈছন কেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।
যত যত রসিক জন রস অনুমগন,
অনুভব কহে, না পেখে,

বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল একে।"

বিদ্যাপতির অনেক স্থলে ভাষার মাধুর্য্য, বর্ণনার সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু চণ্ডিদাসের নূতনত্ব আছে, ভাবের মহত্ত্ব আছে, আবেগের গভীরতা আছে। যে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি একেবারে মগ্ন হইয়া লিখিয়াছেন। তিনি নিজের রজকিনী প্রণয়িনী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করি,—

"শুন রজকিনী রামি,
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি।
তুমি বেদ-বাগিনী, হরের ঘরণী,
তুমি সে নয়নের তারা,
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা যাজনে,
তুমি সে গলার হারা।
রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়,
রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডিদাসে গায়।"

চণ্ডিদাসের প্রেম কি বিশুদ্ধ প্রেম ছিল! তিনি প্রেম ও উপভোগ উভয়কে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি প্রণয়িনীর রূপ সম্বন্ধে কহিয়াছেন "কামগন্ধ নাহি তায়!"

আর এক স্থলে চণ্ডিদাস কহিয়াছেন,

"রজনী দিবসে হব পরবশে,
স্বপনে রাখিব লেহা,
একত্র থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা।"

দিবস রজনী পরবশে থাকিব, অথচ প্রেমকে স্বপ্নের মধ্যে রাখিয়া দিব। একত্রে থাকিব অথচ তাহার দেহ স্পর্শ করিব না।—অর্থাৎ এ প্রেম বাহ্য জগতের দর্শন-স্পর্শনের প্রেম নহে, ইহা স্বপ্নের ধন, স্বপ্নের মধ্যে আবৃত থাকে, জাগ্রত জগতের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। ইহা শুদ্ধ মাত্র প্রেম, আর কিছুই নহে। যে কালে চণ্ডিদাস ইহা লিখিয়াছিলেন, ইহা সে কালের কথা নয়।

কঠোর ব্রত সাধনা স্বরূপে প্রেম সাধনা করা চণ্ডিদাসের ভাব, সে ভাব তাঁহার সময়কার লোকের মনোভাব নহে, সে ভাব এখনকার সময়ের ভাবও নহে, সে ভাবের কাল ভবিষ্যতে আসিবে। যখন প্রেমের জগৎ হইবে, যখন প্রেম বিতরণ করাই জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে; পূর্ব্বে যেমন যে যত বলিষ্ঠ ছিল সে ততই গণ্য হইত, তেমনি এমন সময় যখন আসিবে, যখন যে যত প্রেমিক হইবে সে ততই আদর্শস্থল হইবে, যাহার হৃদয়ে অধিক স্থান থাকিবে, যে যত অধিক লোককে হৃদয়ে প্রেমের প্রজা করিয়া রাখিতে পারিবে সে ততই ধনী বলিয়া খ্যাত হইবে, যখন হৃদয়ের দ্বার দিবারাত্রি উদ্ঘাটিত থাকিবে ও কোন অতিথি রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া না যাইবে, তখন কবিরা গাইবেন,

পিরীতি নগরে বসতি করিব,
পিরীতে বাঁধিব ঘর,
পিরীতি দেখিয়া পড়শি করিব,
তা বিনু সকলি পর।

বসন্তরায়।

কেহ কেহ অনুমান করেন, বসন্তরায় আর বিদ্যাপতি একই ব্যক্তি। এই মতের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু আছে কি না জানি না, কিন্তু উভয়ের লেখা পড়িয়া দেখিলে উভয়কে স্বতন্ত্র কবি বলিয়া আর সংশয় থাকে না। প্রথমত, উভয়ের ভাষায় অনেক তফাৎ। বিদ্যাপতির লেখায়—ব্রজভাষায় বাঙ্গালা মেশান, আর রায়বসন্তের লেখায়—বাঙ্গালায় ব্রজভাষা মেশান। ভাবে বোধ হয়, যেন, ব্রজভাষা আমাদের প্রাচীন কবিদের কবিতার আফিসের বস্ত্র ছিল। শ্যামের বিষয় বর্ণনা করিতে হইলেই অমনি সে আটপৌরে ধুতি চাদর ছাড়িয়া বৃন্দাবনী চাপকানে বত্রিশটা বোতাম আঁটিত ও বৃন্দাবনী শাম্‌লা মাথায় চড়াইয়া একটা বোঝা বহিয়া বেড়াইত। রায়বসন্ত প্রায় ইহা বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। তিনি খানিকক্ষণ বৃন্দাবনী পোষাক পরিয়াই অমনি—"দূর কর" বলিয়া ফেলিতেন! বসন্তরায়ের কবিতার ভাষাও যেমন, কবিতার ভাবও তেমন। সাদাসিধা; উপমার ঘনঘটা নাই; সরল প্রাণের সরল কথা; সে

কথা বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করিতে যাওয়াই মিথ্যা। কারণ, সরল প্রাণ বিদেশী ভাষায় কথা কহিতে পারেই না; তাহার ছোট ছোট সুকুমার কথাগুলি, তাহার সূক্ষ্ম, স্পর্শ-কাতর ভাবগুলি বিদেশী ভাষার গোলেমালে একেবারে চুপ করিয়া যায়, বিদেশী ভাষার জটিলতার মধ্যে আপনাদের হারাইয়া ফেলে। তখন আমরা ভাষাই শুনিতে পাই, উপমাই শুনিতে পাই, সে সুকুমার ভাবগুলির প্রাণ-ছোঁয়া কথা আর শুনিতে পাই না। এমন মানুষ ও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের দেখিলে মনে হয়, মানুষটা পোষাক পরে নাই, পোষাকটাই মানুষ পরিয়া বসিয়াছে। পোষাককে এমনি সে সমীহ করিয়া চলে যে, তাহাকে দেখিলে মনে হয়, আপনাকে সে পোষাক ঝুলাইয়া রাখিবার আল্‌না মাত্র মনে করে, পোষাকের দামেই তাহার দাম। আমার ত বোধ হয়, অনেক স্ত্রীলোকের অলঙ্কার ঘোমটার চেয়ে অধিক কাজ করে, তাহার হীরার সিঁথিটার দিকে লোকে এতক্ষণ চাহিয়া থাকে যে তাহার মুখ দেখিবার আর অবসর থাকে না। কবিতারও সেই দশা আমরা প্রায় মাঝে মাঝে দেখিতে পাই। বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডিদাসের তুলনা করিলেই টের পাওয়া যাইবে যে, বিদ্যাপতির অপেক্ষা চণ্ডিদাস কত সহজে সরল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। আবার বিদ্যাপতির সহিত বসন্তরায়ের তুলনা করিলেও দেখা যায়, বিদ্যাপতির অপেক্ষা বসন্ত-রায়ের ভাষা ও ভাব কত সরল। বসন্তরায়ের কবিতায় প্রায় কোনখানেই টানাবোনা তুলনা নাই, তাহার মধ্যে কেবল সহজ কথার যাদুগিরি আছে। যাদুগিরি নহে ত কি? কিছুই বুঝিতে পারি না, এ গান শুনিয়া প্রাণের মধ্যে কেন এমন মোহ উপস্থিত হইল, —কথাগুলিও ত খুব পরিষ্কার, ভাবগুলিও ত খুব সোজা, তবে উহার মধ্যে এমন কি আছে; যাহাতে আমার প্রাণে এতটা আনন্দ, এতটা সৌন্দর্য্য আনিয়া দেয়? এইখানে দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্‌। প্রথমে বিদ্যাপতির রাধা, শ্যামের রূপ কিরূপে বর্ণনা করিতেছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিই,—

এ সখি কি দেখনু এক অপরূপ,
শুনাইতে মানবি স্বপন স্বরূপ।
কমল যুগল পর চাঁদকি মাল,
তা পর উপজল তরুণ তমাল।
তা পর বেড়ল বিজুরী লতা,
কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা।
শাখা-শিখর সুধাকর পাঁতি,
তাহে নব পল্লব অরুণক ভাতি।

বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ,
তা পর কির থির করু বাস।
তা পর চঞ্চল খঞ্জন ষোড়,
তা পর সাপিনী ঝাঁপল মোড়।

আর বসন্তরায়ের রাধা শ্যামকে দেখিয়া কি বলিতেছেন ?

সজনি, কি হেরনু ও মুখ শোভা !
অতুল কমল সৌরভ শীতল,
অরুণ নয়ন অলি আভা।
প্রফুল্লিত ইন্দীবর বর সুন্দর
মুকুর-কান্তি মনোৎসাহা।
রূপ বরণিব কত ভাবিতে থকিত চিত,
কিয়ে নিরমল শশি-শোহা।
বরিহা বকুল ফুল অলিকুল আকুল,
চূড়া হেরি জুড়ায় পরাণ !
অধর বান্ধুলী ফুল শ্রুতি মণি কুণ্ডল
প্রিয় অবতংস বনান।
হাসিখানি তাহে ভায়, অপাঙ্গ ইঙ্গিতে চায়,
বিদগধ মোহন রায়।
মুরলীতে কিবা গায় শুনি আন নাহি ভায়
জাতি কুলশীল দিনু তায়।
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে দেখিলে না হিয়া বাঁধে,
অনুখন মদন তরঙ্গ।
হেরইতে চাঁদ মুখ মরমে পরম সুখ,
সুন্দর শ্যামর অঙ্গ।
চরণে নূপুর মণি সুমধুর ধ্বনি শুনি
ধরণীক ধৈরজ ভঙ্গ।
ও রূপ-সাগরে রস- হিলোলে নয়ন মন
আটকল রায় বসন্ত ॥

বিদ্যাপতি হইতে উদ্ধৃত কবিতাটি পড়িয়াই বুঝা যায়, এই কবিতাটি রচনা করিবার সময় কবির হৃদয়ে ভাবের আবেশ উপস্থিত হয় নাই। কতকগুলি টানাবোনা বর্ণনা

করিয়া গোটাকতক ছত্র মিলাইয়া দিয়াছেন। আমার বোধ হয়, যেন বিদ্যাপতি কৃষ্ণ হইয়া রাধার রূপ উপভোগ করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু রাধা হইয়া কৃষ্ণের রূপ উপভোগ করিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতির যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছি, উহা ব্যতীত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে বিদ্যাপতি-রচিত আর একটি মাত্র কৃষ্ণের রূপবর্ণনা আছে, তাহাও অতি যৎসামান্য। বসন্তরায়ের কৃষ্ণের বর্ণনা পড়িয়া দেখ। কবি এমনি ভাবে মুগ্ধ হইয়া গাহিয়া উঠিয়াছেন যে, প্রথম ছত্র পড়িয়াই আমাদের প্রাণের তার বাজিয়া ওঠে। "সজনি, কি হেরনু ও মুখ-শোভা!" শ্যামকে দেখিবামাত্রই যে বন্যার মত এক সৌন্দর্য্যের স্রোত রাধার মনে আসিয়া পড়িয়াছে, রাধার হৃদয়ে সহসা যেন একটা সৌন্দর্য্যের আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—একেবারে সহসা অভিভূত হইয়া রাধা বলিয়া উঠিয়াছে—"সজনি, কি হেরনু ও মুখ-শোভা!" আমরা রাধার সেই সহসা উচ্ছ্বসিত ভাব প্রথম ছত্রেই অনুভব করিতে পারিলাম। শ্যামকে দেখিবামাত্রই তাঁহার প্রথম মনের ভাব মোহ। প্রথম ছত্রে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। ইহার সমস্তটা আপ্লুত করিয়া একটা সৌন্দর্য্যের ভাব মাত্র বিরাজ করিতেছে। রাধা মাঝে মাঝে রূপ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু মনঃপূত না হওয়ায় ছাড়িয়া দিয়াছেন, বলিয়াছেন—"রূপ বরণিব কত ভাবিতে থকিত চিত।" তাহার রূপ কেমন তাহা আমি কি জানি, তাহার রূপ দেখিয়া আমার চিত্ত কেমন হইল, তাহাই আমি জানি। রাধা মাঝে মাঝে বর্ণনা করিতে যায়, অমনি বুঝিতে পারে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিলে খুব অল্পই বলা হয়, আমি যে কি আনন্দ পাইতেছি, সেটা তাহাতে কিছুতেই ব্যক্ত হয় না। শ্যামের রূপের আকৃতি ত সজনিরা সকলেই দেখিতে পাইতেছে, কিন্তু রাধা যে সেই রূপের মধ্যে আরো অনেকটা দেখিতে পাইয়াছে, যাহা দেখিয়া তাহার মনে কথার অতীত কথা সকল জাগিয়া উঠিয়াছে সেই অধিক-দেখাটা ব্যক্ত করিবে কিরূপে? সে কি তিল তিল বর্ণনা করিয়া? বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়া হতাশ হইয়া বর্ণনা বন্ধ করিয়া কেবল ভাবগুলি মাত্র ব্যক্ত করিতে হয়। হাসি বর্ণনা করিতে গিয়া "হাসি-খানি" বলিতে হয়, রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া মুরলীর গান মনে পড়ে। শ্যামের ভাব—রূপেতে হাসিতে গানেতে জড়িত একটি ভাব, পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টিগত একটি ভাব নহে। রাধা যে বলিয়াছেন, "হেরইতে চাঁদমুখ মরমে পরম সুখ" ঐ কথাটাই সত্য, নহিলে "ভুরু বাঁকা" বা "চোখ টানা" বা "নাক সোজা" ও সব কথা কোন কাজের কথাই নয়।

বিদ্যাপতি-রচিত রূপবর্ণনার সহিত বসন্তরায়-রচিত রূপবর্ণনার একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। বিদ্যাপতি রূপকে একরূপ চক্ষে দেখিতেছেন, আর বসন্তরায় তাহাকে আর

এক চক্ষে দেখিতেছেন। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, রূপ উপভোগ্য বলিয়া সুন্দর; আর বসন্তরায় কহিতেছেন, রূপ সুন্দর বলিয়া উপভোগ্য। ইহা সত্য বটে, সৌন্দর্য্য ও ভোগ একত্রে থাকে, কিন্তু ইহাও সত্য উভয়ে এক নহে। বসন্তরায় তাঁহার রূপবর্ণনায় যাহা কিছু সুন্দর তাহাই দেখাইয়াছেন, আর বিদ্যাপতি তাঁহার রূপবর্ণনায় যাহা কিছু ভোগ্য তাহাই দেখাইয়াছেন। উদাহরণ দেওয়া যাক্। বিদ্যাপতির—যেখান হইতে খুশী—একটি রূপবর্ণনা বাহির করা যাক্—

গেলি কামিনী গজবর গামিনী,
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুমসায়ক
কুহকী ভেল বর-নারী॥
জোরি ভুজ যুগ মোড় বেড়ল
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম-চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ চন্দ॥
উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল,
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরভাবে শরদ ঘন জনু
বেকত কয়ল সুমেরু॥
পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব,
টুটব বিরহ কওর।
চরণ যাবক হৃদয় পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর॥

এমন, একটা কেন, এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। আবার রায়বসন্ত হইতে দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাক্।

সই লো কি মোহন রূপ সুঠাম,
হেরইতে মানিনী তেজই মান॥
উজর নীলমণি মরকত ছবি জিনি
দলিতাঞ্জন হেন ভাল।
জিনিয়া যমুনা-জল নিরমল ঢলঢল
দরপণ নবীন রসাল॥

কিয়ে নবনীল নলিনী কিয়ে উতপল
জলধর, নহত সমান।
কমনীয়া কিশোর কুসুম অতি সুকোমল
কেবল রস নিরমাণ॥
অমল শশধর জিনি মুখ সুন্দর
সুরঙ্গ অধর পরকাশ,
ঈষৎ মধুর হাস সরসহি সম্ভাষ,
রায় বসন্ত পহু রঙ্গিণী বিলাস॥

ইহাতে কেবল ফুল, কেবল মধুর হাসি ও সরস সম্ভাষণ আছে, কেবল সৌন্দর্য্য আছে। এক শ্যামের সৌন্দর্য্য দেখিয়া জগতের সৌন্দর্য্যের রাজ্য উদ্ঘাটিত হইতে চাহে। যমুনার নিরমল ঢলঢল ভাব ফুটিয়া ওঠে, একে একে এককেটি ফুল শ্যামের মুখের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, (কারণ সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যকে কাছে ডাকিয়া আনে) ফুলের যাহা প্রাণের ভাব সে তাহা উন্মুক্ত করিয়া দেয়। বসন্তরায় এ সৌন্দর্য্য মুগ্ধ-নেত্রে দেখিয়াছেন, লালসা-তৃষিত নেত্রে দেখেন নাই! এমন, একটি কেন—রায়বসন্ত হইতে তাঁহার সমুদয় রূপবর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যায়—দেখান যায় যে, যাহা তাঁহার সুন্দর লাগিয়াছে, তাহাই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। রূপবর্ণনা ত্যাগ করা যাক্—সম্ভোগ-বর্ণনা দেখা যাক্। বিদ্যাপতি কেবল সম্ভোগ মাত্রই বর্ণনা করিয়াছেন, বসন্তরায় সম্ভোগের মাধুর্য্যটুকু, সম্ভোগের কবিত্বটুকু মাত্র বর্ণনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতি-রচিত "বিগলিত চিকুর মিলিত মুখ মণ্ডল" ইত্যাদি পদটির সহিত পাঠকেরা বসন্তরায়-রচিত নিম্নলিখিত পদটির তুলনা করুন।

বড় অপরূপ দেখিনু সজনি
নয়লি কুঞ্জের মাঝে,
ইন্দ্রনীল মণি কেতকে জড়িত
হিয়ার উপরে সাজে॥
কুসুম-শয়ানে মিলিত নয়ানে
উলসিত অরবিন্দ,
শ্যাম সোহাগিনী কোরে ঘুমায়লি
চাঁদের উপরে চন্দ॥
কুঞ্জ কুসুমিত সুধাকরে রঞ্জিত
তাহে পিককুল গান,

মরমে মদন বাণ দুঁহে অগেয়ান,
কি বিধি কৈল নিরমাণ ॥
মন্দ মলয়জ পবন বহে মৃদু
ও সুখ কো করু অন্ত।
সরবস-ধন দোঁহার দুঁহু জন,
কহয়ে রায় বসন্ত ॥

মৃদু বাতাস বহিতেছে, কুঞ্জে জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে, চাঁদনী রাত্রে কোকিল ডাকিতেছে, এবং সেই কুঞ্জে, সেই বাতাসে, সেই জ্যোৎস্নায়, সেই কোকিলের কুহুরবে, কুসুম-শয়ানে, মুদিত নয়ানে, দুটি উলসিত অলসিত অরবিন্দের মত শ্যামের কোলে রাধা—চাঁদের উপরে চাঁদ ঘুমাইয়া আছে। কি মধুর! কি সুন্দর! এত সৌন্দর্য্য স্তরে স্তরে একত্রে গাঁথা হইয়াছে—সৌন্দর্য্যের পাপড়ির উপরে পাপড়ি বিন্যাস হইয়াছে যে, সবসুদ্ধ লইয়া একটি সৌন্দর্য্যের ফুল, একটি সৌন্দর্য্যের শতদল ফুটিয়া উঠিয়াছে। "ও সুখ কো করু অন্ত" এমন মিলন কোথায় হইয়া থাকে!

বসন্তরায়ের কবিতায় আর একটি মোহমন্ত্র আছে, যাহা বিদ্যাপতির কবিতায় সচরাচর দেখা যায় না। বসন্তরায় প্রায় মাঝে মাঝে বস্তুগত বর্ণনা দূর করিয়া দিয়া এক কথায় এমন একটি ভাবের আকাশ খুলিয়া দেন, যে, আমাদের কল্পনা পাখা ছড়াইয়া উড়িয়া যায়, মেঘের মধ্যে হারাইয়া যায়! এক স্থলে আছে—"রায় বসন্ত কহে ওরূপ পিরীতিময়।" রূপকে পিরীতিময় বলিলে যাহা বলা হয়, আর কিছুতে তাহার অপেক্ষা অধিক বলা যায় না। যেখানে বসন্তরায় শ্যামের রূপকে বলিতেছেন—

কমনীয় কিশোর কুসুম অতি সুকোমল
কেবল রস নিরমাণ।

সেখানে কবি এমন একটি ভাব আনিয়াছেন, যাহা ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। সেই ধরা-ছোঁয়া দেয় না—এমন একটি ভাবকে ধরিবার জন্য কবি যেন আকুল ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। "কমনীয়" "কিশোর" "সুকোমল" প্রভৃতি কত কথাই ব্যবহার করিলেন, কিছুতেই কুলাইয়া উঠিল না—অবশেষে সহসা বলিয়া ফেলিলেন "কেবল রস নিরমাণ!" কেবল তাহা রসেই নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার আর আকার প্রকার নাই।

শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন ;—

আলো ধনি, সুন্দরি, কি আর বলিব ?
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব ?

তোমার মিলন মোর পুণ্য-পুঞ্জ-রাশি,
মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি !
আনন্দ-মন্দির তুমি, জ্ঞান শকতি,
বাঞ্ছাকল্পলতা মোর কামনা মূরতি।
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখময় ঠাম।
পাসরিব কেমনে জীবনে রাধা নাম ॥
গলে বনমালা তুমি, মোর কলেবর।
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর ॥

এমন প্রশান্ত উদার গম্ভীর প্রেম বিদ্যাপতির কোন পদে প্রকাশ পাইয়াছে কিনা সন্দেহ। ইহার কএকটি সম্বোধন চমৎকার। রাধাকে যে কৃষ্ণ বলিতেছেন—তুমি আমার কামনার মূর্ত্তি, আমার মূর্ত্তিমতী কামনা—অর্থাৎ তুমি আমার মনের একটি বাসনা মাত্র, রাধারূপে প্রকাশ পাইতেছ, ইহা কি সুন্দর! তুমি আমার গলে বনমালা, তোমাকে পরিলে আমার শরীর তৃপ্তি হয়;—না—তুমি তাহারো অধিক, তুমি আমার শরীর, আমাতে তোমাতে প্রভেদ আর নাই;—না, শরীর না, তুমি শরীরের চেয়েও অধিক, তুমি আমার প্রাণ, সর্ব্ব শরীরকে ব্যাপ্ত করিয়া যাহা রহিয়াছে, যাহার আবির্ভাবে শরীর বাঁচিয়া আছে, শরীরে চৈতন্য আছে, তুমি সেই প্রাণ;—রায়বসন্ত কহিলেন, না, তুমি তাহারো অধিক, তুমি প্রাণেরো গুরুতর, তুমি বুঝি প্রাণকে প্রাণ দিয়াছ, তুমি আছ বলিয়াই বুঝি প্রাণ আছে! ঐ যে বলা হইয়াছে "মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি!" ইহাতে হাসির মাধুর্য্য কি সুন্দর প্রকাশ পাইতেছে! বসন্তের বাতাসটি গায়ে যেমন করিয়া লাগে, সুদূর বাঁশীর ধ্বনি কানের কাছে যেমন করিয়া মরিয়া যায়, পদ্ম-মৃণাল কাঁপিয়া সরোবরে একটুখানি তরঙ্গ উঠিলে তাহা যেমন করিয়া তীরের কাছে আসিয়া মিলাইয়া যায়, তেমনি একটুখানি হাসি—অতি মধুর অতি মৃদু একটি হাসি মরমে আসিয়া লাগিতেছে; বাতাসটি গায়ে লাগিলে যেমন ধীরে ধীরে চোখ বুজিয়া আসে, তেমনিতর বোধ হইতেছে! হাসি কি কেবল দেখাই যায়? হাসি ফুলের গন্ধটির মত প্রাণের মধ্যে আসিয়া লাগে।

রাধা বলিতেছেন—

প্রাণনাথ, কেমন করিব আমি?
তোমা বিনে মন করে উচাটন
কে জানে কেমন তুমি!

না দেখি নয়ন ঝরে অনুক্ষণ,
দেখিতে তোমায় দেখি।
সোঙরণে মন, মূরছিত হেন
মুদিয়া রহিয়ে আঁখি ॥
শ্রবণে শুনিয়ে তোমার চরিত,
আন না ভাবিয়ে মনে।
নিমিষের আধ পাশরিতে নারি
ঘুমালে দেখি স্বপনে!
জাগিলে চেতন হারাই যে আমি
তোমা নাম করি কাঁদি।
পরবোধ দেই এ রায়-বসন্ত
তিলেক থির নাহি বাঁধি ॥

ইহার প্রথম দুটি ছত্রে ভাবের অধীরতা, ভাষার বাঁধ ভাঙ্গিবার জন্য ভাবের আবেগ কি চমৎকার প্রকাশ পাইতেছে! "প্রাণনাথ কেমন করিব আমি!" ইহাতে কতখানি আকুলতা প্রকাশ পাইতেছে! আমার প্রাণ তোমাকে লইয়া কি যে করিতে চায় কিছু বুঝিতে পারি না। এত দেখিলাম এত পাইলাম, তবুও প্রাণ আজও বলিতেছে "প্রাণনাথ কেমন করিব আমি!" বিদ্যাপতি বলিয়াছেন,

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল!

বিদ্যাপতি সমস্ত কবিতাটিতে যাহা বলিয়াছেন, ইহার এক কথায় তাহার সমস্তটা বলা হইয়াছে এবং তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধীরতা ইহাতে ব্যক্ত হইতেছে। "প্রাণনাথ কেমন করিব আমি!" দ্বিতীয় ছত্রে রাধা শ্যামের মুখের দিকে আকুল নেত্রে চাহিয়া কহিতেছেন "কে জানে কেমন তুমি!" যাহার এক তিল ঊর্দ্ধে উঠিলেই ভাষা মরিয়া যায়, সেই ভাষার শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া রাধা বলিতেছেন "কে জানে কেমন তুমি!"

আর এক স্থলে রাধা বলিতেছেন—

ওহে নাথ, কিছুই না জানি,
তোমাতে মগন মন দিবস রজনী।
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি,
পরাণ পুতলী তুমি জীবনের সখি!

অঙ্গ আভরণ তুমি শ্রবণ রঞ্জন,
বদনে বচন তুমি নয়নে অঞ্জন !
নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি,
রায় বসন্ত কহে পহু প্রেমরাশি !

ঠিক কথা বটে,—নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি ! যতই সময় পাওয়া যায়, ততই কাজ করা যায়। আমাদের হাতে "শতেক যুগ" নাই বলিয়া আমাদের অনেক কাজ অসম্পূর্ণ থাকে। শতেক যুগ পাইলে আমরা অনেক কাজ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারি। কিন্তু প্রেমের সময়-গণনা যুগ যুগান্তর লইয়া নহে। প্রেম নিমিখ লইয়া বাঁচিয়া থাকে, এই নিমিত্ত প্রেমের সর্ব্বদাই ভয়, পাছে নিমিখ হারাইয়া যায়। এক নিমিখে মাত্র আমি যে একটি চাহনি দেখিয়াছিলাম, তাহাই হৃদয়ের মধ্যে লালন করিয়া আমি শতেক যুগ বাঁচিয়া থাকিতে পারি ; আবার হয়ত আমি শতেক যুগ অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি, কখন আমার একটি নিমেষ আসিবে একটি মাত্র চাহনি দেখিব ! দৈবাৎ সেই একটি মুহূর্ত্ত হারাইলে আমার অতীত কালের শতেক যুগ ব্যর্থ হইল, আমার ভবিষ্যৎ কালের শতেক যুগ হয়ত নিষ্ফল হইবে। প্রতিভার স্ফূর্ত্তির ন্যায় প্রেমের স্ফূর্ত্তিও একটি মাহেন্দ্র ক্ষণ একটি শুভ মুহূর্ত্তের উপরে নির্ভর করে। হয়ত শতেক যুগ আমি তোমাকে দেখিয়া আসিতেছি, তবুও তোমাকে ভাল বাসিবার কথা আমার মনেও আসে নাই—কিন্তু দৈবাৎ একটি নিমিখ আসিল, তখন না জানি কোন্ গ্রহ কোন্ কক্ষে ছিল—দুই জনে চোখোচোখি হইল, ভাল বাসিলাম। সেই এক নিমিখ হয়ত পদ্মার তীরের মত অতীত শত যুগের পাড় ভাঙ্গিয়া দিল ও ভবিষ্যৎ শত যুগের পাড় গড়িয়া দিল। এই নিমিত্তই রাধা যখন ভাগ্যক্রমে প্রেমের শুভ-মুহূর্ত্ত পাইয়াছেন, তখন তাঁহার প্রতিক্ষণে ভয় হয় পাছে এক নিমিখ হারাইয়া যায়, পাছে সেই এক নিমিখ হারাইয়া গেলে শতেক যুগ হারাইয়া যায়। পাছে শতেক যুগের সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া সেই নিমিখের হারাণ রত্নটুকু আর খুঁজিয়া না পাওয়া যায় ! সেই জন্য তিনি বলিয়াছেন "নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি !"

এমন যতই উদাহরণ উদ্ধৃত হইবে, ততই প্রমাণ হইবে যে, বিদ্যাপতি ও বসন্ত-রায় এক কবি নহেন, এমন কি, এক শ্রেণীর কবিও নহেন।

বাউলের গান।

সঙ্গীত সংগ্রহ। বাউলের গাথা।

এমন কোন কোন কবির কথা শুনা গিয়াছে, যাঁহারা জীবনের প্রারম্ভ ভাগে পরের অনুকরণ করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন—অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, অনেক ভাল ভাল কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি শুনিলে মনে হয় যেন তাহা কোন একটি বাঁধা রাগিণীর গান, মিষ্ট লাগিতেছে, কিন্তু নূতন ঠেকিতেছে না। অবশেষে এইরূপ লিখিতে লিখিতে চারিদিক হাতড়াইতে হাতড়াইতে সহসা নিজের যেখানে মর্ম্ম-স্থান, সেই খানটি আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। আর তাঁহার বিনাশ নাই। এবার তিনি যে গান গাহিলেন, তাহা শুনিয়াই আমরা কহিলাম, বাঃ, এ কি শুনিলাম! এ কে গাহিল! এ কি রাগিণী! এত দিন তিনি পরের বাঁশি ধার করিয়া নিজের গান গাহিতেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণের সকল সুর কুলাইত না। তিনি ভাবিয়া পাইতেন না—যাহা বাজাইতে চাহি তাহা বাজে না কেন! সেটা যে বাঁশির দোষ! ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে খুঁজিতে খুঁজিতে সহসা দেখিলেন তাঁহার প্রাণের মধ্যেই একটা বাদ্য আছে। বাজাইতে গিয়া উল্লাসে নাচিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "এ কি হইল! আমার গান পরের গানের মত শোনায় না কেন? এত দিন পরে আমার প্রাণের সকল সুরগুলি বাজিয়া উঠিল কি করিয়া? আমি যে কথা বলিব মনে করি সেই কথাই মুখ দিয়া বাহির হইতেছে!" যে ব্যক্তি নিজের ভাষা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, যে ব্যক্তি নিজের ভাষায় নিজে কথা কহিতে শিখিয়াছে, তাহার আনন্দের সীমা নাই। সে কথা কহিয়া কি সুখীই হয়! তাহার এক একটি কথা তাহার এক একটি জীবিত সন্তান। ঘরের কাছে একটি উদাহরণ আছে। বঙ্কিম বাবু যখন দুর্গেশনন্দিনী লেখেন, তখন তিনি যথার্থ নিজেকে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। লেখা ভাল হইয়াছে, কিন্তু উক্ত গ্রন্থে সর্ব্বত্র তিনি তাঁহার নিজের সুর ভাল করিয়া লাগাইতে পারেন নাই। কেহ যদি প্রমাণ করে, যে, কোন একটি ক্ষমতাশালী লেখক অন্য একটি উপন্যাস অনুবাদ বা রূপান্তরিত করিয়া দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিয়াছেন, তবে তাহা শুনিয়া আমরা নিতান্ত আশ্চর্য্য হই না। কিন্তু কেহ যদি বলে, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, বা বঙ্কিম বাবুর শেষ-বেলাকার লেখাগুলি অনুকরণ, তবে সে কথা আমরা কানেই আনি না।

ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে যাহা খাটে, জাতি সম্বন্ধেও তাহাই খাটে। চারিদিক দেখিয়া

শুনিয়া আমাদের মনে হয় যে, বাঙ্গালী জাতির যথার্থ ভাষাটি যে কি, তাহা আমরা সকলে ঠিক ধরিতে পারি নাই—বাঙ্গালী জাতির প্রাণের মধ্যে ভাবগুলি কিরূপ আকারে অবস্থান করে, তাহা আমরা ভাল জানি না। এই নিমিত্ত আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় সচরাচর যাহা কিছু লিখিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে যেন একটি খাঁটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই না। পড়িয়া মনে হয় না, বাঙ্গালীতেই ইহা লিখিয়াছে, বাঙ্গালাতেই ইহা লেখা সম্ভব, এবং ইহা অন্য জাতির ভাষায় অনুবাদ করিলে তাহারা বাঙ্গালীর হৃদয়-জাত একটি নূতন জিনিষ লাভ করিতে পারিবে। ভাল হউক মন্দ হউক আজকাল যে সকল লেখা বাহির হইয়া থাকে, তাহা পড়িয়া মনে হয় যেন এমন লেখা ইংরাজিতে বা অন্যান্য ভাষায় সচরাচর লিখিত হইয়া থাকে বা হইতে পারে। ইহার প্রধান কারণ, এখনো আমরা বাঙ্গালীর ঠিক ভাবটি, ঠিক ভাষাটি ধরিতে পারি নাই! সংস্কৃতবাগীশেরা বলিবেন, ঠিক কথা বলিয়াছ, আজকালকার লেখায় সমাস দেখিতে পাই না, বিশুদ্ধ সংস্কৃত কথার আদর নাই, এ কি বাঙ্গালা! আমরা তাঁহাদের বলি, তোমাদের ভাষাও বাঙ্গালা নহে, আর ইংরাজিওয়ালাদের ভাষাও বাঙ্গালা নহে। সংস্কৃত ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই, আর ইংরাজি ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই, বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালীদের হৃদয়ের মধ্যে আছে। ছেলে কোলে করিয়া সহরময় ছেলে খুঁজিয়া বেড়ান যেমন, তোমাদের ব্যবহারও তেমনি দেখিতেছি। তোমরা বাঙ্গালা বাঙ্গালা করিয়া সর্ব্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, সংস্কৃত ইংরাজি সমস্ত ওলট্-পালট্ করিতেছ, কেবল একবার হৃদয়টার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখ নাই। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থে একটি গান আছে—

"আমি কে তাই আমি জানলেম না,
আমি আমি করি কিন্তু, আমি আমার ঠিক হইল না।
কড়ায় কড়ায় কড়ি গণি,
চার কড়ায় এক গণ্ডা গণি
কোথা হইতে এলাম আমি, তারে কই গণি!"

আমাদের ভাব, আমাদের ভাষা আমরা যদি আয়ত্ত করিতে চাই, তবে বাঙ্গালী যেখানে হৃদয়ের কথা বলিয়াছে, সেইখানে সন্ধান করিতে হয়।

যাঁহাদের প্রাণ বিদেশী হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা কথায় কথায় বলেন—ভাব সর্ব্বত্রই সমান। জাতি-বিশেষের বিশেষ সম্পত্তি কিছুই নাই। কথাটা শুনিতে বেশ উদার, প্রশস্ত। কিন্তু আমাদের মনে একটি সন্দেহ আছে। আমাদের মনে হয়, যাহার নিজের কিছু নাই, সে পরের স্বত্ব লোপ করিতে চায়। উপরে যে মতটি প্রকাশিত

হইল, তাহা চৌর্য্যবৃত্তির একটি সুশ্রাব্য ছুতা বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা ইংরাজি হইতে দুই হাতে লুট করিতে থাকেন, বাঙ্গালাটাকে এমন করিয়া তোলেন যাহাতে তাহাকে আর ঘরের লোক বলিয়া মনে হয় না, তাঁহারাই বলেন ভাষা-বিশেষের নিজস্ব কিছুই নাই, তাঁহারাই অম্লান বদনে পরের সোনা কানে দিয়া বেড়ান। আমারই যে নিজের সোনা আছে এমন নয়, কিন্তু তাই বলিয়া একটা মতের দোহাই দিয়া সোনাটাকে নিজের বলিয়া জাঁক করিয়া বেড়াই না। ভিক্ষা করিয়া থাকি, তাহাতেই মনে মনে ধিক্কার জন্মে, কিন্তু অমন করিলে যে স্পষ্ট চুরি করা হয়।

সাম্য এবং বৈষম্য, দুটাকেই হিসাবের মধ্যে আনা চাই। বৈষম্য না থাকিলে জগৎ টিকিতেই পারে না। সব মানুষ সমান বটে, অথচ সব মানুষ আলাদা। দুটো মানুষ ঠিক এক ছাঁচের, এক ভাবের পাওয়া অসম্ভব, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। তেমনি দুইটি স্বতন্ত্র জাতির মধ্যে মনুষ্য-স্বভাবের সাম্যও আছে, বৈষম্যও আছে। আছে বলিয়াই রক্ষা, তাই সাহিত্যে আদান প্রদান বাণিজ্য ব্যবসায় চলে। উত্তাপ যদি সর্ব্বত্র একাকার হইয়া যায়, তাহা হইলে হাওয়া খেলায় না, নদী বহে না, প্রাণ টেকে না। একাকার হইয়া যাওয়ার অর্থ ই পঞ্চত্ব পাওয়া। অতএব আমাদের সাহিত্য যদি বাঁচিতে চায়, তবে ভাল করিয়া বাঙ্গালা হইতে শিখুক।

ভাবের ভাষায় অনুবাদ চলে না। ছাঁচে ঢালিয়া শুষ্ক জ্ঞানের ভাষার প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করা যায়। কিন্তু ভাবের ভাষা হৃদয়ের স্তন্য পান করিয়া, হৃদয়ের সুখ দুঃখের দোলায় দুলিয়া মানুষ হইতে থাকে। সুতরাং তাহার জীবন আছে। ছাঁচে ঢালিয়া তাহার একটা নির্জ্জীব প্রতিমা নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে না, ও হৃদয়ের মধ্যে পাষাণ-ভারের মত চাপিয়া পড়িয়া থাকে। Force of Gravitation-কে ভারাকর্ষণ শক্তি বলিলে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু ইংরাজিতে Liberty, ও Freedom শব্দে যে ভাবটি মনে আসে, বাঙ্গালায় স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য শব্দে ঠিক সে ভাবটি আসে না, কোথায় একটুখানি তফাৎ পড়ে। ইংরাজিতে যেখানে বলে, "Free as mountain air," আমরা যদি সেইখানে বলি "পর্ব্বতের বাতাসের মত স্বাধীন," তাহা হইলে কি কথাটা প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করে? আমরা আজকাল ইংরাজির ভাবের ভাষাকে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতেছি—মনে করিতেছি ইংরাজি ভাবটি বুঝি ঠিক বজায় রাখিলাম, কিন্তু তাহার প্রমাণ কি? আমাদের সাহিত্যে এখন ইংরাজি-ওয়ালারা যাহা লেখেন, ইংরাজি-ওয়ালারাই তাহা পড়েন, ভাবগুলিকে মনে মনে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া লন—তাঁহাদের যাহা কিছু ভাল লাগে, ইংরাজির সহিত মিলিতেছে মনে করিয়া ভাল লাগে। কিন্তু যে ব্যক্তি

ইংরাজি বুঝে না, সে ব্যক্তিকে ঐ লেখা পড়িতে দাও, কথাগুলি তাহার প্রাণের মধ্যে যদি প্রবেশ করিতে পারে তবেই বুঝিলাম যে, হাঁ, ইংরাজি ভাবটা বাঙ্গালা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নহিলে অনুবাদ করিলেই যে ইংরাজি বাঙ্গালা হইয়া যাইবে, এমন কোন কথা নাই।

অতএব, বাঙ্গালা ভাব ও ভাবের ভাষা যতই সংগ্রহ করা যাইবে ততই যে আমাদের সাহিত্যের উপকার হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই সঙ্গীত-সংগ্রহের প্রকাশক বঙ্গসাহিত্যানুরাগী সকলেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

Universal love প্রভৃতি বড় বড় কথা বিদেশীদের মুখ হইতে বড়ই ভাল শুনায়, কিন্তু ভিখারীরা আমাদের দ্বারে দ্বারে সেই কথা গাহিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের কানে পৌঁছায় না কেন?

"আয় রে আয়, জগাই মাধাই আয়।
হরি-সঙ্কীর্ত্তনে নাচবি যদি আয়।
(ওরে) মার খেয়েচি না হয় আরো খাব;
ওরে তবু হরির নামটি দিব আয়
ওরে মেরেছে কলসীর কানা,
তাই বলে কি প্রেম দিব না আয়।"

বাউল বলিতেছে,

"সে প্রেম করতে গেলে মরতে হয়।
আত্ম-সুখীর মিছে সে প্রেমের আশয়।"

গোড়াতেই মরা চাই। আত্মহত্যা না করিলে প্রেম করা হয় না। (পূর্ব্বেই আর একটি গানে বলা হইয়াছে,—

"যার আমি মরেছে, তার সাধন হয়েছে,
কোটি জন্মের পুণ্যের ফল তার উদয় হয়েছে।")

তার পরে বলিতেছে,—

"যে প্রাণ ক'রে পণ পরে প্রেম-রতন
তার থাকে না যমের ভয়।"

যে মরে তার আর মরণের ভয় থাকে না। জগৎকে সে ভালবাসে এই জন্য সে জগৎ হইয়া যায়, সে একটি অতি ক্ষুদ্র "আমি" মাত্র নহে, যে যমের ভয় করিবে; সে সমস্ত বিশ্বচরাচর।

অপ্রেমিক বলিবে, এ প্রেমে লাভ কি? ফুলকে জিজ্ঞাসা কর না কেন, গন্ধ দান করিয়া তোমার লাভ কি? সে বলিবে গন্ধ না দিয়া আমার থাকিবার যো নাই, তাহাই আমার ধর্ম্ম। এই জন্য গন্ধ না দিতে পারিলে জীবন বৃথা মনে হয়। তেমনি প্রেমিক বলিবে মরণই আমার ধর্ম্ম, না মরিয়া আমার সুখ নাই।

"লোভী লোভে গণিবে প্রমাদ,
একের জন্য কি হয় আরের মরতে সাধ।"

বাউল উত্তর করিল,

"যার যে ধর্ম্ম, সেই পাবে সে কর্ম্ম,
প্রেমের মর্ম্ম কি অপ্রেমিকে পায়?"

বাউল বলিতেছে, সমস্ত জগতের গান শুনিবার এক যন্ত্র আছে—

"ভাবের আজগবি কল গৌরচাঁদের ঘরে—
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের খবর আন্‌ছে একতারে—
গো সখি, প্রেম-তারে।"

প্রেমের তারের মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তড়িৎ খেলাইতে থাকে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের খবর নিমিষের মধ্যে প্রাণের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহাকে তুমি ভালবাস, তাহার কাছে বসিয়া থাক, অদৃশ্য প্রেমের তার দিয়া তাহার প্রাণ হইতে তোমার প্রাণে বিদ্যুৎ বহিতে থাকে, নিমেষে নিমেষে তাহার প্রাণের খবর তোমার প্রাণে আসিয়া পৌঁছায়; তেমনি যদি জগতের প্রাণের সহিত তোমার প্রাণ প্রেমের তারে বাঁধা থাকে, তাহা হইলে জগতের ঘরের কথা সমস্তই তুমি শুনিতে পাও। প্রেমের মহিমা এমন করিয়া আর কে গাহিয়াছে!

জগতের প্রেমে আমরা কেন মজিতে চাহি না? আমরা আপনাকে বজায় রাখিতে চাই বলিয়া। আমরা চাই আমি বলিয়া এক ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিব, তাহাকে কোন মতে হাতছাড়া করিব না। জগৎকে বেষ্টন করিয়া চারিদিকে প্রেমের জাল পাতা রহিয়াছে। অহর্নিশি জগতের চেষ্টা তোমাকে তাহার সাহত এক করিয়া লইতে। জগতের ইচ্ছা নহে যে, তাহার কোন একটা অংশ, কোন একটা ঢেউ, স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া জগতের স্রোতকে ছুট্ করিয়া দিয়া উজানে বহিয়া যায়। সে চায় সকল ঢেউগুলি এক স্রোতে বহে, এক গান গায়; তাহা হইলেই সমস্ত জগতের একটি সামঞ্জস্য থাকে, জগতের মহাগীতের মধ্যে কোনখানে বেসুরা লাগে না। এই নিমিত্ত যে ব্যক্তি জগতের প্রতিকূলে আমি আমি করিয়া খাড়া থাকিতে চায়, সে ব্যক্তি বেশী দিন টিঁকিতে পারে না। ক্ষুদ্র নিজের মধ্যে নিজের অভাব পূর্ণ হয় না। অবশেষে

সে দুঃখে শোকে তাপে জর্জ্জর হইয়া জগতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হাঁপ ছাড়ে। এক গণ্ডূষ জলের মধ্যে মাছ কতক্ষণ তিষ্টিতে পারে? কিছু দিনের মধ্যেই তাহার খোরাক ফুরাইয়া যায়, জল দূষিত হইয়া পড়ে, সমুদ্রের জন্য তাহার প্রাণ ছট্‌ফট্ করে। তখন সমুদ্রে যদি না যাইতে পারে, বড় মাছ হইলে শীঘ্র মরে, ছোট মাছ হইলে কিছু দিন মাত্র টিঁকিয়া থাকে। তেমনি যাহাদের বড় প্রাণ তাহারা বেশী দিন নিজের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না, জগতে ব্যাপ্ত হইতে চায়। চৈতন্যদেব ইহার প্রমাণ। যাহাদের ছোট প্রাণ, তাহারা অনেক দিন নিজেকে লইয়া টিঁকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া চিরকাল পারিবে না। অনন্তকালের খোরাক আমার মধ্যে নাই। দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইয়া তাহারা বাহির হইয়া পড়ে। এত কথা যে বলিলাম তাহা নিম্নলিখিত গানটির মধ্যে আছে।

"ওরে মন পাখী, চাতুরী করবে বল কত আর!
বিধাতার প্রেমের জালে পড়বে না কি একবার!
সাবধানে ঘুরে ফিরে, থাক বাহিরে বাহিরে,
জাল কেটে পালাও উড়ে ফাঁকি দিয়ে বার বার।
তোমায় একদিন ফাঁদে পড়তে হবে, সব চালাকি ঘুচে যাবে,
অন্ন জল বিনে যখন করবে দুঃখে হাহাকার।"

গ্রন্থে প্রেমের গান এত আছে, এবং এক একটি গান শুনিয়া এত কথা মনে পড়ে, যে, সকল গান তুলিলে, সকল কথা বলিলে পুঁথি বাড়িয়া যায়।

প্রকাশকের সহিত এক বিষয়ে কেবল আমাদের ঝগড়া আছে। তিনি ব্রহ্মসঙ্গীত ও আধুনিক ইংরাজি-ওয়ালাদিগের রচনাকে ইহার মধ্যে স্থান দিলেন কেন? আমরা ত ভাল গান শুনিবার জন্য এ বই কিনিতে চাই না। অশিক্ষিত অকৃত্রিম হৃদয়ের সরল গান শুনিতে চাই। প্রকাশক স্থানে স্থানে তাহার বড়ই ব্যাঘাত করিয়াছেন।

আমরা কেন যে প্রাচীন ও ইংরাজিতে অশিক্ষিত লোকের রচিত সঙ্গীত বিশেষ করিয়া দেখিতে চাই তাহার কারণ আছে। আধুনিক শিক্ষিত লোকদিগের অবস্থা পরস্পরের সহিত প্রায় সমান। আমরা সকলেই একত্রে শিক্ষালাভ করি, আমাদের সকলেরই হৃদয় প্রায় এক ছাঁচে ঢালাই করা। এই নিমিত্ত আধুনিক হৃদয়ের নিকট হইতে আমাদের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি পাইলে আমরা তেমন চমৎকৃত হই না। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে যদি আমরা আমাদের প্রাণের একটা মিল খুঁজিয়া পাই তবে আমাদের কি বিস্ময়, কি আনন্দ! আনন্দ কেন হয়? তৎক্ষণাৎ সহসা মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্যুতালোকে আমাদের হৃদয়ের অতি বিপুল স্থায়ী প্রতিষ্ঠা-ভূমি দেখিতে পাই

বলিয়া। আমরা দেখিতে পাই মগ্নতরী হতভাগ্যের ন্যায় আমাদের এই হৃদয় ক্ষণস্থায়ী যুগ-বিশেষের অভ্যাস ও শিক্ষা নামক ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড আশ্রয় করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে না, অসীম মানব-হৃদয়ের মধ্যে ইহার নীড় প্রতিষ্ঠিত। ইহা দেখিলে আমাদের হৃদয়ের উপরে আমাদের বিশ্বাস জন্মে। আমরা তখন যুগের সহিত যুগান্তরের গ্রন্থনসূত্র দেখিতে পাই। আমার এই হৃদয়ের পানীয় এ কি আমার নিজেরই হৃদয়স্থিত সঙ্কীর্ণ কূপের পঙ্ক হইতে উত্থিত, না অভ্রভেদী মানব-হৃদয়ের গঙ্গোত্রী শিখর-নিঃসৃত, সুদীর্ঘ অতীত কালের শ্যামল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বিশ্বসাধারণের সেবনীয় স্রোতস্বিনীর জল! যদি কোন সুযোগে জানিতে পারি শেষোক্তটিই সত্য, তবে হৃদয় কি প্রসন্ন হয়! প্রাচীন কবিতার মধ্যে আমাদিগের হৃদয়ের ঐক্য দেখিতে পাইলে আমাদের হৃদয় সেই প্রসন্নতা লাভ করে। অতীত কালের প্রবাহধারা যে হৃদয়ে আসিয়া শুকাইয়া যায় সে হৃদয় কি মরুভূমি!

ঐ বুঝি এসেছি বৃন্দাবন।
আমায় বলে দে রে নিতাইধন॥
ওরে বৃন্দাবনের পশুপাখীর রব শুনি না কি কারণ!
ওরে বংশিবট, অক্ষয়বট, কোথা রে তমাল বন!
ওরে বৃন্দাবনের তরুলতা শুকায়েছে কি কারণ!
ওরে শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, কোথা গিরি গোবর্দ্ধন!

কেন এ বিলাপ! এ বৃন্দাবনের মধ্যে সে বৃন্দাবন নাই বলিয়া। বর্ত্তমানের সহিত অতীতের একেবারে বিচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া। তা যদি না হইত, যদি আজ সেই কুঞ্জের একটি লতাও দৈবাৎ চোখে পড়িত, তবে সেই ক্ষীণ লতাপাশের দ্বারা পুরাতন বৃন্দাবনের কত মাধুরী বাঁধা দেখিতাম।

সমস্যা।

আজকাল প্রায় এমন দেখা যায় অনেক বিষয়ে অনেক রকম মত উঠিয়াছে, কিন্তু কাজের সঙ্গে তাহার মিল হয় না। এমনও দেখা যায় অল্প বয়সে যাঁহারা পরমোৎসাহে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া সমাজের পরিবর্ত্তন সাধনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে তাঁহারাই পুরাতন প্রথা অবলম্বন করিয়া শান্তভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ

করিতেছেন। অনেকে ইহার কারণ এমন বলেন যে বাঙ্গালীদের কোন মতের বা কাজের উপরে যথার্থ অকৃত্রিম সুগভীর অনুরাগ নাই—মতগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য হৃদয়ের যতটা বলের আবশ্যক তাহা নাই। একথা যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহা নহে, কিন্তু ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি কারণ জুটিয়াছে।

সমাজ যখন সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় তখন মানুষ সবলে কাজ করিতে পারে না, যখন ডান পা একটি গর্ত্তের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া বাঁ পা কোথায় রাখিব ভাবিয়া পাওয়া যায় না, তখন দ্রুতবেগে চলা অসম্ভব। কিম্বা যখন মাথা টলমল করিতেছে কিন্তু পা শক্ত আছে, অথবা মাথার ঠিক আছে কিন্তু পায়ের ঠিকানা নাই—তখন যদি চলিবার বিশেষ ব্যাঘাত হয় তবে জমির দোষ দেওয়া যায় না। আমরা বঙ্গসমাজ নামক যে মাকড়সার জালে মাছির ন্যায় বাস করিতেছি, এখানে মতামত নামক আস্‌মানগামী ডানা দুটো খোলসা আছে বটে কিন্তু ছটা পা জড়াইয়া গেছে। ডানা আস্ফালন যথেষ্ট হইতেছে কিন্তু উড়িবার কোন সুবিধা হইতেছে না। এখানে ডানা দুটো কেবল কষ্টেরই কারণ হইয়াছে।

যেটা ভাল বলিয়া জানিলাম সেটা ভাল রকম হইয়া উঠে না—জ্ঞানের উপর বিশ্বাস হ্রাস হইয়া যায়। যে উদ্দেশ্যে যে কাজ আরম্ভ করিলাম পদে পদে তাহার উল্টা উৎপত্তি হইতে লাগিল, সে কাজে আর গা লাগে না।

আমাদের সমাজ যে উত্তরোত্তর জটিল সমস্যা হইয়া উঠিতেছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কেহ বলিতেছে বিধবাবিবাহ ভাল কেহ বলিতেছে মন্দ, কেহ বলিতেছে বাল্য-বিবাহ উচিত কেহ বলিতেছে অনুচিত, কেহ বলে পরিবারের একান্নবর্ত্তিতা উঠিয়া গেলে দেশের মঙ্গল কেহ বলে অমঙ্গল। আসল কথা, ভাল কি মন্দ কোনটাই বলা যায় না—কোথাও বা ভাল কোথাও বা মন্দ।

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজ যে এতটা ঘোলাইয়া গিয়াছে তাহার গুরুতর কারণ আছে। প্রাচীন কালে স্ত্রী পুরুষ বা সমাজের উচ্চনীচ শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার ন্যূনাধিক্য ছিল বটে কিন্তু শিক্ষার সাম্যও ছিল। সকলেরই বিশ্বাস, লক্ষ্য, আকাঙ্ক্ষা, রুচি ও ভাব এক প্রকারের ছিল। সমাজসমুদ্রের মধ্যে তরঙ্গের উঁচু-নীচু অবশ্যই ছিল কিন্তু তেলে জলের মত একটা পদার্থ ছিল না। পরস্পরের মধ্যে যে বিভিন্নতা ছিল তাহার ভিতরেও জাতীয় ভাবের একটি ঐক্য ছিল, সুতরাং এরূপ সমাজে জটিলতার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সে সমাজ সবল ছিল কি দুর্ব্বল ছিল, সে কথা হইতেছে না, কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য ছিল অর্থাৎ তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল; কিন্তু এখন সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া গেছে। সেই জন্য বাঁ কান এক শোনে ডান কান আর

শোনে, তুমি মাথা নাড়িতে চাহিলে, তোমার দুই পায়ের দুই বুড় আঙুল নড়িয়া উঠিল, এক করিতে আর হয়।

আমাদের দেশে ইংরাজি শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে বিজাতীয় প্রভেদ দাড়াইয়াছে। সুতরাং স্ত্রী পুরুষের মধ্যে, উচ্চ নীচের মধ্যে, প্রাচীন নবীনের মধ্যে অর্থাৎ বাপে বেটায় এক প্রকার জাতিভেদ হইয়াছে! যেখানে জাতিভেদ আছে অথচ নাই, সেখানে কোন কিছুর হিসাব ঠিক থাকে না। দুই বৃক্ষ দুই দিকে যদি মুখ করিয়া থাকে তাহাতে উদ্ভিদ্‌রাজ্যের কোন ক্ষতি হয় না—কিন্তু যেখানে ডালের সঙ্গে গুঁড়ির, আগার সঙ্গে গোড়ার মিল হয় না সেখানে ফুলের প্রত্যাশা করিতে গেলে আকাশ-কুসুম পাওয়া যায় এবং ফলের প্রত্যাশা করিতে গেলে কদলীও মিলে না।

আমাদের সমাজ যদি গাছপাকা হইয়া উঠিত তবে আর ভাবনা থাকিত না, তাহা হইলে আঁঠিতে খোসাতে এত মনান্তর, মতান্তর, অবস্থান্তর থাকিত না। কিন্তু হিন্দু-সমাজের শাখা হইতে পাড়িয়া বঙ্গসমাজকে বলপূর্ব্বক পাকান হইতেছে। ইহার একটা আশু উপকার এই দেখা যায় অতি শীঘ্রই পাক ধরে, গাছে পাঁচ দিনে যাহা হয় এই উপায়ে এক দিনেই তাহা হয়। বঙ্গসমাজেও তাহাই হইতেছে। বঙ্গসমাজের যে অংশে ইংরাজি সভ্যতার তাত লাগিতেছে সেখানটা দেখিতে দেখিতে লাল হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু শ্যামল অংশটুকুর সঙ্গে তাহার কিছুতেই বনিতেছে না। এরূপ ফলের মধ্যে সহজ নিয়ম আর খাটে না।

পুরুষদের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষা ব্যাপ্ত হইয়াছে, স্ত্রীলোকদের মধ্যে হয় নাই। শিক্ষার প্রভাবে পুরুষেরা স্থির করিয়াছেন বাল্য-বিবাহ দেশের পক্ষে অমঙ্গলজনক—ইহাতে সন্তান দুর্ব্বল হয়, অল্প বয়সে বহু পরিবারের ভারে সংসার-সাগরের অশ্রুপূর্ণ লোনাজলে হাবুডুবু খাইতে হয় ইত্যাদি। এই শিক্ষার গুণে তাঁহারা আত্মসংযমপূর্ব্বক নিজের ও দেশের দূর মঙ্গল অমঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অধিক বয়সে বিবাহ করিবার পক্ষে উপযোগী হন। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা এরূপ শিক্ষা পান নাই এবং অধিক বয়সে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুতও হন নাই। তাঁহারা অন্তঃপুরের পুরাতন প্রথার মধ্যে, ঠাট্টার সম্পর্কীয়দের চিরন্তন উপহাস বিদ্রূপের মধ্যে, বিবাহ প্রভৃতি গৃহকর্ম্মের নানাবিধ আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের মধ্যে আশৈশব লালিত পালিত হইয়াছেন। আপিসের অন্নের ন্যায় প্রত্যুষেই তাঁহাদিগকে খরতাপে চড়ান হইয়াছে, এবং ক্রমাগত গরম মসলা পড়িতেছে—চেষ্টা হইতেছে যাহাতে দশ, বড় জোর সাড়ে দশের আগেই রীতিমত 'ক'নে' পাকাইয়া তাঁহাদিগকে ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং

স্ত্রীলোকদের বাল্যবিবাহ আবশ্যক। কিন্তু পুরুষেরা অধিক বয়সে বিবাহ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলে মেয়েদের বর শীঘ্র জুটিবে না—তাঁহাদিগকে দায়ে পড়িয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া অধিকবয়স্ক পুরুষেরা নিতান্ত অল্পবয়স্ক কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মতও হইবেন না। অথচ বহু দিন অপেক্ষা করিবার মত অবস্থা ও শিক্ষা নহে—বিশেষতঃ প্রাচীনারা কন্যার বিবাহে বিলম্ব দেখিয়া বিবাহের আবশ্যকতা সম্বন্ধে রীতিমত আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেছেন। অনেকে বলিবেন, স্ত্রীশিক্ষাও ত প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু সে কি আর শিক্ষা? গোটা দুই ইংরাজি প্রাইমার গিলিয়া, এমন কি এণ্ট্রেন্সের পড়া পড়িয়াও কি কঠোর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ের শক্তি জন্মে? শত শত বৎসরের পুরুষানুক্রমবাহী সংস্কারের উপরে মাথা তুলিয়া উঠা অল্প শিক্ষা ও অল্প বলের কাজ নহে। রীতিমত স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হওয়া ও অন্তঃপুরের চিরন্তন আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হওয়া এখন অনেক দিনের কথা। অথচ বাল্যবিবাহের প্রতি বিদ্বেষ আজই জাগিয়া উঠিয়াছে। এখন কি করা যায়!

একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে বাস করিতেছি, অথচ বাল্যবিবাহ উঠাইতে চাই। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে অধিকবয়স্ক নূতন লোক প্রবেশ করিতে পারে না। চরিত্রগঠনের পূর্ব্বেই উক্ত পরিবারের সহিত লিপ্ত হওয়া চাই, নতুবা সেই নূতন লোক অচর্ব্বিত কঠিন খাদ্যের ন্যায় পরিবারের পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়া বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করে।

এই যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া গেল, তেমনি আরেক শ্রেণীর আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ইংরাজি শিক্ষা সত্ত্বেও কেহ কেহ এমন বিবেচনা করেন যে, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। বিধবাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকার অপেক্ষা মহত্ত্ব আর কি হইতে পারে? ইহাতে পরিবারের মধ্যে একটি পবিত্র আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা হয়।

যখন আজন্মকালের শিক্ষা ও উদাহরণের প্রভাবে বঙ্গনারী স্বামীকে দেবতা জ্ঞান করিত—স্বামীকেই স্ত্রীলোকের চরম গতি, পরম মুক্তির কারণ বলিয়া জানিত, তখন বিধবাদের ব্রহ্মচর্য্য পালন করা স্বাভাবিক ছিল, এবং না করা দূষ্য ছিল। কিন্তু সে শিক্ষা, সে উদাহরণ, সে ভাব চলিয়া যাইতেছে, তবে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত কিসের বলে দাঁড়াইবে। তাহা ছাড়া কেবল একটা বাহ্য অনুষ্ঠান পালন করার কোন ফল নাই, তাহার আভ্যন্তরিক ভাবেই তাহার মহত্ত্ব। এক কালে আমাদের সমাজ ভক্তি ও স্নেহের সূত্রেই গাঁথা ছিল। তখন পুত্র পিতাকে, শিষ্য গুরুকে, ছোট ভাই বড় ভাইকে, সমস্ত স্নেহাস্পদেরা সমস্ত গুরুজনদের অসীম ভক্তি করিত। সমাজের সে

অবস্থায় স্ত্রীও স্বামীকে দেবতা জ্ঞান করিত। সমাজের সমস্ত সুর এক হইয়া মিলিত। এখন স্বতন্ত্র শিক্ষার প্রভাবে সমাজের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ কতকটা একাকার হইয়া পড়িতেছে। এখন বড় ভাইকে ছোট ভাই, গুরুজনদিগকে স্নেহাস্পদেরা, এমন কি, পিতাকে পুত্র তেমন ভাবে দেখে না, তেমন করিয়া মানে না—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই সংক্রামক ভাব যদি সমাজের সর্ব্বত্রই আক্রমণ করিয়া থাকে তবে কি কেবল পতি-পত্নীর সম্পর্কই ইহার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে? তাহাদের মধ্যেও কি সাম্যভাব প্রবেশ করে নাই, অথবা দ্রুতবেগে করিতেছে না? চারিদিকের উদাহরণে এই ভক্তির ভাব কি মন হইতে শিথিল হইয়া যায় নাই? আগেকার বউরা শাশুড়িকে যেরূপ মান্য করিত, এখনকার বউরা কি তেমন মান্য করে? শাশুড়ির প্রতি যে কারণে ভক্তির লাঘব হইয়াছে, সেই কারণেই কি স্বামীর প্রতিও ভক্তির লাঘব হয় নাই? তবে কিরূপে আশা করা যায় পূর্ব্বে যেরূপ অচলা নিষ্ঠার সহিত বিধবারা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন, এখনও তাঁহারা সেইরূপ পারিবেন? এখন বলপূর্ব্বক সেই বাহ্য অনুষ্ঠান অবলম্বন করাইলে কি সমাজে উত্তরোত্তর গুরুতর অধর্ম্মাচরণ প্রবেশ করিয়া নিদারুণ অমঙ্গলের সৃষ্টি করিবে না?

বিধবা-বিবাহের সম্বন্ধে আরও একটা কথা আছে। আমাদের সমাজে একান্নবর্ত্তী পরিবারের মূল শিথিল হইয়া আসিতেছে। গুরুজনের প্রতি অচলা ভক্তি ও আত্মমত-বিসর্জ্জনই একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রতিষ্ঠাস্থল। এখন সাম্যনীতি সমাজে বন্যার মত আসিয়াছে, কোঠা বাড়ি হইতে কঞ্চির বেড়া পর্য্যন্ত উঁচু জিনিষ যাহা কিছু আছে সমস্তই ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। তাহা ছাড়া শিক্ষাও যত বাড়িতেছে, মতভেদও তত বাড়িতেছে। দুই সহোদর ভ্রাতার জীবনযাত্রার প্রণালী ও মতে মিলে না, তবে আর বেশী দিন একত্র থাকা সম্ভবে না। একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা ভাঙ্গিয়া গেলে স্বামীর মৃত্যুর পর একাকিনী বিধবা কাহাকে আশ্রয় করিবে? বিশেষতঃ তাহার যদি ছোট ছোট দুই একটি ছেলে থাকে তবে তাহাদের পড়ান শুনান রক্ষণাবেক্ষণ কে করিবে? আজকাল যেরূপ অবস্থা ও সমাজ যেদিকে যাইতেছে, তাহারই উপযোগী পরিবর্ত্তন ও শিক্ষা হওয়া কি উচিত নয়?

কিন্তু যত দিন একান্নবর্ত্তিত্ব একেবারে না ভাঙ্গিয়া যায় তত দিনই বা বিধবাবিবাহ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে কি করিয়া? স্বামী ব্যতীত শ্বশুরালয়ের আর কাহারও সহিত যাহার তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, সে রমণী স্বামীর মৃত্যুর পরে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ের সহিত একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, তাহাতে আপত্তি দেখি না। কিন্তু একান্নবর্ত্তী পরিবারে শ্বশুরালয়ে স্বামী ছাড়াও কত শত বন্ধন। অতএব স্বামীর

মৃত্যুতেই শ্বশুরালয় হইতে ধর্ম্মতঃ মুক্তি লাভ করা যায় না। এত দিন যাহাদের সহিত রোগে শোকে বিপদে উৎসবে অনুষ্ঠানে সুখ দুঃখের আদান প্রদান চলিয়া আসিয়াছে, যাহাদের গৌরব ও কলঙ্ক তোমার নিকট কিছুই গোপন নাই, যেখানকার শিশুরা তোমার স্নেহের উপরে নির্ভর করে, সমবয়স্কেরা তোমার মমতা ও সান্ত্বনার উপর নির্ভর করে, গুরুজনেরা তোমার সেবার উপর নির্ভর করে, সেখান হইতে তুমি কোনক্রমে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পার না। তাহা হইলে ধর্ম্ম থাকে না, পরিবারে সুখশান্তি থাকে না। সমাজের ক্ষতি হয়। বিশেষতঃ বিধবার যদি সন্তান থাকে, তাহাদিগকে এক বংশ হইতে আর এক বংশে লইয়া গেলে পরিবারে অসুখ ও অশান্তি উপস্থিত হয়, যদি না লইয়া যাওয়া হয় তবে সন্তানেরা মাতৃহীন হইয়া থাকে।

ইংরাজি-শিক্ষিত অনেকের এমন মত আছে, যে, স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরের বাহির করা উচিত হয় না, তাহাতে তাঁহাদের অন্তঃপুরসুলভ কমনীয়তা প্রভৃতি গুণ নষ্ট হইয়া যায়। এ কথার সত্যমিথ্যা গুণাগুণ লইয়া আমি বিচার করিতে বসি নাই। পূর্ব্বেই এক প্রকার বলিয়াছি, সমাজের বর্ত্তমান বিপ্লবের অবস্থায় কোন্ কাজটা সমাজের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী, কোন্‌টা নয়, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

বঙ্গনারীদের মুখপদ্ম যদি দুর্ভাগা সূর্য্যের তৃষিত নেত্রপথের অন্তরাল করাই অভিপ্রেত হয়, তবে, বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে তাহার কতকগুলি বাধা পড়িয়াছে, আমি তাহাই দেখিতে চাই। একটা দৃষ্টান্ত দেখিলেই আমার কথা স্পষ্ট হইবে। প্রাচীন কালে দেশ বিদেশে যাতায়াতের তেমন সুবিধা ছিল না—ব্যয় অধিক এবং পথে বিপদও অনেক ছিল। এই জন্য তখনকার রীতি ছিল "পথে নারী বিবর্জ্জিতা।" এই জন্য পুরাকালের পথিকগণের বধূজন-বিলাপে কাব্য প্রতিধ্বনিত হইত। কিন্তু এখন সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রেলের প্রসাদে পথ সুগম হইয়াছে, পথে বিপদও নাই। দেশে বিদেশে বাঙ্গালীদের কাজ কর্ম্ম হইতেছে। যখন পথ সুগম, ব্যয় অল্প, কোন বিপদ নাই, তখন স্ত্রীপুত্রের বিরহ কাহারও সহ্য হয় না। কিন্তু রেলের এক একটি গাড়ি একলা অধিকার করিতে পারেন এমন সঙ্গতিও অল্প লোকের আছে। এই জন্য আজকাল প্রায় দেখা যায় পরপুরুষদিগের সহিত একত্রে উপবেশন করিয়া অনেক ভদ্রলোকের পরিবার রেল-গাড়িতে যাত্রা করিতেছেন। উত্তরোত্তর এরূপ উদাহরণ আরও বাড়িতে থাকিবে। ইহা নিবারণ কথা অসাধ্য। নিয়মের গ্রন্থি দুই চারিবার খুলিয়া ফেলিলেই তাহা শিথিল হইয়া যায়। বিশেষতঃ অনভ্যাসের সঙ্কোচ যত গুরুতর, নিয়মের আঁটাআঁটি তত গুরুতর নহে। অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবার অনভ্যাস যদি অল্পে অল্পে হ্রাস হইয়া যায়, তাহা হইলে সমাজ-নিয়মের বাধা আর বড় কাজে লাগে না।

আর একটা দেখিতে হয়—পূর্ব্বে অবরোধপ্রথা সর্ব্ববাদিসম্মত ছিল, সুতরাং তাহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। এখন কেহ বা বাহিরে যান কেহ বা যান না। যাঁহারা না যান তাঁহারা প্রসঙ্গক্রমে নানা গল্প শুনিতে পান, নানা উদাহরণ দেখিতে পান। সুতরাং স্বভাবতঃই বাহিরে যাওয়া মাত্রই তাঁহাদের তেমন বিভীষিকা বলিয়া বোধ হয় না, এমন কি বাহিরে যাইতে অনেক কারণে তাঁহাদের কৌতূহলও জন্মে। কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না এবারকার এক্‌জিবিশনে যত পুরনারী-সমাগম হইয়াছিল, বিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহার সিকি হইবারও সম্ভাবনা ছিল না। সমাজের পরিবর্ত্তনের প্রবল প্রভাবে সেই যদি মেয়েরা বাহির হইতেছেন, তবে মূঢ়ের মত ইহা দেখিয়াও না দেখিবার ভান করা বৃথা। ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রস্তুত না হইলে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় মেয়েরা সেই বাহির হইবে—তবে অপ্রস্তুত ভাবে হইবে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ। অনেক ভদ্র পুরনারী রেলগাড়ি প্রভৃতি প্রকাশ্যস্থানে যাত্রা করেন, অথচ তাঁহাদের বেশভূষা অতিশয় লজ্জাজনক। অন্তঃপুরের প্রাচীর যখন আবরণের কাজ করে তখন যাহা হয় একটা বস্ত্র পরার উপলক্ষ্য রক্ষা কর আর না কর, সে তোমার রুচির উপর নির্ভর করে। কিন্তু বাহির হইতে হইলে সমাজের মুখ চাহিয়া লজ্জারক্ষার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—রীতিমত ভদ্রবেশ পরিতে হইবে। পুরুষদের পরিতে হইবে অথচ মেয়েদের পরিতে হইবে না, ইহা কোন্ শাস্ত্রে লেখে? ভদ্র পুরুষরা যখন জামা না পরিয়া বাহির হইতে বা ভদ্রসমাজে যাইতে লজ্জা বোধ করেন, তখন ভদ্র স্ত্রীরা কি করিয়া শুদ্ধমাত্র একখানি বহু যত্নে সম্বরণীয় সূক্ষ্ম সাড়ি পরিয়া ভদ্রসমাজে বাহির হইবেন! আজকাল এরূপ রীতিগর্হিত ব্যাপার যে ঘটিতেছে, তাহার কারণ অভিভাবকদের এ বিষয়ে মতের স্থৈর্য্য নাই, একটা হিজিবিজি কাণ্ড হইতেছে। অন্তঃপুর হইতে স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে আনা তাঁহাদের মতও নয়, অথচ আনিতেও হইবে—এই জন্য অত্যন্ত অশোভনভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়। গৃহের স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বজনসমক্ষে এরূপ ভাবে বাহির করিলে তাঁহাদের অপমান করা হয়। আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবাসীদের উপহাস বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া পুরস্ত্রীদিগকে যদি ভদ্রবেশ পরান অভ্যাস করাও, তবে তাঁহাদিগকে বাহিরে আনিতে পার—নতুবা উচক্কা মত বা উপস্থিত সুবিধার খাতিরে এরূপ ভদ্রজননিন্দনীয় ভাবে স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে আনিলে সমস্ত ভদ্র বঙ্গসমাজকে বিষম লজ্জায় ফেলা হয়।

এক দল লোক আছেন তাঁহারা আধাআধি রকম সমাজ-সংস্কার করিতে চান। "এক-চোখো সংস্কার" নামক প্রবন্ধে তাঁহাদের সংস্কারকার্য্যের বিষয়ে বিস্তারিত করিয়া লিখিয়াছি। স্বামীর মৃত্যুর পরে পুনরায় বিবাহ করিলে পবিত্র দাম্পত্য ধর্ম্মের

বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, এ বিষয়ে অনেকের সংশয় নাই। কিন্তু পৃথিবীর সুখ হইতে বিধবাদিগকে বঞ্চিত করা তাঁহারা নিষ্ঠুরতা জ্ঞান করেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায় বিধবাদিগকে পৃথিবীর সুখে মগ্ন করিয়া রাখাই প্রকৃত নিষ্ঠুরতা। অতএব একটাকে ছাড়িয়া আর একটা রাখিতে গেলে ঘাড়কে ছাঁটিয়া মাথা রাখিতে গেলে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। একটি উদাহরণ দিলাম, কিন্তু এমন অনেক বিষয়েই প্রাচীন সমাজনিয়মের সহিত রফা করিয়া নূতন বন্দোবস্ত করিতে গিয়া সমাজের নানা দিকে জটিলতা আরও বাড়িয়া উঠিতেছে।

এমন জটিল সমস্যার মধ্যে বাস করিয়া সাম্প্রদায়িকতার অনুরোধে ব্যক্তি-বিশেষের সামাজিক স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা অন্ধ গোঁড়ামির কার্য্য। যদি কোন সম্প্রদায় এমন আইন জারি করেন, তাঁহাদের দলের সমুদয় লোককেই অবস্থা-নির্ব্বিচারে বাল্যবিবাহ পরিহার করিতেই হইবে, বিধবা-বিবাহ দিতেই হইবে, অবরোধ-প্রথা ভাঙ্গিতেই হইবে, তবে তাহাতে সমাজের অপকার হইতে পারে। মূল ধর্ম্মনীতি সমূহের ন্যায় সমাজ-নীতি সকল অবস্থায় সকল লোকের পক্ষে উপযোগী না হইতে পারে। পরিবার-বিশেষে বাল্য-বিবাহ উঠিয়া গেলেও হানি নাই, কিন্তু সকল পরিবারেই একথা খাটে না। পরিবার-বিশেষে বিধবাবিবাহ হইবার সুবিধা আছে, কিন্তু সকল পরিবারে নাই। স্ত্রী-বিশেষ স্বাধীনতার উপযোগী কিন্তু সকল স্ত্রী নহে। যাঁহারা বলপূর্ব্বক সমাজে একটা বিশৃঙ্খলা জন্মাইয়া দিতে চান, তাঁহারা যতই স্ফীত হউন না কেন, তাঁহাদিগকে সমাজের গাত্রে একটি সুমহৎ ক্ষত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সকল অবস্থাতেই আইনপূর্ব্বক বাল্য-বিবাহ বন্ধ করিলে সমাজে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতে পারে। অবস্থানির্ব্বিচারে বিবাহার্থিনী বিধবা মাত্রেই বিবাহ দিতে গেলে অস্বাস্থ্যজনক উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। স্ত্রী মাত্রেরই স্বাধীনতা দিতে গেলেই বঙ্গীয়-সমাজকে অপদস্থ হইতে হয়। তেমনি আবার বাল্যবিবাহই একমাত্র নিয়ম বলিয়া অবলম্বন করা, সকল অবস্থাতেই সকল বিধবার স্কন্ধেই বলপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য বোঝা চাপাইয়া দেওয়া এবং স্ত্রীলোকদিগকে কোন মতেই এবং কোন কালেই অন্তঃপুরের বাহিরে আনিবার চেষ্টা না করা অত্যন্ত অন্ধপ্রথাকুলবর্ত্তিতার পরিচায়ক। অতএব এই সকল সমস্যার প্রতি মনোযোগ করিয়া এক প্রকার গোঁয়ার্ত্তমি গোঁড়ামি পরিত্যাগ কর। শান্ত সংযতভাবে সমাজ-সংস্কারের প্রতি মন দাও। অথচ বাঁধন ছিঁড়িবার উপলক্ষে তুচ্ছতর সাম্প্রদায়িক বাঁধনে সমাজের পঙ্গুদেহ জড়াইও না।

এক-চোখো সংস্কার।

সংস্করণের অর্থ স্বাধীনতা উপার্জ্জন। বাল্যাবস্থায় সমাজের শত সহস্র বন্ধন থাকে, শত সহস্র অনুশাসনে তাহাকে সংযত করিয়া রাখিতে হয়। সে সময়ে তাহার দিগ্বিদিক্-জ্ঞান-শূন্য স্ফূর্ত্তিকে দমন করিয়া রাখাই তাহার কল্যাণের হেতু। অবশেষে সে যখন বড় হইতে থাকে, তখন একে একে সে এক একটি বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়, শাস্ত্রের এক একটি কঠোর আদেশ কণ্ঠ হইতে অবতারণ করিতে চায়, লোকাচারের এক একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীরের তলে তলে গোপনে ছিদ্র করিয়া দেয় ও অবশেষে একদিন প্রকাশ্যে বারুদ লাগাইয়া সমস্তটা উড়াইয়া দেয়। ইহাকেই বলে সংস্করণ। তাই বলিতেছি সংস্করণের নাম স্বাধীনতার প্রয়াস। গুটিপোকা যখন প্রজাপতি হইয়া তাহার রেশমের কারাগার ভাঙ্গিয়া ফেলে, তখন সে সংস্কার করে। মাকড়সা যখন আপনার রচিত জালে জড়াইয়া পড়িয়া মুক্ত হইবার জন্য যুঝিতে থাকে তখন সে এক জন সংস্কারক। দুর্ভাগ্যক্রমে মনুষ্য-সমাজ-সংস্কার সাপের খোলস ছাড়ার মত একটা সহজ ব্যাপার নহে। খোলসের প্রতি এত মায়া মনুষ্য-সমাজ ব্যতীত আর কাহারো নাই।

সন্তানকে শাসন করা, সন্তানকে পালন করা তাহার শিশু-অবস্থার উপযোগী; কিন্তু সে অবস্থা অতীত হইলেও অনেক পিতা মাতা তাহাদিগকে শাসন করেন, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক পালন করেন, তাহাদিগকে যথোপযোগী স্বাধীনতা দেন না। সন্তানের বর্ষে বর্ষে পরিবর্ত্তন আছে, অথচ পিতা মাতার কর্ত্তব্যের পরিবর্ত্তন নাই। ইহার ফল হয় এই যে, একদিন সহসা তাঁহারা দেখিলেন, সন্তান তাঁহাদের একটি আদেশ শুনিল না। মাঝে মাঝে এক একটা বিষয়ে তাঁহাদের অবাধ্যতা করিতে লাগিল। তাঁহাদের কখন এরূপ অভ্যাস ছিল না; বরাবর তাঁহাদের আদেশ পালিত হইয়া আসিতেছে, আজ সহসা তাহার অন্যথা দেখিয়া তাঁহাদের গায়ে সহ্য হয় না। উভয় পক্ষে একটা সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। ইহাকেই বলে বিপ্লব। অবশেষে একে একে সে পিতা মাতার একটি একটি শাসন হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে থাকে, তাহার স্বাধীনতার সীমা পদে পদে বৃদ্ধি করিতে থাকে ও অবশেষে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে, ইহাকেই বলে সংস্কার। বৃদ্ধ লোকেরা আক্ষেপ করিতে থাকেন যে, সন্তানদের অবনতি হইল; স্বাধীনতাই লাভ করুক, আর আত্ম-নির্ভরই শিখুক, আর আলস্যই পরিহার করুক, যখন গুরুজনের অবাধ্য হইল তখন আর তাহাদের শ্রেয়ঃ

কোথায়? অবাধ্য না হইলেই ভাল ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সংসারে যদি কোন মঙ্গল না যুঝিয়া না পাওয়া যায়, সকলি যদি কাড়িয়া লইতে হয়, কিছুই যদি চাহিয়া না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অবাধ্য না হইয়া আর গতি কোথায়?

উপরের কথাটা আর একটু বিস্তৃত করিয়া বলা আবশ্যক। পৃথিবীতে কিছুই সর্ব্বতোভাবে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ বলিতে গেলে অধীনতা মাত্রই অশুভ, স্বাধীনতা মাত্রই শুভ। মানুষের প্রাণপণ চেষ্টা যাহাতে যথাসম্ভব স্বাধীনতা পায়। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া অসম্ভব। পৃথিবীতে যথাসম্ভব স্বাধীনতা পাইতে গেলেই নিজেকে অধীন করিতে হয়। দুর্ব্বলপদ বৃদ্ধ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করিলে যষ্টির অধীনতা স্বীকার করেন। তেমনি রাজার (Government) অধীনে না থাকিলে প্রজার স্বাধীনতা রক্ষা হয় না, আবার প্রজার অধীনে না থাকিলে রাজাও অধিক দিন স্বাধীনতা রাখিতে পারেন না। আমরা যথাসম্ভব স্বাধীন হইবার অভিপ্রায়ে সমাজের শত সহস্র নিয়মের অধীনতা স্বীকার করি: যে ব্যক্তি সমাজের প্রত্যেক নিয়ম দাসভাবে পালন করে, আমরা তাহাকে প্রশংসা করি; যে তাহার একটি নিয়ম উচ্ছেদ করে, আমরা তাহাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হই। এইরূপে অধীনতাকে আমরা পূজা করি। এবং সাধারণ লোকে মনে করে যে অধীনতা পূজনীয়, কেননা সে অধীনতা; রাজার প্রতি অন্ধনির্ভর পূজনীয়, কেননা তাহা রাজভক্তি; সমাজের নিয়ম পালন পূজনীয়, কেননা তাহা সমাজের নিয়ম। কিন্তু তাহা ত নয়। অসম্পূর্ণ পৃথিবীতে অধীনতা স্বাধীনতার সোপান বলিয়াই তাহার যা গৌরব। সে কার্য্যের যখনি সে অনুপযোগী ও প্রতিরোধী হইবে তখনি তাহাকে পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলা উচিত। আমাদের এমনি কপাল, যে, কণ্টক বিঁধাইয়া কণ্টককে উদ্ধার করিতে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া উদ্ধার হইয়া গেলেও যে অপর কণ্টকটিকে কৃতজ্ঞতার সহিত ক্ষতস্থানে বিঁধাইয়া রাখিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যখন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজ-শাসনের আবশ্যক থাকিবে না বরঞ্চ বিপরীত হইবে, তখন রাজাকে দূর কর, রাজভক্তি বিসর্জ্জন কর। যখন সমাজের কোন নিয়ম আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার সাহায্য না করিবে, তখন নিয়ম রক্ষার জন্য যে সে নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে তাহা নহে। তাহা যদি করিতে হয়, তবে এক অধীনতার হস্ত হইতে দ্বিতীয় অধীনতার হস্তে পড়িতে হয়। অসহায় স্যাক্সনেরা যেমন শত্রু-অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রবলতর শত্রুকে আহ্বান করিয়াছিল, স্বাধীনতা পাইবার জন্য অস্তিত্ব প্রবল করিবার জন্য স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব উভয়ই বিসর্জ্জন দিয়াছিল, সমাজেরও ঠিক তাহাই হয়। ইহাই সংস্কারের গোড়ার কথা।

এক দল লোক বিলাপ করিবেই। বোধ করি এমন কাল কোন কালে ছিল না, যখন এক দল লোক স্মৃতি-বিস্মৃতি-বিজড়িত কুহেলিকাময় অতীত কালের জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস না ফেলিয়াছে ও বর্ত্তমান কালের মধ্যে সর্ব্বনাশের, প্রলয়ের বীজ না দেখিয়াছে। সত্য যুগ কোন কালে বর্ত্তমান ছিল না, চিরকাল অতীত ছিল। তৃতীয় নেপোলিয়নকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আপনি কি হইতে ইচ্ছা করেন? তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "আমি আমার পৌত্র হইতে ইচ্ছা করি!" ভবিষ্যৎ তাঁহার চক্ষে এমন লোভনীয় বলিয়া ঠেকিয়াছিল! কিন্তু কত শত সহস্র লোক আছেন, তাঁহাদের উক্ত প্রশ্ন করিলে উত্তর করেন, "আমি আমার পিতামহ হইতে ইচ্ছা করি!" ইঁহাদের পৌত্রেরাও আবার ঠিক তাহাই ইচ্ছা করিবে। ইঁহাদের পিতামহেরাও তাহাই ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

এক দল লোক আছেন, তাঁহারা পরিবর্ত্তন মাত্রেরই বিরোধী নহেন। তাঁহারা আংশিক পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন। তাঁহাদের বিষয় লেখাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তাঁহারা বলেন, বিধবা-বিবাহে আমাদের মত নাই; তবে, সংস্কার করিতে হয় ত বিধবাদের অবস্থা-সংস্কার কর। তাহাদের উপবাস করিতে না হয়, তাহাদের মৎস্য মাংস খাইতে নিষেধ না থাকে, বেশবিন্যাস বিষয়ে তাহাদের ইচ্ছাকে অন্যায় বাধা না দেওয়া হয়। এক কথায়, বিধবাদের প্রতি সমাজের যত প্রকার অত্যাচার আছে, তাহা দূর হউক, কিন্তু তাহাই বলিয়া বিধবারা সধবা হইতে পারিবে না। তাঁহারা বলিবেন; —"অসবর্ণ বিবাহ! কি সর্ব্বনাশ! কিন্তু অনুরাগ-মূলক বিবাহে আমাদের আপত্তি নাই। পিতামাতাদের দ্বারা বধূ নির্ব্বাচিত না হইয়া প্রণয়াকৃষ্ট বিবাহেচ্ছুক যদি স্বয়ং আপনার উপযোগী পাত্রী স্থির করে ত ভাল হয়। কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ নৈব নৈবচ।" তাঁহারা পুত্রের বয়স অধিক না হইলে বিবাহ দিতে অনুমতি করেন না, কিন্তু কন্যাকে অল্প বয়সে বিবাহ দেন। তাঁহারা স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিয়াছেন, কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতাকে ডরান। লোকাচার-বিশেষের উপর তাঁহাদের বিরাগ নাই, তাহার আনুষঙ্গিক দুই একটা অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহাদের আক্রোশ। তাঁহারা বুঝেন না যে, সেই অনুষ্ঠানগুলি সেই লোকাচারের স্তম্ভ। তাঁহারা যাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম এই;—"সমস্ত বৃক্ষটির উপর আমাদের বিদ্বেষ নাই; কিন্তু উহার কতকগুলা জটিল শিকড় যত অনর্থের মূল। আমরা শুদ্ধ কেবল ঐ শিকড়গুলা ছেদন করিব। আহা, গাছটি বাঁচিয়া থাক!"

যদি তুমি বিধবা-বিবাহ দিতে প্রস্তুত না থাক, তবে বিধবারা যেমন আছে তেমনি থাক্। সমাজ যে বিধবাদের উপবাস করিতে বলে, মাছ মাংস খাইতে, বেশভূষা

করিতে নিষেধ করে, তাহার কারণ সমাজের খামখেয়ালী অত্যাচার-স্পৃহা নহে। সমাজ বিধবাদিগকে বিধবা রাখিবার জন্যই এই কঠোর উপায় অবলম্বন করিয়াছে। যদি তুমি চির-বৈধব্য ব্রত ভালবাস, তবে আর এ সম্বন্ধে কথা কহিও না। তুমি মনে করিতেছ ঐ বাঁকাচোরা শিকড়গুলা গাছের কতকগুলা অর্থহীন গলগ্রহ মাত্র; তাহা নয়,—উহারাই আশ্রয়, উহারাই প্রাণ। যদি অসবর্ণ বিবাহে তোমার আপত্তি থাকে, তবে পূর্ব্বরাগ-মূলক বিবাহকে খবরদার প্রশ্রয় দিও না। ইহা সকলেই জানেন, অনুরাগের হিসাব কিতাবের জ্ঞান কিছু মাত্র নাই। সে, ঘর বুঝিয়া, দর করিয়া, গোত্র জানিয়া পাত্র-বিশেষকে আশ্রয় করে না। তাহার নিকট রাঢ় বারেন্দ্র নাই; গোত্র প্রভেদ নাই; ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই। অতএব অনুরাগের উপর বিবাহের ঘটকালি-ভার অর্পণ করিলে সে জাতি বিজাতিকে একত্র করিবে, ইহা নিশ্চয়। অতএব, হয়, অসবর্ণ বিবাহ দেও, নয়, পিতামাতার প্রতি সন্তানের বিবাহ-ভার থাক্। কিন্তু এই পরাধীন বিবাহ-প্রথা রক্ষা করিতে হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার আরো অনেকগুলি আনুষঙ্গিক প্রথা রক্ষা করিতে হয়। যেমন বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথা। যদি স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরের বহির্দ্দেশে বিচরণ করিতে পায়, ও অধিক বয়সে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হয়, তবে অসবর্ণ বিবাহ আরম্ভ হইবেই। যখন যৌবনকালে কুমার কুমারী-যুগলের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ জন্মাইবে, তখন কি পিতামাতার ও চিরন্তন প্রথার নীরস আদেশ তাহারা মান্য করিবে? তাহা ব্যতীতও বাল্যবিবাহের আর একটি অর্থ আছে। বালক কাল হইতে দম্পতির একত্রে বর্দ্ধন, একত্রে অবস্থান হইলে, উভয়ে এক রকম মিশ খাইয়া যায়, বনিয়া যায়। কিন্তু যখন পাত্র ও পাত্রী উভয়ে বয়স্ক, উভয়েরই যখন চরিত্র সংগঠিত ও মতামত স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে ও কচি-অবস্থার নমনীয়তা চলিয়া গিয়াছে ও পাকা-অবস্থার দৃঢ়তা জন্মিয়াছে, তখন অমন দুই ব্যক্তিকে অনুরাগ ব্যতীত আর কিছুতেই জুড়িতে পারে না;—না, বাসসামীপ্য, না, বিবাহের মন্ত্র। তাহাদের যতই বলপূর্ব্বক একত্র করিতে চেষ্টা করিবে, ততই তাহারা দ্বিগুণ বলে তফাৎ হইতে থাকিবে। অনুরাগ করা তাহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়াই অনুরাগ করা তাহাদের পক্ষে দ্বিগুণ দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। অতএব যদি অসবর্ণ বিবাহ না দেও, তবে পূর্ব্বরাগ-মূলক বিবাহ দিও না, বাল্য-বিবাহ প্রচলিত থাক্, অবরোধ-প্রথা উঠাইও না। তুমি যে মনে করিতেছ, সুবিধামত আমি সমাজ হইতে লোকাচারের একটি মাত্র ইঁট খসাইয়া লইব, আর অধিক নয়; তোমার কি ভ্রম! ঐ একটি ইঁট খসিলে কতগুলি ইঁট খসিবে ও প্রাচীরে কতখানি ছিদ্র হইবে তাহা তুমি জান না।

অতএব দেখা যাইতেছে, দুই দল লোক সমাজ সংস্কার করে। এক, যাহারা লোকাচারকে একেবারে মূল হইতে উৎপাটন করে, আর যাহা লোকাচারের একটি একটি করিয়া শিকড় কাটিয়া দেয় ও অবশেষে কপালে করাঘাত করিয়া বলে, "এ কি হইল! গাছ শুকাইল কেন?" ইহাদের উভয়েরই আবশ্যক। প্রথম দল যখন কোন একটা লোকাচার আমূলতঃ বিনাশ করিতে চায়, তখন সমাজ কোমর বাঁধিয়া রুখিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তাহাই বলিয়া যে সংস্কারকদের সমস্ত প্রয়াস বিফল হয় তাহা নহে। তাহার একটা ফল থাকিয়া যায়। মনে কর যেখানে অবরোধ-প্রথা একেবারে তুচ্ছ করিয়া পাঁচ জন সংস্কারক তাঁহাদের পত্নীদিগকে গাড়ি চড়াইয়া রাস্তা দিয়া লইয়া যান, সেখানে দশ জন স্ত্রীলোক পাল্কী চড়িয়া যাইবার সময় দরজা খুলিয়া রাখিলেও তাঁহাদের কেহ নিন্দা করে না। কেবল মাত্র যে তাঁহাদের নিন্দা করে না, তাহা নহে; তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া সকলে বলাবলি করে, "হাঁ, এ ত বেশ! ইহাতে ত আমাদের কোন আপত্তি নাই! কিন্তু মেয়ে মানুষে গাড়ি চড়িবে সে কি ভয়ানক!" আপত্তি যে নাই, তাহার কারণ, আর পাঁচ জন গাড়ি চড়ে। নহিলে বিষম আপত্তি হইত। সমাজ যখন দেখে, দশ জন লোক হোটেলে গিয়া খানা খাইতেছে, তখন যে বিশ জন লোক ব্রাহ্মণকে দিয়া মুরগী রাঁধাইয়া খায়, তাহাদিগকে দ্বিগুণ আদরে বুকে তুলিয়া লয়। ইহাই দেখিয়া অদূরদর্শীগণ আমূল-সংস্কারকদিগকে বলিয়া থাকে, "দেখ দেখি, তোমরাও যদি এইরূপ অল্পে অল্পে আরম্ভ করিতে, সমাজ তোমাদেরও কোন নিন্দা করিত না।"

এক কালে যে লোকাচারের প্রাচীরটি আশ্রয়স্বরূপ ছিল, আর এক কালে তাহাই কারাগার হইয়া দাঁড়ায়। এক দল কামান লইয়া বলে, ভাঙ্গিয়া ফেলিব; আর এক দল রাজমিস্ত্রির যন্ত্রাদি আনিয়া বলে, না, ভাঙ্গিয়া কাজ নাই, গোটাকতক খিড়্‌কির দরজা তৈরি করা যাক। অমনি সমাজ হাঁপ ছাড়িয়া বলে, হাঁ, এ বেশ কথা! এই রূপে আমাদের অসংখ্য লোকাচারের প্রাচীরে খিড়্‌কির দরজা বসিয়াছে। প্রত্যহ একটি একটি করিয়া বাড়িতেছে; অবশেষে যখন দেখিবে, তাহার নিয়মসমূহে এত খিড়্‌কির দরজা হইয়াছে যে, তাহার প্রাচীরত্ব আর রক্ষা হয় না, তখন সমস্তটা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আর আপত্তি করিবে না, এমন কি, তখন ভাঙ্গিয়া ফেলাও আর আবশ্যক হইবে না। এইরূপে এক-চোখো সংস্কারকগণ নিজের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে যতটা সমাজ-সংস্কার করেন, এমন অল্প সংস্কারকই করিয়া থাকেন। ইঁহারা রক্ষণশীল দল-ভুক্ত হইয়াও উৎপাটনশীলদিগকে সাহায্য করেন।

একটি পুরাতন কথা।

অনেকেই বলেন, বাঙ্গালীরা ভাবের লোক, কাজের লোক নহে। এই জন্য তাঁহারা বাঙ্গালীদিগকে পরামর্শ দেন Practical হও। ইংরাজি শব্দটাই ব্যবহার করিলাম। কারণ, ঐ কথাটাই চলিত। শব্দটা শুনিলেই সকলে বলিবেন, হাঁ হাঁ, বটে, এই কথাটাই বলা হইয়া থাকে বটে। আমি তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে গিয়া অনর্থক দায়িক হইতে যাইব কেন? যাহা হউক তাঁহাদের যদি জিজ্ঞাসা করি, Practical হওয়া কাহাকে বলে, তাঁহারা উত্তর দেন,—ভাবিয়া চিন্তিয়া ফলাফল বিবেচনা করিয়া কাজ করা, সাবধান হইয়া চলা, মোটা মোটা উন্নত ভাবের প্রতি বেশী আস্থা না রাখা, অর্থাৎ ভাবগুলিকে ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া কার্য্যক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া লওয়া। খাঁটি সোনায় যেমন ভাল মজবুত গহনা গড়ান যায় না, তাহাতে মিশাল দিতে হয়; তেমনি খাঁটি ভাব লইয়া সংসারের কাজ চলে না, তাহাতে খাদ মিশাইতে হয়। যাহারা বলে সত্য কথা বলিতেই হইবে তাহারা Sentimental লোক, কেতাব পড়িয়া তাহারা বিগড়াইয়া গিয়াছে, আর যাহারা আবশ্যকমত দুই একটা মিথ্যা কথা বলে ও সেই সামান্য উপায়ে সহজে কার্য্য-সাধন করিয়া লয় তাহারা Practical লোক।

এই যদি কথাটা হয়, তবে বাঙ্গালীদিগকে ইহার জন্য অধিক সাধনা করিতে হইবে না। সাবধানী ভীরু লোকের স্বভাবই এইরূপ। এই স্বভাববশতই বাঙ্গালীরা চাকরী করিতে পারে কিন্তু কাজ চালাইতে পারে না।

উল্লিখিত শ্রেণীর Practical লোক ও প্রেমিক লোক এক নয়। Practical লোক দেখে ফল কি,—প্রেমিক তাহা দেখে না এই নিমিত্ত সেইই ফল পায়। জ্ঞানকে যে ভালবাসিয়া চর্চ্চা করিয়াছে সেই জ্ঞানের ফল পাইয়াছে; হিসাব করিয়া যে চর্চ্চা করে তাহার ভরসা এত কম যে, যে শাখাগ্রে জ্ঞানের ফল সেখানে সে উঠিতে পারে না; সে অতি সাবধান সহকারে হাতটি মাত্র বাড়াইয়া ফল পাইতে চায়—কিন্তু ইহারা প্রায়ই বেঁটে লোক হয়—সুতরাং "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ" হইয়া পড়ে।

বিশ্বাসহীনেরাই সাবধানী হয়, সঙ্কুচিত হয়, বিজ্ঞ হয়, আর বিশ্বাসীরাই সাহসিক হয়, উদার হয়, উৎসাহী হয়। এই জন্য বয়স হইলে সংসারের উপর হইতে বিশ্বাস হ্রাস

হইলে পর তবে সাবধানিতা বিজ্ঞতা আসিয়া পড়ে। এই অবিশ্বাসের আধিক্যহেতু অধিক বয়সে কেহ একটা নূতন কাজে হাত দিতে পারে না, ভয় হয় পাছে কার্য্যসিদ্ধি না হয়—এই ভয় হয় না বলিয়া অল্প বয়সে অনেক কার্য্য হইয়া উঠে, এবং হয়ত অনেক কার্য্য অসিদ্ধও হয়।

মানুষের প্রধান বল আধ্যাত্মিক বল। মানুষের প্রধান মনুষ্যত্ব আধ্যাত্মিকতা। শারীরিকতা বা মানসিকতা দেশ কাল পাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অনন্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালের সহিত আমাদের যে যোগ আছে, আমরা যে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র নহি, ইহাই অনুভব করা আধ্যাত্মিকতার একটি লক্ষণ। যে মহাপুরুষ এইরূপ অনুভব করেন, তিনি সংসারের কাজে গোঁজা-মিলন দিতে পারেন না। তিনি সামান্য সুবিধা অসুবিধাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তিনি আপনার জীবনের আদর্শকে লইয়া ছেলেখেলা করিতে পারেন না—কর্ত্তব্যের সহস্র জায়গায় ফুটা করিয়া পালাইবার পথ নির্ম্মাণ করেন না। তিনি জানেন অনন্তকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। সত্যই আছে, অনন্তকাল আছে অনন্তকাল থাকিবে, মিথ্যা আমার সৃষ্টি—আমি চোখ বুজিয়া সত্যের আলোক আমার নিকটে রুদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু সত্যকে মিথ্যা করিতে পারি না। অর্থাৎ ফাঁকি আমাকে দিতে পারি কিন্তু সত্যকে দিতে পারি না।

মানুষ পশুদের ন্যায় নিজে নিজের এক মাত্র সহায় নহে। মানুষ মানুষের সহায়। কিন্তু তাহাতেও তাহার চলে না। অনন্তের সহায়তা না পাইলে সে তাহার মনুষ্যত্বের সকল কার্য্য সাধন করিতে পারে না। কেবলমাত্র জীবন রক্ষা করিতে হইলে নিজের উপরেই নির্ভর করিয়াও চলিয়া যাইতে পারে, স্বত্বরক্ষা করিতে হইলে পরস্পরের সহায়তা আবশ্যক, আর প্রকৃতরূপ আত্মরক্ষা করিতে হইলে অনন্তের সহায়তার আবশ্যক করে। বলিষ্ঠ নির্ভীক স্বাধীন উদার আত্মা সুবিধা, কৌশল, আপাততঃ, প্রভৃতি পৃথিবীর আবর্জ্জনার মধ্যে বাস করিতে পারে না। তেমন অস্বাস্থ্যজনক স্থানে পড়িলে ক্রমে সে মলিন দুর্ব্বল রুগ্ন হইয়া পড়িবেই। সাংসারিক সুবিধাসকল তাহার চতুর্দ্দিকে বল্মীকের স্তূপের মত উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া উঠিবে বটে, কিন্তু সে নিজে তাহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে জীর্ণ হইতে থাকিবে।

বিবেচনা বিচার বুদ্ধির বল সামান্য। তাহা চতুর্দ্দিকে সংশয়ের দ্বারা আচ্ছন্ন, তাহা সংসারের প্রতিকূলতায় শুকাইয়া যায়—অকূলের মধ্যে তাহা ধ্রুবতারার ন্যায় দীপ্তি পায় না। এই জন্যই বলি, সামান্য সুবিধা খুঁজিতে গিয়া মনুষ্যত্বের ধ্রুব উপাদানগুলির উপর বুদ্ধির তীক্ষ্মমুখ ক্ষুদ্র কাঁচি চালনা করিও না। কলস যত বড়ই হউক না, সামান্য

ফুটা হইলেই তাহার দ্বারা আর কোন কাজ পাওয়া যায় না। তখন যাহা তোমাকে ভাসাইয়া রাখে তাহা তোমাকে ডুবায়।

ধর্ম্মের বল নাকি অনন্তের নির্ঝর হইতে নিঃসৃত, এই জন্যই সে আপাততঃ অসুবিধা, সহস্রবার পরাভব, এমন কি মৃত্যুকে পর্য্যন্ত ডরায় না। ফলাফল লাভেই বুদ্ধি বিচারের সীমা, মৃত্যুতেই বুদ্ধি বিচারের সীমা—কিন্তু ধর্ম্মের সীমা কোথাও নাই।

অতএব এই অতি সামান্য বুদ্ধি বিবেচনা বিতর্ক হইতে কি একটি সমগ্র জাতি চিরদিনের জন্য পুরুষানুক্রমে বল পাইতে পারে! একটি মাত্র কূপে সমস্ত দেশের তৃষা নিবারণ হয় না। তাহাও আবার গ্রীষ্মের উত্তাপে শুকাইয়া যায়। কিন্তু যেখানে চির-নিঃসৃত নদী প্রবাহিত সেখানে যে কেবলমাত্র তৃষা-নিবারণের কারণ বর্ত্তমান তাহা নহে, সেখানে সেই নদী হইতে স্বাস্থ্যজনক বায়ু বহে, দেশের মলিনতা অবিশ্রাম ধৌত হইয়া যায়, ক্ষেত্র শস্যে পরিপূর্ণ হয়, দেশের মুখশ্রীতে সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। তেমনি বুদ্ধি-বলে কিছু দিনের জন্য সমাজ রক্ষা হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম-বলে চিরদিন সমাজের রক্ষা হয়, আবার তাহার আনুষঙ্গিকস্বরূপে চতুর্দ্দিক হইতে সমাজের স্ফূর্ত্তি, সমাজের সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য বিকাশ দেখা যায়। বদ্ধ-গুহায় বাস করিয়া আমি বুদ্ধিবলে রসায়নতত্ত্বের সাহায্যে কোন মতে অক্সিজেন গ্যাস নির্ম্মাণ করিয়া কিছু কাল প্রাণধারণ করিয়া থাকিতেও পারি—কিন্তু মুক্ত বায়ুতে যে চিরপ্রবাহিত প্রাণ, চিরপ্রবাহিত স্ফূর্ত্তি, চিরপ্রবাহিত স্বাস্থ্য ও আনন্দ আছে তাহা ত বুদ্ধিবলে গড়িয়া তুলিতে পারি না। সঙ্কীর্ণতা ও বৃহত্ত্বের মধ্যে যে কেবল মাত্র কম ও বেশী লইয়া প্রভেদ তাহা নহে, তাহার আনুষঙ্গিক ফলাফলের প্রভেদই গুরুতর।

ধর্ম্মের মধ্যে সেই অত্যন্ত বৃহত্ত্ব আছে—যাহাতে সমস্ত জাতি একত্রে বাস করিয়াও তাহার বায়ু দূষিত করিতে পারে না। ধর্ম্ম অনন্ত আকাশের ন্যায়; কোটি কোটি মনুষ্য পশু পক্ষী হইতে কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত অবিশ্রাম নিশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে কলুষিত করিতে পারে না। আর যাহাই আশ্রয় কর না কেন, কালক্রমে তাহা দূষিত ও বিষাক্ত হইবেই। কোনটা বা অল্প দিনে হয়, কোনটা বা বেশী দিনে হয়।

এই জন্যই বলিতেছি—মনুষ্যত্বের যে বৃহত্তর আদর্শ আছে, তাহাকে যদি উপস্থিত আবশ্যকের অনুরোধে কোথাও কিছু সঙ্কীর্ণ করিয়া লও, তবে নিশ্চয়ই ত্বরায় হউক আর বিলম্বেই হউক, তাহার বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইবে। সে আর তোমাকে বল ও স্বাস্থ্য দিতে পারিবে না। শুদ্ধ সত্যকে যদি বিকৃত সত্য, সঙ্কীর্ণ সত্য, আপাততঃ সুবিধার সত্য করিয়া তোল তবে উত্তরোত্তর নষ্ট হইয়া সে মিথ্যায় পরিণত হইবে, কোথাও তাহার পরিত্রাণ নাই। কারণ, অসীমের উপর সত্য দাঁড়াইয়া আছে,

আমারই উপর নহে, তোমারই উপর নহে, অবস্থা-বিশেষের উপর নহে—সেই সত্যকে সীমার উপর দাঁড় করাইলে তাহার প্রতিষ্ঠাভূমি ভাঙ্গিয়া যায়—তখন বিসর্জ্জিত দেব-প্রতিমার তৃণকাষ্ঠের ন্যায় তাহাকে লইয়া যে-সে যথেচ্ছা টানা-ছেঁড়া করিতে পারে। সত্য যেমন অন্যান্য ধর্ম্মনীতিও তেমনি। যদি বিবেচনা কর পরার্থপরতা আবশ্যক, এই জন্যই তাহা শ্রদ্ধেয়; যদি মনে কর, আজ আমি অপরের সাহায্য করিলে কাল সে আমার সাহায্য করিবে, এই জন্যই পরের সাহায্য করিব—তবে কখনই পরের ভাল রূপ সাহায্য করিতে পার না, ও সেই পরার্থপরতার প্রবৃত্তি কখনই অধিক দিন টিঁকিবে না। কিসের বলেই বা টিঁকিবে! হিমালয়ের বিশাল হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইতেছে বলিয়াই গঙ্গা এত দিন অবিচ্ছেদে আছে, এত দূর অবাধে গিয়াছে, তাই সে এত গভীর এত প্রশস্ত; আর এই গঙ্গা যদি আমাদের পরম সুবিধাজনক কলের পাইপ্ হইতে বাহির হইত তবে তাহা হইতে বড় জোর কলিকাতা সহরের ধূলাগুলা কাদা হইয়া উঠিত আর কিছু হইত না। গঙ্গার জলের হিসাব রাখিতে হয় না; কেহ যদি গ্রীষ্মকালে দুই কলসী অধিক তোলে বা দুই অঞ্জলি অধিক পান করে তবে টানাটানি পড়ে না—আর কেবলমাত্র কল হইতে যে জল বাহির হয় একটু খরচের বাড়াবাড়ি পড়িলেই ঠিক আবশ্যকের সময় সে তিরোহিত হইয়া যায়। যে সময়ে তৃষা প্রবল, রৌদ্র প্রখর, ধরণী শুষ্ক, যে সময়ে শীতল জলের আবশ্যক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই সময়েই সে নলের মধ্যে তাতিয়া উঠে, কলের মধ্যে ফুরাইয়া যায়।

বৃহৎ নিয়মে ক্ষুদ্র কাজ অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেই নিয়ম যদি বৃহৎ না হইত তবে তাহার দ্বারা ক্ষুদ্র কাজটুকুও অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না। একটি পাকা আপেল ফল যে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িবে তাহার জন্য চরাচরব্যাপী ভারাকর্ষণ-শক্তির আবশ্যক—একটি ক্ষুদ্র পালের নৌকা চলিবে কিন্তু পৃথিবীবেষ্টনকারী বাতাস চাই। তেমনি সংসারের ক্ষুদ্র কাজ চালাইতে হইবে এই জন্য অনন্ত-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মনীতির আবশ্যক।

সমাজ পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠাস্থল ধ্রুব হওয়া আবশ্যক। আমরা জীবগণ চলিয়া বেড়াই কিন্তু আমাদের পায়ের নীচেকার জমিও যদি চলিয়া বেড়াইত, তাহা হইলে বিষম গোলযোগ বাধিত। বুদ্ধিবিচারগত আদর্শের উপর সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলে সেই চঞ্চলতার উপর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়, মাটির উপর পা রাখিয়া বল পাই না, কোন কাজই সতেজে করিতে পারি না। সমাজের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করি কিন্তু জমির উপরে ভরসা না থাকাতে পাকা গাঁথুনি করিতে ইচ্ছা যায় না—সুতরাং ঝড় বহিলে তাহা সবসুদ্ধ ভাঙ্গিয়া আমাদের মাথার উপরে আসিয়া পড়ে।

সুবিধার অনুরোধে সমাজের ভিত্তিভূমিতে যাঁহারা ছিদ্র খনন করেন, তাঁহারা

অনেকে আপনাদিগকে বিজ্ঞ Practical বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা এমন প্রকাশ করেন যে, মিথ্যা কথা বলা মন্দ, কিন্তু Political উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলিতে দোষ নাই। সত্য ঘটনা বিকৃত করিয়া বলা উচিত নহে, কিন্তু তাহা করিলে যদি কোন ইংরাজ অপদস্থ হয় তবে তাহাতে দোষ নাই। কপটতাচরণ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, কিন্তু দেশের আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বৃহৎ উদ্দেশ্যে কপটতাচরণ অন্যায় নহে। কিন্তু বৃহৎ কাহাকে বল! উদ্দেশ্য যতই বৃহৎ হউক না কেন, তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে। বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া বৃহত্তর উদ্দেশ্য ধ্বংস হইয়া যায় যে! হইতেও পারে, সমস্ত জাতিকে মিথ্যাচরণ করিতে শিখাইলে আজিকার মত একটা সুবিধার সুযোগ হইল—কিন্তু তাহাকে যদি দৃঢ় সত্যানুরাগ শিখাইতে তাহা হইলে সে যে চিরদিনের মত মানুষ হইতে পারিত! সে যে নির্ভয়ে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত, তাহার হৃদয়ে যে অসীম বল জন্মাইত। তাহা ছাড়া, সংসারের কার্য্য আমাদের অধীন নহে। আমরা যদি কেবলমাত্র একটি সূচি অনুসন্ধান করিবার জন্য দীপ জ্বালাই সে সমস্ত ঘর আলো করিবে, তেমনি আমরা যদি একটি সূচি গোপন করিবার জন্য আলো নিবাইয়া দিই, তবে তাহাতে সমস্ত ঘর অন্ধকার হইবে। তেমনি আমরা যদি সমস্ত জাতিকে কোন উপকার সাধনের জন্য মিথ্যাচরণ শিখাই তবে সেই মিথ্যাচরণ যে আমার ইচ্ছার অনুসরণ করিয়া কেবলমাত্র উপকারটুকু করিয়াই অন্তর্হিত হইবে তাহা নহে, তাহার বংশ সে স্থাপনা করিয়া যাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৃহত্ত্ব একটি মাত্র উদ্দেশ্যের মধ্যে বদ্ধ থাকে না, তাহার দ্বারা সহস্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সূর্য্যকিরণ উত্তাপ দেয়, আলোক দেয়, বর্ণ দেয়, জড় উদ্ভিদ্ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেরই উপরে তাহার সহস্র প্রকারের প্রভাব কার্য্য করে; তোমার যদি এক সময়ে খেয়াল হয় যে পৃথিবীতে সবুজ বর্ণের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, অতএব সেটা নিবারণ করা আবশ্যক ও এই পরম লোকহিতকর উদ্দেশে যদি একটা আকাশ-জোড়া ছাতা তুলিয়া ধর তবে সবুজ রং তিরোহিত হইতেও পারে কিন্তু সেই সঙ্গে লাল রং নীল রং সমুদয় রং মারা যাইবে, পৃথিবীর উত্তাপ যাইবে আলোক যাইবে, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সবাই মিলিয়া মরিয়া পড়িবে। তেমনি কেবলমাত্র Political উদ্দেশ্যেই সত্য বদ্ধ নহে। তাহার প্রভাব মনুষ্য-সমাজের অস্থি মজ্জার মধ্যে সহস্র আকারে কার্য্য করিতেছে—একটি মাত্র উদ্দেশ্য-বিশেষের উপযোগী করিয়া যদি তাহার পরিবর্ত্তন কর, তবে সে আর আর শত সহস্র উদ্দেশ্যের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া উঠিবে। যেখানে যত সমাজের ধ্বংস হইয়াছে এইরূপ করিয়াই হইয়াছে। যখনই মতিভ্রমবশতঃ একটি সঙ্কীর্ণ হিত সমাজের চক্ষে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছে, এবং অনন্ত হিতকে সে তাহার নিকটে বলিদান দিয়াছে,

তখনই সেই সমাজের মধ্যে শনি প্রবেশ করিয়াছে, তাহার কলি ঘনাইয়া আসিয়াছে। একটি বস্তা সর্ষপের সদ্গতি করিতে গিয়া ভরা নৌকা ডুবাইলে বাণিজ্যের যেরূপ উন্নতি হয় উপরিউক্ত সমাজের সেইরূপ উন্নতি হইয়া থাকে। অতএব স্বজাতির যথার্থ উন্নতি যদি প্রার্থনীয় হয়, তবে কল কৌশল ধূর্ত্ততা চাণক্যতা পরিহার করিয়া যথার্থ পুরুষের মত মানুষের মত মহত্ত্বের সরল রাজপথে চলিতে হইবে, তাহাতে গম্যস্থানে পৌছিতে যদি বিলম্ব হয় তাহাও শ্রেয়, তথাপি সুরঙ্গপথে অতি সত্বরে রসাতলরাজ্যে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য।

পাপের পথে ধ্বংসের পথে যে বড় বড় দেউড়ি আছে সেখানে সমাজের প্রহরীরা বসিয়া থাকে, সুতরাং সেদিক দিয়া প্রবেশ করিতে হইলে বিস্তর বাধা পাইতে হয়; কিন্তু ছোট খিড়কীর দুয়ারগুলিই ভয়ানক সেদিকে তেমন কড়াক্কড় পাহারা নাই। অতএব, বাহির হইতে দেখিতে যেমনই হউক, ধ্বংসের সেই পথগুলিই প্রশস্ত।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যখনি আমি মনে করি "লোকহিতার্থে যদি একটা মিথ্যা কথা বলি তাহাতে তেমন দোষ নাই" তখনই আমার মনে যে বিশ্বাস ছিল "সত্য ভাল," সে বিশ্বাস সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, তখন মনে হয় "সত্য ভাল কেন না সত্য আবশ্যক।" সুতরাং যখনই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কল্পনা করিলাম লোকহিতের জন্য সত্য আবশ্যক নহে, তখন স্থির হয় মিথ্যাই ভাল। সময়-বিশেষে সত্য মন্দ মিথ্যা ভাল এমন যদি আমার মনে হয়, তবে সময়-বিশেষেই বা তাহাকে বদ্ধ রাখি কেন? লোক-হিতের জন্য যদি মিথ্যা বলি, ত আত্মহিতের জন্যই বা মিথ্যা না বলি কেন?

উত্তর—আত্মহিত অপেক্ষা লোকহিত ভাল।

প্রশ্ন—কেন ভাল? সময়-বিশেষে সত্যই যদি ভাল না হয়, তবে লোকহিতই যে ভাল এ কথা কে বলিল?

উত্তর—লোকহিত আবশ্যক বলিয়া ভাল।

প্রশ্ন—কাহার পক্ষে আবশ্যক?

উত্তর—আত্মহিতের পক্ষেই আবশ্যক।

তদুত্তর—কই, তাহা ত সকল সময় দেখা যায় না। এমন ত দেখিয়াছি পরের অহিত করিয়া আপনার হিত হইয়াছে।

উত্তর—তাহাকে যথার্থ হিত বলে না।

প্রশ্ন—তবে কাহাকে বলে?

উত্তর—স্থায়ী সুখকে বলে।

তদুত্তর—আচ্ছা, সে কথা আমি বুঝিব। আমার সুখ আমার কাছে। ভাল মন্দ.

বলিয়া চরম কিছুই নাই। আবশ্যক অনাবশ্যক লইয়া কথা হইতেছে; আপাততঃ অস্থায়ী সুখই আমার আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহা ছাড়া পরের অহিত করিয়া আমি যে সুখ কিনিয়াছি তাহাই যে স্থায়ী নহে তাহার প্রমাণ কি? প্রবঞ্চনা করিয়া যে টাকা পাইলাম তাহা যদি আমরণ ভোগ করিতে পাই, তাহ হইলেই আমার সুখ স্থায়ী হইল। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইখানেই যে তর্ক শেষ হয়, তাহা নয়, এই তর্কের সোপান বাহিয়া উত্তরোত্তর গভীর হইতে গভীরতর গহ্বরে নামিতে পারা যায়—কোথাও আর তল পাওয়া যায় না, অন্ধকার ক্রমশঃই ঘনাইতে থাকে; তরণীর আশ্রয়কে হেয়জ্ঞানপূর্ব্বক প্রবল গর্ব্বে আপনাকেই আপনার আশ্রয় জ্ঞান করিয়া অগাধ জলে ডুবিতে সুরু করিলে যে দশা হয় আত্মার সেই দশা উপস্থিত হয়।

আর, লোকহিত তুমিই বা কি জান, আমিই বা কি জানি! লোকের শেষ কোথায়? লোক বলিতে বর্ত্তমানের বিপুল লোক ও ভবিষ্যতের অগণ্য লোক বুঝায়। এত লোকের হিত কখনই মিথ্যার দ্বারা হইতে পারে না। কারণ, মিথ্যা সীমাবদ্ধ, এত লোককে আশ্রয় সে কখনই দিতে পারে না। বরং, মিথ্যা একজনের কাজে ও কিছুক্ষণের কাজে লাগিতে পারে, কিন্তু সকলের কাজে ও সকল সময়ের কাজে লাগিতে পারে না। লোকহিতের কথা যদি উঠে ত আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, সত্যের দ্বারাই লোকহিত হয়, কারণ লোক যেমন অগণ্য সত্য তেমনি অসীম।

যেখানে দুর্ব্বলতা সেইখানেই মিথ্যা প্রবঞ্চনা, কপটতা, অথবা যেখানে মিথ্যা প্রবঞ্চনা কপটতা সেইখানেই দুর্ব্বলতা। তাহার কারণ, মানুষের মধ্যে এমন আশ্চর্য্য একটি নিয়ম আছে, মানুষ নিজের লাভ ক্ষতি সুবিধা গণনা করিয়া চলিলে যথেষ্ট বল পায় না। এমন কি, ক্ষতি, অসুবিধা, মৃত্যুর সম্ভাবনাতে তাহার বল বাড়াইতেও পারে। Practical লোকে যে সকল ভাবকে নিতান্ত অবজ্ঞা করেন, কার্য্যের ব্যাঘাতজনক জ্ঞান করেন, সেই ভাব নহিলে তাহার কাজ ভালরূপ চলেই না। সেই ভাবের সঙ্গে বুদ্ধি বিচার-তর্কের সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। বুদ্ধিবিচার তর্ক আসিলেই সেই ভাবের বল চলিয়া যায়। এই ভাবের বলে লোকে যুদ্ধে জয়ী হয়, সাহিত্যে অমর হয়, শিল্পে সুনিপুণ হয়—সমস্ত জাতি ভাবের বলে উন্নতির দুর্গম শিখরে উঠিতে পারে, অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলে, বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে। এই ভাবের প্রবাহ যখন বন্যার মত সরল পথে অগ্রসর হয় তখন ইহার অপ্রতিহত গতি। আর যখন ইহা বক্রবুদ্ধির কাটা নালা-নর্দ্দামার মধ্যে শত ভাগে বিভক্ত হইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে তখন ইহা উত্তরোত্তর পঙ্কের মধ্যে শোষিত হইয়া দুর্গন্ধ বাষ্পের সৃষ্টি করিতে থাকে।

ভাবের এত বল কেন? কারণ, ভাব অত্যন্ত বৃহৎ। বুদ্ধি বিবেচনার ন্যায় সীমাবদ্ধ নহে। লাভ ক্ষতির মধ্যে তাহার পরিধির শেষ নহে—বস্তুর মধ্যে সে রুদ্ধ নহে। তাহার নিজের মধ্যেই তাহার নিজের অসীমতা। সম্মুখে যখন মৃত্যু আসে তখনও সে অটল, কারণ ক্ষুদ্র জীবনের অপেক্ষা ভাব বৃহৎ। সম্মুখে যখন সর্ব্বনাশ উপস্থিত তখনও সে বিমুখ হয় না, কারণ লাভের অপেক্ষাও ভাব বৃহৎ। স্ত্রী পুত্র পরিবার ভাবের নিকট ক্ষুদ্র হইয়া যায়।

আমাদের জাতি নূতন হাঁটিতে শিখিতেছে, এ সময়ে বৃদ্ধ জাতির দৃষ্টান্ত দেখিয়া ভাবের প্রতি ইহার অবিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া কোন মতেই কর্ত্তব্য বোধ হয় না। এখন ইতস্ততঃ করিবার সময় নহে। এখন ভাবের পতাকা আকাশে উড়াইয়া নবীন উৎসাহে জগতের সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে। এই বাল্য-উৎসাহের স্মৃতিই বৃদ্ধ সমাজকে সতেজ করিয়া রাখে। এই সময়ে ধর্ম্ম, স্বাধীনতা, বীরত্বের যে একটি অখণ্ড পরিপূর্ণ ভাব হৃদয়ে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে, তাহারই সংস্কার বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এখনি যদি হৃদয়ের মধ্যে ভাঙ্গা-চোরা টলমল অসম্পূর্ণ প্রতিমা, তবে উত্তরকালে তাহার জীর্ণ ধূলি মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে।

জীবনের আদর্শকে সীমাবদ্ধ করিয়া কখনই জাতির উন্নতি হইবে না। উদারতা নহিলে কখনই মহত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইবে না। মুখশ্রীতে যে একটি দীপ্তির বিভাস হয়, হৃদয়ের মধ্যে যে একটি প্রতিভার বিকাশ হয়, সমস্ত জীবন যে সংসার-তরঙ্গের মধ্যে অটল অচলের ন্যায় মাথা তুলিয়া জাগিয়া থাকে, সে কেবল একটি বিপুল উদারতাকে আশ্রয় করিয়া। সঙ্কোচের মধ্যে গেলেই রোগে জীর্ণ, শোকে শীর্ণ, ভয়ে ভীত, দাসত্বে নতশির, অপমানে নিরুপায় হইয়া থাকিতে হয়, চোখ তুলিয়া চাহিতে পারা যায় না, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না, কাপুরুষতার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন মিথ্যাচরণ, কপটতা, তোষামোদ জীবনের সম্বল হইয়া পড়ে।

মন্ত্রি অভিষেক

মন্ত্রি অভিষেক।

—০—

(এমারেল্ড্ নাট্যশালায় লর্ড্ ক্রসের বিলের বিরুদ্ধে আপত্তি
প্রকাশ উপলক্ষে যে বিরাটসভা আহূত হয় এই প্রবন্ধ
সেই সভাস্থলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
পঠিত হয়।)

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।
২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ সাল।

মন্ত্রি অভিষেক।

আমি যে বিষয় উত্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহা আপনা হইতেই অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে এমন কেহই নাই যাঁহাকে এ সম্বন্ধে কিছু নূতন কথা বলিতে পারি বা যাঁহাকে প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক কিছু বুঝান আবশ্যক। আমরা সকলেই এক মত। আমার কর্ত্তব্য কেবল উপস্থিত সকলের হইয়া সেই মত ব্যক্ত করা; সেই জন্যই সাহস-পূর্ব্বক আমি এখানে দণ্ডায়মান হইতেছি। নতুবা জটিল রাজনৈতিক অরণ্যের মধ্যে সরল পথ কাটিয়া বাহির করা আমার মত নিতান্ত অব্যবসায়ী লোকের ক্ষুদ্র ক্ষমতার অতীত।

বিষয়টা আপাতত যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে তাহা আমার নিকটেও তেমন দুর্ব্বোধ ঠেকিতেছে না। আমাদের শাসনকর্ত্তারা স্থির করিয়াছেন মন্ত্রীসভায় আরো গুটিকতক ভারতবর্ষীয় লোক নিযুক্ত করা যাইতে পারে। এখন কথাটা কেবল এই দাঁড়াইতেছে, নির্ব্বাচন কে করিবে? গবর্ণমেণ্ট করিবেন, না আমরা করিব?

মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে সহজ-বুদ্ধিতে এই প্রশ্ন উদয় হয়, কাহার সুবিধার জন্য এই নির্ব্বাচনের আবশ্যক হইয়াছে?

আমাদেরই সুবিধার জন্য। কারণ ভরসা করিয়া বলিতে পারি এমন অবিশ্বাসী এ সভায় কেহই নাই যিনি বলিবেন ভারতের উন্নতিই ভারতশাসনের মুখ্য লক্ষ্য নহে। অবশ্য ইংরাজের ইহাতে আনুষঙ্গিক লাভ নাই এমন কথাও বলা যায় না। কিন্তু নিজের স্বার্থকেই যদি ইংরাজ ভারতশাসনের প্রধান উদ্দেশ্য করিতেন তবে আমাদের এমন দুর্দ্দশা হইত যে ক্রন্দন করিবারও অবসর থাকিত না। তবে কি আশা লইয়া আজ আমরা এখানে সমবেত হইতাম! তবে আকাঙ্ক্ষার লেশমাত্র আমাদের মনে উদয় হইবার বহু পূর্ব্বেই বিলাতের নির্ম্মিত কঠিন পাদুকার তলে তাহা নিরঙ্কুর হইয়া লোপ পাইত।

এ পর্য্যন্ত কখনো কখনো দৈববশতঃ দুর্ঘটনাক্রমে উক্ত মর্ম্মঘাতী চর্ম্মখণ্ডের তাড়নে আমাদের জীর্ণ প্লীহা বিদীর্ণ হইয়াছে মাত্র কিন্তু আমাদের শীর্ণ আশালতা ক্রমশঃ সজীব হইয়া উন্নতি-দণ্ড আশ্রয়পূর্ব্বক সফলতালাভের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহার প্রতি ইহার আক্রোশ কার্য্যে স্পষ্টতঃ প্রকাশ পায় নাই।

উপস্থিতক্ষেত্রে আমার এই প্রবন্ধে বিদীর্ণ প্লীহার উল্লেখ করা কালোচিত স্থানোচিত বিজ্ঞোচিত হয় নাই এইরূপ অনেকেরই ধারণা হইতে পারে। বিষয়টা সাধারণতঃ মনোরঞ্জক নহে, এবং ইহার উল্লেখ আমাদের কর্তৃপুরুষদের কর্ণে শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিয়া আঘাত করিতে পারে।

কিন্তু কথাটা পাড়িবার একটু তাৎপর্য্য আছে। ইংরাজের সাংঘাতিক সংঘর্ষে মাঝে মাঝে আমাদের দুর্ব্বল প্লীহা এবং অনাথ মানসম্ভ্রম শতধা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে এ কথাটা গোপন করিয়া রাখা সহজ হইতে পারে কিন্তু বিস্মৃত হওয়া সহজ নহে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতবর্ষীয় ইংরাজের এই স্বাভাবিক রূঢ়তা আমরা যদি চর্ম্মের উপরে ও মর্ম্মের মধ্যে একান্ত প্রাণান্তিকরূপে অনুভব না করিতাম তবে ইংরাজ গবর্মেণ্টের উদারতা ও উপকারিতা-সম্বন্ধে বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কত সহজ হইত!

মনুষ্যের স্বভাব এই, অপরাধীর প্রতি রাগ করিয়া তাহার সম্পূর্ণ নিরপরাধী ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের প্রতি কাল্পনিক কলঙ্ক আরোপ করিয়া কিয়ৎ-পরিমাণে সান্ত্বনা অনুভব করে। তেমনি আমরা অনেক সময়ে দলিত প্লীহাযন্ত্রের যন্ত্রণায় কোন বিশেষ ইংরাজ কাপুরুষের প্রতি রাগ করিয়া গবর্মেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হই। কারণ গবর্মেণ্টকে আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি না, অনেকটা শিক্ষা ও কল্পনার সাহায্যে মনের মধ্যে খাড়া করিয়া লইতে হয়। কিন্তু যাহাতে করিয়া জিহ্বা এবং জীবাত্মার অধিকাংশই বহির্গত হইয়া পড়ে অথবা অপমানশেল হৃৎপিণ্ডের শোণিত শোষণ করিতে থাকে তাহা অত্যন্ত নিকটে অনুভব না করিয়া থাকা যায় না।

অতএব ভ্রমের কারণ মন হইতে দূর করিয়া সেই ব্যক্তিগত অপমানজ্বালা বিস্মৃত হইয়া আমরা যদি স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখি তবে ইহা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে যে ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট হইতে আমরা এত বহুল সুফল লাভ করিয়াছি যে তাহার নিঃস্বার্থ উপকারিতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কৃতঘ্নতা মাত্র।

অতএব সকলেই বলিবেন ভারতশাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতবর্ষেরই উন্নতি। আমাদেরই সুবিধা, আমাদেরই কাজ। সেই আমাদের কাজের জন্য আমাদের লোকের সাহায্য প্রার্থনীয় হইয়াছে। সহজেই মনে হয় আমরা বাছিয়া দিলে কাজটাও ভাল হইবে, আমাদের মনেরও সন্তোষ হইবে।

এই সন্তোষ পদার্থটি কিছু উপেক্ষার যোগ্য নহে। ইহাতে কাজ যেমন অগ্রসর করিয়া দেয় এমন আর কিছুতে নহে। রুচিপূর্ব্বক আহার করিলে তবে পরিপাকের সহায়তা হয়। কার্য্যসাধনের সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষসাধনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা

আবশ্যক, নতুবা উপকারের গ্রাসও গলাধঃকরণ করা কঠিন হইয়া উঠে এবং তাহা অন্তরে অন্তরে অন্তর্দংশ বেদনা আনয়ন করে।

কিন্তু আমাদের বিরোধী পক্ষীয় ইংরাজি সম্পাদকেরা অতিরিক্ত বুদ্ধিপ্রভাবে বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষীয়েরা প্রাচ্য জাতীয় অতএব তাহাদের হস্তে মন্ত্রি অভিষেকের ভার দিলে তাহারা নিজেই অসন্তুষ্ট হইবে।

আমাদের ইংরাজি সম্পাদক মহাশয় যদি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন ত নির্ভয় হইয়া একটা কথা বলি। আমার বিশ্বাস আছে হাস্যরসকুতূহলী ইংরাজ জাতি হাস্যাস্পদ হইতে একান্ত ডরাইয়া থাকেন। কিন্তু উপস্থিতক্ষেত্রে তাহার আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। যখন সমস্ত ভারতবর্ষ কন্‌গ্রেসযোগে ইংলণ্ডের নিকটে নিবেদন করিতেছেন যে স্বাধীন মন্ত্রিনিয়োগের অধিকারই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান প্রার্থনা এবং সেই অধিকার প্রাপ্ত হইলেই তাঁহাদের প্রধান অসন্তোষের কারণ দূর হইবে তখন কোন্ লজ্জায় হাস্যরসতত্ত্বের সমুদয় নিয়ম বিস্মৃত হইয়া ইংলণ্ডবাসী সম্পাদক এ কথা বলেন যে এই গৌরবজনক অধিকার লাভে সফল হইলেই প্রাচ্য ভারতবর্ষ অসন্তুষ্ট হইবে! এ বিষয়ে পূর্ব্ব পশ্চিমের কোন মতভেদ থাকিতে পারে না যে, ব্যথিত ব্যক্তি নিজের বেদনা যতটা বোঝে, স্বয়ং ইংরাজ সম্পাদকও এতটা বোঝেন না।

অতএব আমাদের সন্তোষ অসন্তোষের সম্বন্ধে আমরাই প্রামাণ্য সাক্ষী; ইংরাজ সম্পাদকের প্রতিবাদ এ স্থলে কিঞ্চিৎ অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বলেন যুদ্ধপ্রিয় জাতিরা এই মন্ত্রিঅভিষেকপ্রথায় ক্ষুব্ধ হইবেন। কেন হইবেন? তাঁহাদের অধিক পরিমাণে তেজ আছে বলিয়াই কি তাঁহারা রাজনীতি-ক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতা চাহেন না? স্বাধীন অধিকার কি তবে কেবল যুদ্ধপ্রিয় জাতির পক্ষেই অরুচিকর? আমরা যুদ্ধপ্রিয় নহি কিন্তু অনুমান করি যোদ্ধৃজাতির প্রতি এরূপ কলঙ্ক আরোপ করা সম্পূর্ণ অমূলক ও অন্যায়।

তবে যদি এ কথা বল, আমাদের যোদ্ধৃজাতীয়েরা এখনো এতটা দূর বাক্‌পটুতা লাভ করেন নাই যাহাতে করিয়া মন্ত্রিসভায় বসিয়া পরামর্শ দান করিতে পারেন, সুতরাং সেখানে আসন অধিকার করিতে তাঁহারা সক্ষম হইবেন না, এবং সক্ষম-শ্রেণীয়দের প্রতি তাঁহাদের অসূয়ার উদ্রেক হইবে; তাহার আর কি প্রতিবাদ করিব? এ কথা কতকগুলি সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের ক্ষুদ্রকল্পনাপ্রসূত। ইহাতে আমাদের বীর-জাতিদিগকে অপমান করা হয়। তাঁহাদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি নাই এবং তাঁহাদের জাতীয়েরা যোগ্য ব্যক্তিকে চিনিতে পারে না, দুই চারিজন ইংরাজের মুখের কথাকে ইহার প্রমাণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে না।

আরেকটা কথা জিজ্ঞাসা করি ইংরাজের সুশাসনে আমাদের যোদ্ধৃবর্গের যুদ্ধ

করিবার অবসর কোথায় ? অতএব যখন যুদ্ধগৌরবের দ্বার রুদ্ধ, তখন কি স্বভাবতঃই জাতীয় রাজনৈতিক গৌরবের প্রতি তাঁহাদের হৃদয় আকৃষ্ট হইবে না ? যদি স্বতঃ না হয় তবে যে কোন উপায়ে হৌক্ জাতিস্বভাবসুলভ যুদ্ধলালসা হইতে তাঁহাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া রাজ্যচালন ও শান্তিকার্য্যের মধ্যে তাঁহাদের গৌরব-স্পৃহা চরিতার্থ করিতে দিবার চেষ্টা করা কি রাজপুরুষেরা উচিত জ্ঞান করেন না ?

পূর্ব্ব এবং পশ্চিম যদিও বিপরীত দিক্ তথাপি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য মানবপ্রকৃতি সম্পূর্ণ বিরোধীধর্ম্মাবলম্বী নহে। তাহা যদি হইত তবে ইংরাজি শিক্ষা, ইংরাজি শাসন-প্রণালী এদেশে মরুভূমিতে বীজ বপনের ন্যায় আদ্যোপান্ত নিষ্ফল হইত। বিরোধী-পক্ষীয়েরা হয়ত অবিশ্বাস করিবার মৌখিক ভান করিবেন তথাপি এ কথা আমরা বলিব, যে, যদিও আমরা প্রাচ্য এবং তোমাদের সাহায্য ব্যতীত জাতীয় গৌরব উপার্জ্জন করিতে অক্ষম হইয়াছি তথাপি কোন্ অধিকার গৌরবের এবং কোন্ নিষেধ অপমানের তাহা আমাদের প্রাচ্য হৃদয়েও অনুভব করিতে পারি। আমাদের মানবপ্রকৃতির এত দূর পর্য্যন্ত বিকার হয় নাই যে, তোমরা যখন মহৎ অধিকার আমাদের হস্তে তুলিয়া দিবে তখন আমরা অসন্তুষ্ট হইব ! আমাদের জাতিধর্ম্ম সহিষ্ণুতাকে তোমরা সম্যক্ অসাড়তা বলিয়া ভ্রম কর, তাহার কারণ তোমরা আমাদের সুখদুঃখবিরাগঅনুরাগপূর্ণ অন্তঃকরণের মধ্যে প্রবেশ করা অনাবশ্যক জ্ঞান করিয়া আসিতেছ। যদিও আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে চিরকাল যথেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্রের মধ্যে বাস করিয়া আসিতেছি, তথাপি মানব-সাধারণের অন্তর্নিহিত স্বাধীনতা-প্রীতির মৃত্যুঞ্জয়ী বীজ আমাদের হৃদয়ে এখনো সম্পূর্ণ নির্জ্জীব হয় নাই।

আর কিছু না হৌক তোমাদের নিকটে আমাদের বেদনা, আমাদের অভাব জানাইবার অধিকার আমাদের হস্তে সমর্পণ করিলে অধিকতর সুখ-সন্তোষের কারণ হইবে এটুকু আমরা পূর্ব্বদিকে বাস করিয়াও এক রকম বুঝিতে পারি। অপেক্ষাকৃত পশ্চিমবাসী যোদ্ধজাতীয়দের মানসিক প্রকৃতি যে এ বিষয়ে আমাদের হইতে কিছুমাত্র পৃথক্ তাহাও মনে করিতে পারি না। অতএব দুঃখনিবেদনের স্বাধীন অধিকার পাইলে ভারতবর্ষ যে অসন্তুষ্ট হইবে ইংলণ্ডবাসী ভারতহিতৈষীগণকে এরূপ গুরুতর দুশ্চিন্তা হইতে ক্ষান্ত থাকিতে অনুরোধ করিতে পারি !

অথচ সন্তোষ উদ্রেকের জন্য বেশি যে কিছু করিতে হইবে তাহাও নহে। যদি কর্ত্তৃপক্ষেরা বলিতেন তোমরা মন্ত্রিসভায় বসিবার একেবারেই যোগ্য নও, অতএব মিছে কানের কাছে বকিয়ো না। তাহা হইলে আমরা ধমকটি খাইয়া শুষ্কমুখে আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরিয়া যাইতাম।

কিন্তু গোড়াকার প্রধান কঠিন সমস্যার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। তোমাদের রাজতন্ত্রের পার্শ্বে আমাদিগকে স্থান দিয়া সম্মানিত করিয়াছ; আরো লোক বাড়াইতে চাও। তোমাদের শাসনতন্ত্রের মধ্যে অনেক বড় বড় পদেও আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। আমাদের যোগ্যতার প্রতি যে তোমাদের আন্তরিক বিশ্বাস আছে তাহার সহস্র পরিচয় দিয়াছ। তোমরা আপনা হইতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাদিগকে যে সকল উচ্চ অধিকার দিয়াছ, যে উন্নতিমঞ্চে আরোপণ করিয়াছ, তাহা আমাদের পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেকার স্বপ্নেরও অগম্য। আজ আমরা অন্তরের মধ্যে আত্মগৌরব অনুভব করিয়া আত্মবিশ্বাসের সহিত আমাদের লব্ধ অধিকার ঈষৎ বিস্তৃত করিবার প্রার্থনা করিতেছি বলিয়া কেন বিমুখ হইতেছ?

আমাদের মধ্যে যে যোগ্যতা আছে তাহা প্রমাণ করিবার অবসর ত তোমরাই দিয়াছ। আমাদের প্রতি তোমরা যখন জেলা শাসনের ভার দিলে তখনই আমরা নিজে জানিলাম যে আমরা শাসনভার লইবার যোগ্য, তোমরা যখন আমাদিগকে সর্ব্বোচ্চ বিচারাসনে স্থান দিলে তখন আমরা আপনারাই দেখিলাম আমরা সে গুরুতর কার্য্যভার ও উচ্চতর সম্মানের অধিকারী; তোমরা যখন ভারতীয় রাজকার্য্যের পরামর্শের জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিলে তখন আমরা প্রমাণ পাইলাম এই বিপুল রাজ্যচালনকার্য্যে আমাদের অভিজ্ঞতাও উপেক্ষণীয় নহে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমাদের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করিয়া, আমাদের আশা উদ্রেক করিয়া আজ আমাদের শিক্ষা, আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহকে কোন্ মুখে নিষ্ফল করিবে?

যখন প্রার্থনা করি নাই, এবং রাজশক্তির নিকট প্রার্থনা করিবার উপায় মাত্র জানিতাম না, তখন তোমরা আমাদের উচ্চ-অধিকারের ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছ। কিন্তু তদনুরূপ কার্য্য হয় নাই, তাহা তোমরাও স্বীকার করিতেছ এবং আমরাও অনুভব করিতেছি। এক প্রকার উচ্ছৃঙ্খল বদান্যতা আছে যাহা সহসা স্বতঃউৎসারিত উচ্ছ্বাস-প্রাচুর্য্যে মুক্তহস্ত হইয়া উঠে, কিন্তু স্বহস্তরচিত ঋণপত্র বা প্রতিশ্রুতি লিপি দেখিলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূর্ত্তি ধারণ করে, যাহা আকস্মিক আবেগে বৃহৎ অঙ্গীকারে জড়িত হয় এবং অবশেষে ন্যায্য উপায়ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার ছলে বলে সেই স্বেচ্ছাকৃত অঙ্গীকারপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে চেষ্টা করে।

দেখা যাইতেছে, তোমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাদিগকে বৃহৎ অধিকার দিতে স্বীকার করিয়াছ এবং কিছু কিছু দিয়াছ। কিন্তু তোমাদের প্রতিজ্ঞাপত্রের আশ্বাস-অনুসারিণী অধিকারপ্রার্থনাকে তোমরা রাজভক্তির অভাব বলিয়া অত্যন্ত উষ্ণতা প্রকাশ কর। কিন্তু মনে মনে কি জান না ইহাতেই যথার্থ রাজভক্তি প্রকাশ পায়?

তোমাদের নিকটে যাহা প্রার্থনা করিতেছি তাহা কোন বিজিত জাতি কোন জেতৃজাতির নিকট বিশ্বাসপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতে পারিত না। ইহাই তোমাদের প্রতি যথার্থ ভক্তি, সেলাম করা বা জুতা খোলা নহে।

আমাদের মধ্যে কেহ কেহ মুখে যাহাই বলি, যখনি তোমাদের নিকট উন্নত অধিকার প্রত্যাশা করি তখনি তোমাদের মহৎ মনুষ্যত্বের প্রতি কি সুগভীর আন্তরিক ভক্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে! তোমরা আপন রক্তপাত করিয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছ এবং আপন প্রচণ্ড বলে এই আসমুদ্র আহিমাচল বিপুল ভারত-ভূমিকে করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছ। আমাদের মনে এ আশা কোথা হইতে জন্মিল যে তোমাদের ঐ মহিমান্বিত রাজপ্রাসাদের উচ্চ সোপান আমাদের পক্ষে অনধিগম্য নহে। অবশ্যই তোমাদের খাপের মধ্য হইতে যেমন তরবারি মধ্যে মধ্যে মহেন্দ্রের বজ্রের ন্যায় আপন বিদ্যুৎ আভা প্রকাশ করিয়াছে, তেমনি তোমাদের অন্তরের মধ্যে যে দীপ্ত মনুষ্যত্বের মহিমা বিরাজ করিতেছে তাহাও প্রবল শাসনের মধ্য হইতে মাভৈঃ শব্দে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। নিম্নে ভূমিতলে দ্বারের নিকট যে প্রহরী বন্দুকের উপরে সঙ্গীন্ চড়াইয়া দাঁড়াইয়া থাকে তাহার অপ্রসন্ন মুখে নিষেধের ভাব দেখা যায়, কিন্তু যে জ্যোতিষ্মান পুরুষ প্রাসাদের শিখরদেশে দাঁড়াইয়া আছে সে আমাদিগকে অভয়দান করিয়া আহ্বান করিতেছে। ঐ দুর্ম্মুখ প্রহরীটাকে আমরা ভয় করি এবং মাঝে মাঝে সুযোগ পাইলেই তাহার শক্তিশেলের লক্ষ্য এড়াইয়া তাহার প্রতি নিস্ফল কটুকাটব্যও প্রয়োগ করিয়া থাকি কিন্তু সেই প্রসন্নমূর্ত্তি মহাপুরুষের মুখের দিকে আমরা আশান্বিত চিত্তে চাহিয়া আছি। ইহাকেই কি ভক্তির অভাব বলে!

এক ইংরাজ আমাদের প্রতি কট্‌মট্ করিয়া তাকায়। আর এক ইংরাজ উপর হইতে আপন মহত্ত্বের প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করে। এই জন্য ভয়ের অপেক্ষা ভক্তিই প্রবল হয়। আশঙ্কার উপরে আশাই জয়লাভ করে। এবং আমাদের এই আশাই যথার্থ রাজভক্তি।

দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, আমাদের মধ্যে ক্ষুদ্র এক দল আছেন ইংরাজবিদ্বেষ তাঁহাদের মনে এতই বলবান যে কন্‌গ্রেসের প্রতি কিছুতেই তাঁহারা প্রসন্নদৃষ্টিক্ষেপ করিতে পারেন না। তাঁহারা নীরবে রাজবিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান, ইংরাজের নিকট উপকার প্রত্যাশা করে বলিয়াই তাঁহারা কন্‌গ্রেসের প্রতি বিমুখ। ইহাদের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই কন্‌গ্রেসের যথার্থ ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।



নেতৃসম্মিলনে রবীন্দ্রনাথ

১৮৯০ সালে কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির ষষ্ঠ অধিবেশনকালে

ইহারা বলেন ইংরাজ কি তেমনি পাত্র! এত কাল যাহারা তোমাদিগকে কথায় ভুলাইয়া আসিয়াছে তাহারা কি আজ তোমাদের কথায় ভুলিবে! তোমরা এ বিদ্যা কত দিনই বা শিখিয়াছ! উহাদের কথার সহিত কাজের মিল করাইবার জন্য দাবী করিয়া বসিলে লাভে হইতে ফল হইবে এই যে, মিষ্ট কথাটুকু হইতেও বঞ্চিত হইবে। তাহার প্রমাণ হাতে হাতে দেখ। যে অবধি তোমরা উক্ত দেশহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ সেই অবধি পায়োনিয়রপ্রমুখ দেশের ইংরাজি কাগজ খৃষ্টান জনোচিত ভাব সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছে। স্বয়ং বড়কর্ত্তা সালিস্‌বারি আর থাকিতে পারিলেন না, প্রকাশ্যে তোমাদের কালামুখের উপর মুখনাড়া দিলেন। মিষ্টবাক্য মধুর আশ্বাস এ সকল সভ্যতার ভূষণ—এগুলোকে তোমরা এত বেশি খাঁটি বলিয়া ধরিয়া লইতেছ যে দায়ে ফেলিয়া অবশেষে ইংরাজের মধুর সভ্যতা এবং শোভন ভদ্রতাটুকুও তাড়াইবে। একদিন দেখিবে মিষ্টান্নও নাই মিষ্ট বচনও নাই। দেখ না কেন কর্ত্তৃজাতীয়দের কেহ কেহ এত দূর পর্য্যন্ত স্পষ্টবক্তা হইয়াছেন যে এই উনবিংশ খৃষ্টশতাব্দীর অপরাহ্ণ ভাগে তাঁহারা অসঙ্কোচে এমন কথা বলিতেছেন যে "তরবারি দ্বারা আমরা জয় করিয়াছি, তরবারি দ্বারা আমরা রক্ষা করিব।" অর্থাৎ মানবপ্রেম নিঃস্বার্থ উপচিকীর্ষা এ সকল ধর্ম্মবচন কেবল নিজের উপরেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তরবারিলব্ধ ভারতবর্ষের প্রতি এ সকল খৃষ্টীয় বিধান খাটে না। দেখ একবার কি কাণ্ডটা করিয়াছ! স্বয়ং উনবিংশ শতাব্দীর বোল ফিরাইয়া দিয়াছ! তবে আর তাহার অবশিষ্ট কি রাখিলে! তাহার তরবারি এবং জিহ্বা দুটোই সমান প্রখর হইয়া উঠিল, ধর্ম্মনীতি কোথাও স্থান পাইল না।

কিন্তু কন্‌গ্রেসের ভিত্তি ইংরাজবিশ্বাসের উপর স্থাপিত। কন্‌গ্রেস্ বলে, অবশ্য মনুষ্যচরিত্র একেবারে দেবতুল্য নহে। ক্ষমতালালসা, প্রভুত্বপ্রিয়তা, স্বার্থপরতা ইংরাজের হৃদয়েও আছে কিন্তু তাহা ছাড়া আরো এমন কিছু আছে যাহাতে করিয়া ইংরাজের প্রতি আমাদের বিশ্বাস হ্রাস হয় না। প্রতিদিন গালি খাইতেছি, লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছি তবুও কোথা হইতে অন্তরের মধ্যে অভয় প্রাপ্ত হইতেছি।

ইংরাজি সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী "ষড়যন্ত্রকারী বাবু সম্প্রদায়," "মুখসর্ব্বস্ব বাক্যবীর" ইত্যাদি বিশেষণের মধ্যে আপন গাত্রজ্বালা নিহিত করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে সশব্দে আমাদের প্রতি নিক্ষেপ করিতেছেন। আমরা হাসিয়া বলিতেছি, কথা তোমরাও কিছু কম বল না! তোমরা যদি আরম্ভ কর ত আমরা কি তোমাদের সঙ্গে কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারি! তোমাদের কাছেই আমাদের শিক্ষা। কথার বায়ব-শক্তিতেই ত তোমাদের এত বড় রাজনৈতিক যন্ত্রটা চলিতেছে। কথা-ভরাভরা

রাশি রাশি পুঁথি জাহাজে করিয়া প্রতিনিয়ত আমাদের নিকট প্রেরণ করিতেছ এত দিন মুখস্থ করিয়াও যদি দুটো কথা কহিতে না শিখিলাম তবে আর কি শিখিলাম। তোমাদের নিকট হইতে শিখিয়াছি কথাই তোমাদের উনবিংশ শতাব্দীর ব্রহ্মাস্ত্র। কামান বন্দুক ক্রমশঃ নীরব হইয়া আসিতেছে।

অবশ্য ভাল কথা এবং মন্দ কথা দুইই আছে। আমরা যে সব সময়ে মিষ্ট কথাই বলি তাহা নহে। কিন্তু তোমরাও যে বল তাহাও সত্যের অনুরোধে বলিতে পারি না।

সকলেই স্বীকার করিবেন নির্ব্বাপিত জঠরানলে সার্ব্বভৌমিক প্রেম অত্যন্ত সহজ হইয়া আসে। তোমরা প্রভু, তোমরা কর্ত্তা, তোমরা বিজেতা, তোমরা স্বাধীন, আমাদের তুলনায় সর্ব্বতোভাবে সকল প্রকার সুবিধাই তোমাদের আছে, তোমাদের পক্ষে সহিষ্ণু হওয়া উদার হওয়া ক্ষমাপরায়ণ হওয়া কত অনায়াসসাধ্য। আমাদের মনে স্বভাবতঃ অনেক সময়ে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়, আমরা তোমাদের অপেক্ষা দুর্ভাগ্য, দরিদ্র এবং অসহায়, আমাদের স্বজাতীয়ের প্রতি তোমাদের বিজাতীয় ঘৃণা অথবা কৃপাদৃষ্টি অনেক সময়ে পরিস্ফুট আকারে প্রকাশ পায়, আমরা সে ঘৃণার যোগ্যপাত্র হই বা না হই তাহার অপমানবিষ অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি না; অতএব আমরা যদি অসহিষ্ণু হইয়া কখনো অসংযত কথা বলিয়া ফেলি, অথবা ক্ষুব্ধ অভিমানকে সান্ত্বনা করিবার আশায় মুখে তোমাদিগকে লঙ্ঘন করিবার ভান করি তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তোমাদের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে, ক্ষমতার মধ্যে, সৌভাগ্যসুখের মধ্যে থাকিয়াও অসম্বৃত হইয়া তোমরা আমাদের প্রতি এমন রূঢ়ভাষা প্রয়োগ কর যাহাতে তোমাদের আন্তরিক দৈন্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। তোমরা নিজের রসনাকে যখনি সংযত করিতে পার না তখনি আমাদিগকে বল বাক্যবাগীশ। আমাদের আবার এমনি দুর্ভাগ্য তোমাদের ভাষা লইয়াই তোমাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয় সুতরাং তাহাতেও হার মানিয়া আছি।

আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই বাক্যকেই আমরা একমাত্র সম্বল করিতেছি বলিয়া তোমরা এত বিরক্ত হও কেন? আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের মধ্যে একদল আছেন, তাঁহারা কথা কহিতে চান না, যেটুকু কহেন তাহাতে এত অতিমাত্রায় রাজভক্তির আড়ম্বর যে তাহাতে তোমরাও ভোল না আমরাও ভুলি না; তাঁহারা ইংরাজি শিক্ষার নিকটেও অধিক পরিমাণে ঋণী নহেন, ইংরাজের রাজত্ব আসিয়াও তাঁহাদের গৌরব বা সুখ-সমৃদ্ধির বৃদ্ধি করে নাই—সামান্য অধিকার এবং সামান্য সম্মানকে তাঁহারা স্বভাবতই উপহাসযোগ্য মনে করেন; তাঁহারা যেরূপ সাবধান চোরা মৌনভাব অবলম্বন করিতে চাহেন, তাঁহারা যেরূপ গবর্মেণ্টের সকল কথাতেই অতিরিক্ত পরিমাণে স্কন্ধ আন্দোলন

করিয়া রাজভক্তির প্রচুর আস্ফালন করেন, সেইরূপ ভাবই কি তোমরা প্রার্থনীয় জ্ঞান কর?

আমাদের একমাত্র বিশ্বাস কথার উপরে; হয়ত আমাদের কোন কোন মুসলমান ভ্রাতার তাহা নাই, এজন্য বরং তোমাদের নিকট হইতেও আমরা বাক্যবাগীশ নামে অভিহিত হইতে রাজি আছি তথাপি কন্‌গ্রেসের বিরোধী পক্ষে যোগ দিতে পারিব না। তোমাদের প্রতি ভক্তি আছে বলিয়াই কথা কহি, নহিলে নীরব হইয়া থাকিতাম তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব তোমরা কন্‌গ্রেসের প্রতি সন্দিগ্ধ ভাব দূর করিয়া কন্‌গ্রেসের চতুর মৌনী বিরোধী পক্ষের প্রতি সন্দেহ স্থাপন কর।

কন্‌গ্রেস্ আর এক উপায়ে রাজভক্তি শিক্ষা দিতেছে।

ইংরাজেরই মহিমা কন্‌গ্রেসের অস্থিমজ্জার মধ্যে জীবন সঞ্চার করিতেছে। ইংরাজেরই মহৎ উজ্জ্বল অপূর্ব্ব নিঃস্বার্থ প্রীতি কন্‌গ্রেসের মর্ম্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠা-স্থাপন করিয়া তাহাকে অলৌকিক বলে বলীয়ান্ করিতেছে। বাহিরে পায়োনিয়রের স্তম্ভে, রাজকর্ম্মচারীদের প্রকাশ্য ও গোপন কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে ইংরাজের যে অনুদারতার পরিচয় পাইতেছি এদিকে দুর্ভাগা দরিদ্র জাতির জন্য হিউমের সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন, ইউল ও বেডারবর্ণের জ্যোতির্ম্ময় সহৃদয়তা আমাদের অত্যন্ত নিকটে থাকিয়া আমাদের অন্তরের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতেছে।

ইংরাজ জাতি যে কত মহৎ কন্‌গ্রেস্ না থাকিলে তাহার এমন নিকট প্রমাণ পাইবার আমাদের অবসর হইত না। সেই প্রমাণ পাইবার অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ইংরাজে এবং ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ স্বার্থের সংঘর্ষ, এবং ইংরাজ এখানে প্রভুপদে প্রতিষ্ঠিত, ক্ষমতামদে মত্ত, সুতরাং স্বভাবতঃ ইংরাজের ব্যক্তিগত মহত্ত্ব ভারতবর্ষে তেমন স্ফূর্ত্তি পায় না, বরঞ্চ তাহার ক্ষুদ্রতা নিষ্ঠুরতা ও দানবভাব অনেক সময়ে সজাগ হইয়া উঠে।

এদিকে ইংরাজি সাহিত্যে আমরা ইংরাজি চরিত্রের উচ্চ আদর্শ দেখিতে পাই, অথচ সাক্ষাৎসম্পর্কে ইংরাজের মধ্যে তাহার পরিচয় পাই না—এইরূপে য়ুরোপীয় সভ্যতার উপর আমাদের অবিশ্বাস ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছিল। আমাদের শিক্ষিত লোকদের মনে অল্প দিন হইল ইংরাজের উনবিংশ শতাব্দীর স্পর্দ্ধিত সভ্যতার উপর এইরূপ একটা ঘোরতর সংশয় জন্মিয়াছে। সমস্ত ফাঁকি বলিয়া মনে হইতেছে। সকলে ভীত হইয়া মনে করিতেছেন আমাদের প্রাচীন রীতিনীতির জীর্ণ দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। ইংরাজি সভ্যতার মধ্যে সহৃদয়তা ও অকৃত্রিমতা নাই।

ইহার প্রধান কারণ ইংরাজের নিকট হইতে সহৃদয়তা প্রত্যাশা করিয়া আমরা

রাশি রাশি পুঁথি জাহাজে করিয়া প্রতিনিয়ত আমাদের নিকট প্রেরণ করিতেছ, এত দিন মুখস্থ করিয়াও যদি দুটো কথা কহিতে না শিখিলাম তবে আর কি শিখিলাম। তোমাদের নিকট হইতে শিখিয়াছি কথাই তোমাদের উনবিংশ শতাব্দীর ব্রহ্মাস্ত্র। কামান বন্দুক ক্রমশঃ নীরব হইয়া আসিতেছে।

অবশ্য ভাল কথা এবং মন্দ কথা দুইই আছে। আমরা যে সব সময়ে মিষ্ট কথাই বলি তাহা নহে। কিন্তু তোমরাও যে বল তাহাও সত্যের অনুরোধে বলিতে পারি না।

সকলেই স্বীকার করিবেন নির্ব্বাপিত জঠরানলে সার্ব্বভৌমিক প্রেম অত্যন্ত সহজ হইয়া আসে। তোমরা প্রভু, তোমরা কর্ত্তা, তোমরা বিজেতা, তোমরা স্বাধীন, আমাদের তুলনায় সর্ব্বতোভাবে সকল প্রকার সুবিধাই তোমাদের আছে, তোমাদের পক্ষে সহিষ্ণু হওয়া উদার হওয়া ক্ষমাপরায়ণ হওয়া কত অনায়াসসাধ্য। আমাদের মনে স্বভাবতঃ অনেক সময়ে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়, আমরা তোমাদের অপেক্ষা দুর্ভাগ্য, দরিদ্র এবং অসহায়, আমাদের স্বজাতীয়ের প্রতি তোমাদের বিজাতীয় ঘৃণা অথবা কৃপাদৃষ্টি অনেক সময়ে পরিস্ফুট আকারে প্রকাশ পায়, আমরা সে ঘৃণার যোগ্যপাত্র হই বা না হই তাহার অপমানবিষ অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি না; অতএব আমরা যদি অসহিষ্ণু হইয়া কখনো অসংযত কথা বলিয়া ফেলি, অথবা ক্ষুব্ধ অভিমানকে সান্ত্বনা করিবার আশায় মুখে তোমাদিগকে লঙ্ঘন করিবার ভান করি তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তোমাদের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে, ক্ষমতার মধ্যে, সৌভাগ্যসুখের মধ্যে থাকিয়াও অসম্বৃত হইয়া তোমরা আমাদের প্রতি এমন রূঢ়ভাষা প্রয়োগ কর যাহাতে তোমাদের আন্তরিক দৈন্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। তোমরা নিজের রসনাকে যখনি সংযত করিতে পার না তখনি আমাদিগকে বল বাক্যবাগীশ। আমাদের আবার এমনি দুর্ভাগ্য তোমাদের ভাষা লইয়াই তোমাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয় সুতরাং তাহাতেও হার মানিয়া আছি।

আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই বাক্যকেই আমরা একমাত্র সম্বল করিতেছি বলিয়া তোমরা এত বিরক্ত হও কেন? আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের মধ্যে একদল আছেন, তাঁহারা কথা কহিতে চান না, যেটুকু কহেন তাহাতে এত অতিমাত্রায় রাজভক্তির আড়ম্বর যে তাহাতে তোমরাও ভোল না আমরাও ভুলি না; তাঁহারা ইংরাজি শিক্ষার নিকটেও অধিক পরিমাণে ঋণী নহেন, ইংরাজের রাজত্ব আসিয়াও তাঁহাদের গৌরব বা সুখ-সমৃদ্ধির বৃদ্ধি করে নাই—সামান্য অধিকার এবং সামান্য সম্মানকে তাঁহারা স্বভাবতই উপহাসযোগ্য মনে করেন; তাঁহারা যেরূপ সাবধান চোরা মৌনভাব অবলম্বন করিতে চাহেন, তাঁহারা যেরূপ গবর্মেণ্টের সকল কথাতেই অতিরিক্ত পরিমাণে স্কন্ধ আন্দোলন

করিয়া রাজভক্তির প্রচুর আস্ফালন করেন, সেইরূপ ভাবই কি তোমরা প্রার্থনীয় জ্ঞান কর?

আমাদের একমাত্র বিশ্বাস কথার উপরে; হয়ত আমাদের কোন কোন মুসলমান ভ্রাতার তাহা নাই, এজন্য বরং তোমাদের নিকট হইতেও আমরা বাক্যবাগীশ নামে অভিহিত হইতে রাজি আছি তথাপি কন্‌গ্রেসের বিরোধী পক্ষে যোগ দিতে পারিব না। তোমাদের প্রতি ভক্তি আছে বলিয়াই কথা কহি, নহিলে নীরব হইয়া থাকিতাম তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব তোমরা কন্‌গ্রেসের প্রতি সন্দিগ্ধ ভাব দূর করিয়া কন্‌গ্রেসের চতুর মৌনী বিরোধী পক্ষের প্রতি সন্দেহ স্থাপন কর।

কন্‌গ্রেস্ আর এক উপায়ে রাজভক্তি শিক্ষা দিতেছে।

ইংরাজেরই মহিমা কন্‌গ্রেসের অস্থিমজ্জার মধ্যে জীবন সঞ্চার করিতেছে। ইংরাজেরই মহৎ উজ্জ্বল অপূর্ব্ব নিঃস্বার্থ প্রীতি কন্‌গ্রেসের মর্ম্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠা-স্থাপন করিয়া তাহাকে অলৌকিক বলে বলীয়ান্ করিতেছে। বাহিরে পায়োনিয়রের স্তম্ভে, রাজকর্ম্মচারীদের প্রকাশ্য ও গোপন কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে ইংরাজের যে অনুদারতার পরিচয় পাইতেছি এদিকে দুর্ভাগা দরিদ্র জাতির জন্য হিউমের সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন, ইউল ও বেডারবর্ণের জ্যোতির্ম্ময় সহৃদয়তা আমাদের অত্যন্ত নিকটে থাকিয়া আমাদের অন্তরের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতেছে।

ইংরাজ জাতি যে কত মহৎ কন্‌গ্রেস্ না থাকিলে তাহার এমন নিকট প্রমাণ পাইবার আমাদের অবসর হইত না। সেই প্রমাণ পাইবার অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ইংরাজে এবং ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ স্বার্থের সংঘর্ষ, এবং ইংরাজ এখানে প্রভুপদে প্রতিষ্ঠিত, ক্ষমতামদে মত্ত, সুতরাং স্বভাবতঃ ইংরাজের ব্যক্তিগত মহত্ত্ব ভারতবর্ষে তেমন স্ফূর্ত্তি পায় না, বরঞ্চ তাহার ক্ষুদ্রতা নিষ্ঠুরতা ও দানবভাব অনেক সময়ে সজাগ হইয়া উঠে।

এদিকে ইংরাজি সাহিত্যে আমরা ইংরাজি চরিত্রের উচ্চ আদর্শ দেখিতে পাই, অথচ সাক্ষাৎসম্পর্কে ইংরাজের মধ্যে তাহার পরিচয় পাই না—এইরূপে য়ুরোপীয় সভ্যতার উপর আমাদের অবিশ্বাস ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছিল। আমাদের শিক্ষিত লোকদের মনে অল্প দিন হইল ইংরাজের ঊনবিংশ শতাব্দীর স্পর্দ্ধিত সভ্যতার উপর এইরূপ একটা ঘোরতর সংশয় জন্মিয়াছে। সমস্ত ফাঁকি বলিয়া মনে হইতেছে। সকলে ভীত হইয়া মনে করিতেছেন আমাদের প্রাচীন রীতিনীতির জীর্ণ দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। ইংরাজি সভ্যতার মধ্যে সহৃদয়তা ও অকৃত্রিমতা নাই।

ইহার প্রধান কারণ ইংরাজের নিকট হইতে সহৃদয়তা প্রত্যাশা করিয়া আমরা

নিরাশ হইয়াছি, এবং আমাদের আহত হৃদয়ের বেদনায় ইংরাজি সভ্যতাকে আমরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিতেছি। এমন সময়ে হিউম্, ইউল্, বেডর্‌বর্ণ কন্‌গ্রেস্‌কে অবলম্বন করিয়া আমাদের সেই নষ্ট বিশ্বাস উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাতে যে কেবল আমাদের রাজনৈতিক উন্নতি হইবে তাহা নহে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা যে নূতন শিক্ষা নূতন সভ্যতার আশ্রয়ে আনীত হইয়াছি তাহার প্রতি বিশ্বাস বলিষ্ঠ হইয়া তাহার সুফলসকল স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিব এবং এইরূপে আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইবে। আমরা ইতিহাসে ও সাহিত্যে ইংরাজের যে মহৎ আদর্শ লাভ করিয়াছি সেই আদর্শ মূর্ত্তিমান ও জীবন্ত হইয়া আমাদিগকে মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর করিয়া দিবে।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে যতই সাধু-প্রসঙ্গ ও সংশিক্ষা থাক্ তাহা এক হিসাবে মৃত, কারণ যে সকল মহাপুরুষেরা সেই সাধুভাবসকলকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে পুনশ্চ প্রাণলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আর বর্ত্তমান নাই ; কেবল শুষ্ক শিক্ষায় অসাড় জীবনকে চৈতন্যদান করিতে পারে না। আমরা মানুষ চাই। বর্ত্তমান সভ্যতা যাঁহাদিগকে মহৎজীবন দান করিয়াছে, এবং যাঁহারা বর্ত্তমান সভ্যতাকে সেই জীবন প্রত্যর্পণ করিয়া সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন সেই সকল মহাপুরুষের মহৎ প্রভাব প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে চাই তবে আমাদের শিক্ষা ও চরিত্র সম্পূর্ণতা লাভ করিবে। হিউম্‌কে নিকটে পাইয়া আমাদের ইংরাজি ইতিহাসশিক্ষার ফল সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে—নতুবা আমরা যে সকল উদাহরণ দেখিয়াছি ও দেখিতেছি তাহাতে সে শিক্ষা অনেক পরিমাণে নিষ্ফল হইয়া যাইতেছিল।

অতএব কন্‌গ্রেসের দ্বারায় উত্তরোত্তর আমাদের যথার্থ রাজভক্তি বৃদ্ধি হইতেছে এবং মহৎ মনুষ্যত্বের নিকটসংস্পর্শ লাভ করিয়া আমাদের জীবনের মধ্যে অলক্ষিতভাবে মহত্ত্ব সঞ্চারিত হইতেছে!

আমরা কথা কহি বলিয়া যে ইংরাজি সম্পাদকেরা আমাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন, তাঁহাদের মনের ভাব যে কি তাহা ঠিক জানি না। বোধ করি তাঁহারা বলিতে চান তোমরা কাজ কর।

ঠিক সেই কথাটাই হইতেছে! কাজ করিতেই চাই। সেই জন্যই আগমন! যখন আমরা কাজ চাহিতেছি তখন তোমরা বলিতেছ, কথা কহিতেছ কেন! আচ্ছা দাও কাজ!

অমনি তোমরা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিবে, "না না সে কাজের কথা হইতেছে না, তোমরা আপন সমাজের কাজ কর!"

আমরা সমাজের কাজ করি কি না করি সে খবর তোমরা রাখ কি? যখনি কাজ চাহিলাম অমনি আমাদের সমাজের প্রতি তোমাদের সহসা একান্ত অনুরাগ জন্মিল। আমাদের সমাজের কাজে যদি আমরা কোন শৈথিল্য করি আমাদেরও চৈতন্য করাইবার লোক আছে; জানই ত বাক্‌শক্তিতে আমরা দুর্ব্বল নহি; অতএব পরামর্শ বিলাত হইতে আমদানী করা নিতান্ত বাহুল্য।

যাঁহারা রাজনীতিকে সমাজনীতির অপেক্ষা প্রাধান্য দিয়া থাকেন, যাঁহারা রাজ-পুরুষদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি উদ্রেক করাইতে নিরতিশয় ব্যাপৃত থাকিয়া নিজের কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলা করেন তাঁহারা অন্যায় করেন, এবং সে সম্বন্ধে আমাদের স্বজাতীয়দিগকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য আমরা মাঝে মাঝে চেষ্টার ত্রুটি করি না। শ্রোতৃবর্গ বোধ করি বিস্মৃত হইবেন না, বর্ত্তমান বক্তাও ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও ক্ষুদ্রশক্তি অনুসারে মধ্যে মধ্যে অগত্যা এইরূপ অপ্রীতিকর চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কর্ত্তব্যের আপেক্ষিক গুরুলঘুতা সকল সময়ে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া চলা কোন জাতির নিকট হইতেই আশা করা যাইতে পারে না। অন্ধতা, হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা বা কৃত্রিম প্রথা দ্বারা নীত হইয়া তোমাদের স্বজাতীয়েরা যখনি যথার্থ পথ পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং অপ্রকৃতকে প্রকৃতের অপেক্ষা অধিকতর সম্মান দিয়াছে, তখনি তোমাদের চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ, তোমাদের কার্লাইল, ম্যাথ্যু আর্ণল্ড্, রস্কিন্ স্বজাতিকে সতর্ক করিতে ভূয়োভূয়ঃ চেষ্টা করিয়াছেন।

তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হইতেছে কি না বলা কঠিন। কারণ সামাজিক সংস্কার-কার্য্য অপেক্ষাকৃত নিঃশব্দে নিগূঢ় অলক্ষিতভাবে সাধিত হইয়া থাকে। নৈসর্গিক জীবন্তশক্তির ন্যায় সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখে। তাহার প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ হিসাব পাওয়া দুঃসাধ্য।

আমাদের সমাজেও সেইরূপ জীবনের কার্য্য চলিতেছে, তাহা বিদেশীয়দৃষ্টিগোচর নহে। এমন কি স্বদেশীয়ের পক্ষেও সমাজের পরিবর্ত্তন প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভবযোগ্য হইতে পারে না।

অতএব আমাদের সমাজের ভার আমাদের দেশের চিন্তাশীল লোকদের প্রতি অর্পণ করিয়া যে কথাটা তোমাদের কাছে উঠিয়াছে আপাততঃ তাহারই উপযুক্ত যুক্তি দ্বারা তাহার বিচার কর। বল যে তোমরা অযোগ্য অথবা বল যে আমাদের ইচ্ছা নাই—কিন্তু "তোমাদের বাল্যবিবাহ আছে" বা "বিধবাবিবাহ নাই" এ কথাটা নিতান্তই অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। সামাজিক অসম্পূর্ণতা তোমাদের দেশেও আছে এবং পূর্ব্বে হয়ত আরো অনেক ছিল কিন্তু সে কথা বলিয়া তোমাদের বক্তৃতা কেহ বন্ধ করে নাই, তোমাদের রাজনৈতিক প্রার্থনা কেহ নিরাশ করে নাই।

তোমরা এমন কথাও বলিতে পারিতে যে তোমাদের দেশে আমাদের মত এমন সঙ্গীতচর্চ্চা ও চিত্রশিল্পের আদর এখনো হয় নাই অতএব তোমাদের কোন কথাই শুনিতে চাহি না। ইহা অপেক্ষা বলা ভাল "আমার ইচ্ছা আমি শুনিব না।" তাহাতে তোমাদেরও কথা অনেকটা সংক্ষেপ হইয়া আসে। কিন্তু তোমাদের জাতির মধ্যেই তোমাদের অপেক্ষা আরো উচ্চ বিচারশালা আছে সেই জন্যই আমরা আশা ত্যাগ করি নাই এবং সেই জন্যই আমাদের কন্‌গ্রেস্।

যদিও আমার এ সকল কথা তোমাদের কর্ণগোচর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই; কারণ আমাদের সমাজের মঙ্গলের প্রতি তোমাদের অত্যন্ত প্রচুর অনুরাগ সত্ত্বেও আমাদের ভাষা তোমরা জান না, জানিতে ইচ্ছাও কর না; তথাপি দুরাশায় ভর করিয়া আমাদের কন্‌গ্রেসের প্রতি তোমাদের অকারণ অবিশ্বাস দূর করিবার জন্য মাঝে হইতে তৎসম্বন্ধে এতটা কথা বলিলাম। দেখাইলাম তোমাদের প্রতি ভক্তিই কন্‌গ্রেসের একমাত্র আশা ও সম্বল।

অতএব কন্‌গ্রেসের নিকট হইতে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইতেছে তাহার প্রতি এমন ভ্রূকুটি করিয়া থাকা তোমাদের বিবেচনার ভুল। তাহার প্রতি প্রসন্ন কর্ণপাত করা রাজনৈতিক ধর্ম্মনৈতিক সকল প্রকার কারণে তোমাদের কর্ত্তব্য। কারণ কন্‌গ্রেস্ জেতৃ ও জিতজাতির মধ্যে সেতুবন্ধন করিয়া দিতেছে।

গবর্মেণ্টের দ্বারা মন্ত্রিনিয়োগ অপেক্ষা সাধারণ লোকের দ্বারা মন্ত্রিঅভিষেক অনেক কারণে আমাদের নিকটে প্রার্থনীয় মনে হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সন্তোষ একটি প্রধান কারণ। আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী এই অধিকার প্রার্থনা করিতেছে। যদি ইহা দান করিলে গবর্মেণ্টের কোন ক্ষতি না হয় ত প্রজারঞ্জন একটা মহৎলাভ।

গবর্ণমেণ্ট শব্দটা শুনিবামাত্র হঠাৎ ভ্রম হয় যেন তাহা মানবধর্ম্মবিবর্জ্জিত নির্গুণ পদার্থ। যেন তাহা রাগদ্বেষবিহীন; যেন তাহা স্তবে বিচলিত হয় না, বাহ্য চাক্‌চিক্যে ভোলে না, যেন তাহার আত্মপর বিচার নাই, যেন তাহা নিরপেক্ষ কটাক্ষের দ্বারা মন্ত্রবলে মানব-চরিত্রের রহস্য ভেদ করিতে পারে। অতএব এরূপ অপক্ষপাতী সর্ব্বদর্শী অলৌকিক পুরুষের হস্তেই নির্ব্বাচনের ভার থাকিলেই যেন ভাল হয়।

কিন্তু আমরা নিশ্চয় জানি গবর্ণমেণ্ট আমাদেরি ন্যায় অনেকটা রক্তে মাংসে গঠিত। উক্ত গবর্ণমেণ্ট নিমন্ত্রণে যান, বিনীত সম্ভাষণে আপ্যায়িত হন, লন্‌টেনিস্ খেলেন, মহিলাদের সহিত মধুরালাপ করেন এবং অধম আমাদেরি মত সামাজিক স্তুতিনিন্দায় বহুল পরিমাণে বিচলিত হইয়া থাকেন।

অতএব এস্থলে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নির্ব্বাচনের অর্থ আর কিছুই নয়, একটি বা দুইটি বা অল্পসংখ্যক ইংরাজের দ্বারা নির্ব্বাচন।

কিন্তু আমরা পদে পদে প্রমাণ পাইয়াছি ভারতবর্ষীয় ইংরাজেরা নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি একান্ত অনুরক্ত নহেন। কারণ নব্যরুচি-অনুসারে ইঁহারা চশমা ব্যবহার করেন, দাড়ি রাখেন, ইংরাজি জুতা পরেন, এবং সে জুতা সহজে খুলিতে চাহেন না। তদ্ভিন্ন ইঁহাদের স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা, ইঁহাদের ঔদ্ধত্য, ইঁহাদের বক্তৃতাশক্তি প্রভৃতি নানা কারণে তাঁহারা একান্ত উদ্বেজিত হইয়া আছেন। অতএব তাঁহাদের হস্তে নির্ব্বাচনের ভার থাকিলে এই শিক্ষিত দলের পক্ষে বড় আশার কারণ নাই। ইঁহাদের দর্প চূর্ণ করা তাঁহারা রাজনৈতিক কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন। অতএব শিক্ষিত লোকেরা তাঁহাদের দ্বারে প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলে কেবল যে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবেন তাহা নহে উপরন্তু সাহেবের নিকট দুটো শ্রুতিপরুষ অথচ বাৎসল্যগর্ভ উপদেশ শুনিয়া এবং প্রবেশাধিকারের মূল্যস্বরূপ দ্বারীকে কিঞ্চিৎ দণ্ড দিয়া আসিতে হইবে।

কিন্তু ইংরাজি শিক্ষা কিছু এমনি বিড়ম্বনা নহে যে কেবল শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সকল প্রকার যোগ্যতা লাভে অক্ষম হইয়াছেন। অতএব শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতি ভারতবর্ষীয় ইংরাজের এই যে বিরাগ তাহা কেবল ব্যক্তিগত রুচিবিকার মাত্র, তাহা যুক্তিসঙ্গত ন্যায়সঙ্গত নহে।

তদ্ভিন্ন তাঁহারা কয় জন দেশীয় উপযুক্ত লোককে রীতিমত জানেন? তাঁহাদের নির্ব্বাচনক্ষেত্রের পরিধি কতই সঙ্কীর্ণ। উপাধিবান রাজা উপরাজার সহিতই তাঁহাদের কিয়ৎপরিমাণ মৌখিক আলাপ আছে মাত্র। মন্ত্রিসভায় আসন পাওয়া যাঁহারা কেবলমাত্র সম্মান বলিয়া জ্ঞান করেন, জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেন না, তাঁহারাই অধিকাংশ সময়ে সেখানে স্থান পাইয়া থাকেন।

অবশ্য, সময়ে সময়ে ইহার ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছে। অনেক যোগ্য ব্যক্তিও স্থান পাইয়াছেন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো সহিত বর্ত্তমান বক্তার পরম গৌরবের আত্মীয়তা সম্পর্ক আছে। কিন্তু সে সকল যোগ্য ব্যক্তি সাধারণের অপরিচিত নহেন। সাধারণের দ্বারা তাঁহাদের নির্ব্বাচিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল।

আমার জিজ্ঞাস্য কেবল এই যে, আমাদের অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের অর্থাৎ দুই চারি জন ইংরাজের এ বিষয়ে অধিক অভিজ্ঞতা কোথায়? আমাদের শিক্ষিতসাধারণে যাঁহাদিগকে বড়লোক বলিয়া জানেন তাঁহাদের অবশ্য কিছু না কিছু যোগ্যতা আছেই।

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যাঁহাদিগকে বড়লোক বলিয়া জানেন, তাঁহাদের বিপুল ঐশ্বর্য্য, বৃহৎ শিরোপা, বা অতিবিনীত সেলামের ক্ষমতা থাকিতে পারে কিন্তু যথার্থ যোগ্যতা না থাকিতেও পারে।

আমরা যত দূর দেখিতে পাই তাহাতে আমাদের বিশ্বাস, মন্ত্রিসভায় দেশীয় মন্ত্রী নিয়োগ গবর্ণমেণ্ট তেমন অত্যাবশ্যক মনে করেন না, সুতরাং নির্ব্বাচনের সময় যথেষ্ট সাবধান ও বিবেচনার সহিত কাজ করা তাঁহারা অনেকটা বাহুল্য বোধ করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের ভাব ঠিক তাহার বিপরীত। গবর্ণমেণ্টকে বাস্তবিক সুপরামর্শ দিয়া দেশের হিতসাধন করিতে হইবে এবং স্বজাতির যোগ্যতা প্রমাণ করিয়া গৌরব লাভ করিব, এই আমাদের উদ্দেশ্য, কেবলমাত্র সভাগৃহের শোভাসম্পাদনে আমাদের কোন ফল নাই স্বার্থ নাই। সুতরাং নির্ব্বাচনের সময় আমাদিগকে সবিশেষ বিবেচনার সহিত কাজ করিতে হইবে।

পুনশ্চ, গবর্ণমেণ্ট যাঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহআশ্রয়ে নির্ভয়ে থাকিতে পারেন, আমাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির সে আশা নাই, সুতরাং খুব মজবুৎ দেখিয়াই লোক বাছিতে হইবে। অতএব আমাদের হাতে যোগ্য লোক বাছাই হইবার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

অর্থাৎ গ্রাম্য ভাষায় যাহাকে "গরজ" বলে তাহার দ্বারা সংসারের অধিকাংশ কাজ হইয়া থাকে। মন্ত্রিসভায় দেশীয় লোক নির্ব্বাচন করিতে গবর্ণমেণ্টের কোন গরজ দেখা যাইতেছে না। অর্দ্ধ অনিচ্ছার সহিত তাঁহারা একটা আপোষে মীমাংসা করিতে চাহেন। লর্ড্ ক্রস্ বলেন যদি ভারতশাসনকর্ত্তারা ইচ্ছা করেন ত নিজে গুটিকতক দেশীয় লোক নির্ব্বাচন করিয়া মন্ত্রীসংখ্যা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে পারেন। আমাদের ভারতরাজকর্ম্মচারীগণও এ বিষয়ে যে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন তাহা বলিতে পারি না।

অতএব যখন দেশীয় মন্ত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে গবর্ণমেণ্টের কিছুমাত্র গরজ নাই, অর্থাৎ তাঁহাদের মতে দুই চারিটা দেশী লোককে ডাকিলেও চলে, না ডাকিলে হয়ত আরো ভালো চলে তখন তাঁহাদের হাতে নির্ব্বাচনের ভার কোন্ সাহসে দিই। গরজ আমাদেরই। অতএব আমরাই যথার্থ নির্ব্বাচনের অধিকারী।

এমন দুরাশাও আমরা করিতেছি না যে আমাদের প্রতিনিধিদের হস্তে রাজক্ষমতা থাকিবে। তাঁহারা কেবল নিবেদন করিবেন মাত্র, বিচারের ভার কার্য্যের ভার তোমাদের। আমরা কেবল জানাইতে চাহি ও জানিতে চাহি। তোমরা আমাদের উপর আইন খাটাইবে। আমরা আমাদের গায়ের মাপ দিতে চাহি। দেখাইতে

চাহি কোথায় কষাকষি করিলে আমাদের নিঃশ্বাস রোধ হইয়া আসে, এবং কোথায় ঢিলা হইলে আমাদের অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্য ও আরামের ব্যাঘাত হয়।

অতএব আমাদেরই লোক যদি না পাঠাইলাম তবে আমাদের আবশ্যক কে জানাইবে? তোমরা যাহাকে নির্ব্বাচন করিয়া সম্মানিত কর সে স্বভাবতই কিয়ৎ পরিমাণে তোমাদের অঙ্গভঙ্গীর অনুকরণ করে ও তোমাদেরই ধ্বনিকে প্রতিধ্বনিত করে মাত্র। তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা জানাইতে সহজে তাহার প্রবৃত্তি হইতেই পারে না।

এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে একটি প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক। তোমরা যে অতিরিক্ত আরো গুটিকতক দেশীয় লোক মন্ত্রিসভায় আহ্বান করিতেছে তাহার উদ্দেশ্য কি? আমাদের অভাব আমাদের আবশ্যক আমাদের লোকের মুখে আরো ভাল করিয়া জানিতে চাও। ইহা ছাড়া দেশীয় মন্ত্রিবৃদ্ধির আর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। যদি বাস্তবিক সেই উদ্দেশ্যই থাকে তবে সহজেই বুঝিতে পারিবে তোমাদের নির্ব্বাচনে তাহা সম্পূর্ণ সাধিত হইবার সম্ভাবনা অল্প, এবং আমাদের নির্ব্বাচনেই সেই উদ্দেশ্য বাস্তবিক সফল হইবে। আগে একটা উদ্দেশ্য পরিষ্কাররূপে স্থির কর, তার পরে সে উদ্দেশ্য কিসে সিদ্ধ হইবে বিবেচনা করিয়া দেখ।

যদি বল উদ্দেশ্য বিশেষ কিছুই নাই, আমরা দেশীয় মন্ত্রীর কোন আবশ্যক বোধ করিতেছি না; কেবল, তোমরা কিছুদিন হইতে বড় বিরক্ত করিতেছ তাই অল্পস্বল্প খোরাক দিয়া তোমাদের মুখ বন্ধ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তবে সে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই আজই তাহার প্রমাণ। আজ আমরা এই সহরের যত বক্তা এবং যত শ্রোতা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাশয্যা হইতে কায়ক্লেশে গাত্রোত্থান করিয়া ভগ্নক্ষীণকণ্ঠে আপত্তি উত্থাপন করিতে আসিয়াছি; শরীর যতই সুস্থ ও কণ্ঠস্বর যতই সবল হইতে থাকিবে আমাদের আপত্তি ততই অধিকতর তেজ ও বায়ুবল লাভ করিতে থাকিবে সন্দেহ নাই।

আমাদের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধিগণের মধ্যে অনেকেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতরাজ্যতন্ত্রে প্রজাসাধারণের দ্বারা মন্ত্রী নির্ব্বাচন কোন না কোন উপায়ে প্রবর্ত্তিত করা যুক্তিসঙ্গত। এ সম্বন্ধে লর্ড্ নর্থ্‌ব্রুক্, লর্ড্ রিপন্, লর্ড্ ডফারিন্, স্যর্ রিচার্ড্ টেম্প্‌ল্ প্রভৃতির কথা কত দূর শ্রদ্ধার যোগ্য তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহাদের উপরে আমাদের আর নূতন যুক্তি দেখাইবার আবশ্যক করে না।

আমরা কেবল এই বলিয়া আক্ষেপ করিব যে, যুক্তি আমাদের পক্ষে, অভিজ্ঞতা আমাদের পক্ষে, সহৃদয়তা আমাদের পক্ষে, বড় বড় সুযোগ্য লোকের মত আমাদের পক্ষে, তথাপি কেন আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না? আমাদের এই দুর্দ্দশা দেখিয়াই

আমরা আরো অধিকতর আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করিব যে, যে রাজকীয় রহস্যধামে আমাদের ভাগ্য স্থির হয় সেখানে আমাদের আপনার লোক যেন পাঠাইতে পারি, তাহা হইলে যদি কোন প্রার্থনায় নিষ্ফলকাম হই, তবে আর কিছু না হৌক তাহার একটা যুক্তিসঙ্গত উত্তর শুনিবার স্বল্প সুখ হইতে বঞ্চিত হইব না।

এইখানেই আমি ক্ষান্ত হইতে চাহি। আলোচ্য প্রস্তাব সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ, অনেক তর্ক, এবং অনেক ইতিহাস আছে। আমি একান্ত সসঙ্কোচে তাহার প্রতি হস্তক্ষেপ করি নাই। অভ্যাস, অনুরাগ ও চর্চ্চা অনুসারে রাজনীতি আমার অধিকার-বহির্ভূত। কেবল মনে মনে ঈষৎ ভরসা আছে যে, রাজনৈতিক প্রসঙ্গও সম্ভবতঃ যুক্তিশাস্ত্রের বিধানের মধ্যে ধরা দেয়, অর্থাৎ সত্যের নিয়ম হয়ত এখানেও খাটে; এই জন্য সহজ বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া লর্ড্ ক্রসের রচিত বিধির বিরুদ্ধে আমার আপত্তি ব্যক্ত করিয়াছি। অনভিজ্ঞতাবশতঃ যদি কোন ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায় তবে আমার পরবর্ত্তী যোগ্যতর বক্তা মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা সংশোধন ও সম্পূরণ করিয়া লইবেন। যদি কোন অন্যায় অবিবেচনার কথা বলিয়া থাকি, তবে তাহার পাপের ভার শ্রোতৃবর্গ অনুগ্রহপূর্ব্বক বক্তার নিজের শিরে চাপাইবেন, কোন সম্প্রদায় বা সভার স্কন্ধে আরোপ করিবেন না।

ব্রহ্ম মন্ত্র

ব্রহ্ম মন্ত্র।

—০—

শান্তিনিকেতনে দশম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব
উপলক্ষে

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
পঠিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

৮ মাঘ ১৩০৭ সাল।

ব্রহ্ম মন্ত্র।

তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি।

তিনি সত্য, তিনি অমৃত, তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে, হে সৌম্য, তাঁহাকে বিদ্ধ কর।

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং—

উপনিষদে যে মহাস্ত্র ধনুর কথা আছে সেই ধনু গ্রহণ করিয়া—

শরং হ্যপাসানিশিতং সন্ধয়ীত—

উপাসনা দ্বারা শাণিত শর সন্ধান করিবে!

আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি!

তদ্ভাবগত চিত্তের দ্বারা ধনু আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্যস্বরূপ সেই অক্ষর ব্রহ্মকে বিদ্ধ কর।

এই উপমাটি অতি সরল। যখন শুভ্র সবলতনু আর্য্যগণ আদিম ভারতবর্ষের গহন মহারণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, যখন হিংস্র পশু এবং হিংস্র দস্যুদিগের সহিত তাঁহাদের প্রাণপণ সংগ্রাম চলিতেছে তখনকার সেই টঙ্কারমুখর অরণ্যনিবাসী কবির উপযুক্ত এই উপমা!

এই উপমার মধ্যে যেমন সরলতা তেমনি একটি প্রবলতা আছে। ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিতে হইবে—ইহার মধ্যে লেশমাত্র কুণ্ঠিত ভাব নাই। প্রকৃতির একান্ত সারল্য এবং ভাবের একাগ্র বেগ না থাকিলে এমন অসঙ্কোচ বাক্য কাহারো মুখ দিয়া বাহির হয় না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারাই এরূপ সাহসিক উপমা এমন সহজ এমন প্রবল সরলতার সহিত উচ্চারণ করিতে পারেন। মৃগ যেমন ব্যাধের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য, ব্রহ্ম তেমনি আত্মার অনন্য লক্ষ্যস্থল। তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি—ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিতে হইবে! অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ। প্রমাদ-শূন্য হইয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে এবং শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আচ্ছন্ন হইয়া যায় সেইরূপ ব্রহ্মের মধ্যে তন্ময় হইয়া যাইবে।

উপমাটি যেমন সরল, উপমার বিষয়গত কথাটি তেমনি গভীর। এখন সে অরণ্য নাই, সে ধনুঃশর নাই; এখন নিরাপদ নগরনগরী অপরূপ অস্ত্রশস্ত্রে সুরক্ষিত। কিন্তু

সেই আরণ্যক ঋষিকবি যে সত্যকে সন্ধান করিয়াছেন সেই সত্য অদ্যকার সভ্য যুগের পক্ষেও দুর্লভ। আধুনিক সভ্যতা কামান বন্দুকে ধনুঃ শরকে জিতিয়াছে কিন্তু সেই কত শত শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মজ্ঞানকে পশ্চাতে ফেলিতে পারে নাই। সমস্ত প্রত্যক্ষ পদার্থের মধ্যে তদেতৎ সত্যং সেই যে একমাত্র সত্য যদ্‌ অণুভ্যোণুচ, যাহা অণু হইতেও অণু, অথচ যস্মিন্‌ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ, যাহাতে লোক সকল এবং লোকবাসী সকল নিহিত রহিয়াছে সেই অপ্রত্যক্ষ ধ্রুব সত্যকে শিশুতুল্য সরল ঋষিগণ অতি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন। তদমৃতং, তাহাকেই তাঁহারা অমৃত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং শিষ্যকে ডাকিয়া বলিয়াছেন তদ্ভাবগতেন চেতসা, তদ্ভাবগত চিত্তের দ্বারা তাঁহাকে লক্ষ্য কর—তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি, তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে, হে সৌম্য তাঁহাকে বিদ্ধ কর! শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ, লক্ষ্যপ্রবিষ্ট শরের ন্যায় তাঁহারই মধ্যে তন্ময় হইয়া যাও!

সমস্ত আপেক্ষিক সত্যের অতীত সেই পরম সত্যকে কেবল মাত্র জ্ঞানের দ্বারা বিচার করা সেও সামান্য কথা নহে, শুদ্ধ যদি সেই জ্ঞানের অধিকারী হইতেন তবে তাহাতেও সেই স্বল্পাশী বিরলবসন সরলপ্রকৃতি বনবাসী প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের বুদ্ধিশক্তির মহৎ উৎকর্ষ প্রকাশ পাইত।

কিন্তু উপনিষদের এই ব্রহ্মজ্ঞান কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির সাধনা নহে—সকল সত্যকে অতিক্রম করিয়া ঋষি যাঁহাকে একমাত্র তদেতৎ সত্যং বলিয়াছেন, প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞদের পক্ষে তিনি কেবল জ্ঞানলভ্য একটি দার্শনিক তত্ত্বমাত্র ছিলেন না—একাগ্রচিত্ত ব্যাধের ধনু হইতে শর যেরূপ প্রবলবেগে প্রত্যক্ষ সন্ধানে লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হয়, ব্রহ্মর্ষিদের আত্মা সেই পরমসত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তন্ময় হইবার জন্য সেইরূপ আবেগের সহিত ধাবিত হইত। কেবল মাত্র সত্য নিরূপণ নহে, সেই সত্যের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল।

কারণ, সেই সত্য কেবল মাত্র সত্য নহে, তাহা অমৃত। তাহা কেবল আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র অধিকার করিয়া নাই, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের আত্মার অমরত্ব। এই জন্য সেই অমৃত পুরুষ ছাড়িয়া আমাদের আত্মার অন্য গতি নাই ঋষিরা ইহা প্রত্যক্ষ জানিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—

স যঃ অন্যম্‌ আত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ—

অর্থাৎ যিনি পরমাত্মা ব্যতীত অন্যকে আপনার প্রিয় করিয়া বলেন—প্রিয়ং রোৎস্যতীতি—তাঁহার প্রিয় বিনাশ পাইবে! আমাদের জ্ঞানের পক্ষে যে সত্য সকল সত্যের শ্রেষ্ঠ আমাদের আত্মার পক্ষে তাহাই সকল প্রিয়ের প্রিয়তম;—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা—

এই যে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর পরমাত্মা ইনি আমাদের পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়। তিনি শুষ্ক জ্ঞানমাত্র নহেন, তিনি আমাদের আত্মার প্রিয়তম।

আধুনিক হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা বলেন ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া কোন ধর্ম্ম সংস্থাপন হইতে পারে না, তাহা কেবল তত্ত্বজ্ঞানীদের অবলম্বনীয়, তাঁহারা উক্ত ঋষিবাক্য স্মরণ করিবেন। ইহা কেবল বাক্যমাত্র নহে,—প্রীতিরসকে অতি নিবিড় নিগূঢ় রূপে আস্বাদন করিতে না পারিলে এমন উদার উন্মুক্ত ভাবে এমন সরল সবল কণ্ঠে প্রিয়ের প্রিয়ত্ব ঘোষণা করা যায় না।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা—

ব্রহ্মর্ষি একথা কোন ব্যক্তিবিশেষে বদ্ধ করিয়া বলিতেছেন না—তিনি বলিতেছেন না, যে, তিনি আমার নিকট আমার পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়—তিনি বলিতেছেন আত্মার নিকটে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর—জীবাত্মামাত্রেরই নিকট তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়—জীবাত্মা যখনই তাঁহাকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করে তখনি বুঝিতে পারে তাঁহা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই।

অতএব পরমাত্মাকে যে কেবল জ্ঞানের দ্বারা জানিব তদেতৎ সত্যং, তাহা নহে, তাঁহাকে হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করিব তদমৃতং। তাঁহাকে সকলের অপেক্ষা অধিক বলিয়া জানিব, এবং সকলের অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রীতি করিব। জ্ঞান ও প্রেম সমেত আত্মাকে ব্রহ্মে সমর্পণ করার সাধনাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনা—তদ্ভাবগতেন চেতসা এই সাধনা করিতে হইবে; ইহা নীরস তত্ত্বজ্ঞান নহে, ইহা ভক্তিপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম।

উপনিষদের ঋষি যে জীবাত্মামাত্রেরই নিকট পরমাত্মাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিজনক বলিতেছেন তাহার অর্থ কি? যদি তাহাই হইবে তবে আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাম্যমান হই কেন? একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার অর্থ বুঝাইতে ইচ্ছা করি।

কোন রসজ্ঞ ব্যক্তি যখন বলেন কাব্যরসাবতারণায় বাল্মীকি শ্রেষ্ঠ কবি—তখন একথা বুঝিলে চলিবে না যে কেবল তাঁহারই নিকট বাল্মীকির কাব্যরস সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয়। তিনি বলেন সকল পাঠকের পক্ষেই এই কাব্যরস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ইহাই মনুষ্য-প্রকৃতি। কিন্তু কোন অশিক্ষিত গ্রাম্য জানপদ বাল্মীকির কাব্য অপেক্ষা যদি স্থানীয় কোন পাঁচালি গানে অধিক সুখ অনুভব করে তবে তাহার কারণ তাহার অজ্ঞতামাত্র। সে লোক অশিক্ষাবশতঃ বাল্মীকির কাব্য যে কি তাহা জানে না, এবং সেই কাব্যের রস যেখানে, অনভিজ্ঞতাবশতঃ সেখানে সে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না—কিন্তু

সেই আরণ্যক ঋষিকবি যে সত্যকে সন্ধান করিয়াছেন সেই সত্য অদ্যকার সভ্য যুগের পক্ষেও দুর্লভ। আধুনিক সভ্যতা কামান বন্দুকে ধনুঃ শরকে জিতিয়াছে কিন্তু সেই কত শত শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মজ্ঞানকে পশ্চাতে ফেলিতে পারে নাই। সমস্ত প্রত্যক্ষ পদার্থের মধ্যে তদেতৎ সত্যং সেই যে একমাত্র সত্য যদ্ অণুভ্যোণুচ, যাহা অণু হইতেও অণু, অথচ যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ, যাহাতে লোক সকল এবং লোকবাসী সকল নিহিত রহিয়াছে সেই অপ্রত্যক্ষ ধ্রুব সত্যকে শিশুতুল্য সরল ঋষিগণ অতি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন। তদমৃতং, তাহাকেই তাঁহারা অমৃত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং শিষ্যকে ডাকিয়া বলিয়াছেন তদ্ভাবগতেন চেতসা, তদ্ভাবগত চিত্তের দ্বারা তাঁহাকে লক্ষ্য কর—তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি, তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে, হে সৌম্য তাঁহাকে বিদ্ধ কর! শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ, লক্ষ্যপ্রবিষ্ট শরের ন্যায় তাঁহারই মধ্যে তন্ময় হইয়া যাও!

সমস্ত আপেক্ষিক সত্যের অতীত সেই পরম সত্যকে কেবল মাত্র জ্ঞানের দ্বারা বিচার করা সেও সামান্য কথা নহে, শুদ্ধ যদি সেই জ্ঞানের অধিকারী হইতেন তবে তাহাতেও সেই স্বল্পাশী বিরলবসন সরলপ্রকৃতি বনবাসী প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের বুদ্ধিশক্তির মহৎ উৎকর্ষ প্রকাশ পাইত।

কিন্তু উপনিষদের এই ব্রহ্মজ্ঞান কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির সাধনা নহে—সকল সত্যকে অতিক্রম করিয়া ঋষি যাঁহাকে একমাত্র তদেতৎ সত্যং বলিয়াছেন, প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞদের পক্ষে তিনি কেবল জ্ঞানলভ্য একটি দার্শনিক তত্ত্বমাত্র ছিলেন না—একাগ্রচিত্ত ব্যাধের ধনু হইতে শর যেরূপ প্রবলবেগে প্রত্যক্ষ সন্ধানে লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হয়, ব্রহ্মর্ষিদের আত্মা সেই পরমসত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তন্ময় হইবার জন্য সেইরূপ আবেগের সহিত ধাবিত হইত। কেবল মাত্র সত্য নিরূপণ নহে, সেই সত্যের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল।

কারণ, সেই সত্য কেবল মাত্র সত্য নহে, তাহা অমৃত। তাহা কেবল আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র অধিকার করিয়া নাই, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের আত্মার অমরত্ব। এই জন্য সেই অমৃত পুরুষ ছাড়িয়া আমাদের আত্মার অন্য গতি নাই ঋষিরা ইহা প্রত্যক্ষ জানিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—

স যঃ অন্যম্ আত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ—

অর্থাৎ যিনি পরমাত্মা ব্যতীত অন্যকে আপনার প্রিয় করিয়া বলেন—প্রিয়ং রোৎস্যতীতি—তাঁহার প্রিয় বিনাশ পাইবে! আমাদের জ্ঞানের পক্ষে যে সত্য সকল সত্যের শ্রেষ্ঠ আমাদের আত্মার পক্ষে তাহাই সকল প্রিয়ের প্রিয়তম ;—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা—

এই যে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর পরমাত্মা ইনি আমাদের পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়। তিনি শুষ্ক জ্ঞানমাত্র নহেন, তিনি আমাদের আত্মার প্রিয়তম।

আধুনিক হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা বলেন ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া কোন ধর্ম্ম সংস্থাপন হইতে পারে না, তাহা কেবল তত্ত্বজ্ঞানীদের অবলম্বনীয়, তাঁহারা উক্ত ঋষিবাক্য স্মরণ করিবেন। ইহা কেবল বাক্যমাত্র নহে,—প্রীতিরসকে অতি নিবিড় নিগূঢ় রূপে আস্বাদন করিতে না পারিলে এমন উদার উন্মুক্ত ভাবে এমন সরল সবল কণ্ঠে প্রিয়ের প্রিয়ত্ব ঘোষণা করা যায় না।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা—ব্রহ্মর্ষি একথা কোন ব্যক্তিবিশেষে বদ্ধ করিয়া বলিতেছেন না—তিনি বলিতেছেন না, যে, তিনি আমার নিকট আমার পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়—তিনি বলিতেছেন আত্মার নিকটে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর—জীবাত্মামাত্রেরই নিকট তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়—জীবাত্মা যখনই তাঁহাকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করে তখনি বুঝিতে পারে তাঁহা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই।

অতএব পরমাত্মাকে যে কেবল জ্ঞানের দ্বারা জানিব তদেতৎ সত্যং, তাহা নহে, তাঁহাকে হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করিব তদমৃতং। তাঁহাকে সকলের অপেক্ষা অধিক বলিয়া জানিব, এবং সকলের অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রীতি করিব। জ্ঞান ও প্রেম সমেত আত্মাকে ব্রহ্মে সমর্পণ করার সাধনাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনা—তদ্ভাবগতেন চেতসা এই সাধনা করিতে হইবে; ইহা নীরস তত্ত্বজ্ঞান নহে, ইহা ভক্তিপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম।

উপনিষদের ঋষি যে জীবাত্মামাত্রেরই নিকট পরমাত্মাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিজনক বলিতেছেন তাহার অর্থ কি? যদি তাহাই হইবে তবে আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাম্যমান হই কেন? একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার অর্থ বুঝাইতে ইচ্ছা করি।

কোন রসজ্ঞ ব্যক্তি যখন বলেন কাব্যরসাবতারণায় বাল্মীকি শ্রেষ্ঠ কবি—তখন একথা বুঝিলে চলিবে না যে কেবল তাঁহারই নিকট বাল্মীকির কাব্যরস সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয়। তিনি বলেন সকল পাঠকের পক্ষেই এই কাব্যরস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ইহাই মনুষ্য-প্রকৃতি। কিন্তু কোন অশিক্ষিত গ্রাম্য জানপদ বাল্মীকির কাব্য অপেক্ষা যদি স্থানীয় কোন পাঁচালি গানে অধিক সুখ অনুভব করে তবে তাহার কারণ তাহার অজ্ঞতামাত্র। সে লোক অশিক্ষাবশতঃ বাল্মীকির কাব্য যে কি তাহা জানে না, এবং সেই কাব্যের রস যেখানে, অনভিজ্ঞতাবশতঃ সেখানে সে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না—কিন্তু

২৪

তাহার অশিক্ষা-বাধা দূর করিয়া দিবামাত্র যখনি সে বাল্মীকির কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবে তখনি সে স্বভাবতই মানবপ্রকৃতির নিজগুণেই গ্রাম্য পাঁচালি অপেক্ষা বাল্মীকির কাব্যকে রমণীয় বলিয়া জ্ঞান করিবে। তেমনি যে ঋষি ব্রহ্মের অমৃতরস আস্বাদন করিয়াছেন, যিনি তাঁহাকে পৃথিবীর অন্য সকল হইতেই প্রিয় বলিয়া জানিয়াছেন,. তিনি ইহা সহজেই বুঝিয়াছেন যে ব্রহ্ম স্বভাবতই আত্মার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিদায়ক—ব্রহ্মের প্রকৃত পরিচয় পাইবামাত্র আত্মা স্বভাবতই তাঁহাকে পুত্র, বিত্ত, ও অন্য সকল হইতেই প্রিয়তম বলিয়া বরণ করে।

ব্রহ্মের সহিত এই পরিচয় যে কেবল আত্মার আনন্দ সাধনের জন্য তাহা নহে, সংসারযাত্রার পক্ষেও তাহা না হইলে নয়। ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি বৃহৎ বলিয়া না জানিয়া সংসারকেই বৃহৎ বলিয়া জানে সংসারযাত্রা সে সহজে নির্ব্বাহ করিতে পারে না,—সংসার তাহাকে রাক্ষসের ন্যায় গ্রাস করিয়া নিজের জঠরানলে দগ্ধ করিতে থাকে!

এই জন্য ঈশোপনিষদে লিখিত হইয়াছে—

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—

ঈশ্বরের দ্বারা এই জগতের সমস্ত যাহা কিছু আচ্ছন্ন জানিবে এবং—

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং

তাঁহার দ্বারা যাহা দত্ত, যাহা কিছু তিনি দিতেছেন তাহাই ভোগ করিবে পরের ধনে লোভ করিবে না।

সংসারযাত্রার এই মন্ত্র। ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দর্শন করিবে, ঈশ্বরের দত্ত আনন্দ-উপকরণ উপভোগ করিবে, লোভের দ্বারা পরকে পীড়িত করিবে না।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত সংসারকে আচ্ছন্ন দেখে সংসার তাহার নিকট একমাত্র মুখ্যবস্তু নহে—সে যাহা ভোগ করে তাহা ঈশ্বরের দান বলিয়া ভোগ করে—সেই ভোগে সে ধর্ম্মের সীমা লঙ্ঘন করে না—নিজের ভোগমত্ততায় পরকে পীড়া দেয় না। সংসারকে যদি ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত না দেখি, সংসারকেই যদি একমাত্র মুখ্য লক্ষ্য বলিয়া জানি তবে সংসারসুখের জন্য আমাদের লোভের অন্ত থাকে না, তবে প্রত্যেক তুচ্ছ বস্তুর জন্য হানাহানি কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়, দুঃখ হলাহল মথিত হইয়া উঠে। এই জন্য সংসারীকে একান্ত নিষ্ঠার সহিত সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে—কারণ সংসারকে ব্রহ্মের দ্বারা বেষ্টিত জানিলে এবং সংসারের সমস্ত ভোগ ব্রহ্মের দান বলিয়া জানিলে তবেই কল্যাণের সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ সম্ভব-হয়।

পরের শ্লোকে বলিতেছেন ঃ—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।

কর্ম্ম করিয়া শত বৎসর ইহলোকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে,—হে নর, তোমার পক্ষে ইহার আর অন্যথা নাই, কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না এমন পথ নাই।

কর্ম্ম করিতেই হইবে এবং জীবনের প্রতি উদাসীন হইবে না—কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া আছেন ইহাই স্মরণ করিয়া কর্ম্মের দ্বারা জীবনের শতবর্ষ যাপন করিবে। ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন অনুভব করিয়া ভোগ করিতে হইবে এবং ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন অনুভব করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।

সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মে নিরত থাকা তাহাও ঈশোপনিষদের উপদেশ নহে—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসারকর্ম্মেরই উপাসনা করে তাহারা অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করে—তদপেক্ষা ভূয় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে যাহারা কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যায় নিরত।

ঈশ্বর আমাদিগকে সংসারের কর্ত্তব্য কর্ম্মে স্থাপিত করিয়াছেন। সেই কর্ম্ম যদি আমরা ঈশ্বরের কর্ম্ম বলিয়া না জানি, তবে পরমার্থের উপরে স্বার্থ বলবান হইয়া উঠে এবং আমরা অন্ধকারে পতিত হই। অতএব কর্ম্মকেই চরম লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মের উপাসনা করিবে না, তাহাকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া পালন করিবে।

কিন্তু বরঞ্চ মুগ্ধভাবে সংসারের কর্ম্ম নির্ব্বাহও ভাল তথাপি সংসারকে উপেক্ষা করিয়া সমস্ত কর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক কেবল মাত্র আত্মার আনন্দ সাধনের জন্য ব্রহ্মসম্ভোগের চেষ্টা শ্রেয়স্কর নহে। তাহা আধ্যাত্মিক বিলাসিতা, তাহা ঈশ্বরের সেবা নহে।

কর্ম্ম সাধনাই একমাত্র সাধনা। সংসারের উপযোগিতা সংসারের তাৎপর্য্যই তাই। মঙ্গলকর্ম্ম সাধনেই আমাদের স্বার্থ প্রবৃত্তি সকল ক্ষয় হইয়া আমাদের লোভ মোহ আমাদের হৃদগত বন্ধন সকলের মোচন হইয়া থাকে—আমাদের যে রিপু সকল মৃত্যুর মধ্যে আমাদিগকে জড়িত করিয়া রাখে সেই মৃত্যুপাশ অবিশ্রাম মঙ্গল কর্ম্মের সংঘর্ষেই ছিন্ন হইয়া যায়। কর্ত্তব্য কর্ম্মের সাধনাই স্বার্থপাশ হইতে মুক্তির সাধনা,—এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে—ইহার আর অন্যথা নাই—কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না এমন পথ নাই।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে যিনি একত্র করিয়া জানেন তিনি অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মলাভের দ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হন।

ইহাই সংসারধর্ম্মের মূলমন্ত্র—কর্ম্ম এবং ব্রহ্ম, জীবনে উভয়ের সামঞ্জস্য সাধন। কর্ম্মের দ্বারা আমরা ব্রহ্মের অভ্রভেদী মন্দির নির্ম্মাণ করিতে থাকিব, ব্রহ্ম সেই মন্দির পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকিবেন। নহিলে কিসের জন্য আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাম পাইয়াছি, কেন এই পেশী, এই স্নায়ু, এই বাহুবল, এই বুদ্ধিবৃত্তি, কেন এই স্নেহপ্রেম দয়া, কেন এই বিচিত্র সংসার? ইহার কি কোন অর্থ নাই? ইহা কি সমস্তই অনর্থের হেতু? ব্রহ্ম হইতে সংসারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জানিলেই তাহা অনর্থের নিদান হইয়া উঠে এবং সংসার হইতে ব্রহ্মকে দূরে রাখিয়া তাঁহাকে একাকী সম্ভোগ করিতে চেষ্টা করিলেই আমরা আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতায় নিমগ্ন হইয়া জীবনের বিচিত্র সার্থকতা হইতে ভ্রষ্ট হই।

পিতা আমাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছেন, সেখানকার নিয়ম এবং কর্ত্তব্য সর্ব্বথা সুখজনক নহে। সেই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বালক পিতৃ-গৃহে পালাইয়া আনন্দলাভ করিতে চায়। সে বোঝে না বিদ্যালয়ে তাহার কি প্রয়োজন—সেখান হইতে পলায়নকেই সে মুক্তি বলিয়া জ্ঞান করে, কারণ পলায়নে আনন্দ আছে। মনোযোগের সহিত বিদ্যা সম্পন্ন করিয়া বিদ্যালয় হইতে মুক্তিলাভের যে আনন্দ তাহা সে জানে না। কিন্তু সুছাত্র প্রথমে পিতার স্নেহ সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া বিদ্যাশিক্ষার দুঃখকে গণ্য করে না, পরে তাহার সহিত বিদ্যাশিক্ষায় অগ্রসর হইবার আনন্দও যুক্ত হয়—অবশেষে কৃতকার্য্য হইয়া মুক্তিলাভের আনন্দে সে ধন্য হইয়া থাকে।

যিনি আমাদিগকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন সংসার-বিদ্যালয়কে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে যেন সন্দেহ না করি—এখানকার দুঃখকাঠিন্য বিনীতভাবে গ্রহণ করিয়া এখানকার কর্ত্তব্য একান্তচিত্তে পালন করিয়া পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যে ব্রহ্মামৃত লাভের সার্থকতা যেন অনুভব করি। ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র বিরাজমান জানিয়া সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যে মুক্তি তাহাই মুক্তি। সংসারকে অপমানপূর্ব্বক পলায়নে যে মুক্তি তাহা মুক্তির বিড়ম্বনা—তাহা এক জাতীয় স্বার্থপরতা।

সকল স্বার্থপরতার চূড়ান্ত এই আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা। কারণ সংসারের মধ্যে এমন একটি অপূর্ব্ব কৌশল আছে যে, স্বার্থ সাধন করিতে গেলেও পদে পদে স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। সংসারে পরের দিকে একেবারে না তাকাইলে নিজের কার্য্যের ব্যাঘাত

ঘটে। নৌকা যেমন গুণ দিয়া টানে তেমনি সংসারের স্বার্থবন্ধন আমাদিগকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সর্ব্বদাই প্রতিকূল স্রোত বাহিয়া নিজের দিক হইতে পরের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। আমাদের স্বার্থ ক্রমশই আমাদের সন্তানের স্বার্থ, পরিবারের স্বার্থ, প্রতিবেশীর স্বার্থ, স্বদেশের স্বার্থ এবং সর্ব্বজনের স্বার্থে অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্যাপ্ত হইতে থাকে।

কিন্তু যাঁহারা সংসারের দুঃখ শোক দারিদ্র্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রলোভনে আধ্যাত্মিক বিলাসিতায় নিমগ্ন হন তাঁহাদের স্বার্থপরতা সর্ব্বপ্রকার আঘাত হইতে সুরক্ষিত হইয়া সুদৃঢ় হইয়া উঠে।

বৃক্ষে যে ফল থাকে সে ফল বৃক্ষ হইতে রস আকর্ষণ করিয়া পরিপক্ক হইয়া উঠে। যতই সে পরিপক্ক হইতে থাকে ততই বৃক্ষের সহিত তাহার বৃন্তবন্ধন শিথিল হইয়া আসে—অবশেষে তাহার অভ্যন্তরস্থ বীজ সুপরিণত হইয়া উঠিলে বৃক্ষ হইতে সে সহজেই বিচ্ছিন্ন হইয়া বীজকে সার্থক করিয়া তোলে। আমরাও সংসারবৃক্ষ হইতে সেইরূপ বিচিত্র রস আকর্ষণ করি—মনে হইতে পারে তাহাতে সংসারের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক্রমেই দৃঢ় হইবে—কিন্তু তাহা নহে,—আত্মার যথার্থ পরিণতি হইলে বন্ধন আপনি শিথিল হইয়া আসে। ফলের সহিত আমাদের প্রভেদ এই যে, আত্মা সচেতন; রস নির্ব্বাচন ও আকর্ষণ বহুল পরিমাণে আমাদের স্বায়ত্ত। আত্মার পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিচারপূর্ব্বক সংসার হইতে রস গ্রহণ ও বর্জ্জন করিতে পারিলেই সংসারের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং সেই সঙ্গে আত্মার সফলতা সম্পন্ন হইলে সংসারের কল্যাণ-বন্ধন সহজেই শিথিল হইয়া আসে। অতএব ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত আচ্ছন্ন জানিয়া সংসারকে তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, তাঁহার দত্ত সুখ সমৃদ্ধির দ্বারা ভোগ করিবে—সংসারকে শেষ পরিণাম বলিয়া ভোগ করিতে চেষ্টা করিবে না। অপর পক্ষে সংসারের বৃন্তবন্ধন বলপূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার মঙ্গলরস হইতে আত্মাকে বঞ্চিত করিবে না। ঈশ্বর এই সংসারবৃক্ষের সহস্র তন্তুর মধ্য দিয়া আমাদের আত্মায় কল্যাণরস প্রেরণ করেন; এই জীবধারয়িতা বিপুল বনস্পতি হইতে দম্ভভরে পৃথক্ হইয়া নিজের রস নিজে যোগাইবার ক্ষমতা আমাদের হস্তে নাই।

কোন সত্যকে অস্বীকার করিয়া আমাদের নিস্তার নাই। মত্ততার বিহ্বলতায় মাতাল বিশ্বসংসারকে নগণ্য করিয়া যে অন্ধ আনন্দ উপভোগ করে, সে আনন্দের শ্রেয়স্করতা নাই। বিদ্যা এবং অবিদ্যা, সৎ এবং অসৎ, ব্রহ্ম এবং সংসার উভয়কেই স্বীকার করিতে হইবে। দুঃখের হাত এড়াইবার জন্য কর্ত্তব্য বন্ধন ছেদন করিবার অভিপ্রায়ে সংসারকে একেবারেই "না" করিয়া দিয়া একাকী আনন্দ সম্ভোগে প্রবৃত্ত

হওয়া একজাতীয় প্রমত্ততা। সত্যের এক দিককে উপেক্ষা করিলে অপর দিকও অসত্য হইয়া উঠে। ঈশ্বরের আদেশ পালনকে যে অস্বীকার করে, সে মুখে যাহাই বলুক ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে না। বরঞ্চ ঈশ্বরকে মুখে অস্বীকার করিয়া যে ব্যক্তি মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করে, সে কঠিন কর্ম্মের দ্বারা ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া থাকে।

জ্ঞানে এবং ভোগে এবং কর্ম্মে ব্রহ্মকে স্বীকার করিলেই তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয়। সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গীনভাবে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার একমাত্র স্থান এই সংসার—আমাদের এই কর্ম্মক্ষেত্র; ইহাই আমাদের ধর্ম্মক্ষেত্র, ইহাই ব্রহ্মের মন্দির। এখানে জগৎমণ্ডলের জ্ঞানে ঈশ্বরের জ্ঞান, জগৎসৌন্দর্য্যের ভোগে ঈশ্বরের ভোগ এবং জগৎসংসারের কর্ম্মে ঈশ্বরের কর্ম্ম জড়িত রহিয়াছে;—সংসারের সেই জ্ঞান সৌন্দর্য্য ও ক্রিয়াকে ব্রহ্মের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া জানিলেই ব্রহ্মকে অন্তরতর করিয়া জানা যায় এবং সংসারযাত্রাও কল্যাণকর হইয়া উঠে। তখন ত্যাগ এবং ভোগের সামঞ্জস্য হয়, কাহারও ধনে লোভ থাকে না, অনর্থক বলিয়া জীবনের প্রতি উপেক্ষা জন্মে না, শতবর্ষ আয়ু যাপন করিলেও পরমায়ুর সার্থকতা উপলব্ধি হয়—এবং সেই অবস্থায়

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানাং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যে দেখেন, এবং সর্ব্ব ভূতের মধ্যে পরমাত্মাকে দেখেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

গম্যস্থানের পক্ষে পথ যেমন একই কালে পরিহার্য্য এবং অবলম্বনীয় ব্রহ্মলাভের পক্ষে সংসার সেইরূপ। পথকে যেমন আমরা প্রতিপদে পরিত্যাগ করি এবং আশ্রয় করি, সংসারও সেইরূপ আমাদের প্রতিপদে বর্জ্জনীয় এবং গ্রহণীয়। পথ নাই বলিয়া চক্ষু মুদিয়া পথপ্রান্তে পড়িয়া স্বপ্ন দেখিলে গৃহ লাভ হয় না—এবং পথকেই শেষ লক্ষ্য বলিয়া বসিয়া থাকিলে গৃহে গমন ঘটে না। গম্যস্থানকে যে ভালবাসে, পথকেও সে ভালবাসে—পথ গম্যস্থানেরই অঙ্গ, অংশ এবং আরম্ভ বলিয়া গণ্য। ব্রহ্মকে যে চায়, ব্রহ্মের সংসারকে সে উপেক্ষা করিতে পারে না—সংসারকে সে প্রীতি করে এবং সংসারের কর্ম্মকে ব্রহ্মের কর্ম্ম বলিয়াই জানে।

আর্য্যধর্ম্মের বিশুদ্ধ আদর্শ হইতে যাঁহারা ভ্রষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা বলিবেন সংসারের সহিত যদি ব্রহ্মের যোগ সাধন করিতে হয় তবে ব্রহ্মকে সংসারের উপযোগী করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। তাই যদি হইল তবে সত্যের প্রয়োজন কি? সংসার ত আছেই—কাল্পনিক সৃষ্টির দ্বারা সেই সংসারেরই আয়তন বিস্তার করিয়া লাভ কি? আমরা অসৎ সংসারে আছি বলিয়াই আমাদের সত্যের প্রয়োজন—আমরা সংসারী

বলিয়াই সেই সংসারাতীত নির্বিকার অক্ষর পুরুষের আদর্শ উজ্জল করিয়া রাখিতে হইবে—সে আদর্শ বিকৃত হইতে দিলেই তাহা সছিদ্র তরণীর ন্যায় আমাদিগকে বিনাশ হইতে উত্তীর্ণ হইতে দেয় না। যদি সত্যকে, জ্যোতিকে, অমৃতকে আমরা অসৎ, অন্ধকার এবং মৃত্যুর পরিমাপে খর্ব্ব করিয়া আনি, তবে কাহাকে ডাকিয়া কহিব

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

সংসারী জীবের পক্ষে একটি মাত্র প্রার্থনা আছে—সে প্রার্থনা, অসৎ হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও—সে প্রার্থনা করিবার স্থান সংসারে নাই, আমাদের কল্পনার মধ্যে নাই,—সত্যকে মিথ্যা করিয়া লইয়া তাহার নিকট সত্যের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ চলে না, জ্যোতিকে স্বেচ্ছাকৃত কল্পনার দ্বারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার নিকট আলোকের জন্য প্রার্থনা বিড়ম্বনা মাত্র, অমৃতকে স্বহস্তে মৃত্যুধর্ম্মের দ্বারা বিকৃত করিয়া তাহার নিকট অমৃতের প্রত্যাশা মূঢ়তা। ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—যে ব্রহ্ম সমস্ত জগতের সমস্ত পদার্থকে আচ্ছন্ন করিয়া বিরাজ করিতেছেন সংসারী সেই ব্রহ্মকেই সর্ব্বত্র অনুভব করিবেন উপনিষদের এই অনুশাসন।

ব্রহ্মের সেই বিশুদ্ধ ভাব কিরূপে মনন করিতে হইবে?

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চ ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ।

কি উর্দ্ধদেশ, কি তির্য্যক্, কি মধ্যদেশ কেহ ইঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না—তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদ্‌যশ!

প্রাচীন ভারতে সংসারবাসী জীবাত্মার লক্ষ্যস্থান এই পরমাত্মাকে বিদ্ধ করিবার মন্ত্র ছিল ওঁ।

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।

তাঁহার প্রতিমা ছিল না, কোন মূর্ত্তিকল্পনা ছিল না—পূর্ব্বতন পিতামহগণ তাঁহাকে মনন করিবার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একটিমাত্র শব্দ আশ্রয় করিয়াছিলেন। সে শব্দ যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি পরিপূর্ণ, কোন বিশেষ অর্থ দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। সেই শব্দ চিত্তকে ব্যাপ্ত করিয়া দেয়, কোন বিশেষ আকার দ্বারা বাধা দেয় না; সেই একটি মাত্র ওঁ শব্দের মহাসঙ্গীত জগৎসংসারের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিতে থাকে।

ব্রহ্মের বিশুদ্ধ আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য পিতামহগণ কিরূপ যত্নবান ছিলেন ইহা হইতেই তাহার প্রমাণ হইবে।

চিন্তার যত প্রকার চিহ্ন আছে তন্মধ্যে ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তার অনুগামী। কিন্তু ভাষারও সীমা আছে, বিশেষ অর্থের দ্বারা সে আকারবদ্ধ—সুতরাং ভাষা আশ্রয় করিলে চিন্তাকে ভাষাগত অর্থের চারি প্রান্তের মধ্যে রুদ্ধ থাকিতে হয়।

ওঁ একটি ধ্বনিমাত্র—তাহার কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট অর্থ নাই। সেই ওঁ শব্দে ব্রহ্মের ধারণাকে কোন অংশেই সীমাবদ্ধ করে না—সাধনা দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে যত দূর জানিয়াছি যেমন করিয়াই পাইয়াছি এই ওঁ শব্দে তাহা সমস্তই ব্যক্ত করে—এবং ব্যক্ত করিয়াও সেইখানেই রেখা টানিয়া দেয় না। সঙ্গীতের স্বর যেমন গানের কথার মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয়তার সঞ্চার করে তেমনি ওঁ শব্দের পরিপূর্ণ ধ্বনি আমাদের ব্রহ্ম-ধ্যানের মধ্যে একটি অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয়তা অবতারণা করিয়া থাকে। বাহ্য প্রতিমা দ্বারা আমাদের মানস ভাবকে খর্ব্ব ও আবদ্ধ করে—কিন্তু এই ওঁ ধ্বনির দ্বারা আমাদের মনের ভাবকে উন্মুক্ত ও পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়।

সেই জন্য উপনিষদ বলিয়াছেন—ওমিতি ব্রহ্ম। ওম্ বলিতে ব্রহ্ম বুঝায়। ওমিতীদং সর্ব্বং, এই যাহা কিছু সমস্তই ওঁ। ওঁ শব্দ সমস্তকেই সমাচ্ছন্ন করিয়া দেয়। অর্থবন্ধনহীন কেবল একটি সুগম্ভীর ধ্বনিরূপে ওঁ শব্দ ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিতেছে। আবার ওঁ শব্দের একটি অর্থও আছে—সে অর্থ এত উদার যে তাহা মনকে আশ্রয় দান করে অথচ কোন সীমায় বদ্ধ করে না।

আধুনিক সমস্ত ভারতবর্ষীয় আর্য্য ভাষায় যেখানে আমরা হাঁ বলিয়া থাকি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় সেইখানে ওঁ শব্দের প্রয়োগ। হাঁ শব্দ ওঁ শব্দেরই রূপান্তর বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়। উপনিষদও বলিতেছেন ওমিত্যেতদ অনুকৃতির্হস্ম—ওঁ শব্দ অনুকৃতি-বাচক, অর্থাৎ ইহা কর বলিলে, ওঁ অর্থাৎ হাঁ বলিয়া সেই আদেশের অনুকরণ করা হইয়া থাকে। ওঁ স্বীকারোক্তি।

এই স্বীকারোক্তি ওঁ, ব্রহ্ম-নির্দ্দেশক শব্দরূপে গণ্য হইয়াছে। ব্রহ্মধ্যানের কেবল এইটুকু মাত্র অবলম্বন—ওঁ, তিনি হাঁ। ইংরাজ মনীষী কার্লাইলও তাঁহাকে Everlasting Yay অর্থাৎ শাশ্বত ওঁ বলিয়াছেন। এমন প্রবল পরিপূর্ণ কথা আর কিছুই নাই, তিনি হাঁ, ব্রহ্ম ওঁ।

আমরা কে কাহাকে স্বীকার করি সেই বুঝিয়া আত্মার মহত্ত্ব। কেহ জগতের মধ্যে একমাত্র ধনকেই স্বীকার করে, কেহ মানকে, কেহ খ্যাতিকে। আদিম আর্য্যগণ ইন্দ্র চন্দ্র বরুণকে ওঁ বলিয়া স্বীকার করিতেন, সেই দেবতার অস্তিত্বই তাঁহাদের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিভাত হইত। উপনিষদের ঋষিগণ বলিলেন জগতে ও জগতের বাহিরে ব্রহ্মই একমাত্র ওঁ, তিনিই চিরন্তন হাঁ, তিনিই Everlasting Yay। আমাদের

আত্মার মধ্যে তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেশকালকে অতিক্রম করিয়া তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ। এই মহান্ নিত্য এবং সর্ব্বব্যাপী যে হাঁ, ওঁ ধ্বনি ইহাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মের কোন প্রতিমা ছিল না, কোন চিহ্ন ছিল না—কেবল এই একটি মাত্র ক্ষুদ্র অথচ সুবৃহৎ ধ্বনি ছিল ওঁ। এই ধ্বনির সহায়ে ঋষিগণ উপাসনানিশিত আত্মাকে একাগ্রগামী শরের ন্যায় ব্রহ্মের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া দিতেন। এই ধ্বনির সহায়ে ব্রহ্মবাদী সংসারীগণ বিশ্বজগতের যাহা কিছু সমস্তকেই ব্রহ্মের দ্বারা সমাবৃত করিয়া দেখিতেন।

ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওঁ বলিয়া সাম সকল গীত হইতে থাকে। ওঁ আনন্দধ্বনি। ওঁ সঙ্গীত। তদ্দ্বারা প্রেম উদ্বেলিত ও ব্যাপ্ত হইতে থাকে। ওঁ আনন্দ।

ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওঁ আদেশবাচক। ওঁ বলিয়া ঋত্বিক আজ্ঞা প্রদান করেন। সমস্ত সংসারের উপর আমাদের সমস্ত কর্ম্মের উপর মহৎ আদেশ রূপে নিত্যকাল ওঁ ধ্বনিত হইতেছে। জগতের অভ্যন্তরে এবং জগৎকে অতিক্রম করিয়া যিনি সকল সত্যের পরম সত্য—আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তিনি সকল আনন্দের পরমানন্দ, এবং আমাদের কর্ম্মসংসারে তিনি সকল আদেশের পরমাদেশ। তিনি ওঁ।

> ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ,
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
> তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

তিনি যেখানে সেখানে সূর্য্যের প্রকাশ নাই, চন্দ্র তারকের প্রকাশ নাই, বিদ্যুতের প্রকাশ নাই, এই অগ্নির প্রকাশ কোথায়? সেই জ্যোতির্ম্ময়ের প্রকাশেই সমস্ত প্রকাশিত, তাঁহার দীপ্তিতেই সমস্ত দীপ্যমান। তিনিই ওঁ।

> তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ
> প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

এই যে অন্তরতর পরমাত্মা তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, সকল হইতেই প্রিয়। তিনিই ওঁ।

> সত্যান্ন প্রমদিতব্যং।
> ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং।
> কুশলান্ন প্রমদিতব্যং।
> ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যং।

সত্য হইতে স্খলিত হইবে না, ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইবে না, কল্যাণ হইতে স্খলিত হইবে না, মহত্ত্ব হইতে স্খলিত হইবে না। ইহা যাহার অনুশাসন তিনিই ওঁ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ।

ঔপনিষদ ব্রহ্ম

ঔপনিষদ ব্রহ্ম।

—০—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

———

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।
৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

———

শ্রাবণ, ১৩০৮ সাল।

মূল্য।০ চারি আনা।

ঔপনিষদ ব্রহ্ম।

ওঁ নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ, পরম ঋষিগণকে নমস্কার করি, পরম ঋষিগণকে নমস্কার করি, এবং অদ্যকার সভায় সমাগত আর্য্যমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করি—ব্রহ্মবাদী ঋষিরা যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে কি একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে? অদ্য আমরা কি তাঁহাদের সহিত সমস্ত যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়াছি? বৃক্ষ হইতে যে জীর্ণ পল্লবটি ঝরিয়া পড়ে সেও বৃক্ষের মজ্জার মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রাণশক্তির সঞ্চার করিয়া যায়—সূর্য্যকিরণ হইতে যে তেজটুকু সে সংগ্রহ করে তাহা বৃক্ষের মধ্যে এমন করিয়া নিহিত করিয়া যায় যে মৃত কাষ্ঠও তাহা ধারণ করিয়া রাখে, আর আমাদের ব্রহ্মবিদ্ ঋষিগণ ব্রহ্ম-সূর্য্যলোক হইতে যে পরম তেজ, যে মহান্ সত্য আহরণ করিয়াছিলেন তাহা কি এই নানা শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন বনস্পতির—এই ভারতব্যাপী পুরাতন আর্য্যজাতির মজ্জার মধ্যে সঞ্চিত করিয়া যান নাই?

তবে কেন আমরা গৃহে গৃহে আচারে অনুষ্ঠানে কায় মনে বাক্যে তাঁহাদের মহাবাক্যকে প্রতি মুহূর্ত্তে পরিহাস করিতেছি? তবে কেন আমরা বলিতেছি, নিরাকার ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানের গম্য নহেন, আমাদের ভক্তির আয়ত্ত নহেন, আমাদের কর্ম্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য নহেন? ঋষিরা কি এ সম্বন্ধে লেশমাত্র সংশয় রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা কি প্রত্যক্ষ এবং তাঁহাদের উপদেশ কি সুস্পষ্ট নহে? তাঁহারা বলিতেছেন—

ইহ চেৎ অবেদীদথ সত্যমস্তি,
নচেৎ ইহাবেদীর্ম্মহতী বিনষ্টিঃ;

এখানে যদি তাঁহাকে জানা যায় তবেই জন্ম সত্য হয়, যদি না জানা যায় তবে মহতী বিনষ্টিঃ, মহা বিনাশ। অতএব ব্রহ্মকে না জানিলেই নয়। কিন্তু কে জানিয়াছে? কাহার কথায় আমরা আশ্বাস পাইব? ঋষি বলিতেছেন—

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তৎ বয়ং—
নচেৎ অবেদীর্ম্মহতী বিনষ্টিঃ।

এখানে থাকিয়াই তাঁহাকে আমরা জানিয়াছি, যদি না জানিতাম তবে আমাদের মহতী বিনষ্টি হইত। আমরা কি সেই তত্ত্বদর্শী ঋষিদের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিব?

ইহার উত্তরে কেহ কেহ সবিনয়ে বলেন---আমরা অবিশ্বাস করি না—কিন্তু ঋষিদের সহিত আমাদের অনেক প্রভেদ; তাঁহারা যেখানে আনন্দে বিচরণ করিতেন আমরা সেখানে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে পারি না। সেই প্রাচীন মহারণ্যবাসী বৃদ্ধ পিপ্পলাদ ঋষি এবং

সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈবশ্চ সত্যকামঃ, সৌর্য্যায়ণী চ গার্গ্যঃ, কৌশল্যাশ্চাশ্বলায়নো ভার্গবো বৈদর্ভিঃ কবন্ধী কাত্যায়নস্তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণাঃ—সেই ভরদ্বাজপুত্র সুকেশা, শিবিপুত্র সত্যকাম, সৌর্য্যপুত্র গার্গ্য, অশ্বলপুত্র কৌশল্য, ভৃগুপুত্র বৈদর্ভি, কাত্যায়নপুত্র কবন্ধী, সেই ব্রহ্মপর ব্রহ্মনিষ্ঠ পরংব্রহ্মান্বেষমাণ ঋষিপুত্রগণ, যাঁহারা সমিৎ হস্তে বনস্পতিচ্ছায়াতলে গুরুসম্মুখে সমাসীন হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতেন তাঁহাদের সহিত আমাদের তুলনা হয় না।

না হইতে পারে, ঋষিদের সহিত আমাদের প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সত্য এক, ধর্ম্ম এক, ব্রহ্ম এক;—যাহাতে ঋষিজীবনের সার্থকতা, আমাদের জীবনের সার্থকতাও তাহাতেই; যাহাতে তাঁহাদের মহতী বিনষ্টি তাহাতে আমাদের পরিত্রাণ নাই। শক্তি এবং নিষ্ঠার তারতম্য অনুসারে সত্যে ধর্ম্মে এবং ব্রহ্মে আমাদের ন্যূনাধিক অধিকার হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া অসত্য অধর্ম্ম অব্রহ্ম আমাদের অবলম্বনীয় হইতে পারে না। ঋষিদের সহিত আমাদের ক্ষমতার প্রভেদ আছে বলিয়া তাঁহাদের অবলম্বিত পথের বিপরীত পথে গিয়া আমরা সমান ফল প্রত্যাশা করিতে পারি না। যদি তাঁহাদের এই কথা বিশ্বাস কর যে, ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি, এখানে তাঁহাকে জানিলেই জীবন সার্থক হয়—নচেৎ মহতী বিনষ্টিঃ, তবে বিনয়ের সহিত শ্রদ্ধার সহিত মহাজনপ্রদর্শিত সেই সত্যপথই অবলম্বন করিতে হইবে।

সত্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলেরই পক্ষে এক মাত্র এবং ঋষির মুক্তিবিধানের জন্য যিনি ছিলেন আমাদের মুক্তিবিধানের জন্যও সেই একমেব অদ্বিতীয়ং তিনি আছেন। যাঁহার পিপাসা অধিক তাঁহার জন্যও নির্ম্মল নির্ঝরিণী অভ্রভেদী অগম্য গিরিশিখর হইতে অহোরাত্র নিঃস্যন্দিত, আর যাঁহার অল্প পিপাসা এক অঞ্জলি জলেই পরিতৃপ্ত তাঁহার জন্যও সেই অক্ষয় জলধারা অবিশ্রাম বহমানা,—হে পান্থ, হে গৃহী, যাহার যতটুকু ঘট, লইয়া আইস, যাহার যতটুকু পিপাসা পান করিয়া যাও!

আমাদের দৃষ্টিশক্তির প্রসর সঙ্কীর্ণ তথাপি সমুদয় সৌর জগতের একমাত্র উদ্দীপনকারী সূর্য্যই কি আমাদিগকে আলোক বিতরণের জন্য নাই? অবরুদ্ধ

অন্ধকূপই আমাদের মত ক্ষুদ্রকায়ীর পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে তবু কি অনন্ত আকাশ হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি? পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র একাংশ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ জ্ঞান থাকিলেই আমাদের জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়, তবু কেন মনুষ্য চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারার অপরিমেয় রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য অশ্রান্ত কৌতূহলে নিরন্তর লোকলোকান্তরে আপন গবেষণা প্রেরণ করিতেছে? আমরা যতই ক্ষুদ্র হই না কেন তথাপি ভূমৈব সুখং ভূমাই আমাদের সুখ, নাল্পে সুখমস্তি, অল্পে আমাদের সুখ নাই। হঠাৎ মনে হইতে পারে ব্রহ্ম হইতে অনেক অল্পে, পরিমিত আকারবদ্ধ আয়ত্তগম্য পদার্থে আমাদের মত স্বল্পশক্তি জীবের সুখে চলিয়া যাইতে পারে—কিন্তু তাহা চলে না। ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ং—যিনি উত্তরতর অর্থাৎ সকলের অতীত, যাঁহাকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, যিনি অশরীর, রোগশোক-রহিত—য এতদ্বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি, যাঁহারা ইঁহাকেই জানেন তাঁহারাই অমর হন—অথ ইতরে দুঃখমেব অপিয়ন্তি, আর সকলে কেবল দুঃখই লাভ করেন।

উপনিষৎ সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,—

তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি।

তিনি সত্য, তিনি অমৃত, তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে, হে সৌম্য, তাঁহাকে বিদ্ধ কর!

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং—

উপনিষদে যে মহাস্ত্র ধনুর কথা আছে সেই ধনু গ্রহণ করিয়া—

শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত—

উপাসনা দ্বারা শাণিত শর সন্ধান করিবে!

আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি!

তদ্ভাবগত চিত্তের দ্বারা ধনু আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্য-স্বরূপ সেই অক্ষর ব্রহ্মকে বিদ্ধ কর!

এই উপমাটি অতি সরল। যখন শুভ্র সবলতনু আর্য্যগণ আদিম ভারতবর্ষের গহন মহারণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, যখন হিংস্র পশু এবং হিংস্র দস্যুদিগের সহিত তাঁহাদের প্রাণপণ সংগ্রাম চলিতেছে তখনকার সেই টঙ্কারমুখর অরণ্যনিবাসী কবির উপযুক্ত এই উপমা!

এই উপমার মধ্যে যেমন সরলতা তেমনি একটি প্রবলতা আছে। ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিতে হইবে—ইহার মধ্যে লেশমাত্র কুণ্ঠিত ভাব নাই। প্রকৃতির একান্ত সারল্য এবং ভাবের একাগ্র বেগ না থাকিলে এমন অসঙ্কোচ বাক্য কাহারো মুখ দিয়া বাহির হয়

না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারাই এরূপ সাহসিক উপমা এমন সহজ এমন প্রবল সরলতার সহিত উচ্চারণ করিতে পারেন। মৃগ যেমন ব্যাধের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য, ব্রহ্ম তেমনি আত্মার অনন্য লক্ষ্যস্থল। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ। প্রমাদ-শূন্য হইয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে এবং শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আচ্ছন্ন হইয়া যায় সেইরূপ ব্রহ্মের মধ্যে তন্ময় হইয়া যাইবে।

উপমাটি যেমন সরল, উপমার বিষয়গত কথাটি তেমনি গভীর। এখন সে অরণ্য নাই, সে ধনুঃশর নাই; এখন নিরাপদ নগরনগরী অপরূপ অস্ত্রশস্ত্রে সুরক্ষিত। কিন্তু সেই আরণ্যক ঋষিকবি যে সত্যকে সন্ধান করিয়াছেন সেই সত্য অদ্যকার সভ্য যুগের পক্ষেও দুর্লভ। আধুনিক সভ্যতা কামান বন্দুকে ধনুঃশরকে জিতিয়াছে কিন্তু সেই কত শত শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মজ্ঞানকে পশ্চাতে ফেলিতে পারে নাই। সমস্ত প্রত্যক্ষ পদার্থের মধ্যে তদেতৎ সত্যং, সেই যে একমাত্র সত্য, যদ্ অণুভ্যোণুচ, যাহা অণু হইতেও অণু, অথচ যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ, যাহাতে লোক সকল এবং লোকবাসী সকল নিহিত রহিয়াছে সেই অপ্রত্যক্ষ ধ্রুব সত্যকে শিশুতুল্য সরল ঋষিগণ অতি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন। তদমৃতং, তাহাকেই তাঁহারা অমৃত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং শিষ্যকে ডাকিয়া বলিয়াছেন তদ্ভাবগতেন চেতসা, তদ্ভাবগত চিত্তের দ্বারা তাঁহাকে লক্ষ্য কর—তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি, তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে, হে সৌম্য তাঁহাকে বিদ্ধ কর! শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ, লক্ষ্যপ্রবিষ্ট শরের ন্যায় তাঁহারই মধ্যে তন্ময় হইয়া যাও।

সমস্ত অ[illegible]ক্ষিক সত্যের অতীত সেই পরম সত্যকে কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারা বিচার করা সেও সামান্য কথা নহে, শুদ্ধ যদি সেই জ্ঞানের অধিকারী হইতেন তবে তাহাতেও সেই অল্লাশী বিরলবসন সরলপ্রকৃতি বনবাসী প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের বুদ্ধি-শক্তির মহৎ উৎকর্ষ প্রকাশ পাইত।

কিন্তু উপনিষদের এই ব্রহ্মজ্ঞান কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির সাধনা নহে—সকল সত্যকে অতিক্রম করিয়া ঋষি যাঁহাকে একমাত্র তদেতৎ সত্যং বলিয়াছেন, প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞদের পক্ষে তিনি কেবল জ্ঞানলভ্য একটি দার্শনিক তত্ত্বমাত্র ছিলেন না—একাগ্রচিত্ত ব্যাধের ধনু হইতে শর যেরূপ প্রবলবেগে প্রত্যক্ষ সন্ধানে লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হয়, ব্রহ্মর্ষিদের আত্মা সেই পরম সত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তন্ময় হইবার জন্য সেইরূপ আবেগের সহিত ধাবিত হইত। কেবল মাত্র সত্য নিরূপণ নহে, সেই সত্যের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল।

কারণ, সেই সত্য কেবলমাত্র সত্য নহে, তাহা অমৃত। তাহা কেবল আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র অধিকার করিয়া নাই, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের আত্মার অমরত্ব। এই জন্য সেই অমৃত পুরুষ ছাড়িয়া আমাদের আত্মার অন্য গতি নাই ঋষিরা ইহা প্রত্যক্ষ জানিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—

স যঃ অন্যম্ আত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রুয়াৎ—

অর্থাৎ যিনি পরমাত্মা ব্যতীত অন্যকে আপনার প্রিয় করিয়া বলেন—প্রিয়ং রোৎস্যতীতি—তাঁহার প্রিয় বিনাশ পাইবে! যে সত্য আমাদের জ্ঞানের পক্ষে সকল সত্যের শ্রেষ্ঠ আমাদের আত্মার পক্ষে তাহাই সকল প্রিয়ের প্রিয়তম ;—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা—

এই যে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর পরমাত্মা ইনি আমাদের পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়। তিনি শুষ্ক জ্ঞানমাত্র নহেন, তিনি আমাদের আত্মার প্রিয়তম।

আধুনিক হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা বলেন ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া কোন ধর্ম্ম সংস্থাপন হইতে পারে না, তাহা কেবল তত্ত্বজ্ঞানীদের অবলম্বনীয়, তাঁহারা উক্ত ঋষিবাক্য স্মরণ করিবেন। ইহা কেবল বাক্যমাত্র নহে,—প্রীতিরসকে অতি নিবিড় নিগূঢ় রূপে আস্বাদন করিতে না পারিলে এমন উদার উন্মুক্ত ভাবে এমন সরল সবল কণ্ঠে প্রিয়ের প্রিয়ত্ব ঘোষণা করা যায় না।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা—

ব্রহ্মর্ষি এ কথা কোন ব্যক্তিবিশেষে বদ্ধ করিয়া বলিতেছেন না—তিনি বলিতেছেন না, যে, তিনি আমার নিকট আমার পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়—তিনি বলিতেছেন আত্মার নিকটে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর—জীবাত্মামাত্রেরই নিকট তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়—জীবাত্মা যখনই তাঁহাকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করে তখনি বুঝিতে পারে তাঁহা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই।

অতএব পরমাত্মাকে যে কেবল জ্ঞানের দ্বারা জানিব তদেতৎ সত্যং, তাহা নহে, তাঁহাকে হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করিব তদমৃতং। তাঁহাকে সকলের অপেক্ষা অধিক বলিয়া জানিব, এবং সকলের অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রীতি করিব। জ্ঞান ও প্রেম সমেত আত্মাকে ব্রহ্মে সমর্পণ করার সাধনাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনা—তদ্ভাবগতেন চেতসা এই সাধনা করিতে হইবে ; ইহা নীরস তত্ত্বজ্ঞান নহে, ইহা ভক্তিপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম।

উপনিষদের ঋষি যে জীবাত্মামাত্রেরই নিকট পরমাত্মাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিজনক বলিতেছেন তাহার অর্থ কি? যদি তাহাই হইবে তবে আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাম্যমাণ হই কেন? একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার অর্থ বুঝাইতে ইচ্ছা করি।

কোন রসজ্ঞ ব্যক্তি যখন বলেন কাব্যরসাবতারণায় বাল্মীকি শ্রেষ্ঠ কবি—তখন একথা বুঝিলে চলিবে না যে কেবল তাঁহারই নিকট বাল্মীকির কাব্যরস সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয়। তিনি বলেন সকল পাঠকের পক্ষেই এই কাব্যরস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ইহাই মনুষ্য-প্রকৃতি। কিন্তু কোন অশিক্ষিত গ্রাম্য জানপদ বাল্মীকির কাব্য অপেক্ষা যদি স্থানীয় কোন পাঁচালি গানে অধিক সুখ অনুভব করে তবে তাহার কারণ তাহার অজ্ঞতামাত্র। সে লোক অশিক্ষাবশতঃ বাল্মীকির কাব্য যে কি তাহা জানে না, এবং সেই কাব্যের রস যেখানে, অনভিজ্ঞতাবশতঃ সেখানে সে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না—কিন্তু তাহার অশিক্ষাবাধা দূর করিয়া দিবামাত্র যখনি সে বাল্মীকির কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবে তখনি সে স্বভাবতই মানবপ্রকৃতির নিজগুণেই গ্রাম্য পাঁচালি অপেক্ষা বাল্মীকির কাব্যকে রমণীয় বলিয়া জ্ঞান করিবে। তেমনি যে ঋষি ব্রহ্মের অমৃতরস আস্বাদন করিয়াছেন, যিনি তাঁহাকে পৃথিবীর অন্য সকল হইতেই প্রিয় বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি ইহা সহজেই বুঝিয়াছেন যে ব্রহ্ম স্বভাবতই আত্মার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিদায়ক—ব্রহ্মের প্রকৃত পরিচয় পাইবামাত্র আত্মা স্বভাবতই তাঁহাকে পুত্র, বিত্ত ও অন্য সকল হইতেই প্রিয়তম বলিয়া বরণ করে।

ব্রহ্মের সহিত এই পরিচয় যে কেবল আত্মার আনন্দ সাধনের জন্য তাহা নহে, সংসারযাত্রার পক্ষেও তাহা না হইলে নয়। ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি বৃহৎ বলিয়া না জানিয়া সংসারকেই বৃহৎ বলিয়া জানে সংসারযাত্রা সে সহজে নির্ব্বাহ করিতে পারে না,—সংসার তাহাকে রাক্ষসের ন্যায় গ্রাস করিয়া নিজের জঠরানলে দগ্ধ করিতে থাকে!

এই জন্য ঈশোপনিষদে লিখিত হইয়াছে—

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—

ঈশ্বরের দ্বারা এই জগতের সমস্ত যাহা কিছু আচ্ছন্ন জানিবে এবং—

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং

তাঁহার দ্বারা যাহা দত্ত, যাহা কিছু তিনি দিতেছেন তাহাই ভোগ করিবে পরের ধনে লোভ করিবে না।

সংসারযাত্রার এই মন্ত্র। ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দর্শন করিবে, ঈশ্বরের দত্ত আনন্দ-উপকরণ উপভোগ করিবে, লোভের দ্বারা পরকে পীড়িত করিবে না।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত সংসারকে আচ্ছন্ন দেখে সংসার তাহার নিকট একমাত্র

মুখ্যবস্তু নহে। সে যাহা ভোগ করে তাহা ঈশ্বরের দান বলিয়া ভোগ করে—সেই ভোগে সে ধর্ম্মের সীমা লঙ্ঘন করে না—নিজের ভোগমত্ততায় পরকে পীড়া দেয় না সংসারকে যদি ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত না দেখি, সংসারকেই যদি একমাত্র মুখ্য লক্ষ্য বলিয়া জানি তবে সংসারসুখের জন্য আমাদের লোভের অন্ত থাকে না, তবে প্রত্যেক তুচ্ছ বস্তুর জন্য হানাহানি কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়, দুঃখ হলাহল মথিত হইয়া উঠে। এই জন্য সংসারীকে একান্ত নিষ্ঠার সহিত সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে—কারণ সংসারকে ব্রহ্মের দ্বারা বেষ্টিত জানিলে এবং সংসারের সমস্ত ভোগ ব্রহ্মের দান বলিয়া জানিলে তবেই কল্যাণের সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ সম্ভব হয়।

পরের শ্লোকে বলিতেছেন :—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।

কর্ম্ম করিয়া শত বৎসর ইহলোকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে, হে নর, তোমার পক্ষে ইহার আর অন্যথা নাই, কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না এমন পথ নাই।

কর্ম্ম করিতেই হইবে এবং জীবনের প্রতি উদাসীন হইবে না—কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া আছেন ইহাই স্মরণ করিয়া কর্ম্মের দ্বারা জীবনের শতবর্ষ যাপন করিবে। ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন অনুভব করিয়া ভোগ করিতে হইবে এবং ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন অনুভব করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।

সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মে নিরত থাকা তাহাও ঈশোপনিষদের উপদেশ নহে—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসারকর্ম্মেরই উপাসনা করে তাহারা অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করে—তদপেক্ষা ভূয় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে যাহারা কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যায় নিরত।

ঈশ্বর আমাদিগকে সংসারের কর্ত্তব্য কর্ম্মে স্থাপিত করিয়াছেন। সেই কর্ম্ম যদি আমরা ঈশ্বরের কর্ম্ম বলিয়া না জানি, তবে পরমার্থের উপরে স্বার্থ বলবান হইয়া উঠে এবং আমরা অন্ধকারে পতিত হই। অতএব কর্ম্মকেই চরম লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মের উপাসনা করিবে না, তাহাকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া পালন করিবে।

কিন্তু বরঞ্চ মুগ্ধভাবে সংসারের কর্ম্ম নির্ব্বাহও ভাল তথাপি সংসারকে উপেক্ষা

করিয়া সমস্ত কর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক কেবল মাত্র আত্মার আনন্দ সাধনের জন্য ব্রহ্মসম্ভোগের চেষ্টা শ্রেয়স্কর নহে। তাহা আধ্যাত্মিক বিলাসিতা, তাহা ঈশ্বরের সেবা নহে।

কর্ম্ম সাধনাই একমাত্র সাধনা। সংসারের উপযোগিতা সংসারের তাৎপর্য্যই তাই। মঙ্গলকর্ম্ম সাধনেই আমাদের স্বার্থ প্রবৃত্তি সকল ক্ষয় হইয়া আমাদের লোভ মোহ আমাদের হৃদ্গত বন্ধন সকলের মোচন হইয়া থাকে—আমাদের যে রিপু সকল মৃত্যুর মধ্যে আমাদিগকে জড়িত করিয়া রাখে সেই মৃত্যুপাশ অবিশ্রাম মঙ্গল কর্ম্মের সংঘর্ষেই ছিন্ন হইয়া যায়। কর্ত্তব্য কর্ম্মের সাধনাই স্বার্থপাশ হইতে মুক্তির সাধনা,—এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে—ইহার আর অন্যথা নাই—কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না এমন পথ নাই।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে যিনি একত্র করিয়া জানেন তিনি অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মলাভের দ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হন।

ইহাই সংসারধর্ম্মের মূলমন্ত্র—কর্ম্ম এবং ব্রহ্ম, জীবনে উভয়ের সামঞ্জস্য সাধন। কর্ম্মের দ্বারা আমরা ব্রহ্মের অভ্রভেদী মন্দির নির্ম্মাণ করিতে থাকিব, ব্রহ্ম সেই মন্দির পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকিবেন। নহিলে কিসের জন্য আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাম পাইয়াছি, কেন এই পেশী, এই স্নায়ু, এই বাহুবল, এই বুদ্ধিবৃত্তি, কেন এই স্নেহপ্রেম দয়া, কেন এই বিচিত্র সংসার? ইহার কি কোন অর্থ নাই? ইহা কি সমস্তই অনর্থের হেতু? ব্রহ্ম হইতে সংসারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জানিলেই তাহা অনর্থের নিদান হইয়া উঠে এবং সংসার হইতে ব্রহ্মকে দূরে রাখিয়া তাঁহাকে একাকী সম্ভোগ করিতে চেষ্টা করিলেই আমরা আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতায় নিমগ্ন হইয়া জীবনের বিচিত্র সার্থকতা হইতে ভ্রষ্ট হই।

পিতা আমাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছেন, সেখানকার নিয়ম এবং কর্ত্তব্য সর্ব্বথা সুখজনক নহে। সেই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বালক পিতৃ-গৃহে পালাইয়া আনন্দলাভ করিতে চায়। সে বোঝে না বিদ্যালয়ে তাহার কি প্রয়োজন—সেখান হইতে পলায়নকেই সে মুক্তি বলিয়া জ্ঞান করে, কারণ পলায়নে আনন্দ আছে। মনোযোগের সহিত বিদ্যা সম্পন্ন করিয়া বিদ্যালয় হইতে মুক্তিলাভের যে আনন্দ তাহা সে জানে না। কিন্তু সুছাত্র প্রথমে পিতার স্নেহ সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া বিদ্যাশিক্ষার দুঃখকে গণ্য করে না, পরে বিদ্যাশিক্ষায় অগ্রসর হইবার আনন্দে সে তৃপ্তি হয়—অবশেষে কৃতকার্য্য হইয়া মুক্তিলাভের আনন্দে সে ধন্য হইয়া থাকে।

যিনি আমাদিগকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন সংসার-বিদ্যালয়কে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে যেন সন্দেহ না করি—এখানকার দুঃখকাঠিন্য বিনীতভাবে গ্রহণ করিয়া এখানকার কর্ত্তব্য একান্তচিত্তে পালন করিয়া পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যে ব্রহ্মামৃত লাভের সার্থকতা যেন অনুভব করি। ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র বিরাজমান জানিয়া সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যে মুক্তি তাহাই মুক্তি। সংসারকে অপমানপূর্ব্বক পলায়নে যে মুক্তি তাহা মুক্তির বিড়ম্বনা—তাহা একজাতীয় স্বার্থপরতা।

সকল স্বার্থপরতার চূড়ান্ত এই আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা। কারণ সংসারের মধ্যে এমন একটি অপূর্ব্ব কৌশল আছে যে, স্বার্থ সাধন করিতে গেলেও পদে পদে স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। সংসারে পরের দিকে একেবারে না তাকাইলে নিজের কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে। নৌকা যেমন গুণ দিয়া টানে তেমনি সংসারের স্বার্থবন্ধন আমাদিগকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সর্ব্বদাই প্রতিকূল স্রোত বাহিয়া নিজের দিক হইতে পরের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। আমাদের স্বার্থ ক্রমশই আমাদের সন্তানের স্বার্থ, পরিবারের স্বার্থ, প্রতিবেশীর স্বার্থ, স্বদেশের স্বার্থ এবং সর্ব্বজনের স্বার্থে অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্যাপ্ত হইতে থাকে।

কিন্তু যাঁহারা সংসারের দুঃখ শোক দারিদ্র্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রলোভনে আধ্যাত্মিক বিলাসিতায় নিমগ্ন হন তাঁহাদের স্বার্থপরতা সর্ব্বপ্রকার আঘাত হইতে সুরক্ষিত হইয়া সুদৃঢ় হইয়া উঠে।

বৃক্ষে যে ফল থাকে সে ফল বৃক্ষ হইতে রস আকর্ষণ করিয়া পরিপক্ক হইয়া উঠে। যতই সে পরিপক্ক হইতে থাকে ততই বৃক্ষের সহিত তাহার বৃন্তবন্ধন শিথিল হইয়া আসে—অবশেষে তাহার অভ্যন্তরস্থ বীজ সুপরিণত হইয়া উঠিলে বৃক্ষ হইতে সে সহজেই বিচ্ছিন্ন হইয়া বীজকে সার্থক করিয়া তোলে। আমরাও সংসারবৃক্ষ হইতে সেইরূপ বিচিত্র রস আকর্ষণ করি—মনে হইতে পারে তাহাতে সংসারের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক্রমেই দৃঢ় হইবে—কিন্তু তাহা নহে,—আত্মার যথার্থ পরিণতি হইলে বন্ধন আপনি শিথিল হইয়া আসে। ফলের সহিত আমাদের প্রভেদ এই যে, আত্মা সচেতন; রস নির্ব্বাচন ও আকর্ষণ বহুল পরিমাণে আমাদের স্বায়ত্ত। আত্মার পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিচারপূর্ব্বক সংসার হইতে রস গ্রহণ ও বর্জ্জন করিতে পারিলেই সংসারের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং সেই সঙ্গে আত্মার সফলতা সম্পন্ন হইলে সংসারের কল্যাণবন্ধন সহজেই শিথিল হইয়া আসে। অতএব ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত আচ্ছন্ন জানিয়া সংসারকে তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, তাঁহার দত্ত সুখ সমৃদ্ধির দ্বারা ভোগ করিবে—সংসারকে শেষ পরিণাম বলিয়া ভোগ করিতে চেষ্টা করিবে না। অপর

পক্ষে সংসারের বৃন্তবন্ধন বলপূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার মঙ্গলরস হইতে আত্মাকে বঞ্চিত করিবে না। ঈশ্বর এই সংসারবৃক্ষের সহস্র তন্তুর মধ্য দিয়া আমাদের আত্মায় কল্যাণরস প্রেরণ করেন, এই জীবধারয়িতা বিপুল বনস্পতি হইতে দম্ভভরে পৃথক্ হইয়া নিজের রস নিজে যোগাইবার ক্ষমতা আমাদের হস্তে নাই।

কোন সত্যকে অস্বীকার করিয়া আমাদের নিস্তার নাই। মত্ততার বিহ্বলতায় মাতাল বিশ্বসংসারকে নগণ্য করিয়া যে অন্ধ আনন্দ উপভোগ করে সে আনন্দের শ্রেয়স্করতা নাই। বিদ্যা এবং অবিদ্যা, সৎ এবং অসৎ, ব্রহ্ম এবং সংসার উভয়কেই স্বীকার করিতে হইবে। দুঃখের হাত এড়াইবার জন্য কর্ত্তব্য বন্ধন ছেদন করিবার অভিপ্রায়ে সংসারকে একেবারেই "না" করিয়া দিয়া একাকী আনন্দ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হওয়া একজাতীয় প্রমত্ততা। সত্যের এক দিককে উপেক্ষা করিলে অপর দিকও অসত্য হইয়া উঠে। ঈশ্বরের আদেশ পালনকে যে অস্বীকার করে, সে মুখে যাহাই বলুক ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে না। বরঞ্চ ঈশ্বরকে মুখে অস্বীকার করিয়া যে ব্যক্তি মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করে সে কঠিন কর্ম্মের দ্বারা ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া থাকে।

জ্ঞানে এবং ভোগে এবং কর্ম্মে ব্রহ্মকে স্বীকার করিলেই তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয়। সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গীনভাবে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার একমাত্র স্থান এই সংসার—আমাদের এই কর্ম্মক্ষেত্র, ইহাই আমাদের ধর্ম্মক্ষেত্র, ইহাই ব্রহ্মের মন্দির। এখানে জগৎমণ্ডলের জ্ঞানে ঈশ্বরের জ্ঞান, জগৎসৌন্দর্য্যের ভোগে ঈশ্বরের ভোগ এবং জগৎসংসারের কর্ম্মে ঈশ্বরের কর্ম্ম জড়িত রহিয়াছে,—সংসারের সেই জ্ঞান সৌন্দর্য্য ও ক্রিয়াকে ব্রহ্মের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া জানিলেই ব্রহ্মকে অন্তরতর করিয়া জানা যায় এবং সংসারযাত্রাও কল্যাণকর হইয়া উঠে। তখন ত্যাগ এবং ভোগের সামঞ্জস্য হয়, কাহারও ধনে লোভ থাকে না, অনর্থক বলিয়া জীবনের প্রতি উপেক্ষা জন্মে না, শতবর্ষ আয়ু যাপন করিলেও পরমায়ুর সার্থকতা উপলব্ধি হয়—এবং সেই অবস্থায়

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যে দেখেন, এবং সর্ব্ব ভূতের মধ্যে পরমাত্মাকে দেখেন তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

গম্যস্থানের পক্ষে পথ যেমন একই কালে পরিহার্য্য এবং অবলম্বনীয় ব্রহ্মলাভের পক্ষে সংসার সেইরূপ। পথকে যেমন আমরা প্রতিপদে পরিত্যাগ করি এবং আশ্রয় করি, সংসারও সেইরূপ আমাদের প্রতিপদে বর্জ্জনীয় এবং গ্রহণীয়। পথ নাই বলিয়া চক্ষু মুদিয়া পথপ্রান্তে পড়িয়া স্বপ্ন দেখিলে গৃহ লাভ হয় না—এবং পথকেই শেষ লক্ষ্য

বলিয়া বসিয়া থাকিলে গৃহে গমন ঘটে না। গম্যস্থানকে যে ভালবাসে, পথকেও সে ভালবাসে; পথ গম্যস্থানেরই অঙ্গ, অংশ এবং আরম্ভ বলিয়া গণ্য। ব্রহ্মকে যে চায়, ব্রহ্মের সংসারকে সে উপেক্ষা করিতে পারে না—সংসারকে সে প্রীতি করে এবং সংসারের কর্ম্মকে ব্রহ্মের কর্ম্ম বলিয়াই জানে।

আর্য্যধর্ম্মের বিশুদ্ধ আদর্শ হইতে যাঁহারা ভ্রষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা বলিবেন সংসারের সহিত যদি ব্রহ্মের যোগ সাধন করিতে হয় তবে ব্রহ্মকে সংসারের উপযোগী করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। তাই যদি হইল তবে সত্যের প্রয়োজন কি? সংসার ত আছেই—কাল্পনিক সৃষ্টির দ্বারা সেই সংসারেরই আয়তন বিস্তার করিয়া লাভ কি? আমরা অসৎ সংসারে আছি বলিয়াই আমাদের সত্যের প্রয়োজন, আমরা সংসারী বলিয়াই সেই সংসারাতীত নির্ব্বিকার অক্ষর পুরুষের আদর্শ উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে—সে আদর্শ বিকৃত হইতে দিলেই তাহা সছিদ্র তরণীর ন্যায় আমাদিগকে বিনাশ হইতে উত্তীর্ণ হইতে দেয় না। যদি সত্যকে, জ্যোতিকে, অমৃতকে আমরা অসৎ, অন্ধকার এবং মৃত্যুর পরিমাপে খর্ব্ব করিয়া আনি, তবে কাহাকে ডাকিয়া কহিব

অসতো মা সদ্গময, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্ম্মামৃতং গময়?

সংসারী জীবের পক্ষে একটি মাত্র প্রার্থনা আছে—সে প্রার্থনা অসৎ হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও। সত্যকে মিথ্যা করিয়া লইয়া তাহার নিকট সত্যের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ চলে না, জ্যোতিকে স্বেচ্ছাকৃত কল্পনার দ্বারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার নিকট আলোকের জন্য প্রার্থনা বিড়ম্বনা মাত্র, অমৃতকে স্বহস্তে মৃত্যুধর্ম্মের দ্বারা বিকৃত করিয়া তাহার নিকট অমৃতের প্রত্যাশা মূঢ়তা। ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—যে ব্রহ্ম সমস্ত জগতের সমস্ত পদার্থকে আচ্ছন্ন করিয়া বিরাজ করিতেছেন সংসারী সেই ব্রহ্মকেই সর্ব্বত্র অনুভব করিবেন উপনিষদের এই অনুশাসন।

দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তি বলিবেন, উপদেশ সত্য হইতে পারে কিন্তু তাহা পালন কঠিন। অরূপ ব্রহ্মের মধ্যে দুঃখ শোকের নির্ব্বাপন সহজ নহে। কিন্তু যদি সহজ না হয় তবে দুঃখ নির্ব্বাপনের, মুক্তি লাভের অন্য যে কোন উপায় আরও কঠিন—কঠিন কেন অসাধ্য। স্বতঃপ্রবাহিত অগাধ স্রোতস্বিনীর মধ্যে অবগাহন স্নান যদি কঠিন হয় তবে স্বহস্তে ক্ষুদ্রতম কূপ খনন করিয়া তাহার মধ্যে অবতরণ আরও কত কঠিন—তাই বা কেন, নিজের ক্ষুদ্র কলস-পরিমিত জল নদী হইতে বহন করিয়া স্নান করা সেও দুরূহতর। যখন ব্রহ্মকে অরূপ অনন্ত অনির্ব্বচনীয় বলিয়া জানি তখনি তাঁহার মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন অতি সহজ হয়—তখনি তাঁহার দ্বারা পরিপূর্ণরূপে পরিবৃত

হইয়া আমাদের ভয় দুঃখ শোক সর্ব্বাংশে দূর হইয়া যায়। এই জন্যই উপনিষদে আছে—

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ,
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন,—

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হইয়া আসে সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন তিনি আর কাহা হইতেও ভয় পান না। অতএব ব্রহ্মের সেই বাক্যমনের অগোচর অনন্ত পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করিলে তবেই আমাদের ভয় দুঃখ নিঃশেষে নিরস্ত হয়। তাঁহাকে বিশ্বজগতের অন্যান্য বস্তুর ন্যায় বাঙ্মনোগোচর ক্ষুদ্র করিয়া খণ্ড করিয়া দেখিলে আমরা সেই পরম অভয়, সেই ভূমা আনন্দ লাভ করিতে পারি না। আমরা ত সংসারের সঙ্কীর্ণতা দ্বারা প্রতিহত, জটিলতা দ্বারা উদ্‌ভ্রান্ত, খণ্ডতা দ্বারা শতধা-বিক্ষিপ্ত হইয়া আছি,—আমরা জানি সংসারের "স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি," সংসারের সমুদয় স্রোত ভয়াবহ—সকলেরই মধ্যে ভয়দুঃখক্লেশ জরামৃত্যুবিচ্ছেদের কারণ রহিয়াছে ;—অতএব আমরা যখন শান্তি চাই, অভয় চাই, আনন্দ চাই, অমৃত চাই তখন সহজেই স্বভাবতই কাহাকে চাই ? যাঁহাকে পাইলে শান্তিমত্যন্তমেতি, অত্যন্ত শান্তি পাওয়া যায়। তিনি কে ? উপনিষৎ বলেন স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যঃ তিনি সংসার, কাল এবং আকৃতি অর্থাৎ সাকার পদার্থ হইতে পরঃ, শ্রেষ্ঠ, এবং অন্যঃ অর্থাৎ ভিন্ন। যদি তিনি সংসার, কাল, ও সাকার পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ভিন্ন না হইতেন তবে ত সংসারই আমাদের যথেষ্ট ছিল—তবে ত তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন ছিল না।

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি।

বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতাকে জানিয়া অত্যন্ত শিব এবং অত্যন্ত শান্তি পাওয়া যায়। অতএব যাঁহারা বলেন আমরা সেই ভূমা স্বরূপকে আয়ত্ত করিতে পারি না সেই জন্য তাঁহাতে আমাদের স্থিতি আমাদের শান্তি নাই তাঁহারা উপনিষৎকথিত পরম সত্য হইতে স্খলিত হইতেছেন—

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

বাক্য মন যাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না তাঁহাতেই আমাদের পরম আনন্দ, আমাদের অনন্ত অভয়। ঋষিরা কহিতেছেন,

যৎ বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাক্ অভ্যুদ্যতে
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে—

যিনি বাক্য দ্বারা উদিত নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা উদিত, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জান, এই যাহা কিছু উপাসনা করা যায় তাহা ব্রহ্ম নহে।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধিং নেদং যদিদমুপাসতে—

মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনকে জানেন, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জান, এই যাহা কিছু উপাসনা করা যায় তাহা ব্রহ্ম নহে। যাঁহাকে বলা যায় না, যাঁহাকে ভাবা যায় না তাঁহাকেই জানিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণ জানা সম্ভব নহে—যদি তাঁহাকে সম্পূর্ণ জানা সম্ভব হইত তবে তাঁহাকে জানিয়া আমাদের আনন্দামৃত লাভ হইত না। তাঁহাকে আমরা অন্তরাত্মার মধ্যে এতটুকু জানি যাহাতে বুঝিতে পারি তাঁহাকে জানিয়া শেষ করা যায় না এবং তাহাতেই আমাদের আনন্দের শেষ থাকে না।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদচ,
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদচ—

তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানি এমন আমি মনে করি না, না জানি যে তাহাও নহে, আমাদের মধ্যে যিনি তাঁহাকে জানেন তিনি ইহা জানেন যে, তাঁহাকে জানি এমনও নহে, না জানি এমনও নহে।

শিশু কি তাহার মাতার সম্যক্ পরিচয় জানে? কিন্তু সে অনুভবের দ্বারা এবং এক অপূর্ব্ব সংস্কার দ্বারা এটুকু ধ্রুব জানিয়াছে যে তাহার ক্ষুধার শান্তি, তাহার ভয়ের নিবৃত্তি, তাহার সমস্ত আরাম মাতার নিকট। সে তাহার মাতাকে জানে এবং জানেও না। মাতার অপর্য্যাপ্ত স্নেহ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার সাধ্য তাহার নাই, কিন্তু যতটুকুতে তাহার তৃপ্তি ও শান্তি ততটুকু সে আস্বাদন করে এবং আস্বাদন করিয়া ফুরাইতে পারে না। আমরাও সেইরূপ ব্রহ্মকে এই জগতের মধ্যে এবং আপন অন্তরাত্মার মধ্যে কিছু জানিতে পারি এবং সেইটুকু জানাতেই ইহা জানি যে, তাঁহাকে জানিয়া শেষ করা যায় না; জানি যে, তাঁহা হইতে বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, এবং মাতৃ-অঙ্কগামী শিশুর মত ইহাও জানিতে পারি যে, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন—তাঁহার আনন্দ যে পাইয়াছে তাহার আর কাহারও নিকট হইতে কদাচ কোন ভয় নাই।

যাঁহারা উপনিষৎ অবিশ্বাস করিয়া ঋষিবাক্য অমান্য করিয়া ব্রহ্মলাভের সহজ উপায়-স্বরূপ সাকার পদার্থকে অবলম্বন করেন তাঁহারা এ কথা বিচার করিয়া দেখেন না যে, ঐকান্তিক সহজ কঠিন বলিয়া কিছু নাই। সন্তরণ অপেক্ষা পদব্রজে চলা সহজ বলিয়া

মানিয়া লইলেও এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, জলের উপর দিয়া পদব্রজে চলা সহজ নহে—সেখানে তদপেক্ষা সন্তরণ সহজ। অপ্রত্যক্ষ পদার্থকে মনন দ্বারা জানা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ পদার্থকে চক্ষু দ্বারা দেখা সহজ একথা স্বীকার্য্য কিন্তু তাই বলিয়া অতীন্দ্রিয় পদার্থকে চক্ষু দ্বারা দেখা সহজ নহে—এমন কি, তাহা অসাধ্য। তেমনি সাকার মূর্ত্তির রূপ ধারণা সহজ সন্দেহ নাই কিন্তু সাকার মূর্ত্তির সাহায্যে ব্রহ্মের ধারণা একেবারেই অসাধ্য, কারণ, স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যঃ তিনি সংসার হইতে কাল হইতে সাকার পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ভিন্ন এবং সেই জন্যই তাঁহাতে সংসারাতীত দেশকালাতীত শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি অত্যন্ত মঙ্গল এবং অত্যন্ত শান্তিলাভ হয়, অথচ তাঁহাকে পুনশ্চ আকৃতির মধ্যে বদ্ধ করিয়া ধারণা করিবার চেষ্টা এত কঠিন যে তাহা অসাধ্য, অসম্ভব, তাহা স্বতোবিরোধী।

কিন্তু সহজ কঠিনের কথা উঠে কেন? আমরা সহজ চাই, না সত্য চাই? সত্য যদি সহজ হয় ত ভাল, যদি না হয় তবু সত্য বই গতি নাই। পৃথিবী কূর্ম্মের পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত আছে এ কথা ধারণা করা যদি কাহারও পক্ষে সহজ হয়, তথাপি বিজ্ঞান পিপাসু সত্যের মুখ চাহিয়া তাহাকে অশ্রদ্ধেয় বলিয়া অবজ্ঞা করেন। মরু-প্রান্তরের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ ক্ষুধার্ত্ত যখন অন্ন চায়, তখন তাহাকে বালুকাপিণ্ড আনিয়া দেওয়া সহজ—কিন্তু সে বলে আমি ত সহজ চাই না, আমি অন্নপিণ্ড চাই—সে অন্ন এখানে যদি না পাওয়া যায়, তবে দুরূহ হইলেও তাহাকে অন্যত্র হইতে আহরণ করিতে হইবে নহিলে আমি বাঁচিব না। তেমনি সংসার মধ্যে আমরা যখন অধ্যাত্ম-পিপাসা মিটাইতে চাই তখন কল্পনা-মরীচিকায় সে কিছুতেই মিটে না—যত দুর্লভ হউক সেই পিপাসার জল—আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় পরমাত্মাকেই চাই—তিনি নিরাকার নির্ব্বিকার বাক্যমনের অগোচর হইলেও তবু তাঁহাকেই চাই, নহিলে আমাদের মুক্তি নাই। ধর্ম্মপথ ত সহজ নহে, ব্রহ্মলাভ ত সহজ নহে, সে কথা সকলেই বলে—দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—সেই জন্যই মোহনিদ্রাগ্রস্ত সংসারীর দ্বারে দাঁড়াইয়া ঋষি উচ্চস্বরে ডাকিতেছেন—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত"—না উঠিলে না জাগিলে এই ক্ষুরধার-নিশিত দুর্গম দুরত্যয় পথে চক্ষু মুদিয়া চলা যায় না, আত্মার অভাব আলস্যভরে অনায়াসে মোচন হয় না—এবং ব্রহ্ম ক্রীড়াচ্ছলে কল্পনাবাহিত মনোরথের গম্য নহেন। সংসারে যদি বিদ্যালাভ, বিত্তলাভ, যশোলাভ সহজ না হয়,—তবে ধর্ম্মলাভ, সত্যলাভ, ব্রহ্মলাভ সহজ, এমন আশ্বাস কে দিবে এবং সে আশ্বাসে কে ভুলিবে! কোন্ মূঢ় বিশ্বাস করিবে যে, মন্ত্রোচ্চারণে লোহা সোনা হইয়া যাইবে, খনি অন্বেষণের প্রয়োজন নাই? উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত! দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি!

তবে ব্রহ্মলাভের চেষ্টা কি একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে? তবে কি এই কথা বলিয়া মনকে বুঝাইতে হইবে যে, যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্য আশ্রয় গ্রহণ করেন, যাঁহাদের নিকট ভালমন্দ সুন্দর কুৎসিত অন্তর বাহিরের ভেদ একেবারে ঘুচিয়া গেছে ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মোপাসনা তাঁহাদেরই জন্য? তাই যদি হইবে তবে ব্রহ্মবাদী ঋষি ব্রহ্মচারী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্যকে কেন অনুশাসন করিতেছেন প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ, সন্তানসূত্র ছেদন করিবে না, অর্থাৎ গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবে। কেন শাস্ত্রকার বিশেষ করিয়া উপদেশ দিতেছেন, ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ, গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন, এবং তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ, তত্ত্বজ্ঞানী হইবেন, অর্থাৎ যে নিষ্ঠার কথা কহিলেন তাহা যেন অজ্ঞান-নিষ্ঠা না হয়, গৃহী যথার্থ জ্ঞানপূর্ব্বক ব্রহ্মে নিরত হইবেন, এবং যদ্‌যদ্‌ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ যে যে কর্ম্ম করিবেন তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন,— অতএব শাস্ত্রের অনুশাসন এই যে, গৃহী ব্যক্তিকে কেবল ভক্তিতে নহে, জ্ঞানে, কেবল জ্ঞানে নহে, কর্ম্মে, হৃদয়ে মনে এবং চেষ্টায় সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মপরায়ণ হইতে হইবে। অতএব সংসারের মধ্যে থাকিয়া আমরা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করিব, অন্তরাত্মার মধ্যে তাঁহার অধিষ্ঠান অনুভব করিব এবং আমাদের সমুদয় কর্ম্ম তাঁহার সম্মুখে কৃত এবং তাঁহার উদ্দেশে সমর্পিত হইবে।

কিন্তু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিতে হইলে, চতুর্দ্দিকের জড়বস্তুরাশিকে অপসারিত করিয়া ব্রহ্মের মধ্যেই আপনাকে সম্পূর্ণ আশ্রিত আবৃত নিমগ্ন অনুভব করিতে হইলে তাঁহাকে সাকাররূপে কল্পনাই করা যায় না। উপনিষদে আছে, যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—এই সমস্ত জগৎ সেই প্রাণ হইতে নিঃসৃত হইয়া সেই প্রাণের মধ্যে কম্পিত হইতেছে। অনন্ত প্রাণের মধ্যে সমস্ত বিশ্বচরাচর অহর্নিশি স্পন্দমান রহিয়াছে এই ভাব কি আমরা কোন প্রকার হস্তপদবিশিষ্ট মূর্ত্তি-দ্বারা কল্পনা করিতে পারি? অথচ যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি, এই যাহা কিছু জগৎ সমস্ত প্রাণের মধ্যে কম্পিত হইতেছে এ কথা মনে উদয় হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তৃণগুল্মলতাপুষ্পপল্লব পশুপক্ষী মনুষ্য চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্র, জগতের প্রত্যেক কম্পমান অণু পরমাণু এক মহাপ্রাণের ঐক্যসমুদ্রে হিল্লোলিত দেখিতে পাই—এক মহাপ্রাণের অনন্ত-কম্পিত বীণাতন্ত্রী হইতে এই বিপুল বিচিত্র বিশ্ব-সঙ্গীত ঝঙ্কৃত শুনিতে পাই। অনন্তপ্রাণের সেই অনির্দ্দেশ্যতা অনির্ব্বচনীয়তাই আমাদের চিত্তকে প্রসারিত করিয়া দেয়। সেই জগদ্ব্যাপী জগদতীত প্রাণকে কোন নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ আকারের মধ্যে কল্পনা করিতে গেলে তখন আর তাঁহাকে আমাদের নিঃশ্বাসের মধ্যে পাই না, আমাদের চক্ষের নিমেষের মধ্যে পাই না, আমাদের রক্তের উত্তপ্ত প্রবাহ, আমাদের সর্ব্বাঙ্গের

বিচিত্র স্পর্শ, আমাদের দেহের প্রত্যেক স্পন্দিত কোষ, প্রত্যেক নিঃশ্বসিত রোমকূপের মধ্যে পাই না; আকৃতির কঠিন ব্যবধানে, মূর্ত্তির অলঙ্ঘনীয় অন্তরালে তিনি আমাদের নিকট হইতে আমাদের অন্তর হইতে দূরে বাহিরে গিয়া পড়েন। আমার অশরীরী অভাবনীয় প্রাণ আমার আদ্যোপান্তে অখণ্ডভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, আমার পদাঙ্গুলির কোষাণুর সহিত আমার মস্তিষ্কের কোষাণুকে যোগযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, আবার আমার এই রহস্যময় প্রাণের মধ্যে সেই পরমপ্রাণ আমার শরীরকোষের প্রত্যেক স্পন্দনের সহিত সুদূরতম নক্ষত্রবর্ত্তী বাষ্পাণুর প্রত্যেক আন্দোলনকে এক অনির্ব্বচনীয় ঐক্যে এক অপূর্ব্ব অপরিমেয় ছন্দোবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন, ইহা অনুভব করিয়া এবং অনুভবের শেষ করিতে না পারিয়া কি আমাদের চিত্ত পুলকিত প্রসারিত হইয়া উঠে না? কোনও মূর্ত্তির কল্পনা কি ইহা অপেক্ষা সহজে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্রতার বন্ধন, খণ্ডতার কারাপ্রাচীর হইতে মুক্তিদানে সহায়তা করিতে পারে, অনন্তের সহিত আমাদের এমন অন্তরতম ব্যাপকতম যোগ সংনিবদ্ধ করিতে পারে? সাকার মূর্ত্তি আমাদিগকে সহায়তা করে না, ব্রহ্মকে দূরে লইয়া দুষ্প্রাপ্য করিয়া দেয়।

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ অদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ংগতো ভবতি—

যখন সাধক সেই অদৃশ্যে, অশরীরে, নির্ব্বিশেষে, নিরাধারে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন।

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি—

কিন্তু যখন তিনি ইহাতে লেশমাত্র অন্তর অর্থাৎ দূরত্ব স্থাপন করেন তখন তিনি ভয় প্রাপ্ত হন। সেই অদৃশ্যকে দৃশ্য, অশরীরকে শরীরী, নির্ব্বিশেষকে সবিশেষ এবং নিরাধারকে আধার-বিশিষ্ট করিলে ব্রহ্মের সহিত দূরত্ব স্থাপন করা হয় এবং তখন আমাদের আত্মার অভয় প্রতিষ্ঠা চূর্ণ হইয়া যায়।

উপনিষৎ বলিতেছেন—

অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।

তিনি আছেন এই কথা যে বলে সে ছাড়া অন্য ব্যক্তি তাঁহাকে কি করিয়া উপলব্ধি করিবে? তিনি আছেন ইহার অধিক আর কি বলিবার আছে? তিনি আছেন এ কথা যখনি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সম্পূর্ণভাবে বলিতে পারি তখনই আমাদের মনোনেত্রের সম্মুখে অনন্ত শূন্য ওতপ্রোত পরিপূর্ণ হইয়া উঠে—তখনি যথার্থতঃ বুঝিতে পারি যে, আমি আছি, বুঝিতে পারি যে, আমার বিনাশ নাই, আত্ম ও পর, জড় ও চেতন, দেশ ও কাল নিষ্কল পরমাত্মার দ্বারা এক মুহূর্ত্তেই অখণ্ডভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া

উঠে ; তখন আমাদের এই পুরাতন পৃথিবীর দিকে চাহিলে ইহাকে আর ধূলিপিণ্ড বলিয়া বোধ হয় না, নিশীথ নভোমণ্ডলের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে চাহিলে তাহারা শুদ্ধমাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে প্রতীয়মান হয় না, তখন আমার অন্তরাত্মা হইতে আরম্ভ করিয়া ধূলিকণা, এই ভূমিতল হইতে আরম্ভ করিয়া নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত একটি শব্দ ধ্বনিহীন গাম্ভীর্য্যে উদ্গীত হইয়া উঠে—ওঁ,—একটি বাক্য শুনিতে পাই—অস্তি, তিনি আছেন —এবং সেই একটি কথার মধ্যেই সমস্ত জগৎচরাচরের, সমস্ত কার্য্যকারণের সমস্ত অর্থ নিহিত পাওয়া যায়। সেই মহান্ অস্তি শব্দকে কোনও আকারের দ্বারা মূর্ত্তি দ্বারা সহজ করা যায় কি? এমন সহজ কথা কি আর কিছু আছে যে তিনি আছেন? আমি আছি এ কথা যেমন জগতের সকল কথার অপেক্ষা সহজ তিনি আছেন এ কথা না বলিলে আমি আছি এ কথা যে আদ্যোপান্ত নিরর্থক মিথ্যা হইয়া যায়। আমার অস্তিত্ব বলিতেছে, আমার আত্মা বলিতেছে তিনি আছেন, সাকার মূর্ত্তি কি তদপেক্ষা সহজ সাক্ষ্য আর কিছু দিতে পারে?

ব্রহ্মের সেই বিশুদ্ধ ভাব কিরূপে মনন করিতে হইবে?

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চ ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ।

কি উর্দ্ধদেশ, কি তির্য্যক্, কি মধ্যদেশ কেহ ইঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না—তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদ্যশ!

প্রাচীন ভারতে সংসারবাসী জীবাত্মার লক্ষ্যস্থান এই পরমাত্মাকে বিদ্ধ করিবার মন্ত্র ছিল—ওঁ।

প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।

তাঁহার প্রতিমা ছিল না, কোন মূর্ত্তিকল্পনা ছিল না—পূর্ব্বতন পিতামহগণ তাঁহাকে মনন করিবার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একটিমাত্র শব্দ আশ্রয় করিয়াছিলেন। সে শব্দ যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি পরিপূর্ণ, কোন বিশেষ অর্থ দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। সেই শব্দ চিত্তকে ব্যাপ্ত করিয়া দেয়, কোন বিশেষ আকার দ্বারা বাধা দেয় না; সেই একটিমাত্র ওঁ শব্দের মহাসঙ্গীত জগৎসংসারের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিতে থাকে।

ব্রহ্মের বিশুদ্ধ আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য পিতামহগণ কিরূপ যত্নবান ছিলেন ইহা হইতেই তাহার প্রমাণ হইবে।

চিন্তার যতপ্রকার চিহ্ন আছে তন্মধ্যে ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তার অনুগামী। কিন্তু ভাষারও সীমা আছে, বিশেষ অর্থের দ্বারা সে আকারবদ্ধ—সুতরাং ভাষা আশ্রয় করিলে চিন্তাকে ভাষাগত অর্থের চারি প্রান্তের মধ্যে রুদ্ধ থাকিতে হয়।

ওঁ একটি ধ্বনিমাত্র—তাহার কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট অর্থ নাই। সেই ওঁ শব্দে ব্রহ্মের ধারণাকে কোন অংশেই সীমাবদ্ধ করে না—সাধনা দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে যত দূর জানিয়াছি যেমন করিয়াই পাইয়াছি এই ওঁ শব্দে তাহা সমস্তই ব্যক্ত করে—এবং ব্যক্ত করিয়াও সেইখানেই রেখা টানিয়া দেয় না। সঙ্গীতের স্বর যেমন গানের কথার মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয়তার সঞ্চার করে তেমনি ওঁ শব্দের পরিপূর্ণ ধ্বনি আমাদের ব্রহ্মধ্যানের মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয়তা অবতারণা করিয়া থাকে। বাহ্য প্রতিমা দ্বারা আমাদের মানস ভাবকে খর্ব্ব ও আবদ্ধ করে—কিন্তু এই ওঁ ধ্বনির দ্বারা আমাদের মনের ভাবকে উন্মুক্ত ও পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়।

সেই জন্য উপনিষদ বলিয়াছেন—ওমিতি ব্রহ্ম। ওম্ বলিতে ব্রহ্ম বুঝায়। ওমিতীদং সর্ব্বং, এই যাহা কিছু সমস্তই ওঁ। ওঁ শব্দ সমস্তকেই সমাচ্ছন্ন করিয়া দেয়। অর্থ-বন্ধনহীন কেবল একটি সুগম্ভীর ধ্বনিরূপে ওঁ শব্দ ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিতেছে। আবার ওঁ শব্দের একটি অর্থও আছে—সে অর্থ এত উদার যে তাহা মনকে আশ্রয় দান করে অথচ কোন সীমায় বদ্ধ করে না।

আধুনিক সমস্ত ভারতবর্ষীয় আর্য্য ভাষায় যেখানে আমরা হাঁ বলিয়া থাকি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় সেইখানে ওঁ শব্দের প্রয়োগ। হাঁ শব্দ ওঁ শব্দেরই রূপান্তর বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়। উপনিষদও বলিতেছেন ওমিত্যেতদ্ অনুকৃতির্হস্ম—ওঁ শব্দ অনুকৃতি-বাচক, অর্থাৎ ইহা কর বলিলে, ওঁ অর্থাৎ হাঁ বলিয়া সেই আদেশের অনুকরণ করা হইয়া থাকে। ওঁ স্বীকারোক্তি।

এই স্বীকারোক্তি ওঁ, ব্রহ্ম-নির্দ্দেশক শব্দরূপে গণ্য হইয়াছে। ব্রহ্মধ্যানের কেবল এইটুকু মাত্র অবলম্বন—ওঁ, তিনি হাঁ। ইংরাজ মনীষী কার্লাইলও তাঁহাকে Everlasting Yay অর্থাৎ শাশ্বত ওঁ বলিয়াছেন। এমন প্রবল পরিপূর্ণ কথা আর কিছুই নাই, তিনি হাঁ, ব্রহ্ম ওঁ।

আমরা কে কাহাকে স্বীকার করি সেই বুঝিয়া আত্মার মহত্ত্ব। কেহ জগতের মধ্যে একমাত্র ধনকেই স্বীকার করে, কেহ মানকে, কেহ খ্যাতিকে। আদিম আর্য্যগণ ইন্দ্র চন্দ্র বরুণকে ওঁ বলিয়া স্বীকার করিতেন, সেই দেবতার অস্তিত্বই তাঁহাদের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিভাত হইত। উপনিষদের ঋষিগণ বলিলেন জগতে ও জগতের বাহিরে ব্রহ্মই একমাত্র ওঁ, তিনিই চিরন্তন হাঁ, তিনিই Everlasting Yay। আমাদের আত্মার মধ্যে তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেশ-কালকে অতিক্রম করিয়া তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ। এই মহৎ নিত্য এবং সর্ব্বব্যাপী যে হাঁ, ওঁ ধ্বনি ইহাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। প্রাচীন ভারতে

ব্রহ্মের কোন প্রতিমা ছিল না, কোন চিহ্ন ছিল না—কেবল এই একটি মাত্র ক্ষুদ্র অথচ সুবৃহৎ ধ্বনি ছিল ওঁ। এই ধ্বনির সহায়ে ঋষিগণ উপাসনানিশিত আত্মাকে একাগ্রগামী শরের ন্যায় ব্রহ্মের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া দিতেন। এই ধ্বনির সহায়ে ব্রহ্মবাদী সংসারীগণ বিশ্বজগতের যাহা কিছু সমস্তকেই ব্রহ্মের দ্বারা সমাবৃত করিয়া দেখিতেন।

ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওঁ বলিয়া সাম সকল গীত হইয়া থাকে। ওঁ আনন্দধ্বনি।

ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওঁ আদেশবাচক। ওঁ বলিয়া ঋত্বিক আজ্ঞা প্রদান করেন। সমস্ত সংসারের উপর আমাদের সমস্ত কর্ম্মের উপর মহৎ আদেশরূপে নিত্যকাল ওঁ ধ্বনিত হইতেছে। জগতের অভ্যন্তরে এবং জগৎকে অতিক্রম করিয়া যিনি সকল সত্যের পরম সত্য—আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তিনি সকল আনন্দের পরমানন্দ, এবং আমাদের কর্ম্মসংসারে তিনি সকল আদেশের পরমাদেশ। তিনি ওঁ।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ,
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

তিনি যেখানে সেখানে সূর্য্যের প্রকাশ নাই, চন্দ্রতারকের প্রকাশ নাই, বিদ্যুতের প্রকাশ নাই, এই অগ্নির প্রকাশ কোথায়? সেই জ্যোতির্ম্ময়ের প্রকাশেই সমস্ত প্রকাশিত, তাঁহার দীপ্তিতেই সমস্ত দীপ্যমান। তিনিই ওঁ।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ
প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

এই যে অন্তরতর পরমাত্মা তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, সকল হইতেই প্রিয়। তিনিই ওঁ।

সত্যান্ন প্রমদিতব্যং।
ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং।
কুশলান্ন প্রমদিতব্যং।
ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যং।

সত্য হইতে স্খলিত হইবে না, ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইবে না, কল্যাণ হইতে স্খলিত হইবে না, মহত্ত্ব হইতে স্খলিত হইবে না। ইহা যাঁহার অনুশাসন তিনিই ওঁ।

অনেকে বলেন, দুর্ব্বল মানবপ্রকৃতির সর্ব্বপ্রকার চরিতার্থতা আমরা ঈশ্বরে পাইতে চাই; আমাদের প্রেম কেবল জ্ঞানে ও ধ্যানে পরিতৃপ্ত হয় না, সেবা করিতে চায়;

আমাদের প্রকৃতির সেই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা ঈশ্বরকে মূর্ত্তিতে বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে অশন বসন ভূষণ উপহারে পূজা করিয়া থাকি।

এ কথা সত্য যে, ব্রহ্মের মধ্যে আমরা মানবপ্রকৃতির চরম চরিতার্থতা অন্বেষণ করি; কেবল ভক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা সেই চরিতার্থতা লাভ হইতে পারে না, সেই জন্যই শাস্ত্রে গৃহস্থকে ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে বলিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে বলিয়াছেন, গৃহী যে যে কর্ম্ম করিবেন তাহা ব্রহ্মকে সমর্পণ করিবেন। সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য-পালনই ব্রহ্মের সেবা। যদি প্রতিমাকে অন্নবস্ত্র পুষ্পচন্দন দান করিয়া আমরা দেবসেবার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করি তবে তাহাতে আমাদের কর্ম্মের মহত্ত্ব লাভ না হইয়া ঠিক তাহার বিপরীত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানে আমাদিগকে সকল জ্ঞানের চরিতার্থতার দিকে লইয়া যায়, ব্রহ্মের প্রতি প্রীতি আমাদিগকে পুত্রপ্রীতি ও অন্য সকল প্রীতির পরম পরিতৃপ্তিতে লইয়া যায়, এবং ব্রহ্মের কর্ম্মও সেইরূপ আমাদের শুভ চেষ্টাকে চরম মহত্ত্ব ও ঔদার্য্যের অভিমুখে আকর্ষণ করে। আমাদের জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের এইরূপ মহত্ত্ব সাধনের জন্যই মনু গৃহীকে ব্রহ্মপরায়ণ হইতে উপদেশ দিয়াছেন। মানব-প্রকৃতির যথার্থ চরিতার্থতা তাহাতেই—ভোগে নহে, খেলায় নহে। প্রতিমাকে স্নান করাইয়া বস্ত্র পরাইয়া অন্ন নিবেদন করিয়া আমাদের কর্ম্ম-চেষ্টার কোন মহৎ পরিতৃপ্তি হইতেই পারে না, তাহাতে আমাদের কর্ত্তব্যের আদর্শকে তুচ্ছ ও সঙ্কীর্ণ করিয়া আনে। ভক্তি ও প্রীতির উদারতা অনুসারে কর্ম্মেরও উদারতা ঘটিয়া থাকে। পরিবারের প্রতি যাহার যে পরিমাণে প্রীতি সে পরিবারের জন্য সেই পরিমাণে প্রাণপাত করিয়া থাকে। দেশের প্রতি যাহার ভক্তি, দেশের সর্ব্বপ্রকার দৈন্য ও কলঙ্ক মোচনের জন্য বিবিধ দুরূহ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া সে আপন ভক্তির স্বাভাবিক চরিতার্থতা সাধন করিয়া থাকে। ব্রহ্মের প্রতি যাহার গভীর নিষ্ঠা, সে, পরিবারের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, দেশের প্রতি, সকলের প্রতি মঙ্গল-চেষ্টা নিয়োগ করিয়া ভক্তিবৃত্তিকে সফলতা দান করে। দীনকে বস্ত্রদান, ক্ষুধিতকে অন্নদান ইহাতেই আমাদের সেবাচেষ্টার সার্থকতা। প্রতিমার সম্মুখে অন্ন বস্ত্র উপহরণ করা ক্রীড়ামাত্র, তাহা কর্ম্ম নহে, তাহা ভক্তিবৃত্তির মোহাচ্ছন্ন বিলাস-মাত্র, তাহা ভক্তিবৃত্তির সচেষ্ট সাধনা নহে। এই খেলায় যদি আমাদের মুগ্ধ হৃদয়ের কোন সুখ সাধন হয় তবে সে ত আমাদের আত্মসুখ, আমাদের আত্ম-সেবা, তাহাতে দেবতার কর্ম্মসাধন হয় না। আমাদের জীবনের প্রত্যেক ইচ্ছাকৃত কর্ম্ম নিজের সুখের জন্য না করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে করা এবং তাহাতেই সুখানুভব করা দেবসেবার উচ্চ আদর্শ; সেই আদর্শকে রক্ষা করিতে হইলে জড় আদর্শকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

সত্যজ্ঞান দুরূহ, প্রকৃত নিষ্ঠা দুরূহ, মহৎ কর্ম্মানুষ্ঠান দুরূহ সন্দেহ নাই, তাই

বলিয়া তাহাকে লঘু করিয়া, ব্যর্থ করিয়া, মিথ্যা করিয়া, মনুষ্যত্বের অবমাননা করিয়া আমরা কি ফল লাভ করিয়াছি? কর্ত্তব্যকে খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে, জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মকে, মানবপ্রকৃতির সর্ব্বোচ্চ শিখরকে কয়েক খণ্ড মৃৎপিণ্ডে পরিণত করিয়া খেলা করিতে করিতে আমরা কোন্‌খানে আসিয়া উপনীত হইয়াছি! আমরা নিজেকে অক্ষম অশক্ত নিকৃষ্ট অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া নিশ্চেষ্ট জড়ত্বকে আনন্দে বরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা অকুণ্ঠিত স্বরে নিজেকে আধ্যাত্মিক শিশু বলিয়া প্রচার করি, এবং সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যোচিত কঠিন সাধনা ও মহৎপ্রয়াস হইতে নিষ্কৃতি, জ্ঞানীর নিকট হইতে মার্জ্জনা ও ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রশ্রয় প্রত্যাশাপূর্ব্বক নিদ্রা, ক্রীড়া ও উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার দ্বারা সুখলালিত হইয়া নিস্তেজ নির্ব্বীর্য্য হইতে থাকি; যুক্তিকে পঙ্গু করিয়া, ভক্তিকে অন্ধ করিয়া, আত্মপ্রত্যয়কে আচ্ছন্ন করিয়া, ব্রহ্মকে চিন্তা ও চেষ্টা হইতে দূরীভূত করিয়া, হৃদয় মন আত্মার মধ্যে আলস্য এবং পরাধীনতার সহস্রবিধ বীজ বপন করিয়া আমরা জাতীয় দুর্গতির শেষ সোপানে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছি। অদ্য আমরা ভয়ে ভীত, দীনতায় অবনত, শোক তাপে জর্জ্জর। আমরা বিচ্ছিন্ন, বিপ্রস্ত, হীনবল। আমাদের বাহিরে লাঞ্ছনা, অন্তরে গ্লানি, চতুর্দ্দিকেই জীর্ণতা। আমাদের বাহিরে জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যেরূপ বিচ্ছেদ, আমাদের নিজের প্রকৃতির মধ্যে আমাদের "চিত্তে বাচি ক্রিয়ায়াং" মনে বাক্যে ও কর্ম্মে বিরোধ, শিক্ষায় ও আচরণে বিরোধ, ধর্ম্মে এবং কর্ম্মে ঐক্য নাই—সেই কাপুরুষতায় এবং বিচ্ছিন্নতায় আমাদের সমাজ আমাদের গৃহ আমাদের অন্তঃকরণ অসত্যে আদ্যোপান্ত জর্জ্জরীভূত হইয়াছে। আমাদিগকে এক হইতে হইবে, সতেজ হইতে হইবে, ভয়হীন হইতে হইবে। অজ্ঞান এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হইব। কে আমাদের বল, কে আমাদের আশ্রয়? সে কোন্ সর্ব্বব্যাপী সত্তা, কোন্ অদ্বিতীয় এক, যিনি আমাদিগকে জাতিতে জাতিতে ভ্রাতায় ভ্রাতায় মনে বাক্যে ও কর্ম্মে একতা দান করিবেন? সংসারের মধ্যে আমরা লোকভয়-মৃত্যুভয়জয়ী পরম নির্ভর পাই নাই; সংসার গুরুভার লৌহশৃঙ্খলে আমাদের অবমানিত মস্তককে আরও অবনত করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের জড় দুর্ব্বল দেহকে আরও গতিশক্তিবিহীন করিয়াছে। এই সকল ভয় এবং ভার এবং ক্ষুদ্রতা হইতে ব্রহ্মই আমাদের একমাত্র মুক্তি। দিনে রাত্রে সুপ্তিতে জাগরণে অন্তরে বাহিরে আমরা তাঁহার মধ্যে আবৃত নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহার মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছি—কোন প্রবল রাজা, কোন পরম শত্রু কোন প্রচণ্ড উপদ্রবে তাঁহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। অদ্য আমরা সমস্ত ভীত ধিক্কৃত ভারতবর্ষ কি এক হইয়া করযোড়ে উর্দ্ধমুখে বলিতে পারি না যে,—

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

তুমি অজাত, জন্মরহিত, কোন ভীরু তোমার শরণাপন্ন হইতেছে, হে রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। তিনি রহিয়াছেন—ভয় নাই, ভয় নাই! সম্মুখে যদি অজ্ঞান থাকে তবে দূর কর, অন্যায় থাকে তবে আক্রমণ কর, অন্ধ সংস্কার বাধাস্বরূপ থাকে তবে তাহা সবলে ভগ্ন করিয়া ফেল; কেবল তাঁহার মুখের দিকে চাও এবং তাঁহার কর্ম্ম কর! তাহাতে যদি কেহ অপবাদ দেয় তবে সে অপবাদ ললাটের তিলক করিয়া লও; যদি দুঃখ ঘটে সে দুঃখ মুকুটরূপে শিরোধার্য্য করিয়া লও, যদি মৃত্যু আসন্ন হয় তবে তাহাকে অমৃত বলিয়া গ্রহণ কর! অক্ষয় আশায়, অক্ষুণ্ণ বলে, অনন্ত প্রাণের আশ্বাসে, ব্রহ্ম-সেবার পরম গৌরবে সংসারের সঙ্কট পথে সরল হৃদয়ে ঋজু দেহে চলিয়া যাও! সুখের সময় বল, অস্তি—তিনি আছেন, দুঃখের সময় বল, অস্তি—তিনি আছেন, বিপদের সময় বল, অস্তি—তিনি আছেন! পরমাত্মার মধ্যে আত্মার অবাধ স্বাধীনতা, অপরিসীম আনন্দ, অপরাজিত অভয় লাভ করিয়া সমস্ত অপমান দৈন্য গ্লানি নিঃশেষে প্রক্ষালিত করিয়া ফেল! বল, যে মহান্ অজ আত্মা হইতে বাক্য মন নিবৃত্ত হইয়া আসে আমি সেইখান হইতে আনন্দ লাভ করিয়াছি, আমি কদাচ ভয় করি না, আমি কাহা হইতেও ভয় পাই না—আমার ন জরা, ন মৃত্যু শোকঃ। বল—

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুঃশ্রোত্রমথো
বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং।
মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ
অনিরাকরণমস্ত্ত অনিরাকরণং মেঽস্তু।
তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাঃ
তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু॥

উপনিষৎ-কথিত সর্ব্বান্তর্য্যামী ব্রহ্ম আমার বাক্য প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র বল ইন্দ্রিয়, আমার সমুদয় অঙ্গকে পরিতৃপ্ত করুন! ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি, তিনি অপরিত্যক্ত থাকুন, তিনি আমা-কর্ত্তৃক অপরিত্যক্ত থাকুন! সেই পরমাত্মায় নিরত আমাতে উপনিষদের যে সকল ধর্ম্ম তাহাই হৌক্, আমাতে তাহাই হৌক্!

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ।

পাঠ্যপুস্তক

এই অংশে পুস্তক বা পুস্তকাকারে মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তকগুলি মুদ্রিত হইতেছে। এগুলি প্রচলিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'তে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ-রচিত সকল পাঠ্যপুস্তক আমরা এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সময়ের ক্রম অনুযায়ী সর্ব্বাগ্রে 'সংস্কৃত শিক্ষা। প্রথম ভাগ' ছাপা উচিত ছিল। কিন্তু পুস্তকটি এখনও সংগৃহীত হয় নাই। সুতরাং দ্বিতীয় পুস্তক 'সংস্কৃত শিক্ষা। দ্বিতীয় ভাগ' হইতে ছাপিতে হইতেছে। যদি ইতিমধ্যে পুস্তকটি সংগ্রহ হয়, পরবর্ত্তী কোনও "অচলিত-সংগ্রহ" খণ্ডে তাহা মুদ্রিত হইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা

সংস্কৃত শিক্ষা।

দ্বিতীয় ভাগ।

—o—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

বাল্মীকিরামায়ণ অনুবাদক

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

Calcutta:

PRINTED AND PUBLISHED BY

J. N. BANERJEE & SON, BANERJEE PRESS,

119, OLD BOYTAKHANA BAZAR ROAD.

1896.

২৯

সংস্কৃত শিক্ষা।

সন্ধি সঙ্কেত। *

১।

ক+অ
ক+আ
কা+অ
কা+আ } = কা।

২।

ক+ই
ক+ঈ
কা+ই
কা+ঈ } = কে।

৩।

ক+এ
ক+ঐ
কা+এ
কা+ঐ } = কৈ।

৪।

কি+আ
কী+আ } = ক্যা।

৫।

কৃ+আ = ক্রা

৬।

কে+উ = কউ।
কে+এ = কএ।

৭।

কৌ+অ = কাব।

৮।

কৌ+উ = কাবু।
কৌ+এ = কাবে।

---

* এই গ্রন্থে যে সকল সন্ধি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহারই সঙ্কেত লিখিত হইল। এগুলি মুখস্থ করিবার জন্য নহে। পরবর্ত্তী পাঠসমূহে যেখানে কোনও সন্ধি আসিবে অথবা পাঠচর্চ্চায় যেখানে কোনও সন্ধির আবশ্যক হইবে এই সকল এক দুই তিন চিহ্নিত সঙ্কেতের সহিত ছাত্রগণ মিলাইয়া লইবে।

৯। অকারের পূর্ব্বে বিসর্গযুক্ত অকার বিসর্গ ত্যাগ করিয়া ওকার হয় এবং পরবর্ত্তী অ লোপ হয়। সেই লুপ্ত অকারের নিম্নলিখিত চিহ্নটি থাকে মাত্র; ইহার কোন উচ্চারণ নাই। ঽ।

কঃ+অ=কোঽ

কঃ+অত্র=কোঽত্র। (উচ্চারণ, কোত্র)

১০। অ ব্যতীত অন্য সমস্ত স্বরবর্ণের পূর্ব্বে বিসর্গযুক্ত অকারের বিসর্গ লোপ হয়।

কঃ+আ=কআ কঃ+ই=কই

কঃ+উ=কউ কঃ+ঋ=কঋ ইত্যাদি।

১১। আ ব্যতীত অন্য সমস্ত স্বরবর্ণের পূর্ব্বে বিসর্গযুক্ত আকার তাহার বিসর্গ ত্যাগ করে।

কাঃ+অ=কাঅ কাঃ+ই=কাই

কাঃ+উ=কাউ ইত্যাদি।

১২। নিম্নলিখিত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ব্বে বিসর্গযুক্ত অকার বিসর্গ ত্যাগ করিয়া ওকার হইয়া যায়।

গ, ঘ।
জ, ঝ।
ড, ঢ।
দ, ধ, ন।
ব, ভ, ম।
য, র, ল, ব, হ।

কঃ+গ=কোগ কঃ+জ=কোজ

কঃ+ন=কোন ইত্যাদি।

১৩। নিম্নলিখিত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ব্বে বিসর্গযুক্ত আকার তাহার বিসর্গ ত্যাগ করে।

গ, ঘ।
জ, ঝ।
ড, ঢ।
দ, ধ, ন।
ব, ভ, ম।
য, র, ল, ব, হ।

কাঃ+গ=কাগ

কাঃ+জ=কাজ ইত্যাদি।

১৪। বিসর্গ যখন ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ স্বরবর্ণের সহিত যুক্ত থাকে তখন তাহা পরবর্ত্তী স্বরবর্ণ মাত্রেরই সহিত র্ আকারে যুক্ত হয়।

কিঃ+অ=কির কিঃ+আ=কিরা

কুঃ+ই=কুরি কুঃ+উ=কুরু।

কীঃ+এ=কীরে ইত্যাদি।

১৫। বিসর্গ যখন ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ স্বরবর্ণের সহিত যুক্ত থাকে তখন তাহা পরবর্ত্তী নিম্নলিখিত ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত রেফ্ আকারে যুক্ত হয়।

গ, ঘ।

জ, ঝ।

ড, ঢ।

দ, ধ, ন।

ব, ভ, ম।

য, র, ল, ব, হ।

কিঃ+গ=কির্গ। কীঃ+ঘ=কীর্ঘ।

কুঃ+জ=কুর্জ। কূঃ+ঝ=কূর্ঝ।

কেঃ+ড=কের্ড। কোঃ+ঢ=কোর্ঢ ইত্যাদি।

১৬। বিসর্গ, পরবর্ত্তী চ ও ছ-য়ের সহিত শ্ রূপে যুক্ত হয়।

কঃ+চ=কশ্চ। কঃ+ছ=কশ্ছ।

১৭। বিসর্গ, পরবর্ত্তী ট ও ঠ-য়ের সহিত ষ্ রূপে যুক্ত হয়।

কঃ+ট=কষ্ট। কঃ+ঠ=কষ্ঠ।

১৮। বিসর্গ, পরবর্ত্তী ত ও থ-য়ের সহিত স্ রূপে যুক্ত হয়।

কঃ+ত=কস্ত। কঃ+থ=কস্থ।

১৯। স্বরবর্ণের পর ছ আসিলে সেই ছ-য়ের সহিত চ্ যুক্ত হয়।

ক+ছ=কচ্ছ। কি+ছ=কিচ্ছ।

কু+ছ=কুচ্ছ। ইত্যাদি।

২০। ত্-য়ের পর কোন স্বরবর্ণ থাকিলে তাহা দ্ হইয়া সেই স্বরবর্ণের সহিত যুক্ত হয়।

কত্+অ=কদ কত্+ই=কদি

কত্+এ=কদে।

২১। ত্-য়ের পর ন আসিলে উভয়ে মিলিয়া ন্ন হয়।

কত্+ন=কন্ন।

২২। ত্-য়ের পর চ আসিলে উভয়ে মিলিয়া চ্চ হয়।

কত্+চ=কচ্চ।

প্রথম পাঠ।

প্রত্যেক পাঠে যে সকল নূতন শব্দ ব্যবহার হইবে তাহাদের বিভক্তিপ্রকরণ পূর্ব্ব-শিক্ষিত কোন্ কোন্ শব্দের অনুরূপ তাহা শিক্ষক বলিয়া দিবেন। এতদর্থে প্রথম ভাগের নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে আদর্শ স্বরূপে প্রয়োগ করিতে পারেন।

বটঃ, গিরিঃ, প্রহরী, তরুঃ, ফলং, লতা, নদীঃ, ধেনুঃ, বধূঃ।

যে পদে যে সন্ধির ব্যবহার হইয়াছে অথবা আবশ্যক হইবে, সেই সন্ধিসঙ্কেতের সংখ্যা তৎপার্শ্বে বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে লিখিত থাকিবে; ছাত্রগণ তাহা মিলাইয়া লইয়া সন্ধি করিবে।

নিদাঘকালঃ	গ্রীষ্মকাল
তড়াগঃ	পুষ্করিণী।
আতপঃ	রৌদ্র।
পরিক্ষীণ	ক্ষয়প্রাপ্ত।
পাংশুঃ	ধূলি।
সরস্তীরং	সরোবরের তীর।
কুরঙ্গঃ	হরিণ।

নিদাঘকালঃ সমুপাগতঃ। প্রচণ্ডঃ সূর্য্যো ভাতি (১২)। তপ্তোবায়ুর্বাতি (১২, ১৫)। কূপস্তড়াগশ্চ শুষ্যতি (১৮, ১৬)। দিবসঃ প্রখরাতপো ভবতি (১২)। গাত্রং

দহতি। পিঞ্জরে শুকো ন জল্পতি (১২)। * নদী পরিক্ষীণা শোভতে। শুষ্কং পত্রং পততি। পাংশুরুদ্গচ্ছতি গগনে (১৪)। বকুলশ্চম্পকশ্চ বিকশতি (১৬)। সরস্তীরে মৃগশ্চরতি (১৬)। শ্রান্তো গৌঃ শব্দায়তে (১২)। শুষ্কা শাখা কম্পতে পবনাহতা। ক্ষুধিতঃ পান্থঃ পচতি তরুতলে। ছায়ান্বেষী † কুরঙ্গো ধাবতি (১২)। পাঠাগারে পঠতিচ্ছাত্রঃ (১৯)।

পাঠচর্চ্চা। ১।

ক। সন্ধিবিচ্ছেদ কর।

খ। বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়া নির্ব্বাচন কর।

গ। পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ পৃথক্ কর।

ঘ। যে ক্রিয়াগুলি তি-অন্ত এবং যেগুলি তে-অন্ত তাহাদিগকে পৃথক্ কর।

ঙ। নিদাঘকালঃ সমুপাগতঃ, কূপস্তড়াগঃ, দিবসঃ প্রখরাতপঃ, পিঞ্জরঃ, নদী পরিক্ষীণা, পাংশুঃ, বকুলশ্চম্পকঃ, সরস্তীরং, তরুতলং, ছায়ান্বেষী কুরঙ্গঃ, পাঠাগারঃ, ছাত্রঃ, এই কয়েকটি পদকে দ্বিবচন ও বহুবচন কর।

চ। প্রচণ্ড, তপ্ত, সমুপাগত, প্রখরাতপ, পরিক্ষীণ, শুষ্ক, শ্রান্ত, বিশেষণ শব্দগুলিকে যথাক্রমে পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গরূপে একবচন দ্বিবচন ও বহুবচন কর।

ছ। নিম্নলিখিত শব্দগুলি যদি সংযুক্ত না হইত তবে বাঙ্গলায় তাহা কিরূপে লিখিত হইত?

নিদাঘকাল, পবনাহত, তরুতল, পাঠাগার, ছায়ান্বেষী, প্রখরাতপ।

উত্তর। নিদাঘ নামক কাল। পবনের দ্বারা আহত। তরুর তল। পাঠের আগার। ছায়ার অন্বেষী। প্রখর যাহার আতপ।

পাঠচর্চ্চা। ২।

ক। সংস্কৃত কর :—

১। গগনে তারকা প্রকাশ পাইতেছে।

২। তরুশিখরে বিহগ চরিতেছে (১৬)।

---

* যে সকল শব্দে সপ্তমী বিভক্তি অবিকল বাঙ্গলার অনুরূপ, সেই সকল শব্দেই সপ্তমী বিভক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে অতএব ইহা বুঝিতে ছাত্রদের কষ্ট হইবে না।

† ছায়ান্বেষী বিশেষণ শব্দটি প্রহরী শব্দের ন্যায়।

৩। কাননে তরু কাঁপিতেছে।

৪। গোষ্ঠে ধেনু শব্দ করিতেছে।

৫। প্রাঙ্গণে বধূ বকিতেছে (১৫)।

৬। পিত্রালয়ে কন্যা পাক করিতেছে। (পিতৃ আলয় ৪)

৭। তরুমূলে লতা শোভা পাইতেছে।

৮। জলে মীন সন্তরণ করিতেছে।

৯। তড়াগে জল শুকাইতেছে।

১০। বনে মহিষ ছুটিতেছে (১২)।

১১। শুষ্ক পত্র উড়িতেছে।

১২। বিকশিত পুষ্প ভূতলে পড়িতেছে।

খ। তরুশিখরঃ, কাননং, গোষ্ঠঃ, প্রাঙ্গণং, পিত্রালয়ঃ, তরুমূলং, তড়াগঃ, মহিষঃ, ভূতলং, এই কয়েকটি শব্দকে দ্বিবচন ও বহুবচন কর।

গ। নিম্নলিখিত শব্দগুলি যদি সংযুক্ত না হইত তবে বাঙ্গলায় কিরূপে লিখিত হইত? তরুশিখর, পিত্রালয়, তরুমূল।

পাঠচর্চ্চা। ৩।

ক। সংস্কৃত কর।—

১। জাগরিত ধেনু এবং ক্ষুধিত কুরঙ্গ চরিতেছে। * (১২)

২। স্বচ্ছ জল এবং শ্বেত কমল শোভা পাইতেছে।

৩। ভীত কন্যা এবং দাসী কাঁপিতেছে।

৪। সতর্ক প্রহরী এবং ক্রোধন সৈনিক ছুটিতেছে।

৫। সুগন্ধ চম্পক এবং বকুল ফুটিতেছে। (১২)

৬। কম্পিত বট এবং অশ্বত্থ শব্দ করিতেছে। (১২, ৯)

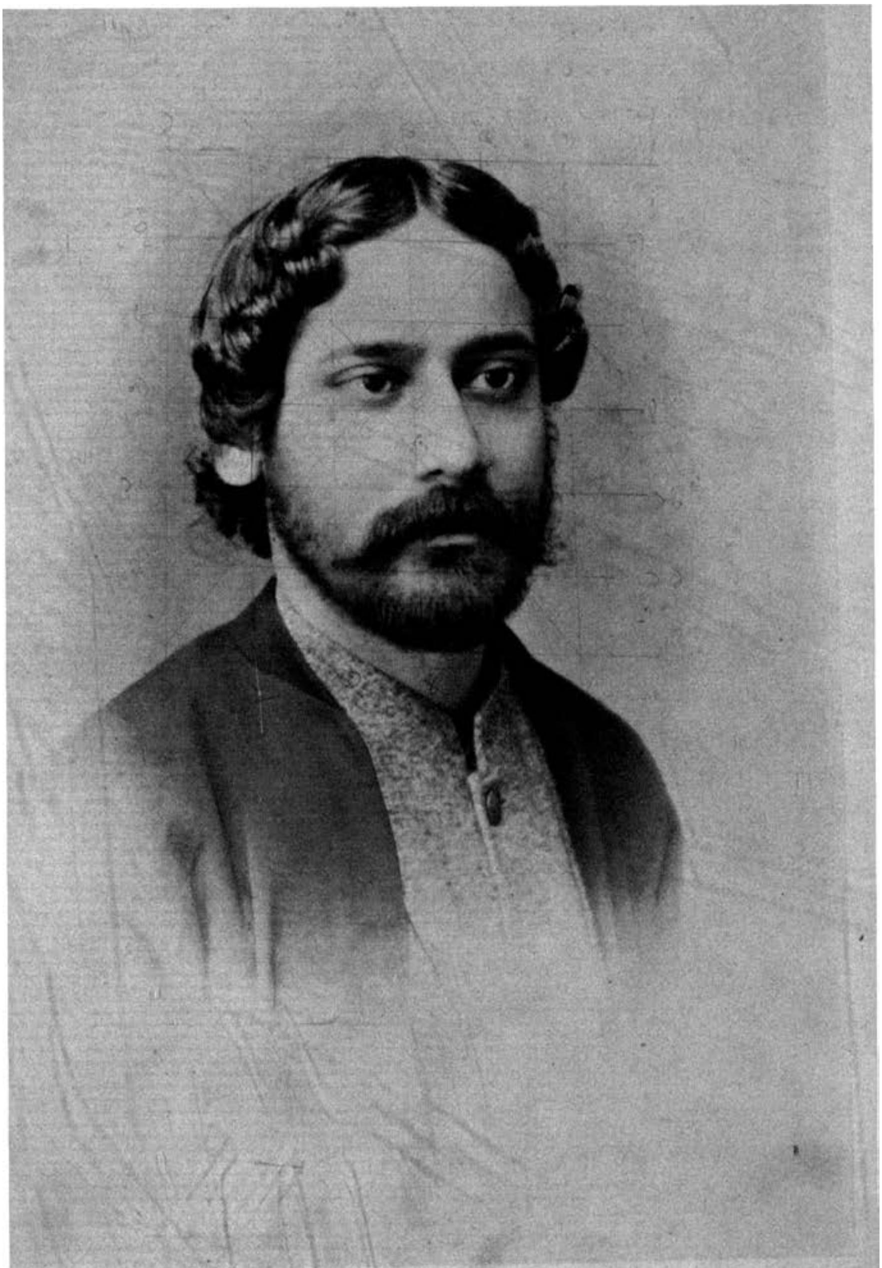
৭। নবীন বধূ এবং দুষ্ট শিশু বকিতেছে। (১৫)

৮। ম্লান তারকা এবং বুধগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে।

৯। পলায়িত ছাত্র এবং ভৃত্য পাক করিতেছে। (১৬, ১১)

খ। ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া উল্লিখিত পদগুলিকে দ্বিবচন ও বহুবচন রূপে সংস্কৃত কর।

* বিসর্গের সহিত চ যুক্ত হইলে শ্চ হয় স্মরণ রাখিতে হইবে।



রবীন্দ্রনাথ
আনুমানিক ১৩০৪ সালে
শ্রীসুহাসচন্দ্র মজুমদারের সৌজন্যে

তদুপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত সন্ধিসঙ্কেতগুলি দ্রষ্টব্য।

দ্বিবচনে ৬ (৭)।

বহুবচনে ১ (১৩)।

৩ (১৩)।

৬ (১৩)।

৭ (১৩, ১২)।

৮ (১৮, ১৩)।

৯ (১৬, ১৩)।

গ। উল্লিখিত পদগুলির বিশেষ্য বিশেষণ একত্র সংযুক্ত করিয়া সংস্কৃত কর।

বিশেষ্য বিশেষণ একত্র সংযুক্ত হইলে বিশেষণের কোনরূপ বিভক্তি হয় না।

দ্বিতীয় পাঠ।

কিং উদ্গাচ্ছতি।

বিহগ উদ্গচ্ছত্যাকাশে (১০, ৪)।

বিদ্যাভাবে কিং ভবতি? (বিদ্যা অভাব)

বিদ্যাভাবে মূর্খো ভবতি নরঃ (১২)।

কস্য শুকঃ শোভতে পিঞ্জরে?

তবৈব শুকঃ শোভতে পিঞ্জরে (৩)।

তব পুত্রঃ পঠতি কিং ন বা?

মম পুত্রো ন পঠতি (২২)।

কস্য ধনং ব্যর্থং ভবতি?

যো ন দদাতি তস্যৈব ধনং ব্যর্থং ভবতি (১২, ৩)।

পাঠচর্চা। ১।

ক। সন্ধিবিচ্ছেদ কর।

খ। আকাশঃ, বিদ্যা, অভাবঃ, মূর্খঃ, নরঃ, পিঞ্জরং, পুত্রঃ, ধনং, শব্দগুলিকে দ্বিবচন ও বহুবচন কর। এবং "ব্যর্থ" বিশেষণটিকে যথাক্রমে পুংলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গরূপে একবচন দ্বিবচন ও বহুবচন কর।

পাঠচর্চা। ২।

সংস্কৃত কর।—

১। কে যাইতেছে? (১২)

২। আমার গুরু যাইতেছেন। (১৫)

৩। যে পড়িতেছে সে কে? *

৪। যে পড়িতেছে সে আমারই বন্ধু। (৩)

৫। কে শব্দ করিতেছে?

৬। চঞ্চল শুক শব্দ করিতেছে।

৭। কাহার ধেনু চরিতেছে? (১৬)

৮। আমার কপিল ধেনু চরিতেছে। (১৬)

৯। কে তাহার পুত্র? (১৮)

১০। যে পাক করিতেছে সেই তাহার পুত্র।

১১। কাহার স্বচ্ছ শীতল জলাশয় শোভা পাইতেছে? (১২)

১২। তোমারই স্বচ্ছ শীতল জলাশয় শোভা পাইতেছে। (৩, ১২)

---

* মনে রাখিতে হইবে, অ ব্যতীত অন্য সমস্ত স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ব্বে সঃ শব্দের বিসর্গ লোপ হয় এবং তাহার অন্ত কোন পরিবর্ত্তন হয় না। অ স্বরবর্ণের পূর্ব্বে, সঃ, বিসর্গ ত্যাগ করিয়া সো হইয়া যায় এবং পরবর্ত্তী অকারের উচ্চারণ লোপ হইয়া তাহা লুপ্ত অকারের চিহ্ন ধারণ করে। যথা,—সঃ অত্র—সোঽত্র।

কণ্ঠস্থ কর।—

দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্বমানপটাবৃতঃ।
তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবত্ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।
(১২, ১, ২২, ২১)

দূরতঃ	দূর হইতে।
পটাবৃতঃ	বস্ত্রাবৃত।
তাবত্	সেই পর্য্যন্ত।
যাবত্	যে পর্য্যন্ত।
ন ভাষতে	না কথা কহে।

উপরের শ্লোকটির সন্ধি বিচ্ছেদ কর।

পটাবৃত শব্দটি যদি সংযুক্ত না হইত তবে বাঙ্গলায় কিরূপে লিখিত হইত?

তৃতীয় পাঠ।

শরঃ	তীর।
সমরঃ	যুদ্ধ।
সারথিঃ	যে রথ চালায়।
রণঃ	যুদ্ধ।
অঙ্গনং	উঠান্।
রণাঙ্গনং	রণক্ষেত্র।
রথঃ।	
গোমায়ুঃ	শৃগাল।
ক্ষুধা।	
আর্ত্ত	কাতর।
গৃধ্রঃ	শকুনি।

শয্যা।	
রথী	রথে চড়িয়া যে যুদ্ধ করে।
প্রান্তরং	মাঠ।
দেবালয়ঃ	দেবমন্দির।
বিপ্রঃ	ব্রাহ্মণ।
ত্রস্ত	ভীত।
মাল্যং	মালা।

১। অশ্বৌ পততঃ শরাহতৌ সমরে। (১)
২। পরাজিতৌ সৈনিকৌ ধাবতঃ।
৩। মৃতৌ সারথী রণাঙ্গনে শোভেতে। (১)
৪। ভগ্নৌ রথৌ যোধহীনৌ ভবতঃ।
৫। গোমায়ু শব্দায়েতে ক্ষুধার্ত্তৌ। (১)
৬। গৃধ্রৌ চরতঃ।
৭। গৃহে দহতঃ।
৮। কম্পেতে ভীতে বালে শয্যাতলে।
৯। রথিনৌ জল্পতঃ পচতশ্চ প্রান্তরে।
১০। দেবালয়ে বিপ্রৌ পঠতঃ। (১)
১১। ত্রস্তৌ কাক'বুদ্গচ্ছতঃ। (৮)
১২। ছিন্নে মাল্যে শুষ্যতঃ সূর্য্যাতপে। (১)

পাঠচর্চ্চা। ১।

ক। সন্ধিবিচ্ছেদ কর।
খ। বিশেষ্য বিশেষণ ও ক্রিয়া নির্ব্বাচন কর।
গ। স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দ পৃথক্ কর।
ঘ। তঃ-অন্ত ও এতে-অন্ত ক্রিয়াগুলিকে স্বতন্ত্র কর।
ঙ। সমস্ত পদগুলিকে একবচন কর।

তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত সন্ধিসঙ্কেতগুলি দ্রষ্টব্য।

২। (১২)

৪। (১২)

৬। (১৬)

১১। (১০)

চ। শরাহত, যোধহীন, আর্ত্ত, ত্রস্ত, ভগ্ন ও ছিন্ন বিশেষণগুলিকে যথাক্রমে পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গরূপে একবচন দ্বিবচন ও বহুবচন কর।

সমরঃ, সারথিঃ, রণঃ, অঙ্গনং, রথঃ, গোমায়ুঃ, ক্ষুধা, গৃধ্রঃ, বালা, রথী, বিপ্রঃ, শয্যা, কাকঃ, মাল্যং, সূর্য্যাতপঃ, দেবালয়ঃ, প্রাস্তরং, শয্যাতলং, একবচন দ্বিবচন ও বহুবচন কর।

ঞ। নিম্নলিখিত শব্দগুলি যদি সংযুক্ত না হইত তবে বাঙ্গলায় কিরূপে লিখিত হইত। শরাহত, রণাঙ্গন, শয্যাতল, দেবালয়, সূর্য্যাতপ।

ট। তৃতীয় পাঠের বিশেষ্য বিশেষণগুলিকে সংযুক্ত কর।

পাঠচর্চ্চা। ২।

ক। সংস্কৃত কর।—

১। দুই গিরি সিন্ধুতীরে শোভা পাইতেছে।

২। দুই লতা কাননে কাঁপিতেছে।

৩। দুই প্রহরী ছুটিতেছে।

৪। দুই গরু প্রান্তরে চরিতেছে।

৫। দুই পান্থ পথিমধ্যে বকিতেছে।

৬। দুই কমল সরোবরে ফুটিতেছে।

৭। দুই বধূ গৃহপ্রান্তে পাক করিতেছে।

৮। দুই অশ্ব প্রাঙ্গণে শব্দ করিতেছে।

খ। এই পদগুলিকে একবচন করিয়া সংস্কৃত কর। তদুপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত সন্ধিসঙ্কেত দ্রষ্টব্য।

৭। (১৫)

গ। সিন্ধুতীরং, কাননং, দ্বারদেশঃ, গৃহপ্রান্তঃ, এই শব্দগুলিকে দ্বিবচন ও বহুবচন কর।

ঘ। নিম্নলিখিত শব্দ দুইটি যদি সংযুক্ত না হইত তবে বাঙ্গলায় কিরূপে লিখিত হইত? সিন্ধুতীর, গৃহপ্রান্ত।

পাঠচর্চ্চা। ৩।

ক। বিশেষ্য বিশেষণ একবার সংযুক্ত ও একবার বিযুক্ত করিয়া সংস্কৃত কর।

১। দুই উজ্জ্বল দীপ কাঁপিতেছে।

২। দুই উন্নত গিরি শোভা পাইতেছে।

৩। দুই ব্যাকুল ধেনু শব্দ করিতেছে।

৪। দুই কপিল গোরু চরিতেছে।

৫। দুই শঙ্কিত প্রহরী ছুটিতেছে।

৬। দুই শ্রান্ত পান্থ যাইতেছে।

৭। দুই চঞ্চল বধূ বকিতেছে।

৮। দুই ক্ষুধিত সৈনিক পাক করিতেছে।

৯। দুই রক্তকমল ফুটিতেছে।

খ। ক্রিয়া পূর্ব্বে দিয়া উল্লিখিত পদগুলিকে সংস্কৃত কর। তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত সন্ধিসঙ্কেতগুলি দ্রষ্টব্য। ১। (৬); ২। (৬); ৭। (১৬)

গ। দ্বিবচন পদগুলিকে একবচন কর। তদুপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত সন্ধিসঙ্কেতগুলি দ্রষ্টব্য।

১। (১২) ২। (১২) ৪। (১২, ১৬) ৬। (১২) ৭। (১৫)

চতুর্থ পাঠ।

একবচন।	দ্বিবচন।
কঃ	কৌ (কোন্ দুইজন)
যঃ	যৌ (যে দুইজন)
সঃ	তৌ (সেই দুইজন)

১। কস্য বাহূ কম্পেতে ?

২। যঃ পচতি প্রান্তরে তস্য বাহূ কম্পেতে।

৩। যৌ পঠতো মন্দিরে তৌ কৌ। (১২)

৪। যৌ পঠতো মন্দিরে তৌ বটু মমচ্ছাত্রৌ। (১২, ১৯)

৫। যঃ পঠতি স্বল্পালোকে তস্য কিং ভবতি ?

৬। যঃ পঠতি স্বল্পালোকে তস্য নেত্রে ক্ষীণে ভবতঃ।

৭। যৌ শোভেতে তরুতলে তৌ তব পুত্রৌ ন বা ?

৮। যৌ শোভেতে তরুতলে তৌ মম পুত্রৌ, যৌ শব্দায়েতে ক্রীড়াগারে তৌ চ পুত্রৌ মমৈব। (৩)

পাঠচর্চ্চা। ১।

ক। সন্ধিবিচ্ছেদ কর।

খ। ৫ম ও ষষ্ঠ পদটি ব্যতীত অন্য পদগুলিকে একবচন কর। তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত সন্ধিসঙ্কেতগুলি দ্রষ্টব্য।

৪। (১৫, ১৯) ৭। (১২) ৮। (১২, ৩)

পাঠচর্চ্চা। ২।

সংস্কৃত কর।—

১। কোন্ দুইজন ছুটিতেছে ?

২। দুইজন প্রহরী ছুটিতেছে।

৩। কাহার দুইটি ধেনু চরিতেছে ?

৪। আমারই দুইটি ধেনু চরিতেছে। (৩)

৫। যে দুইজন বকিতেছে তাহারা কাহারা ? (১৮)

৬। যে দুইজন বকিতেছে তাহারা তোমারই ছাত্র। (১৮, ৩, ১৯)

৭। কাহার দুইটি উজ্জ্বল মণি শোভা পাইতেছে ?

৮। আমারই দুই উজ্জ্বল মণি শোভা পাইতেছে। (৩)

৯। কোন্ দুইটি গোরু শব্দ করিতেছে ?

১০। তোমারই দুইটি গোরু শব্দ করিতেছে। (৩)

১১। কোন্ দুইজনে কাঁপিতেছে ?

১২। যে দুইজন ছাত্র পড়িতেছে তাহারাই কাঁপিতেছে। (১৮, ৬)

খ। একবচন কর।

কণ্ঠস্থ কর।—

অনাহূতঃ প্রবিশতি, অপৃষ্টো বহু ভাষতে,
অবিশ্বস্তে বিশ্বসিতি, মূঢ়চেতা নরাধমঃ।

অনাহূতঃ, অপৃষ্টঃ, অবিশ্বস্তঃ, নরাধমঃ এই কয়েকটি শব্দকে দ্বিবচন ও বহুবচন কর। প্রথম তিনটি শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ করিয়া একবচন দ্বিবচন ও বহুবচন কর।

নিম্নলিখিত দুইটি ক্রিয়াপদকে দ্বিবচন কর।

প্রবিশতি, ভাষতে।

নরাধম শব্দ সংযুক্ত না হইলে বাঙ্গলায় কিরূপে লিখিত হইত ?

পঞ্চম পাঠ।

তুষারঃ	বরফ।
নির্ঝরঃ।	
ফেনিল	ফেন বিশিষ্ট।
শীকরঃ	জলের কণা।
উপলঃ	নুড়ি।
প্রহত	আঘাতপ্রাপ্ত।
বিশাল	বৃহৎ।
শিলা	পাথর।
স্খলিত	খসিয়া-পড়া।

চকিত	চমকিত।
অরণ্যং।	
তপোবনং।	
ঋষিকুমারঃ	ঋষিবালক।
আর্দ্র	ভিজা।
বল্কলঃ	গাছের ছালে নির্মিত বসন।
বিটপঃ	ডাল।
প্রাঙ্গণং	উঠান্।

১। গিরয়ঃ শোভন্তে দূরতঃ।
২। তুষারা ভান্তি শুভ্রাঃ। (১৩)
৩। পতন্তি নির্ঝরাঃ ফেনিলাঃ।
৪। শীকরা উদ্গচ্ছন্তি। (১১)
৫। উপলাঃ শব্দায়ন্তে প্রহতাঃ।
৬। বিশালাঃ শিলাঃ স্খলিতা ভবন্তি। (১৩)
৭। অরণ্যানি কম্পন্তে।
৮। ভয়চকিতাঃ কুরঙ্গা ধাবন্তি। (১৩)
৯। তপোবনে ঋষিকুমারাঃ পঠন্তি।
১০। মুনিকন্যা জল্পন্তি চ্ছায়াতলে। (১৩, ১৯)
১১। আর্দ্রা বল্কলাঃ শুষ্যন্তি তরুবিটপে। (১৩)
১২। সরস্তীরে চরন্তি ধেনবঃ। (১৮ সরঃ তীরঃ)
১৩। মুনিপত্ন্যঃ পচন্তি প্রাঙ্গণে।

পাঠচর্চ্চা। ১।

ক। সন্ধিবিচ্ছেদ কর।

খ। বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়া নির্ব্বাচন কর।

গ। স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দ পৃথক্ কর।

ঘ। স্তি-অন্ত ও স্তে-অন্ত ক্রিয়াগুলিকে ভিন্ন কর।

ঙ। উক্ত পদগুলিকে একবচন ও দ্বিবচন কর।

তদুপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত সন্ধিসঙ্কেতগুলি দ্রষ্টব্য।

একবচনে—২।	(১২)	দ্বিবচনে—৩।	(১২)
৪।	(১০)	৪।	(৮)
৮।	(১২)	১০।	(১৬)
১০।	(১৯)	১১।	(১৮)
১১।	(১২)		

চ। ফেনিল, প্রহৃত, বিশাল, স্খলিত, চকিত, আর্দ্র বিশেষণগুলিকে পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গরূপে একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন কর।

ছ। ভয়চকিত, তপোবন, ঋষিকুমার, মুনিকন্যা, ছায়াতল, তরুবিটপ, অশোক-পুষ্প, চক্রবাকমিথুন, কমলবন, সরস্তীর, মুনিপত্নী,—শব্দগুলি সংযুক্ত না হইলে বাঙ্গলায় কিরূপে লিখিত হইত ?

পাঠচর্চ্চা। ২।

ক। সংস্কৃত কর।—

১। পুষ্প সকল বিকশিত হইতেছে।

২। গিরি সকল শোভা পাইতেছে।

৩। ধেনু সকল শব্দ করিতেছে।

৪। বধূ সকল কাঁপিতেছে।

৫। সাধু সকল যাইতেছে। (১২)

৬। বালিকা সকল পাক করিতেছে।

৭। পক্ষী সকল চরিতেছে। (১৬)

৮। কমল সকল প্রকাশ পাইতেছে।

৯। দাসী সকল বকিতেছে। (১২)

খ। উল্লিখিত পদগুলিকে একবচন ও দ্বিবচন করিয়া সংস্কৃত কর। তদুপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত সন্ধিসঙ্কেত দ্রষ্টব্য। ৫। (১৪)

পাঠচর্চ্চা। ৩।

ক। বিশেষ্য বিশেষণ একবার সংযুক্ত ও একবার বিযুক্ত করিয়া সংস্কৃত কর* ।—

১। পুষ্পিত লতা সকল কাঁপিতেছে। (১৩)

২। চঞ্চল কপি সকল শব্দ করিতেছে।

৩। বিশ্রান্ত দ্বারী সকল শব্দ করিতেছে। (১৩)

৪। লোহিত অশোক সকল ফুটিতেছে। (১১, ১৩)

৫। শঙ্কিত সাধু সকল ছুটিতেছে। (১২)

৬। পুষ্পিত লতা সকল এবং উন্নত পাদপ সকল কাঁপিতেছে। (১৩, ১১, ১৬)

৭। চঞ্চল অশ্ব সকল এবং ক্ষুধিত কপি সকল শব্দ করিতেছে। (১১)

৮। শোভন বালা সকল এবং আনন্দিত শিশু সকল বকিতেছে। (১৩)

৯। রক্ত অশোক সকল এবং সুগন্ধ চম্পক সকল ফুটিতেছে। (১১, ১৬)

১০। ভীত সারথি সকল এবং আহত সৈনিক সকল ছুটিতেছে।

ষষ্ঠ পাঠ।

একবচন।	দ্বিবচন।	বহুবচন।
কঃ	কৌ	কে (কাহারা)
যঃ	যৌ	যে (যাহারা)
সঃ	তৌ	তে (তাহারা)

১। কে শোভন্তে দূরতঃ ?

২। যে মূর্খাস্তে শোভন্তে দূরতঃ। (১৮)

৩। কিং যাবত্ তে শোভন্তে ?

৪। যাবত্ কিঞ্চিন্ন ভাষন্তে তাবদেব তে শোভন্তে। (২১, ২০)

৫। যে হংসাশ্চরন্তি তে তত্রৈব ন বা ? (১৬, ৩)

---

* বিসর্গের সহিত চ শব্দের কিরূপ যোগ হয় স্মরণ রাখিতে হইবে।

৬। যে চরন্তি মমৈব তে হংসাঃ। (৩)

৭। অপি তস্য ভৃত্যাঃ আগতাঃ।

৮। কেবলং গোপাল আগতঃ। নাগতা অপরাঃ। (১০, ১, ১১)

পাঠচর্চ্চা। ১।

ক। সন্ধিবিচ্ছেদ কর।

খ। একবচন ও দ্বিবচন কর।

পাঠচর্চ্চা। ২।

সংস্কৃত কর।

১। কাহারা যাইতেছে?

২। কাহার মৃগ সকল এবং ধেনু সকল চরিতেছে? (১৩)

৩। গুরুগণ এবং সাধুগণ যাইতেছে।

৪। আমারই মৃগ সকল এবং ধেনু সকল চরিতেছে। (৩, ১৩)

৫। যাহারা ছুটিতেছে তাহারা কে?

৬। যাহারা ছুটিতেছে তাহারা আমারই দুই পুত্র এবং ভৃত্য সকল। (৩)

৭। কাহারা তোমার ভৃত্য?

৮। মাধব গোপাল এবং হরি আমার ভৃত্য। (১২)

কণ্ঠস্থ করিবে :—

পশবোঽপি ন জীবন্তি কেবলং স্বোদরম্ভরাঃ।
তস্যৈব জীবিতং শ্লাঘ্যং যঃ পরার্থে হি জীবতি।

স্বোদরম্ভরাঃ (স্ব + উদরম্ + ভরাঃ) নিজের উদর যাহারা ভরে।

জীবিতং — প্রাণ।

শ্লাঘ্য — প্রশংসার যোগ্য।

পরার্থে — পরের জন্য।

শ্লোকটির সন্ধিবিচ্ছেদ কর।

পশবঃ শব্দটি একবচন ও দ্বিবচন কর।

স্বোদরম্ভর বিশেষণ শব্দটিকে যথাক্রমে পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ করিয়া একবচন ও বহুবচন কর।

জীবিতং শব্দ একবচন ও দ্বিবচন কর।

শ্লাঘ্য বিশেষণ শব্দটিকে পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ করিয়া একবচন দ্বিবচন ও বহুবচন কর।

জীবতি ক্রিয়াপদকে দ্বিবচন বহুবচন কর।

দ্বিতীয় শ্লোক।

উদ্যমঃ সাহসং ধৈর্য্যং শক্তির্বুদ্ধিঃ পরাক্রমঃ।
ষড়েতে যস্য তিষ্ঠন্তি তস্য দেবোঽপি শঙ্কতে।

সন্ধিবিচ্ছেদ কর।

উদ্যমঃ, সাহসং, ধৈর্য্যং, শক্তিঃ, বুদ্ধিঃ, পরাক্রমঃ, এবং দেবঃ শব্দকে দ্বিবচন ও বহুবচন কর। *

তিষ্ঠন্তি ক্রিয়াপদের দ্বিবচন ও একবচন কর।

শঙ্কতে ক্রিয়াপদের দ্বিবচন ও বহুবচন কর।

এই গ্রন্থে যতগুলি তি-অন্ত ও তে-অন্ত ক্রিয়া আছে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র ভাগ করিয়া তাহাদের একবচন দ্বিবচন ও বহুবচনরূপ লিখ। তি-অন্ত ক্রিয়াগুলিকে পরস্মৈপদী ও তে-অন্ত ক্রিয়াগুলিকে আত্মনেপদী কহে।

সন্ধিসঙ্কেত দেখিয়া নিম্নলিখিত শব্দগুলির সন্ধি কর।

১। শশ অঙ্কঃ, উত্তম অঙ্গং, অদ্য অবধি, রত্ন আকরঃ, দেব আলয়ঃ, কুশ আসনং, দয়া অর্ণবঃ, মহা অর্ঘঃ, লতা অন্তঃ, মহা আশয়ঃ, গদা আঘাতঃ, বিদ্যা আলয়ঃ।

২। দেব ইন্দ্রঃ, পূর্ণ ইন্দুঃ, গণ ঈশঃ, অব ঈক্ষণং, মহা ইন্দ্রঃ, লতা ইব, রমা ঈশঃ, মহা ঈশ্বরঃ।

৩। অদ্য এব, এক একং, মত ঐক্যং, সদা এব, তথা এতৎ, মহা ঐরাবতঃ।

৪। ইতি আদিঃ, অতি আচারঃ, দেবী আগতা, শশী আবৃতঃ।

৫। পিতৃ আদেশঃ, মাতৃ আগারঃ, ভ্রাতৃ আলয়ঃ, স্বসৃ আনয়নং।

৬। সখে উচ্যতাম্, শাখে উন্নতে, লতে উদ্গতে, নীলে উৎপলে।

---

* হ্রস্ব ইকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সহিত ছাত্রগণের ইতিপূর্ব্বে পরিচয় হয় নাই।—তাহাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে—শক্তিঃ শব্দের দ্বিবচন ও বহুবচন শক্তী, শক্তয়ঃ। বুদ্ধিঃ শব্দ ইহার অনুরূপ।

৭।৮। পৌ অকঃ, স্তৌ অকঃ, ভৌ উকঃ, নৌ এ, গ্লৌ এ।

৯। নরঃ অয়ং, নবঃ অঙ্কুরঃ, তীক্ষ্ণঃ অঙ্কুশঃ, জ্বলিতঃ অঙ্গারঃ, বেদঃ অধীতঃ।

১০। কুতঃ আগতঃ, নরঃ ইব, কঃ ঈহতে, চন্দ্র উদেতি, ইতঃ ঊর্দ্ধং, দেবঃ ঋষিঃ, কঃ এষঃ, কুতঃ ঐক্যং, রক্তঃ ওষ্ঠঃ, রাজ্ঞঃ ঔদার্য্যং।

১১। অশ্বাঃ অমী, গজাঃ ইমে, তারাঃ উদিতাঃ, আগতাঃ ঋষয়ঃ, নরাঃ এতে।

১২। শোভনঃ গন্ধঃ, নূতনঃ ঘটঃ, সত্ত্বঃ জাতঃ, মধুরঃ ঝঙ্কারঃ, নবঃ ডমরুঃ, গজঃ ঢৌকতে, মূর্দ্ধন্যঃ ণকারঃ, নির্বাণঃ দীপঃ, অশ্বঃ ধাবতি, উন্নতঃ নগঃ, দৃঢ়ঃ বন্ধঃ, অকুতঃ ভয়ঃ, অতীতঃ মাসঃ, কৃতঃ যত্নঃ, শান্তঃ রোষঃ, কৃতঃ লোভঃ, শীতঃ বায়ুঃ, বামঃ হস্তঃ।

১৩। হতাঃ গজাঃ, কৃতাঃ ঘটাঃ, পুত্রাঃ জাতাঃ, মধুরাঃ ঝঙ্কারাঃ, নবাঃ ডমরবঃ, গজাঃ ঢৌকন্তে, নির্ব্বাণাঃ দীপাঃ, অশ্বাঃ ধাবন্তি, উন্নতাঃ নগাঃ, দৃঢাঃ বন্ধাঃ, নরাঃ ভীতাঃ, অতীতাঃ মাসাঃ, ছাত্রাঃ যতন্তে, এতাঃ রথাঃ, নরাঃ লভন্তে, বাতাঃ বান্তি, বালকাঃ হসন্তি।

১৪। কবিঃ অয়ং, গতি ইয়ং, রবিঃ উদেতি, শ্রীঃ অসৌ, সুধীঃ এষঃ, বন্ধুঃ আগতঃ, গুরুঃ উবাচ, বধূঃ এষা, ভূঃ ইয়ং, মাতৃঃ অর্চ্চয়, দুহিতৃঃ আহ্বয়, রবেঃ উদয়ঃ, তৈ উক্তং, বিধোঃ অস্তময়নং, প্রভোঃ আদেশঃ, গৌঃ অয়ং।

১৫। ঋষিঃ গচ্ছতি, হবিঃ ঘ্রাণং, গুরুঃ জয়তি, কৃতৈঃ ঝঙ্কারৈঃ, নবৈঃ ডমরুভিঃ, গৌঃ ঢৌকতে, রবেঃ দর্শনং, নিঃ ধনঃ, দুঃ নীতিঃ, নিঃ বন্ধঃ, নিঃ ভয়ঃ, মুহুঃ মুহুঃ, বহিঃ যোগঃ, বিধুঃ লীয়তে, বায়ুঃ বাতি, শিশুঃ হসতি।

১৬। পূর্ণঃ চন্দ্রঃ, জ্যোতিঃ চক্রং, নিঃ চিতঃ, বায়ুঃ চলতি, ধাবিতঃ ছাগঃ, রবেঃ ছবিঃ, তরোঃ ছায়া, রজ্জুঃ ছিদ্যতে।

১৭। ভীতঃ টলতি, উড্ডীনঃ টিট্টিভঃ, ধনুঃ টঙ্কারঃ, স্থিরঃ ঠক্কুরঃ, ভগ্নঃ ঠক্কুরঃ।

১৮। উন্নতঃ তরুঃ, নদ্যাঃ তীরং, ভূমেঃ তলং, ক্ষিপ্তঃ থূৎকারঃ, স্নাতঃ থুথ্যতি।

১৯। সিত ছত্রং, পরি ছদঃ, অব ছেদঃ, বৃক্ষ ছায়া, গৃহ ছিদ্রঃ।

২০। জগৎ অস্তঃ, জগৎ আদিঃ, জগৎ ইন্দ্রঃ, জগৎ ঈশঃ, ভবৎ উক্তং, ভবৎ উহনং, ভবৎ ঋণং, জগৎ এতৎ, মহৎ ঐশ্বর্য্যং, মহৎ ওজঃ, মহৎ ঔষধং।

২১। মহৎ চক্রং, ভবৎ চরণং, উৎ চারণং, এতৎ চন্দ্রমণ্ডলং।

২২। জগৎ নাথঃ, উৎ নতঃ, সৎ নীতিঃ, বৃহৎ নাটকং। *

ছাত্রগণ এই সকল উদাহরণ অনুসারে সন্ধিসূত্র নিজে নিজে লিখিবে।

* এই উদাহরণগুলির অধিকাংশই ব্যাকরণকৌমুদী হইতে সংগৃহীত।

কণ্ঠস্থ কর :—

এষ খলু মাধবঃ কার্য্যেণ কেনাপি ত্বাং প্রেক্ষিতুম্ ইচ্ছতি। এই যে, মাধব কোন একটি কার্য্যের জন্য তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

গচ্ছ ত্বং আত্মনো গৃহং, অহমপি মাধবং দৃষ্ট্বা ত্বরিতমাগত এব। তুমি আপনার ঘরে যাও, আমিও মাধবকে দেখিয়া শীঘ্রই এলেম বলে'।

বয়স্য চিরাদ্দৃষ্টোঽসি। বন্ধু বহুকাল পরে দেখা হইল।

বিবাহমহোত্সব-দর্শন-কৌতূহলেন পরিভ্রমন্ এতাবতীং বেলাং স্থিতোঽস্মি। বিবাহ উৎসব দেখিবার কৌতূহলবশতঃ এত বেলা ঘুরিতেছিলাম।

মাধব, অদ্য চিরয়তি মে ভ্রাতা। মাধব অদ্য আমার ভ্রাতা বিলম্ব করিতেছেন।

তদ্গত্বা জানীহি কিমাগতো ন বেতি। অতএব গিয়া তুমি জানিয়া আইস তিনি আসিলেন কি না।

ক এষ ত্বরিতং ইত এব আগচ্ছতি। কে তাড়াতাড়ি এই দিকেই আসিতেছে।

এষ ন পুনর্মে ভ্রাতা। এ ত আমার ভ্রাতা নয়।

সখে, কিং নিমিত্তং মাং পরিহৃত্য এবং ত্বরিতং গম্যতে? সখে কিজন্য আমাকে ছাড়াইয়া এমন তাড়াতাড়ি চলিয়াছ?

মাধব, ত্বর্য্যতাং ত্বর্য্যতাং, সময়োঽয়ং গমনস্য পাঠাগারে। মাধব, ত্বরা কর, পাঠাগারে যাইবার সময় হইয়াছে।

এবং যথাহ ভবান্। আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাই বটে।

ইংরাজী সোপান

ইংরাজী সোপান।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম,
বোলপুর।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ইংরাজী সোপান বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের জন্য রচিত হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত সাধারণের নিকট প্রকাশ করা হয় নাই। কয়েক বৎসর বোলপুর বিদ্যালয়ে এই প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া যেরূপ ফললাভ করা গিয়াছে তাহাতে অসঙ্কোচে এই গ্রন্থ সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি। যাঁহারা অধিক বয়সে ইংরাজী শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষেও এই গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ইহার সাহায্যে অল্প দিনেই শিক্ষার্থিগণ ইংরাজী ভাষাশিক্ষায় দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবেন ইহা আমাদের জানা কথা।

এই গ্রন্থের আরম্ভে যে অংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা নিয়মিত পাঠের অন্তর্গত নহে। ছাত্রগণ যখন অক্ষর পরিচয়ে প্রবৃত্ত তখনই ইংরাজী ভাষার সহিত তাহাদের পরিচয় সাধন এই অংশের উদ্দেশ্য। ইহা ভাষা শিক্ষার ড্রিল। শিক্ষক ক্লাসের জন্য ছাত্রগণকে দাঁড় করাইয়া ইংরাজী ভাষায় আদেশ করিবেন, তাহারা পালন করিতে থাকিবে। যখন বলিবামাত্র তাহারা যথারূপে আদেশ সম্পন্ন করিবে তখন বুঝা যাইবে আদেশবাক্যের তাৎপর্য্য তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ইংরাজী বই পড়িতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই এই সহজ উপায়ে বিস্তর ইংরাজী শব্দ তাহাদের কর্ণে ও তাহার অর্থ তাহাদের মনে অভ্যস্ত হইয়া যাইবে। ইহাতে শিক্ষাকার্য্য অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য হইবে।

ইংরাজী সোপানের নিয়মিত পাঠ-অংশ যখন ছাত্রগণ চর্চ্চা করিবে তখনও এই ড্রিল-অংশ প্রত্যহ অভ্যাস করিতে থাকিলে তাহাদের উপকার হইবে।

ইংরাজী সোপানের উপস্বত্ব বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে দান করা হইয়াছে। যদি এই গ্রন্থ অপরাপর বিদ্যালয়ে প্রচলিত ও সাধারণের নিকট আদৃত হয় তবে তদ্দ্বারা বোলপুর বিদ্যালয় সাহায্য লাভ করিবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইংরাজী সোপান।

(উপক্রমণিকা।)

(১)

Come here কুমুদ। (এইরূপ প্রত্যেক ছাত্রকে)

Sit down কুমুদ।

(প্রত্যেককে) You sit here. You sit there ইত্যাদি

„ Stand up. You stand here. You stand there &c.

„ Go. You go there.

„ Run. Stop. Come back. Sit down. Lie down. Get up. (এইরূপ প্রত্যেককে)

(২)

Come to me. Come to this table. Come to this chair. Come to this board. Come to this bench. Come to this wall. Come to this door. Come to this window. Come to হরি (ইত্যাদি প্রত্যেককে।)

Go to that wall. Go to that door. Go to that window. Go to that bench. Go to that chair. Go to that board. Go to that verandah. Go to হরি। Go to কুমুদ (ইত্যাদি প্রত্যেককে।)

(৩)

(ছাত্রদিগকে বাহিরে রাখিয়া একে একে) Come into this room. (নিজেও ছাত্রদের সহিত বাহিরে আসিয়া) Go into that room. Run into that room. Walk into that room. Jump into this ditch.

(৪)

Stand on this bench, on that chair, on this table, on that carpet ইত্যাদি প্রত্যেককে।

Sit down on this chair, on that bench, on that table, on this carpet ইত্যাদি। Lie down on the floor, on the bed, on the bench, on the table, on the carpet ইত্যাদি।

(৫)

Stand before me, behind me, on my right side, on my left side. Stand before কুমুদ, behind him, on his right side, on his left side. Sit before the table, behind the table, under the table, on the right side of the table, on the left side of the table. Stand before the tree, behind the tree, on the right side of the tree, on the left side of the tree. Lie on your back, on your right side, on your left side, on your stomach.

(৬)

Walk round the table, the chair, the bench, me, হরি, কুমুদ ইত্যাদি। Walk over the carpet, the matting, the grass, the line ইত্যাদি। Walk across the room, this path, this veranda, ইত্যাদি। Run round the table, the chair, the bench, me, হরি, কুমুদ, ইত্যাদি। Run over the carpet, the matting, the grass, this line ইত্যাদি। Jump over this brick, this rope, this bench, this line ইত্যাদি।

(৭)

Look at me, at the table, chair, bench, wall, ceiling, window, door, sky, cloud, bird, tree ইত্যাদি।

(৮)

Take this book, that slate, this pencil, that paper ইত্যাদি। Take my book, his book, your book, Hari's book, Kumud's book ইত্যাদি।

(৯)

Bring that slate, that book, that pen, that pencil, that ink-stand, that chalk ইত্যাদি। Bring my pen, my pencil ইত্যাদি। Bring your book, your pencil ইত্যাদি। Bring his book, his pencil ইত্যাদি। Bring Hari's book, Hari's pencil ইত্যাদি।

(১০)

Lift up this book. Put down that book. Lift up this slate. Put down that slate. Lift up this brick. Put down that brick. Lift your right hand. Lower your right hand. Lift your left hand. Lower your left hand. Lift up your right foot. Put down your right foot. Lift up your left foot. Put down your left foot.

(১১)

Open the book. Shut the book. Open the door. Shut the door. Open the box. Shut the box. Open the window. Shut the window. Open your mouth. Shut your mouth. Shut your eyes. Open your eyes.

(১২)

Touch me. Touch him. Touch Hari. Touch Kumud. Touch this book. Touch that slate.

Touch your pen. Touch my pen. Touch Hari's pen. Touch Kumud's pen এইরূপে নিকটবর্ত্তী সমস্ত দ্রব্যগুলির উল্লেখ করিতে হইবে।

(১৩)

Smell this flower. Smell that leaf. Smell this fruit. এইরূপে নানা দ্রব্য লইয়া আঘ্রাণ করাইতে হইবে।

(১৪)

Tear this leaf. Tear that paper. Tear this flower. Tear that cloth. Break this stick. Break that twig. Break this reed. ইত্যাদি।

(১৫)

Tear a leaf from this tree, from this book. Tear a thread from this cloth. Break a branch from this tree. Pluck a flower or leaf from this plant. Take a marble from this box. Take a pen from that table. Bring my book from the table. Take your slate from that bench. Take Hari's slate from him and bring it to me. Take Kumud's shoe from him ইত্যাদি। Get up from the carpet. Run out of the room.

(১৬)

Show me your head, ears, right ear, left ear, eyes, right eye, left eye, nose, chin, teeth.

Touch your hair, lips, cheeks, right cheek, left cheek, eyebrows, right eyebrow, left eyebrow.

(১৭)

Beat this tree with your stick, with your left hand, right hand, fist, pencil, slate. Beat this table with your right hand &c. এইরূপে নানা দ্রব্য।

(১৮)

Touch your neck, throat, shoulders, right shoulder, left shoulder, back, chest, stomach.

(১৯)

Touch Hari's hand with a pencil. Touch Kumud's right cheek with a pen ইত্যাদি। Touch this table with your thumb, forefinger, middle finger, third finger, little finger.

(২০)

Put this slate on your lap, on your right thigh, on your left thigh, on your right palm, on your left palm. Put your right hand on your right knee, left hand, on your left knee. Put your right hand on your left knee, your left hand on your right knee. Put your right foot on the carpet, left foot on the carpet. Put both your feet on the carpet. Kick this wall with your right foot, with your left foot, with both your feet.

(২১)

Rub your head with this cloth, your face, your forehead, your right cheek, left cheek &c.

(২২)

Dip your fingers into this water. Take your fingers out of the water. Wipe your fingers with this napkin. Put your feet into this tub. Take your right foot out of the tub. Rub your right foot with a towel. Take your left foot out of the tub. Rub your left foot with the towel. Dip your slate into this water. Take your slate out of the water. Wipe the slate with a duster or cloth. এইরূপে নানা দ্রব্য।

(২৩)

Take this marble. Put it into your pocket. Take it out of your pocket. Throw this marble down. Throw the marble up.

Throw this marble over the bench, across the room, out of the room. Catch this marble.

(২৪)

Give me the book. Give him the pen. Give me his pencil. Give me your slate. Give Hari my pen. Give me Hari's pen. Give me my book. Give him his book. Give Hari's book to Hari. Give Hari's book to Kumud. ইত্যাদি।

(২৫)

Give me one marble, two marbles, দশ পর্যন্ত।

(২৬)

Give me a stick. Give me the short stick, long stick, thick stick, thin stick, wet stick, dry stick, broken stick.

Take back the short stick, the long stick ইত্যাদি।

Touch Hari with the short stick, the long stick ইত্যাদি।

Beat the wall with the short stick ইত্যাদি।

(২৭)

Pick up the white thread, the black, the red, the yellow, the green, the blue &c.

Put back the white thread, the black &c.

(২৮)

Show me the blade of this knife, the handle of that knife. Touch the arms of this chair, the legs of this chair, the seat of this chair, the back of this chair. Rub the lid of this box, the bottom of this box. Rub the top of this table. Go to a corner of this room. Count the beams in the ceiling of this room.

(২৯)

Put the small marble into your pocket, my pocket, his pocket, Hari's pocket &c.

Take out the small marble from your pocket, my pocket &c. Put the big marble into your pocket, my pocket &c. Take out the big marble &c. Put a soft ball on the table. Take a soft ball from the table. Put a hard ball on the table. Take a hard ball from the table. Take a square block from the table. Put back this square block on the table.

(৩০)

Come to me with Prafulla. Come to me with Kumud &c. Go to the tree with Hari &c. Come back to me with your books. Come to this table with your slate. Go to Prafulla with my book &c.

(৩১)

Draw a straight line on the black board, a crooked line, a slanting line, a curved line, dot, a circle, a square, a triangle.

Rub out the straight line &c.

(৩২)

Hold this brick. Drop it. Pick it up. Throw it away. Bring it back. Give it to Kumud. Take it back from him. Put it on the table. Keep it under the table. Hold it above your head. Keep it between your feet. Press it with your right hand, left hand. Tread on it with your right foot, left foot. Kick it with your left foot, right foot. Beat it with this stick.

(৩৩)

Hold this ball. Drop it. Roll it on the ground. Catch it. Throw it up into the air. Bring it to me. Press it with both hands. Wash it with water. Wipe it with a duster. Pass it on to Kumud. You pass it on to Hari &c. Bring it back to me. Keep it on the table.

(৩৪)

Hold this string. Tie it round this post. Pull it. Untie the string. Make a knot in it. Bring a knife. Cut this string into two pieces. (Up to ten.)

(৩৫)

Lean against this tree. Shake that branch. Pluck a leaf from the branch. Tear the leaf into two pieces. Break off a twig from the branch. Break it into three pieces. Chew this leaf. Spit it out. Climb upon the tree. Come down. Jump down.

(৩৬)

Come into the class. Bow to your teacher. Lay your mat. Sit on it. Open your book. Shut your book. Come here. Take the chalk from the table. Write A on the blackboard. Write B on the blackboard &c. Rub out "A". Rub out "B". Take up your books. Stand in a row. March out of your class.

(৩৭)

Bathe. Take up your mug. Dip it into the tub. Pour water on your head, shoulders, chest, back. Rub your face with soap,—rub your arms with it—your chest. Wash your body with water.

Wipe your head with a towel—your face &c. Put on clean clothes. Comb your hair, brush your hair. Wring the wet cloth. Hang it on the rope to dry.

Sit down to eat. Wash your right hand. Pour your *dal* on the rice. Mix them well together. Eat in small mouthfulls. Take some fish-curry with the rice. Squeeze a piece of lemon over it. Put a pinch of salt into it. Eat. Drink your milk. Drink a little water. Get up. Come out. Wash your hands. Rinse your mouth. Wipe your hands and mouth.

Open your purse. Take out a rupee. Buy your ticket. Put it into your purse. Take up your bag. Get into the carriage. Take your seat. Show your ticket. Put it back into your purse. Get down at the station. Take out your bag. Give up your ticket. Go out into the street. Get into a carriage. Get down from the gharry. Take out your purse. Pay your gharry hire. Put back your purse into your pocket.

Come here কুমুদ। (এইরূপে নাম ধরিয়া প্রত্যেক ছাত্রকে)

Sit down কুমুদ।

(ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রকে ভিন্ন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া) You sit here. You sit there.

Stand up Kumud.

(ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া) You stand here. You stand there.

Go. You go there. (প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে)

Run. Stop. Come back. Kneel down. Sit down. Lie down. Get up.

Come here Kumud.

প্র। (কুমুদ আসিলে) Have you come here ?

উ। Yes, I have come here. (এইরূপ প্রত্যেককে)

You sit here.

প্র। Have you sat here ?

উ। Yes, I have sat here. (প্রত্যেককে)

You stand there.

প্র। Have you stood there ?

উ। Yes, I have stood here. (প্রত্যেককে)

You go there.

প্র। Have you gone there ?

উ। Yes, I have gone there. (প্রত্যেককে)

Run here.

প্র। Have you run here ?

উ। Yes, I have run here. (প্রত্যেককে)

Kneel here.

প্র। Have you knelt here ?

উ। Yes, I have knelt here. (প্রত্যেককে)

Lie down.

প্র। Have you lain down ?

উ। Yes, I have lain down. (প্রত্যেককে)

Get up.

প্র। Have you got up ?

উ। Yes, I have got up. (প্রত্যেককে)

You all come here.

প্র। Have you all come here ?

উ। Yes, we have all come here.

প্র। Has Kumud come here ?

উ। Yes, Kumud has come here. (এইরূপে প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। Have I come here ?

উ। Yes, sir, you have come here.

Sit down. (সকলকে)

প্র। Have you all sat down ?

উ। Yes, we have all sat down.

প্র। Has Kumud sat down ?

উ। Yes, Kumud has sat down. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। Have I sat down ?

উ। Yes, sir, you have sat down.

প্র। Did we all come here ?

উ। Yes, we all came here.

প্র। Did Kumud come here ?

উ। Yes, Kumud came here. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। Now, are you sitting ?

উ। Yes, we are sitting.

প্র। Is Kumud sitting ?

উ। Yes, Kumud is sitting. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। Am I sitting ?

উ। Yes, sir, you are sitting. (প্রত্যেককে)

প্র। Did we go there ?

উ। No, we did not go there, we came here.

প্র। Did Kumud go there ?

উ। No, Kumud did not go there, he came here. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। Did I go there ?

উ। No, sir, you did not go there, you came here.

You all stand here.

প্র। Have you all stood here ?

উ। Yes, we have all stood here.

প্র। Has Kumud stood here ?

উ। Yes, Kumud has stood here. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। Have I stood here ?

উ। Yes, sir, you have stood here. (প্রত্যেককে)

Kneel down.

প্র। Have you all knelt down ?

উ। Yes, we have all knelt down.

প্র। Has Kumud knelt down ?

উ। Yes, Kumud has knelt down. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। Have I knelt down ?

উ। Yes, sir, you have knelt down.

প্র। Did you stand here ?

উ। Yes, we stood here.

প্র। Did Kumud stand here ?

উ। Yes, Kumud stood here. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। Are you kneeling now ?

উ। Yes, we are kneeling now.

প্র। Is Kumud kneeling now ?

উ। Yes, Kumud is kneeling now.

প্র। Am I kneeling now ?

উ। Yes, sir, you are kneeling now.

প্র। Did we stand there ?

উ। We did not stand there, we stood here.

প্র। Did Kumud stand there ?

উ। No, Kumud did not stand there, he stood here. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। Did I stand there ?

উ। No, sir, you did not stand there, you stood here. (প্রত্যেককে)

Go there. Come back.

প্র। Did you go there ?

উ। Yes, I went there.

প্র। Have you come back ?

উ। Yes, I have come back.

প্র। What are you doing now ? Are you standing ?

উ। Yes, I am standing.

প্র। Are you walking ?

উ। No, I am not walking, I am standing. (প্রত্যেককে)

Sit down. Get up.

প্র। Did you sit down ?

উ। Yes, I sat down.

প্র। Have you got up ?

উ। Yes, I have got up.

প্র। What are you doing now ? Are you running ?

উ। We are not running, we are standing.

Run. Stop.

প্র। Did you run ?

উ। Yes, I ran.

প্র। Have you stopped ?

উ। Yes, I have stopped.

প্র। What are you doing now ? Are you sitting ?

উ। No, I am not sitting, I am standing. (প্রত্যেককে)

Come here. Kneel down.

প্র। Did you come here ?

উ। Yes, I came here.

প্র। Have you knelt down ?

উ। Yes, I have knelt down.

প্র। What are you doing now ? Are you lying ?

উ। No, we are not lying, we are kneeling. (প্রত্যেককে)

Lie down. Sit up.

প্র। Did you lie down ?

উ। Yes, I lay down.

প্র। Have you sat up ?

উ। Yes, I have sat up.

প্র। What are you doing now ? Are you standing ? (প্রত্যেককে)

উ। No, I am not standing, I am sitting.

Get up.

প্র। Did you sit here ?

উ। Yes, I sat here.

প্র। Have you got up ?

উ। Yes, I have got up.

প্র। What are you doing now ? Are you sitting ?

উ। No, I am not sitting, I am standing.

Walk.

প্র। What are you doing ?

উ। I am walking.

Stop.

প্র। What have you done ?

উ। I have stopped.

প্র। What were you doing ?

উ। I was walking.

প্র। Were you sitting ?

উ। No, I was not sitting, I was walking. (প্রত্যেককে)

Walk. (সকলকে)

প্র। What are you doing ?

উ। We are walking.

প্র। Is Satya walking ?

উ। Yes, Satya is walking. (এইরূপ প্রত্যেক ছাত্রকে অন্য কোনো ছাত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে)

প্র। Am I walking ?

উ। Yes, sir, you are walking. (প্রত্যেককে)

প্র। Is Kumud standing ?

উ। No, he is not standing, he is walking.

Stop.

প্র। What have you done ?

উ। We have stopped.

প্র। What were you doing ?

উ। We were walking.

প্র। What was Kumud doing ?

উ। Kumud was walking. (এইরূপ প্রত্যেক ছাত্রকে অন্য ছাত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে)

প্র। What was I doing ?

উ। You are walking, sir. (এই প্রশ্ন প্রত্যেক ছাত্রকে)

প্র। What have I done ?

উ। You have stopped, sir.

প্র। Was Kumud sitting ?

উ। No, Kumud was not sitting, he was walking. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

Sit here.

প্র। What are you doing ?

উ। I am sitting here.

Lie down.

প্র। What have you done ?

উ। I have lain down.

প্র। What were you doing ?

উ। I was sitting. (প্রত্যেককে)

Sit here. (সকলকে)

প্র। What are you doing ?

উ। We are sitting here.

প্র। Is Kumud sitting ?

উ। Yes, Kumud is sitting. (এইরূপ প্রত্যেককে অন্যের সম্বন্ধে)

প্র। Am I sitting ?

উ। Yes, you are sitting, sir. (প্রত্যেককে)

প্র। Is Kumud walking ?

প্র। No, Kumud is not walking, he is sitting. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

Lie down. (সকলকে)

প্র। What have you done ?

উ। We have lain down.

প্র। What has Kumud done ?

উ। He has lain down. (এইরূপ প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। Has Satya sat up ?

উ। No, Satya has not sat up, he has lain down. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। What were you doing ?

উ। We were sitting.

প্র। What was Kumud doing ?

উ। Kumud was sitting.

প্র। Were you lying ?

উ। No, we were not lying, we were sitting. (এইরূপ প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। Was I lying ?

উ। No, you were not lying, sir, you were sitting. (প্রত্যেককে)

Stand here.

প্র। What are you doing ?

উ। I am standing here.

Sit down.

প্র। What have you done ?

উ। I have sat down.

প্র। What were you doing ?

উ। I was standing. (প্রত্যেককে)

প্র। Was Kumud walking ?

উ। No, Kumud was not walking, he was standing. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

Stand here. (সকলকে)

প্র। What are you doing ?

উ। We are standing.

প্র। Is Kumud standing ?

উ। Yes, Kumud is standing. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। Am I standing ?

উ। Yes, sir, you are standing. (প্রত্যেককে)

প্র। Is Satya sitting ?

উ। No, he is not sitting, he is standing. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

Sit down. (সকলকে)

প্র। What have you done ?

উ। We have sat down.

প্র। What has Kumud done ?

উ। Kumud has sat down. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। What have I done ?

উ। You have sat down, sir. (প্রত্যেককে)

প্র। What were you doing ?

উ। We were standing.

প্র। What was Kumud doing ?

উ। Kumud was standing. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। Were you running ?

উ। No, we were not running, we were standing.

প্র। Was Kumud running ?

উ। No, Kumud was not running, he was standing. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। Was I running ?

উ। No, you were not running, sir, you were standing. (প্রত্যেককে)

Go there.

প্র। What are you doing ?

উ। I am going there.

Come back.

প্র। What have you done ?

উ। I have come back.

প্র। What were you doing ?

উ। I was going there. (প্রত্যেককে)

Go there. (সকলকে)

প্র। What are you doing ?

উ। We are going there.

প্র। What is Kumud doing ?

উ। He is going there. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। What am I doing ?

উ। You are going there, sir.

Come back.

প্র। What have you done ?

উ। We have come back.

প্র। What has Kumud done ?

উ। He has come back. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। What have I done ?

উ। You have come back, sir. (প্রত্যেককে)

প্র। What were you doing ?

উ। We were going there.

প্র। Was Kumud going ?

উ। Yes, Kumud was going. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। Was I going ?

উ। Yes, sir, you were going. (প্রত্যেককে)

প্র। Were you lying down ?

উ। No, we were not lying down, we were going there.

ইংরাজী সোপান

প্রথম ভাগ

---

(১)

বাঙ্গালা অর্থ সহিত বোর্ডে লেখা থাকিবে।

The man,	মানুষ	big	বড়
The boy,	ছেলে	mad	পাগল
The cat,	বিড়াল	red	লাল
The dog,	কুকুর	bad	খারাপ
The pen,	কলম	new	নূতন
The cow,	গাভী	fat	মোটা

উল্লিখিত শব্দগুলি ও তাহার অর্থ শিক্ষক ছাত্রের কণ্ঠস্থ করাইয়া দিবেন। বাঙ্গালা শব্দটি বলিয়া তাহার ইংরাজী প্রতিশব্দ, ইংরাজী শব্দটি বলিয়া তাহার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ বলাইয়া লইবেন। ক্রমশঃ পাঠগৃহস্থিত বা তন্নিকটবর্ত্তী কোনও কোনও বস্তুর ইংরাজী নাম বলিয়া দিবেন এবং সেই বস্তুটি নির্দ্দেশ করিয়া তাহার ইংরাজী নাম বলাইয়া লইবেন। শিক্ষক দেখিবেন যে ছাত্র ইংরাজী নাম বলিবার সময় the কথাটি যথাস্থানে প্রয়োগ করে, যথা the book, the ball ইত্যাদি।

(২)

শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রকারে বিশেষ্য বিশেষণ সংযুক্ত করিয়া তাহার অর্থ বলাইয়া লইবেন। বিশেষ্য ও বিশেষণ কাহাকে বলে উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিবেন। ইংরাজীতে বিশেষণ যে the ও বিশেষ্যটির মাঝখানে থাকে তাহা দেখাইয়া দিবেন।

The big man.
The mad dog.
The red cat.

The bad boy.
The new pen.
The fat cow.

ইংরাজী কর।

নূতন মানুষ।	বড় কলম।	পাগল ছেলে।
খারাপ কুকুর।	মোটা বিড়াল।	লাল গাভী।
পাগল মানুষ।	লাল কুকুর।	বড় গাভী।
খারাপ কলম।	মোটা ছেলে।	নূতন বিড়াল।
লাল কলম।	মোটা মানুষ।	বড় কুকুর।
নূতন ছেলে।	পাগল গাভী।	খারাপ বিড়াল

(৩)

বিশেষ্য বিশেষণ কাহাকে বলে পুনরাবৃত্তি করাইয়া নিম্নলিখিত প্রকারে কতকগুলি শব্দ ও তাহার অর্থ বোর্ডে লিখিবেন—ছাত্রকে কোন্‌গুলি বিশেষ্য ও কোন্‌গুলি বিশেষণ বাছিতে বলিবেন।

The ink	কালী
The sun	সূর্য্য
The bed	বিছানা
Hot	গরম
Wet	ভিজা
The mat	মাদুর
Low	নীচু
Dry	শুক্‌নো
The ass	গাধা
Old	বৃদ্ধ, পুরাণো

পরে অর্থ সহিত নিম্নলিখিত আরও কতকগুলি বিশেষণ বোর্ডে লিখিয়া এ পর্য্যন্ত যতগুলি বিশেষ্য শব্দ পাইয়াছে তাহাদের সহিত বিশেষণগুলি যোজনা করিতে বলিবেন। যোজনা কালে অর্থ-সঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

Rich, kind, ugly, soft, warm

cold,	tame,	wild,	hard,	good,
flat,	thin,	long,	lame.	

৩

ইংরাজী কর।

খারাপ লাল কালী।	ভিজা ঠাণ্ডা মাদুর।
বৃদ্ধ মোটা গাধা।	বড় পাগলা কুকুর।
শুক্‌নো গরম বিছানা।	পুরাণো খারাপ কলম।
লাল মোটা গাভী।	ধনী দয়ালু মানুষ।
ভাল নরম বিছানা।	কুশ্রী বুনো বিড়াল।
বড় পোষা কুকুর।	

(৪)

এ পর্য্যন্ত যতগুলি বিশেষণ শব্দ পাইয়াছে, তাহার সহিত এই বিশেষ্যগুলি যোজনা করিবে। কথাগুলি বাঙ্গালা অর্থ সহিত বোর্ডে লেখা থাকিবে।

The girl,	the bird,	the book,
the food,	the desk,	the goat,
the hand,	the head,	the lamb,
the boat,	the nose,	the ear.

ইংরাজী কর।

লম্বা শক্ত কলম।	নীচু পুরাণো ডেস্ক।
বড় চ্যাপ্টা নাক।	কুশ্রী খোঁড়া কুকুর।
কোমল গরম হাত।	ধনী দয়ালু মেয়ে।
বড় বুনো ছাগল।	পাৎলা লম্বা কাণ।
ভাল নূতন নৌকা।	গরম শুক্‌নো খাবার।
পোষা বুড়ো পাখী।	খোঁড়া মোটা মেষশিশু।

বাঙ্গালা কর।

The thin old man.	The soft warm cat.
The red hot sun.	The lame old cow.
The wet cold bed.	The hot dry head.

The new red boat. The ugly old ass.
The big fat goat. The old bad pen.

(৫)

The man is big. The dog is mad.
The cat is red. The boy is bad.
The pen is new. The cow is fat.
The ink is dry. The sun is hot.
The bed is low. The mat is wet.

এইখানে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক, ইংরাজীতে "is" বলিতে "আছে"ও বুঝায়। পরবর্ত্তী পাঠগুলিতেও ছাত্রদিগকে মাঝে মাঝে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে "is" বলিতে "আছে" বুঝায়। "The pen is" কলমটি আছে, "The cow is" গাভীটি আছে। শিক্ষক এখন হইতে বস্তু ও গুণ বা শুধু বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া ছাত্রকে ইংরাজীতে বাক্য রচনা করিতে উৎসাহ দিবেন।

ইংরাজী কর।

মানুষটি নূতন। কলমটি বড়। বালকটি পাগল।
কুকুরটি খারাপ। বিড়ালটি মোটা। গাভিটি লাল।
মানুষটি পাগল। কুকুরটি লাল। কলমটি খারাপ।
ছেলেটি মোটা। বিড়ালটি নূতন। কলমটি লাল।
মানুষটি মোটা। কুকুরটি বড়। ছেলেটি নূতন।
গাভিটি পাগল। বিড়ালটি খারাপ।
লাল কালীটি খারাপ। ভিজা মাদুরটি ঠাণ্ডা।
বৃদ্ধ গাধাটি মোটা। বড় কুকুরটি পাগ্লা।
শুক্নো বিছানাটি গরম। লম্বা কলমটি শক্ত।
পুরাণো ডেস্কটি নীচু। বড় নাকটি চ্যাপ্টা।
খোঁড়া কুকুরটি কুশ্রী। গরম হাতটি কোমল।
দয়ালু মেয়েটি ধনী। বড় ছাগলটি বুনো।
লম্বা কাণটি পাৎলা। নূতন নৌকাটি ভাল।
শুক্নো খাবারটি গরম। বুড়ো পাখীটি পোষা।

মোটা মেষশিশুটি খোঁড়া। ঠাণ্ডা মাথাটি ভিজে।
ভাল বইটি নূতন।

(৬)

প্রশ্নোত্তর।

Is the dog mad ?
Yes, the dog *is* mad.
(অন্য ছাত্রকে) Who is mad ?
The *dog* is mad.
(অন্যকে) What is the dog ?
The dog is *mad.*
(অন্যকে) Is not the dog mad ?
Yes, the dog *is* mad.
Is the boy bad ?
Yes, the boy *is* bad.
(অন্যকে) Who is bad ?
The *boy* is bad.
(অন্যকে) What is the boy ?
The boy is *bad.*
(অন্যকে) Is not the boy bad ?
Yes, the boy *is* bad.

এইরূপে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি who ও what যোগে বিচিত্র করিয়া ছাত্রদের দ্বারা উত্তর করাইয়া লইবেন। মাঝে মাঝে প্রশ্নের সহিত Tell me, say, answer me, পদ যোগ করিয়া লইবেন।

Is the cat red ?
Is the pen old ?
Is the ink dry ?
Is the bed low ?
Is the sun hot ? &c.

Is the old man thin ?

Yes, the old man *is* thin.

(অন্যকে) Which man is thin ?

The *old* man is thin.

(অন্যকে) How is the old man ?

The old man is *thin.*

উল্লিখিত পর্য্যায়ে নিম্নের প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিয়া যাইবে।

Is the red ink bad ?

Is the wet mat cold ?

Is the old ass fat ?

Is the big dog mad ?

Is the dry bed warm ?

Is the long pen hard ?

Is the old desk low ?

Is the big nose flat ?

Is the lame dog ugly ?

Is the warm hand soft ?

Is the kind girl rich ?

Is the old goat wild ?

Is the long ear thin ?

Is the new boat good ?

Is the dry food hot ?

Is the old bird tame ?

Is the fat lamb lame ?

Is the cold head wet ?

Is the good book new ?

Is the hot sun red ?

Is the red ink dry ?

(৭)

প্রশ্নোত্তর নেতিবাচক।

Is the boy bad ?

No, the boy is not bad, the boy is good.

Is the pen old ?

No, the pen is not old, the pen is new.

Is the bed hard ?

No, the bed is not hard, the bed is soft.

বিপরীতার্থক ইংরাজী বিশেষণ পদগুলি বাঙ্গালা অর্থসহ বোর্ডে লিখিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিবেন।

Poor	দরিদ্র
Small	ছোট
High	উঁচু
Pretty	সুন্দর
Cruel	নিষ্ঠুর
Cool	ঠাণ্ডা
Short	খাটো

Is the old man rich ?

No, the old man is not rich, the old man is poor.

Is the thin nose big ?

No, the thin nose is not big, the thin nose is small.

Is the hard desk low ?

Is the poor girl ugly ?

Is the ugly boy kind ?

Is the soft hand warm ?

Is the new pen long ?

ষষ্ঠ পাঠের প্রশ্নগুলিকে যতদূর সম্ভব নেতিবাচক ভাবে উত্তর করাইয়া লইবেন।

(৮)

The man has a dog.
The boy has a book.
The girl has a goat.
The cat has a nose.
The lamb has a head.

ইংরাজী কর।

মেয়েটির একটি গাভী আছে।
ছেলেটির একটি পাখী আছে।
মানুষটির একটি মেষশিশু আছে।
সুশ্রী মেয়েটির একটি গাধা আছে।
গরীব ছেলেটির একটি নৌকা আছে।
নিষ্ঠুর মানুষটির একটি মাদুর আছে।
দরিদ্র মেয়েটির একটি ছোট বিছানা আছে।
খাটো মানুষটির একটি সুন্দর পাখী আছে।
কুশ্রী ছেলেটির একটি উঁচু ডেস্ক আছে।
মেষশিশুর (একটি) লম্বা মুণ্ড (আছে)।
পাংলা মানুষটির (একটি) উঁচু বড় নাক (আছে)।
গরীব ছেলেটির একটি পুরাণো খারাপ কলম আছে।

প্রশ্নোত্তর।

Has the man a dog ?
Yes, the man *has* a dog.
Who has a dog ?
The *man* has a dog.
What has the man ?
The man has a *dog*.
Has not the man a dog ?
Yes, the man *has* a dog.

উক্তরূপ পর্য্যায়ে নিম্নের প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিবেন।

Has the girl a goat ?
Has the boy a book ?
Has the cat a nose ?
Has the lamb a head ?
Has the girl a cow ?
Has the boy a bird ?
Has the man a lamb ?

(৯)

Has the pretty girl a cat ?
Yes, the pretty girl *has* a cat.
Who has a cat ?
The pretty *girl* has a cat.
Which girl has a cat ?
The *pretty* girl has a cat.
What has the pretty girl ?
The pretty girl has a *cat.*
Has not the pretty girl a cat ?
Yes, the pretty girl *has* a cat.

এইরূপ পর্য্যায়ে নিম্নের প্রশ্নগুলি প্রয়োগ করিবেন।

Has the poor boy a boat ?
Has the cruel man a mat ?
Has the ugly ass a nose ?
Has the pretty lamb a head ? &c.

পরে কর্ম্মে (object) একটি বিশেষণ সংযুক্ত করিয়া নিম্নলিখিত পর্য্যায়ে পরবর্ত্তী প্রশ্নগুলি প্রয়োগ করিবেন। নূতন শব্দ পাইলে শিক্ষক তাহার অর্থ ছাত্রকে দিয়া লিখাইয়া ও পুনঃ পুনঃ বলাইয়া লইবেন।

Has the poor man a tame dog ?
Which man has a tame dog ?

What has the poor man ?

What kind of dog has the poor man ?

Has not the poor man a tame dog ?

Leg	পা
Tail	লেজ
Sweet	মিষ্ট
Sour	টক্
Dead	মৃত
Live	জীবিত
Cake	মিষ্টান্ন
Mango	আম

Has the lame boy a high desk ?

Has the ugly cat a flat nose ?

Has the thin cow a lame leg ?

Has the pretty bird a long tail ?

Has the kind girl a sweet cake ?

Has the poor boy a sour mango ?

Has the cruel man a dead bird ?

Has the rich girl a live goat ?

নেতিবাচক।

Has the poor man a tame dog ?

No, the poor man has not a tame dog,
the poor man has a wild dog.

এই ভাবে উপরে লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর করাইয়া লইবেন।

(১০)

ইংরাজী কর।

মানুষ আছে।	মানুষের আছে।
গোরু আছে।	গরুর আছে।
ছাগল আছে।	ছাগলের আছে।

মেষশিশু আছে।	মেষশিশুর আছে।
বালিকা আছে।	বালিকার আছে।
গাধা আছে।	গাধার আছে।
বিড়াল আছে।	বিড়ালের আছে।
কুকুর আছে।	কুকুরের আছে।

"আছে" শব্দের ইংরাজীতে 'there is' শব্দের ব্যবহার এই সঙ্গেই ছাত্রদিগকে অভ্যাস করাইতে হইবে। যথা The man is. There is the man. The thin man is. There is the thin man. এইরূপে সমস্ত পাঠটি there is শব্দ যোগে নিষ্পন্ন করাইয়া লইতে হইবে।

(১১)

বাঙ্গালা কর।

In the room, ঘরেতে

In the bag.	In the sea.	In the tub.
In the sky.	In the well.	In the road.
In the town.	In the cup.	In the tank.

ইংরাজী কর।

বিছানাতে।	মাদুরে।	বহিতে।	হাতে।	মাথায়।
সূর্য্যে।	কালীতে।	খাবারে	ডেস্কে।	নৌকায়।
নাকে।	কাণে।	লেজে।	পায়ে।	বড় ব্যাগে।
ছোট ঘরে।	নূতন টবে।	লাল আকাশে।		শুষ্ক কূপে।

ভিজা পথে।	পুরাতন সহরে।
খারাপ পেয়ালায়।	নীচু পুকুরে।

(১২)

বাঙ্গালা কর।

The cup is in the bag.
The tub is in a sea.
The sun is in the sky.

The road is in the town.

The bag is in the room.

There is শব্দ যোগে এই পাঠ পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে।

ইংরাজী কর।

(একবার is একবার there is শব্দ যোগে অনুবাদ করাইতে হইবে।)

নৌকা সমুদ্রে আছে। মাদুর বিছানায় আছে।
খাবার হাতে আছে। মেয়ে ঘরে আছে।
মেষশিশু রাস্তায় আছে। নাক মুণ্ডে আছে।

কালী পেয়ালায় আছে।
নূতন নৌকা লোহিত সমুদ্রে আছে।
পুরাতন মাদুর শক্ত বিছানায় আছে।
গরম খাবার ভিজা হাতে আছে।
মোটা মেয়েটি ছোট ঘরে আছে।
মৃত ছাগলটি শুক্‌নো রাস্তায় আছে।
সুন্দর পাখী লাল আকাশে আছে।
নরম বিছানা ভিজা ঘরে আছে।

প্রশ্নের উত্তরে 'there is' শব্দের ব্যবহার অভ্যাস করাইতে হইবে।

Where is the cup ?
What is in the bag ?
Is the cup in the bag ?
Is there a cup in the bag ?
Is not the cup in the bag ?

শেষোক্ত দুই প্রশ্নের উত্তরে ইতিবাচক (affirmative) ও নেতিবাচক (negative) দুইরূপই বলাইয়া লইতে হইবে, যথা—Yes, there is a cup in the bag, অথবা, No, there is no cup in the bag.

এইরূপ পর্য্যায়ে এই পাঠস্থিত সমস্ত ইংরাজী বাক্য ও বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী তর্জ্জমাগুলি প্রশ্নরূপে প্রয়োগ করিয়া উত্তর করাইয়া লইবেন।

Is the cup in the sky ?
No, the cup is not in the sky,
the cup is in the bag.

Is there a cup in the sky ?
No, there is no cup in the sky.
Is the mat in the sea ?
No, the mat is not in the sea,
the mat is in the room.
Is there a mat in the sea ?
No, there is no mat in the sea.

এই ভাবে এই পাঠস্থিত বাক্যগুলিকে অসঙ্গত প্রশ্নরূপে প্রয়োগ করিয়া সঙ্গত উত্তর বলাইয়া লইবেন।

(১৩)

বাঙ্গালা কর।

The king has a crown.
The lad has a coat.
The shoe has a hole.
The thief has a ring.
The shop has a door.
The horse has a groom.

ইংরাজী কর।

মানুষটির একটি পিয়ালা আছে।
বিছানাটির একটি মাদুর আছে।
বালকটির একটি পাখী আছে।
গাভীটির একটি লেজ আছে।
বালকটির একটি নৌকা আছে।
হরির একটি মিষ্টান্ন আছে।
রামের একটি বই আছে।
শ্যামের একটি বিছানা আছে।

গাভীর একটি লম্বা লেজ আছে।
কুকুরের একটি কুশ্রী নাক আছে।
বালিকাটির একটি মৃত ছাগল আছে।
বালকটির একটি জীবিত মেষশিশু আছে।
মানুষটির একটি মিষ্ট মিঠাই আছে।
খোঁড়া মানুষের একটি পাংলা পা আছে।

প্রশ্নোত্তর।

What has the king ?
Who has the crown ?
Has the king a crown ?
Has the king a cup ?
What has the cow ?
Who has the long tail ?
What kind of tail has the cow ?
Has the cow a short tail ?

এইরূপ পর্য্যায়ে প্রশ্নোত্তর করিয়া যাইবে।

প্রশ্নোত্তর।

Has the man a pen ?
Yes, the man has a pen.
Where has the man a pen ?
The man has a pen in the bag.

এই ভাবে এই পাঠের ইংরাজী বাক্য ও বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী তর্জ্জমাগুলি প্রশ্নরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে।

Has the man a pen in the well ?

No, the man has not a pen in the well, the man has a pen in the bag.

এইরূপে অসঙ্গত প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর করাইয়া লইবেন।

(১৪)

বাঙ্গালা কর।

On the tree, গাছের উপর।

On the roof. On the hill. On the bench.
On the chair. On the wall. On the rose.
On the back.

ইংরাজী কর।

বিছানার উপর। মাতুরের উপর। বহির উপর।
ডেস্কের উপর। হাতের উপর। মাথার উপর।
নৌকার উপর। নাকের উপর। কাণের উপর।
লেম্পের উপর। টবের উপর। রাস্তার উপর।
পেয়ালার উপর। প্রদীপের উপর।

একবার শুদ্ধ is ও একবার there is শব্দ যোগে অনুবাদ করাইতে হইবে।

ইংরাজী কর।

গাছের উপর পাখী আছে।
ছাদের উপর বিড়াল আছে।
বেঞ্চের উপর পাচক আছে।
চৌকীর উপর মহিলা আছে।
দেয়ালের উপর ছাগল আছে।
পিঠের উপর পাখী আছে।
পাহাড়ের উপর মেষশিশু আছে।

দ্বাদশ পাঠের ন্যায় বিচিত্ররূপে প্রশ্নোত্তর করাইতে হইবে। যথা—

Is the bird on the tree ?
Who is on the tree ?
Where is the bird ?
Is the bird on the lamp ? &c.

There is শব্দের ব্যবহার আবশ্যক।

পুরাতন ছাদের উপর পাখীটি আছে।
নীচু গাছের উপর বিড়ালটি আছে।
শক্ত বেঞ্চের উপর বালকটি আছে।
কোমল চৌকির উপর রাণী আছে।
লাল দেয়ালের উপর প্রদীপটি আছে।
শুষ্ক গোলাপের উপর মাছি আছে। (মাছি—Fly.)
উঁচু পাহাড়ের উপর গাছটি আছে।

প্রশ্নোত্তর।

There is শব্দ ব্যবহার্য্য ;—

Is the bird on the old roof ?
Where is the bird ?
Is there a bird on the old roof ?
Who is on the old roof ?
On what kind of roof is the bird ?
Is the bird on the nose ?
Is there a bird on the nose ?

এইরূপ পর্য্যায়ে উল্লিখিত বাঙ্গালার ইংরাজী তর্জ্জমাগুলিকে প্রশ্ন আকারে প্রয়োগ করিবেন।

(১৫)

ইংরাজী কর।

ঘরে রাজার একটি মুকুট আছে।
ঘরে রাজা আছে।
গাছের উপর হরির একটি পাখী আছে।
গাছের উপরে হরি আছে।
দোকানে রামের একটি ঘোড়া আছে।
দোকানে রাম আছে।
বেঞ্চের উপরে পাচকের একটি পাত্র আছে।
পাচক বেঞ্চের উপরে আছে।

ব্যাগে চোরের একটি আংটি আছে।

আংটি ব্যাগে আছে।

চৌকীর উপর বালকের একটি জুতা আছে।

বালকটি চৌকীর উপরে আছে।

পেয়ালায় শ্যামের একটি মিঠাই আছে।

মিঠাই পিয়ালায় আছে।

মাদুরের উপরে মহিলার একটি আংটি আছে।

মহিলা মাদুরের উপরে আছে।

নৌকায় চোরের একটি কোর্ত্তা আছে।

চোর নৌকায় আছে।

Has the king a crown in the room ?

What has the king in the room ?

Where has the king a crown ?

Has the king a goat in the room ?

Has not the king a goat in the room ?

এইরূপ পর্য্যায়ে পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গালার ইংরাজী তর্জ্জমাগুলিকে প্রশ্ন আকারে প্রয়োগ করিবেন।

(১৬)

বাঙ্গালা কর।

The roof of the house, বাড়ীর ছাদ।

The tree of the garden.

The horn of the cow.

The bench of the school.

The chair of the father.

The wall of the fort.

The back of the cow.

The top of the hill.

ইংরাজী কর।

হরিণের মুণ্ড।	হাঁসের পা।	পাচকের পাত্র।
সহরের রাস্তা।	বিছানার মাদুর।	দোকানের দরজা।
সহিসের জুতা।	মহিলার আংটি।	চোরের কোর্ত্তা।
ছোকরার ঘোড়া।	চাকরাণীর প্রদীপ।	রাজার মুকুট।

বাড়ীর ছাদটি উঁচু।	বাগানের গাছটি নীচু।
গাভীর শিংটি কুশ্রী।	স্কুলের বেঞ্চটি লম্বা।
বাবার চৌকিটি নরম।	দুর্গের প্রাচীরটি শক্ত।
চৌকির পিঠটি পাংলা।	পাহাড়ের উপরটা চ্যাপ্টা।
হরিণের মুণ্ড সুশ্রী।	হাঁসের পা খাটো।
পাচকের পাত্রটি নূতন।	সহরের রাস্তা লম্বা।
বিছানার মাদুর।	দোকানের দরজা ছোট।
সহিসের জুতা শুক্নো।	মহিলার আংটি ভাল।
চোরের কোর্ত্তা পুরাণো।	ছোকরার ঘোড়াটি খোঁড়া।
চাকরাণীর প্রদীপটি নীচু।	

স্কুলের বেঞ্চটি বাগানে আছে।
বাবার চৌকিটি ছাদের উপর আছে। *
হরিণের মুণ্ডটি ব্যাগে আছে।
দুর্গের প্রাচীরটি পাহাড়ের উপর আছে।
বিছানার মাদুরটি টবে আছে।
পাচকের মিঠাইটি পেয়ালায় আছে। *
সহিসের জুতাটি কূপে আছে। *
মহিলার আংটি চৌকির উপর আছে। *
রাজার প্রদীপটি বাগানে আছে। *
রাণীর পুকুর পাহাড়ের উপর আছে। *
জাহাজ সমুদ্রে আছে।

* তারাচিহ্নিত বাক্যগুলি দুই প্রকারে তর্জ্জমা করাইতে হইবে। যথা :—The father's chair is on the roof. The father has a chair on the roof. বিকল্পে there is শব্দ যথাস্থানে ব্যবহার্য্য।

চোরের কোর্ত্তাটি গাছের মাথার (top) উপর আছে।
বালকের বইটি বাপের ব্যাগে আছে।
বালিকার হাতটি গাভীর শৃঙ্গের উপর আছে।
রাজার মুকুটটি রাণীর মাথার উপর আছে।
মানুষটির দোকান সহরের বাগানে আছে।
পাচকের পাত্রটি স্কুলের চৌকির উপরে আছে।
গাভীর খাদ্য গাধার পিঠের উপর আছে।
বালিকার গোলাপ সহিসের হাতে আছে।

দুই প্রকারে তর্জ্জমা করাইতে হইবে।

(১৭)

Plural—বহুবচন।

The round balls.
The black boards.
The strong bears.
The bright stars.
The sharp thorns.
The white clouds.
The brave lions.
The blue stones.
The green sticks.

ইংরাজী কর।

উজ্জ্বল মেঘগুলি।
পোষা সিংহগুলি।
শক্ত তক্তাগুলি।
তাজা কাঠিগুলি।
সবুজ পাথরগুলি।
খোঁড়া ভল্লুকগুলি।
তীক্ষ্ণ পাথরগুলি।
কালো ভল্লুকগুলি।

বাঙ্গালা কর।

The balls are round &c.

বহুবচনে **is, are** হয় বুঝাইয়া দিবেন।

ইংরাজী কর।

মেঘগুলি সাদা। তক্তাগুলি কালো। ইত্যাদি।

উপরের ইংরাজী ও বাঙ্গালার ইংরাজী তর্জ্জমাগুলি ছেলেদের দিয়া ক্রিয়াযুক্ত করাইয়া লইবেন।

ইংরাজী কর।

লাল গোলাগুলি বড়।	সাদা মেঘগুলি পাৎলা।
কালো তক্তাগুলি নূতন।	সাহসী সিংহগুলি বন্য।
সবল ভল্লুকগুলি পোষা।	নীল পাথরগুলি সুশ্রী।
উজ্জ্বল তারাগুলি লাল।	সবুজ লাঠিগুলি লম্বা।
তীক্ষ্ণ কাঁটাগুলি শুষ্ক।	

উল্লিখিত পাঠ লইয়া নিম্নলিখিত ভাবে প্রশ্নোত্তর করাইতে হইবে।

Are the balls round ?
Yes, the balls are round.
What are round ?
The balls are round.
Are the balls flat ?
No, the balls are not flat, the balls are round.

বিশেষণযুক্ত পদগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রশ্নে পরিণত করিবে।

Which balls are big ?
The red balls are big.
Are the red balls big ?
Yes, the red balls are big.
Are the red balls *small* ?
No, the red balls are not small,
the red balls are big.
Are the big balls *white* ?
No, the big balls are not white,
the big balls are red.

Are not the red balls big ?
Yes, the red balls are big.

(১৮)

ইংরাজী কর।

বিকল্পে 'are' ও 'there' যোগে নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

গোলাগুলি চৌকির উপরে আছে।
মেঘগুলি আকাশে আছে।
তক্তাগুলি বেঞ্চের উপরে আছে।
সিংহগুলি বাগানে (park) আছে।
ভল্লুকগুলি পাহাড়ের উপরে আছে।
পাথরগুলি জাহাজে আছে।
কাঠিগুলি (লাঠিগুলি) বাগানে (garden) আছে।
গর্ত্তগুলি জুতায় আছে।
কাঁটাগুলি গাছে আছে।

উল্লিখিত বাক্যগুলিকে একবার একবচন ও পরে অধিকরণ পদগুলিকে বহুবচন করিয়া ইংরাজী কর।

লাল গোলাগুলি চৌকির পিঠের উপর আছে।
সাদা মেঘগুলি পাহাড়ের মাথার উপর আছে।
কালো তক্তাগুলি স্কুলের বাগানে আছে।
মৃত সিংহগুলি সহরের পার্কে আছে।
ভল্লুকগুলি হরির দোকানে আছে।
পাথরগুলি দুর্গের প্রাচীরের উপরে আছে।
লম্বা কাঠিগুলি বাড়ির ছাদের উপরে আছে।
তীক্ষ্ণ কাঁটাগুলি সহিসের জুতায় আছে।

অধিকরণ কারকগুলিকে বহুবচন করিয়া তর্জ্জমা কর।

প্রশ্নোত্তরের নমুনা।

Are the balls on the chair ?
Are there balls on the chair ?

Where are the balls ?
What are there on the chair ?
Are there horses on the chair ?
Are there not balls on the chair ?
How many balls are there on the chair ?
Is there only one ball on the chair ?

শেষোক্ত প্রশ্নদ্বয়ের উত্তরে সংখ্যাবাচক বিশেষণগুলি প্রয়োগ করিতে হইবে।

বিশেষণযুক্ত পদের প্রশ্নোত্তরের নমুনা।

Are the red balls on the back of the chair ?
Are there the red balls on the &c. ?
What are there on the back &c. ?
Where are the red balls ?
Which balls are there on the &c. ?
On the back of what are the red balls ?
What kind of ball are there on the back of &c. ?
Are there the red stars on the &c. ?
Are there not the red balls on the &c. ?

ইংরাজী কর।

রামের নীল গোলাগুলি চৌকির পিঠের উপরে আছে।
আকাশের সাদা মেঘগুলি পাহাড়ের মাথার উপরে আছে।
বালকটির কালো তক্তাগুলি স্কুলের বাগানে আছে।
রাজার মৃত সিংহগুলি সহরের পার্কে আছে।
লোকটির জীবিত ভল্লুকগুলি হরির দোকানে আছে।
দুর্গের শক্ত পাথরগুলি বাড়ির দেয়ালের উপরে আছে।
হরিণের লম্বা শিংগুলি বাড়ির ছাদের উপরে আছে।
গোলাপের তীক্ষ্ণ কাঁটাগুলি মহিষের জুতায় আছে।

উক্ত বাক্যগুলির অধিকরণ পদে উপযুক্ত বিশেষণ যোগ করিয়া ইংরাজী কর।

(১৯)

বাঙ্গালা কর।

The boys have a ball.
The brothers have a horse.
The uncles have a farm.
The doctors have a bottle.
The sisters have a dove.

বাক্যগুলিকে একবচন কর, কর্ম্মকে বহুবচন কর।

প্রশ্নোত্তরের নমুনা।

What have the boys ?
Who have the balls ?
Have the boys the balls ?
How many balls have the boys ?
Have the boys only one ball ?
Have the boys a dish ?
Have not the boys a ball ?

বাঙ্গালা কর।

The mares have no stable.
The beggars have no cap.
The bees have no hive.
The crows have no nest.
The fields have no shade.

(একবচন কর)

বাক্যগুলিকে অস্তিবাচক কর ; যথা—The mares have a stable.

ইংরাজী কর।

বাগানগুলির শীতল ছায়া আছে।
বাগানগুলির ছায়া শীতল।

গোলাপগুলির তীক্ষ্ণ কাঁটা আছে।
গোলাপগুলির কাঁটা তীক্ষ্ণ।
ঘোড়াগুলির একটি লম্বা আস্তাবল আছে।
ঘোড়াগুলির আস্তাবলটি লম্বা।
মৌমাছিগুলির একটি গোল চাক আছে।
মৌমাছিগুলির চাকটি গোল।
খুড়াদের একটি সবুজ মাঠ আছে।
খুড়াদের মাঠটি সবুজ।
ডাক্তারদের একটি চ্যাপ্টা বোতল আছে।
ডাক্তারদের বোতলটি চ্যাপ্টা।
বোন্‌দের একটি জীবিত ঘুঘু আছে।
বোন্‌দের ঘুঘুটি জীবিত।

দুই প্রকারে তর্জ্জমা করিতে হইবে। **The gardens have a cool shade. There is a cool shade in the gardens.**

প্রশ্নোত্তর।

Is there a cool shade in the gardens ?
Have the gardens a cool shade ?
Is the shade of the gardens cool ?
What kind of shade have the gardens ?
Have not the gardens a cool shade ?
Where is there a cool shade ?

ইংরাজী কর।

টুপিগুলির একটিও ছিদ্র নাই।
চাকগুলির একটিও মৌমাছি নাই।
গাছগুলির একটিও কাঁটা নাই।
গোলাবাড়ির একটিও গরু নাই।
বাসায় একটিও কাক নাই।

বালকদের একটিও গোলা নাই।
ভাইদের একটিও ঘোড়া নাই।
খুড়াদের একটিও গোলাবাড়ি নাই।
ডাক্তারদেব একটিও বোতল নাই।

(২০)

বাক্যগুলির প্রত্যেক বিশেষ্য পদের সহিত একটি করিয়া উপযুক্ত বিশেষণ যোজনা করিয়া ইংরাজী কর।

স্কুলের বালকদের একটি ডেস্ক আছে।
সহরের ডাক্তারের একটি দোকান আছে।
রাজার পার্কগুলির একটি গেট (gate) আছে।
লোকটির ভাইদের একটি পাচক আছে।
ঘরের দেয়ালগুলির একটি ছাদ আছে।
পাহাড়ের রাজাগুলির একটি মুকুট আছে।
রাণীর সহিসদের একটি নৌকা আছে।
স্কুলের বালকদের একটি ডেস্ক ঘরে আছে।
সহরের ডাক্তারদের একটি দোকান পাহাড়েব উপরে আছে।
রাজার পার্কগুলির একটি গেট সহরে আছে।
লোকটির ভাইদের একটি পাচক বাড়িতে আছে।
পাহাড়ের রাজাগুলির একটি মুকুট ব্যাগে আছে।
রাণীর সহিসদের একটি নৌকা পুকুরে আছে।
রাজার পাচকদের বিড়ালটি প্রাচীরের উপরে আছে।

ডেস্ক প্রভৃতি শব্দ বহুবচন করিয়া তর্জ্জমা কর।

প্রশ্নোত্তর।

Who have a desk in the room?
Where have the boys a desk?
Have the boys of the school a desk?

Have the boys of the school a lamb ?
What have the boys of the school ?

(২১)

বাঙ্গালা কর ।

I am angry.	We are well.
You are ill.	You are clever.
He is happy.	They are slow.
Ra'm is sad.	The stags are quick.
It is bad.	The books are good.

ইংরাজী কর ।

তিনি পাগল । আমি খোঁড়া । তিনি মোটা ।
তাঁরা পাৎলা । আমরা শক্ত । তোমরা সাহসী । ইত্যাদি ।

প্রশ্নোত্তরের নমুনা ।

Q. What am I ?	A. You are angry.
Q. Am I angry ?	A. Yes, you are angry.
Q. Am I happy ?	A. No, you are angry.

ইংরাজী কর ।

আমি দুর্গে আছি ।
তাঁরা প্রাচীরে আছেন ।
তিনি পুকুরে আছেন ।
তুমি গাছের উপরে আছ ।
আমরা ঘরে আছি ।
তোমরা বিছানায় আছ । ইত্যাদি ।

প্রশ্নোত্তর।

Where am I?
Am I in the fort?
Am I not in the fort?
Am I in the well?
Who is in the fort?

(২২)

বাঙ্গালা কর।

I am in my room.
You are in your shop.
He is on his bench.
We are in our garden.
They are on their tree.
You are on your roof.
Hari and Ram are in their town.

ইংরাজী কর।

আমি আমার বিছানায় আছি।
তুমি তোমার মাদুরে আছ।
তিনি তাঁর দোকানে আছেন।
যদু আর মধু তাঁদের আস্তাবলে আছেন।
আমরা আমাদের পুকুরে আছি।
তোমরা তোমাদের বাগানে আছ।
তাঁরা তাঁদের বাড়ীতে আছেন।
আমি আর তুমি তাঁর বিছানায় আছি।
তুমি আর শ্যাম আমার মাদুরে আছ।
আমরা তাঁদের ঘরে আছি।
আমি তোমাদের বাগানে আছি। ইত্যাদি।

প্রশ্নোত্তর।

Am I in *my* bed?
Who is in my bed?

Where am I ?
Am I in *your* bed ?
In *whose* bed am I ?

(২৩)

একবার 'is' এবং একবার 'has' যোগে তর্জ্জমা করিতে হইবে। যথা—My dog is in your room. There is my dog in your room. I have my dog in your room.

ইংরাজী কর।

আমার কুকুর তোমার ঘরে আছে।
তাঁদের মিঠাই আমাদের পাত্রে আছে।
তাঁর ঘোড়া তোমাদের আস্তাবলে আছে। ইত্যাদি।

বিশেষ্যগুলিতে বিশেষণ যোগ কর।

প্রশ্নোত্তর।

Is my dog in your room ?
Is there my dog in your room ?
Who is in your room ?
Have I my dog in your room ?
Have I my cat in your room ?

বাঙ্গালা কর।

The ducks of our father are in our tank. &c.

ইংরাজী কর।

তাঁহাদের স্কুলের বোর্ডগুলি আমাদের বাগানে আছে।
আমার ভাইয়ের কোর্ত্তা তাঁর ব্যাগে আছে। ইত্যাদি।

(২৪)

বাঙ্গালা কর।

I have the milk.
You have the flower.
He has the silk.
We have the sword.
You have the butter.
They have the grapes.

Hari and Madhu have the dolls.
Hari has the water.
I have the pure milk.
You have the yellow flower.
He has the bright silk.
We have the blunt swords.
You have the fresh butter.
They have the ripe grapes.
Hari and Madhu have the nice doll.
Hari has the boiled water.

ইংরাজী কর।

আমার ফুল আছে।
তোমার দুধ আছে।
তাঁর তলোয়ার আছে।
আমাদের রেশম আছে।
তোমার আঙ্গুর আছে।
তাঁহাদের মাখন আছে।
হরি এবং মধুর জল আছে।
হরির পুতুল আছে।

আমার সিদ্ধচাল (ভাত) (rice) আছে।
তাঁর ভোঁতা তলোয়ার আছে।
আমাদের উজ্জ্বল রেশম আছে।
তোমার জ্বাল দেওয়া দুধ আছে।
তোমার কাঁচা (green) আঙ্গুর আছে।
আমার পাকা ফল (fruit) আছে।
তাঁহাদের তাজা মাখন আছে।
হরি এবং মধুর গরম জল আছে।

বিকল্পে 'is' এবং 'has' যোগে অনুবাদ করিতে হইবে।

আমার ধান (rice) তোমার বাড়ির ছাদের উপর আছে।
তোমার দুধ আমার পাচকের পাত্রে আছে।
তাঁর তলোয়ার তাঁদের দুর্গের দেয়ালের উপর আছে।
আমাদের রেশম তোমাদের বিছানার মাদুরের উপরে আছে।
তোমার আঙুর আমার পিতার ব্যাগে আছে।
আমাদের মাখন তাঁর ভাইয়ের রুটির উপরে আছে।
হরি এবং মধুর জল তোমার বাপের পেয়ালায় আছে।

গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পাঠগুলিকে অতীত ও ভবিষ্যৎকাল করাইয়া লইতে হইবে।

ইংরাজি সোপান।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম।
বোলপুর।

মূল্য ।৶০ ছয় আনা।

৩৯

মন্তব্য।

কোচবিহার।

সসম্ভ্রম নিবেদন,—

আপনার পত্রের এপর্য্যন্ত উত্তর দিতে না পারিয়া লজ্জিত আছি। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়াও ইংরাজি-সোপান পুস্তকখানি পাই নাই। এই বিষয়ে আপনাকে একখানি পত্র লিখি, কিন্তু পরে কলেজের কাগজ পত্র ও পুস্তকাদির সহিত গ্রন্থখানির গোল হইতে পারে ভাবিয়া পত্রখানি স্থগিত রাখি। সেই সময়ে Entrance পরীক্ষা চলিতেছিল ও পরে College Inspection ও F. A. এবং B. A. পরীক্ষার দরুণ আর কোন বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিতে আমার কিম্বা College officeএর বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না। কিছুদিন হইল পুস্তকখানি পাইয়াছি ও অত্যন্ত আগ্রহসহকারে দেখিয়াছি। আমি যতদূর জানি, এইরূপ পুস্তক বাঙ্গালায় এই প্রথম মুদ্রিত হইল। ইহার প্রণালী অত্যন্ত সুসঙ্গত—Otto, Ollendorf ও Saner প্রভৃতি ভাষাশিক্ষাপুস্তকপ্রণেতাগণ এই প্রণালী কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বন করিয়াই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আপনার উদ্ভাবনীশক্তির নিকট বঙ্গদেশ চিরঋণী, এই ইংরাজিশিক্ষা বিষয়েও আপনি পথপ্রদর্শকের কার্য্য করিয়াছেন।

আজ দুই তিন বৎসর হইল আমার Note on University Reformএ আমি নিম্নশ্রেণীতে ইংরাজি শিক্ষাবিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলাম, উদ্ধৃত করিতেছি—

"The way in which English is taught in the lower classes is faulty in the extreme. English should be taught in the same way as French, German and other Continental languages are now taught. The methods of Otto, Ollendorf, and Saner are real improvements on the old classical device of grammar-grinding and written exercises. We learn a language in short more by learning it spoken than by artificial exercises in Syntax or Idiom, Conversation, questions and replies to questions as in the Robinson lessons of the elementary German School. Constant and familiar use of certain simple forms of clauses and phrases, the sentence taken as the unit of speech rather than the word, the co-operation of the tongue and the ear in reciting page after page, these are the surest, the most rapid and the most powerful

means of learning a foreign language. They are the conscious imitation of the unconscious processes by which we learn our vernacular in infancy." (Note on University Reform submitted to the Indian Universities Commission.)

আপনার সংস্কৃতশিক্ষা আমি এখানকার Collegiate schoolএ প্রচলন করি, কিন্তু দুই বৎসর পরে উঠিয়া যায়। কিছুদিন হইল এখানকার Headmaster ও অপরাপর শিক্ষকমহাশয়দিগকে আমি ইংরাজি শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় (যেরূপ আমার Note on University Reformএ লিখিত আছে) প্রদর্শন করিতেছিল'ম, কিন্তু অবসর অভাবে শেষ করিতে পারি নাই। এক্ষণে, আপনার ইংরাজি-সোপান পাইয়া আমি কিরূপ উপকৃত হইলাম বলিতে পারি না। ইতি।

ভবদীয়
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

ইংরাজি সোপান।

দ্বিতীয় ভাগ।

অনুবাদ কর।

(১)

The boy eats.
The girl laughs.
Your servant stands.
Our teacher sits.
My horse runs.
The student walks.
The child reads.
Her daughter writes.
His brother sleeps.
The diamond sparkles.
The star rises.
The fruit falls.

১। বহুবচন করাও।

২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও। "অতীত কর" "ভবিষ্যৎ কর" শুদ্ধ মাত্র এরূপ আদেশ করিলে চলিবে না—বলিতে হইবে "বালকটি খাইতেছিল" বা "বালকটি খাইবে" ইংরাজিতে কি হইবে বল। নতুবা, অতীত বা ভবিষ্যৎ বলিতে কি বুঝায় তাহা স্পষ্ট না জানিয়াও অভ্যাসক্রমে ছাত্রগণ ঠিক উত্তরটি দিতে পারে, অবশেষে বাংলা করিতে বলিলে ভুল করিয়া বসে।

৩। বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে, এক ও বহুবচনে নেতিবাচক করাও। যথা, The boy does not eat, the boys do not eat. The boy did not eat, the

boys did not eat. The boy will not eat, the boys will not eat. বলা বাহুল্য প্রথমে বাংলা করিয়া তাহা হইতে ইংরাজি অনুবাদ করাইতে হইবে।

৪। প্রথম পাঠের বাক্যগুলিতে যথাক্রমে নিম্নলিখিত ক্রিয়ার বিশেষণগুলি অর্থ বুঝাইয়া যোগ করাইয়া লইবে :—greedily, sweetly, silently, quickly, swiftly, rapidly, correctly, fluently, soundly, brightly, slowly, suddenly. এই শব্দগুলি ভালরূপ অভ্যাস করাইবার জন্য ক্রিয়ার বিশেষণসহ বাক্যগুলি পুনর্ব্বার অতীত ভবিষ্যতে নানারূপে নিষ্পন্ন করাইয়া লইতে হইবে।

৫। প্রশ্নোত্তরের নমুনা—

What does the boy do ?
The boy eats.
(অন্যকে) Does the boy eat ?
Yes, the boy eats.
(অন্যকে) Does the boy laugh ?
No, the boy does not laugh, the boy eats.
What did your servant do ?
My servant stood.
(অন্যকে) Did the servant stand ?
Yes, the servant stood.
(অন্যকে) Did the servant sit ?
No, the servant did not sit, the servant stood.
Will my horse run ?
Yes, your horse will run.
(অন্যকে) Will my horse walk ?
No, your horse will not walk, your horse will run.

এইরূপে বহুবচনে করাও।

৬। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগে প্রশ্নোত্তর।

How does the boy eat ?
The boy eats greedily.

(অন্যকে) Does the boy eat quickly ?

No, the boy does not eat quickly, the boy eats greedily.

এইরূপে অতীত ও ভবিষ্যৎ এবং বহুবচনে।

(২)

At, In, On.

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অনুবাদে at, in, এবং on প্রয়োগের প্রভেদ বুঝাইয়া দাও।

অনুবাদ কর।

বালক রান্নাঘরে খাইতেছে। (in)
বালিকা কুটিরে হাসিতেছে (")
আমার চাকর ছায়ায় (shade) দাঁড়াইতেছে। (")
তোমাদের শিক্ষক চৌকিতে বসিতেছেন। (")
আমাদের ঘোড়া রাস্তায় দৌড়িতেছে। (")
ছাত্র বাগানে বেড়াইতেছে। (")
তোমার ছেলে (son) দ্বারে দাঁড়াইতেছে। (at)
তাঁহার (স্ত্রী) মেয়ে জানালায় বসিতেছে। (")
আমার ভাই ডেস্কে পড়িতেছে। (")
ছোট মেয়েটি শ্লেটে লিখিতেছে। (on)
হীরা তাঁহার আংটিতে জ্বলিতেছে। (on, in)
তারা আকাশে উঠিতেছে। (in)
ফল মাটির উপর পড়িতেছে। (on)

১। বহুবচন করাও।

২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। উল্লিখিত এবং আবশ্যকমত অন্য ক্রিয়ার বিশেষণগুলি ব্যবহার করাও, যথা—The boy eats greedily in the kitchen.

৫। প্রশ্নোত্তরের নমুনা।

Who eats ?
The boy eats.
What does the boy do ?
The boy eats.
Where does the boy eat ?
The boy eats in the kitchen.
Does the boy run ?
No, the boy does not run, the boy eats.
Does the boy eat in the school ?
No, the boy does not eat in the school,
the boy eats in the kitchen.

এইরূপে বহুবচন, অতীত ও ভবিষ্যতে।

৬। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগে প্রশ্নোত্তর, অতীত, ভবিষ্যৎ ও বহুবচনে।

অনুবাদ কর।

বালক তাহার খুড়ার রান্নাঘরে খাইতেছে।
বালিকা প্রাসাদের দ্বারে (gate) পৌঁছিতেছে (arrives)।
তোমার চাকর গাছের ছায়ায় দাঁড়াইতেছে।
আমার শিক্ষক স্কুল ঘরের ডেস্কে বসিতেছেন।
তাহাদের ঘোড়া সহরের রাস্তায় (street) দৌড়িতেছে।
ছোট মেয়েটি তাহার পিতার বাগানে বেড়াইতেছে।
শিশু দিনের পড়া (lesson) করিতেছে (do)।
তাঁহার কন্যা তাঁহার বন্ধুর চিঠি পড়িতেছে।
ভাই তাহার ভগিনীর ঘরে ঘুমাইতেছে।
হীরা আমাদের মাতার আংটিতে জ্বলিতেছে।
তারা রাত্রির অন্ধকারে উঠিতেছে।
ফুল বাগানের মাটিতে পড়িতেছে।
তাঁহারা তাঁহাদের বাগানে বেড়াইতেছেন।

১। বহুবচন করাও।

২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।

৫। প্রশ্নের নমুনা—

Who eats ? Does the boy eat ? Where does the boy eat ? In whose kitchen does the boy eat ? Does the boy eat in the hut ?* এইরূপে বহুবচন, অতীত ও ভবিষ্যতে।

৬। প্রশ্নোত্তরক্রিয়ার বিশেষণ যোগে, অতীত ভবিষ্যৎ ও বহুবচনে।

অনুবাদ কর।

I stand at the door.
You sit on the chair.
He runs in the garden.
They fall on the floor.
We walk in the street.
You write on the board.
আমি রান্নাঘরে খাইতেছি।
তুমি বিছানার উপরে ঘুমাইতেছ।
তিনি (পুং, স্ত্রী) স্কুলঘরে হাসিতেছেন।
আমরা রাস্তায় দৌড়িতেছি।
তোমরা ছায়ায় বসিতেছ।

১। একবচনকে বহুবচন ও বহুবচনকে একবচন করাও।

২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।

৫। প্রশ্নোত্তর, একবচন, বহুবচন, বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতে।

৬। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগে প্রশ্নোত্তর, উক্তরূপে।

* মধ্যে মধ্যে প্রশ্নচ্ছলে prepositionগুলি অশুদ্ধভাবে প্রয়োগ করিয়া ছাত্রকে দিয়া শুদ্ধ প্রয়োগটি বলাইয়া লইবে—যথা Does the boy eat *on* the kitchen ? No, the boy does not eat *on* the kitchen, the boy eats *in* the kitchen.

(৩)

অনুবাদ কর।

The servant shuts the door.
The master opens the window.
The lady gives the bread.
The beggar takes the money.
The fisherman catches the fish.
The tailor cuts the cloth.
The maid does the work.
The child breaks the doll.
The boy moves the chair.
The cat drinks the milk.
The dog bites the cat.
The watch-man beats the thief.

১। বহুবচন করাও।

২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। যথাক্রমে firmly, noisily, quietly, eagerly, silently, neatly, quickly, hastily, cautiously, stealthily, fiercely, angrily, ক্রিয়ার বিশেষণগুলি ব্যবহার করাও। ক্রিয়ার বিশেষণ ক্রিয়ার পূর্ব্বে অথবা কর্ম্মের পরে বসে ইহা শিখাইতে হইবে।

৫। প্রশ্নের নমুনা—

What does the servant do? Does he shut the door? Does he shut the window? Who shuts the door? Does the master shut the door?

এইরূপে অতীত, ভবিষ্যৎ ও বহুবচনে।

৬। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগে প্রশ্নোত্তর—অতীত ভবিষ্যৎ ও বহুবচনে।

অনুবাদ কর।

চাকর মন্দিরের দরজা বন্ধ করিতেছে।
প্রভু আফিসের জানালা খুলিতেছেন।

জেলে নদীতে মাছ ধরিতেছে।
দরজী দোকানে কাপড় কাটিতেছে।
দাসী রাজবাটীতে কাজ করিতেছে।
শিশু মেজের উপর পুতুল ভাঙিতেছে।
বালক স্কুলঘরে চৌকি নাড়াইতেছে।
বিড়াল ভাঁড়ার ঘরে (pantry) দুধ পান করিতেছে।
কুকুর বাগানে বিড়ালকে কামড়াইতেছে।
চৌকিদার রাস্তায় চোরকে মারিতেছে।

১। বহুবচন করাও।
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। উল্লিখিত ক্রিয়ার বিশেষণগুলি ব্যবহার করাও।
৫। প্রশ্নের নমুনা—

What does the servant do? Who shuts the door? Where does he shut the door? Does he shut the door in the palace? Does he shut the window in the temple?

এইরূপে বহুবচনে, অতীত ও ভবিষ্যতে।

৬। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগে প্রশ্নোত্তর—বহুবচনে, অতীত ও ভবিষ্যতে।

অনুবাদ কর।

আমি দরজা বন্ধ করিতেছি।
তিনি জানালা খুলিতেছেন।
তিনি (স্ত্রী) তাঁহার কাজ করিতেছেন।
তোমরা পুতুল ভাঙ্গিতেছ।
তাহারা চৌকি নাড়াইতেছে।
আমরা দুধ পান করিতেছি।
আমি রুটি খাইতেছি।

১। একবচনকে বহুবচন ও বহুবচনকে একবচন করাও।
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।

৪। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।

৫। প্রশ্নোত্তর—একবচন, বহুবচন, বর্ত্তমান, অতীত, ও ভবিষ্যতে।

৬। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগে প্রশ্নোত্তর—উক্তরূপে।

(৪)

To

অনুবাদ কর।

The peasant goes to the field.
The king rides to the temple.
The porter runs to the market.
The sailor swims to the ship.
The soldier marches to the town.
The sparrow flies to its nest.
The student hastens to his teacher.
The clerk comes to his office.
The log drifts to the sea.
The lark soars to the sky.

১। বহুবচন করাও।

২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। যথাক্রমে quietly, hurriedly, swiftly. painfully, quickly, eagerly, rapidly, anxiously, slowly, joyously, ক্রিয়ার বিশেষণগুলি ব্যবহার করাও।

৫। There is যোগে বাক্যগুলি নিষ্পন্ন করাও—যথা There is a peasant who goes to the field ; there is a peasant who went to the field ; there is a peasant who will go to the field. অনুরূপ যথা—There is a field which the peasant goes to ; there is a field which the peasant went to ; there is a field which the peasant will go to,

৬। প্রশ্নের নমুনা—

Who goes to the field? What does the peasant do? Where does he go? Does the peasant ride to the temple?

এইরূপ বহুবচনে, অতীত ও ভবিষ্যতে।

৭। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগে প্রশ্নোত্তর—বহুবচন, অতীত ও ভবিষ্যতে।

অনুবাদ কর।

চাষা তাহার প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে যাইতেছে।
রাজা সহরের মন্দিরে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে।
মুটে গ্রামের হাটে ছুটিতেছে।
মাল্লা বন্দরের [in the port] জাহাজের দিকে সাঁতরাইতেছে।
সৈন্য শত্রুর সহরে কুচ্ করিয়া যাইতেছে।
চড়াই তাহার মাতার নীড়ের দিকে উড়িতেছে।
ছাত্র সংস্কৃতের শিক্ষকের কাছে যাইতেছে।
কেরাণী তাহার মনিবের আফিসে আসিতেছে।

১। একবচন করাও।

২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। উল্লিখিত ক্রিয়ার বিশেষণগুলি বসাও।

৫। There is যোগে নিষ্পন্ন করাও। অধিকাংশ বাক্যগুলি তিন প্রকারে পরিবর্ত্তিত করা যায়, যথা—There is a peasant who goes to the field of the neighbour. There is a neighbour to whose field the peasant goes. There is a neighbour's field (or field of the neighbour) to which the peasant goes.

৬। প্রশ্নের নমুনা—

Where does the peasant go? Who goes to the field? To whose field does he go? Does he ride to the temple of the town?

এইরূপে বহুবচনে, অতীত ও ভবিষ্যতে।

৭। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগে প্রশ্নোত্তর—অতীত, ভবিষ্যৎ ও বহুবচনে।

অনুবাদ কর।

তিনি ক্ষেত্রে যাইতেছেন।
তিনি মন্দিরে ঘোড়া চড়িয়া যাইতেছেন।
তিনি (স্ত্রী) সহরে আসিতেছেন।
আমি হাটে দৌড়িতেছি।
তোমরা স্কুলে যাইতেছ।
আমরা জাহাজে সাঁতার দিয়া যাইতেছি।
তারা আকাশে উঠিতেছে।

১। একবচনকে বহুবচন ও বহুবচনকে একবচন করাও।
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।
৫। প্রশ্নোত্তর—একবচন, বহুবচন, বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতে।
৬। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগে প্রশ্নোত্তর—উক্তরূপে।

(৫)

Into

অনুবাদ কর।

The frog jumps into the well.
The fireman rushes into the fire.
The diver dives into the water.
The cart tumbles into the ditch.
The thorn pierces into the skin.
The needle drops into the box.
The river flows into the sea.
The wind blows into the cave.
The crab digs into the sand.
The spire rises into the sky.

১। বহুবচন করাও।

২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। যথাক্রমে hurriedly, quickly, deeply, suddenly, painfully, silently, rapidly, strongly, diligently, majestically, ক্রিয়ার বিশেষণগুলি ব্যবহার করাও।

৫। There is যোগে দুই প্রকারে নিষ্পন্ন করাও বর্ত্তমান অতীত ও ভবিষ্যতে।

৬। প্রশ্নের নমুনা—

What does the frog do ? What does he jump into ?
Where does he jump in ? Does he jump into the fire ?

এইরূপে বহুবচনে, অতীত ও ভবিষ্যতে।

৭। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগে প্রশ্নোত্তর—

অতীত, ভবিষ্যৎ ও বহুবচনে।

অনুবাদ কর।

তুমি কূপে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছ।
তিনি আগুনে ধাবিত হইতেছেন।
আমি জলে ডুব দিতেছি।
তিনি নালায় উল্টাইয়া পড়িতেছেন।
আমরা গর্ত্তে (hole) পড়িতেছি।
তোমরা মেঘের মধ্যে উঠিতেছ।
তাহারা বালির মধ্যে খুঁড়িতেছে।

১। একবচনকে বহুবচন ও বহুবচনকে একবচন করাও।

২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।

৫। প্রশ্নোত্তর—একবচন, বহুবচন, বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতে।

৬। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগে প্রশ্নোত্তর—উক্তরূপে।

অনুবাদ কর।

The boy throws his marble into the well.
The maiden dips her pitcher into the water.
The sweeper sweeps the dirt into the ditch.
The doctor thrusts his needle into the skin.
The gentleman drops the money into the box.
The boy thrusts his fist into his pocket.
The child pokes its stick into the mud.
The cook puts the coals into the fire.
The carpenter drives the nail into the wood.

১। বহুবচন করাও।

২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। যথাক্রমে carelessly, hastily, carefully, deftly, suddenly, firmly, quickly, gently, strongly ক্রিয়ার বিশেষণগুলি ব্যবহার করাও।

৫। There is যোগে নিষ্পন্ন করাও। অধিকাংশ বাক্যগুলি There is যোগে তিন প্রকারে নিষ্পন্ন হইবে যথা—

There is a boy who throws his marble into the well.
There is a marble which the boy throws into the well.
There is a well which the boy throws his marble into.
এইরূপে অতীত ও ভবিষ্যতে।

৬। Has যোগে নিষ্পন্ন করাও, যথা—

The boy has a marble which he throws into the well.
The boy had a marble which he threw into the well.

৭। প্রশ্নের নমুনা—

What does the boy do? What does the boy throw his marble into? Where does the boy throw his marble in? Does the boy throw his marble into the ditch?

এইরূপে বহুবচনে, অতীত ও ভবিষ্যতে।

৮। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগে প্রশ্নোত্তর—বহুবচনে অতীত ও ভবিষ্যতে।

অনুবাদ কর।

তুমি কূপের মধ্যে তোমার মার্ব্বেল নিক্ষেপ করিতেছ।
তিনি (স্ত্রী) জলের মধ্যে তাঁহার কলসী ডুবাইতেছেন।
আমি বাক্সর মধ্যে আমার টাকা ফেলিতেছি।
তিনি চামড়ার মধ্যে তাঁহার ছুঁচ ফোটাইতেছেন।
তাঁহারা পকেটের মধ্যে তোমাদের মুষ্টি প্রবেশ করাইতেছেন।
তোমরা পাঁকের মধ্যে তাঁহাদের লাটি খোঁচাইতেছ।
আমরা আগুনের মধ্যে আমাদের কাংলি বসাইতেছি।

১। একবচনকে বহুবচন ও বহুবচনকে একবচন করাও।
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।
৫। প্রশ্নোত্তর—একবচন বহুবচন, বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতে।
৬। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগে প্রশ্নোত্তর—উক্তরূপে।

(৬)

From.

অনুবাদ কর।

The boy plucks the fruit from the tree.
The dog snatches the cake from the boy.
The servant hangs a lamp from the ceiling.
The maiden draws water from the well.
The student fetches an inkpot from the table.
The merchant buys a desk from the shop.
The girl takes a pice from the purse.
The groom brings a mare from the stable.
The school boy steals an egg from the nest.
The monkey breaks a twig from the bough.

১। বহুবচন করাও।

২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। যথাক্রমে stealthily, suddenly, carefully, laboriously, quickly, cheaply, quietly, forcibly, silently, cunningly ক্রিয়ার বিশেষণ ক্র যথাস্থানে ব্যবহার করাও।

৫। There is যোগে নিষ্পন্ন করাও। প্রত্যেক বাক্য There is যোগে তিন প্রকারে নিষ্পন্ন করা যায়। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

৬। প্রশ্নের নমুনা—

What does the boy do? Does he pluck the fruit? What does the boy pluck the fruit from? Does he pluck it from the ceiling? এইরূপ বহুবচনে, অতীত ও ভবিষ্যতে।

৭। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগে প্রশ্নোত্তর, অতীত ভবিষ্যৎ ও বহুবচনে।

অনুবাদ কর।

চাকর তাহার কুটীর হইতে ক্ষেতে যাইতেছে।
রাজা তাঁহার প্রাসাদ হইতে মন্দিরে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছেন।
মুটে গ্রাম হইতে হাটে ছুটিতেছে।
মাল্লা তীর হইতে তরীর দিকে সাঁতরাইতেছে।
সৈন্য পাহাড় (hill) হইতে সহরের দিকে কুচ্ করিয়া চলিতেছে।
চড়াইপাখী ক্ষেত হইতে তাহার বাসার দিকে উড়িতেছে।
ছাত্র খেলার জায়গা (play-ground) হইতে তাহার শিক্ষকের নিকট যাইতেছে।
কেরাণী তাহার ঘর (home) হইতে আফিসে আসিতেছে।
কাষ্ঠখণ্ড নদী হইতে সমুদ্রে ভাসিয়া চলিতেছে।
লার্ক তাহার বাসা হইতে আকাশে উঠিতেছে।

১। বহুবচন করাও।

২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। ক্রিয়ার বিশেষণগুলি নির্ব্বাচন করিয়া বসাইতে হইবে।

৫। There is যোগে তিন প্রকারে নিষ্পন্ন করাও।

৬, ৭। উল্লিখিত ভাবে প্রশ্নোত্তর, ক্রিয়ার বিশেষণ ব্যতিরেকে ও যোগে।

অনুবাদ কর।

তিনি (স্ত্রী) কূপ হইতে জল উঠাইতেছেন।
আমি গাছ হইতে ফল পাড়িতেছি।
তুমি বালকের কাছ হইতে কেক্ কাড়িয়া লইতেছ।
তিনি ছাদ (ceiling) হইতে শিকল ঝুলাইতেছেন।
আমরা টেবিল হইতে দোয়াত আনিতেছি।
তাঁহারা দোকান হইতে ডেস্ক কিনিতেছেন।
তোমরা আস্তাবল হইতে ঘোটকী আনিতেছ।

১। বচনান্তর করাও।
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।
৫। উল্লিখিত উভয় প্রকারে প্রশ্নোত্তর।

(৭)

With.

অনুবাদ কর।

The potter makes a cup with clay.
The weaver weaves a cloth with his shuttle.
The crow builds his nest with sticks.
The crab digs a hole with his claws.
The carver carves an image with his chisel.
The fisherman catches fish with his net.
The boatman tows the boat with a rope.
The gardener mows the grass with a sickle.

The woodman fells the tree with an axe.

The elephant catches the leopard with his trunk.

১। বহুবচন করাও।

২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। যথাক্রমে deftly, cunningly, cleverly, deeply, beautifully, diligently, laboriously, sharply, gradually, strongly ক্রিয়ার বিশেষণগুলি যথাস্থানে ব্যবহার করাও।

৫। There is যোগে তিন প্রকারে নিষ্পন্ন করাও।

৬। প্রশ্নের নমুনা—

Who makes a cup? What does the potter do? What does the potter make his cup with? Does he make it with his shuttle?—

এইরূপে বহুবচনে, অতীত ও ভবিষ্যতে।

৭। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগে প্রশ্নোত্তর—অতীত ভবিষ্যৎ ও বহুবচনে।

অনুবাদ কর।

কুমারী তাহার কলসী দিয়া জল তুলিতেছে।

মেথর তাহার ঝাঁটা (broom) দিয়া উঠান (courtyard) হইতে ময়লা ফেলিতেছে।

শিশু লাঠি দিয়া কাদায় খোঁচা দিতেছে (poke)।

ডাক্তার তাঁহার ছুঁচ দিয়া চামড়া (skin) বিঁধিতেছেন।

ছুতার তাহার হাতুড়ি দিয়া কাঠে পেরেক ঠুকিতেছে।

কুকুর তাহার দাঁত দিয়া বিড়ালকে কামড়াইতেছে।

চৌকিদার তাহার মুষ্টি (fist) দিয়া চোরকে মারিতেছে।

বালক তাহার লাঠি দিয়া পুতুল ভাঙিতেছে।

দরজী তাহার কাঁচি দিয়া কাপড় কাটিতেছে।

বালক একটি আঁকড়সি (hook) দিয়া ফল ছিঁড়িতেছে।

১। বহুবচন করাও।

২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। যথাযোগ্য ক্রিয়ার বিশেষণ বসাইতে হইবে।

৫। There is যোগে নিষ্পন্ন করাইতে হইবে।

৬, ৭। উল্লিখিত উভয় প্রকারে প্রশ্নোত্তর।

অনুবাদ কর।

আমি চাক দিয়া পেয়ালা গড়িতেছি।
সে (স্ত্রী) তাঁত দিয়া কাপড় বুনিতেছে।
তুমি বাটালি দিয়া মূর্ত্তি খুদিতেছ।
সে জাল দিয়া মাছ ধরিতেছে।
আমরা কাস্তে দিয়া ঘাস কাটিতেছি।
তোমরা দাঁড় দিয়া নৌকা চালাইতেছ।
তাহারা কুড়াল দিয়া গাছ কাটিতেছে।

১। বচনান্তর করাও।

২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। যথাযোগ্য ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।

৫। উল্লিখিত উভয় প্রকারে প্রশ্নোত্তর।

(৮)

For.

The potter makes a cup for his father.
The tailor cuts the cloth for his man.
The baker bakes bread for his dinner.
The boatman rows the boat for his master.
The fisherman catches fish for his family.
The boy takes his bat for a game.
The girl fetches water for her mother.

The student brings the book for his lesson.
The servant goes to his master for wages.
The milkman sells milk for money.

১। বহুবচন করাও।
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। যথাক্রমে obediently, quickly, slowly, laboriously, diligently, secretly, hastily, willingly, anxiously, daily, ক্রিয়ার বিশেষণ প্রয়োগ করাইবে। There is যোগে নিষ্পন্ন করাও।
৫। প্রশ্নের নমুনা—

What does the potter do? Who makes cup?
Whom does he make the cup for?

অনুবাদ কর।

ছাত্র তাহার শিক্ষকের জন্য চৌকি আনিতেছে।
মাতা তাহার শিশুর জন্য বিছানা করিতেছেন।
গ্রামবাসী (villager) তাহার পরিবারের জন্য কুটীর নির্মাণ করিতেছে।
বণিক তাহার আফিসের জন্য ডেস্ক কিনিতেছে।
স্বামী তাহার স্ত্রীর জন্য এক জোড়া (pair) ব্রেস্‌লেট্‌ লইতেছে।
ঘোড়া যুদ্ধের (war) জন্য কামান টানিতেছে।
কন্যা রান্নাঘরের জন্য চাল আনিতেছে।
কাক তাহার বাসার জন্য কাঠিকুঠি (twigs) বহন করিতেছে (carry)।

১। বহুবচন করাও।
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। যথাযোগ্য ক্রিয়ার বিশেষণ বসাইয়া দিবে।
৫। There is যোগে নিষ্পন্ন করাও।
৬। প্রশ্নোত্তর উল্লিখিত উভয় প্রকারে।

অনুবাদ কর।

তুমি তোমার পিতার জন্য পেয়ালা গড়িতেছ।
আমি আমার মজুরদের জন্য কাপড় কাটিতেছি।
সে (স্ত্রী) তাহার প্রভুর জন্য রুটি গড়িতেছে।
আমরা আমাদের পাঠের জন্য বই আনিতেছি।
তাহারা তাহাদের বেতনের জন্য মনিবের কাছে যাইতেছে।
তোমরা তোমাদের মনিবের জন্য দাঁড় টানিতেছ।

১। বচনান্তর করাও।
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।
৫। উল্লিখিত উভয় প্রকারে প্রশ্নোত্তর।

(৯)

বিকল্পে *To* এবং *For.*

অনুবাদ কর।

The tailor makes a coat to sell [বিকল্পে for selling]. *
The cook makes some cakes to eat.
The blacksmith makes a razor to shave with. †
The boy brings a cap from the drawer to put on.
The cat catches a mouse to feed on.
The maid lights a fire in the kitchen to cook.
The master buys a horse from the mart to ride on.

---

* এইরূপ এই পাঠের অন্যান্য দৃষ্টান্তগুলিতে।

† with প্রভৃতি preposition গুলির অর্থসঙ্গতি ও আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিতে হইবে। বুঝাইবার সময়, বাক্যগুলিকে, A man shaves, A man shaves with a razor, The blacksmith makes a razor to shave with, এইরূপে ভাঙিয়া লইতে হইবে।

The girl gets a doll from her mother to play with.
The fox digs a hole in the ground to hide in.
The student borrows a book from his friend to read.

১। বহুবচন করাও। (উভয় রূপে)
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও। (উভয় রূপেই)
৩। নেতিবাচক করাও। (উভয় রূপেই)
৪। There is যোগে নিষ্পন্ন করাও। (উভয় রূপেই)
৫। প্রশ্নের নমুনা—

Who makes a coat? For what does he make the coat? Does the tailor make a coat to eat? এইরূপ বহুবচনে অতীত ও ভবিষ্যতে।

অনুবাদ কর।

কাক বাস করিবার জন্য (to dwell in) বাসা তৈরি করিতেছে।
রুটিওয়ালা আহারের জন্য রুটি প্রস্তুত করিতেছে।
জেলে বেচিবার জন্য নদী হইতে মাছ ধরিতেছে।
বালক খেলিবার জন্য তাহার বাক্স হইতে মার্ব্বল আনিতেছে।
কাঠুরিয়া পোড়াইবার জন্য (burn) তাহার কুড়াল দিয়া কাঠ কাটিতেছে।
সৈন্য হত্যা করিবার জন্য দোকান হইতে বন্দুক কিনিতেছে।
মাছরাঙা (kingfisher) মাছ ধরিবার জন্য জলের মধ্যে ডুব দিতেছে।
ছাত্র লিখিবার জন্য টেবিল হইতে কলম আনিতেছে।
খুড়া সাঁতরাইবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন।

The carpenter makes a chair to sell it to my father.
The driver harnesses the horse to drive him to the market.
The peasant goes to the town to sell his corn to the merchant.
The sweeper sweeps the dirt into the ditch to clean the room.
The cook brings water to the kitchen to boil the rice.
The girl calls the cat to feed it with milk.

শিশু তাহার পাঠ লইবার জন্য স্কুলে আসিতেছে।
কুমারী জল লইবার জন্য কূপে যাইতেছে।

রাজা পূজা করিবার জন্য (pray) ঘোড়ায় চড়িয়া মন্দিরে যাইতেছেন।
মুটে তরকারী (vegetables) কিনিবার জন্য হাটে দৌড়িতেছে।
সৈন্য যুদ্ধ করিবার জন্য (fight) সহরে কুচ্ করিয়া যাইতেছে।
চড়াই তাহার বাচ্চাদের (young ones) খাওয়াইবার জন্য নীড়ে উড়িয়া যাইতেছে।
রাণী ফুল সংগ্রহ করিবার (gather) জন্য গাড়ি করিয়া বাগানে যাইতেছেন (drive)।

১। বহুবচন করাও।
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। যথাযোগ্য ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।
৫। There is যোগে নিষ্পন্ন করাও।
৬। প্রশ্নোত্তর, ক্রিয়ার বিশেষণ ব্যতিরেকে ও যোগে, বহুবচনে, ও অতীত ভবিষ্যতে।

(১০)

with, সহিত

অনুবাদ কর।

The boy comes to the school with his brother. *
The maiden goes to the well with her pitcher.
The sparrow flies to its nest with food.
The soldier marches to the town with his gun.
The king drives to the temple with his queen.
The woman runs to the market with vegetables.
The student hastens to his teacher with his books.
The gardener comes to the garden with his spade.
The hunter rides to the wood with his spear.
The peasant goes to the field with his plough.

* এই সঙ্গে without শব্দটির ব্যবহারও শিখাইতে হইবে।

১। বহুবচন করাও।

২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। যথাযোগ্য ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।

৫। There is যোগে নিষ্পন্ন করাও।

৬। উল্লিখিত উভয় প্রকারে প্রশ্নোত্তর। প্রশ্নের নমুনা—

Who comes? Where does he come? Whom does he come with? Who goes? Where does he go? What has she with her?

অনুবাদ কর।

কাঠুরিয়া তাহার ভাইয়ের সঙ্গে কুড়াল দিয়া কাঠ কাটিতেছে।
কুমারী তাহার মাতার সঙ্গে কলসী করিয়া জল আনিতেছে।
গ্রামবাসী মিস্ত্রির সঙ্গে ইঁট দিয়া মন্দির গড়িতেছে।
স্বামী তাহার স্ত্রীর সহিত তাঁত দিয়া একখানা কাপড় বুনিতেছে।
দরজী তাহার মজুরদের (men) সঙ্গে কাঁচি দিয়া কাপড় কাটিতেছে।
কৃষক তাহার পুত্রদের সহিত লাঙ্গল দিয়া ক্ষেত চষিতেছে (tills)।
বালক তাহার বন্ধুদের সঙ্গে মার্ব্বল লইয়া খেলিতেছে।
রাজা তাঁহার সৈন্যসহ কামান দিয়া লড়িতেছেন।
প্রভু তাঁহার ভৃত্যদের সঙ্গে একটা শিকল দিয়া হাতি বাঁধিতেছেন।
শিকারী তাহার অনুচরদের সঙ্গে বর্শায় করিয়া বাঘ মারিতেছে।

১। বহুবচন করাও।

২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। যথাযোগ্য ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।

৫। There is যোগে নিষ্পন্ন করাও।

৬। উল্লিখিত উভয় প্রকারে প্রশ্নোত্তর।

(১১)

Present Continuous, (কিয়ৎকালব্যাপী)

"খাইতেছে" "হাসিতেছে" "খেলিতেছে" শব্দগুলি ইংরাজিতে eats, laughs, plays, ও is eating, is laughing, is playing, উভয় রূপেই তর্জ্জমা করা যাইতে পারে। রূপভেদে

অর্থেরও কিছু প্রভেদ হয়। The girl laughs বলিলে শুদ্ধ মাত্র ক্রিয়ার বর্ত্তমানতা বুঝায়, The girl is laughing বলিলে ক্রিয়ার বর্ত্তমান ত বুঝায়ই, অধিকন্তু তাহার কিয়ৎকাল-ব্যাপকত্বও বুঝায় অর্থাৎ যে মুহূর্ত্তে ক্রিয়াটির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, সেই মুহূর্ত্তে ক্রিয়াটি চলিতেছে, তখনও সমাপ্ত হয় নাই। ক্রিয়া সেই মুহূর্ত্তের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী ও কিছু পরবর্ত্তী সময় অধিকার করিয়া রহিয়াছে। অতীত এবং ভবিষ্যতেও is -ing যোগে অর্থ ভিন্ন হয়। The boy was eating, অথবা The boy will be eating বলিলে বুঝায় যে ক্রিয়াটি একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে চলিতেছিল বা চলিবে, যে সময়ে অন্য কিছু ঘটিতেছিল বা ঘটিবে—যথা The boy was eating when you saw him, The boy will be eating when you will see him, ইত্যাদি। এই প্রভেদটি শিক্ষক ছাত্রদের ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন।

১। প্রথম পাঠ হইতে দশম পাঠ পর্য্যন্ত সমুদয় ইংরাজি ক্রিয়াগুলি is -ing দিয়া রূপান্তর কর। বহুবচন কর। অর্থের প্রভেদ বুঝাইয়া দাও।

২। রূপান্তর করিয়া বাক্যকে অতীত ও ভবিষ্যৎ কর। অর্থের প্রভেদ বুঝাইয়া দিতে হইবে।

৩। রূপান্তর করিয়া বাক্যকে নেতিবাচক কর। যথা The boy is not eating ইত্যাদি।

৪। এই বাক্যে ক্রিয়ার বিশেষণ যুক্ত কর—যথা The boy is not eating quietly.

৫। যথাযোগ্য স্থানে There is যোগে নিষ্পন্ন কর—যথা—There is a boy who is eating, There is a boy who is throwing his marble into the well ইত্যাদি।

৬। প্রশ্নের নমুনা—

What is the boy doing? Is the boy eating? Is he running? Where is he eating? &c. এইরূপে বহুবচনে, অতীত ভবিষ্যতে ও ক্রিয়ার বিশেষণ যোগে প্রশ্নোত্তর।

Present অভ্যাসসূচক।

বাংলায় "খায়" ও "খাইতেছে" "হাসে" ও "হাসিতেছে" প্রভৃতি শব্দগুলির অর্থ একরূপ নহে। "খায়" "হাসে" ইত্যাদি শব্দে "খাইয়া থাকে," "হাসিয়া থাকে" ইত্যাদি বুঝায়। শিক্ষক বুঝাইয়া দিবেন, The boy goes to the school বলিলে "বালকটি স্কুলে যাইতেছে" বুঝায় এবং "বালক স্কুলে গিয়া থাকে" ইহাও বুঝায়। একটি বিশেষ বালকের প্রসঙ্গে অতীত কালে used to ব্যবহার হয়, ভবিষ্যৎ কালে will প্রয়োগ হয়। নিত্য নিয়ম অর্থে অতীত কালে used to বা ভবিষ্যতে will হয় না, যেখানে অতীত কালে কোন ঘটনা

নিয়মমত ঘটিত এখন আর ঘটে না অথবা ভবিষ্যতে ঘটিবে এখন ঘটিতেছে না সেইখানেই অতীতে used to ও ভবিষ্যতে will প্রয়োগ হয়। Kingfishers eat fish বলিলে অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সর্ব্বকালেই মাছরাঙা মাছ খায় ইহাই বুঝায়। Kingfishers used to eat fish বলিলে বুঝায় যে পূর্ব্বে খাইত বটে এখন আর খায় না।

অনুবাদ কর।

He comes to school every day.
I go to Darjeeling every summer.
They take their meals twice a day.
You get your leave three times a year.
The girl goes to her father's house in the evening.
Our teacher takes his bath early in the morning.
Your nephew returns home late in the evening.
The lion roars terribly.
The horse runs swiftly.
They write good English.
We take our bread without sugar.
Man comes into the world to learn.
Tigers kill their prey.
Birds fly in the air.
Snakes glide on the earth.

১। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও। অতীত একবার used to দিয়া ও একবার না দিয়া করাইতে হইবে। উভয়রূপ অতীত ও ভবিষ্যতে কিরূপ অর্থ হয় বলাইতে হইবে।

২। একবচনকে বহুবচন ও বহুবচনকে একবচন কর। শিক্ষককে বলিয়া দিতে হইবে যে বচনান্তর একটু সতর্কতার সহিত করিতে হইবে। The lion roars terriblyর বহুবচন দুইরূপ হইতে পারে। Lions roar terribly এবং The lions roar terribly; প্রথমোক্ত বাক্যটিতে সিংহজাতি এবং শেষোক্ত বাক্যটিতে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সিংহের উল্লেখ পাওয়া যায়।

৩। প্রথম হইতে দশম পাঠ পর্য্যন্ত সমুদয় বাঙলা ক্রিয়াগুলি যথাসম্ভব অভ্যাসসূচক আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া অনুবাদ করাও, দৃষ্টান্ত যথা, আমি চাক দিয়া পেয়ালা গড়ি, সে

তাঁত দিয়া কাপড় বোনে, তুমি বাটালি দিয়া মূর্ত্তি খোদ, কাক বাস করিবার জন্ম বাসা তৈরি করে ইত্যাদি।

৪। প্রথম হইতে দশম পাঠ পর্য্যন্ত সমুদায় ইংরাজি ক্রিয়াগুলি দুই প্রকারে বাঙ্গালায় তর্জ্জমা করাও। যথা, বালকটি খাইতেছে, বালকটি খায় ইত্যাদি।

(১৩)

Participle যোগে By

অনুবাদ কর।

The woodman makes a path by cutting down the trees. *
The tailor makes his living by selling coats.
The beggar maintains himself by begging his food.
The fisherman catches fish by casting his net.
The porter earns money by carrying wood.
The servant cools the room by sprinkling water.
The tortoise saves its life by jumping into the river.
The cowherd fastens the ox by tying him to a post.
The peasant prepares his meal by boiling rice.
The traveller makes a fire by burning the dry grass.
The dog shows his delight by wagging his tail.

১। বচনান্তর করাও।
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। There is যোগে নিষ্পন্ন করাও।
৫। "To" যোগে নিষ্পন্ন করাও, যথা—The woodman cuts the trees to make

* বলা আবশ্যক এইরূপ sentence "by" যোগে এবং "by" বাদ দিয়াও শুদ্ধ participle দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে। বাঙলাতেও এরূপ হয়, যথা—কাঠুরিয়া বৃক্ষ কর্ত্তনের দ্বারা পথ প্রস্তুত করিতেছে, এবং কাঠুরিয়া কাঠ কাটিয়া পথ প্রস্তুত করিতেছে।

a path। বিকল্পে "for" যোগে যথা—The woodman cuts the trees for making a path।

৬। প্রশ্নোত্তর।

(১৪)

অসমাপিকা ক্রিয়া।

অনুবাদ কর।

The gentleman, coming into the room, shut the door.
The lady, going into the shop, bought some silk.
The horse, jumping into the ditch, broke his leg.
The child, falling into the mud, began to cry.
The dog ran to the stable barking.
The tiger, falling upon his prey, killed it.
The baby smiled lying on its back.
The watch-man, climbing up the tree, saw the fire.
The beggar came to beg singing.
The girl stretching her arms ran to her mother.
The woman spreading her mat tried to sleep.

১। বহুবচন করাও।

২। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। There is যোগে নিষ্পন্ন করাও।

৪। "And" যোগে নিষ্পন্ন করাও। যথা—The gentleman came into the room and shut the door.

অনুবাদ কর।

শিক্ষক চৌকিতে বসিয়া তাঁহার ক্লাসকে শিক্ষা দেন (teaches)।
খোকা বিছানায় শুইয়া তাহার দুধ খায়।

---

* এইরূপ sentence ত্রয়োদশ পাঠের sentenceএর মত বিকল্পে by দিয়া নিষ্পন্ন করা যায় না।

বালক তাহার বই বহন করিয়া স্কুলে যায়।
ছেলেটি প্রদীপ নিবাইয়া (put out) তাহার বিছানায় যায়।
পাখী তাহার ডানা ছড়াইয়া (stretch) দিয়া উড়িতে আরম্ভ করে।
হাতি তাহার শুঁড় তুলিয়া জলে ডুব দেয়।
উত্তর হইতে আসিয়া সৈন্যগণ পূর্ব্বদিকে কুচ্ করিয়া যাইতেছে।
জলে ঝাঁপ দিয়া মাল্লা জাহাজের দিকে সাঁতরাইতেছে।
লাঙ্গল বহিয়া চাষা মাঠে যাইতেছে।

১। বহুবচন করাও।
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
৩। And যোগে নিষ্পন্ন করাও।

(১৫)

অসমাপিকা অন্যরূপ (করিতে করিতে)

The queen walks in the garden gathering flowers.
The woman takes her food basking in the sun.
The maiden does her work smiling and singing.
The child takes its bath weeping and screaming.
The reaper works in the field singing a song.
The dog, wagging his tail, licked his master's hand.
The boys left their school making great noise.
The birds hopped about in the sun twittering.
Foaming and eddying the river rushed on.
Galloping his horse the soldier entered the town.

১। অতীতকে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানকে অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
২। যেযে sentenceএ "while" যোগ করা চলে তাহাতে while যোগ করাও, যথা—
While walking in the garden the queen gathered flowers.

Perfect tense

অনুবাদ কর।

The boy has eaten his dinner.
The children have read their book.
I have done my work.
He has cried before his father.
You have stood behind the hedge.
They have laughed without reason.
His daughter has written a letter.
The fruit has fallen on the ground.
The diamond has sparkled upon the ring.
The star has risen into the sky.
The student has walked along the road.
The horses have run across the meadow.
The boy has sat beside his father.

১। বচন পরিবর্ত্তন করাও।

২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। ক্রিয়াগুলি is -ing রূপে পরিবর্ত্তিত কর। is -ing ও has যোগে অর্থের কিরূপ প্রভেদ হয় তাহা বহুতর দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতে হইবে। Tense পরিবর্ত্তনের সময় প্রত্যেক বার বাঙলাটি বলাইয়া লইবে।

(১৭)

এই ভাগের ১ম হইতে ১৬শ পাঠ পর্য্যন্ত ইংরাজি বাঙলা সমস্ত present ক্রিয়াগুলি perfect করাইয়া লইবে এবং নানা প্রকারে tense পরিবর্ত্তন ও সম্ভবপর স্থানে পরিবর্ত্তন করাইয়া লইবে।

ইংরাজি সোপান।

তৃতীয় ভাগ।

CHAPTER I.

CONCORD.

LESSON I.

The white bear lives in the cold North.

Seals live in the water of the frozen seas.

The prince landed in Ceylon on New Year's morning.

Bombay is a large city on the West Coast of India.

All the boys of Hindustan know the camel.

The goat has a long beard and long horns.

Small bells are hung round the neck of the goat.

A young goat is called a kid.

Every Indian boy knows the plantain tree with its nice soft and sweet fruit.

At one time there were many things in India.

There is a hawk high up in the sky.

Most boys have something made of silk.

Exercise.

১। অনুবাদ কর।

২। কর্ত্তার বচন অনুসারে ক্রিয়ার বচনে যে পার্থক্য হয় তাহা উল্লিখিত উদাহরণ হইতে ছাত্রদিগকে বাহির করিতে হইবে। কেবল present and present perfect tenseএ এই পার্থক্য বুঝা যায়। অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে সাধারণত বুঝা যায় না। tense বদলাইয়া বুঝাইতে হইবে।

৩। Conversation :—

Who landed ? The prince landed. Did the prince land ? Yes, the prince landed. Where did the prince land ? The prince landed in Ceylon. Did the prince land in Java ? No, the prince did not land in Java ; the prince landed in Ceylon. When did the prince land ? The prince landed in New Year's morning. এই প্রকারে অন্যান্য গুলিকেও প্রশ্নোত্তর করাইতে হইবে।

৪। ইংরাজি কর :—

খরগোসেরা মাটির তলার গর্ত্তে বাস করে। তিনি মে মাসের প্রথম দিনে বঙ্গে পৌঁছিয়াছিলেন। এক সময়ে বাংলা দেশে অনেক পোর্টুগিজ বাস করিত। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব উপকূলে মাদ্রাজ একটা বড় সহর। এস্কিমোরা বরফের মধ্যে শীল শিকার করে। আরবেরা উটের উপর মরুভূমিতে চলে।

৫। সংশোধন কর :—

You was in school yesterday. That lazy boy do not mean to try. The child's hands is cold. Your brothers has been in the garden. On the table there was two long pipes. Dogs is very faithful to their masters. There is five pigs in the sky. Don't he run fast ? A knowledge of languages are often very useful. The number of soldiers were very great.

LESSON II.

Ram and his sister were absent from town.

The King and the Queen have returned to London.

Ceylon and Japan are two islands.

The boys and the girls were playing in the meadow.

A lion and an ass went out to hunt.

The horse, the sheep and the cow are called domestic animals.

Both the cat and the dog are black.

Both the man and his wife have left the country.

Exercise.

১। অনুবাদ কর এবং tense বদ্‌লাও।

২। And, both দিয়া দুই কর্ত্তৃপদকে যোগ করিলে ক্রিয়ার বচনের কি পরিবর্ত্তন হয় তাহা ছাত্রদিগকে ঠিক করিতে হইবে। কর্ত্তা বহুবচন হইলে ক্রিয়াও বহুবচন হয় ইহা ছাত্রদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে। দুইটি একবচনের কর্ত্তৃপদকে and বা both দিয়া যোগ করিলে তাহারা উভয়ে মিলিয়া যে বহুবচন হয় এবং সেই জন্য ক্রিয়াও বহুবচন হইবে তাহাই বুঝাইতে হইবে।

৩। Conversation :—

Who were absent ? Ram and his sister were absent. Where were they absent from ? They were absent from town. Were they absent from school ? No, they were not absent from school ; they were absent from town. Were they not absent from town ? Yes, they were absent from town. Were they in the town ? No, they were not in the town. They were absent from town. ইত্যাদি।

৪। অনুবাদ কর :—(and এবং both দিয়া দুই প্রকারে অনুবাদ করিতে হইবে।) রাম এবং তাহার ভাই উভয়েই স্কুলে উপস্থিত ছিল। কাক এবং অন্যান্য পাখিরা বাসার জন্য কাঠি বহন করিতেছে। কাঠুরিয়া এবং তাহার ভাই উভয়ে মিলিয়া কুড়াল দিয়া কাঠ কাটিতেছে। মা এবং কন্যা তাঁহাদের খাবার রাঁধিতেছেন। রাজা এবং তাঁহার অনুচরবর্গ সহরের মধ্য দিয়া যাইতেছেন। উভয় ভৃত্যই অপরাধী। রাম এবং গোপাল উভয়েই অমনোযোগী।

৫। সংশোধন কর :—

Ram and he goes home together. Two and two makes four. Near the fire was the table and the chair. She and her brother has arrived. There's two or three of us coming to see you. On the table was two books and a pen. He and she was late. There is fifty sheep and a hundred cows grazing on the hill-side.

LESSON III.

My father or my brother is coming to meet me.
Either the master or the servant was present.
Neither difficulty nor danger frightens him.
Neither he nor his sister is coming to the garden.
Either the man or his wife has done this.
Neither the day nor the hour has been fixed.
Either the cat or the dog has eaten his meat.
Neither the king nor his son will go forth to battle.

Exercise.

১। অনুবাদ কর। tenseএর পরিবর্ত্তন কর।

২। or, either-or, বা neither-norএর স্থানে and বা both বসাইলে কি পরিবর্ত্তন হয়? or, either-or বা neither-nor থাকিলে ক্রিয়াপদ যে কেবল একটি কর্ত্তার সহিত মিল হইবে ইহাই লক্ষ্য করিতে হইবে।

৩। Either-or ও Neither-nor এক এক বার কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসাইয়া অর্থের কি পার্থক্য হয় দেখিতে হইবে।

৪। যদি দুই বা ততোধিক সংখ্যক কর্ত্তা থাকে এবং তন্মধ্যে কোনটি plural থাকে, তবে plural কর্ত্তাকে শেষে বসাইতে হইবে। যদি ভিন্ন ভিন্ন personএর কর্ত্তা হয় তবে second **personটি প্রথমে, তারপর third person** এবং শেষে first personএর কর্ত্তা বসিবে। যদি একটি কর্ত্তা বহুবচন হয় তবে ক্রিয়া বহুবচন হইবে। ভিন্ন ভিন্ন personএর কর্ত্তা থাকিলে শেষের কর্ত্তার সহিত মিল হইবে। যথা

(1) He or his servants were present.

(2) Either he or I **am in the wrong.**

৫। যদি **একটি প্রধান কর্ত্তার সঙ্গে অন্যান্য কর্ত্তৃপদ with, together with,** in addition to, as well as, দিয়া **যুক্ত থাকে তবে ক্রিয়া কেবল মাত্র প্রধান কর্ত্তার** অনুযায়ী হইবে। **উল্লিখিত উদাহরণে or, either-or, neither-nor স্থলে এইগুলি** বসাইয়া বুঝাইতে হইবে।

৬। Or, Either-or, Neither-nor, with, in addition to, as well as, দিয়া অনুবাদ কর :—

হয় ছেলেটি নয় মেয়েটি উপস্থিত ছিল। সেও আসছে না তার ভাইও আসছে না। ছালা শুদ্ধ শস্যের ওজন এক মণ। সিংহ এবং ব্যাঘ্র মাংস খায়। জিনিষ পত্র শুদ্ধ বাড়িটা পুড়িয়া গেছে। শিকারি তাহার কুকুর দল লইয়া শিয়াল শিকার করিতেছে। তিনিও সন্তুষ্ট হন নাই আমিও হই নাই। আমার মা কিম্বা আমার দিদি নিশ্চয় আসবেন। দিন, ক্ষণ কিছুই স্থির হয় নাই।

৭। ভুল সংশোধন কর :—

Ignorance or negligence have been the cause of his ruin. There were neither honesty nor decency in his conduct. Haste or folly are his faults. Neither Holland nor France are rich in minerals. Either Ram or his brother were present. The man with all his faults were loved. The cat as well as the dog are white. The house with furniture are worth a thousand rupees.

CHAPTER IV.

DEGREES OF COMPARISON.

LESSON I.

The book is large. The new book is larger than the old one. The dictionary is the largest of all.

The boy's knife is sharp. The doctor's lancet is sharper than the knife. The razor is the sharpest of all.

The river is broader than the broad carriage drive.

The Ganges is the largest river in India.

Ram is tall. No boy is taller than Ram. Ram is the tallest boy in his class.

We have never had any batch lazier than the present. Vishma was one of the greatest warriors of his age.

Exercise.

১। অনুবাদ কর।

২। Large, larger, largest, প্রভৃতির অর্থের পার্থক্য ও কোথায় কোনটি ব্যবহৃত হইবে তাহা বুঝাইতে হইবে। r, er, দিয়া Comparative এবং st, est, দিয়া Superlative হয়, এবং Comparativeএর পরে than এবং Superlativeএর আগে the হয়, ইহা ছাত্রদিগকে বাহির করিতে হইবে। Comparative, Superlativeএর অর্থ।

৩। অনুবাদ কর:—

শিখ সৈন্যেরা গুর্খা সৈন্যদের অপেক্ষা লম্বা। শিখেরা সব সৈন্য অপেক্ষা লম্বা। রাম শ্যামের চেয়ে কুড়ে। আমার ছাত্রেরা সব চেয়ে কুড়ে। Alps অপেক্ষা হিমালয় উচ্চ। কাঞ্চনজঙ্ঘা হিমালয়ের এক উচ্চ চূড়া। গৌরীশঙ্কর তার চেয়ে উঁচু। গৌরীশঙ্কর পৃথিবীর সব পর্ব্বতের চেয়ে উঁচু।

চিনেরা পৃথিবীর সব চেয়ে পুরাণ জাতি কি না জানি না। কালকের চেয়ে আজ গরম বেশী। সে অন্য ছাত্র অপেক্ষা অনেক বেশী পরিশ্রমী। এই কাঁচির চেয়ে ছুরীটা বেশী ধারাল। আমার ছাতার চেয়ে তোমার ছাতা অনেক বড়। পাকা ফল কাঁচা ফলের চেয়ে মিষ্ট।

৪। Conversation :—

What is larger? The book is larger. Is the new book smaller than the old one? No, the new book is not smaller than the old one; it is larger than the old one. Which book is larger, the new or the old? The new book is larger. Is not the new book larger than the old one? Yes, the new book is larger than the old one. Which is the largest book? The dictionary is the largest of all. ইত্যাদি।

৫। সংশোধন কর :—

His umbrella is large than mine. This cat is black than that cat. My horse runs swift than yours. Kedar talks loud than his brother. Nirode is the young of all boys.

LESSON II.

The sun is more brilliant than the moon.

Kalidas was the most famous poet of ancient India.

A virtuous man is more precious than rubies.

He was less skilful than his brother. He was the least skilful of all men.

Ram's manner was less rude than his father's.

Exercise.

১। অনুবাদ কর।

২। পূর্ব্ব পাঠের উদাহরণে r, er, st, est, দিয়া যাহা হইতেছিল এখানে more, most, less, least, দিয়া তাহাই হইতেছে। কথা বড় হইলে r, er, st, estর

বদলে more, most, less, least বিশেষণের পূর্ব্বে বসে। ইহাই সাধারণ নিয়ম।

৩। কতকগুলি বিশেষণ আছে তাহাদের সম্বন্ধে কোন বিশেষ নিয়ম নাই। তাহাদের Comparative, Superlative পৃথক্ কথা দিয়া হয়। যথা :

Good,	better,	best.
Bad,	worse,	worst.
Late,	later, latter,	latest, last.

ইত্যাদি। উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে হইবে।

৪। সংশোধন কর :—

Diamond is the preciousest of all metals. This is the beautifulest river-side that I have seen. Shakspeare is the famousest poet of England in the time of Elizabeth. You are a more intelligenter boy than your brother. The native carpenters are less skilfuler than the Japanese carpenters. Ram is diligenter than any of his class mates. There is nothing in this world that I should like best than a long ride.

৫। অনুবাদ কর :—

তোমার হাতের লেখা গোপালের চেয়ে ভাল। তিনি আমাদের ভাইদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। এই পুস্তকের সর্ব্বশেষ সংস্করণ দেখিয়াছ কি? তিনি আমার চেয়ে দূরে গিয়াছিলেন। এই ঘরটা এই বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে ভিতরকার ঘর। এই ঘরটা সব চেয়ে বাহিরের ঘর। সর্ব্বোচ্চতলে একটি কাচের ঘর আছে। ছেলেদের মধ্যে রাম সব চেয়ে কাজের। তুমি সব চেয়ে অসুবিধার সময় এসেছ। এই কাজটা ও কাজের চেয়ে বেশী দরকারী। গাড়ীতে চড়ে বেড়ানর চেয়ে হেঁটে বেড়ান বেশী আমোদের।

CHAPTER VI.

[সাধারণত বাক্যের (sentence) দুইটি প্রধান ভাগ, কর্ত্তা ও ক্রিয়া। যথা The horse neighs. The ass brays. The cat mews. কিন্তু ক্রিয়া যদি সকর্ম্মক হয় তবে বাক্যের তিনটি ভাগ কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়া। যথা—

The soldiers fight battles.

The servant swept the room.

The dog bit the beggar.

We have won prizes.

কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া আবার বিশেষণযুক্ত হইতে পারে। আমরা প্রথমে কর্ত্তৃপদের বিশেষণের কথা বলিব।]

LESSON I.

Good boys work.

The good boys *of the village* work.

The good boys *of the village wishing to please their master* work.

উল্লিখিত বাক্য(sentence)গুলিতে good, of the village, wishing to please their masters বাক্যাংশগুলি কর্ত্তাপদের গুণবাচক অর্থাৎ বিশেষণ।

Vessels made of backed clay are porous.

The stem of plants makes its way up towards light and air.

The hard white loaf sugar is made from coarse brown moist sugar.

Most of our plants in the garden perish entirely in winter.

The poor woman standing at her window and looking into the garden saw the king pass by.

Exercise.

১। অনুবাদ কর ও বিশেষণগুলি দেখাও।

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির কর্তৃপদে বিশেষণ যোগ কর :—

The King sent his wife to exile. The boy won the prize.

The servant took the ring. The beggar stole the bag. The soldier fell in the battle. The prince conquered the country.

৩। অনুবাদ কর :—ডেনেদের বিজ্ঞ রাজা Canute ইংলণ্ডের রাজা হইয়াছিলেন। মৎস্য, বেঙ এবং সরীসৃপগণের রক্ত ঠাণ্ডা বলিয়া. তাদের চামড়া অনাবৃত (naked). থারমোমিটারের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তরল পদার্থ হচ্ছে পারা। শরীরের সমস্ত রক্ত সরু সরু শিরার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। সমস্ত পদার্থই জলে ডুবাইলে ওজনে বাড়িয়া যায়।

Conversation :—যে কোন একটি বাক্য (sentence) লইয়া পূর্ব্বের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতে হইবে।

LESSON II.

[পূর্ব্ব পাঠে যে প্রকার কর্ত্তার বিশেষণ দেখান হইল, তা' ছাড়া একটি পুরা বাক্যও কর্তৃপদের বিশেষণ হইতে পারে। যথা :—

Akbar who was a good king ruled his kingdom wisely.

The letter which you have written is long. The books which you have given to my brother are good. The essay that you want is short.

এই সকল স্থলে who was a good king, which you have written, which you have given to my brother, that you want—এই বাক্যগুলি কর্তৃপদের বিশেষণ—adjunct. এখানে who, which, that প্রভৃতি কর্ত্তার বচনের অনুরূপ।]

The boy whose name is Ram broke the window. The house that was built by the mason is very nice.

Nero who was the Emperor of the Roman Empire was fiddling when Rome was burning.

The boy who was set to watch a flock of sheep cried out "The wolf, the wolf."

The men who heard him came to his help. The wolf that nearly killed half of his flock fled away.

Columbus who was a native of Genoa discovered America.

The boy who was with the cart patted the horse. The poor blind man whom you saw yesterday is coming this way.

Exercise.

১। অর্থ কর এবং বিশেষণ নির্দ্দেশ কর।

২। এই প্রকার বিশেষণ যোগ কর :—

The story is true. He spoke the truth. The dog could not enter the room. The man. The horse is in the stable.

The King spoke to his subjects. The overcoat is torn. Kalidas is the greatest poet. They sent for the police.

৩। এমন কোন নোঙ্গর ছিল না যদ্দ্বারা জাহাজ বাঁধা যাইতে পারে। রাজপুত্র যিনি চমৎকার ঘোড়সওয়ার ছিলেন, তিনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন।

নেপোলিয়ান যিনি তাঁর সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন তিনি ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রচুর ধন সম্পদ তাঁহাকে ঈর্ষাভাজন করেছিল। যে পাখী সতর্ক হয় সে জাল এড়াইয়া চলে। অদূরে যে পাহাড় দেখিতেছ তাহা এখান হইতে পাঁচ মাইল দূরে। সাজাহান যাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল তিনি শেষ বয়স কারাগারে যাপন করেছিলেন। ছুতার নির্ম্মিত খাবারের আলমারী সুন্দর হইয়াছে। নিগ্রোদের বাসস্থান আফ্রিকা অত্যন্ত গরম দেশ। যে বইগুলি তুমি কাল কিনিয়া পাঠাইয়াছ তাহা পাইয়াছি।

LESSON III.

[যে প্রকারে কর্ত্তৃপদের বিশেষণ যোগ করা হইল কর্ম্মপদের বিশেষণও সেই প্রকারেই যোগ করা যাইতে পারে। নিয়ম একই, যথা :—

Ram took *a big red* book.

I saw the man *wounded in the battle.*

The boy drove the birds *that were eating the corn.*]

Exercise.

১। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির কর্ম্মপদে বিশেষণ যোগ কর :—

The girl is minding the baby. The wicked boy threw a stone.

The servant swept the room. His daughter milks the cow.

The artist painted the picture. The fire destroyed the houses.

The children drowned the kittens. He teaches Geography.

২। উল্লিখিত বাক্যগুলির কর্ত্তৃ ও কর্ম্মপদে নানা প্রকারের বিশেষণ যোগ করিতে হইবে।

৩। তুমি এমন অপরাধ করিয়াছ যাহা মার্জ্জনা করা চলে না। ভৃত্য সেই বাড়ীর মধ্যে প্রত্যেক ঘর ঝাঁট দিয়াছিল। বালকেরা তাহাদের পাঠ শিখিয়াছিল। বালকেরা তাহাদের কঠিন বাড়ীর পাঠ শিখিয়াছিল। বালকেরা তাহাদের জ্যামিতি সম্বন্ধে কঠিন বাড়ীর পাঠ শিখিয়াছিল। বালকেরা তাহাদের জ্যামিতি সম্বন্ধে কঠিন বাড়ীর পাঠ যাহা তাহাদের শিক্ষক দিয়াছিলেন তাহা শিখিয়াছিল।

মালী আলু খুঁড়িয়া তুলিতেছে। মালী যে আলু লাগাইয়াছিল তাহা তুলিতেছে। মালী নিজের হাতে যে আলু লাগাইয়াছিল তাহা তুলিতেছে।

আমরা একটি ঘোড়া দেখিয়াছি। আমি একটি টাট্টু ঘোড়া দেখিয়াছি। আমি একটি নূতন টাট্টু ঘোড়া দেখিয়াছি। আমি আমাদের প্রতিবেশী যে নূতন টাট্টু ঘোড়া কিনিয়াছেন, তাহা দেখিয়াছি।

এটা এমন একটা ব্যাপার যাহার প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

LESSON IV.

[যে প্রকারে কর্ত্তা ও কর্ম্মকে বিশেষণ যুক্ত করা হইল, ক্রিয়াকেও তেমনি বিশেষণ যুক্ত করা যাইতে পারে। যথা :—

The boys work *diligently.*

The boys work *now.*

The boys work *now in the school.*

The boys work *to please their teacher.*

The boys *now work diligently in the school to please their teacher.*

এখানে diligently, now, in the school, to please their teacher, যে—work—ক্রিয়ার বিশেষণ—শিক্ষক মহাশয় এখানে এইটুকু বুঝাইবেন, যে ক্রিয়ার বিশেষণ ক্রিয়া কেমন করিয়া কখন, কোথায়, এবং কেন সম্পন্ন হইতেছে ইহাই বুঝায়। যথা কেমন করিয়া কাজ করিতেছে? Diligently. কখন? এই সময়ে। কোথায়? স্কুলে, ইত্যাদি।]

Tom's brother will come to-morrow.

The careless girl was looking off her book.

Pretty flowers grow in my garden all through the year.

The poor slave was crying bitterly over the loss of her child.

The great bell was tolling slowly for the death of the queen.

I am going to Calcutta on the 15th of the next month.

The white bear lives in the cold north.

Exercise.

১। অর্থ কর এবং ক্রিয়ার বিশেষণ বাহির কর।

২। নিম্নলিখিত ছত্রগুলিতে ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ কর :—

The horse ran. The naughty child broke the picture. Ram struck the table. The leaves have fallen. The children were playing. The boat sank.

৩। রামের ভাই কাল আসিবেন। রামের ভাই যিনি পশ্চিমে কাজ করেন তিনি কাল আসিবেন। রামের ভাই যিনি পশ্চিমে কাজ করেন এবং এখান হইতে প্রায় ছয় মাস হইল গিয়াছেন তিনি কাল আসিবেন। রামের ভাই যিনি পশ্চিমে কাজ করেন এবং এখান হইতে প্রায় ছয় মাস হইল গিয়াছেন তিনি কাল সন্ধ্যা আটটার সময় passenger গাড়ীতে আসিবেন।

আমি পরের সপ্তাহে দাদার সঙ্গে কলিকাতায় যাইতেছি। আমার বাগানে বসন্ত

কালে অনেক সুন্দর ফুল ফোটে। একজন জ্যোতিষী তারা দেখিতে দেখিতে গভীর কূপে পড়িয়া গিয়াছিলেন। একজন দরবেশ তাতারদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে বল্কনগরে পৌঁছিয়া সরাই মনে করিয়া ভ্রমক্রমে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এলেক্‌জাণ্ডার যিনি ম্যাসিডনের রাজা ছিলেন তিনি পারস্য সাম্রাজ্য জয় করিয়া ভারতবর্ষে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন।

LESSON V.

[একটি সমগ্র বাক্য—Sentence যেমন কর্ত্তা কর্ম্মের বিশেষণ হইতে পারে তেমনি ক্রিয়ার বিশেষণও হইতে পারে, যথা :—

One Sunday while his brother was at supper, he entered the room.

এখানে one Sunday while his brother was at supper—একটি পরা sentence, ইহা entered ক্রিয়ার বিশেষণ। এইরূপে when, where, how, why—সকল প্রকারের ক্রিয়ার বিশেষণ উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।]

I shall go to town if you wish it.

Make hay while the sun shines.

I had a fever when I was at Bolpore.

The soldiers went wherever he wanted them to go.

If he had known his wish, the King would have granted it.

If you do not work hard, your teacher will be very angry.

As two friends were travelling through a wood a bear rushed upon them.

As the axe was his living, he was sorry to lose it.

When the villagers ran to help him, he laughed at them for their pains.

Exercise.

১। অর্থ কর, ক্রিয়ার বিশেষণ বাহির কর, এবং তাহারা কোন্ শ্রেণীর বল।

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির ক্রিয়াতে বিবিধ প্রকারের বিশেষণ যোগ কর :—

The boy was tending his flock.

The farmer placed his net. The wolf saw a lamb. A goat fell into a well. A grass-hopper came to an ant. The mice held a meeting.

৩। অনুবাদ কর :—

তোমাকে খুসী হইয়া আমি টাকা ধার দিতাম যদি আমার নিজের পকেটে কিছু থাকিত।

সে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে কারণ সে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছে।

যাহাতে মানুষ জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে সেই জন্য তাহাকে কর্ম্ম করিতেই হয়।

সে দরিদ্র হইলেও সে সৎ। আমি যতদূর বলিতে পারি ইহা কখনই সত্য নয়। খাবারের অভাব হইয়াছিল বলিয়া নাবিকেরা মরিয়া গেল। বীরেরা যেমন যুদ্ধ করে সৈন্যেরা তেমনি করিয়া লড়িয়াছিল। আমরা যেমন সংবাদ পাইলাম অমনি যাত্রা করিলাম। সে এত চালাক যে তাহাকে ঠকান চলে না। তুমি দুর্ব্বলই থাকিবে যদি ব্যায়াম চর্চ্চা না কর। তুমি যাই বল না কেন আমি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। অনেক অতিথি একসঙ্গে আসিয়াছিলেন সুতরাং আমাদের খানিকটা অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল।

CHAPTER VII.

A. We get holidays twice a year.
The boat sank in the lake.
The child fell from the upper window.
He cut my book with his knife.

B. He that walks uprightly walks surely.
Allahabad is a city which stands at the junction of the Ganges and the Jumna.
A fakeer who seemed proud of his rags passed through our village yesterday.

I once had a dog whose name was Tiger.

Ram got a nice toy which his father brought from town.

After he had rested for some hours in the shepherd's hut, he started for Benares.

As the wind was favourable we set sail at once.

C. The rain descended, the floods came and the winds blew and beat against the house, and it fell.

The boys are idle when they are students and throw their books aside as soon as they pass.

Exercise.

১। অনুবাদ কর। এই তিন প্রকার বাক্যের (sentence) মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য কর।

২। লক্ষ্য করিতে হইবে :—

(a) প্রথম প্রকার বাক্যের মধ্যে কেবল একটি কর্ত্তা এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া finite verb আছে তাহা simple sentence.

(b) দ্বিতীয় প্রকার Sentenceএ একটি প্রধান Sentence এবং তাহার অধীনে এক বা ততোধিক Sentence থাকিবে। অধীনস্থ Sentence—কর্ত্তা, কর্ম্ম বা ক্রিয়া কিংবা প্রধান Sentenceএর যে কোন একটা কথার বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত—ইহা Complex sentence.

(c) তৃতীয় প্রকার Sentenceএ দুই বা ততোধিক Simple বা complex sentence যুড়িয়া একটা Sentence হয়—ইহা Compound sentence.

(৩) অনুবাদ কর :—যুদ্ধের তারিখ আমার মনে নাই। কখন যুদ্ধ হইয়াছিল আমার মনে নাই। যুদ্ধ হইয়াছিল বটে কিন্তু তারিখ আমি ভুলিয়া গিয়াছি। অন্যত্র দরকারী কাজ ছিল বলিয়া তিনি সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। যে হেতু অন্যত্র দরকারী কাজ ছিল তাই তিনি সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাহার

নীচতার জন্য আমি তাহাকে ভালবাসি না। সে নীচ বলিয়া আমি তাহাকে ভালবাসি না। সে নীচ এবং সেই জন্য আমি তাহাকে ভালবাসি না। আমার Tiger নামে একটা কুকুর ছিল। আমার একটি কুকুর ছিল যাহার নাম Tiger. আমার একটি কুকুর ছিল, তাহার নাম ছিল Tiger. গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম স্থলে এলাহাবাদ নগর। এলাহাবাদ একটা নগর যাহা গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলে স্থিত। এলাহাবাদ একটি নগর এবং ইহা গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলে স্থিত। কয়েক ঘণ্টা কুটীরে বিশ্রাম করিয়া তিনি পুরীর দিকে যাত্রা করিলেন। কয়েক ঘণ্টা কুটীরে যখন বিশ্রাম করিয়াছেন তখন তিনি পুরীর দিকে যাত্রা করিলেন। কয়েক ঘণ্টা তিনি কুটীরে বিশ্রাম করিলেন এবং পরে পুরীর দিকে যাত্রা করিলেন।

অসুস্থ হইয়াছিল বলিয়া সে বিদ্যালয়ে হাঁটিয়া যাইতে পারিল না। সে অসুস্থ হইয়াছিল তজ্জন্য বিদ্যালয়ে হাঁটিয়া যাইতে পারিল না।

৪। Conversation :—

A. What did Ram get? Did he get the toy which Jadu brought yesterday? Where did his father bring it from?

B. What fell? How did it fall? Did the winds blow? Why did the house fall? etc.

৫। Analyse the following sentences :—(অর্থাৎ কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া এবং তাহাদের বিশেষণ নির্দ্দেশ কর)

They have begun a dispute that can never end. He died in the village in which he was born. We can prove that the earth is round. Here was a battle where neither side was victorious. Mercury is called quick-silver, and is nearly fourteen times as heavy as water. Do not urge him more lest he becomes angry. Though you do not hear their foot-steps their advance is certain.

৬। নিম্নলিখিত sentenceগুলিকে simple, complex এবং compound sentence করিয়া অনুবাদ কর :—

[উদাহরণ—অরণ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে আমি কুটীর দেখিতে পাইলাম।

(a) Wandering in the forest, I saw a cottage.

(b) As I was wandering in the forest, I saw a cottage.

(c) I wandered in the forest and saw a cottage.]

মাটির দিকে পড়িতে পড়িতে বালকটি জাল ধরিল।

পথে চলিতে চলিতে (walk) মুটে টাকার থলি পাইয়াছিল।

সহর হইতে কুচ করিতে করিতে সৈন্য শত্রুকে দেখিল।

ভয়ের (fight) সহিত চীৎকার করিতে করিতে বালক মাতার দিকে ছুটিয়া গেল।

সানন্দে গান গাহিতে গাহিতে চাতক আকাশে উঠিল। লজ্জার সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে বালিকা তাহার বিছানায় গেল।

রাগের সহিত গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে (growl) বাঘ হাতীর উপর লাফ মারিল (spring upon)।

কষ্টের সহিত চীৎকার করিতে করিতে (howl) কুকুর মাটির উপর গড়াইতে লাগিল (roll)।

আনন্দের সহিত নাচিতে নাচিতে কুমারী অরণ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল (roam)।

৭। অনুবাদ কর :—

বাগানের নীচে একটি গাছ আছে যাহার নীচে (under) চাকর দাঁড়ায়।

ঘরে একটি জানালা আছে যাহার কাছে (near) শিশু ঘুমায়।

পর্ব্বতের একটি শৃঙ্গ আছে যাহার উপরে (above) তারা জ্বলে।

মাতার একটি চাকর আছে যাহার সম্মুখে (before) বালিকাটি খায়।

পিতার একটি বাড়ী আছে যাহার পশ্চাতে (behind) একটি মন্দির আছে।

বাগানের চারিদিকে (round and around) একটি প্রাচীর আছে যাহার উপর (over) দিয়া লতা উঠে।

গ্রামে একটি ময়দান আছে যাহা পার হইয়া (across) ঘোড়া ছোটে।

জানালার একটি শাসি (glass-pane) আছে যাহার ভিতর দিয়া (through) সূর্য্য আভা দেয়।

খুড়ার একটি মন্দির আছে যাহার পাশে (beside) একটি পুকুর আছে।

আমার ভাইপোর একটি ক্ষেত আছে যাহা ছাড়াইয়া (beyond) একটি বন আছে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই (before) বালিকাটি তাহার বিছানায় ঘুমাইল।

যুদ্ধের পরে (after) সৈন্যেরা আনন্দের সহিত পতাকা উড়াইল (raise)। আমি গাছের নীচে দাঁড়াইতেছি। তুমি মন্দিরের সম্মুখে দৌড়িতেছ। তিনি দেওয়ালের

পশ্চাতে বসিতেছেন। আমি ময়দান পার হইয়া যাইতেছি। আমরা ১০টায় (10 A. M.) প্রাতরাশ করি (breakfast)। শিশুটি রাত ৮টার (8 P. M.) পূর্ব্বেই ঘুমাইল। তোমরা পাহাড়ের নিকটে বাস করিতেছ। তাঁহারা তাঁহাদের পাশে বসিতেছেন। তুমি এই পাথরের উপর দিয়া লাফাইতেছ। পর্ব্বত ছাড়াইয়া একটি দেশ আছে। আমার মাথার উপরে একটি পাখী আছে। আমি যখন রান্নাঘরের পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলাম মা তাহার পূর্ব্বেই ভাত রাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি ময়দান পার হইয়া দৌড়িবার পূর্ব্বে মালী গাছটি কাটিয়া ফেলিয়াছিল। আমি নদীর কাছে যাইবার পরে দাঁড়ি নৌকা চালাইয়াছিল।

CHAPTER VIII.

Interchange of forms.

LESSON I.

[ক্রিয়া সকর্ম্মক হইলে বাক্যকে দুই প্রকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে—যথা :— আমি চাঁদ দেখিয়াছি; চাঁদ আমার দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে। ইংরাজিতেও তেমনি I saw the moon; the moon was seen by me. ইংরাজিতে প্রথমটিকে active দ্বিতীয়টিকে passive বলে]

Ram was sent to school by his father.

The soldier was wounded by the foe.

The bird was caught by the farmer by whom a net was set to catch it.

He was admitted into the college by some gentlemen who were his father's friends.

Lectures were delivered by the great orator in the Town Hall.

A two-penny loaf was bought by the poor hungry boy.

A carpenter was one day asked by a sailor where his father died.

The room was occupied by a number of men who came from a distant country.

Exercise.

১। উল্লিখিত বাক্যগুলির অর্থ কর।

২। Active formএ পরিবর্ত্তিত কর। [active করিবার সময় শিক্ষক মহাশয় অল্প সাহায্য করিবেন মাত্র—তিনি ছাত্রদিগের নিকট হইতে বাহির করাইয়া লইবেন যে active formএ যাহা কর্ম্ম passiveএ তাহাই কর্ত্তা এবং passiveএ যাহা 'by' দিয়া আছে—active করিতে হইলে তাহা কর্ত্তা হইবে। Active sentenceকে passive করিতে হইলে ক্রিয়ার পূর্ব্বে be, is, was, are, were প্রভৃতি অর্থাৎ 'be' ক্রিয়ার একটা form হইবে—এবং ক্রিয়ার past participle হইবে।]

৩। Passive formএ পরিবর্ত্তিত কর :—

The cat killed the mouse. His conduct astonishes me. He spoke to the man. I saw him steal the book. I shall buy the horse from his shop. He will send the book for you to read. You should have paid the bill. The King poisoned his brother.

৪। দুই প্রকারে অনুবাদ কর :—

বালকটি পুস্তক ছিঁড়িয়াছে। মৌমাছি মধু আহরণ করে। বিড়ালটা ইঁদুর মারিয়াছিল। আমরা একটা পত্র পাইয়াছি। বালিকাটি একটি চড়ুই ধরিয়াছিল। আমার ভাই শীঘ্র একটি নূতন বাড়ী তৈয়ার করিবেন। একটি বুড়া লোক দরজা খুলিয়া দিয়াছিল। তিনি দেখা মাত্র আমাকে চিনিয়াছিলেন। তিনি কি আমাকে পরীক্ষা করিবেন? বন্যা নৌকাটিকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। যে পথ জানিত এমন একটি পথপ্রদর্শক পাইয়া, গাধার উপর আমরা বোঝা চাপাইলাম; যে কৃষক আমাদিগকে এত দূর পর্য্যন্ত পথ দেখাইয়া আসিয়াছিল তাহাকে কিছু দিলাম এবং আমরা কোথায় আছি জানাইবার জন্য তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম।

LESSON II.

[কোন কোন স্থানে active formএর কর্তৃপদ passive formএ প্রকাশ থাকে না। এরূপ স্থানে active করিতে হইলে অর্থানুসারে they, the men, people ইত্যাদি কর্তা বসাইতে হয়, যথা :—Rice is eaten without sugar ; we eat rice without sugar.]

The nest is built with sticks. Water is drawn from the well. The flowers are gathered for the queen. The mat is spread on the bed. The wall is built round the garden. The boys are scattered about the room The chair is dragged along the floor. The boat is rowed against the current.

১। উপরের পাঠটি অনুবাদ কর। (এই পাঠের prepositionগুলির ব্যবহার শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদিগকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কবিতে বলিবেন।)

২। অনুবাদ কর :—(active ও passive দুই formএ)

নুন দিয়া ভাত খাওয়া হইয়াছে। বেড়ার কাছে সাপ মারা হইয়াছে। ছাদের উপর ধ্বজা তোলা (raise) হইয়াছে। মন্দিরের সাম্‌নে প্রদীপ জ্বালান (light) হইয়াছে। টেবিলের কাছে চৌকি বসান (set or put) হইয়াছে। গাড়ী ময়দান পার হইয়া চালান হইয়াছে। বাড়ীর পিছনে একটি গর্ত্ত খোঁড়া হইয়াছে। সহর ছাড়াইয়া চাকরকে পাঠান হইয়াছে। কাঠের ভিতর দিয়া পেরেক চালান (drive) হইয়াছে। না (without) খেলিয়া দিন কাটান হইয়াছে। গাড়ী রাস্তা দিয়া (along) বরাবর চালান হইয়াছে। সংবাদ সহরের চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

LESSON III.

ক্রিয়া দ্বিকর্ম্ম হইলে দুইটি কর্ম্মপদকে কর্ত্তা করিয়া দুই প্রকারে passive করা যায়। যথা :—

Active :— They offered her a chair.

Passive :—1 A chair was offered her.

2 She was offered a chair.

They showed him the house. I promised the boy a coat. I forgave him his fault. The king allowed him a pension. The

teachers granted him leave. The judge asked him a question. He lent me a thousand pounds. The thief gave the man a blow. My father taught me Sanskrit.

১। উল্লিখিত বাক্যগুলিকে অর্থ কর এবং এইরূপ দুই প্রকারে পরিবর্তিত কর।

২। Active form এবং দুই প্রকার passive formএ অনুবাদ কর :—তুমি আমাকে এই সামান্য অনুগ্রহ করিতে অস্বীকার (refuse) করিয়াছিলে। দারোগা সেই নিরপরাধী কয়েদীকে অনেক প্রশ্ন (question) করিয়াছিলেন। গত বৎসর আমি তোমার ভাইকে পাঁচ শত টাকা ধার দিয়াছিলাম। বৃদ্ধ অধ্যাপক আমাকে ইতিহাস শিক্ষা দিতেন (taught). আশা করি সম্রাট আমাদের এই বিদ্রোহ ক্ষমা করিবেন। যদি তুমি সেখানে যাও—তাহা হইলে আমার অনেক কষ্ট বাঁচিবে (save me much trouble). তোমার এই ব্যবহার তোমার বৃদ্ধ পিতার অশ্রুপাতের কারণ হইবে (cause many a tear)।

CHAPTER IX.

Direct and Indirect Speech.

LESSON I.

(INDICATIVE SENTENCE)

D. R said to S "I am writing a letter."

Ind. R told S that he was writing a letter.

D. R says "I am going to school."

Ind. R says that he is going to school.

D. The gentleman said "I have much pleasure in meeting you all."

Ind. The gentleman said that he had pleasure in meeting them all.

D. The man said "The king will be here to-night."

Ind. The man said that the king would be there that night.

D. R said to S "It is now three o'clock."

Ind. R told S that it was then three o'clock.

D. I said to him "I have paid Rs. 5 for these pictures."

Ind. I told him that I had paid Rs. 5 for those pictures.

D. R said "There will be a public meeting in this hall to-morrow."

Ind. R said that there would be a public meeting in that hall the next day.

D. R said to S "I am sure I shall never forget it."

Ind. R told or assured S that he was sure he would never forget it.

D. I said to you "We are too late for the train."

Ind. I told you that we were too late for the train.

D. You said to me "I saw it with my own eyes."

Ind. You told me that you had seen it with your own eyes.

Exercise.

১। এই দুই প্রকার বাক্যের মধ্যে পার্থক্য বুঝাইতে হইবে। বক্তা যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার কথায় বলিলে ও তাঁহার কথা অন্য সময়ে "তিনি বলিয়াছেন যে" বা "তিনি বলিলেন যে" এই প্রকারে উদ্ধৃত করিলে এই পার্থক্য হয়। প্রথমটিকে Direct, দ্বিতীয়টিকে Indirect speech বলা হয়।

২। ইহার পর শিক্ষক ছাত্রদিগকে লক্ষ্য করিতে বলিবেন direct speechকে indirect করাতে কোন উদাহরণে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে :—

(১) Quotation mark উঠাইয়া that দিতে হইবে।

(২) Said to থাকিলে অর্থানুযায়ী told, remarked, assured, observed ইত্যাদি দিতে হইবে।

(৩) Quotationএর ভিতরকার Sentenceএর tense বাহিরের ক্রিয়ার tense অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। বাহিরে Future বা present tense থাকিলে কোন পরিবর্তন হয় না; past tense থাকিলে ভিতরে past tense বা past perfect tense হয়; shall, will, have, has থাকিলে should, would, had হইবে।

(৪) This, theseএর স্থানে that, those হয়। now, to-night, to-day, to-morrow, here থাকিলে যথাক্রমে then, that night, that day, next day, there হয়।

(৫) যে বলিতেছে ও যাহাকে বলাইতেছে এই দুয়ের উপর লক্ষ্য রাখিয়া pronounএর person বদলাইতে হয়।

৩। Indirect কর :—

R says "I know a little girl named Lila."

R said "I will go home with my teacher."

R said to S "I will do anything for you because you are very kind to me."

R said to me "I am sorry to disturb you in any way."

R said to you "You need not trouble your head about that for it is all the same to me."

R said to him "I will come down when you are gone."

R said to me "You cannot get there to-night for it is a long way off from here."

R said to them "You shall do as you like to-morrow."

৪। দুই প্রকারে অনুবাদ কর :—

তিনি বলিলেন—"আমি পড়িতেছি।" তিনি আমাকে বলিলেন যে কাল তিনি আমার বই ফেরৎ দিবেন। শিক্ষক মহাশয় বলিলেন—"আমি ছুটি দিব না।" যদু আমাকে বলিয়াছিল যে সে বহু পূর্ব্বে চিঠিখানি লিখিয়াছে। রাম শ্যামকে বলিল—"তুমি কাল আসিবে ভাবিয়াছিলাম।" রাম শ্যামকে হঠাৎ কাল বলিল যে সে এখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে। তিনি সত্যর কথা বলিতেছিলেন যে তার ক্ষুধা

পেয়েছে। তিনি বলিলেন—"সত্যর ক্ষুধা পেয়েছে।" তিনি বলিলেন—"আমি এই ছবিগুলির জন্য অনেক পয়সা খরচ করিয়াছি।" গোপাল বলিল—"আজ চারিটার সময় বড় হলে একটা সভা হবে।" রাম বলিল—"আমি তাহাকে দেখিতে যাইতেছি।" তিনি বলিলেন—"আমি যত শীঘ্র পারি যাইব।" শিক্ষক ছাত্রকে বলিলেন—"আমি তোমাকে উপরের ক্লাশে তুলিয়া দিতে পারি না—যদি তুমি পরীক্ষা না দাও।"

৫। Conversation :— যে কোন একটা বাক্য লইয়া—কে বলিল, কাকে বলিল, কি বলিল, কখন বলিল ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া উত্তর করাইতে হইবে।

LESSON II.

Interrogative sentence.

D. R says "How did you sleep last night ?"

Ind. R asks how you slept last night.

D. I said to him "What can I do to help you ?"

Ind. I asked him what I could do to help him.

D. He said to me "Have I not kept my promise ?"

Ind. He asked me if he had not kept his promise.

D. He said to the man "Would you be so kind as to let me hear you sing ?"

Ind. He asked the man if he would be so kind as to let him hear him sing.

D. The teacher said to the boy "Have you seen donkeys like these ?"

Ind. The teacher asked the boy whether he had seen donkeys like those.

D. He said to me "May I go now ?"

Ind. He asked me if he might go then.

Exercise

১। উল্লিখিত উদাহরণের বাক্যগুলি প্রশ্নবাচক—Interrogative. পূর্ব্বপাঠের বাক্যগুলি Indicative. এই দুই প্রকারের বাক্যের মধ্যে পার্থক্য বুঝাইতে হইবে। Interrogative sentenceকে indirect করিতে কি কি পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

(১) Said to স্থানে asked or enquired দিতে হইবে—অর্থানুযায়ী।

(২) Quotationএর ভিতরের Interrogative sentenceকে Indicative করা হইয়াছে।

(৩) ভিতরের sentence যেখানে how, what, where, when, why দিয়া আরম্ভ হয় নাই সেখানে quotation markএর বদলে if or whether দিতে হইবে।

(৪) অন্যান্য নিয়ম Indicative sentenceএর মত।

২। দুই প্রকারে অনুবাদ কর :—

বালক শিক্ষককে বলিল "আমি কি এই বইটা লাইব্রেরী হইতে আনিব?" তিনি আমাকে বলিলেন "তোমার কলমটা কি একবার আমাকে দিবে?" আমি বলিলাম "কেন, তোমার কলমের কি হইয়াছে? তুমি কি তোমার কলমটা ভাঙ্গিয়াছ?" তিনি আমাকে বলিলেন "তোমার বয়স কত হইয়াছে?" আমি বলিলাম "এই ষোল বৎসর। আমি ১৮৮৯ সালে জন্মিয়াছি।" তিনি সৈন্যদিগকে বলিলেন "তোমরা কেন এই গরীবদিগকে কারাগারে লইয়া যাইতেছ?" সৈন্যেরা উত্তর করিল "ইহারা রাজাকে কর দেয় নাই—তাই ইহাদিগকে কারাগারে লইয়া যাওয়া হইতেছে।"

শিক্ষক বলিলেন "শ্যাম, কাল তুমি বিদ্যালয়ে আস নাই কেন?"

শ্যাম বলিল "মহাশয়, আমার মা পীড়িতা ছিলেন তাই কাল বিদ্যালয়ে আসিতে পারি নাই।"

রাম—"পরীক্ষার কি ফল হইল দেখিয়াছ কি?"

শ্যাম—"না। কোথায় দেখিতে পাইব?"

রাম—"তোমার সেখানে যাইবার প্রয়োজন নাই।"

শ্যাম—"কেন তুমি আমাকে যাইতে বারণ করিতেছ বুঝিতে পারিতেছি না।"

রাম—"তুমি পাশ হইতে পার নাই।"

সে আমাকে বলিল—"আম কি পাকিয়াছে?" আমি বলিলাম—"আমি দেখি নাই।" তাহার সহিত দেখা হইতে সে বলিল "কেমন আছ?" আমি বলিলাম "আমার শরীর ভাল নাই।"

ছুটিতে সে কলিকাতায় আছে দেখিয়া আমি বলিলাম "বাড়ী যাও না কেন?" সে বলিল "বাড়ী গিয়া কি হইবে?"

৩। গোড়ায়—R said to S, I said to him, You said to him, I said to you, He said to me, He said to you বসাইয়া indirect কর:—

"Will you come along with me?" "Are you quite well?" "Will you do me this favor?" "Are you ill?" "How do you feel now?" "Where are you going to-day?" "Where do you live now?" "What do you mean by such mean conduct?" "How can you doubt it?" "Do you know why I summoned you yesterday to be present here to-day?" "Have you heard that Gobinda has holiday now and he will arrive here to-morrow?" "When did his holidays commence?" "Will you come with me to a gentleman with whom I am acquainted?"

[গোড়ায় বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল দিয়াও indirect করাইতে হইবে।]

LESSON III.

(Imperative sentence.)

D. The teacher said to the boy "Stand up on the bench."

Ind. The teacher told the boy to stand up on the bench.

D. The blind boy said to the man "Please give me a pice."

Ind. The blind boy begged the man to give him a pice.

D. The girl said "Do tell me a story mother."

Ind. The girl requested her mother to tell her a story.

D. I said to you "Go away at once."

Ind. I ordered you to go away at once.

D. He said to his friend "Please, lend me your book."

Ind. He requested (asked) his friend to lend him his book.

D. He said to the students "Do not sit here."

Ind. He forbade the students to sit there.

১। এই নূতন প্রকারের indirect করিবার প্রণালী লক্ষ্য করিতে হইবে। আজ্ঞা, অনুরোধ, ভিক্ষা প্রভৃতি জ্ঞাপক sentence (Imperative Sentence)কে indirect করিতে হইলে said to স্থানে অর্থানুসারে told, asked, ordered, requested, begged, entreated ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হয় এবং quotation mark উঠাইয়া প্রধান ক্রিয়ার পূর্ব্বে "to" বসাইতে হয়। অন্যান্য নিয়ম পূর্ব্ববৎ।

২। পূর্ব্বে I, you বা he said to me, you বা him বসাইয়া indirect কর :—

"Leave the room and do not return today." "Shed no blood and cast Joseph into the pit that is in the wilderness." "Let us sell him to the Turks." "Make me as one of thy hired servants, father." "Never be disheartened, lad." "See, here are two of my grown children sent home to me out of work." "Be cheerful in your conversation and never get out of temper in company."

৩। ভিখারী তাঁহাকে বলিল "আমাকে একটি পয়সা দিয়া যা'ন মহাশয়।" তিনি সৈন্যদের বলিলেন "এই বন্দীকে ছাড়িয়া দাও। এ নিরপরাধীকে কেন বাঁধিয়াছ?" শিক্ষক ছাত্রদিগকে বলিলেন—"পড়াশুনায় কখনও অমনোযোগী হইও না। যদি হও তাহা হইলে শাস্তি পাইবে।" তিনি আমাকে বলিলেন "একটি চৌকি বাহির করিয়া লইয়া আইস।" রাজা অনুচরকে বলিলেন "আমার সম্মুখ হইতে তুমি চলিয়া যাও।" সে তাহার বন্ধুকে বলিল "এস নদীর ধারে বেড়াইতে যাওয়া যাক।" বিচারক বন্দীকে বলিলেন "তোমার কি বলিবার আছে বল।" তাহার বাড়ীতে গেলেই সে বলিল "ভাই কিছু খাইয়া যাইতে হইবে।" তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় তাহারা বলিল "আবার আসছে বছরে আমাদের এখানে তুমি আসিও।" সে মাছের প্রকাণ্ড আকৃতি দেখিয়া বিস্মিত হইল। আমাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "কে এতবড় জন্তুটাকে মারিল? মিথ্যা বলিও না—আমি

জানিতে অত্যন্ত উৎসুক।" আমি বলিলাম "তুমি হয়ত জান না, যে তোমারই কাজ, এই মাছটাকেই কাল তুমি গুলি করিয়াছিলে। এই দেখ এর মাথায় স্পষ্ট গুলির দাগ রহিয়াছে।" সে বলিল "বটেই ত! আমার বন্দুকের দুটা নলই ভরা ছিল। একবার বন্দুকটা আন ত দেখি।"

৪। Conversation :— পূর্ব্বের ন্যায়।

LESSON IV.

Exclamatory sentence.

বিস্ময়জ্ঞাপক বাক্য (exclamatory sentence)কে indirect করিতে হইলে said to স্থানে exclaimed, or অর্থানুযায়ী অন্য কোন ক্রিয়া বসাইতে হয়। অন্যান্য নিয়ম indicative sentenceএর মত। যথা :—

D. He said to the king "Oh! What a cruel man you are!"

He exclaimed in surprise and told the king what a cruel man he was.

এই প্রকার বাক্যের বিশেষ কোন নিয়ম নাই—অর্থানুযায়ী পরিবর্ত্তন হয়। এবং তাহা ব্যবহার করিতে করিতে বুঝা যায়।

ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা

শিক্ষকদের প্রতি নিবেদন

ইংরেজি-শিক্ষার্থী বালকেরা যখন অক্ষর-পরিচয়ে প্রবৃত্ত আছে সেই সময়ে কেবল কানে শুনাইয়া ও মুখে বলাইয়া তাহাদিগকে ইংরেজি ভাষা-ব্যবহারে অভ্যস্ত করিয়া লইবার জন্য এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই শ্রুতিশিক্ষা শেষ করিলে বই পড়িবার অবস্থায় বালকদের অধ্যয়ন কার্য্য অনেক সহজ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য ছাত্রদের প্রয়োজন বুঝিয়া গ্রন্থ-লিখিত প্রণালী অনুসরণপূর্ব্বক শিক্ষকগণ নূতন নূতন বাক্য রচনা করিয়া ব্যবহার করিবেন। এই গ্রন্থের এক একটি অংশ ছাত্রেরা যখন কানে শুনিয়া সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিবে তখনি সেই অংশ তাহাদিগকে মুখে বলাইবার সময় আসিবে। সেই সময়েই, শিক্ষক যখন ছাত্রকে Come! বলিবেন, তখন ছাত্র come বলিয়া তাঁহার নিকটে আসিবে। যখন তিনি বলিবেন, Go! সে I go বলিয়া চলিয়া যাইবে। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবেই শিখাইতে হইবে শিক্ষকগণ ইহা মনে রাখিবেন।

এইখানে এ কথা বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক যে কোন্ পথ দিয়া ছেলেদের কানে এবং জিহ্বায় ইংরেজি ভাষাটা অভ্যস্ত করিয়া তুলিতে হইবে আমরা এই গ্রন্থে তাহার আভাস দিয়াছি মাত্র। ছাত্রদের বুদ্ধি ও শক্তি বিবেচনা করিয়া শিক্ষকদিগকে কাজ করিতে হইবে। কানের অভ্যাস কতক্ষণ করাইলে মুখে অভ্যাসের সময় আসিবে তাহা ছাত্র বুঝিয়া ঠিক করিতে হইবে। শুধু তাই নয়, যদি দেখা যায় কোনো ছাত্রের পক্ষে কোনো অংশ কঠিন হইতেছে তবে শিক্ষক সে অংশ সহজ করিয়া বা পরিত্যাগ করিয়া চলিবেন। মুখে মুখে বলাইবার সময় ছাত্রদিগকে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে অনেক দূর অগ্রসর করা যাইতে পারে। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

শিক্ষক ছাত্রদিগকে সারিবন্দী দাঁড় করাইয়া একে একে তাহাদিগকে নিজের কাছে আহ্বান করিতেছেন :—

Hari, come to me!

এই বাক্যটি যখন হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, যখন এই আদেশ বাক্য শুনিলেই সে তাহা অবিলম্বে পালন করিতেছে, তখন তাহাকে মুখে বলাইতে হইবে, যথা :—

Hari, come to me!

Sir, I come to you!

Hari, go back !

Sir, I go back.

হরি ফিরিয়া গেলে শিক্ষক মধুকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—Madhu, who came to me ?

মধু উত্তর দিবে, Hari came to you.

এইরূপে সমস্ত ক্লাসকে দিয়া বলাইয়া অতীত কালের রূপ অভ্যাস করানো যাইবে।

হরি যখন শিক্ষকের অভিমুখে আসিতেছে—তখন শিক্ষক মধুকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, Madhu, who is coming to me ? মধু উত্তর দিবে, Sir, Hari is coming to you ! তাহার পরে হরি তাঁহার কাছে আসিলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—Has Hari come to me ? উত্তর, Yes, Hari has come to you. তাহার পরে হরিকে প্রশ্ন করা যাইতে পারে, Hari, have you come to me ? উত্তর, Yes, sir, I have come to you.

এই প্রকারে গ্রন্থলিখিত সমস্ত অংশকেই অনুধাবন করিলে ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ছাত্রদের অভ্যস্ত হইবে। ভবিষ্যৎকালের রূপ শিখাইবার সময় শিক্ষক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিবেন—Hari, will you come to me ? উত্তর, Yes, sir, I will come to you. Then, come ! অন্যের প্রতি, Is Hari coming ? Yes, he is coming. Has he come ? Yes, he has come. Hari, go back ! অন্যের প্রতি, Did Hari come to me ? Yes, Hari came to you. Has he gone back ? Yes, he has gone back.

গ্রন্থের যে অংশে ট্রেনে চড়া, স্নান আহার প্রভৃতি বর্ণনা সূচক বাক্য আছে সেখানে ছেলেরা যথোচিত অভিনয় করিয়া সেই বাক্যগুলি উচ্চারণ করিবে।

দ্রব্যপরিচয় ও তাহার ইংরেজি নাম শিখাইবার জন্য নানাবিধ সামগ্রী ক্লাসে প্রস্তুত রাখা উচিত।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন।

ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা

প্রথম ভাগ

১

Come here কুমুদ। Sit down কুমুদ।

(এইরূপ প্রত্যেক ছাত্রকে)

Sit there	Sit here
Stand up	Go back
Come back	Go there
Stand there	Lie down
Lie there	Lie here
Sit up	Stand up
Run	Run back
Walk	Stop
Walk back	Crawl
Crawl here	Crawl there
Crawl back	Fall down
Rise	Jump
Jump here	Jump there
Jump back	Stop
Stop here	Smile

নির্দেশ করিয়া উপরের ক্রিয়াগুলি ব্যবহার করিতে হইবে।

প্রত্যেককে You come here.
" You sit here.
" You sit down.
প্রত্যেককে You stand up.
" You go back.
" You come back ইত্যাদি।

ছাত্রগণ যখন আদেশ পালন করিতে ভুল করিবে না তখন তাহারা আদেশ পালনের সঙ্গে সঙ্গে যাহা করিল তাহা বলিবে যেমন I come, I go, I sit here, I run, I stop ইত্যাদি। আদেশ পালনের পর ছাত্ররা পরস্পর পরস্পরকে আদেশ করিবে। প্রত্যেক lesson-এ যথাসম্ভব এই প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে ও যে সকল বাক্য দেওয়া হইল, শিক্ষক মহাশয় অনুরূপ বাক্য রচনা করাইয়া অভ্যাস করাইবেন।

২

To.

Come to me.
Come to this chair.
Come to this table.
Come to this board.
Come to this bench.
Come to this desk.
Come to this tree.
Go to that chair,
Go to that table.
Go to that board.
Go to that bench.
Go to that desk.
Go to that gate.
Go to that tree.

Come to this door.
Come to this window.
Come to this wall.
Come to this corner.
Come to this gate.
Come to Hari.
(ইত্যাদি প্রত্যেককে)
Go to that wall.
Go to that window.
Go to that door.
Go to that verandah.
Go to that corner.
Go to Hari.
(ইত্যাদি প্রত্যেককে)

Walk to, Run to, Crawl to, Jump to প্রভৃতি ক্রিয়াযোগে শিক্ষক আদেশ করিবেন।

৩

Into.

(ছাত্রদিগকে বাহিরে রাখিয়া একে একে)

Come into this room.

Come into the garden.

Come into the class.

(নিজে ছাত্রদের সহিত বাহিরে আসিয়া)

Go into that room.

Run into that room ; come back.

Crawl into that room, crawl back.

৪

On, Upon.

Stand on this floor.
,, on that bench
,, on this chair.
,, on this table.
,, on that carpet.
,, on this brick.
,, on this door-step.
Crawl on this floor
,, on that carpet.

Sit on this chair.
,, on that bench.
Crawl on that table.
Lie on the floor.
,, on the mat.
,, on the table.
,, on the carpet.
,, on this bench.
,, on the grass.

৫

Before, Behind, Right, Left, Under, By.

Stand before me.
Stand behind me.
Stand on my right side.

Sit before the table.
Sit behind the table.
Sit under the table.

Stand on my left side.
Stand before Kumud.
Stand behind him.
Sit before your teacher.
Crawl under the table.
Crawl before the class.

Sit on the right side of your teacher.
Sit on the left side of your teacher.

Stand on his right side.
Stand on his left side.
Lie on your back.
Lie on your right side.
Lie on your left side.
Lie on your stomach.
Lie before the class.
Lie behind the teacher.

৬

Round, Across, Over, Beyond.

Walk round the table.
Walk round the chair.
Walk round the bench
Walk round me.
Walk round Hari, Ali,
Abdul, Kumud ইত্যাদি।
Walk across the room.
Walk across the mat.
Walk across the carpet.
Run round the chair.
Run round the table.
Run round the class.
Run beyond table.
Walk over the carpet.
Walk over the lawn.
Walk over the grass.
Walk over the line.
Crawl over the carpet.
Crawl over the grass.
Crawl over the mat.
Run over the carpet.
Run over the grass.
Run over the line.
Jump over this brick.
Jump over this bench.
Walk beyond the tree.

Jump over this line.
Jump over this rope.
Jump over the doorstep.

শিক্ষক মহাশয় এইখানে Stop এবং Wait ক্রিয়া দুইটি শিখাইবেন।

৭

At.

Look at the ceiling.
Look at the beam.
Look at the clock.
Look at the board.
Look at the sky.
Look at the cloud.
Look at the sun.
Look at the bird.
Look at the flower.
Look at the boy.
Look at the girl.
Look at the post.
Look at the path.
Look at the picture.
Look at Kumud's face.
Look at Reva's feet.
Look to the east.
,, to the south.
,, to the west.
,, to the north.

৮

Take this book.
Take this pencil.
Take this pen.
Take this inkpot.
Take this eraser.
Take this blue pencil.
Take this black ink.
Take this duster.
Take this card.
Take the map.
Take my book.
Take his ruler ইত্যাদি।
Take his nib ইত্যাদি।
Take this slate.
Take that paper.
Take that fountain pen.
Take that ruler.
Take this red pencil.
Take this red ink.
Take this chalk.
Take this letter.
Take the envelope.
Take this nib.
Take my pencil.
Take her pen.
Take Hari's book.

Take Kumud's paper ইত্যাদি।

৯

Bring that slate.
Bring that book.
Bring that pen.
Bring that chalk.
Bring that pencil.
Bring the red pencil.
Bring the blue pencil.
Bring the map.
Bring the knife.
Bring my pen.
Bring his rubber.
Bring his fountain pen.
Bring his letter.
Bring his rubber ইত্যাদি।
Bring Kumud's book.
Bring Hari's slate ইত্যাদি।
Bring my paper.
Bring my letter.
Bring your pen.
Bring your book.
Bring her slate.
Bring her pencil.

১০

Find the chalk.
Find the book.
Find the pencil.
Find the rubber.
Find the pen.
Find my book.
Find my card.
Find my stick.
Find your book.
Find your ruler.
Find his book.
Find my letter.
Find his stick.

১১

Hold this pen.
Hold this chair.
Hold this chalk.
Hold my hand
Hold my fingers.
Hold that finger.
Hold this brick.
Hold that leaf.
Hold this duster.
Hold Kumud's hands.

Hold his fingers.
Hold this finger.
Hold Kumud's right hand.
Hold Hari's left hand.

১২

Throw the brick.
Throw the ball.
Throw that leaf.
Throw this stone.
Throw that paper.
Throw this card.
Throw that letter
Throw that tile.
Throw this rag.
Throw tbe brick up.
Throw the brick down.
Lift up this brick and drop it.
Hold this book. Drop it.
Take that ruler. Drop it.
Take the duster and
throw it up.
Throw the ball up.
Throw the ball down.

১৩

Lift up your head.
Lower your head.
Lift up your eyes.
Lower your eyes.
Lift up your hands.
Lower your hands.
Lift up your right hand.
Lower your right hand.
Lift up this stone.
Put down this stone.
Lift up this picture.
Lift up your right foot.
Put down your right foot.
Lift up your left foot.
Put down your left foot.
Put down this picture.
Lift up that brick.
Put down that brick.
Lift up this letter.
Put down this letter.
Lift up this stick.
Put down the stick.

১৪

Open the room.
Close the room.
Open the umbrella.
Close the umbrella.

Open the window.
Close the window.
Open the book.
Shut the book.
Open the knife.
Shut the knife.
Open your mouth.
Shut your mouth.

Open the doors.
Close the doors.
Open the box.
Shut the box.
Open your eyes.
Shut your eyes.
Open your book.
Close your book.

১৫

Touch me.
Touch him.
Touch Hari.
Touch this tree.
Touch this water.
Touch this glass.
Touch your skin.

Touch my forehead.
Touch his forehead.
Touch Kumud's forehead.
Touch Jadu's forehead.
Touch his hair.
Touch my head.
Touch my skin.

Touch my right hand, left hand, ear, right ear, left ear.

Touch Hari's skin.
Touch Kumud's skin.
Touch your shoes.
Touch the slippers.

Touch Abdul's nose,
Hari's, Jadu's.
Touch my hair.
Touch the picture.

Touch your slippers.

Touch my eyes, right eye, left eye, waist, wrist, knee, elbow, neck.

Touch the right side of the picture
Touch the left side of the picture.

১৬

Smell this flower.
Smell this oil.
Smell this mango.
Smell the lemon.
Smell that handkerchief.
Smell that leaf.
Smell this rose.
Smell this fruit.
Smell this banana.
Smell the grass.

১৭

ছাত্রদের সহিত ঘরের বাহিরে আসিয়া—

Dig here.
Dig with this spade.
Dig in the sand.
Dig there.
Dig with that spade.
Dig in the garden.

Dig here with this knife.

১৮

Tear this straw.
Tear the rag.
Tear that string.
Tear that cloth.
Tear this paper.
Tear this thread.
Tear that leaf.
Break that twig.
Break the biscuit.
Break this brick.
Break the stick.
Break this reed.

শিক্ষক মহাশয় 'Cut' ক্রিয়াটি এইখানে শিখাইবেন।

১৯

Tear a leaf from this tree.
Tear a leaf from that book.

Tear a thread from this cloth.

Break a branch from that tree.

Pluck a flower from this plant.

Pluck a leaf from that plant.

Take a marble from this box.

Take a pencil from my pocket.

Bring my book from the table.

Take your slate from the bench.

Take Hari's slate from him and bring it to me.

Take Kumud's shoes from him and bring them to me.

Find the chalk and take it to Kumud.

Find the duster and take it to the board.

Find Reva and take her to the window.

Find Hari and take him to the door.

Take this brick and throw it out of the room.

Take this paper and throw it out of the room.

২০

Get up from the carpet.

Get up from the bench and walk round the chair.

Get up from the chair and run out of the class.

Run out of the room.

Run out of the class.

Walk out of the room.

Walk out of the class.

Run out of the room and bring the brick.

Walk out of the class and bring the stick.

Walk out of the room and bring that stone.

২১

(জল দিয়া)

Fill this cup. Empty this cup.
Fill this jug. Empty this jug.
Fill my cup. Empty my cup.
Fill that bucket. Empty that bucket.
Fill the glass. Empty the glass.
Fill this pot. Empty this pot.
Fill this pan. Empty this pan.
Fill this kettle. Empty this kettle.
Fill this jar. Empty this jar.

২২

Hang this picture. Hang this coat.
Hang this shirt. Hang this rope.
Hang this string. Hang the picture on the wall.
Hang the string on the chair.
Hang this garland on this chair.
Hang the garland round your neck.
Hang this thread round that picture.

২৩

Tell me your name. Tell him your name.
Tell Jadu your name. Tell her your name.
Tell Reva his name. Tell me your father's name.
Tell me your brother's name.
Tell me your sister's name.
Tell him your mother's name.

Tell us your name.
Tell them your name.
Tell them his name.

২৪

Show me your head.
Show me your left ear.
Show me your left eye.
Show Hari your chin.
Show us your tongue.
Show us your nails,
Show us your shoes.
Show us your toes.
Show them your toes.
Show them your back.
Show us your back.
Show me your right ear.
Show me your eyes.
Show me your right eye.
Show the class your teeth.
Show us your fingers.
Show them your nail.
Show Abdul your nose.
Show them your left ear.
Show me your forehead.
Show them your right ear.
Show me the tree.

Show me the trunk, the leaves, the branches, the flower, ti bark.

২৫

Follow me.
Follow Kumud.
Follow us to the wall.
Follow us to the corner.
Follow him.
Follow your teacher.
Follow them to the table.
Follow them to the board.
Follow Ali out of the room.
Follow me out of this class.

২৬

Beat this tree with your stick.
Beat this tree with your left hand.

Beat this tree with your right hand.
Beat this tree with your fist.
Beat this table with your fist.
Beat that book with your pencil.
Beat this desk with your slate.
Beat this bush with your stick.
Beat that bush with my stick.
Beat this bush with this twig.
Beat this paper with your pen.
Beat the ground with your right foot.
Beat the ground with your stick.
Beat the leaves with your stick.

শিক্ষক মহাশয় এইখানে 'Hit' ক্রিয়াটি শিখাইবেন।

২৭

Shake your head. Shake this duster.
Shake the pencil. Shake that fountain pen.
Close your hand and shake your fist.
Take this duster and shake it.
Go out of the room and shake your chadar.
Take that bottle and shake it.
Bring the duster from the table and shake it.
Take that handkerchief and shake it.
Bring the umbrella and shake it.
Take the umbrella from Abdul and open it.
Take the map from the wall and roll it.

২৮

Push Hari.
Push him.

Push this chair.
Push the table with your right hand.
Push the table with your back.
Push the chair to that corner.
Push the desk to your right side.
Push this bench to the wall.
Push that brick with your stick.
Push your book to your left.
Push Hari out of the room.
Push him out of the class.

শিক্ষক মহাশয় এইখানে move, pull, drag ক্রিয়াগুলি শিখাইবেন।

২৯

Touch your shoulders.
Touch Hari's right shoulder.
Touch his left shoulder.
Touch your neck. Touch your throat.
Touch his back. Touch your chest.
Touch your stomach.
Touch Hari's hand with a pencil.
Touch Kumud's right cheek with a pen.
Touch that plant with your right foot.
Touch this table with your thumb.
Touch the chair with your forefinger.
Touch the book-shelf with your middle finger.
Touch the flower with your third finger.
Touch the picture with your little finger.

৩০

Put this slate on your lap, on your right thigh, on your left thigh, on your right palm, on your left palm.

Put this handkerchief on your lap, on your right thigh, on your left thigh.

Put this leaf on your right palm, on your left palm.

Put your right hand on your left knee, your left hand on your right knee.

Put your right foot on the carpet.

Put your left foot on the bench.

Put both your feet on the carpet.

৩১

Put on the coat. Put off the coat.

Put on your chadar, cap, turban.

Put off your chadar, cap, turban.

Put on your slippers. Put off your slippers.

Put on his shoes. Put off his shoes.

Put on the mask. Put off the mask.

Bring his mask and put it on.

Take this coat and put it on.

Put off your coat and hang it on the wall.

Find your shoes and put them on.

Put off the coat and hang it on the chair.

৩২

Light the candle. Put out the candle.

Light the lamp. Put out the lamp.

Light that torch. Put out that torch.

Light this lantern. Put out this lantern.
Light the fire. Put out the fire.
Put the candle on the table and light it.
Light the lamp and lift it up.
Light this match-stick and put it out.
Put out the lamp and walk out of the room.
Light this twig, straw.

৩৩

Fill my cup with tea.
Fill the cup with water.
Fill this hole with sand.
Fill that hole with sand.
Fill this mug with sand.
Fill this inkpot with ink.
Fill this basket with vegetable.
Fill that basket with paper.
Fill the bag with rice.
Fill this pot with sugar.
Fill that vessel with salt.
Fill the bottle with water.
Take that mug and fill it with lentils.
Bring the basket and fill it with grass, straw, husks, wheat, tamarind seeds.
Fill your right hand with rose leaves.
Fill your left hand with mango leaves.

৩৪

Kick the ball.
Kick the rag.

Kick the ball with your right foot.
Kick the ball with your left foot.
Kick this wall with your right foot.

৩৫

Rub your head with this cloth, your face, your forehead, your right cheek, left cheek.

Rub your right hand with that towel, your right foot, your toes, your back, your neck, the back of your ears.

৩৬

Hold this ball. Let it drop. Hold his hand. Let it go. Let me look at your teeth. Shut the door. Open it. Let him pass. Lift this chair up. Let him take it down. Open the box. Let him close it. Hold the door open. Let Jadu shut it. Let him look at your tongue. Close your fist. Let Hari open it. Let Hari put on your chadar. Let me write on your slate. Let Ram touch your right hand. Let Hari touch your left hand. Let me touch your neck, your wrist, knee, your right ear, right palm, left palm.

৩৭

Take this marble. Take the slate from Ali. Put it into your pocket. Take it out of your pocket. Throw this marble down. Throw the marble up. Throw this marble over the bench, across the room, out of the room. Catch this marble. Drop the marble from your hand. Pick it up from the ground.

৩৮

Give me the book. Give him the pen. Give me his pencil. Give me your slate. Give Hari my pen. Give me Hari's pen. Give me my book. Give him his book. Give Hari's book to Hari. Give Hari's book to Kumud ইত্যাদি।

৩৯

Give me one marble, two marbles, দশ পর্যন্ত।

৪০

Give me a stick. Give me the short stick, long stick, thick stick, thin stick, wet stick, dry stick, broken stick.

Take back the short stick, the long stick ইত্যাদি।

Touch Hari with the short stick, the long stick ইত্যাদি।

Beat the wall with the short stick ইত্যাদি।

৪১

ছাত্রদিগকে বর্ণবৈচিত্র্য শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয়ে নানাবর্ণের ফুল, রেশম, কাগজ প্রভৃতি রাখা আবশ্যক।

Pick up the white thread, the black, the red, the yellow, the green, the blue, the orange, the violet.

Put back the white thread, the black, &c.

Pick up the purple thread, the brown, the indigo, the pink, the mauve, the golden.

Put back the purple thread, the brown etc.

৪২

Show me the blade of this knife, the handle of that knife. Touch the arms of this chair, the legs of this chair, the seat of

this chair, the back of this chair. Rub the lid of this box, the bottom of this box. Rub the top of this table. Go to a corner of this room. Count the beams of this room.

৪৩

Put the small marble into your pocket, my pocket, his pocket, Hari's pocket &c.

Take out the small marble from your pocket, my pocket &c. Put the big marble into your pocket, my pocket &c. Take out the big marble &c. Put a white ball on the table. Take a red ball from the table. Put a blue ball on the table. Take the blue ball from the table. Take a square block from the table. Put back this square block on the table.

৪৪

Come to me with Hamid. Come to me with Kumud &c. Go to the tree with Hari &c. Come back to me with your books. Come to this table with your slate. Go to Ali with my book &c.

৪৫

শিক্ষক বোর্ডে ভিন্ন ভিন্ন আকারের রেখা আঁকিয়া দিয়া পরে আদেশ করিবেন :—

Draw a straight line on the blackboard, a crooked line, a slanting line, a curved line, a dot, a circle, a square, a triangle.

Rub out the straight line &c.

৪৬

Hold this brick. Drop it. Pick it up. Throw it away. Bring it back. Give it to Kumud. Take it back from him. Put it on the table. Keep it under the table. Hold it above

your head. Keep it between your feet. Press it with your right hand, left hand. Tread on it with your right foot, left foot. Kick it with your left foot, right foot. Beat it with this stick.

৪৭

Hold this ball. Drop it. Roll it on the ground. Catch it. Throw it up into the air. Bring it to me. Press it with both hands. Wash it with water. Wipe it with a duster. Pass it on to Kumud. You pass it on to Hari &c. Bring it back to me. Keep it on the table.

৪৮

Hold this string. Tie it round this post. Pull it. Untie the string. Make a knot in it. Bring a knife. Cut this string into two pieces. (Up to ten.)

৪৯

Lean against this tree. Shake that branch. Pluck a leaf from the branch. Tear the leaf into two pieces. Break off a twig from the branch. Break it into three pieces. Chew this leaf. Spit it out. Climb upon the tree. Come down. Jump down.

৫০

Dip your fingers into this water. Take your fingers out of the water. Wipe your fingers with this napkin. Put your feet into this tub. Take your right foot out of the tub. Rub your right foot with a towel. Take your left foot out of the tub. Rub your left foot with the towel. Dip your slate into this water. Take

your slate out of the water. Wipe the slate with a duster or cloth. এইরূপে নানা দ্রব্য।

৫১

Come into the class. Bow to your teacher. Lay your mat. Sit on it. Open your book. Shut your book. Come here. Take the chalk from the table. Write "A" on the blackboard. Write "B" on the blackboard &c. Rub out "A". Rub out "B". Take up your books. Stand in a row. March out of your class.

৫২

Bath. Take up your mug. Dip it into the tub. Pour water on your head, shoulders, chest, back. Rub your face with soap, -rub your arms with it—your chest. Wash your body with water. Wipe your head with a towel—your face &c. Put on clean clothes. Comb your hair. Brush your hair. Wring the wet cloth. Hang it on the rope to dry.

৫৩

Sit down to eat. Wash your right hand. Pour your *Dal* on the rice. Mix them together. Eat slowly. Take some curry with the rice. Squeeze a piece of lemon over it. Put a pinch of salt into it. Eat. Drink your milk. Drink a little water. Get up. Come out. Wash your hands. Rinse your mouth. Wipe your hands and mouth.

৫৪

Open your purse. Take out a rupee. Buy your ticket. Put it into your purse. Take up your bag. Get into the carriage.

Take your seat. Show your ticket. Put it back into your purse. Get down at the station. Take out your bag. Give up your ticket. Go out into the street. Get into a cart. Get down from the cart. Take out your purse. Pay your cart hire. Put back your purse into your pocket.

৫৫

Take the kettle. Bring some water. Put the water in the kettle. Put the kettle on the stove. Bring the tea pot. Wash the inside with hot water. Take some tea leaves and put them in the teapot. Take down the kettle. Fill the teapot with boiling water. Close the lid. Bring the cup. Take some milk and put it in the cup. Fill the cup with tea. Mix some sugar. Let him drink.

দ্বিতীয় ভাগ

কথাবার্ত্তা

(ক্লাসের কোনো বালককে দেখাইয়া) Who is this boy ? একটি সম্পূর্ণ বাক্য বলাইয়া উত্তর লইতে হইবে। যথা :—This boy is Hari।

এইরূপ ক্লাসের প্রত্যেক ছেলে সম্বন্ধে প্রত্যেককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

এই প্রশ্নের উত্তর অভ্যাস হইলে জিজ্ঞাসা করিবে :—What is the name of this boy ? (উত্তর—This boy's name is Hari) এইরূপে অনেকগুলি প্রশ্ন করিবে।

প্রথমে একজনের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার পার্শ্ববর্ত্তী বালক সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে—Who is the next boy ? (উত্তর—The next boy is Ram) এইরূপে পরে পরে সকলের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে। মাঝে মাঝে প্রশ্নের রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে What is the name of the next boy ?

What is your name ? What is my name ? (কাহাকেও দেখাইয়া) What is his name ?

Is Hari in this room ? (in this class ? on this bench ?) যে বালক ঘরে নাই তাহার সম্বন্ধে—Is Ali in this room ? No, sir, Ali is not in this room. (এইরূপে, in this chair, on this bench ইত্যাদি)।

প্রশ্নের রূপান্তর করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে—Where is Hari ? (উত্তর—Hari is in this room.)

(বই দেখাইয়া) What is this ? (উত্তর—This is a book) একে একে ঘরের নানা জিনিষ দেখাইয়া উত্তর লইবে। (টেবিলের উপর বই রাখিয়া) Where is the book ? (বেঞ্চের উপর, মেজের উপর, চৌকির উপর রাখিয়া যথোচিত উত্তর লইবে। পরে বেঞ্চের নিচে, মেজের নিচে, চৌকির নিচে, টেবিলের নিচে, বই রাখিয়া উত্তর লইতে হইবে—যথা, The book is under the bench

ইত্যাদি)। Whose book is this ? একে একে ভিন্ন ভিন্ন বালকের বই লইয়া প্রশ্ন করিবে। What is the name of this book ? The name of this book is "ইংরেজি সোপান"—ইত্যাদি। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বালকের শ্লেট, পেন্সিল, কলম প্রভৃতি লইয়া সেগুলি কাহার জিজ্ঞাসা করিবে।

দেওয়াল স্পর্শ করিয়া What is this ? উত্তর—This is the wall. দরজা, জানলা, মেজে, ছাদ (ceiling), কড়ি, বরগা দেখাইয়া উত্তর লইবে, এইরূপে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখাইয়া উত্তর লইবে। গুঁড়ি, ডাল, পাতা, ফুল, ছাল প্রভৃতি গাছের ভিন্ন ভিন্ন অংশ দেখাইয়া উত্তর লইবে। ভিন্ন ভিন্ন রঙের জিনিষ দেখাইয়া উত্তর লইবে। ভিন্ন ভিন্ন রঙের জিনিষ দেখাইয়া What colour is this ?

একজন বালকের প্রতি Hari, stand on this bench. সে দাঁড়াইলে অন্য ছাত্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে :—

Who stands on this bench ? (এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন ছাত্র সম্বন্ধে) Who stands on this chair ? Who stands near the table, the door, the bench &c. Who stands before me, behind me, on my right side, on my left side ? Who stands before Hari &c.

Who sits on this bench, chair, floor &c. ? Who sits before me &c. ? Who lies there on carpet, bench, table &c. ?

Who touches me ? Who touches Hari ? (এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ছাত্র সম্বন্ধে) Who takes my pen ? Who takes Hari's pen &c. ? Who wipes my slate ? Who wipes Hari's slate &c. ? Who smells this flower, this leaf &c. ? Who tears this leaf &c. ? Who gives the book to Hari ? ইত্যাদি।

Hari, put this marble into my pocket. Who puts a marble into my pocket ?

Hari takes out the marble from my pocket. Who takes out the marble from my pocket ?

(এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রকে লইয়া)

Hari, bring a square block from the table. Who brings a square block from the table? Hari, bring a round block from the table. Madhu, put back the square block on the table, &c.

Abdul, draw a straight line on the board. Who draws a straight line on the board? এইরূপে crooked line, slanting line, curved line, dot, circle, square, triangle আঁকাইয়া লইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে।

Jadu, rub out the straight line from the board. Who rubs out the straight line from the board? &c.

এইরূপে এই বহির ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮ পাঠকে প্রশ্নোত্তরে পরিণত করিয়া অভ্যাস করাইতে হইবে।

Come here Kumud.

প্র। (কুমুদ আসিলে) Have you come here?

উ। Yes, I have come here. (এইরূপ প্রত্যেককে)

You sit here.

প্র। Have you sat here?

উ। Yes, I have sat here. (প্রত্যেককে)

You stand there.

প্র। Have you stood there?

উ। Yes, I have stood there. (প্রত্যেককে)

You go there.

প্র। Have you gone there?

উ। Yes, I have gone there. (প্রত্যেককে)

Run here.

প্র। Have you run here?

উ। Yes, I have run here. (প্রত্যেককে)

Kneel here.

প্র। Have you knelt here ?

উ। Yes, I have knelt here. (প্রত্যেককে)

Lie down.

প্র। Have you lain down ?

উ। Yes, I have lain down. (প্রত্যেককে)

Get up.

প্র। Have you got up ?

উ। Yes, I have got up. (প্রত্যেককে)

You all come here.

প্র। Have you all come here ?

উ। Yes, we have all come here.

প্র। Has Kumud come here ?

উ। Yes, Kumud has come here. (এইরূপে প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। Have I come here ?

উ। Yes, sir, you have come here.

Sit down. (সকলকে)

প্র। Have you all sat down ?

উ। Yes, we have all sat down.

প্র। Has Kumud sat down ?

উ। Yes, Kumud has sat down. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। Have I sat down ?

উ। Yes, sir, you have sat down.

প্র। Now, are you sitting ?

উ। Yes, we are sitting.

প্র। Is Kumud sitting ?

উ। Yes, Kumud is sitting. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। Am I sitting ?

উ। Yes, sir, you are sitting . (প্রত্যেককে)

You all stand here.

প্র। Have you all stood here ?
উ। Yes, we have all stood here.
প্র। Has Kumud stood here ?
উ। Yes, Kumud has stood here. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)
প্র। Have I stood here ?
উ। Yes, sir, you have stood here. (প্রত্যেককে)

Kneel down.

প্র। Have you all knelt down ?
উ। Yes, we have all knelt down.
প্র। Has Kumud knelt down ?
উ। Yes, Kumud has knelt down. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)
প্র। Have I knelt down ?
উ। Yes, sir, you have knelt down.
প্র। Are you kneeling now ?
উ। Yes, we are kneeling now.
প্র। Is Kumud kneeling now ?
উ। Yes, Kumud is kneeling now.
প্র। Am I kneeling now ?
উ। Yes, sir, you are kneeling now.

Go there. Come back.

প্র। Did you go there ?
উ। Yes, I went there.
প্র। Have you come back ?
উ। Yes, I have come back.
প্র। What are you doing now ? Are you standing ?
উ। Yes, I am standing.

প্র। Are you walking ?

উ। No, I am not walking, I am standing.

(প্রত্যেককে এবং দল বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক দলকে)

Sit down. Get up.

প্র। Did you sit down ?

উ। Yes, I sat down.

প্র। Have you got up ?

উ। Yes, I have got up.

প্র। What are you doing now ? Are you running ?

উ। We are not running, we are standing.

Run. Stop.

প্র। Did you run ?

উ। Yes, I ran.

প্র। Have you stopped ?

উ। Yes, I have stopped.

প্র। What are you doing now ? Are you sitting ?

উ। No, I am not sitting. I am standing.

(প্রত্যেককে ও দল বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক দলকে)

Come here. Kneel down.

প্র। Did you come here ?

উ। Yes, I came here.

প্র। Have you knelt down ?

উ। Yes, I have knelt down.

প্র। What are you doing now ? Are you lying ?

উ। No, we are not lying, we are kneeling.

(প্রত্যেককে ও দলকে)

Lie down. Sit up.

প্র। Did you lie down ?

উ। Yes, I lay down.

প্র। Have you sat up ?

উ। Yes, I have sat up.

প্র। What are you doing now? Are you standing? (প্রত্যেককে ও দলকে)

উ। No, I am not standing. I am sitting.

Get up.

প্র। Did you sit here ?

উ। Yes, I sat here.

প্র। Have you got up ?

উ। Yes, I have got up.

প্র। What are you doing now ? Are you sitting ?

উ। No, I am not sitting, I am standing.

Walk.

প্র। What are you doing ?

উ। I am walking.

Stop.

প্র। What have you done ?

উ। I have stopped.

প্র। What were you doing ?

উ। I was walking.

প্র। Were you sitting ?

উ। No, I was not sitting, I was walking. (প্রত্যেককে)

Walk. (সকলকে).

প্র। What are you doing ?

উ। We are walking.

প্র। Is Satya walking ?

উ। Yes, Satya is walking. (এইরূপ প্রত্যেক ছাত্রকে অন্য কোনো ছাত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে)

প্র। Am I walking ?

উ। Yes, sir, you are walking. (প্রত্যেককে)

প্র। Is Kumud standing ?

উ। No, he is not standing, he is walking.

Stop.

প্র। What have you done ?

উ। We have stopped.

প্র। What were you doing ?

উ। We were walking.

প্র। What was Kumud doing ?

উ। Kumud was walking. (এইরূপ প্রত্যেক ছাত্রকে অন্য ছাত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে)

প্র। What was I doing ?

উ। You were walking, sir. (এই প্রশ্ন প্রত্যেক ছাত্রকে)

প্র। What have I done ?

উ। You have stopped, sir.

প্র। Was Kumud sitting ?

উ। No, Kumud was not sitting, he was walking. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

Sit here.

প্র। What are you doing ?

উ। I am sitting here.

Lie down.

প্র। What have you done ?

উ। I have lain down.

প্র। What were you doing ?

উ। I was sitting (প্রত্যেককে)

Sit here. (সকলকে)

প্র। What are you doing ?

উ। We are sitting here.

প্র। Is Kumud sitting ?

উ। Yes, Kumud is sitting. (এইরূপ প্রত্যেককে অন্যের সম্বন্ধে)

প্র। Am I sitting ?

উ। Yes, you are sitting, sir. (প্রত্যেককে)

প্র। Is Kumud walking ?

উ। No, Kumud is not walking, he is sitting. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

Lie down. (সকলকে)

প্র। What have you done ?

উ। We have lain down.

প্র। What has Kumud done ?

উ। He has lain down. (এইরূপ প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। Has Satya sat up ?

উ। No, Satya has not sat up, he has lain down. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। What were you doing ?

উ। We were sitting.

প্র। What was Kumud doing ?

উ। Kumud was sitting.

প্র। Were you lying ?

উ। No, we were not lying, we were sitting. (এইরূপ প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। Was I lying ?

উ। No, you were not lying, sir, you were sitting. (প্রত্যেককে)

Stand here.

প্র। What are you doing ?

উ। I am standing here.

Sit down.

প্র। What have you done ?

উ। I have sat down.

প্র। What were you doing ?

উ। I was standing. (প্রত্যেককে)

প্র। Was Kumud walking ?

উ। No, Kumud was not walking, he was standing. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

Stand here. (সকলকে)

প্র। What are you doing ?

উ। We are standing.

প্র। Is Kumud standing ?

উ। Yes, Kumud is standing. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। Am I standing ?

উ। Yes, sir, you are standing. (প্রত্যেককে)

প্র। Is Ali sitting ?

উ। No, he is not sitting, he is standing. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

Sit down. (সকলকে)

প্র। What have you done ?

উ। We have sat down.

প্র। What has Kumud done ?

উ। Kumud has sat down. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। What have I done ?

উ। You have sat down, sir. (প্রত্যেককে)

প্র। What were you doing ?

উ। We were standing.

প্র। What was Kumud doing ?

উ। Kumud was standing. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। Were you running ?

উ। No, we were not running, we were standing.

প্র। Was Kumud running ?

উ। No, Kumud was not running, he was standing. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। Was I running ?

উ। No, you were not running, sir, you were standing. (প্রত্যেককে)

Go there.

প্র। What are you doing ?

উ। I am going there.

Come back.

প্র। What have you done ?

উ। I have come back.

প্র। What were you doing ?

উ। I was going there. (প্রত্যেককে)

Go there. (সকলকে)

প্র। What are you doing ?

উ। We are going there.

প্র। What is Kumud doing ?

উ। He is going there. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। What am I doing ?

উ। You are going there, sir.

Come back.

প্র। What have you done ?

উ। We have come back.

প্র। What has Kumud done ?

উ। He has come back. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। What have I done ?

উ। You have come back, sir. (প্রত্যেককে)

প্র। What were you doing ?

উ। We were going there.

প্র। Was Kumud going ?

উ। Yes, Kumud was going. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

প্র। Was I going ?

উ। Yes, sir, you were going. (প্রত্যেককে)

প্র। Were you lying down ?

উ। No, we were not lying down, we were going there.

Take this book. Put it on the table. Did you take this book ? Yes, I took this book.

Have you put it on the table ?

Yes, I have put it on the table. (এইরূপে শ্লেট পেন্সিল ও অন্যান্য পদার্থ লইয়া)

Bring that slate. Give it to me. Did you bring that slate ? Have you given it to me ? (এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য লইয়া)

Lift up this brick. Put it down. Did you lift up this brick ? Have you put it down ?

(অন্যান্য দৃষ্টান্ত)

Open the book. Shut the book. Did you open the book ? Have you shut the book ? (এইরূপে বাক্স, দরজা, ও চোখ মুখ সম্বন্ধে)

Give me the book. Take it back. Did you give me the book ? Have you taken it back ?

(এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সম্বন্ধে)

Throw the ball up. Catch it. Did you throw the ball up ? Have you caught it ? (অন্যান্য দ্রব্য লইয়া)

Draw a straight line on the board. Rub it out. Did you draw a straight line on the board ? Have you rubbed it out ? (এইরূপ crooked line, curved line, circle, dot, প্রভৃতি সম্বন্ধে)

Hold this ball. Drop it. Did you hold this ball ? Have you dropped it ? ইত্যাদি—

Wash the slate. Wipe it. Did you wash the slate ? Have you wiped it ? ইত্যাদি—

Put a pencil into my pocket. Take it out. Did you put a pencil into my pocket ? Have you taken it out ? ইত্যাদি—

Touch this tree. What are you doing ? What are you touching ? Take away your hand.—

Are you touching the tree now ? Did you touch the tree ? ইত্যাদি—

Shake this branch. What are you doing ? What are you shaking ? Come away.

Are you shaking the branch ? Did you shake the branch ? ইত্যাদি—

Hold this book. What are you doing ? What are you holding ? Put it down. Are you holding the book ? Did you hold the book ? ইত্যাদি—

Who is this ?
Who is that ?
Who is here ?

Who is there ?

Who is he ?

Who is she ?

Who is that boy ?

Who is that girl ?

Who is Ali ? This boy is Ali.

Who is Jadu ? This boy is Jadu etc.

Who are you ? (একে একে সকলকে)

Who are they ?

Who am I ?

Where is Jadu ? Jadu is here.

Where is Madhu ? Madhu is there.

Where is Mani ? Mani is in the corner. Where is my pen, your book, Jadu's pencil, Madhu's marble, Abani's father, your brother, sister, your room, Madhu's home ?

What is your name ?	My name is Madhu.
What is your age ?	My age is ten.
What is this ?	This is a slate.
What is that ?	That is a book.
What is here ?	It is a chair.
What is there ?	That is a board.

What is there on the table ? It is a pen. (There is a pen on the table) What is there in your pocket ? It is a marble. (There is a marble in my pocket) What is there in the ink-pot ? There is ink in the ink-pot. What is there on this page ? There is a picture on this page. What is there on your head ? There is a cap on my head. What is there in this cup ? There is milk in this cup. What is there in my hand ? There is a rupee in

your hand. What is there in Jadu's hand, Madhu's hand, Bipin's hand, Indu's hand ? etc.

What is there in this envelope ? There is a letter in the envelope. What is there on the floor ?

What is there near the door, under the table, on this chair, on that tree, under that tree, near that tree, behind that house, before the class ?

Whose book is this ? It is Hari's book. Whose pen is that ? That is Madhu's pen. Whose book is there ? Pen, pencil, picture, photograph, etc. Whose letter is here ? ইত্যাদি।

Which is your book, pen, pencil ? etc.
Which is Jadu's book, pen, pencil ? etc.
Which is Madhu's room ?
Which is my knife ?
Which is your seat ?
Which is Hari's place ?
Which is our teacher's house ?

When do you get up ? In the morning ?

When do you take your bath ? In the morning, at noon ? etc.

When do you take your breakfast ?

When do you go to school ?

When do you play ? In the afternoon, in the evening ?

When do you take your lessons ?

When does Madhu get up ?

When does Madhu take his breakfast ? বিপিন, হরি, ইত্যাদি।

When do they play ?

When do you come back from the school ? At noon, in the afternoon, in the evening ?

When do you go to sleep ? At night ?

When does the sun rise ? When does it set ?

When do we see the moon ?

When do we see the stars ?

শিক্ষক মহাশয় এই প্রশ্নোত্তরে নিম্নলিখিত শব্দগুলি শিখাইবেন। Morning, Noon, Afternoon, Evening, Night, To-day, To-night, Sunrise, Sunset.

How are you ? I am quite well, very well.

How is your brother ? He is ill, not very well etc.

How is Madhu, Jadu etc. ?

How old is Bipin ? Bipin is seven years old.

How old are you ? I am ten years old.

How do you feel ? Do you feel hot, cold, sleepy, lazy, fresh, angry, afraid, hungry, thirsty ?

How many are you ?

How many are they ?

How many boys are there in the class, in the school, in the family ?

How many girls are there in the class, in the school, in the family ?

How many marbles, (trees, bricks, windows, doors, teachers) are there ?

How heavy is this ? It is ten seers.

How heavy are you ? I am about one maund.

How tall are you ? I am about four feet.

How tall is Jadu ? Jadu is about four feet and six inches.

How tall are you ? (প্রত্যেককে)

How tall is Ram, Jadu, Hari ? etc.

How strong are you ? Can you lift this chair, this table ? etc.

Do you like sweets ?

Do you like milk ?

Do you like honey ?

Do you like the school ?

Do you like your sister, your brother, your cousin ?

Do you like dogs, cats, cows, other animals ?

Do you like me ?

Do you like him ?

Do you like castor oil ?

Do you like quinine ?

Do you like to read ?

Do you like to walk far ?

Do you like to get up early ?

Do you like to quarrel ?

Do you like meat, fish, vegetables (Potato, cabbage, cauliflower etc.) ?

Do you like to talk ?

Do you like winter, spring, summer, rains ?

Can you read ?

Can you write ?

Can you speak English ?

Can you lift this chair, this table, this weight ? etc.

Can you swim ?

Can you ride ?

Can you play football, cricket ? etc.

Can you climb this tree ?

Can you write your name ?

Can you write your name on the slate ?

Can you write your name in English on the black-board ?

Can you ride a cycle ?

Can you sing ?

Can you sew ?

Can you carry Indu, Madhu, etc. ?

Do you know him ?

Do you know the boy ?

Do you know the girl ?

Do you know this flower ?

Do you know how to sing ?

Do you know the name of your school, your village, your town, your district, your country ?

Do you know your father's name, brother's name, sister's name, teacher's name ?

Do you walk to your school ?

Do you know iron, copper, silver, brass, gold ?

Where do you go ? To your school, to the station, to the class, to the house ? etc.

Where do they go ? To the village, to the market, to the station ? etc.

What are you doing ? Reading, writing, playing, drawing ?

What is Hari doing ? Madhu, Bipin ?

Where is he going ? Hari, Jadu, Madhu etc. ?

Where is your brother ? In the house, in the shop ?

Will you go there ?

Will you come here ?

Will you stand up ?

Will you sit down ?

Will you go to the gate ?

When will you go home ?

When will you go to your aunt's house ?

When will you come to my house ?

When will you go to your mother ?

When will you go for picnic ?

When will you go to play ?

When will you take your bath ?

Will you come with me in the afternoon ?

Will you come with me to the market ?

Will you come with me to the station ?

Will you go with Jadu to his house, with Hari etc. ?

Wili you come here tomorrow, next Monday, Tuesday etc. ?

Will you go to the town next week, next month, next year ?

শিক্ষক মহাশয় এইখানে নিম্নলিখিত শব্দগুলি শিখাইবেন, This morning, yesterday, day before yesterday, last week, last month, last year, last Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.

How did you come here ? Was it on foot, on cycle etc. ?

How did you go to the station ? Was it on foot, on cycle, in a carriage, a car ?

How did you come into this room ? Was it by this door, that door, this window, that window ?

How did Hamid cross the river ? By swimming, in a boat, in a steamer ?

How did you carry the brick ? In your right hand, left hand, right shoulder etc. ?

How did you get this book ? From your father, from the shop, from the library ?

How did you like the feast ? Very much, not much, not at all ?

When did you go to the station? In the morning, at noon, in the afternoon, evening, at night?

Where did you go in the morning? To the school, to the river, to your friend?

When did Jadu come here? Yesterday, day before yesterday, on last Sunday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday?

এই জিনিষগুলি শিক্ষক মহাশয় সংগ্রহ করিয়া আনিবেন। ছাত্রগণ ঘ্রাণ দ্বারা প্রত্যেকটিকে চিনিতে চেষ্টা করিবে।

Smell it and tell me what it is.

Clove—লবঙ্গ।	Cardamom—এলাচ।
Camphor—কর্পূর।	Gardenia—গন্ধরাজ।
Cinnamon—দারুচিনি।	Lotus—পদ্ম।
Rose—গোলাপ।	Mint—পুদিনা।
Jasmine—জুঁই।	Chilly—লঙ্কা।
Sandal wood—চন্দন।	Marigold—গাঁদা।
Lemon leaves—লেবুপাতা।	Oleander—করবী।

প্রয়োজন—এক, দুই, তিন হইতে বার ইঞ্চি পর্য্যন্ত মাপের বারটি কাঠি এবং এক, দুই, তিন হইতে ছয় ফিট মাপের ছয়টি কাঠি। শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের এইরূপে আদেশ করিবেন।

Find or pick up the three-inch stick.

Pick up a longer stick.

Pick up a shorter stick.

Pick up the longest, the shortest ইত্যাদি।

(ছাত্রদের শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া)

Who is the tallest? Find the shortest.

Who is shorter than four feet?

Who is taller than Jadu ?

Who are shorter than Ram ?

How tall is he, is Jadu ? ইত্যাদি।

How stout, thin, fair, dark ? ইত্যাদি।

দ্রব্য পরিচয়—চোখ দিয়া।

What is this ? Lentils, Peas, Rice, Husks, Wheat, Mustard, Barley, Carrot, Turnip, Radish, Potato, Leaves of Mango, Lemon, Rose, Bamboo etc.

ইংরেজি সহজ শিক্ষা

ভূমিকা

মুখস্থ করাইয়া শিক্ষা দেওয়া এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। শব্দ ও বাক্যগুলি নানা প্রকারে বারবার ব্যবহারের দ্বারা ছাত্রদের শিক্ষা অগ্রসর হইতে থাকিবে ইহাই লেখকের অভিপ্রায়। শব্দগুলি বোর্ডে লিখিত থাকিবে, ছাত্ররা তাহাই দেখিয়া মুখে ও লেখায় বাক্য-রচনা অভ্যাস করিবে। এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট ভাগে অনেকগুলি বিশেষ্য বিশেষণ শব্দ দেওয়া হইয়াছে, সর্বদা ব্যবহার্য শব্দ-শিক্ষায় ও বাক্য-রচনা চর্চায় সেগুলি কাজে লাগিবে। যে-রীতি অনুসরণ করিয়া লেখক একদা কোনো ছাত্রকে অল্পকালের মধ্যে অনেকটা পরিমাণে ইংরেজি শিখাইতে পারিয়াছিলেন এই গ্রন্থে সেই রীতি অবলম্বন করা হইয়াছে।

ইংরেজি সহজ শিক্ষা

প্রথম ভাগ।

১

বাংলা অর্থসহিত বোর্ডে লেখা থাকিবে।

The man,	মানুষ	big	বড়ো
The boy,	ছেলে	mad	পাগল
The cat,	বিড়াল	red	লাল
The dog,	কুকুর	bad	খারাপ
The pen,	কলম	new	নূতন
The cow,	গাভী	fat	মোটা

শিক্ষক বাংলা শব্দটি বলিয়া তাহাব ইংরেজি প্রতিশব্দ, ইংরেজি শব্দটি বলিয়া তাহার বাংলা প্রতিশব্দ বলাইয়া লইবেন। ক্রমশ পাঠগৃহস্থিত বা তন্নিকটবর্তী কোনো কোনো বস্তু নির্দেশ করিয়া তাহার ইংরেজি নাম বলাইয়া লইবেন। শিক্ষক দেখিবেন-যে ছাত্র ইংরেজি নাম বলিবার সময় the কথাটি যথাস্থানে প্রয়োগ করে; যথা the book, the hall, the wall, the tree.

২

শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রকারে বিশেষ্য বিশেষণ সংযুক্ত করিয়া তাহার অর্থ বলাইয়া লইবেন। বিশেষ্য ও বিশেষণ কাহাকে বলে, উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিবেন। ইংরেজিতে বিশেষণ-যে the ও বিশেষ্যটির মাঝখানে থাকে, তাহা দেখাইয়া দিবেন।

The big man

The mad dog

The red cat
The bad boy
The new pen
The fat cow

ইংরেজি করো।

নূতন মানুষ।	বড়ো কলম।	পাগল ছেলে।
খারাপ কুকুর।	মোটা বিড়াল।	লাল গাভী।
পাগল মানুষ।	লাল কুকুর।	বড়ো গাভী।
খারাপ কলম।	মোটা ছেলে।	নূতন বিড়াল।
লাল কলম।	মোটা মানুষ।	বড়ো কুকুর।
নূতন ছেলে।	পাগল গাভী।	খারাপ বিড়াল।

৩

বিশেষণ ও বিশেষ্য কাহাকে বলে পুনরাবৃত্তি করাইয়া পরপৃষ্ঠায় লিখিত প্রকারে কতকগুলি শব্দ ও তাহার অর্থ বোর্ডে লিখিবেন—ছাত্রকে কোন্‌গুলি বিশেষ্য ও বিশেষণ বাছিতে বলিবেন।

The ink	কালি
The sun	সূর্য
The bed	বিছানা
Hot	গরম
New	নূতন
Wet	ভিজা
The mat	মাদুর
Low	নিচু
Dry	শুকনো
The ass	গাধা
Old	বৃদ্ধ, পুরানো

পরে অর্থসহিত নিম্নলিখিত আরো কতকগুলি বিশেষণ বোর্ডে লিখিয়া এ পর্যন্ত যতগুলি

বিশেষ্য শব্দ পাইয়াছে, তাহাদের সহিত বিশেষণগুলি যোজনা করিতে বলিবেন। যোজনাকালে অর্থ-সংগতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

Rich,	kind,	ugly,	soft,	warm,
idle,	tame,	wild,	hard,	good,
flat,	thin,	long,	lame.	

ইংরেজি করো

খারাপ লাল কালি।	ভিজা ঠাণ্ডা মাদুর।
বৃদ্ধ মোটা গাধা।	বড়ো পাগলা কুকুর।
শুক্‌নো গরম বিছানা।	পুরানো খারাপ কলম।
লাল মোটা গাভী।	ধনী দয়ালু মানুষ।
ভালো নরম বিছানা।	বিশ্রী বুনো বিড়াল।
বড়ো পোষা কুকুর।	অলস নূতন ব্যক্তি।

৪

এ পর্য্যন্ত যতগুলি বিশেষণ শব্দ পাইয়াছে, তাহাদের সহিত এই বিশেষ্যগুলি যোজনা করিবে। কথাগুলি বাংলা অর্থ সহিত বোর্ডে লেখা থাকিবে।

The girl,	the bird,	the book,
the food,	the desk,	the goat,
the hand,	the head,	the lamb,
the boat,	the nose,	the ear.

ইংরেজি করো

লম্বা শক্ত কলম।	নিচু পুরানো ডেস্ক।
বড়ো চ্যাপ্টা নাক।	বিশ্রী খোঁড়া কুকুর।
কোমল গরম হাত।	ধনী দয়ালু মেয়ে।
বড়ো বুনো ছাগল।	পাতলা লম্বা কান।
ভালো নূতন নৌকা।	গরম শুক্‌নো খাবার।
পোষা বুড়ো পাখি।	খোঁড়া মোটা মেষশাবক।

বাংলা করো

The thin old man,
The red hot sun,
The wet cold bed,
The new red boat,
The big fat goat,
The soft warm hand,
The lame old cow,
The hot dry bed,
The ugly old ass,
The old bad pen.

৫

The man is big,
The cat is red,
The pen is new,
The ink is dry,
The bed is low,
The dog is mad,
The boy is bad,
The cow is fat,
The sun is hot,
The mat is wet.

শিক্ষক এখন হইতে বস্তু ও গুণ নির্দেশ করিয়া ছাত্রকে ইংরেজিতে বাক্য রচনা করিতে উৎসাহ দিবেন।

৬

ইংরেজি করো

মানুষটি নূতন।	কলমটি বড়ো।	বালকটি পাগল।
কুকুরটি খারাপ।	বিড়ালটি মোটা।	গাভীটি লাল।
মানুষটি পাগল।	কুকুরটি লাল।	কলমটি খারাপ।
ছেলেটি মোটা।	গাধাটি নূতন।	কলমটি লাল।

কোনো ছাত্রকে দেখাইয়া—Is that boy tall? কলম দেখাইয়া—What is this? Is this pen black? Is this book thick? No, this book is not thick, this book is thin. এইরূপে নিকটবর্তী পদার্থ সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর করাইতে হইবে।

Where is Ram? Where is the book? যাহার উত্তরে here কিংবা there বলিয়া নির্দেশ করা যায় এমন প্রশ্নমাত্র করাইবেন। অনেকগুলি শব্দের বানান কঠিন কিন্তু বারবার ব্যবহারের দ্বারা তাহা ছাত্রদের আয়ত্ত হইয়া যাইবে।

মানুষটি মোটা।	কুকুরটি বড়ো।
গাভীটি পাগল।	বিড়ালটি খারাপ।
লাল কালিটি খারাপ।	ভিজা মাদুরটি ঠাণ্ডা।
বৃদ্ধ গাধাটি মোটা।	বড়ো কুকুরটি পাগ্‌লা।
শুক্‌নো বিছানাটি গরম।	লম্বা কলমটি শক্ত।
পুরানো ডেস্কটি নিচু।	বড়ো নাকটি চ্যাপ্টা।
খোঁড়া কুকুরটি বিশ্রী।	গরম হাতটি কোমল।
দয়ালু মেয়েটি ধনী।	বড়ো ছাগলটি বুনো।
লম্বা কানটি পাতলা।	নূতন নৌকাটি ভালো।
শুক্‌নো খাবারটি গরম।	বুড়ো পাখিটি পোষা।
মোটা মেষশাবকটি খোঁড়া।	মেয়ের মাথাটি ভিজে।
ভালো বইটি নূতন।	কৃশ বালকটি পাগল।
খারাপ কালিটি নূতন।	মোটা গোরুটি ভালো।
গাধার কানটি লম্বা।	ছেলের হাতটি গরম।

৭

(ছাত্রকে) Is the dog mad ?
Yes, the dog is mad.

(অন্যকে) Who is mad ?
The dog is mad.

(অন্যকে) What is the dog ?
The dog is mad.

(অন্যকে) Is not the dog mad ?
Yes, the dog is mad.

(অন্যকে) Is the boy bad ?
Yes, the boy is bad.

(অন্যকে) Who is bad ?
The boy is bad.

(অন্যকে) What is the boy ?
The boy is bad.

(অন্যকে) Is not the boy bad ?

Yes, the boy is bad.

এইরূপে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি who ও what যোগে বিভিন্ন করিয়া ছাত্রদের দ্বারা উত্তর করাইয়া লইবেন। মাঝে মাঝে প্রশ্নের সহিত Tell me, say, answer me, পদ যোগ করিয়া লইবেন।

Is the cat red ?

Is the pen old ?

Is the ink dry ?

Is the bed low ?

Is the sun hot ? &c.

(অন্যকে) Is the old man thin ?

Yes, the old man is thin.

(অন্যকে) Which man is thin ?

The old man is thin.

(অন্যকে) How is the old man ?

The old man is thin.

পূর্ব পৃষ্ঠায় লিখিত পর্যায়ে নিম্নের প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন।

Is the red ink bad ?

Is the wet mat cold ?

Is the old ass fat ?

Is the big dog mad ?

Is the dry bed warm ?

Is the long pen hard ?

Is the old desk low ?

Is the big nose flat ?

Is the lame dog ugly ?

Is the warm hand soft ?

Is the kind girl rich ?

Is the old goat wild ?

Is the long ear thin ?
Is the new boat good ?
Is the dry food hot ?
Is the old bird tame ?
Is that fat lamb lame ?
Is the cold head wet ?
Is the good book new ?
Is the hot sun red ?
Is the red ink dry ?

৮

প্রশ্নোত্তর নেতিবাচক।

Is the boy bad ?
No, the boy is not bad, the boy is good.
Is the pen old ?
No, the pen is not old, the pen is new.
Is the bed hard ?
No, the bed is not hard, the bed is soft.

বিপরীতার্থক ইংরেজি বিশেষণ পদগুলি বাংলা অর্থসহ বোর্ডে লিখিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিবেন।

Poor	দরিদ্র
Small	ছোটো
High	উঁচু
Pretty	সুন্দর
Cruel	নিষ্ঠুর
Cool	ঠাণ্ডা
Short	খাটো
Food	খাবার
Good	ভালো

Is the old man rich ?

No, the old man is not rich, the old man is poor.

Is the thin nose big ?

No, the thin nose is not big, the thin nose is small.

Is the hot food good ?

Is the hard desk low ?

Is the poor girl ugly ?

Is the ugly boy kind ?

Is the soft hand warm ?

Is the new pen long ?

ষষ্ঠ পাঠের প্রশ্নগুলিকে যত দূর সম্ভব নেতিবাচক ভাবে উত্তর করাইয়া লইবেন।

৯

The man has a dog.

The boy has a book.

The girl has a goat.

The cat has a nose.

The lamb has a head.

ইংরেজি করো

মেয়েটির একটি গাভী আছে।

ছেলেটির একটি পাখা আছে।

মানুষটির একটি মেষশাবক আছে।

সুশ্রী মেয়েটির একটি গাধা আছে।

গরীব ছেলেটির একটি নৌকা আছে।

নিষ্ঠুর মানুষটির একটি মাদুর আছে।

দরিদ্র মেয়েটির একটি ছোটো বিছানা আছে।

খাটো মানুষটির একটি সুন্দর পাখি আছে।

বিশ্রী ছেলেটির একটি উঁচু ডেস্ক আছে।

মেষশাবকের (একটি) লম্বা মাথা (আছে)।

পাতলা মানুষটির (একটি) উঁচু বড়ো নাক (আছে)।
গরীব ছেলেটির একটি পুরানো খারাপ কলম আছে।

প্রশ্নোত্তর

Has the man a dog ?
Yes, the man has a dog.
Who has a dog ?
The man has a dog.
What has the man ?
The man has a dog.
Has not the man a dog ?
Yes, the man has a dog.

উক্তরূপ পর্যায়ে নিম্নের প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিবেন।

Has the girl a goat ?
Has the boy a book ?
Has the cat a nose ?
Has the lamb a head ?
Has the girl a cow ?
Has the boy a bird ?
Has the man a lamb ?

৬০

Has the pretty girl a cat ?
Yes, the pretty girl has a cat.
Who has a cat ?
The pretty girl has a cat.
Which girl has a cat ?
The pretty girl has a cat.
What has the pretty girl ?
The pretty girl has a cat.

Has not the pretty girl a cat?
Yes, the pretty girl has a cat.

এইরূপ পর্যায়ে প্রশ্নগুলি প্রয়োগ করিবেন।

Has the poor boy a boat?
Has the cruel man a mat?
Has the ugly ass a nose?
Has the pretty lamb a head? &c.

পরে কর্মে (object) একটি বিশেষণ সংযুক্ত করিয়া নিম্নলিখিত পর্যায়ে পরবর্তী প্রশ্নগুলি করিবেন। নূতন শব্দ পাইলে শিক্ষক তাহার অর্থ ছাত্রকে দিয়া লিখাইয়া ও পুনঃ পুনঃ বলাইয়া লইবেন

Has the poor man a tame dog?
Which man has a tame dog?
What has the poor man?
What kind of dog has the poor man?
Has not the poor man a tame dog?

Leg	পা
Tail	লেজ
Sweet	মিষ্ট
Sour	টক
Bitter	তিক্ত
Dead	মৃত
Live	জীবিত
Cake	পিষ্টক
Mango	আম
Pill	বটিকা

Has the lame boy a high desk?
Has the ugly cat a flat nose?
Has the red cow a lame leg?
Has the pretty bird a long tail?

Has the kind girl a sweet cake ?
Has the poor boy a sour mango ?
Has the old man a bitter pill ?
Has the cruel man a dead bird ?
Has the rich girl a live goat ?

নেতিবাচক

Has the poor man a tame dog ?

No, the poor man has not a tame dog, the poor man has a wild dog.

এইভাবে উপরিলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর করাইয়া লইবেন।

১১

It is a cat	He is the boy
It is a tree	He is the prince
It is a bed	He is a doctor
It is the leg	He is a king
It is the boy	He is the brother
It is the boat	He is the uncle

She is a girl
She is the maid
She is the cook
She is the queen
She is the sister
She is the aunt

নেতিবাচক করো। যথা—

It is not a cat

এ একটা সিংহ (lion)	এ একটি চাকর (servant)
এ চাঁদ (moon)	এ রুটিওয়ালা (baker)

এটা হাত (hand) — এ হরি

এ একটা পেয়ালা (cup) — এ দর্জি (tailor)

এ একটা কলম (pen) — এ একটি মাল্লা (sailor)

এটা ঘোড়া (horse) — এ মুটে (porter)

এ একটি স্ত্রীলোক (woman)
এ দাই (nurse)
এ গয়লানী (milk-maid)
এ মেথরাণী (sweeper)*
এ রাজকন্যা (princess)
এ ভিখারিণী (beggar)*

১২

It is hot (গরম পড়িয়াছে)
It is cold (ঠাণ্ডা পড়িয়াছে)
It is summer (এখন গ্রীষ্মকাল)
It is autumn
It is winter
It is spring

প্রশ্নোত্তর—যথা, Is it hot ?
No, it is not hot, it is cold.

---

* মেথর বা ভিখারী-যে স্ত্রীলোক তাহা বিশেষভাবে বুঝাইতে হইলে Sweeper ও beggar শব্দের পরে woman যোগ করিয়া দিতে হয়।

উপরের পাঠটি "there is" বাক্যযোগে সাধাইয়া নেতিবাচক করাইতে হইবে। যথা—

There is a cat.
There is no cat.

প্রশ্নবাচক—

যথা, Is there a cat ?
No, there is no cat, there is a dog.

It is a hot summer
It is a cold winter
It is a wet autumn
It is a warm spring

প্রশ্নবাচক—যথা, Is it a hot summer? or, Is the summer hot? No, it is cold.

It is hot in my room.
It is cold in her garden.
It is cold in the hills.
It is warm in Madras.
It is not hot but dry.
It is not cold but damp.

প্রশ্নোত্তর

এখন কি শীত। না, শীত নয় কিন্তু ঠাণ্ডা।
এখন কি বেশি গরম (hot)।
না, বেশি গরম নয়, অল্প গরম (warm)।
এখন কি ভিজে (wet)।
না, ভিজে নয় কিন্তু স্যাঁতসেতে।
হরি কি পাগল।
না, হরি পাগল নয়, কিন্তু সে ক্রুদ্ধ।
রাম কি মাল্লা।
না, রাম মাল্লা নয়, কিন্তু সে রুটিওয়ালা।
ও কি ভাই।
না, ও ভাই নয়, কিন্তু ও খুড়ো।
ও কি মা।
না, ও মা নয়, কিন্তু ও মাসি।
ও কি আপন ভাই (brother)।
না, ও আপন ভাই নয়, কিন্তু খুড়তুতো ভাই (cousin)।

ও কি মেথর।

না, ও মেথর নয়, কিন্তু ও ভিখারী।

বিড়ালটি কি ভালো।

না, ভালো নয়, কিন্তু কুশ্রী।

ঐ লাল সিংহ কি বুনো।

না, ও বুনো নয়, কিন্তু ও পোষা।

ঐ মোটা পাচক কি বুদ্ধিমান (clever)।

না, সে বুদ্ধিমান নয়, কিন্তু ভালো।

ঐ রাজকন্যা পীড়িত ?

না, পীড়িত নয়, কিন্তু ক্ষুধিত।

They are bakers.

They are girls.

These are cats.

These are tables.

Are these books ?

No, these are not books, but these are pencils.

Are these birds ?

No, these are not birds, but these are flowers.

১৩

The man is not there.

There is no man.

It is a goat.

It is not a goat.

ইংরেজি করো

মানুষ আছে।	মানুষের আছে।
গোরু আছে।	গোরুর আছে।
ছাগল আছে।	ছাগলের আছে।

মেষশাবক আছে।	মেষশাবকের আছে।
বালিকা আছে।	বালিকার আছে।
গাধা আছে।	গাধার আছে।
বিড়াল আছে।	বিড়ালের আছে।
কুকুর আছে।	কুকুরের আছে।

"আছে" শব্দের ইংরেজিতে "There is" পদের ব্যবহার এই সঙ্গেই ছাত্রদিগকে অভ্যাস করাইতে হইবে। যথা, The man is, There is the man. The thin man is, There is the thin man. এইরূপে সমস্ত পাঠটি there is শব্দযোগে নিষ্পন্ন করাইয়া লইতে হইবে।

১৪

বাংলা করো

In the room, ঘরেতে।

In the bag.	In the sea.	In the tub.
In the sky.	In the well.	In the road.
In the town.	In the cup.	In the tank.
In the food.	In the head.	In the hand.

ইংরেজি করো

বিছানাতে।	মাদুরে।	বহিতে।
হাতে।	মাথায়।	সূর্যে।
কালিতে।	খাবারে।	ডেস্কে।
নৌকায়।	নাকে।	কানে।
লেজে।	পায়ে।	বড়ো ব্যাগে।
ছোটো ঘরে।	নূতন টবে।	লাল আকাশে।
শুষ্ক কূপে।	দীর্ঘ পথে।	পুরাতন শহরে।
খারাপ পেয়ালায়।		ভরা পুকুরে।

১৫

The cup is in the bag.
The tub is in the road.
The sun is in the sky.
The road is in the town.
The bag is in the room.

There is শব্দযোগে এই পাঠ পুনরাবৃত্তি করাইতে হইবে।

ইংরেজি করো

(একবার is একবার there is শব্দযোগে অনুবাদ করাইতে হইবে।)

নৌকা সমুদ্রে আছে। মাদুর বিছানায় আছে।
খাবার হাতে আছে। নাক মুখে আছে।
কালি পেয়ালায় আছে।
নূতন নৌকা লোহিত সমুদ্রে নাই।
পুরাতন মাদুর শক্ত বিছানায় নাই।
গরম খাবার ভিজা হাতে নাই।
মোটা মেয়েটি ছোটো ঘরে নাই।
মৃত ছাগলটি শুক্‌নো রাস্তায় নাই।
সুন্দর পাখি লাল আকাশে নাই।
নরম বিছানা ভিজা ঘরে নাই।

প্রশ্নের উত্তরে "there is" শব্দের অভ্যাস করাইতে হইবে।

Where is the cup ?
What is in the bag ?
Is the cup in the bag ?
Is there a cup in the bag ?
Is not the cup in the bag ?

শেষোক্ত দুই প্রশ্নের উত্তরে ইতিবাচক (affirmative) ও নেতিবাচক (negative) দুই-রূপই বলাইয়া লইতে হইবে। যথা—Yes, there is a cup in the bag, অথবা No, there is no cup in the bag.

এই পর্যায়ে এই পাঠস্থিত সমস্ত ইংরেজি বাক্য, ও বাংলা হইতে ইংরেজি তর্জমাগুলি প্রশ্নরূপে প্রয়োগ করাইয়া উত্তর করাইয়া লইবেন।

Is the cup in the sky ?

No, the cup is not in the sky, the cup is in the bag.

Is there a cup in the sky ?

No, there is no cup in the sky.

Is the mat in the sea ?

No, the mat is not in the sea, the mat is in the room.

Is there a mat in the sea ?

No, there is no mat in the sea.

এই ভাবে পাঠস্থিত বাক্যগুলিকে অসংগত প্রশ্নরূপে প্রয়োগ করিয়া সংগত উত্তর বলাইয়া লইবেন।

১৩

বাংলা করো

The king has a crown.
The lad has a coat.
The shoe has a hole.
The thief has a ring.
The shop has a door.
The horse has a groom.
The house has a room.
The deer has a tail.

ইংরেজি করো

মানুষটির একটি পেয়ালা আছে।
বিছানাটায় একটি মাদুর আছে।
বালকটির একটি পাখি আছে।

গাভীটির একটি লেজ আছে।
বালকটির একটি নৌকা আছে।
হরির একটি পিষ্টক আছে।
রামের একটি বই আছে।
শ্যামের একটি বিছানা আছে।
গাভীর একটি লম্বা লেজ আছে।
কুকুরের একটি বিশ্রী নাক আছে।
বালকটির একটি লাল ছাগল আছে।
বালকটির একটি সাদা মেষশাবক আছে।
খোঁড়া মানুষের একটি সরু পা আছে।

নেতিবাচক বিকল্পে—

The man has not a cup.
The man has no cup.

প্রশ্নোত্তর

What has the king ?
Who has the crown ?
Has the king a crown ?
Has the king a cup ?
What has the cow ?
Who has the long tail ?
What kind of tail has the cow ?
Has the cow a short tail ?

এইরূপ পর্যায়ে প্রশ্নোত্তর করিয়া যাইবেন।

প্রশ্নোত্তর

Has the man a pen ?
Yes, the man has a pen.
Where has the man a pen ?
The man has a pen in the bag.

এই ভাবে এই পাঠস্থিত বাক্যগুলিকে প্রশ্নরূপে প্রয়োগ করিয়া উত্তর বলাইয়া লইবেন।

Has the man a pen in the well ?

No, the man has not a pen in the well, the man has a pen in the bag.

এইরূপ অসংগত প্রশ্নের সংগত উত্তর করাইয়া লইবেন।

১৭

বাংলা করো

On the tree, গাছের উপরে।

On the roof.	On the hill.	On the bench.
On the chair.	On the wall.	On the rose.
On the back.	On the floor.	On the flower.

ইংরেজি করো

বিছানার উপর।	মাদুরের উপর।	বহির উপর।
ডেস্কের উপর।	হাতেব উপর।	মাথার উপর।
নৌকার উপর।	নাকের উপর।	কানের উপর।
লেজের উপর।	টবের উপর।	রাস্তার উপর।
পেয়ালার উপর।	প্রদীপের উপর।	পায়ের উপর।

একবার is ও একবার there is শব্দযোগে অনুবাদ করাইতে হইবে।

ইংরেজি করো

গাছের উপর পাখি আছে।	ছাদের উপর বিড়াল আছে।
বেঞ্চের উপর পুস্তক আছে।	চৌকির উপর ফুল আছে।
টেবিলের উপর খাবার আছে।	কোলের উপর হাত আছে।

পাহাড়ের উপর মেষশাবক আছে।

মাথার উপর মাছি আছে। (মাছি—fly.)

নাকের উপর একটা ফোড়া আছে। (ফোড়া—boil.)

চতুর্দশ পাঠের ন্যায় বিভিন্নরূপে প্রশ্নোত্তর করাইতে হইবে।

যথা— Is the bird on the tree ?

Who is on the tree ?

Where is the bird ?

Is the bird on the lamp ? etc.

There is শব্দের ব্যবহার আবশ্যক।

পুরাতন ছাদের উপর পাখিটি আছে।
নিচু দেয়ালের উপর বিড়ালটি আছে।
শক্ত বেঞ্চের উপর বালকটি আছে।
কোমল আসনের উপর রাজা আছে। (আসন—Seat.)
লাল দেয়ালের উপর প্রদীপটি আছে।
শুষ্ক গোলাপের উপর মাছি আছে।
উঁচু পাহাড়ের উপর গাছটি আছে।

প্রশ্নোত্তর

There is শব্দটি ব্যবহার্য :—

Is the bird on the old roof ?
Where is the bird ?
Is there a bird on the old roof ?
Who is on the old roof ?
On what kind of roof is the bird ?
Is the bird on the water ?
Is there a bird on the water ?

এইরূপ পর্যায়ে উল্লিখিত বাংলার ইংরেজি তর্জমাগুলিকে প্রশ্নের আকারে প্রয়োগ করিবেন

১৮

ঘরে রাজার একটি মুকুট আছে।
ঘরে রাজা আছে।
গাছের উপর হরির একটি পাখি আছে।
গাছের উপর হরি আছে।
শেল্‌ফের উপর রামের একটি বই আছে।
দোকানে রাম আছে।

বেঞ্চের উপর বালকের একটি পাত্র আছে।

বালক বেঞ্চের উপরে আছে।

ব্যাগে চোরের একটি আংটি আছে।

আংটি ব্যাগে আছে।

চৌকির উপর বালিকার একটি জুতা আছে।

বালিকাটি চৌকির উপরে আছে।

থালায় (plate) শ্যামের একটি পিষ্টক আছে।

পিষ্টক পেয়ালায় আছে।

মাদুরের উপরে মহিলার একটি আংটি আছে।

মহিলা মাদুরের উপরে আছে।

নৌকায় চোরের একটি কোর্তা আছে।

চোর নৌকায় আছে।

Has the king a crown in the room ?

What has the king in the room ?

Where has the king a crown ?

Has the king a goat in the room ?

Has not the king a goat in the room ?

এইরূপ পর্যায়ে পূর্বোক্ত বাংলার ইংরেজি তর্জমাগুলি প্রশ্নের আকারে প্রয়োগ করিবেন।

১৯

বাংলা করো

The roof of the house. বাড়ির ছাদ।

The tree of the garden.

The horn of the cow.

The bench of the school.

The chair of the father.

The wall of the fort.

The back of the cow.

The top of the hill.

ইংরেজি করো

হরিণের মুণ্ড।	হাঁসের পা।	খাইবার পাত্র।
শহরের রাস্তা।	বিছানার মাদুর।	দোকানের দরজা।
সহিসের জুতা।	মহিলার আংটি।	চোরের কোর্তা।
ছোকরার ঘোড়া	চাকরাণীর প্রদীপ।	রাজার মুকুট।

বাড়ির ছাদটি উঁচু।	বাগানের গাছটি নিচু।
গাভীর শিংটি বিশ্রী।	স্কুলের বেঞ্চটি লম্বা।
রাজার চৌকিটি নরম।	দুর্গের প্রাচীরটি শক্ত।
চৌকির পিঠটি পাতলা।	পাহাড়ের উপরটা চ্যাপ্টা।
হরিণের মুণ্ড সুশ্রী।	হাঁসের পা খাটো।
পাচকের পাত্রটি নূতন।	শহরের রাস্তা লম্বা।
বিছানার মাদুরটি ভালো।	দোকানের দরজা ছোটো।
সহিসের জুতা শুক্‌নো।	মহিলার আংটি ভালো।
চোরের কোর্তা পুরানো।	ছোকরার ঘোড়াটি খোঁড়া।
চাকরাণীর প্রদীপটি নিচু।	

স্কুলের বেঞ্চটি বাগানে আছে।
বাবার চৌকিটি ছাতের উপর আছে।*
হরিণের মুণ্ডটি ব্যাগে আছে।
দুর্গের প্রাচীরটি পাহাড়ের উপর আছে।
বিছানার মাদুরটি টবে আছে।
পাচকের পিষ্টকটি পেয়ালায় আছে।*
সহিসের জুতাটি কূপে আছে।*
মহিলার আংটিটি চৌকির উপর আছে।*
পাচকের প্রদীপটি বাগানে আছে।*
রানীর কুকুরটি পাহাড়ের উপর আছে।*
রাজার জাহাজটি সমুদ্রে আছে।

---

* তারা-চিহ্নিত বাক্যগুলি দুই প্রকারে তর্জমা হইবে। যথা—The father's chair is on the roof. The father has a chair on the roof. বিকল্পে there is শব্দ যথাস্থানে ব্যবহার্য।

চোরের কোর্তাটি গাছের মাথার (top) উপর আছে।
বালিকার বইটি বাপের ব্যাগে আছে।
বালিকার হাতটি গাভীর শৃঙ্গের উপর আছে।
রাজার মুকুটটি রানীর মাথার উপর আছে।
মানুষটির দোকান শহরের বাগানে আছে।
পাচকটির পাত্রটি স্কুলের চৌকির উপর আছে।
গাভীর খাদ্য গাধার পিঠের উপর আছে।
বালিকার গোলাপ সহিসের হাতে আছে।

দুই প্রকারে তর্জমা করাইতে হইবে।

২০

Plural—বহুবচন।

The round balls.	The white clouds.
The black boards.	The brave lions.
The strong bears.	The blue stones.
The bright stars.	The green sticks.
The sharp thorns.	

উজ্জ্বল মেঘগুলি।	সবুজ পাথরগুলি।
পোষা সিংহগুলি।	খোঁড়া ভল্লুকগুলি।
শক্ত তক্তাগুলি।	তীক্ষ্ণ পাথরগুলি।
তাজা কাঠিগুলি।	কালো ভল্লুকগুলি।

বাংলা করো

The balls are round. The boards are black. ইত্যাদি।

বহুবচনে are হয় বুঝাইয়া দিবেন।

ইংরেজি করো

মেঘগুলি সাদা। তক্তাগুলি কালো। ইত্যাদি।

উপরের ইংরেজি ও বাংলা তর্জমাগুলি ছেলেদের দিয়া ক্রিয়াযুক্ত করাইয়া লইবেন।

ইংরেজি করো

লাল গোলাগুলি বড়ো।	সাদা মেঘগুলি পাতলা।
কালো তক্তাগুলি নূতন।	সাহসী সিংহগুলি বন্ধ।
সবল ভল্লুকগুলি পোষা।	নীল পাথরগুলি সুশ্রী।
উজ্জ্বল তারাগুলি লাল।	সবুজ কাঠিগুলি লম্বা।
তীক্ষ্ণ কাঁটাগুলি শুষ্ক।	

উল্লিখিত পাঠ লইয়া নিম্নলিখিত ভাবে প্রশ্নোত্তর করাইতে হইবে।

Are the balls round ?
Yes, the balls are round.
What are round ?
The balls are round.
Are the balls flat ?
No, the balls are not flat ; the balls are round.

বিশেষণ-যুক্ত পদগুলি নিম্নলিখিতভাবে প্রশ্নে পরিণত করিবে।

Which balls are big ?
The red balls are big.
Are the red balls big ?
Yes, the red balls are big.
Are the red balls small ?
No, the red balls are not small, the red balls are big.
Are the big balls white ?
No, the big balls are not white, the big balls are red.
Are not the red balls big ?
Yes, the red balls are big.

২৬

ইংরেজি করো

বিকল্পে "are" ও "there are" যোগে নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

গোলাগুলি চৌকির উপরে আছে।
মেঘগুলি আকাশে আছে।
তক্তাগুলি বেঞ্চের উপরে আছে।
সিংহগুলি বাগানে (Park) আছে।
ভল্লুকগুলি পাহাড়ের উপরে আছে।
পাথরগুলি জাহাজে আছে।
কাঠিগুলি (লাঠিগুলি) বাগানে (garden) আছে।
গর্তগুলি জুতায় আছে।
কাঁটাগুলি গাছে আছে।

উল্লিখিত বাক্যগুলিকে একবার একবচন ও পরে অধিকরণ পদগুলিকে বহুবচন করিয়া ইংবেজি করো।

যথা,—

সিংহ বাগানে আছে।
সিংহগুলি বাগানগুলিতে আছে।
লাল গোলাগুলি চৌকির পিঠের উপর আছে।
সাদা মেঘগুলি পাহাড়ের মাথার উপর আছে।
কালো তক্তাগুলি স্কুলের বাগানে আছে।
বড়ো সিংহগুলি শহরের বাগানে আছে।
বিড়ালগুলি হরির দোকানে আছে।
পাথরগুলি দুর্গের প্রাচীরের উপর আছে।
লম্বা কাঠিগুলি বাড়ির ছাদের উপরে আছে।
তীক্ষ্ণ পেরেকগুলি সহিসের জুতায় আছে।

অধিকরণ কারকগুলিকে বহুবচন করিয়া তর্জমা করো।

যথা—

লাল গোলাগুলি চৌকির পিঠে আছে।

প্রশ্নোত্তরের দৃষ্টান্ত

Are the balls on the chair ?
Are there balls on the chair ?
Where are the balls ?
What are there on the chair ?
Are there horses on the chair ?
Are there not balls on the chair ?
How many balls are there on the chair ?
Is there only one ball on the chair ?

শেষোক্ত প্রশ্নদ্বয়ের উত্তরে সংখ্যাবাচক বিশেষণগুলি প্রয়োগ করিতে হইবে।

বিশেষণযুক্ত পদের প্রশ্নের নমুনা

Are the red towels on the back of the chair ?
Are there the red towels on &c.
What are there on the back &c.
Where are the red towels ?
Which towels are there on the &c.
On the back of what are the red &c.
What kind of towels are on the back &c.
Are there the red towels on the &c.
Are there not the red towels on the &c.

ইংরেজি করো

রামের লাল তোয়ালেগুলি চৌকির পিঠের উপর আছে।
আকাশের সাদা মেঘগুলি পাহাড়ের মাথার উপরে আছে।
শিক্ষকটির কালো বোর্ডগুলি স্কুলের বাগানে আছে।
রাজার বড়ো সিংহগুলি শহরের পার্কে আছে।

উক্ত বাক্যগুলিকে অধিকরণ পদে উপযুক্ত বিশেষণ যোগ করিয়া ইংরেজি করো।

২২

বাংলা করো

The boys have a ball.
The brothers have a horse.
The uncles have a farm.
The sisters have a dove.

উক্ত বাক্যগুলিকে একবচন করো, কর্মকে বহুবচন করো।

প্রশ্নোত্তরের নমুনা

What have the boys ?
Who have the balls ?
Have the boys the balls ?
How many balls have the boys ?
Have the boys only one ball ?
Have the boys a dish ?
Have not the boys a ball ?

বাংলা করো

The mares have no stable.
The beggars have no cap.
The bees have no hive.
The crows have no nest.
The fields have no shade.

একবচন করো

বাক্যগুলিকে অস্তিবাচক করো ; যথা—
The mares have a stable.

ইংরেজি করো

বাগানগুলির শীতল ছায়া আছে।
বাগানগুলির ছায়া শীতল।

গোলাপগুলির তীক্ষ্ণ কাঁটা আছে।
গোলাপগুলির কাঁটা তীক্ষ্ণ।
ঘোড়াগুলির একটি লম্বা আস্তাবল আছে।
ঘোড়াগুলির আস্তাবলটি লম্বা।
মৌমাছিগুলির একটি গোল চাক্ আছে।
মৌমাছিগুলির চাক্‌টি গোল।
ডাক্তারদের একটি চ্যাপ্‌টা বোতল আছে।
ডাক্তারদের বোতলটি চ্যাপ্‌টা।

[দুই প্রকার তর্জমা করিতে হইবে।]

The garden has a tall tree.
There is a tall tree in the garden.

প্রশ্নোত্তর

Is there a tall tree in the garden ?
Has the garden a tall tree ?
Is the tree of the garden tall ?
What kind of trees has the garden ?
Has not the garden a tall tree ?

ইংরেজি করো

টুপিগুলিতে একটিও ছিদ্র নাই।
চাক্‌গুলিতে একটিও মৌমাছি নাই।
গাছগুলির একটিও কাঁটা নাই।
গোলাবাড়িতে একটিও গোরু নাই।
বাসায় একটিও কাক নাই।
বালকদের একটিও গোলা নাই।
ভাইদের একটিও ঘোড়া নাই।
ডাক্তারদের একটিও বোতল নাই।

২৩

বাক্যগুলির প্রত্যেক বিশেষ্য পদের সহিত একটি করিয়া উপযুক্ত বিশেষণ যোজন করিয়া ইংরেজি করো—

স্কুলের বালকদের একটি ডেস্ক আছে।
শহরের ডাক্তারের একটি দোকান আছে।
রাজার বাগানের একটি গেট (gate) আছে।
লোকটির ভাইদের একটি পাচক আছে।
ঘরের দেয়ালগুলির একটি ছাদ আছে।
পাহাড়ের রাজার একটি মুকুট আছে।
রানীর সহিসদের একটি নৌকা আছে।
স্কুলের বালকদের একটি ডেস্ক ঘরে আছে।
শহরের ডাক্তারদের একটি দোকান পাহাড়ের উপর আছে।
রাজার শহরের বাগানে একটি গেট আছে।
লোকটির ভাইদের একটি পাচক বাড়িতে আছে।
পাহাড়ের রাজার একটি মুকুট ব্যাগে আছে।
রানীর সহিসদের একটি নৌকা পুকুরে আছে।
রাজার পাচকদের বিড়ালটি প্রাচীরের উপর আছে।

ডেস্ক প্রভৃতি শব্দ বহুবচন করিয়া তর্জমা করো।

প্রশ্নোত্তর

Who have a desk in the room ?
Where have the boys a desk ?
Have the boys of the school a desk ?
Have the boys of the school a lamb ?
What have the boys of the school ?

২৪

বাংলা করো

I am angry.	We are well.
You are ill.	You are clever.
He is happy.	They are slow.
Ram is sad.	The stags are quick.
It is bad.	The books are good.
She is kind.	They are cruel.

ইংরেজি করো

তিনি পাগল। আমি খোঁড়া। তিনি মোটা।
তারা পাতলা। আমরা শক্ত। ইত্যাদি।

প্রশ্নোত্তরের নমুনা

Q, What am I ?	A, You are angry.
Q, Am I angry ?	A, Yes, you are angry.
Q, Am I happy ?	A, No, you are angry.

ইংরেজি করো

আমি দুর্গে আছি।
তাঁরা প্রাচীরে আছেন।
তিনি পুকুরে আছেন।
তুমি গাছের উপরে আছ।
আমরা ঘরে আছি।
তোমরা বিছানায় আছ। ইত্যাদি।

প্রশ্নোত্তর

Where am I ? Am I in the fort ?
Am I not in the fort ? Am I in the well ?
Who is in the fort ?

১৫

বাংলা করো

I am in my room. You are in your shop.
He is on his bench. We are in our gardens.
They are on their boat. You are on your roof.
Hari and Ram are in their town.
She is in her bed.

ইংরেজি করো

আমি আমার বিছানায় আছি।
তুমি তোমার মাদুরে আছ।
তিনি তাঁহার দোকানে আছেন।
তিনি (মেয়ে) তাঁর ঘরে আছেন।
যদু আর মধু তাঁদের আস্তাবলে আছেন।
আমরা আমাদের পুকুরে আছি।
তোমরা তোমাদের বাগানে আছ।
তাঁরা তাঁদের বাড়িতে আছেন।
তুমি আর শ্যাম তাঁর বিছানায় আছ।
শ্যাম আমার মাদুরে আছে। ইত্যাদি।

প্রশ্নোত্তর

Am I in bed ? Who is in my bed ?
Where am I ? Am I in your bed ?
In whose bed am I ?

২৬

একবার "is" "there is" এবং একবার "has" যোগে তর্জমা করিতে হইবে। যথা—

My dog is in your room.
There is my dog in your room.
I have my dog in your room.

ইংরেজি করো

আমার কুকুর তোমার ঘরে আছে।
তাঁদের মিঠাই আমাদের পাত্রে আছে।
তাঁর ঘোড়া আমাদের আস্তাবলে আছে। ইত্যাদি।

বিশেষ্যগুলিতে বিশেষণ যোগ করো।

প্রশ্নোত্তর

Is my dog in your room ?
Is there my dog in your room ?
Who is in your room ?
Have I my dog in your room ?
Have I my cat in your room ?

বাংলা করো

The ducks of our father are in our tank. &c.

ইংরেজি করো

তাদের ইস্কুলের বোর্ডগুলি আমাদের বাগানে আছে।
আমার ভাইয়ের জামা তাঁর ব্যাগে আছে। ইত্যাদি

২৭

বাংলা করো

I have the milk.
You have the flower.
He has the silk.
We have the sword.
You have the butter.
They have the grapes.
Hari has the water.
I have the pure milk.

Hari and Madhu have the dolls.
You have the yellow flower.
He has the bright silk.
We have the blunt sword.
You have the fresh butter.
They have the ripe grapes.
Hari and Madhu have the nice doll.
Hari has the boiled water.

ইংরেজি করো

আমার ফুল আছে।
তোমার দুধ আছে।
তাঁহার তলোয়ার আছে।
আমাদের রেশম আছে।
তোমাদের আঙুর আছে।
তাহাদের মাখন আছে।
হরি এবং মধুর গোলাপ আছে।
হরির পুতুল আছে।

তাঁহার ভোঁতা তলোয়ার আছে।
আমাদের উজ্জ্বল রেশম আছে।
তোমার জ্বাল দেওয়া দুধ আছে।
তোমার কাঁচা (green) ফল আছে।
তাহাদের তাজা মাখন আছে।
হরি এবং মধুর গরম জল আছে।

আমার ধান (rice) তোমার বাড়ির ছাদের উপর আছে।
তোমার দুধ আমার পাচকের পাত্রে আছে।
তাঁহার তলোয়ার তাঁহার দুর্গের দেওয়ালের উপর আছে।

আমাদের রেশম তোমাদের বিছানার মাদুরের উপর আছে।
তোমার আঙুর আমার পিতার ব্যাগে আছে।

বাংলা করো

My pen is on the table in my room.
The butter is on the shelf in your bed-room.
Your doll is on the bench in her garden.
Her son is on the bed in my house.
My ball is in the box in your school.

শব্দমালা

(বাক্য-রচনা-চর্চার উদ্দেশ্যে)

Noun	*Adjective*	*Noun*	*Adjective*
Hair	Thin	Knee	Hard
Head	Thick	Bone	Soft
Eyes	Black	Foot	Cold
Nose	Dark	Toe	Severe
Face	Fair	Ear	Nasty
Teeth	Bright	Nostril	High
Tongue	Mild	Neck (গ্রীবা)	Bad
Gum	Clean	Ankle	Deep
Lips	Dirty	Shoulder (স্কন্ধ)	Old
Cheek	Long	Elbow	Young
Hand	Short	Forehead	Naughty
Arm	Straight	Cart	Noisy
Finger	Bent	(Motor) Car	Full

Noun	*Adjective*	*Noun*	*Adjective*
Nail	Broad	Steamer	Empty
Chest	Narrow	Ship	Loaded
Back	Sharp	Tram	Smoky
Stomach	Smooth	Bus	Broad
Leg	Rough	Lorry	Narrow
Temple (রগ্)	Clever	Washerman	Sour
Eyebrow	Jolly	Food	Fried
Eyelashes	Funny	Rice	Bitter
Father	Kind	Bread	Hot
Mother	Loving	Butter	State
Brother	Fond	Milk	Fresh
Sister	Angry	Tea	Rotten
Baby	Lazy	Egg	Soft
Cousin	Greedy	Fish	Crisp
Aunt	Fat	Flour	Raw
Grandfather	Thin	Meat	Early
Grandmother	Sick	Lemon	Late
Grandson	Strong	Orange	Long
Granddaughter	Full	Breakfast	Short
Daughter	Short	Oil	Thick
Son	Dirty	Lunch	Fine
Niece	Tidy (পরিপাটি)	Salt	Woollen
Nephew	Green	Dinner	Cotton
Servant	Cold	Vegetable	Silk
Maidservant	Cooked	Sugar	Tight
Cook	Sweet	Onion	Loose
Barber	Boiled	Potato	Torn
Turnip	Coloured	Ring	Thick
Radish	Plain	Necklace	Hard

Noun	*Adjective*	*Noun*	*Adjective*
Cauliflower	High	House	Soft
Cabbage	Low	Cottage	Scented
Cucumber	Tiled	Bed	High
Mango	Thatched	Pillow	Low
Shirt	Shut	Matress	Hard
Socks	Open	Rug	Soft
Coat	Opened	Blanket	Warm
Vest	Airy	Quilt	Cosy
Trousers	Painted	Pillow-case	Wooden
Shorts	Marbled	Bed-cover	Double
Frock	Dark	Curtain	Single
Shoe	Red	Cot	White
Boots	White-	Lamp	Coloured
	washed	Horse	Plain
Slippers	Full	Dog	White
Sandals	Empty	Cat	Black
Belt	Dry	Cow	Brown
Shawl	Wet	Calf	Tame
Watch	Small	Goat	Wild
Bracelets	Large	Kid	Fat
Sheep	Lean	Lake	Hot
Lamb	Tiny	Earth	Cold
Lion	Cunning	Rain	Dark
Tiger	Clever	Mist	Silent
Rat	Foolish	Dew	Deep
Mouse	Cruel	Morning	Shallow
Frog	Strong	Noon	Muddy
Snake	Grey	Evening	Thick
Sun	Red	Afternoon	Wet

Noun	Aajective	Noun	Adjective
Moon	Bright	Night	Damp
Star	Blue	Sea	Dry
Sky	Round	Cart	Slow
River	Cool	Carriage	Fast

Noun	Noun	Noun	Noun
Hut	Temple	Window	Wall
Doors	Gate	Floor	Ceiling
Skin	Cough	Waist	Sore
Mouth	Fever	Wrist	Boil
Throat	Measles	Thigh	Cut
Chin	Headache	Room	Roof
Bolt	Stairs	Comb	Brush
Pillar	Brick	Water	Drain
Bath	Tub	Hair oil	Rails
Tap	Bucket	Fly	Donkey
Mug	Towel	Ant	Fox
Soap	Mirror	Mosquito	

এই শব্দমালা ইংরেজি সহজ শিক্ষার দ্বিতীয় ভাগেও ব্যবহারে লাগিবে। ছাত্রেরা নিজেরা বাছিয়া লইয়া বিশেষ্য বিশেষণ যোগ করিয়া বাক্য রচনার অভ্যাস করিবে। বার বার ব্যবহারের দ্বারা এই শব্দগুলি আয়ত্ত করিতে হইবে, কণ্ঠস্থ করিয়া নহে।

ইংরেজি সহজ শিক্ষা

দ্বিতীয় ভাগ।

LESSON 1.

[প্রথম ইতিবাচক বাক্যগুলিকে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া রাখিতে হইবে, যথা ;— The boy reads, The girl cooks, The child drinks, ইত্যাদি। তারপর শিক্ষার্থীকে বা শিক্ষার্থীদিগকে ক্রমান্বয়ে একটি একটি করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এবং মুখে মুখে যথোপযুক্ত উত্তর অভ্যাস করাইতে হইবে। যে ক্ষেত্রে সম্ভব শিক্ষক মহাশয় এক বা একাধিক ছাত্রদ্বারা 'ক্রিয়া'র অভিনয় করাইয়া অপরকে প্রশ্ন করিবেন।]

The boy reads—ছেলেটি পড়ে।

Who reads ?

The girl cooks—মেয়েটি রাঁধে।

Who cooks ?

The child drinks—শিশুটি পান করে।

Who drinks ?

Gopal sells—গোপাল বিক্রি করে।

Who sells ?

Hari buys—হরি কেনে।

Who buys ?

এইরূপে I sit, You stand, We play, It bites প্রভৃতি বাক্যগুলি প্রশ্নের উত্তরে অভ্যাস করাইতে হইবে। প্রত্যেক পাঠেই এইরূপে First ও Second person প্রয়োগ শিখাইবেন।

Lesson 2.

Present Continuous. (ব্যাপক বর্ত্তমান কাল)।

"পড়িতেছে", "রাঁধিতেছে", "কিনিতেছে" শব্দগুলি ইংরেজিতে reads, cooks, buys ও is reading, is cooking, is buying উভয় রূপেই তর্জ্জমা করা যাইতে পারে। রূপভেদে অর্থেরও কিছু প্রভেদ হয়। The girl cooks বলিলে শুধুমাত্র ক্রিয়ার বর্ত্তমানতা বুঝায়, The girl is cooking বলিলে ক্রিয়ার বর্ত্তমানতা তো বুঝায়ই, অধিকন্তু তাহার কিয়ৎ-বর্ত্তমানকালব্যাপকত্বও বুঝায় অর্থাৎ যে মুহূর্ত্তে ক্রিয়াটির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, সে মুহূর্ত্তে ক্রিয়াটি চলিতেছে, তখনও সমাপ্ত হয় নাই। ক্রিয়া সেই মুহূর্ত্তের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী ও কিছু পরবর্ত্তী সময় অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

The boy is reading—ছেলেটি পড়িতেছে।

Who is reading ?

The girl is cooking—মেয়েটি রাঁধিতেছে।

Who is cooking ?

The child is drinking—শিশুটি পান করিতেছে।

Who is drinking ?

Gopal is selling—গোপাল বিক্রয় করে।

Who is selling ?

Hari is buying—হরি কিনিতেছে।

Who is buying ?

Lesson 3.

ইংরেজি করো

ছেলেটি বই পড়ে।

What does the boy do ?

What does he read ?

মেয়েটি ভাত রাঁধে।

What does the girl do ?

What does she cook ?

শিশুটি দুধ পান করে।

What does the child do ?

What does it drink ?

গোপাল ফল বেচে।

What does Gopal do ?

What does Gopal sell ?

হরি রুটি কেনে।

What does Hari do ?

What does Hari buy ?

প্রশ্নগুলির উত্তর নেতিবাচক করো।

LESSON 4.

ইংরেজি করো।

ছেলেটি বই পড়িতেছে।

What is the boy doing ?

What is he reading ?

মেয়েটি ভাত রাঁধে।

What is the girl doing ?

What is she cooking ?

শিশুটি দুধ পান করিতেছে।

What is the child doing ?

What is it drinking ?

গোপাল ফল বেচিতেছে।

What is Gopal doing ?

What is Gopal selling ?

হরি রুটি কিনিতেছে।

What is Hari doing ?

What is Hari buying ?

Lesson 5.

অর্থ করো।

The servant closes the doors.

Mother opens the box.

The gardener cuts the tree.

The maid does all your work.

নেতিবাচক করো।

Does the servant close the doors ?

Does mother open the box ?

Does the gardener cut the tree ?

Does the maid do all your work ?

The servant is closing the doors.

Mother is opening the box.

The gardener is cutting the tree.

The maid is doing all your work.

Is the servant closing the doors ?

Is mother opening the box ?

Is the gardener cutting the tree ?

Is the maid doing all your work ?

ইহার উত্তর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়রূপে দিতে হইবে।

[প্রশ্নবোধক বাক্যগুলি নেতিবাচক করা হইলে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় বাক্যই শিক্ষার্থীর সামনে লিখিয়া রাখিতে হইবে। তারপর প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর

অভ্যাস করাইতে হইবে। দৃষ্টান্ত :—"Does the servant close the doors ?" এই বাক্যটি লেখা থাকিল। ইহার নেতিবাচক—"Does not the servant close the doors ?"—ইহাও পাশে বা নিম্নে লেখা থাকিল। তখন প্রথম প্রশ্নের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকার উত্তরই আদায় করিতে হইবে—Yes, the servant closes the doors ; No, the servant does not close the doors. অপর প্রশ্নের উত্তরে নিম্নলিখিত বাক্য দুইটি রচনা করাইতে হইবে :—ইতিবাচক—Yes, the servant closes the doors ; নেতিবাচক—No, the servant does not close the doors.]

LESSON 6.

অর্থ করো।

The pupil does not smile.
The snake does not jump.
The girl does not play.
Aunt does not scold.
The tree does not move.
The wind does not blow.
The fish does not breathe.
The pupil is not smiling.
The snake is not jumping.
The girl is not playing.
His aunt is not scolding.
The tree is not moving.
The wind is not blowing.
The fish is not breathing.

ইতিবাচক করো।

Does the pupil smile ?
Does the snake jump ?

Does the girl play ?
Does his aunt scold ?
Does the tree move ?
Does the wind blow ?
Does the fish breathe ?
Is the pupil smiling ?
Is the snake jumping ?
Is the girl playing ?
Is his aunt scolding ?
Is the tree moving ?
Is the wind blowing ?
Is the fish breathing ?

LESSON 7.

Who is he ? (ছেলে) Who is she ?
Who is he ? (It is a child).
Who are you ? Who is that man ?
Who is this man ? Who am I ?
What is he ? (ভৃত্য) Who is she ?
Who are they ? What is that man ?
What is that woman ?

Lesson 8.

To

অর্থ করো।

Madhu comes to my room.
Jadu writes to his father.
Hari sells books to the pupils.
The lotus opens to the sun.
Madhu is coming to my room.
Jadu is writing to his father.
Hari is selling books to the pupils.
The lotus is opening to the sun.

নেতিবাচক করো।

প্রশ্নোত্তর

What does Madhu do ?
Does Jadu write to his father ?
Does Hari sell books to the pupils ?
Does the lotus open to the sun ?
Does Madhu come to my room ?
What is Madhu doing ?
Is Madhu coming to my room ?
Is Jadu writing to his father ?
Is Hari selling books to the pupils ?
Is the lotus opening to the sun ?

ইতি ও নেতিবাচকরূপে উত্তর দিতে হইবে।

LESSON 9.

	Greedily	লুব্ধভাবে।
	Loudly	উচ্চস্বরে।
	Slowly	ধীরে।
Swiftly	(Quickly)	দ্রুতবেগে।
	Silently	নীরবে।
	Brightly	উজ্জ্বলভাবে।
	Sweetly	মিষ্টভাবে।

অর্থ করো।

The dog barks angrily.
The boy laughs loudly.
The girl writes slowly.
The horse runs quickly (swiftly).
The pupil reads silently.
The star shines brightly.
The child smiles sweetly.
The cat eats greedily.

LESSON 10.

Present—নিত্যবর্তমান সূচক।

বাংলায় "খায়" ও "খাইতেছে" "হাসে" ও "হাসিতেছে" প্রভৃতি শব্দগুলির অর্থ একরূপ নহে। "খায়" "হাসে" ইত্যাদি শব্দে "খাইয়া থাকে" "হাসিয়া থাকে" ইত্যাদি বুঝায়। শিক্ষক বুঝাইয়া দিবেন, The boy goes to the school বলিলে "বালকটি স্কুলে যাইতেছে" বুঝায় এবং "বালকটি স্কুলে গিয়া থাকে" ইহাও বুঝায়।

অনুবাদ করো।

He comes to school every day.
I go to Darjeeling every summer.
They take their meals twice a day.
You get your leave three times a year.
The girl goes to her father's house in the evening.
Our teacher takes his bath early in the morning.
Your nephew returns home late in the evening.
The lion roars fiercely.
The horse runs swiftly.
They write good English.
We drink milk without sugar.
Man comes into the world to learn.
Tigers kill their prey.
Birds fly in the air.
Snakes glide on the earth.
The dog is barking angrily.
The boy is laughing loudly.
The girl is writing slowly.
The horse is running quickly (swiftly).
The pupil is reading silently.
The star is shining brightly.
The child is smiling sweetly.
The cat is eating greedily.

প্রশ্নোত্তর

How does the dog bark ?
Does the dog bark gently ?

How is the dog barking ?
Is the dog barking gently ? etc. ইত্যাদি।

ইতিবাচক ও নেতিবাচক উত্তর করিতে হইবে।

Lesson 11.

At, In, On.

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অনুবাদে "at," "in" এবং "on" প্রয়োগের প্রভেদ বুঝাইয়া দিতে হইবে।

অনুবাদ করো।

কানাই রান্নাঘরে খায়। (in).
মালতী কুটীরে বাস করে। (in).
তোমাদের শিক্ষক চৌকিতে বসেন। (in).
তাঁহাদের ঘোড়া রাস্তায় দৌড়ায়। (in).
ছাত্রটি বাগানে বেড়ায়। (in).
তাঁহার (স্ত্রীলিঙ্গ) মেয়ে জানলায় বসে। (at).
আমাদের দারোয়ান দ্বারে দাঁড়ায়। (at) (porter).
তাঁহার ভাই ডেস্কে পড়ে। (at).
হীরা (the diamond) মাতার আংটিতে জ্বলে। (shines) (on).
তারা আকাশে ওঠে। (in).
ফল মাটির উপর পড়ে। (on).

প্রশ্নোত্তরের নমুনা

Who eats ? (কানাই)।
Where does he eat ?
Does Kanai eat in the yard ?

প্রশ্ন।

Who is she? (মালতী)।
Where does Malati live?
Does she live in a temple? (নেতিবাচক)।
Who is that man?
What does the student do? (বাগানে বেড়ায়)।
Where does the student walk?
Does he walk on the road? (নেতিবাচক)।
Who is this man?
What does the porter do?
Where does he stand?
Does he stand in the hall? (নেতিবাচক)।
What is this?
Does the diamond shine?
Where does the diamond shine?
On whose ring does the diamond shine?
Does the diamond shine on the queen's necklace?

LESSON 12.

ইংরেজি করো।

মালতী শান্তভাবে কুটীরে বাস করে। (quietly).
আমাদের শিক্ষক ব্যস্তভাবে ক্লাসে আসেন। (busily).
তাহার পিতা ক্রুদ্ধভাবে জানলায় বসেন।
তোমাদের ঘোড়া উন্মত্তভাবে রাস্তায় দৌড়ায়।
তোমার মেয়ে নীরবে শ্লেটে লেখে।
হীরা উজ্জ্বলভাবে আমার ভগিনীর ব্রেসলেটে জ্বলে।

নেতিবাচক করো।

প্রশ্নোত্তর।

Where does Malati live ?

How does she live ? Does she live noisily ?

(উত্তর দিবার সময় সংক্ষেপে 'no' বলিলে চলিবে না। বলিতে হইবে— She does not live noisily but lives quietly).

What does our teacher do ?
How does he come ?
Does he come to the football field ?
Where does his father sit ?
How does he sit ?
Does he sit calmly ?
What does your horse do ?
Where does it run ?
Does it run on the roof ?
How does it run ?
What does your daughter do ?
On what does she write ?
Does she write on a paper ?
How does she write ?
What does the diamond do ?
On what does it shine ?
Does it shine on the crown ?
How does it shine ?

LESSON 13.

বহুবচন।

The girls laugh.
The beggars beg.

The servants sweep.
The children dance.
The dogs bite.
The birds fly.
The students sleep.
The cows graze.
The flowers bloom.
The fishes swim.

They cry.
We stand.
You walk.

Who are they ? What do they do ?
Do they cry ?
What are those men ? What do they do ?
Do they scold ?
What are these men ? What do they do ?
Do they dance ?
Who are they ? What do they do ?
Do they jump ?
What are these animals ? What do they do ?
Do they play ?
What are these ? What do they do ?
Do they sleep ?
Who are these men ? What do they do ?
Do they read ?
What are these animals ? What do they do ?
Do they run ?
What are these ? What do they do ?
Do they droop ?
Are these fishes ? What do they do ?

Do they float ?

What do they do ? Do they laugh ?

What do we do ? Do we sit ?

What do we do ? Do we run ?

একবচন করো।

নেতিবাচক করো।

Lesson 14.

ইংরেজি করো—ইতিবাচক ও নেতিবাচক।

বালিকারা মধুর ভাবে হাসে।

ভিক্ষুকেরা উচ্চস্বরে ভিক্ষা করে।

ভৃত্যেরা মেঝে ঝাঁট দেয়। (floor).

ছেলেরা আঙিনায় নাচে। (courtyard).

কুকুরেরা ভীষণভাবে (fiercely) শৃগালকে কামড়ায়।

পাখীরা ওড়ে এবং গান গায়।

ছাত্রেরা গভীরভাবে নিদ্রা দেয়। (soundly).

গোচারণ ভূমিতে গাভীগুলি চরে। (pasture).

সকালে ফুলগুলি ফোটে।

মাছেরা দ্রুতবেগে সাঁতার দেয়। (rapidly).

প্রশ্নোত্তর।

(প্রয়োজন বোধ করিলে শিক্ষক একবচনেও প্রশ্নোত্তর করাইবেন।)

What do the girls do ?

How do they laugh ?

Do they laugh harshly ?

Who are they ? ভিক্ষুক।

How do they beg ? Do they beg gently ?

Who are these ? What do they do ?

Do they pour water ?

Do they sweep the street ?

What do the boys do ?

Do they dance in the school ?

Whom do these dog bite ?

How do they bite ?

Do they bite the goats ?

What do the birds do ? Do they also sing ?

Do they sit silently ?

What do the students do ? Do they sleep restlessly ?

What do the cows do ? Where do they graze ?

Do they graze in the ricefield ?

When do the flowers bloom ?

Do they bloom in the night ?

How do the fishes swim ? Do they swim slowly ?

LESSON 15.

ইংরেজি করো।

বালকেরা তাহাদের খুড়ার রান্নাঘরে খায়।

বালিকারা প্রাসাদের দ্বারে পৌঁছায়। (arrive at).

তোমার ভৃত্যেরা গাছের ছায়ায় দাঁড়ায়।

আমাদের শিক্ষকেরা স্কুল-ঘরের ডেস্কে বসেন।

তাহাদের ঘোড়াগুলি সহরের রাস্তায় দৌড়ায়।

ছোটো মেয়েরা তাহাদের পিতার বাগানে বেড়ায়।

শিশুরা পড়িবার ঘরে (reading room) তাহাদের পড়া করে।

তাঁহার কন্যারা তাহাদের খাবার ঘরে তাহাদের বন্ধুদের চিঠি পড়ে।

একবচন ও নেতিবাচক করো।

(প্রয়োজন বোধ করিলে যথা নিয়মে প্রশ্নোত্তর করানো যাইতে পারে।)

LESSON 16.

(বোর্ডে ছাত্রদের সম্মুখে লেখা থাকিবে।)

Do did, write wrote, eat ate, run ran, sit sat, stand stood, shine shone, rise rose, fall fell, drink drank, take took.

অতীত কাল। Past.

I did this.
You wrote on the slate.
The boy ran quickly.
The girl stood at the gate.
The baby sat on the floor.
The child drank milk.

Past Continuous. ব্যাপক অতীত কাল।

I was doing this.
You were writing on the slate.
The boy was running quickly.
The girl was standing at the gate.
The baby was sitting on the floor.
The child was drinking milk.

নিত্য অতীত—Past (অভ্যাসসূচক).

I used to do this.
You used to write on the slate.
The boy used to run quickly.
The girl used to stand at the gate.
The baby used to sit on the floor.
The child used to drink milk.

Lesson 17.

ইংরেজি করো

বালকটি তাহার কাজ করিয়াছিল।
মেয়েটি তাহার চিঠি লিখিয়াছিল।
ভিক্ষুকটি একটি আম খাইয়াছিল।
ঘোড়াটি মাঠে দৌড়িয়াছিল।
শিক্ষকটি চৌকিতে বসিয়াছিলেন।
দারোয়ান দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল।
সূর্য্য প্রভাতে জল্‌জল্‌ করিয়াছিল।
তারা সায়াহ্নে দিগন্তে (horizon) উঠিয়াছিল।
ফলটি মাটিতে পড়িয়াছিল।
পাখীটি জল খাইয়াছিল।
ভৃত্যটি টাকা লইয়াছিল (the money)।

Lesson 18.

ইংরেজি করো

বালকটি তাহার কাজ করিতেছিল।
মেয়েটি তাহার চিঠি লিখিতেছিল।
ভিক্ষুকটি একটি আম খাইতেছিল।
ঘোড়াটি মাঠে দৌড়াইতেছিল।
শিক্ষকটি চৌকিতে বসিয়াছিলেন।
দারোয়ান দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল।
সূর্য্য প্রভাতে জল্‌জল্‌ করিতেছিল।
তারা সায়াহ্নে দিগন্তে উঠিতেছিল।
ফলটি মাটিতে পড়িতেছিল।

Lesson 19.

বালকটি তাহার কাজ করিত।
মেয়েটি তাহার চিঠি লিখিত।
ভিক্ষুকটি আম খাইত।
ঘোড়াটি মাঠে দৌড়াইত।
শিক্ষকটি চৌকিতে বসিতেন।
দারোয়ান দ্বারে দাঁড়াইত।
সূর্য্য প্রভাতে জল্‌জল্‌ করিত।
ফল মাটিতে পড়িত।

Lesson 20.

প্রশ্নোত্তর

What did the boy do ?
Did the boy do his work ?
What did the girl do ?
What did she write ?
Did she write her letter ?
What did the beggar do ?
What did he eat ?
Did the beggar eat a mango ?
What did the horse do ?
Did it run ?
Where did it run ?
What did the teacher do ?
Did he sit ?
Where did he sit ?

What did the porter do ?
Did he stand ?
Where did he stand ?
Did the sun shine ?
When did the sun shine ?
Did the star rise ?
Where did the star rise ?
When did it rise ?
Did the fruit fall ?
Where did it fall ?
Who drank water ?
Did the bird drink water ?
What did the bird drink ?
What did the servant do ?
What did he take ?
Did he take money ?

Lesson 21.

What was the boy doing ?
Was the boy doing his work ?
What was the girl doing ?
What was she writing ?
Was she writing her letter ?
What was the beggar doing ?
What was he eating ?
Was the beggar eating a mango ?
What was the horse doing ?
Was it running ?

Where was it running ?
What was the teacher doing ?
Was he sitting ?
Where was he sitting ?
What was the porter doing ?
Was he standing ?
Where was he standing ?
Was the sun shining ?
When was the sun shining ?
Was the star rising ?
Where was the star rising ?
Was the fruit falling ?
Where was it falling ?

বহুবচনে অতীত কালে ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন হয় না। উপরের পাঠ বহুবচন করো এবং নেতিবাচক করো।

Lesson 22.

The servants firmly close the door.
The students noisily open the window.
The boats quickly reach the shore.
The soldiers silently march along the road.
The peasants slowly walk across the field.
The boys bravely climb upon the tree.
The peacocks gracefully dance in the forest.
The crystals brightly sparkle in the sun.
The carriages suddenly stop near the river.
The children merrily play in the garden.

একবচন করো, নেতিবাচক করো, অতীতকালবাচক করো। উপরি লিখিত পাঠের ক্রিয়াপদের অতীত রূপ বোর্ডে লিখিয়া দিতে হইবে।

প্রশ্নোত্তর—ইতিবাচক ও নেতিবাচক উত্তর।

What did the servants do ?
Did they close the door ?
How did they close the door ?
Are these boys students ?
Did they open the windows ?
How did they open the windows ?
Did the boats reach the shore ?
How did they reach the shore ?
What did the soldiers do ?
Did they march ?
Where did they march ?
How did they march ?
What did the peasants do ?
Where did they walk ?
How did they walk ?
What did the boys do ?
On what did they climb ?
How did they climb ?
Who danced ?
Where did they dance ?
How did they dance ?
What did the crystals do in the sun ?
How did they sparkle ?
Did the carriages stop ?
Where did they stop ?
How did they stop ?
What did the children do ?

Where did they play ?
How did they play ?

LESSON 23.

এই ক্রিয়াপদগুলির অতীত রূপ বোর্ডে লিখিতে হইবে।

I stand at the door. *
We meet in the hall. *
You hold the book.
He sings a song. *
They bring a doll. *
She feels pain.
I sleep on the roof. *
He digs the soil in the garden. *
They swim in the river near the village.
She runs to the temple. *

বহুবচন করো। অতীতবাচক ও নেতিবাচক করো। * চিহ্নিতগুলি ভবিষ্যৎ করো।

Did I stand ?
Where did I stand ?
Did we meet ?
Where did we meet ?
What did you hold ?
Did you hold the book ?
Did he sing ?
What did he sing ?
What did they bring ?
Did they bring a doll ?

How did she feel ?

Did she feel pain ?

Did I sleep ?

Did I sleep on the roof ?

What did he dig ?

Where did he dig ?

What did they do ?

Did they swim ?

Where did they swim ?

Did she run ?

Where did she run to ?

Lesson 24.

অনুবাদ করো।

আমি দরজা বন্ধ করি।

তিনি জানালা খোলেন।

তিনি (স্ত্রীলিঙ্গ) তাঁহার কাজ করেন।

তোমার পুতুল ভাঙো।

তাঁহারা চৌকি নাড়ান্।

আমরা দুধ পান করি।

আমি রুটি খাই।

১। একবচনকে বহুবচন ও বহুবচনকে একবচন করাও।

২। অতীত করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।

৫। প্রশ্নোত্তর—একবচন, বহুবচন, বর্ত্তমান, অতীত।

৬। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগে প্রশ্নোত্তর—উক্তরূপে।

Lesson 25.

To

অনুবাদ করো।

The peasant goes to the field. *
The king rides to the temple. *
The porter runs to the market.
The sailor swims to the ship. *
The soldier marches to the town. *
The sparrow flies to its nest.
The pupil hastens to his teachers. *
The clerk comes to his office. *
The log drifts to the sea.
The lark soars to the sky. *

১। বহুবচন করাও।

২। অতীত করাও ও * বাক্যগুলি ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। যথাক্রমে, quietly, hurriedly, swiftly, painfully, quickly, eagerly, rapidly, anxiously, slowly, joyously ক্রিয়া বিশেষণগুলি ব্যবহার করাও।

৫। "There is" যোগে বাক্যগুলি নিষ্পন্ন করাও; যথা—There is a peasant who goes to the field; there is a peasant who went to the field. অনুরূপ যথা—There is a field which the peasant goes to; there is a field which the peasant went to.

৬। প্রশ্নের নমুনা—Who goes to the field? What does the peasant do? Where does he go? Does the peasant ride to the temple? এইরূপ বহুবচনে, অতীতে।

৭। ক্রিয়া বিশেষণ যোগে প্রশ্নোত্তর—বহুবচন, অতীত।

LESSON 26.

অনুবাদ করো।

চাষা তাহার প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে যাইতেছে।
রাজা সহরের মন্দিরে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে।
মুটে গ্রামের হাটে ছুটিতেছে।
মাল্লা বন্দরের [in the port] জাহাজের দিকে সাঁতরাইতেছে।
সৈন্য শত্রুর সহরে কুচ্ করিয়া যাইতেছে।
চড়াই তাহার মাতার নীড়ের দিকে উড়িতেছে।
ছাত্র সংস্কৃতের শিক্ষকের কাছে যাইতেছে।
কেরাণী তাহার মনিবের আফিসে আসিতেছে।

১। একবচন করাও।

২। অতীত করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। উল্লিখিত ক্রিয়ার বিশেষণগুলি বসাও।

৫। There is যোগে নিষ্পন্ন করাও। অধিকাংশ বাক্যগুলি তিন প্রকারে পরিবর্তিত করা যায়, যথা—There is a peasant who goes to the field of the neighbour. There is a neighbour to whose field the peasant goes. There is a neighbour's field (or field of the neighbour) to which the peasant goes.

৬। প্রশ্নের নমুনা—

Where does the peasant go? Who goes to the field? To whose field does he go? Does he ride to the temple of the town?

এইরূপে বহুবচনে, ও অতীত।

৭। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগে প্রশ্নোত্তর।

LESSON 27.

অনুবাদ করো।

তিনি ক্ষেত্রে যাইতেছেন।
তিনি মন্দিরে ঘোড়া চড়িয়া যাইতেছেন।
তিনি (স্ত্রীলিঙ্গ) সহরে আসিতেছেন।
আমি হাটে দৌড়িতেছি।
তোমরা স্কুলে যাইতেছ।
আমরা জাহাজে সাঁতার দিয়া যাইতেছি।
তারা আকাশে উঠিতেছে।

১। একবচনকে বহুবচন ও বহুবচনকে একবচন করাও।
২। অতীত করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।
৫। প্রশ্নোত্তর—একবচন, বহুবচন, বর্ত্তমান, অতীত।
৬। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগে প্রশ্নোত্তর—উক্তরূপে।

LESSON 28.

Into

অনুবাদ করো।

The frog jumps into the well.*
The fireman rushes into the fire.*
The diver dives into the water.*
The cart tumbles into the ditch.*
The thorn pierces into the skin.
The needle drops into the box.
The river flows into the sea.
The wind blows into the cave.

The crab digs into the sand.
The spire rises into the sky.

১। বহুবচন করাও।

২। অতীত করাও, * চিহ্নিতগুলি ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। যথাক্রমে hurriedly, quickly, deeply, suddenly, painfully, silently, rapidly, strongly, diligently, majestically, ক্রিয়ার বিশেষণগুলি ব্যবহার করাও।

৫। There is যোগে দুই প্রকারে নিষ্পন্ন করাও, বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতে।

৬। প্রশ্নের নমুনা—

What does the frog do? What does he jump into?
Where does he jump in? Does he jump into the fire?

এইরূপে বহুবচনে, অতীত।

৭। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগে প্রশ্নোত্তর—

অতীত ও বহুবচন।

Lesson 29.

অনুবাদ করো।

তুমি কূপে ঝাঁপ দাও।
তিনি আগুনে ছুটিয়া যান।
আমি জলে ডুব দিই।
তিনি নালায় উল্টাইয়া পড়েন।
আমরা গর্ত্তে (hole) পড়ি।
তোমরা মেঘের মধ্যে ওঠ।
তাহারা বালির মধ্যে খোঁড়ে।

১। একবচনকে বহুবচন ও বহুবচনকে একবচন করাও।

২। অতীত করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

Lesson 30.

অনুবাদ করো।

The boy throws his marble into the wall.*
The maiden dips her pitcher into the water.*
The sweeper sweeps the dirt into the ditch.*
The doctor thrusts his needle into the skin.*
The gentleman drops the money into the box.*
The boy thrusts his fist into his pocket.
The child pokes its stick into the mud.
The cook puts the coals into the fire.*
The carpenter drives the nail into the wood.

১। বহুবচন করাও।

২। অতীত, Present Continuous করাও। * চিহ্নিতগুলি ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। যথাক্রমে carelessly, hastily, carefully, deftly, suddenly, firmly, quickly, gently, strongly ক্রিয়ার বিশেষণগুলি ব্যবহার করাও।

৫। There is যোগে নিষ্পন্ন করাও। অধিকাংশ বাক্যগুলি There is যোগে তিন প্রকারে নিষ্পন্ন হইবে, যথা—

There is a boy who throws his marble into the well.
There is a marble which the boy throws into the well.
There is a well which the boy throws his marble into.

এইরূপে অতীত।

৬। Has যোগে নিষ্পন্ন করাও, যথা—

The boy has a marble which he throws into the well.
The boy had a marble which he threw into the well.

৭। প্রশ্নের নমুনা—

What does the boy do? What does the boy throw his marble into? Where does the boy throw his marble in? Does the boy throw his marble into the ditch?

এইরূপে বহুবচনে, অতীতে।

LESSON 31.

অনুবাদ করো।

তুমি কূপের মধ্যে তোমার মার্ব্বেল নিক্ষেপ করো।
তিনি (স্ত্রী) জলের মধ্যে তাঁহার কলসী ডোবান্।
আমি বাক্সর মধ্যে আমার টাকা ফেলি।
তিনি চামড়ার মধ্যে তাঁহার ছুঁচ ফোটান্।
তাঁহারা পকেটের মধ্যে তোমাদের মুষ্টি প্রবেশ করান্।
তাঁহারা পাঁকের মধ্যে তাঁহাদের লাটি খোঁচান্।
আমরা আগুনের মধ্যে আমাদের কাৎলি বসাই।

১। একবচনকে বহুবচন ও বহুবচনকে একবচন করাও।
২। অতীত করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।

LESSON 32.

From

অনুবাদ করো।

The boy plucks the fruit from the tree.*
The dog snatches the cake from the boy.
The servant hangs a lamp from the ceiling.*
The maiden draws water from the well.*
The student fetches an inkpot from the table.*
The merchant buys a desk from the shop.*
The girl takes a pice from the purse.
The groom brings a mare from the stable.*
The school boy steals an egg from the nest.
The monkey breaks a twig from the bough.

১। বহুবচন করাও।

২। অতীত করাও। * চিহ্নিতগুলি ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। যথাক্রমে stealthily, suddenly, carefully, laboriously, quickly, cheaply, quietly, forcibly, silently, cunningly ক্রিয়ার বিশেষণগুলি যথাস্থানে ব্যবহার করাও।

৫। There is যোগে নিষ্পন্ন করাও। প্রত্যেক বাক্য There is যোগে তিন প্রকারে নিষ্পন্ন করা যায়। অতীত করাও।

৬। প্রশ্নের নমুনা—

What does the boy do? Does he pluck the fruit? What does the boy pluck the fruit from? Does he pluck it from the ceiling? এইরূপে বহুবচনে, অতীতে।

৭। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগে প্রশ্নোত্তর, অতীতে ও বহুবচনে।

LESSON 33.

অনুবাদ করো।

চাকর তাহার কুটীর হইতে ক্ষেতে যায়।
রাজা তাঁহার প্রাসাদ হইতে মন্দিরে ঘোড়ায় চড়িয়া যান।
মুটে গ্রাম হইতে হাটে ছোটে।
মাল্লা তীর হইতে তরীর দিকে সাঁতরায়।
সৈন্য পাহাড় (hill) হইতে সহরের দিকে কুচ্ করিয়া চলে।
চড়াই পাখী ক্ষেত হইতে বাসার দিকে ওড়ে।
ছাত্র খেলার জায়গা (play-ground) হইতে তাহার শিক্ষকের নিকট যায়।
কেরাণী তাহার ঘর (home) হইতে আফিসে আসে।
কাষ্ঠখণ্ড নদী হইতে সমুদ্রে ভাসিয়া চলে।
লার্ক তাহার বাসা হইতে আকাশে ওঠে।

১। বহুবচন করাও।

২। অতীত করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। There is যোগে তিন প্রকারে নিষ্পন্ন করাও।

Lesson 34.

অনুবাদ করো।

তিনি (স্ত্রী) কূপ হইতে জল ওঠান।
আমি গাছ হইতে ফল পাড়ি।
তুমি বালকের কাছ হইতে কেক্ কাড়িয়া লও।
তিনি ছাদ (ceiling) হইতে শিকল ঝোলান।
আমরা টেবিল হইতে দোয়াত আনি।
তাঁহারা দোকান হইতে ডেস্ক কেনেন।
তোমরা আস্তাবল হইতে ঘোটকী আন।

১। বচনান্তর করাও।
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।

Lesson 35.

With

অনুবাদ করো।

The potter makes a cup with clay.
The weaver weaves a cloth with his shuttle.
The crow builds his nest with sticks.
The crab digs a hole with his claws.
The carver carves an image with his chisel.
The fisherman catches fish with his net.
The boatman tows the boat with a rope.
The gardener mows the grass with a sickle.
The woodman fells the tree with an axe.
The elephant catches the leopard with his trunk.

১। বহুবচন করাও।

২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। যথাক্রমে deftly, cunningly, cleverly, deeply, beautifully, diligently, laboriously, sharply, gradually, strongly ক্রিয়ার বিশেষণগুলি যথাস্থানে ব্যবহার করাও।

৫। There is যোগে তিন প্রকারে নিষ্পন্ন করাও।

৬। প্রশ্নের নমুনা—

Who makes a cup? What does the potter do? What does the potter make his cup with? Does he make it with his shuttle?

LESSON 36.

অনুবাদ করো।

কুমারী তাহার কলসী দিয়া জল তোলে।
মেথর তাহার ঝাঁটা (broom) দিয়া উঠান (court-yard) হইতে ময়লা ফেলে।
শিশু লাঠি দিয়া কাদায় খোঁচা দেয় (poke)।
ডাক্তার তাঁহার ছুঁচ দিয়া চামড়া (skin) বেঁধেন।
ছুতার তাহার হাতুড়ি দিয়া কাঠে পেরেক ঠোকে।
কুকুর তাহার দাঁত দিয়া বিড়ালকে কামড়ায়।
চৌকিদার তাহার মুষ্টি (fist) দিয়া চোরকে মারে।
বালক তাহার লাঠি দিয়া পুতুল ভাঙে।
দরজী তাহার কাঁচি দিয়া কাপড় কাটে।
বালক একটি আঁকড়সি (hook) দিয়া ফল ছেঁড়ে।

১। বহুবচন করাও।

২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। There is যোগে নিষ্পন্ন করাইতে হইবে।

Lesson 37.

অনুবাদ করো।

আমি চাক দিয়া পেয়ালা গড়ি।
সে (স্ত্রী) তাঁত দিয়া কাপড় বোনে।
তুমি বাটালি দিয়া মূর্তি খোদো।
সে জাল দিয়া মাছ ধরে।
আমরা কাস্তে দিয়া ঘাস কাটি।
তোমরা দাঁড় দিয়া নৌকা চালাও।
তাহারা কুড়াল দিয়া গাছ কাটে।

১। বচনান্তর করাও।
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।

Lesson 38.

For

The potter makes a cup for his father.
The tailor cuts the cloth for his man.
The baker bakes bread for his dinner.
The boatman rows the boat for his master.
The fisherman catches fish for his family.
The boy takes his bat for a game.
The girl fetches water for her mother.
The student brings the book for his lesson.
The servant goes to his master for wages.
The milkman sells milk for money.

১। বহুবচন করাও।
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। যথাক্রমে obediently, quickly, slowly, laboriously, diligently, secretly, hastily, willingly, anxiously, daily, ক্রিয়ার বিশেষণ প্রয়োগ করাইবে। There is যোগে নিষ্পন্ন করাও।

৫। প্রশ্নের নমুনা—

What does the potter do? Who makes the cup?

Whom does he make the cup for?

Lesson 39.

অনুবাদ করো।

ছাত্র তাহার শিক্ষকের জন্য চৌকি আনে।*

মাতা তাহার শিশুর জন্য বিছানা করে।*

গ্রামবাসী (villager) তাহার পরিবারের জন্য কুটীর নির্মাণ করে।*

বণিক তাহার আফিসের জন্য ডেস্ক কেনে।*

স্বামী তাহার স্ত্রীর জন্য এক জোড়া (pair) ব্রেস্‌লেট্ লয়।*

ঘোড়া যুদ্ধের (war) জন্য কামান টানে।

কন্যা রান্নাঘরের জন্য চাল আনে।*

কাক তাহার বাসার জন্য কাঠিকুঠি (twigs) বহন করে।

১। বহুবচন করাও।

২। অতীত করাও। * চিহ্নিতগুলি ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। There is যোগে নিষ্পন্ন করাও।

Lesson 40.

অনুবাদ করো।

তুমি তোমার পিতার জন্য পেয়ালা গড়ো।

আমি আমার মজুরদের জন্য কাপড় কাটি।

সে (স্ত্রী) তাহার প্রভুর জন্য রুটি গড়ে।
আমরা আমাদের পাঠের জন্য বই আনি।
তাহারা তাহাদের বেতনের জন্য মনিবের কাছে যায়।
তোমরা তোমাদের মনিবের জন্য দাঁড় টানো।

১। বচনান্তর করাও।
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।

LESSON 41.

বিকল্পে To এবং For.

অনুবাদ করো।

The tailor makes a coat to sell [বিকল্পে for selling].*
The cooks makes some cakes to eat.
The blacksmith makes a razor to shave with. †
The boy brings a cap from the drawer to put on.
The cat catches a mouse to feed on.
The maid lights a fire in the kitchen to cook.
The master buys a horse from the mart to ride on.
The girl gets a doll from her mother to play with.
The fox digs a hole in the ground to hide in.
The student borrows a book from his friend to read.

১। বহুবচন করাও। (উভয় রূপে)
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও। (উভয় রূপেই)
৩। নেতিবাচক করাও। (উভয় রূপেই)

---

* এইরূপ এই পাঠের অন্যান্য দৃষ্টান্তগুলিতে।

† With প্রভৃতি prepositionগুলির অর্থসঙ্গতি ও আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিতে হইবে। বুঝাইবার সময়, বাক্যগুলিকে, A man shaves, A man shaves with a razor, The blacksmith makes a razor to shave with, এইরূপে ভাঙিয়া লইতে হইবে।

৪। There is যোগে নিষ্পন্ন করাও। (উভয় রূপেই)

৫। প্রশ্নের নমুনা—

Who makes a coat? For what does he make the coat?

Does the tailor make a coat to eat? এইরূপ বহুবচনে, অতীত ও ভবিষ্যতে।

LESSON 42.

অনুবাদ করো।

কাক বাস করিবার জন্য (to dwell in) বাসা তৈরি করে।

রুটিওয়ালা আহারের জন্য রুটি প্রস্তুত করে।*

জেলে বেচিবার জন্য নদী হইতে মাছ্ ধরে।*

বালক খেলিবার জন্য তাহার বাক্স হইতে মার্বেল আনে।*

কাঠুরিয়া পোড়াইবার জন্য (burn) তাহার কুড়াল দিয়া কাঠ কাটে।*

সৈন্য হত্যা করিবার জন্য দোকান হইতে বন্দুক কেনে।

মাছরাঙা (kingfisher) মাছ্ ধরিবার জন্য জলের মধ্যে ডুব দেয়।

ছাত্র লিখিবার জন্য টেবিল হইতে কলম আনে।*

খুড়া সাঁতরাইবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে।*

The carpenter makes a chair to sell it to my father.

The driver harnesses a horse to drive him to the market.

The peasant goes to the town to sell his corn to the merchant.

The sweeper sweeps the dirt into the ditch to clean the room.

The cook brings water to the kitchen to boil the rice.

The girl calls the cat to feed it with milk.

শিশু তাহার পাঠ লইবার জন্য স্কুলে আসে।*

কুমারী জল লইবার জন্য কূপে যায়।*

রাজা পূজা করিবার জন্য (pray) ঘোড়ায় চড়িয়া মন্দিরে যান।*

মুটে তরকারী (vegetables) কিনিবার জন্য হাটে দৌড়ায়।

সৈন্য যুদ্ধ করিবার জন্য (fight) সহরে কুচ্ করিয়া যায়।

চড়াই তাহার বাচ্চাদের (young ones) খাওয়াইবার জন্য নীড়ে উড়িয়া যায়।
রাণী ফুল সংগ্রহ করিবার (gather) জন্য গাড়ি করিয়া বাগানে যান (drive)।*

১। বহুবচন করাও।
২। অতীত করাও। * চিহ্নিতগুলি ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। There is যোগে নিষ্পন্ন করাও।

Lesson 43.

With, সহিত।

অনুবাদ করো।

The boy comes to the school with his brother.*
The maiden goes to the well with her pitcher.
The sparrow flies to its nest with food.
The soldier marches to the town with his gun.
The king drives to the temple with his queen.
The woman runs to the market with vegetables.
The student hastens to his teacher with his books.
The gardener comes to the garden with his spade.
The hunter rides to the wood with his spear.
The peasant goes to the field with his plough.

১। বহুবচন করাও।
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। There is যোগে নিষ্পন্ন করাও।
৫। উল্লিখিত উভয় প্রকারে প্রশ্নোত্তর। প্রশ্নের নমুনা—
Who comes ? Where does he come ? Whom does he come with ?
Who goes ? Where does he go ? What has she with her ?

---

* এই সঙ্গে without শব্দটির ব্যবহারও শিখাইতে হইবে।

LESSON 44.

অনুবাদ করো।

কাঠুরিয়া তাহার ভাইয়ের সঙ্গে কুড়াল দিয়া কাঠ কাটে।
কুমারী তাহার মাতার সঙ্গে কলসী করিয়া জল আনে।
গ্রামবাসী মিস্ত্রির সঙ্গে ইঁট দিয়া মন্দির গড়ে।
স্বামী তাহার স্ত্রীর সহিত তাঁত দিয়া একখানা কাপড় বোনে।
দরজী তাহার মজুরদের (men) সঙ্গে কাঁচি দিয়া কাপড় কাটে।
কৃষক তাহার পুত্রের সহিত লাঙ্গল দিয়া ক্ষেত চষে (tills)।
বালক তাহার বন্ধুদের সঙ্গে মার্বেল লইয়া খেলে।
রাজা তাঁহার সৈন্যসহ কামান দিয়া লড়েন।
প্রভু তাঁহার ভৃত্যদের সঙ্গে একটা শিকল দিয়া হাতী বাঁধেন।
শিকারী তাহার অনুচরদের সঙ্গে বর্শায় করিয়া বাঘ মারে।

১। বহুবচন করাও।
২। অতীত করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। There is যোগে নিষ্পন্ন করাও।

LESSON 45.

Participle যোগে By

অনুবাদ করো।

The woodman makes a path by cutting down the trees.*
The tailor makes his living by selling coats.
The beggar maintains himself by begging his food.
Tha fisherman catches fish by casting his net.

* বলা আবশ্যক এইরূপ sentence "by" যোগে এবং "by" বাদ দিয়াও শুদ্ধ participle দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে। বাঙলাতেও এরূপ হয়, যথা—কাঠুরিয়া বৃক্ষ কর্ত্তনের দ্বারা পথ প্রস্তুত করিতেছে এবং কাঠুরিয়া কাঠ কাটিয়া পথ প্রস্তুত করিতেছে।

The porter earns money by carrying wood.

The servant cools the room by sprinkling water.

The tortoise saves its life by jumping into the river.

The cowherd fastens the ox by tying him to a post.

The peasant prepares his meal by boiling rice.

The traveller makes a fire by burning the dry grass.

The dog shows his delight by wagging his tail.

১। বচনান্তর করাও।

২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। There is যোগে নিষ্পন্ন করাও।

৫। "To" যোগে নিষ্পন্ন করাও, যথা—The woodman cuts the trees to make a path. বিকল্পে "for" যোগে, যথা—The woodman cuts the tree for making a path.

৬। প্রশ্নোত্তর।

LESSON 46.

অসমাপিকা ক্রিয়া

অনুবাদ করো।

The gentleman, coming into the room, shut the door.*

The lady, going into the shop, bought some silk.

The horse, jumping into the ditch, broke his leg.

The child, falling into the mud, began to cry.

The dog ran to the stable barking.

The tiger, falling upon his prey, killed it.

The baby smiled lying on its back.

The watch-man, climbing up the tree, saw the fire.

* এইরূপ sentence ত্রয়োদশ পাঠের sentenceএর মতো বিকল্পে by দিয়া নিষ্পন্ন করা যায় না।

The beggar came to beg, singing.

The girl, stretching her arms, ran to her mother.

The woman, spreading her mat, tried to sleep.

১। একবচন করাও।

২। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। There is যোগে নিষ্পন্ন করাও।

৪। "And" যোগে নিষ্পন্ন করাও। যথা—The gentleman came into the room and shut the door.

Lesson 47.

অনুবাদ করো।

শিক্ষক চৌকিতে বসিয়া তাহার ক্লাসকে শিক্ষা দেন (teaches)।

খোকা বিছানায় শুইয়া তাহার দুধ খায়।

বালক তাহার বই বহন করিয়া স্কুলে যায়।

ছেলেটি প্রদীপ নিবাইয়া (put out) তাহার বিছানায় যায়।

পাখী তাহার ডানা ছড়াইয়া (stretch) দিয়া উড়িতে আরম্ভ করে।

হাতি তাহার শুঁড় তুলিয়া জলে ডুব দেয়।

উত্তর হইতে আসিয়া সৈন্যগণ পূর্ব্বদিকে কুচ্ করিয়া যাইতেছে।

জলে ঝাঁপ দিয়া মাল্লা জাহাজের দিকে সাঁতরাইতেছে।

লাঙল লইয়া চাষা মাঠে যাইতেছে।

১। বহুবচন করাও।

২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। And যোগে নিষ্পন্ন করাও।

Lesson 48.

অসমাপিকা অনুরূপ (করিতে করিতে)।

The queen walks in the garden gathering flowers.

The woman takes her food basking in the sun.

The maiden does her work smiling and singing.
The child takes its bath weeping and screaming.
The reaper works in the field singing a song.
The dog wagging his tail, licked his master's hand.
The boys left their school making great noise.
The birds hopped about in the sun twittering.
Foaming and eddying the river rushed on.
Galloping his horse the soldier entered the town.

১। অতীতকে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানকে অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

২। যে যে sentence-এ "while" যোগ করা চলে তাহাতে while যোগ করাও, যথা—While walking in the garden the queen gathered flowers.

LESSON 49.

Perfect tense.

অনুবাদ করো।

The boy has eaten his dinner.
The children have read their books.
I have done my work.
He has cried before his father.
You have stood behind the hedge.
They have laughed without reason.
His daughter has written a letter.
The fruit has fallen on the ground.
The diamond has sparkled upon the ring.
The star has risen into the sky.
The student has walked along the road.
The horses have run across the meadow.
The boy has sat beside his father.

১। বচন পরিবর্ত্তন করাও।

২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। ক্রিয়াগুলি is -ing রূপে পরিবর্ত্তিত করাও। is -ing ও has যোগে অর্থের কিরূপ প্রভেদ হয় তাহা বহুতর দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতে হইবে। Tense পরিবর্ত্তনের সময় প্রত্যেকবার বাঙলাটি বলাইয়া লইবে।

এই ভাগের ইংরাজি বাঙলা সমস্ত present ক্রিয়াগুলি perfect করাইয়া লইবে এবং নানা প্রকারে tense পরিবর্ত্তন ও সম্ভবপর স্থানে অন্যান্য পরিবর্ত্তন করাইয়া লইবে।

LESSON 50.

Let.

অনুবাদ করো।

Let me read now.

Let Madhu go.

Let the servant come in.

Let her write a letter to her mother.

Let the car pass.

রাম তাহার ভ্রাতার সহিত বাজারে যাক্।

ঐ ছবিখানা প্রথম দেখা যাক্। (Let us)

বৃষ্টি থামুক্।

এই বইখানা কিনি, ওখানা ভালো নয়।

এই জানলাটা খুলিয়া দিই। (Let me)

চিঠিখানা টেবিলের উপর থাকুক্ (lie)।

Let যোগে এইরূপ আরও বাক্য রচনা করাইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভ্যাস করাইতে হইবে।

Lesson 51.

অনুবাদ করো।

You look tired.
The flower looks pale.
The stone feels hard.
The food tastes well.
Shanti looks healthy.
The floor feels rough.
Quinine tastes bitter.
This curry tastes hot.
এই বালকগুলি দেখিতে সুস্থ।
এই শিশির (in this bottle) ঔষধ খাইতে কটু।
শিরিস কাগজ (sand-paper) খস্‌খসে।
মহিলাটিকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেখাইতেছে।
এই টেবিলখানা মসৃণ বোধ হইতেছে (smooth)।
কেক্‌গুলি মিষ্ট লাগিতেছে।

The teacher makes the student do his lessons.
The mother makes her daughter do some work in the kitchen.
The child sets the bird free.
The driver sets the car moving.

এইরূপে look, taste, feel, make, set প্রভৃতি ক্রিয়া যোগে সচরাচর প্রচলিত ইংরেজি idiom অভ্যাস করাইতে হইবে।

Lesson 52.

Can.

অনুবাদ করো।

Fish can swim in the water.
Birds can fly in the air.

I can jump from that branch of the tree.
She can bring the book from her room.
The carpenter can make a chair for me.
আমাদের দরজী কোট তৈয়ারি করিতে পারে।
চড়াই তাহার নীড়ের দিকে উড়িতে পারে।
শিশু টেবিল হইতে দোয়াত আনিতে পারে।
এই বালকেরা নীরবে পড়িতে পারে।
আমার ভগিনী দ্রুতবেগে লিখিতে পারে।

১। বচনান্তর করাও।
২। প্রশ্নোত্তর।

পরিশিষ্ট (ক)

LESSON 2.

এই পাঠের শিক্ষাপ্রণালী প্রথম পাঠের অনুরূপ।

LESSON 3.

ব্ল্যাক্‌বোর্ডে প্রথম বাঙলা বাক্যটি লিখিতে হইবে। অনুবাদ করানো হইলে ইংরেজি বাক্যটিও লিখিয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আরম্ভ হইবে। 'What does the boy do ?'—ইহার উত্তরে 'The boy reads', এবং 'What does he read ?'—ইহার উত্তরে 'He reads the book'—এই প্রকার অভ্যাস করাইতে হইবে।

LESSON 4.

এই পাঠের শিক্ষাপ্রণালী তৃতীয় পাঠের অনুরূপ।

LESSON 6.

এই পাঠের প্রথম অংশের বাক্যগুলি ইতিবাচক করাইতে হইবে। প্রথম বাক্যটি ইতিবাচক করা হইলে 'The pupil smiles'—এই বাক্যটিকে অবলম্বন করিয়া 'Does the pupil smile ?' এই প্রশ্নের উত্তরে 'Yes, he smiles' এই বাক্যটি রচনা করাইয়া লইতে হইবে। 'The pupil does not smile'—এই বাক্য সম্পর্কেও ঐ একই প্রশ্ন করিয়া 'No, he does not smile'—এই উত্তর আদায় করিতে হইবে। এইরূপ প্রণালীতে প্রশ্নবাচক বাক্যগুলির উত্তর একে একে অভ্যাস করাইতে হইবে। প্রত্যেক বাক্যই প্রথমে ব্ল্যাক্‌বোর্ডে লিখিয়া প্রশ্নোত্তর আরম্ভ করিতে হইবে।

LESSON 7.

কোন চিত্র অবলম্বনে অথবা ক্লাসের ছাত্র ছাত্রীদের লক্ষ্য করিয়া এই পাঠের প্রশ্নগুলির উত্তর অভ্যাস করাইতে হইবে।

LESSON 8.

ষষ্ঠ পাঠের অভ্যাস প্রণালী প্রয়োজনমত কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমান পাঠেও প্রয়োগ করিতে হইবে।

LESSON 10.

এই পাঠের প্রশ্নোত্তর অভ্যাস করাইবার সময় নবম পাঠের বাক্যগুলিও ব্ল্যাক্‌বোর্ডে লিখিতে হইবে। এক একটি বাক্য লেখা হইলে প্রশ্নোত্তর করানো আরম্ভ হইবে।

LESSON 11.

বাঙলা বাক্যের ইংরেজি অনুবাদ করানো হইলে, ইংরেজি বাক্যটি বোর্ডে লিখিতে হইবে। তাহার পর নমুনার অনুরূপ প্রশ্নোত্তর অভ্যাস করাইতে হইবে।

LESSON 12.

একাদশ পাঠের প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে।

LESSON 13.

ইতিবাচক বাক্যগুলি বোর্ডে লিখিয়া প্রশ্নোত্তর অভ্যাস করাইতে হইবে। শেষ বাক্য দুইটি—"We stand" ও "You walk"—অভিনয় করাইয়া প্রশ্নোত্তর অভ্যাস করাইতে হইবে।

LESSON 14.

একাদশ পাঠের প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে।

LESSONS 16, 17, 18, 19, 20 & 21.

এই কয়েকটি পাঠ একত্র ভাবিতে হইবে। ষোড়শ পাঠের বাক্যগুলি বাঙলায় অনুবাদ করাইয়া প্রয়োগের বিশেষত্ব বুঝাইয়া দিতে হইবে। সপ্তদশ পাঠের বাক্যগুলির ইংরেজি অনুবাদ করাইয়া বোর্ডে লিখিয়া রাখিতে হইবে; তৎপর বিংশ পাঠের প্রশ্নোত্তর অভ্যাস করাইতে হইবে। এইরূপে অষ্টাদশ ও একবিংশ পাঠও একত্রে অভ্যাস করাইতে হইবে।

পরিশিষ্ট (খ)

শব্দগুলি বোর্ডের উপর লিখিত থাকিবে। এই শব্দযোগে ছোট ছোট বাক্য রচনা করিতে হইবে। শিক্ষক মহাশয় দেখিবেন যে বাক্যগুলির মধ্যে একটি সংলগ্ন চিন্তার ধারা রক্ষিত হয়।

Morning.

Dark, Night, Pass, Fade, Day, Dawn, Break, Walk up, Awake, Feel, Fresh, Lazy, Like, Hate, Leave, Bed, Wash, Face, Mouth, Hands, Teeth, Brush, Fresh, Clothes, Well, Bed, Make, Morning, Breeze, Cool, Cold, Shiver, Room, Clean, Floor, Sweep,

Slowly, Quickly, Briskly, Carefully, Outside, Go, Find, Grass, Wet, Dew, Bud, Open.

A Meal.

Meal, Cook, Together, Single, Alone, Take, Serve, Much, Little, Eat, Food, Hungry, Thirsty, Drink, Hot, Cold, Rice, Water, Boiled, Fish, Butter, Vegetables, Curry, Hot, Sugar, Salt, Slowly, Hurriedly, Willingly, Unwillingly, Greedily, Finish, Wash, Mouth, Teeth.

A Class.

School, Time, Collect, Take, Book, Pencil, Pen, Fountain pen, Exercise book, Carry, Put, Together, Start, Hear, Bell, Ring, Run, Walk, Arrive, Late, Timely, Very, Little, Other, Boy, Girl, Already, Absent, Present, Teacher, Mistress, Come, Stand, All, Tidy, Shabby, Lesson, Work, Begin, Open, Write, Recite, Poem, Prose, Well, Badly, Loudly.

Bath.

Bath, Room, Well, Pond, Lake, River, Sea, Carry, Take, Change, Put on, Far, Near, Hot, Cold, Water, Bucket, Cistern, Soap, Towel, Wet, Dry, Fresh, Feel, Bath, Bathe, Dip, Hair, Scrub, Use, Clothes, Old, Fresh, Eyes, Smart, Carefully, Carelessly, Go.

Fever.

Fever, Headache, High, Slight, Feel, Shiver, Chilly, Lie, Cover, Clothes, Warm, Best, Doctor, Visit, Fees, Thermometer, Measure, Record, Temperature, Degree, Ordinary, Solid, Liquid,

Light, Diet, Food, Stop, Mother, Sister, Nurse, Patiently, Attend, Impatient, Wear, Bed, High, Low.

A Picnic.

Go, Picnic, Boys, Girl, Meet, Early, Morning, Together, Carry, Food-stuff, Vegetable, Sweets, Uncooked, Green, Hire, Cart, Walk, Mile, Near, Lake, Tank, River, Cook, Open-air, Sit, Row, Bathe, Late, Hungry, Silently, Slowly, Swiftly, Cold, Warm, Hot.

Dressing a Cut.

Knife, Glass, Broken, Sharp, Cut, Finger, Toe, Blood, Bleed, Flow, Much, Little, Quickly, Take, Hospital, Wash, Clean, Well, Clumsily, Neatly, Bandage, Stop, Smart, Pain, Doctor, Assistant. Septic, Antiseptic, Lotion, Ointment.

Translation.

মা,

আজ আমাদের স্কুল খুলিয়াছে। শিক্ষকেরা সকলে এখানে আসিয়াছেন। যদু ও বিনোদ অনুপস্থিত। তাহারা অসুস্থ। সব ঘরগুলি চূণকাম করা হইয়াছে। এখন আমি আমার নিজের কাজ করি। ঘর ঝাঁট দিই, বিছানা করি ও নিজের কাপড় ধুই। এটা আমার বেশ লাগে। আমাদের নতুন একজন ভূগোলের শিক্ষক আসিয়াছেন। তিনি খুব হাসিখুসি। ছেলেদের খুব ভালবাসেন, কখনও রাগ করেন না। তিনি আজ বিকেলে আমাদের আফ্রিকার বন্য পশুপাখীর ছবি দেখাইবেন। তাহার মধ্যে অনেক ভয়ঙ্কর জানোয়ারের ছবি আছে। অঙ্কের মাষ্টার মশায় আগামী কাল আসিবেন। তিনি বড় কড়া লোক। সকলেই তাঁহাকে ভয় করে। তাড়াতাড়ি আমায় চিঠি লিখিও। ইতি

সেবিকা অমিতা

দিদি—

কাল আমরা কোপাই নদীর পারে পিক্‌নিকে যাবো। ঠাকুর চাকর সঙ্গে যাবে না, আমরা নিজেরাই রান্না ক'রবো। চাল ডাল তরকারী তেল ঘি ও মস্‌লা সবই আজ সকালবেলা কিনেচি। আমরা সবশুদ্ধ (All together) একুশ জন। একটা গরুর গাড়ি ভাড়া ক'রেচি। সেটা কাল খুব সকালে আস্‌বে। জিনিষপত্র সেটায় তুলে দেবো। আমরা হেঁটে যাবো। অনেক দূর যখন যাই তখন আমরা গান করি। তাই আমরা ক্লান্ত হই না। আমার বন্ধু শান্তি খুব ভাল গান করে। সেও আমাদের সঙ্গে যাবে। আমার গলা ভাঙা। এখন সন্ধ্যা ৯টা বেজেচে। শুতে যাচ্ছি। কাল খুব ভোরে উঠ্‌বো। ইতি

স্নেহের বীণা

মা,

এখন এখানে বেশ শীত। বড়দিনের ছুটিতে এখানে মেলা হবে। অনেক লোক জড়ো হয়। কেউ কাছ থেকে আসে, কেউ বা অনেক দূরের। মেলা দু-দিন ধ'রে হয়। অনেকে প্রথম দিন বাড়ী ফেরে না। তা'রা পাশের গ্রাম থেকে শুক্‌নো খড় নিয়ে আসে। তাই রাত্রে মাটিতে বিছায়। তা'র উপরে শুয়ে রাত কাটায়। ওদের কেন অসুখ হয় না? কখনও বা ওরা দিনের বেলায় শুক্‌নো ডাল ও গাছের গুঁড়ি সংগ্রহ ক'রে রাখে। রাত্রে আগুন জ্বালায়। আগুনের চারিদিকে ঘিরে বসে। দোকানগুলো সারারাত খোলা থাকে। একদল স্বেচ্ছাব্রতী (Volunteer) মেলা পাহারা দেয়।

তুমি ও রাণী এবার এসো। আমার গরম শালটা সঙ্গে এনো। আমি ষ্টেশনে তোমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রবো। ইতি—

প্রণতা উমা

ওরে তোরা কি জানিস্ কেউ
জলে কেন ওঠে এত ঢেউ!

ওরা দিবস রজনী নাচে
তাহা শিখেছে কাহার কাছে ?
ওরা কারে ডাকে বাহু তুলে,
ওরা কার কোলে ব'সে দুলে ?
আমি ব'সে ব'সে তাই ভাবি—
নদী কোথা হতে এল নাবি' ?
কোথায় পাহাড়-সে কোন্‌খানে,
তাহার নাম কি কেহই জানে ?
কেহ যেতে পারে তা'র কাছে,
সেথায় মানুষ কি কেউ আছে ?
সেথা নাহি তরু নাহি ঘাস
নাহি পশু-পাখীদের বাস।
সেথা রাশি রাশি মেঘ যত
থাকে ঘরের ছেলের মতো (children of the house)।
সেথায় বাস করে শিং-তোলা (upraised horns),
যত বুনো ছাগ দাড়িঝোলা (with hanging beard),
সেথায় মানুষ নূতনতরো,
তাদের শরীর (limbs) কঠিন বড়ো,
তাদের চোখ দুটো নয় সোজা,
তাদের কথা নাহি যায় বোঝা,
তা'রা পাহাড়ের ছেলেমেয়ে,
সদাই কাজ করে গান গেয়ে,
তা'রা সারা দিনমান খাটে,
আনে বোঝাভরা কাঠ কেটে,
তা'রা চড়িয়া শিখর (mountaintop) 'পরে
বনের (wild) হরিণ শিকার করে।

* * *

শেষে পাহাড় ছাড়িয়া এসে
নদী পড়ে বাহিরের দেশে।

* * *

কোথাও চাষীরা করিছে চাষ (till),
কোথাও গরুতে খেতেছে ঘাস,
কোথাও বৃহৎ অশথ গাছে
পাখী শিস দিয়ে দিয়ে নাচে।
কোথাও রাখাল ছেলের দলে
খেলা করিছে গাছের তলে।
সেথা মহিষের দল থাকে
তা'রা লুটায় (wallow) নদীর পাঁকে।
যত বুনো বরা সেথা ফেরে,
তা'রা দাঁত (tusk) দিয়ে মাটি চেরে।
সেথা শেয়াল লুকায়ে থাকে
রাতে হুয়া হুয়া ক'রে ডাকে।

* * *

যেদিন পূরণিমা রাত আসে
চাঁদ আকাশ জুড়িয়া হাসে,

* * *

সবাই ঘুমায় কুটীরতলে
তরী একটিও নাহি চলে,
গাছে পাতাটিও নাহি নড়ে
জলে নাহি ঢেউ ওঠে পড়ে।

* * *

হোথায় গহন গভীর বন
তাহে নাহি লোক নাহি জন;
শুধু কুমীর নদীর ধারে
সুখে রোদ পোহাইছে পাড়ে।
বাঘ ফিরিতেছে ঝোপে ঝাপে।
ঘাড়ে পড়ে আসি' এক লাফে।
কোথায় দেখা যায় চিতা বাঘ
তাহার গায়ে চাকা চাকা দাগ।

সূর্য্য পশ্চিমে অস্ত যায়। গাছের তলায় অন্ধকার। পুকুরের জল কালো দেখাচ্চে। বুড়ী নদীর ধারে চুপড়ি নিয়ে শাক তুল্চে। হাট থেকে কানাই ফিরে আসে। চাষীরা মাঠের থেকে ফিরে আস্চে। সন্ধ্যার তারা জ্ব'ল্চে। ছেলেরা তাদের মার কাছে এলো। মন্দিরে ঘণ্টা বাজ্চে। মেয়েরা ঘরের দুয়ারে প্রদীপ জাল্লো। পাখীরা বাসায় ফিরে এসেছে। শেয়ালগুলো জঙ্গলে ডাক্‌ছে। বাদুড়গুলো দলে দলে উড়ে চ'লেচে।

ঘণ্টা বাজচে? রেবা, তোমার জলখাবার শেষ হ'য়েচে? আর দেরী ক'রো না। চলো, আমরা যাই। সব বই নিয়েচো? পেন্সিল কোথায়? তাড়াতাড়ি হাঁটো। ঐ যে ছেলেমেয়েরা সব ব'সেচে। মাষ্টার মশায় এখনো আসেন নি। তবে তাড়াতাড়ি ক'রো না। অঙ্কটা শেষ ক'রেচো? কেন, কাল সন্ধ্যায় বেড়াতে গিয়েছিলে? তোমার মাসী এসেচেন? আমারও অঙ্কটা শক্ত লাগলো। অনেকক্ষণ চেষ্টা ক'রেছিলাম। ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম। চলো, মাষ্টার মশায়ের ডান দিকে বসি। এ দিক্‌টায় একটু পরেই রোদ আস্‌বে। তোমার শীত ক'রচে না? আমার শীতের হাওয়ায় কাঁপুনি ধ'রেচে। উঠে দাঁড়াও, ঐ যে মাষ্টার মশায় আস্চেন।

যদু, আর সবাই কোথায়? তা'রা সব তৈরী? এসো, মালগুলি গাড়ীতে ওঠানো যাক্। গাড়োয়ানকে ডাকো। আর সময় নেই। ঐ যে সবাই আস্চে। চলো, হেঁটে ষ্টেশনে যাওয়া যাক্। ষ্টেশন বেশি দূর নয়। আধ ঘণ্টায় পৌচাতে পারবো। মধু, জিনিষগুলি গুনে নাও—এই নাও গাড়ীভাড়া। তোমরা এগুলো প্লাটফর্ম্মে বয়ে নিয়ে যেও, কুলি ডেকো না। তোমাদের ট্রেণ-ভাড়া আমায় দাও, আমি সবার জন্ম টিকেট কিন্‌বো। কী ভিড়! লোকগুলো বোকার মতো কেন ঠেলাঠেলি করে! আমায় কল্‌কাতার সাতখানা টিকেট দেবেন। গাড়ী আস্চে, ঘণ্টা বেজে গেচে।

অনুবাদ-চর্চ্চা

ভূমিকা

এই অনুবাদচর্চ্চা বইখানিতে বিবিধ বিষয় ঘটিত বিবিধ ইংরেজি রচনারীতির বাক্যাবলী সংগ্রহ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে নানা রকমের প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে ছাত্রদের যেন পরিচয় ঘটে। আমার বিশ্বাস যদি যথোচিত অধ্যবসায়ের সঙ্গে অন্তত দুই বৎসর কাল এই অনুবাদ প্রত্যনুবাদের পন্থা ধরে ভাষাব্যবহারের অভ্যাস ঘটানো যায় তাহোলে ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই দখল জন্মানো সহজ হবে।

দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষার মধ্যে কথায় কথায় অনুবাদ চলতেই পারে না। ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষায় প্রকাশের প্রথা স্বতন্ত্র এবং পরস্পরের মধ্যে শব্দ ও প্রতিশব্দের অবিকল মিল পাওয়া অসম্ভব এই কথাটি তর্জ্জমা করতে গিয়ে যতই আমাদের কাছে ধরা পড়ে ততই উভয় ভাষার প্রকৃতি স্পষ্ট করে বুঝতে পারি। এই জন্যে অনুবাদের যোগে বিদেশী ভাষাশিক্ষার প্রণালীকে আমি প্রশস্ত বলে মনে করি।

প্রতিদিন ছোটো একটি প্যারাগ্রাফ্ নিয়ে চর্চ্চাই যথেষ্ট। প্রথম দিন বাংলা থেকে ইংরেজি এবং পরদিন সেই ইংরেজি থেকেই বাংলা অনুবাদ করানো চাই। বলা বাহুল্য শিক্ষক যেন ক্লাসে প্রস্তুত হয়ে আসেন। ব্যাকরণের যে সকল বিশেষ নিয়ম ও বাক্যপ্রয়োগের যে সকল বিশেষ প্রথা সেদিনকার পাঠের পক্ষে আবশ্যক, প্রথমেই সেগুলি ছাত্রদের কাছে ভালো করে ব্যাখ্যা করে দিতে হবে। আরম্ভে একটি করে বাক্য নিয়ে সুরু করা ভালো। ছাত্রেরা ভুল করবে, কেন ভুল হোলো সে কথা বুঝিয়ে দিয়ে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হওয়া চাই। ভুল সংশোধন হোলে তার পরে মূল বাক্যটির আদর্শ তাদের কাছে ধরে দিতে হবে। সেটি তারা খাতায় লিখে রাখবে এবং সেই খাতার লেখা থেকেই পরের দিন প্রত্যনুবাদ করবে; ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদচর্চ্চার বই ছাত্রদের হাতে থাকলে উদ্দেশ্য সফল হবে না। এমনি করে ধীরে ধীরে চালনা করে নিলে কঠিন বাক্যও ছাত্রদের কাছে সহজ হয়ে আসবে।

পাঠের দৃষ্টান্ত

"বহুকাল পূর্ব্বে Rhodopis নামে একটি সুন্দরী বালিকা তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে নীল নদীর জলে স্নান করিতেছিল; এমন সময় হঠাৎ একটি ঈগল্ আকাশ হইতে

দ্রুত নামিয়া তাহার ছোটো চটি জুতাজোড়ার এক পাটি ছোঁ মারিয়া লইয়া মরুভূমির উপর দিয়া উড়িয়া গেল।"

এই বাক্যটির যে সকল শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ ছাত্রদের জানা নেই, তা বুঝিয়ে দিয়ে, বোর্ডে লিখে দেওয়া যাক্‌, ছাত্রেরা সেগুলি তাদের নোট বইয়ে টুকে নিক্‌। ছোঁ মারবার জন্যে চিল প্রভৃতি পাখী উপর থেকে দ্রুত নেমে আসে, তাকে ইংরেজিতে বলে to swoop down। ছিনিয়ে তুলে নেওয়াকে বলে to snatch up। Take up এবং snatch up শব্দের পার্থক্য বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সাধারণত চটি জুতোর ইংরেজি slippers, কিন্তু প্রাচীন গ্রীস প্রভৃতি দেশে যে-জুতো প্রচলিত ছিল সেই রকমের কাটা কাটা চামড়ার জুতো আমাদের দেশেও আজকাল ব্যবহার হচ্ছে, তাকে বলে sandals।—শিক্ষকরা মনে রাখবেন ইংরেজি প্রতিশব্দগুলি বলে দেবার পূর্ব্বে প্রশ্ন করে জানা চাই ছাত্রেরা জানে কিনা।

মনে করা যাক্‌ নিম্নলিখিতরূপে ছাত্রেরা তর্জ্জমা করেছে :—

Long ago, a beautiful girl named Rhodopis, with her companions, was bathing in the water of the Nile river; at that time an eagle swooping down from the sky snatching up one of a pair of small sandals flew away over the desert.

বাক্য রচনায় ইংরেজির সঙ্গে বাংলার প্রভেদ এই যে, বিশেষণ বাক্যাংশ* (Adjective clause) বাংলায় কর্ত্তৃপদের পূর্ব্বে বসে—ইংরেজিতে বিশেষণ সমেত কর্ত্তৃপদ প্রথমে আসে তার পরে adjective clause।

বাংলায় আছে Rhodopis নামে একটি সুন্দরী বালিকা তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে নীল নদীর জলে স্নান করিতেছিল। এখানে সুন্দরী বালিকা কর্ত্তৃপদ। "Rhodopis নামে" তার পূর্ব্বে বসেছে কিন্তু ইংরেজিতে বসে পরে। A beautiful girl named Rhodopis সমস্তটা মিলে কর্ত্তা। ইংরেজিতে কর্ত্তার অব্যবহিত পরেই কখনো বা পূর্ব্বে সাধারণত ক্রিয়াপদ বসে। বাংলায় ক্রিয়াপদের প্রয়োগ অধিকাংশ স্থলেই বাক্যের শেষে, এখানেও তাই। অতএব ইংরেজিতে "স্নান করিতেছিল" ক্রিয়াপদ কর্ত্তার অব্যবহিত পরেই বসবে। তাহোলে হবে A beautiful girl named Rhodopis was bathing। বহুকাল পূর্ব্বে, Long ago, ক্রিয়ার বিশেষণ বাংলায় যেমন ইংরেজিতেও তেমনি বাক্যের আরম্ভেই। Long ago, a beautiful girl, named Rhodopis was bathing। বাংলায় জল শব্দের

* সংস্কৃতে এর কোনো পরিভাষা আছে কিনা জানি নে।

বহুবচনে প্রয়োগ নেই—আমরা জলগুলি কখনোই বলি নে, ইংরেজিতে, এবং সংস্কৃতেও জল শব্দের বহুবচনে প্রয়োগ হোতে পারে, এখানে তাই হয়েছে।

Long ago, a beautiful girl named Rhodopis was bathing in the waters of the Nile। River শব্দ না দিলে ভালোই হয়। ইংরেজিতে সমস্ত বাক্যটি এক, অতএব at that time না ব্যবহার করে "when" বল্লে বাক্যের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে না। বাংলায় একসঙ্গে পরে পরে দুই বা ততোধিক অসমাপিকা ক্রিয়া বসানো চলে, ইংরেজিতে অসমাপিকা ক্রিয়ার বাহুল্য ভালো শোনায় না। এখানে মূলে একটাও অসমাপিকা ক্রিয়া নেই। নীচে সমগ্র বাক্যটি উদ্ধৃত করা গেল—ছাত্রেরা নিজের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুক, যেখানে অনৈক্য সেখানে কী দোষ ঘটেছে বুঝিয়ে দেওয়া হোক।

Long ago, a beautiful girl named Rhodopis was bathing in the waters of the Nile, when suddenly an eagle swooped down, snatched up one of her tiny sandals and flew away with it over the desert. বাংলায় এই with it নেই, ইংরেজিতে যদিচ আছে তবু না থাক্‌লেও চল্‌ত।

মেয়েটি মনের খেদে বলিয়া উঠিল, "মাগো, আমার বিমাতা কী না জানি বলিবেন!" মূলে "মনের খেদে" শব্দের ইংরেজি আছে "in dismay,"—বলে দেবার আগে ছাত্রদের ভাবতে দেওয়া ভালো। যদি ইংরেজিতে কিছু দখল থাকে তবে হয়তো তারা বলবে, "with painful heart," বা "with anxious mind" বা "in misery"। এগুলোও অশুদ্ধ নয়। কিন্তু মূলে যে শব্দটি আছে সেটা জানিয়ে দেওয়া যাক। "মাগো" বাক্যোচ্ছ্বাসের ইংরেজি "O dear," এটা ছাত্রেরা সম্ভবত অনুমান করতে পারবে না। "আমার বিমাতা কী না জানি বলিবেন!" হয়তো কোনো ছাত্র এর তর্জ্জমা করতে পারে "I do not know what will my stepmother say." এই তর্জ্জমায় দোষ নেই সে কথা স্বীকার করে নেওয়া যাক্। হয়তো কোনো ছাত্র সমস্তটার এই রকম তর্জ্জমা করবে :—

The girl cried in dismay, "O dear, I do not know what will my stepmother say ?" অশুদ্ধ হয় নি কিন্তু মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা ভালো। "Oh dear," she cried in dismay, "what will my stepmother say ?" যে ব্যক্তি কথা বল্‌ছে, তার উক্তিকে বিভক্ত ক'রে সেই ব্যক্তির উল্লেখ ইংরেজি ভাষায় প্রচলিত রীতি। এখানে তাই হয়েছে। ইংরেজিতে he পুংলিঙ্গ শব্দ, স্ত্রীলিঙ্গে হয়

she, বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গ "তিনি" নেই সেই জন্যে বাংলায় লিখতে হোলো সেই মেয়েটি। ইংরেজিতে তার বদলে "she" বলেই চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

"সেই মুহূর্ত্তেই অত্যন্ত রুষ্ট মুখে তাহার বিমাতা স্বয়ং সেইখানে আসিলেন।"

"সেই মুহূর্ত্তেই" যেমন বাংলায় তেমনি ইংরেজিতেও বাক্যের আরম্ভে। At that moment। কিন্তু এই বাক্যাংশটা পরে দিলেও ক্ষতি হয় না। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে ইংরেজিতে কর্ত্তৃপদ আগে তার পরে তৎসম্পর্কীয় adjective clause—এই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু কখনও অন্যথা হয় না তা নয়। তা ছাড়া এ কথাও ছাত্রেরা জানে যে কর্ত্তৃপদের অব্যবহিত পরে বা পূর্ব্বে ক্রিয়া বসে। মূলে এখানে ক্রিয়াপদ কর্ত্তার পূর্ব্বে বসেছে। বলা বাহুল্য বিমাতা কর্ত্তা। সম্ভবত ছাত্রেরা তর্জ্জমা করবে "At that moment came the stepmother with very angry face." এখানে এই বাক্যটির সঙ্গে ছাত্রেরা মূল বাক্যের তুলনা করে দেখুক, ও মূল বাক্যটি খাতায় তুলে নিক্।

"তিনি বলিলেন, চলিয়া এসো। তুমি Hui কুম্ভকারের কাছ হইতে যে কলসী কিনিয়াছিলে সেটা ফাটা ; রাজার কাছে নালিশ করিতে যাইতে হইবে।"

কলসী—jar। কুম্ভকার—potter। ছাত্রদের পূর্ব্বেই বলা হয়েছে ইংরেজি ভাষার রীতি অনুসারে কথোপকথনে কথকের উক্তিকে ভাগ করে তার মধ্যে কথকের উল্লেখ থাকে। এখানেও সেই নিয়ম মানতে হবে। ছাত্রেরা নিজ নিজ চেষ্টায় তর্জ্জমা শেষ করলে মূল ইংরেজি বাক্যটি তাদের সম্মুখে ধরতে হবে। "Come along," she said, "That jar you bought from Hui the potter was cracked, and we must go and complain to the king." তর্ক উঠতে পারে যে, যদিও That jar শব্দটি কর্ত্তৃপদ তবু ক্রিয়াপদ was cracked কেন তার সঙ্গে সংলগ্ন রইল না? জানা উচিত "That jar you bought from Hui the potter" সমস্তটা মিলে এখানে কর্ত্তা। বাংলায় আছে "রাজার কাছে নালিশ করিতে যাইতে হইবে" অবিকল তর্জ্জমা করতে গেলে হোতো, "We must go to complain to the king." তাতেও দোষ হোতো না। কিন্তু মূলে যেটা আছে ইংরেজিমতে সেটাই কানে শোনায় ভালো। একটা কথা ছাত্রদের মনে রাখা দরকার—The jar was cracked and we must complain to the king—এখানে বাংলা ভাষায় এই "and" শব্দের সার্থকতা নেই তাই "এবং" "ও" কিম্বা "আর" শব্দ দিয়ে ঐ andএর তর্জ্জমা বাংলায় চলবে না। যে দুই বিশেষণ বা ক্রিয়া সমজাতীয়, বাংলায় তাদেরকেই "এবং" প্রভৃতি শব্দ দ্বারা

জোড়া যায়, যেমন, কলসীটা ফুটো এবং দাগী ; কিম্বা আমি কাজ করি এবং গান গাই। কিন্তু কলসীটা ফুটো এবং আমি নালিশ করব, এ ইংরেজিতে হয় বাংলায় হয় না। আমি আপিসে যাব এবং আমার স্ত্রী যেন রাঁধে, এ বাংলা নয়, অথচ ইংরেজিতে বাধবে না যদি বলা যায়, I shall go to the office and my wife must cook.

ইজিপ্টের মহারাজ সে সময় মেম্ফিস্ নামক প্রাচীন নগরে তাঁহার দরবার করিতেছিলেন এবং সেখানে সকলেই বড়ো আমোদে ছিল, কারণ রাজা তখন যুদ্ধ হইতে সদ্য ফিরিয়া আসিয়াছেন।

দরবার করা—holding court, আমোদে থাকা—to be gay।

ছাত্রদের অনুবাদ শেষ হোলে পর মূল ইংরেজি বাক্যটি তাদের সাম্‌নে রেখে বিচার করতে হবে। The great king of Egypt was at that time holding his court in the ancient city of Memphis, and all were very gay ; for the king had just come back from war.

Was holding যদিও দুই শব্দে মিলিত একটি ইংরেজি ক্রিয়াপদ তবু তাকে বিভক্ত করে তার মাঝখানে কোনো বাক্যাংশ বসিয়ে দেওয়া চলে। এখানে আছে was at that time holding, তেমনি বলা যেতে পারত was when in the city of Memphis holding, কিম্বা was after the war holding। এখানে কোনো একটি বিশেষ যুদ্ধের কথা নির্দ্দেশ করা হয় নি, সাধারণভাবে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, এই জন্যে war শব্দের পূর্ব্বে the বসে নি।

সুস্থির হয়ে বাস করা—Settle down। শেষোক্ত ব্যক্তি—the latter।

ছাত্রদের অনুবাদের পরে মূল ইংরেজি বাক্যের আলোচনা :—He was in his garden talking with an old priest, when the latter said, "Now that the war is over, you can settle down and take a wife."

পূর্ব্বে যে প্রথার কথা বলেছি তদনুসারে was talking ক্রিয়াপদের মাঝখানে "in his garden" বসেছে। ইচ্ছা করলে বলা যেতে পারত He was with an old priest talking in his garden। কোনো এক বাক্যে যেখানে দুজন ব্যক্তির উল্লেখ থাকে সেখানে প্রথমোক্ত ব্যক্তি the former এবং শেষোক্ত ব্যক্তি the latter বলে নির্দ্দিষ্ট হোতে পারে। এখানে take a wife-এর পরিবর্ত্তে marry বল্‌লে চলত। বাংলায় আছে "সুস্থির হইয়া বিবাহ করিতে পারো"—"সুস্থির হইয়া" শব্দকে অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে যদি লেখা যেত "you can settling

down marry", অথবা "you can marry settling down" ব্যাকরণবিরুদ্ধ হয় না কিন্তু ভাষারীতি অনুসারে ভালো শোনায় না।

সবশেষে একটা কথা বলা আবশ্যক।

Long ago, a beautiful girl was bathing ইত্যাদি। এখানে "long ago" শব্দ বাক্যের আরম্ভে বসেছে আর কোথাও বসতে পারে না। অথচ দেখা গেল at that time or at that moment বাক্যের অন্য অংশেও বস্‌তে পারে। তার কারণ এই Long ago শব্দের দ্বারা ঘটনার মধ্যবর্ত্তী কোনো একটি বিশেষ সময় সূচিত হচ্চে না, সমস্ত গল্পটির গোড়াতেই জানিয়ে দেওয়া হচ্চে যে এর সমস্ত ঘটনাই দীর্ঘকাল পূর্ব্বে ঘটেছিল। কিন্তু at that time or moment গল্পের মধ্যকার একটা বিশেষ সময়কে জ্ঞাপন করছে, সমস্ত আখ্যানটির পরে তার অধিকার নেই।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে আদর্শ অনুবাদের ইংরেজি বাক্যগুলি ছেলেরা তাদের খাতায় তুলে নেবে। আদর্শ পাবার আগে তারা নিজেরা যে রচনা করবে সেটা থাকবে খাতার এক পাতায়, এবং আদর্শটা থাকবে আর এক পাতায়। প্রত্যনুবাদের দিন ছেলেরা অপর একটি খাতা ব্যবহার করবে। সে খাতার এক পাতায় থাকবে তাদের স্বরচিত বাংলা, অপর পাতায় থাকবে আদর্শ। যে পাঠগুলি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট প্রথায় অনুবাদ করা হয়েছে, পরীক্ষার জন্য মাসে একবার ক'রে তার যে কোন একটা সম্পূর্ণ অনুবাদ করতে দেওয়া ভালো; তাতে শিক্ষক তাঁর কাজের ফল বিচার করবার সুযোগ পাবেন।

প্রথমে কিছুকাল চার পাঁচটির বেশি বাক্য এগোবে না, ক্রমশই কাজ দ্রুত হতে থাকবে। ম্যাট্রিক ও তার নীচের তিনটি ক্লাসে এই নিয়মে অনুবাদ করালে ছাত্রদের উপকার হবে সন্দেহ নেই।

যে পর্য্যায়ে অনুবাদগুলি ছাপা হয়েছে তাই যে মানতে হবে তা নয়। শিক্ষকেরা আবশ্যক বুঝলে তার উলটো পালটা করতে পারবেন।

ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ অত্যন্ত দুঃসাধ্য। এই গ্রন্থে কোনো কোনো স্থলে নিশ্চয়ই ত্রুটি ঘটে থাকবে। ব্যবহার করবার কালে শিক্ষকদের যদি চোখে পড়ে এবং তাঁরা অসম্পূর্ণতা সংশোধন করে আমাদের জানান তবে কৃতজ্ঞ হব।

অনুবাদ-চর্চ্চা

[বাংলা হইতে ইংরাজি]

১

বহুকাল পূর্ব্বে Rhodopis নামে একটি সুন্দরী বালিকা তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে নীল নদীর জলে স্নান করিতেছিল; এমন সময়ে হঠাৎ একটি ঈগল আকাশ হইতে দ্রুত নামিয়া তাহার ছোটো চটি জুতাজোড়ার একপাটি ছোঁ মারিয়া লইয়া মরুভূমির উপর দিয়া উড়িয়া গেল। মেয়েটি মনের খেদে বলিয়া উঠিল, "মাগো! আমার বিমাতা কী না জানি বলিবেন!" সেই মুহূর্ত্তেই অত্যন্ত রুষ্টমুখে তাহার বিমাতা স্বয়ং সেইখানে আসিলেন। তিনি বলিলেন, "চলিয়া এস। তুমি দুই কুম্ভকারের কাছ হইতে যে কলসী কিনিয়াছিলে, সেটা ফাটা; রাজার কাছে নালিশ করিতে যাইতে হইবে।" ঈজিপ্টের মহারাজ সে সময়ে মেম্ফিস নামক প্রাচীন নগরে তাঁহার দরবার করিতেছিলেন এবং সেখানে সকলেই বড়ো আমোদে ছিল, কারণ রাজা তখন যুদ্ধ হইতে সদ্য ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার বাগানে একটি বৃদ্ধ পুরোহিতের সহিত কথা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে শেষোক্ত ব্যক্তি কহিলেন, "যুদ্ধ যখন শেষ হইয়া গেল, তখন এবার তুমি সুস্থির হইয়া বিবাহ করিতে পারো।"

২

রাজা উত্তর করিলেন, "আমার মতো একজন সাদাসিধা সৈনিক কী করিয়া যোগ্য কন্যা বাছিয়া লইবার আশা করিতে পারে? আহা, যদি দেবতা একটা কোনো নিদর্শন দিতেন!" ঠিক সেই সময়ে ঈগলটি আসিল এবং চটিজুতা রাজার কোলের উপর ফেলিয়া দিল। ইহা তাঁহার প্রার্থনার উত্তর মনে করিয়া রাজা বলিলেন, "আমি যদি সত্যই ফেরেয়ো (Pharaoh) হই, তবে যে কুমারী এই জুতাটি পরিতে পারে, তাহাকে আমি বিবাহ করিব।" রাজদরবারের সকল মহিলা চেষ্টা করিল,—কিন্তু

চেষ্টা ব্যর্থ হইল, কেহই সফলকাম হইল না। যখন এই সম্মানের জন্য শেষ প্রার্থিনী হতাশ হইয়া চেষ্টা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময়ে একটি স্ত্রীলোক ভীড়ের মধ্য দিয়া ঠেলিয়া পথ করিয়া ভিতরে উপস্থিত হইল এবং তাহার সঙ্গে একটি ছোটো বালিকা আসিল। অবশ্য তাহারাই রডপিস্ এবং তাহার বিমাতা।

৩

রডপিস্ বলিয়া উঠিল, "কেন, মা, ঐ তো আমার হারানো জুতা!" সভাসদের দল একেবারে নিঃশব্দ; কেন না তাহারা ভাবিতে লাগিল, ইহার পরে না জানি কী ঘটে! ইহার মধ্যে অসামান্য কিছু আছে, একথা একটুও না ভাবিয়া ঐ চারুমুখী কন্যাটি নিতান্ত সহজে জুতার মধ্যে পা গলাইয়া দিল এবং ইহার সঙ্গে জুড়ি মেলে এমন একটি পাটি তাহার জেব হইতে বাহির করিল। যখন রডপিসের হাত ধরিয়া রাজা বলিলেন, "ফেরেয়োর বাক্য কখনো ব্যর্থ হইতে পারে না," তখন অন্য সুন্দরী কন্যাদের মধ্যে একটি ক্রুদ্ধ গুঞ্জনধ্বনি ফিরিতে লাগিল। যথাসময়ে ইহাকেই রাজা পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। গল্প চলিত আছে যে, রডপিস্ মাধুর্য্য ও সাধ্বীতার জন্য তাঁহার স্বামীর এত একান্ত প্রিয় হইয়াছিলেন যে, তৃতীয় পিরামিড্ নামে বিদিত পিরামিড্‌টি একদা রডপিসের সমাধিরূপে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া, মহিষীর জীবিত-কালেই রাজা তাহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

৪

আফ্রিকাতে এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ার কোনো কোনো অংশে সিংহ পাওয়া যায়। পুরুষ সিংহ লাঙ্গুলের তিন ফুট সমেত, প্রায় ১০ ফুট হয়; সিংহী তাহার চেয়ে প্রায় এক ফুট ছোটো হয়। সিংহ বৃক্ষারোহণ করিতে পারে না, তাহারা বালুময় ও শিলাময় স্থানে এবং অনেক সময়ে নদী ও ঝরণার নিকটবর্ত্তী গুল্মাবৃত ঝোপঝাপের মধ্যে বাস করে এবং সেই স্থানে শিকারের অপেক্ষায় ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে। রাত্রেই তাহাদের সচেষ্টতা সর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া ওঠে, যদিও দিনেও অনেক সময়ে তাহারা দৃষ্টিগোচর হয়। সিংহের সাহস ও তাহার গর্জ্জনের প্রচণ্ডতাসম্বন্ধে বহুল পরিমাণে মতভেদ আছে; ঐ দুই বিষয়েই যথেষ্ট অত্যুক্তি হইয়াছে; কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত বা উত্তেজিত সিংহ অতি ভয়ানক, বিশেষতঃ রাত্রিকালে; মার্জ্জারের ন্যায় গোপনে ও অতর্কিতভাবে শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িবার অভ্যাসের গুণে সিংহ অনেক সময়ে

আপনার অপেক্ষা বৃহত্তর অনেক পশুকে পরাভূত করে। সে মহিষ জেব্রা, এবং এমন কি, অল্পবয়স্ক হস্তী শিকার করে। পুরুষ সিংহ শাবকদের লালনপালনে ও আহারদানে সাহায্য করিয়া থাকে।

৫

এইরূপ প্রকাশ যে, গগন মণ্ডল বলিয়া কোনো একজন বজবজের চালের ব্যবসায়ী এক দেশী নৌকায় একটা বড়ো রকমের চালের চালান লইয়া কলিকাতায় আসিতেছিল এবং পোজালি খাল বলিয়া হুগলি নদীর এক খালের মধ্যে রাত্রের মতো নোঙর করিয়াছিল। মালিক এবং দাঁড়ি মাঝিরা যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, এমন সময়ে কে একজন আগুন চাহিতেছে শুনিয়া তাহারা জাগিয়া উঠিল। এইরূপে হঠাৎ ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া মাল্লাদের ধাঁধাঁ লাগিয়া গেল এবং তাহারা প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিল না। ইতিমধ্যে বিপরীত দিক হইতে অন্য দুটি নৌকা উপস্থিত হইল এবং তাহাদের আরোহীরা চালের নৌকার লোকদিগকে মারিতে আরম্ভ করিল এবং ইহারা ভয়ে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল; ডাকাতেরা সমস্ত মাল তাহাদের নৌকায় তুলিয়া লইল এবং দ্রুতবেগে দাঁড় বাহিয়া চলিয়া গেল।

৬

প্রিয়—

তোমার শেষ চিঠিখানি আমাকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট করিয়াছে। কী আনন্দেই তুমি শরৎকাল যাপন করিয়াছ এবং তোমার হিমালয়বাসের কথা তুমি কেমন চিত্তাকর্ষকরূপে বর্ণনা করিয়াছ! তোমার সঙ্গে যদি থাকিতে পারিতাম, তবে বেশ হইত; কিন্তু তাহা একেবারেই সম্ভব হইতে পারে নাই। কেন না, তুমি তো জানই, মা পীড়িত। এখন তিনি অপেক্ষাকৃত অনেকটা ভালো আছেন, কিন্তু তাঁহার মনে হয় যে, দেহে বল ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতেছে। আমরা দুই জনেই আশা করিতেছি, শীতকালের পূর্ব্বেই তুমি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে। কখন তুমি আসিতে পার, সে কথা অনুগ্রহ করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব, আমাদিগকে জানাইবে।

ভরসা করি তোমরা সকলেই বেশ ভালো আছ।

আমি তোমার চিরদিনের ভালোবাসার বন্ধু

আ—

৭

গতকল্য রাণী গ্রেট্ অর্মণ্ড ষ্ট্রীটে শিশুদের হাঁসপাতালে গিয়াছিলেন এবং যে বিভাগে রাজকুমারী মেরী শুশ্রূষাকারিণীর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, সেই বিভাগে এক ঘণ্টার উপর অতিবাহন করিয়াছিলেন। সচরাচর মঙ্গলবার ও শুক্রবারেই হাঁসপাতালে রাজকুমারী কাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু শুক্রবারে রাণীর সহিত তিনি ব্রাইটনে গিয়াছিলেন বলিয়া, তৎপরিবর্ত্তে গতকল্য অর্মণ্ড ষ্ট্রীটে কাজ করিতে আসিয়াছিলেন। কন্যাকে আপন বিভাগের কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত থাকিতে দেখিয়া রাজ্ঞী সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। গৃহকর্ত্রী Miss Gertrude Payne এবং চিকিৎসাবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক Dr. Pirie রাণীকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমতী শুনিলেন যে, রাজকুমারী মেরী তাঁহার হাঁসপাতালের কার্য্যে যথেষ্ট নৈপুণ্য ও কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন। যে বিভাগ তিনি দেখিতে গিয়াছিলেন, তাহার নাম আলেকজাণ্ড্রা বিভাগ (রাণী আলেকজাণ্ড্রার নামানুসারে ইহার নামকরণ হয়); সেখানে ছাব্বিশটি শিশু চিকিৎসাধীনে ছিল। রাজকুমারী অস্ত্রচিকিৎসা-মতে ক্ষতসজ্জায় ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহার মা উহার প্রণালীটি নিরীক্ষণ করিলেন।

৮

এই বিশেষ বিভাগে রাজবংশীয়া শুশ্রূষাকারিণীর ভাগে কাল ডিনার পরিবেষণের ভার পড়িয়াছিল এবং রাণী তাঁহার এই কার্য্যে যোগ দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। প্রায় দুই বৎসর বয়সের পেলব-আকৃতি একটি শিশুকে বাছিয়া লইয়া সাবধানে ছিন্নকরা খাদ্যের পথ্য তাহাকে খাওয়াইয়াছিলেন। ইহার পরে এক-পদ মিষ্টান্নের পালা ছিল, কিন্তু শ্রীশ্রীমতী উহা যথানির্দ্দিষ্ট পরিবেষকদের হাতে দিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন যে, এমন খর্ব্বদেহ রোগীটির পক্ষে যেটুকু খাদ্য উৎকৃষ্ট এবং যথেষ্ট বলিয়া তাঁহার কাছে প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহার উপর আরো অধিক যোগ করিবার দায়িত্ব তিনি লইতে ইচ্ছা করেন না।

রাজকুমারীর সেদিনকার কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, রাণী অপেক্ষা করিয়াছিলেন ও পরে সেই রাজবংশীয়া শুশ্রূষাকারিণী হাঁসপাতালের উর্দ্দি পরিয়াই মাতার সহিত গাড়ীতে করিয়া বাকিংহাম প্রাসাদে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

৯

৩১এ অক্টোবরে সমাপিত সপ্তাহে অল্পকয়েক স্থানে লঘুবৃষ্টিপাত হইয়াছে। সমস্ত প্রদেশে আরও অধিক বৃষ্টির আশু প্রয়োজন। কোনো কোনো জিলায় আমনধান শুকাইতেছে বলিয়া প্রতিবেদন করা হইয়াছে। উত্তর এবং পশ্চিম বাংলায় শস্যের ভাবী অবস্থা সাধারণত আশাজনক নহে। অন্যত্র ভাবী অবস্থা মাঝামাঝি রকম। রবিশস্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা চলিতেছে। বৃষ্টির অভাবে বীজবপনের ব্যাঘাত ঘটিতেছে। এই প্রদেশে মোটা চালের গড়মূল্য পূর্ব্বসপ্তাহের তুলনায় প্রায় শতকরা হারে দুই মাত্রা বাড়িয়াছে।

১০

আমাদের অরণ্যের এবং ফলের বাগানের গাছসকল তাহাদের বৃদ্ধির প্রত্যেক অবস্থায় কীটশত্রুদলের আক্রমণের বিষয়; এই কীটশত্রুগণ বাধাপ্রাপ্ত না হইলে শীঘ্রই বৃক্ষসকলকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিত। আমাদের আরণ্যবৃক্ষ এবং ছায়াতরুগুলির বিনাশে আমাদের যে কী হইত, তাহা বর্ণনা করার চেয়ে কল্পনা করা সহজ। কাঠ আমাদের এত প্রকার সামগ্রীতে লাগে যে, ইহাকে বাদ দিয়া সভ্য মানুষের কথা চিন্তা করা কঠিন। এদিকে আমাদের ফলবাগানের ফলসকলও যার-পর-নাই প্রয়োজনীয়। সৌভাগ্যক্রমে বৃক্ষদের কীটশত্রু সকলেরও নিজেদের নিত্য-নিযুক্ত শত্রু যে নাই তাহা নহে; এই শত্রুদের মধ্যে অনেক জাতীয় পক্ষী আছে, যাহাদের অস্ত্রসজ্জা এবং অভ্যাসসকল কীট-আক্রমণ-ব্যাপারে তাহাদিগকে বিশেষরূপে যোগ্যতা দান করে, এবং তাহাদের সমস্ত জীবন এই কীটের অনুধাবনে ব্যয়িত হয়।

১১

আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট্ এবং প্রাচীনকালের পূর্ব্বদেশীয় অনেক রাজাও সিংহ পুষিতেন। ঐ সকল পোষা সিংহ তাঁহাদের প্রাসাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইত। বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত আবিসিনিয়ার রাজগণ ঐ রীতি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং আলজিরিয়ার কোনো কোনো অংশে এখনো সিংহদিগকে অন্ধ করিয়া ও পোষ মানাইয়া ভূতছাড়ানোর কাজে লাগানো হইয়া থাকে। মধ্যযুগের শেষ-অংশে মিলানে ও ইটালির অন্যান্য নগরে সিংহ এবং চিতাবাঘকে অপরাধী ব্যক্তির প্রাণসংহারের কার্য্যে ব্যবহার করা হইত।

১২

একজন ফরাসী সৈনিক, এম্‌ব্রোজ পেরিশঁ, আপন জীবন রক্ষার জন্য একটি ঘোড়ার কাছে ঋণী। তাহার দুই পা জর্মান কামানের দ্বারা চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। যখন রাত হইল, তখন সে তার কাছে একটা বড়ো সাদা ঘোড়ার গুরুশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইল, সেই ঘোড়াটি ছোটো ছোটো ঘাস চিবাইয়া খাইতেছিল। জন্তুটির আরোহী ছিল না; সৈনিক তাহাকে শিস দিয়া ডাকিল। ঘোড়াটি আনন্দে মৃদু হ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিল। নিজের জন্য স্বল্পমাত্র চেষ্টা করাও পেরিশঁর পক্ষে অসাধ্য ছিল। ঘোড়াটা যেন তাহা বুঝিতে পারিল, কেন না সে হাঁটু গাড়িয়া তাহার পাশে আসিয়া পড়িল এবং তাহার বক্ষের উর্ধ্বে মাথা রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পরে সে উঠিল এবং সৈনিকের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল। অবশেষে থামিল, আহত ব্যক্তিকে আগাগোড়া ঘ্রাণ করিল এবং তাহার পর সেই সৈনিকের চামড়ার কোমরবন্ধ দাঁতে করিয়া ধরিয়া সে তাহাকে মাটি হইতে তুলিল এবং ছুটিয়া চলিয়া গেল।

১৩

চীনে ম্যাজিস্ট্রেট, কয়েকবার অভিযোগ-শুনানির পরেও হত্যাপরাধে অভিযুক্ত আসামীদলের মধ্যে প্রকৃত কোন্ ব্যক্তি স্বহস্তে সাংঘাতিক আঘাত করিয়াছে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বন্দীদিগকে জানাইলেন যে, তিনি সত্যনির্ণয়ের জন্য অশরীরী সত্তার সাহায্য লইতে যাইতেছেন। তদনুসারে তিনি অপরাধীর কৃষ্ণবেশ পরিহিত ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে একটি গোলাবাড়িতে লইয়া গিয়া, দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া ঘরের চারিধারে সন্নিবেশিত করিলেন। শীঘ্রই একজন অভিযোক্তা দিব্যদূত তাহাদের মধ্যে আসিয়া অপরাধীর পৃষ্ঠদেশ চিহ্নিত করিয়া যাইবেন, এই কথা তাহাদিগকে বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন এবং দরজা বন্ধ করাইয়া ঘর অন্ধকার করিয়া দিলেন। অল্পক্ষণ পরে যখন দরজা খুলিয়া দিয়া ঐ লোকগুলিকে বাহিরে আসিতে আহ্বান করা হইল, তখন অবিলম্বেই দেখা গেল যে, তাহাদের মধ্যে একজনের পৃষ্ঠে একটি সাদা চিহ্ন রহিয়াছে। দেওয়াল সম্প্রতি চুণকাম হইয়াছে, তাহা না জানিয়া, ঐ ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে আপদ হইতে বাঁচাইবার ইচ্ছায় দেওয়ালের দিকে পিঠ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

১৪

মুসার আইনে এবং প্রথম খৃষ্টীয় যুগে সুদ লওয়ার বিরুদ্ধে অতিবদ্ধমূল আপত্তি ছিল। তখনকার দিনের শিল্প ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি অতিশয় সাদাসিধা ধরণের ছিল বলিয়াই প্রতীয়মান হয় এবং তাহাদের নির্ম্মাণ ব্যাপারে ধারে কারবারের প্রয়োজন ছিল না। যাহা কিছু ধারে দেওয়া হইত, তাহা কেবল সভ্য ব্যবহার এবং দুঃখ-লাঘব করিবার জন্যই। এই কারণেই এই ধারণার উৎপত্তি হইয়াছিল যে, যে কেহ অপরের দুঃখ-ক্লেশে লাভবান্ হয়, সে নিন্দনীয়। এমন কি, গ্রীক্ ও রোমীয় দার্শনিকগণও কোনো সঙ্গত কারণ না দেখাইয়াই উচ্চকণ্ঠে সুদ গ্রহণ করার নিন্দা করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রীক্ ও রোমীয় আইনে সুদ-গ্রহণে সম্মতি দেওয়া হইয়াছিল, এবং মধ্যযুগ পর্য্যন্ত যত দিন না খৃষ্টীয় সঙ্ঘ ইহার বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন, তাবৎকাল ইহা সাধারণতঃ গ্রাহ্যই ছিল।

১৫

ধনুষ্কোড়ি হইতে যে "থ্রু" প্যাসেঞ্জার ট্রেন মাদ্রাজের অভিমুখে গত কল্য রওনা হইয়াছিল, তাহা রাত্রে যথানিয়মে তিরুপুবনম্ পার হইয়াছিল, কিন্তু সেই ষ্টেশনের প্রায় দেড় মাইল দূরে তাহা রেল-চ্যুত হয়। প্রকাশ পায় যে, কে একজন দুষ্ট অভিপ্রায়ে একখানি ত্রিশ ফুট লম্বা রেল তুলিয়া লইয়া বাঁধা রাস্তার বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছিল এবং তাহার ফলে সমস্ত এঞ্জিনটি সেই ফাঁকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং টেণ্ডর গাড়িটি তাহার অব্যবহিত পশ্চাদ্বর্ত্তী তিনটি থার্ডক্লাস গাড়ি টানিয়া লইয়া লাইনের একেবারে বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিল; তাহাদের মধ্যে দুইটি গাড়ি উল্টাইয়া গিয়াছিল এবং তৃতীয়টি অল্প পরিমাণে একপাশে কাত হইয়াছিল। যাহা হউক ভাগ্যক্রমে রেলওয়ে-কর্ম্মচারী অথবা যাত্রীদের মধ্যে কাহারো কোনো অনিষ্ট ঘটে নাই। ট্রাফিক্ ইন্‌স্পেক্টরের জিম্মায় মাদুরা হইতে প্রায় বারোটা দশ মিনিটের সময় তৎক্ষণাৎ একটি রিলীফ ট্রেন চালানো হইয়াছিল, এবং প্যাসেঞ্জারদিগকে অন্য গাড়িতে তুলিয়া আজ ভোর-সকালে মাদুরায় আনা হইয়াছে; আশা করা যাইতেছে, আজ সন্ধ্যা নাগাদ অবিচ্ছিন্ন যাতায়াত পুনঃস্থাপিত হইবে।

১৬

প্রায় মধ্যাহ্নে আমরা শ্রীনগর ছাড়িলাম এবং নদীর প্রধান ধারাটি বাহিয়া অবাধে ভাসিতে ভাসিতে নগরীর মধ্য দিয়া চলিলাম। অসংখ্য বিপণি, চিত্রার্পিতবৎ সেতু সকল এবং তীরবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র নৌকা, চারিদিক হইতে মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছিল। সন্ধ্যায় নদীতীরের সাদিপুর-নামক একটি গ্রামে আমরা নৌকা বাঁধিলাম; পরদিন প্রাতে প্রায় ছয়টায় ছাড়িয়া সম্বলে এবং মানসবল সরোবরের প্রবেশমুখে প্রায় বেলা নয়টার সময় পৌঁছিলাম। মাঝিরা ঝড়ঝঞ্ঝার সময়ে এই সরোবরকে বড়ো ভয় করে এবং সাধারণতঃ তাহারা তীরের কাছ ঘুরিয়া মন্দগতিতে যাওয়াই পছন্দ করে। সরোবরের দূরতর প্রান্তে একটি উৎসের নিকট আমরা নৌকা বাঁধিলাম এবং সকল সরোবরের মধ্যে সুন্দরতম এই সরোবরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃশ্যটি দেখিতে পাইলাম। ইহার গভীরতাকে যে অতলস্পর্শ বলিয়া অনুমান করা হয়, তৎসম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে, এবং শুনা যায় একজন লোক, ইহার তলদেশে পৌঁছিতে পারে, এমন একগাছি দড়ি তৈয়ারি করিতেই সারাজীবন কাটাইয়াছে, কিন্তু কোনো ফল পায় নাই।

১৭

সেখানে আমরা এক সপ্তাহ কাটাইলাম, একদিন ঘোড়ায় চড়িয়া সিন্ধ্ উপত্যকার মুখে অবস্থিত গান্ধর্ব্বল দেখিতে বাহির হইলাম। সরোবরের পার্শ্ব বাহিয়া উচ্চ ভূমির উপরে ঘোড়া ছুটাইবার জন্য একটি অতি সুন্দর খোলা জায়গা দেখিতে পাইলাম; এমন সুযোগ ছাড়িবার নয়। উলার সরোবর আমাদের তৎপরবর্ত্তী লক্ষ্য ছিল,—এইটি সকল সরোবরের চেয়ে বড়ো, সভ্যদেশ হইতে সকলের চেয়ে দূরে অবস্থিত। এই সঙ্গে এখানে এই কথাটিও জুড়িয়া দিই যে, ময়দা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলাম বলিয়া এবং নিজেদের রুটি নিজেরা তৈয়ারি করিয়াছিলাম বলিয়া দেখা গেল, আমাদের অধিক সুবিধা হইয়াছে। দুগ্ধসম্বন্ধে আমরা গ্রামগুলির উপরে নির্ভর করিয়াছিলাম।

১৮

প্রত্যূষে আমরা মানসবল সরোবর ছাড়িলাম এবং সম্বল গ্রামে ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়াই পছন্দ করিয়া নৌকাগুলিকে আমাদের অনুসরণ করিতে বলিলাম। বৃহৎ

সম্বল সেতুটির উপর দিয়া আমরা নদী পার হইলাম এবং ঘোড়ায় চড়িয়া তীর বাহিয়া আশামের দিকে চলিলাম ও সেইখানেই আমরা নৌকায় চড়িলাম। এখানে স্রোত প্রখর, এবং আমরা অনায়াসেই ভাসিতে ভাসিতে সন্ধ্যা নাগাইদ বন্দারে আসিলাম। উলার সরোবর পার হওয়া সে এক ব্যাপার; কারণ কাশ্মীরী-মাল্লারা অনেক প্রকারের ভয়ে ও অন্ধ-সংস্কারে পূর্ণ। ঝড়ের ভয়ে তাহারা মধ্যাহ্নে ও অন্ধকারের ভয়ে সন্ধ্যার সময়ে পার হইবে না; একমাত্র ভোরে নির্বাত সময়ে যাইতে সম্মত হয়। প্রায় আড়াই ঘণ্টায় পার হইয়া আমরা কুইনকুশে আসিলাম, ইহা হরিমঞ্জের ছায়াতলে সরোবর-তীরবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রাম; এই হরিমঞ্জ পর্ব্বতটি সরোবরের পার্শ্বদেশ হইতে খাড়া উঠিয়াছে এবং উহার শীর্ষদেশে কোনো ফকিরের মন্দির মুকুটের ন্যায় বিরাজ করিতেছে।

১৯

গত মাস আমার পক্ষে যেমন দুঃখদায়ক হইয়াছিল, এমন আর কোনো কালে হয় নাই। বস্তুত কাতর হওয়া যে কাহাকে বলে, ইহার পূর্ব্বে কখনো জানিতাম না। জানুয়ারির গোড়ার দিকে ইংলণ্ড হইতে পত্রযোগে আমার কনিষ্ঠ ভগিনীর মৃত্যু-সংবাদ আসে। সে যে আমার কী ছিল, তাহা কোনো বাক্য প্রকাশ করিতে পারে না। আমি এ কথা বলিব না যে, জগতের যে কোনো পদার্থের চেয়ে সে আমার প্রিয় ছিল; কারণ যে ভগিনী আমার সঙ্গে ছিল, সে তাহার সমতুল্য প্রিয়; কিন্তু এক মানুষ আর এক মানুষের যত প্রিয় হইতে পারে, সে আমার তাহাই ছিল। এমন কি মহাকাল যদিও বেদনা মোচনের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে, তথাপি এখনো তাহার কথা বলিতে গেলে, একেবারে অপুরুষোচিতভাবে বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারি না। আমি যে এই আঘাতের ব্যথায় সম্পূর্ণ তলাইয়া যাই নাই, সে জন্য প্রধানত সাহিত্যের কাছে আমি ঋণী।

২০

পর্ব্বতের চূড়া, সমুদ্র এবং মেরুপ্রদেশীয় তুষারক্ষেত্রের উপরিভাগের বায়ুমণ্ডল সর্ব্বত্রই ধূলিভারাক্রান্ত। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে প্রকাশ পায় যে, পুষ্পের পরাগ, উদ্ভিদতন্তুর অংশ, লোম, ধাতু ও প্রস্তরের কণা, জীবাণু ও রোগবীজের দ্বারা বায়ুমণ্ডলস্থ ধূলিরাশি গঠিত। বাতাসের ধূলিকণা সকল ছায়াশূন্য স্থানে আলোক প্রতিফলিত করে;

এইগুলি না থাকিলে সমস্ত ছায়াময় স্থান কৃষ্ণবর্ণ হইত। ধূলিকণা অব্যবহিত সূর্য্যালোকের প্রখরতা হ্রাস করে, কারণ তাহা না থাকিলে, কৃষ্ণবর্ণ আকাশে সূর্য্য দুর্দ্দর্শতর উজ্জ্বলতা লাভ করিত এবং সেই আকাশে দিবাভাগেও নক্ষত্রেরা দৃশ্যমান হইত। আকাশের নীলিমা এবং সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়কালীন মহাপ্রভ বর্ণসমূহের হেতু তাহারাই। ঐ ধূলিকণাকে বায়ুমধ্যস্থ জলীয় বাষ্প আবৃত করে, তাহার সংহতি মেঘ উৎপাদন করে ও তাহা হইতে বৃষ্টি হয়। অতএব বৃষ্টি-উৎপাদন সম্বন্ধে ধূলি অবশ্য-প্রয়োজনীয় না হইলেও, একটি প্রধান উপাদান বটে।

২১

এইরূপ কথিত যে, নিউইয়র্ক-সমাজে ভাজা কুমীর সর্ব্বাপেক্ষা অধুনাতন সুখাদ্য বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে। এই সরীসৃপকে খাদ্যরূপে ব্যবহারের প্রস্তাব ইতঃপূর্ব্বেই য়ুনাইটেড্‌ষ্টেট্‌সের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল; এবং একটি বৃহৎ বোর্ডিংগৃহের সভ্যেরা একত্র মিলিয়া চাঁদা করিয়া, এক জোড়া অল্প বয়সের কুম্ভীর কোনো একটি কুম্ভীরপালন-শালা হইতে কিনিয়াছিল ও দেখিয়াছিল তাহা অত্যন্ত উত্তম। কিন্তু কুমীরের মাংস কিসের মতো খাইতে লাগে, ইহা যখন তাহারা বাহির করিতে চেষ্টা করিল, তখন মুস্কিল বাধিল। ত্রিশ জন লোক ভোজে যোগ দিয়াছিল এবং তাহাদের প্রত্যেকের মত স্বতন্ত্র হইল। কেহ মনে করিল শূকর-মাংসের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে; কেহ ভাবিল, ইহা মাছের মতো, একজন বলিল, ইহা চিংড়ির কথা মনে করাইয়া দেয়; কিন্তু সকলেই বলিল, ইহা অত্যন্ত মুখরোচক।

২২

ধর্ম্মমঠগুলি সকলেরই পক্ষে খোলা। যে-কোনো অজানা লোক মঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আশ্রয় লইতে পারে। সন্ন্যাসীরা সকল সময়েই আতিথ্যপরায়ণ। বোধ করি, আমার ব্রহ্মদেশে বাসের সিকিভাগ আমি মঠে কিংবা তৎসংলগ্ন ধর্ম্মশালায় কাটাইয়াছি। আমরা তাঁহাদের সকল নিয়মই লঙ্ঘন করি; আমরা মঠের পবিত্র অবরোধের মধ্যেই ঘোড়ায় চড়ি এবং বুট পড়িয়া বেড়াই; যেখানে সকল জীবের প্রাণ রক্ষা করা হয়, সেখানে আমাদের ভৃত্যেরা আমাদের ডিনারের জন্য মুর্গি মারে; সমস্ত প্রাচ্যদের প্রতি আমাদের যেরূপ আচরণ, স্বজাতি কর্ত্তৃক পূজিত এই ধর্ম্মাচার্য্যদের প্রতি আমরা অনেকটা সেইরূপ উপেক্ষাপূর্ণ অবিনীত ব্যবহার করিয়া থাকি; আমরা

অনেক সময়ে প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদের ধর্ম্মকে পরিহাস করিয়া থাকি ; তথাপি তাঁহাদের বিশ্বাস ও অভ্যাসের প্রতি আমাদের অবজ্ঞার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের নিকট হইতে অনুরূপ আচরণ আমরা নিতান্তই কদাচিৎ পাই।

২৩

চীফ্ কমিশনর মাননীয় মিষ্টার হেলি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা সংক্রামক সম্বন্ধে এক নিবন্ধে লিখিতেছেন যে, যদিচ এই সংক্রামক দিল্লীতে এখনও বহুসংখ্যক মৃত্যু ঘটাইতেছে, তথাপি এরূপ আশা করিবার কারণ আছে যে, ইহা এক্ষণে স্পষ্টতই হ্রাসের দিকে গিয়াছে। অক্টোবরের আরম্ভ হইতে মৃত্যুর হার কিছু প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। গত তিন বৎসরের গড় মৃত্যুসংখ্যা ২৪টির তুলনায় বর্ত্তমান অক্টোবরের প্রথম বারো দিনের গড় মৃত্যুসংখ্যা ৪৮টি হইয়াছিল। ১৩ই এবং ১৪ই তারিখে হিসাবের তালিকায় প্রতিদিন ৭৭ সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে। সংক্রামকের প্রবলতাবশত ম্যুনিসিপাল স্বাস্থ্যবিভাগ, স্থানীয় হাঁসপাতাল এবং ঔষধালয়ের উপরে অত্যন্ত কঠিন চাপ পড়িয়াছিল। ইন্দ্রপ্রস্থ-সেবকমণ্ডল, সেণ্ট ষ্টীফেন কলেজ এবং আর্য্যসেবক-সভার স্বয়ং-ব্রতীদের নিকট হইতে স্বাস্থ্য-সচীব ম্যানিং ষ্ট্রীট ঔষধালয়ে মূল্যবান আনুকূল্য লাভ করিয়াছেন। হাজি মহম্মদ রফি একটি ঔষধালয়ের সমগ্র খরচ জোগাইয়াছেন এবং বহুসংখ্যক বে সরকারী ডাক্তার আপন উদ্বৃত্ত সময় তাঁহার কাজে অর্পণ করিয়াছেন। ডাক্তার আন্‌সারি এবং অনেকগুলি হাকিম ও বৈদ্য বহুসহস্র রোগীর ঘরে ঘরে ফিরিয়া আনুকূল্য করিয়াছেন।

২৪

দক্ষিণ মেসোপোটেমিয়া যখন তাহার সমৃদ্ধির মধ্যাহ্নকালে অবস্থিত, তখনকার সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া হেরোডোটস বলিয়াছেন,—"যত দেশ আমি জানি, ইহাই তাহাদের সকলের চেয়ে উত্তম ফসলের দেশ ; ইহা এতই চমৎকার যে, সব চেয়ে ভালো বছরে গড়ে ইহার উৎপন্ন ফসল দুই তিন-শ গুণ হইয়া থাকে।"

প্রথম খলিফাদের রাজত্বের একটি তালিকায় দেখা যায় যে, প্রায় এক কোটি পঁচিশ লক্ষ একর্ জমি কৃষির অধীনে আছে। এ, জে, টয়ন্‌বি লিখিতেছেন, "প্রাচীনকালে উত্তর মেসোপোটেমিয়া প্রদেশটি এমন প্রজাবহুল এবং ধনশালী ছিল যে, ইহার অধিকার লইয়া রোমের সহিত ইরানের শাসনকর্ত্তৃগণের সাত শতাব্দী ধরিয়া লড়াই

চলিয়াছিল; অবশেষে আরবেরা উভয়ের নিকট হইতে ইহা জিতিয়া লয়।" ঐ গ্রন্থকারই দেখাইয়া দিয়াছেন যে, নবম খৃষ্টশতাব্দীতে হারুন্-অল্‌রশীদকে ইজিপ্ট যত বেশি খাজনা দিত, উত্তর মেসোপোটেমিয়া তত বেশি খাজনাই দিত, এবং সেখানকার তুলা পৃথিবীর সকল হাটে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ইহা সুবিদিত যে, আমাদের মস্‌লিন শব্দ উত্তর মেসোপোটেমিয়ার মোসল নগরের নাম হইতে উদ্ভূত।

২৫

এই ভূমি দশ শতাব্দী পূর্ব্বে যেরূপ শস্য উৎপাদন করিয়াছে, এখন সেরূপ না করিবে কেন? মাটি এবং আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বৃষ্টিপাত এবং সেচনযোগ্য জল পুরাতন কালের মতোই প্রচুর আছে। তখন যে জনসমূহ দেশে বাস করিত, এখনও তাহারাই বাস করে; ইহারাও তাহাদের মতো শ্রমশীল এবং মিতব্যয়ী। প্রাচ্যদেশের সুন্দরতম শস্যভূমিতে গত চারি শতাব্দী কেন এমন সর্ব্বনাশ আনয়ন করিল? উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম, সর্ব্বত্রই এই দেশে চাষীর মহা সুযোগ; অথচ এই ভূমির অধিকাংশই অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। জল-সংগ্রহের জন্য জলাশয় এবং অন্য যে সকল সেচন-ব্যবস্থার উপকরণ এই মরুময় একরগুলিকে শস্যপ্রসূ ক্ষেত্রে পরিণত করিতে পারিত, তাহা নির্ম্মিত হয় নাই। অত্যন্ত আদিমকাল প্রচলিত কৃষিপ্রণালী এখনও এখানে ব্যবহৃত হয়; বাইবেলকথিত কালের সেই বলদ-বাহিত লাঙল, সেই কাস্তে দিয়া বড়ো বড়ো ক্ষেতের ফসল কাটা, সেই ফসল মাড়াই করিবার মেঝে যেখানে পশুদের খুরের দ্বারা গোধূম দলিত হয়, সেই ক্লেশদায়ক মন্থর গতি হাতের খাটুনি, সেও এমনতরো অনিপুণ যন্ত্র সহযোগে, যে যন্ত্রে প্রয়াস-প্রয়োগের অনুপাতে ফললাভ সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প।

২৬

মেরুপ্রদেশের চুক্‌চিস্‌গণ যদিও প্রকৃতির শিশু এবং সভ্যতার সকলপ্রকার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্তভাবে বরফ, তুষার এবং শীতের মধ্যে বর্দ্ধিত, তথাপি তাহারা ভালোমানুষ, অবঞ্চক-স্বভাব এবং আতিথ্যপরায়ণ।

যদিও দীর্ঘ শীতকাল ধরিয়া প্রত্যহই অন্তত কুড়ি জন করিয়া মেরুবাসী ভেগা জাহাজ দেখিতে আসিত, কিন্তু দুই তিনবার-মাত্র তাহারা অসদুপায়ে কিছু আত্মসাৎ করিবার অপরাধে ধরা পড়িয়াছিল এবং ঐ চৌর্য্যগুলিও অতিসামান্য প্রকারের।

চুক্‌চিস্‌গণ খর্ব্বকায় জাতি, যদিও তাহাদের মধ্যেও অতিকায় মানুষ দেখা যায়; যেমন আমরা একটি স্ত্রীলোককে দেখিয়াছিলাম, সে লম্বায় ছয় ফুট তিন ইঞ্চি। তাহাদের দেহের বর্ণ অনুজ্জ্বল পীত, পুরুষদের রঙ সাধারণত মেয়েদের চেয়ে আরো কিছু ঘোর। মাঝে মাঝে উত্তর য়ুরোপের অধিবাসীদিগের ন্যায় স্বচ্ছ ও গৌরবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে।

২৭

তাহাদের চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ এবং অনেক সময় চীনদেশীয়দিগের ন্যায় তির্য্যগ্‌ভাবে সন্নিবিষ্ট। তাহাদের কেশ অঙ্গারকৃষ্ণ; পুরুষেরা উহা খুব ছোটো করিয়া কাটিয়া রাখে; স্ত্রীলোকেরা উহা যথেচ্ছ বাড়িতে দেয় এবং কপালের মাঝখানে সিঁথি কাটিয়া বারো হইতে আঠারো ইঞ্চি লম্বা বিনানী রাখে, তাহা দুই কানের কাছ দিয়া ঝুলিয়া থাকে। মেরু-অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য সীলের মাংস ও চর্ব্বি; তদুপরি যখন পক্ষী, ভালুক ও বল্‌গা হরিণ পাওয়া যায়, তখন তাহারও মাংস ব্যবহার করে। সমুদ্র-তীরজাত কোনো কোনো উদ্ভিদের মূল, উইলো গাছের পাতা প্রভৃতিও যথেষ্ট প্রচুর পরিমাণে তাহাদের খাদ্যশ্রেণীভুক্ত। পাতাগুলি গ্রীষ্মকালের শেষভাগে সংগ্রহ করা হয় এবং শীতকালে আহার করা হয়।

২৮

শীতকালে যখন অন্য খাদ্য শেষ হইয়া আসে, তখন গ্রীষ্মকালে যে সকল সীল ও সিন্ধুঘোটক ধরা হইয়াছিল, তাহাদের অস্থি চূর্ণ করিয়া তাহার দ্বারা ঝোল প্রস্তুত হয়, উহা মানুষ ও কুকুর উভয়েই আহার করে। ঐ শেষোক্ত প্রাণী প্রতি গ্রামেই বহুসংখ্যায় বাস করে; চক্রহীন গাড়ীতে করিয়া স্বীয় প্রভুদিগকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে টানিয়া বেড়ানোর কার্য্যেই তাহাদিগকে প্রধানত নিয়োজিত করা হয়। এই কুকুরগুলি বৃহদাকার না হইলেও অনায়াসে তিন-চারিটিতে মিলিয়া একজন মানুষকে বহুদূরে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। কোনো চুক্‌চিস্ যখন তিন শত হইতে পাঁচ শত মাইলব্যাপী দীর্ঘভ্রমণে বাহির হয়, তখন অনেক সময়ে সে আপনার চক্রহীন যানে আঠারোটা পর্য্যন্ত কুকুর জুতিয়া লয়; উহাদের সাহায্যে সে দিনে সত্তর হইতে আশী মাইল পর্য্যন্ত পথ অতিক্রম করিতে পারে।

২৯

[রোম সেনাপতি মার্সেলাস্ তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষের কার্থেজীয় সেনানায়ক হানিবালের সম্মুখে আহত-অবস্থায় শয়ান]

হানিবাল। মার্সেলাস্, ওহে মার্সেলাস্! নড়িতেছেন না, ইনি মৃত। একবার ইঁহার আঙুলগুলি নড়াইলেন না কি? ফাঁক করিয়া দাঁড়াও, সৈন্যগণ—চল্লিশ পা তফাতে—উঁহার কাছে বাতাস আসিতে দাও—জল আনো—চলা ক্ষান্ত করো! ঐ যে চওড়া পাতাগুলো এবং বাকি যাহা কিছু ব্রশউড্ গাছের তলায় গজাইয়াছে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া আনো, উঁহার বর্ম্ম উন্মুক্ত করো। প্রথমে শিরস্ত্রাণ আল্‌গা করো—উঁহার বক্ষতল স্ফীত হইতেছে। আমার মনে হইল, উঁহার চক্ষুর্দ্বয় আমার উপরে নিবদ্ধ হইয়াছিল, আবার উল্টাইয়া গেল। কে স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আমার স্কন্ধ স্পর্শ করিল? এই ঘোড়া? এ ঘোড়া নিশ্চয়ই মার্সেলাসের ছিল। কোনো লোক যেন উহার উপরে না চড়ে। হা, হা, রোমীয়রাও বিলাসে ডুবিয়াছে, এই যুদ্ধাশ্বের গায়ে সোনা দেখিতেছি!

গলীয় সৈন্যনায়ক। জঘন্য চোর! আমাদের রাজার স্বর্ণহার একটা পশুর দাঁতের তলায়! দেবতাদের প্রতিহিংসা অপবিত্রদিগকে আক্রমণ করিয়াছে।

৩০

হানিবাল। যখন রোমে প্রবেশ করিব, তখন প্রতিহিংসার কথা বলিব এবং ধর্ম্মযাজকদের কাছে গিয়া পবিত্রতার কথা বলিব,—যদি তাহারা আমাদের কথা শোনে। শল্য-বৈদ্যের কাছে লোক পাঠাও। গভীর-নিহিত হইলেও কুক্ষী হইতে এই তীর বাহির করা যাইতে পারিবে। সাইরাক্যুস্-বিজয়ী আমার সম্মুখে পতিত। কার্থেজে একটা জাহাজ পাঠাইয়া দাও। বোলো, হানিবাল রোমের দ্বারে; মার্সেলাস্, যিনি একলা উভয় পক্ষের মাঝখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি পতিত। বীর বটে! আমার আনন্দ করা উচিত, কিন্তু পারিতেছি না। কী সম্ভ্রমজনক প্রশান্ত মুখশ্রী, কী মহিমান্বিত আকৃতি এবং প্রাংশুতা!

গলীয় সৈন্যনায়ক। আমার দল উঁহাকে মারিয়াছে—বস্তুত আমার বোধ হয়, আমিই উঁহাকে মারিয়াছি। ঐ হারটি আমি দাবী করি,—ইহা আমার রাজার—গল-এর গৌরবের জন্য ইহার প্রয়োজন। আর কেহ ইহা লইলে, সে সহিবে না,—

বরঞ্চ সে তাহার শেষ মানুষটিকে পর্য্যন্ত খোয়াইবে,—এই আমরা শপথ করিতেছি, আমরা শপথ করিতেছি।

৩১

হানিবাল। বন্ধু, মার্সেলাস্ আপন গৌরবের জন্য ইহা নিজে পরিধান করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তোমাদের বীররাজার অস্ত্রগুলি যখন তিনি মন্দিরে টাঙাইয়াছিলেন, তখন এই সামান্য গহনাটিকে তিনি নিজের এবং জুপিটরের অযোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। যে ঢালটি তিনি ভাঙিয়াছেন, যে উরস্ত্রাণ তিনি তাঁহার তরবারির দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই তিনি জনগণকে এবং দেবতাদিগকে দেখাইয়াছেন। এইটি তাঁহার ঘোড়াকে পরাইবার আগে তাঁহার স্ত্রী এবং তাঁহার শিশুসন্তানেরা দেখে নাই।

গলীয় নায়ক। আমার কথা শোনো, হানিবাল!

হানিবাল। কী! যখন মার্সেলাস্ আমার সম্মুখে শয়ান, হয়তো যখন তাঁহার প্রাণ ফিরাইয়া আনা যাইতে পারে, হয়তো যখন আমি তাঁহাকে জয়গৌরবে কার্থেজে লইয়া যাইতে পারি, যখন ইটালি, সিসিলি, গ্রীস্, এসিয়া আমার শাসন মানিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া। সন্তুষ্ট থাকো! আমার নিজের জিন লাগাম তোমাকে দিব, তাহার দাম ইহার দশটার সমান।

৩২

গলীয় নায়ক। আমারই জন্য?

হানিবাল। তোমারই জন্য।

গলীয় নায়ক। এই চুনি, পান্না এবং ঐ রক্তবর্ণ—

হানিবাল। হাঁ, হাঁ।

গলীয় নায়ক। হে মহামহিম হানিবাল! অপরাজেয় বীর! হে আমার সৌভাগ্যবান্ দেশ, এমনতরো সহায় এবং রক্ষক তুমি পাইয়াছ! আমি শপথ করিয়া অক্ষয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি—হাঁ এমন কৃতজ্ঞতা, প্রীতি, নিষ্ঠা, যাহা অসীম-কালকেও অতিক্রম করে!

৩৩

প্রিয়—

তোমার চিঠি এইমাত্র পাইলাম এবং এত দিনে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। চিঠির জন্য আমি বহুদিন ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু ইংলণ্ডে চিঠি আসিতে আজকাল যুগযুগান্তর লাগে। তুমি যে আমার স্ত্রী ও সন্তানদের খবর পাঠাইয়াছ, তাহাতে বড়ো সুখী হইলাম। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল এবং সেজন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ; কিন্তু যদিও আমার স্ত্রীর শরীর অপেক্ষাকৃত একটু ভালো হইয়াছে, তবু তাহাতে আমি একটুও সন্তুষ্ট নই। ইংলণ্ডে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তাঁর শরীর প্রকৃতপক্ষে ভালো হইবে না বলিয়া আশঙ্কা করি।

৩৪

তাঁর পক্ষে দরকার—শান্তিময় গৃহের আরাম; কিন্তু এই যে যুদ্ধ এখনো চলিতেছে, তাহাতে কেবল ভগবানই জানেন সে সময় কখন আসিবে। তোমার নিজের শরীরের কথা তুমি কিছুই লেখ নাই। আমি একান্ত আশা করি, গরমে তুমি অতিমাত্র ক্লিষ্ট হও নাই। গরমে যে কেমন করিয়া প্রাণ বাহির করিয়া দেয় এবং ভিজা ন্যাকড়াখানার মতো নেতাইয়া ফেলে, তাহা আমি জানি। এখানে আমি বড়ো একা-একা বোধ করিতেছি এবং আলাপ করিতে পারি আমার এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু নাই। ভাবী আশাও অন্ধকারাবৃত। সেই সবসুদ্ধ জড়াইয়া আমি বিশেষ প্রফুল্লতা অনুভব করিতেছি না। ভারতবর্ষে আমার শরীর যেমন ছিল, তাহার চেয়ে অনেক ভালো হইলেও, আমার শরীর এখনও ভালো হয় নাই। ভালোবাসা জানিয়ো, আশা করি শীঘ্রই তোমার চিঠি পাইব।

তোমার স্নেহের—

৩৫

আমাদের পক্ষিশাবকরা ডিম্ব হইতে বাহির হইবার পর, অধিকাংশই প্রথম কয়েক সপ্তাহ কীট ছাড়া আর কিছুই খায় না এবং তাহাদের অনেকেই সারা জীবন কীট-খাদক। শাবকেরা ভূরিভোজী এবং তাহাদের পিতামাতারা সমস্ত দিন তাহাদিগকে গড়ে প্রতি পাঁচ ছয় মিনিট অন্তর খাওয়াইয়া থাকে; এদিকে দিবালোকের সূচনা হইতেই তাহাদের দিন সুরু হয়, আর অন্ধকার না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা শেষ হয় না।

এই প্রত্যেক বারে বৃদ্ধ পাখীরা একটি হইতে বারোটি কীট লইয়া আসে, ইতিমধ্যে তাহারা নিজে যাহা খায়, সেটাকে আমরা ইহার মধ্যে ধরিতেছি না। এইরূপে দেখা যাইবে একটিমাত্র পক্ষিপরিবার দিনে বহু শত কীট ভক্ষণ করে। বস্তুত সতর্ক পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে হিসাব করিয়া দেখা গেছে—একটি পক্ষিপরিবার দিনে পাঁচ শত হইতে বারো শত কীট বিনাশ করে।

ঠিক সেই কীটগুলি ছাড়াও অনেক পাখী রাশি রাশি কীটডিম্ব ধ্বংস করে—অনেক সময়েই তাহার পরিমাণ দিনে বহুসহস্র হইয়া থাকে।

৩৬

আমি অধিক দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই সূর্য্য অস্ত গেল এবং গোধূলির আলোকে আমি দুইটি পশুকে বন হইতে বাহির হইয়া পথের উপর আমার এক শত গজ আন্দাজ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিলাম। দ্বীপের ঐ অংশে যে বহুসংখ্যক বন্য মহিষ বাস করে, আমি প্রথমে অস্পষ্ট আলোকে এই দুইটিকে তাহাদেরই অপূর্ণ-বয়স্ক শাবক ভাবিয়াছিলাম। আমাকে যে পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, তাহারই পার্শ্ববর্ত্তী একটি বৃহৎ বৃক্ষের অভিমুখে তাহারা মস্তক নত করিয়া অগ্রসর হইল এবং সেইখানে গাছের শিকড়ের চারিধারে ঘ্রাণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি এখন তাহাদের যথেষ্ট নিকটবর্ত্তী হওয়াতে দেখিতে পাইলাম যে, তাহারা অতি বৃহদাকার ভল্লুক। পার্শ্বে সরিয়া যাওয়া অসম্ভব ছিল, কারণ বনটি, মহিষ-কণ্টক নামে খ্যাত একপ্রকার অতিদীর্ঘ কণ্টকে পূর্ণ হওয়াতে, মনুষ্যের দুর্ভেদ্য ছিল। ফিরিয়া যাওয়ার কথা একবারও আমার মনে আসে নাই, বাস্তবপক্ষে আমার চিন্তা করিবার সময়ই ছিল না, কারণ, আমি এক্ষণে তাহাদের ত্রিশ পদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলাম।

৩৭

তাহারা মস্তক উত্তোলন করিল এবং একটি হ্রস্ব গর্জ্জনে আপনাদের ক্রোধের পরিচয় দিল, উহার পরিবর্ত্তে আমি তাহাদের দিকে ধাবিত হইয়া, উহাদের তিন গজের মধ্যে গিয়া পড়িলাম; তাহারা তবুও সরিয়া যাইবার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করিল না; তাহারা আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। আমি তাহাদের দিকেই মুখ করিয়া, এমন আড়ভাবে ঘুরিয়া চলিলাম, যাহাতে তাহাদের যে পার্শ্ব দিয়া আমাকে পথ

অনুসরণ করিতে হইবে, সেইদিকে পৌঁছিতে পারি। এমন সময়ে তাহারা আমার দিকে এক লম্ফ প্রদান করিল, আমি তাহাদের অভিমুখেই মুখ করিয়া পশ্চাতে লম্ফ দিয়া রক্ষা পাইলাম; ঐরূপে তাহারা পুনশ্চ একবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল; কিন্তু দেখিলাম, তৃতীয় বারই আমার শেষবার হইবে।

৩৮

আমার এইটুকু কেবল মনে আছে যে, আমি গর্জ্জন ও আর্ত্তনাদের মাঝামাঝি একটি ভীতধ্বনি করিয়াছিলাম, এবং যখন পুরোবর্ত্তী প্রাণীটি আমার অভিমুখে উত্থিত হইল, তখন আমার হাতে একটিমাত্র যে জিনিষ ছিল, সেই ব্রাণ্ডির বোতলটি লইয়া আমার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়া তাহার নাক ও দাঁতের উপর মারিলাম। বলা বাহুল্য, বোতলটি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভাঙিয়া গেল এবং তাহার নাকের উপরে সেই আঘাতটিই হউক, অথবা চক্ষে ও মুখে ব্রাণ্ডি প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে বিস্মিত করিয়া দিল, তাহাই হউক, অথবা এক সঙ্গে এই দুইটাতে মিলিয়াই হউক, তাহাকে ঘুরাইয়া দূরীভূত করিয়া দিল এবং তাহার সঙ্গী তাহার অনুসরণ করিল। বলিতে পারি, এই সমস্ত ব্যাপার এক মিনিটও সময় লয় নাই। উহার মধ্যে আমি একবারও উপস্থিত-বুদ্ধি হারাই নাই; বোধ হয় সময়ের অল্পতাই তাহার হেতু।

৩৯

আমাদের এখানে য়ুরোপ হইতে যে সকল আগন্তুক সব প্রথমে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্পেনদেশীয় কন্সলবিভাগীয় কর্ম্মচারী Adolfo Rivadeneyra একজন। ইনি পারস্য দেশের ভিতর দিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন এবং জেরুজিলেমের কন্সল ছিলেন। তিনি আরবী ভাষা উত্তমরূপেই বলিতে পারিতেন; তিনি অত্যন্ত শ্যামবর্ণ ছিলেন এবং সহজেই আপনাকে আরব বলিয়া চালাইয়া দিতে পারিতেন। আমি যত মানুষ দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে নিকোলাস সম্ভবত সর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিত, এই কথা আমি কয়েক মিনিট আগে বলিয়াছিলাম। রিভাডিনেইরা এই বিষয়ে প্রায় তাঁহার কাছ ঘেঁষিয়া গিয়াছিলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের ভারি মজা লাগিল; দেখিলাম যে, তিনি এবং নিকোলাস হাত ধরাধরি করিয়া আমাদের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন ও Madame Krebel নাম্নী এক রুশীয় সেক্রেটারির পত্নীর সম্মুখে নতজানু হইয়া, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কে বেশি কুৎসিৎ তাহাই স্থির করিয়া

দিতে অনুরোধ করিলেন। মহিলাটি প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহারা উভয়েই একসঙ্গে নিকটতম দর্পণের নিকটে দরখাস্ত পেশ করুন।

৪০

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Carl Scholz তাঁহার পরিবারবর্গকে চিকাগোতে সরাইয়া আনেন, তৎপূর্ব্বে তিনি পশ্চিম ভর্জ্জিনিয়াতে বাস করিতেন। তাঁহারা বাষ্প দ্বারা উত্তাপিত একটি কক্ষ লইয়াছিলেন। প্রথম কয়েক বৎসর তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, শীতের সময় সর্ব্বদাই সর্দ্দিকাশিতে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা ভুগিয়া হয়রান হইতেছে। ইহাও দেখিলেন যে, অন্যপ্রকার আবহাওয়ার মধ্যে তাঁহার যে সকল আসবাব মজবুত এবং শক্ত ছিল, তাহা টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া পড়িতেছে। বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলিয়া, তিনি স্থির করিলেন যে, এই দুই প্রাকৃতিক ঘটনার মূল কারণ একই। তাঁহার বিশ্বাস হইল যে, তাঁহার কক্ষের বাতাস শীতের সময় অতিরিক্ত শুষ্ক থাকে। তিনি তাঁহার তাপসঞ্চার-যন্ত্রের পশ্চাতে কয়েকটি জলপূর্ণ তাম্রপাত্র জুড়িয়া দিলেন। তিনি শীঘ্রই আবিষ্কার করিলেন যে, প্রতিদিন প্রতিঘরে বাতাস এক কোয়ার্টের অধিক জল শোষণ করে। তিনি ইহাও লক্ষ্য করিলেন যে, বাড়িটির উত্তাপ আরামের ব্যাঘাতজনক হইয়া উঠিল এবং সর্দ্দিকাশির প্রবণতা দূর হইল।

৪১

স্বাস্থ্যবান্ থাকিতে হইলে, বাসকক্ষে প্রতি ঘণ্টায় বায়ুর পরিবর্ত্তন আবশ্যক। বাতাসটা তো কোনো এক জায়গা হইতে আসা চাই-ই। স্বভাবতই ইহা বাহির হইতে পাওয়া যায়; অতএব বাসার মধ্যে ইহা ঠাণ্ডা এবং শুষ্ক অবস্থায় প্রবেশ করে। যদি তাজা বাতাস প্রবেশ করে, তবে বাসি হাওয়াকে বাহির হইয়া যাইতে হয়। এই হাওয়া গরম এবং আর্দ্র হইয়া যায়। প্রথমে ইহা ঘরের বাতাসের সমস্ত আর্দ্রতা গ্রহণ করে। ইহাও যথেষ্ট নহে, পরে ইহা আমাদের চর্ম্মকে আক্রমণ করে। তখন আমাদের চর্ম্ম হইতে ভাপ উঠিতেছে বোধ করি! তখন আমরা বলি, আমাদের শীত লাগিতেছে। তৎক্ষণাৎ আমরা আরও বেশি উত্তাপ চাই। কাজেই আমরা বড়ো করিয়া আগুন জ্বালাই। বাতাসকে আমাদের চর্ম্ম হইতে জলপান করিতে না দিয়া, যদি জল-পাত্র হইতে দিই, তবে অবিকল একই ফল পাওয়া যায়।

৪২

আর মাস কয়েকের মধ্যেই টিনের পাত্রে রক্ষিত তিমিমাংস ইংলণ্ডের বাজারে উঠিবে। যেমন করিয়া স্যামন মাছ সংরক্ষণ করা হয়, ঠিক তেমনি করিয়া ব্রিটিশ কলম্বিয়ার কীউকাউট দ্বীপে এই প্রকাণ্ড সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী জন্তুর মাংস টিনে ভরা হইতেছে। এই একটি মাত্র কারখানা হইতে আগামী মরসুমের সময় ত্রিশ হাজার বাক্স মাল প্রস্তুত হইবে ; ইহার প্রত্যেকটিতে তিমিমাংসের এক পাউণ্ড টিন চব্বিশটি করিয়া থাকিবে। এই টিনে রক্ষিত তিমিমাংসের বড়ো এক অংশ শরৎকাল নাগাইদ এদেশে আসিয়া পৌঁছিবে, এরূপ আশা আছে। ক্যানেডা এবং ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌স্‌—এই উভয় দেশেই আজ এই অতিকায় জন্তুর মাংস লোকে নিয়মিতভাবে আহার করিতেছে।

৪৩

এইখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, তিমি মৎস্যই নহে,—উষ্ণশোণিত জীব। সে নির্ম্মলখাদ্য-ভোজী। কাঁকড়া, গলদাচিংড়ী, বাইন প্রভৃতি যাহা সাধারণতঃ আমরা পছন্দ করিয়া থাকি, তাহার সম্বন্ধে কিন্তু একথা বলা চলে না। ইহার মাংস স্বাদু এবং ক্ষুধাবর্দ্ধক দুইই। আমরা খাবার জিনিষের মতোই যে কেবল তিমির ব্যবহার করিতেছি তাহা নহে, উহার ত্বক্‌কে খুব মজবুত চামড়ায় পরিণত করা যাইতে পারে, ইহাও আবিষ্কার করা হইয়াছে। একটিমাত্র তিমি হইতে, তিন হইতে চারি হাজার বর্গফুট চামড়া পাওয়া যায়।

৪৪

আমি এইমাত্র তোমার নিকট হইতে একখানি দীর্ঘ ও চিত্তগ্রাহী পত্র পাইলাম এবং অবিলম্বে তাহার উত্তর দিতে বসিয়াছি। দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকার পর G— এখানে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ লইবার জন্য J-তে গিয়াছিলেন। স্থানপরিবর্ত্তনের কারণে তিনি অনেক সুস্থ হইয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে যে ভয়ানক ম্যালেরিয়া জ্বরে তাঁহাকে অমন শয্যাগত করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার পরিণাম-ফল হইতে তাঁহাকে কখনও যথার্থরূপে মুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। আমি তোমার কথা প্রায়ই চিন্তা করি, এবং B-তে তোমার জীবনযাত্রা কিরূপ, সেই বিষয়ে আরও অধিক কিছু জানিতে ও শুনিতে ইচ্ছা করি।

৪৫

৪ঠা এপ্রিল তারিখে K— রণক্ষেত্রের পুরঃসীমায় মহাযুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। আজ ২৬শে জুন, কিন্তু আমি ঐ পূর্ব্বের তারিখের পর আর কোনো সংবাদ পাই নাই। বহির্জ্জগৎ হইতে এমন সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করা অতিশয় পীড়াদায়ক। মাসে বারেকমাত্র যাতায়াতকারী একটি পালের তরণী ভিন্ন বাহিরের সঙ্গে যোগরক্ষার আমাদের আর কোনো উপায় নাই, উহাও এই যুদ্ধের সময় প্রায়ই অত্যন্ত দেরিতে আসে। ইহা নিদারুণ উদ্বেগের সময়। W— এবং H—ও ফ্রান্সে আছেন বলিয়াই বোধ করি। সংবাদপত্রের মারফতে আমি সর্ব্বশেষ যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহা ২রা জুনের; অবস্থা তখন অত্যন্তই আশঙ্কাজনক দেখাইতেছিল।

৪৬

বোধ করি তুমি জান যে, W— টাইগ্রিস্ তীরে হত হইয়াছেন, এবং G— হাঁসপাতালে আছেন। তিনি ও E— একজন নৌ-বায়ুরথী সৈনিক হইয়াছেন। তিনিও হাঁসপাতালে। তিনি সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং অনেক ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহাকে তোলা হয় নাই। কবে যে এই সকলের অবসান হইবে!

G— তোমাকে তাঁহার ভালোবাসা জানাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতেছেন। আজ সকালে ডাক লওয়া বন্ধ হইবে এবং তিনি স্বয়ং পত্র না লিখিয়া আমাকেই লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ঠিক এখনই তাঁহার সময়ের অত্যন্ত টানাটানি।

৪৭

কুব্লেই খাঁর অধীনে মোগলগণ যখন সেই পূর্ব্বতন গৌরবান্বিত এবং প্রতাপশালী সুং-বংশকে নিয়তই অধিকারচ্যুত করিয়া চীন সাম্রাজ্যকে বিদেশী শাসনের অধীন করিতেছিল, তখন ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ হইতেছে। দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনা ঘটিয়া অবশেষে সুংদিগের প্রায় শেষ সৈন্যদলও খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গেল এবং সেই বিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদ্ এবং প্রধান সেনাপতি ইয়ান টীয়েন শিয়াঙ্গ মোগলদের হস্তে পতিত হইলেন। আত্মসমর্পণের নিয়মপত্র লিখিবার এবং সে সম্বন্ধে স্বদলকে পরামর্শ দিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করা হইল, কিন্তু তিনি আদেশ পালন করিতে অস্বীকার

করিলেন। বিজয়ীদিগের নিকট তাঁহাকে নিষ্ঠা স্বীকার করাইবার জন্য পরে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হইয়াছিল। তাঁহাকে তিন বৎসর কারাগারে রাখা হয়।

৪৮

তিনি লিখিয়াছেন,—"আমার কারাগার কেবলমাত্র আলেয়া দ্বারা আলোকিত; যে তিমিরাবৃত নির্জ্জনতায় আমি বাস করি, বসন্তের নিশ্বাস তাহাকে একবারও নন্দিত করে না। শিশির ও কুয়াসার মধ্যে খোলা পড়িয়া থাকিয়া আমার অনেক সময় মরিতে ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু দুইটি আবর্ত্তমান বৎসরের সকল কয়টি ঋতু ধরিয়া ব্যাধি বৃথাই আমার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল। ঐ আর্দ্র অস্বাস্থ্যকর ভূমি আমার কাছে স্বর্গই হইয়া উঠিল; কারণ আমার মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাহা দুর্ভাগ্য কখনও অপহরণ করিতে পারিত না। সেই জন্য আমি আমার মাথার উপরে ভাসমান শ্বেতবর্ণ মেঘের দিকে তাকাইয়া এবং আকাশেরই মতো অসীম দুঃখভার হৃদয়ে বহন করিয়া দৃঢ় হইয়া রহিলাম।

৪৯

অবশেষে তিনি কুব্লেই খাঁর সম্মুখে আহূত হইলে, কুব্লেই খাঁ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি চাও কী?" তিনি উত্তর দিলেন,—"শ্রীল শ্রীযুক্ত স্থং সম্রাটের অনুগ্রহে আমি তাঁহার মন্ত্রী হইয়াছিলাম। আমি দুই প্রভুর সেবা করিতে পারিব না; আমি কেবল মৃত্যু ভিক্ষা করি।" তদনুসারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। পুরাতন রাজধানীর অভিমুখে নমস্কার করিয়া, তিনি অবিচলিত-ভাবে মৃত্যুকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শেষ কথা—"আমার কাজ সমাপ্ত হইয়াছে।"

৫০

জ্বরে শরীর যে পরিমাণ জল চায়, এমন আর কখনও চায় না। ইহার অনেক কারণ আছে। একটা আংশিক কারণ এই যে, ঘামের দ্বারা অনেক বেশি ক্ষয় হইতে থাকে বলিয়া, অনেক বেশি জলের দরকার হয়; আর একটি কারণ এই যে, জ্বরে শরীর বিষাক্ত হইতে থাকে এবং জল সেই বিষকে পাতলা করিয়া দেয়। সুরাসার পান করার পরে জল পান করিবার প্রয়োজন ঠিক অনুরূপ কারণেই ঘটিয়া থাকে।

জ্বরে জিহ্বা, মুখ এবং কণ্ঠ শুকাইয়া যায় ; তাহার কারণ এই যে, বিষ যেখানে মর্ম্মস্থান-গুলিকে আক্রমণ করে, সেখানে তাহাকে গুলিয়া পাতলা করার জন্য প্রাপ্তিযোগ্য সমস্ত জলের প্রয়োজন ঘটে। জ্বরের সময়ে রোগী জল চায়, তাহার আর একটা কারণ এই যে, তখন সে গরম হইয়া উঠে এবং ঠাণ্ডা জলের সংযোগে তাহার দেহতাপ কমিয়া যায়। ভিতরে যে বিষ আছে, জল কেবল যে তাহাকে পাতলা করে, তাহা নহে, তাহা দূর করিয়াও দেয়।

৫১

এইরূপ কথিত আছে যে, ফ্রান্সে যখন প্রথম পারস্যদেশীয় দৌত্য প্রেরিত হয়, তখন একদিন বয়সের এবং রূপবত্তার নানা অবস্থায় বিরাজিত ফরাসী মহিলাবৃন্দ দ্বারা তাহার ঘর পূর্ণ দেখিয়া, রাজদূত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যান। ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাকে বলা হইল যে, অজ্ঞাতপ্রায় দেশের প্রতিনিধিকে দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া তাঁহারা আসিয়াছেন। আরও এরূপ গল্প শুনা যায় যে, মহামান্য মন্ত্রী তাহাদের কাহারও সহিত কথা বলিলেন না, তাঁহাদের প্রত্যেককে দেখিয়া দেখিয়া ঘরের চারিদিকে বেড়াইতে লাগিলেন ও তাঁহার সহচর দোভাষীর নিকটে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। একটি বর্ষীয়সী ও অতিভূষিতা মহিলা নিজেকে অতিপ্রকট করিয়াছিলেন ; তিনি দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মন্ত্রী কী বলিলেন। তিনি উত্তর দিলেন,—"মহামাননীয় কেবল আপনাদের কাহার সৌন্দর্য্যের কত মূল্য, তাহাই নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন।" সেই মহিলা একজনকে নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভালো, ঐ যুবতীর সম্বন্ধে তিনি কী বলিলেন ?"

৫২

মন্ত্রী বলিলেন—"উনি পাঁচ হাজার ক্রাউনের যোগ্য।"

আর একজনকে দেখাইয়া মহিলাটি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর ইনি ?"

"দুই হাজার।"

"আর ঐ যে উনি ?"

মন্ত্রী বলিলেন—"উঁহার জন্য তিনি আট শত ক্রাউন দিতে পারেন।"

"আর আমার সম্বন্ধে তিনি কী বলিলেন ?" দোভাষী ইতস্তত করিতে লাগিলেন, কিন্তু উত্তর দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে বলিলেন যে, তিনি কিছু বলিতে পারেন

না। সেই মহিলা জেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"কিন্তু আমি জানি যে তিনি কিছু বলিয়াছেন।" দোভাষী অবশেষে হয়রান হইয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন,—"সত্য কথা বলিতে কী, মহামান্য মন্ত্রী আপনার নিকটে যখন আসিলেন তখন বলিলেন যে, এ দেশের আধপয়সা পাইপয়সা প্রভৃতি তাঁহার জানা নাই।"

৫৩

উত্তর মেরুপ্রদেশে প্রথম আগমনে যে ছবি মনে মুদ্রিত হয়, তাহা স্মৃতিপথে অনেক কাল লাগিয়া থাকে। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া হয়তো তুমি সমুদ্রের মাঝখানে এক দিক হইতে অন্য দিকে ভাসিয়া বেড়াইতেছ; ক্রমশ জাহাজ শান্ততর জলরাশির মধ্যে আসিয়া পৌঁছিল। কিছু দিন ধরিয়া যে কুয়াসা জাহাজের কয়েক গজমাত্র দূরের সমস্ত দৃশ্য অস্পষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল, ডাঙার উপরকার ঝাপসাভাব (land haze) দেখা গেল, সূর্য্য সীসকবর্ণ আকাশ হইতে বাহির হইয়া আসিল।

৫৪

একখণ্ড বরফ জাহাজের পার্শ্বদেশ ঘর্ষণ করিল এবং এক মাইল দূরে সমুদ্রের মধ্যে দোলায়িত একটি সাদা জিনিষের প্রতি তোমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। ইহাই প্রথম ভাসমান তুষার-পর্ব্বত। তুমি আরো নিকটে আসিলে, তুষারগিরি সকল এত বহুসংখ্যক হইল যে, অসুখজনক হইয়া উঠিল; শীতল জলতল হইতে কৌতূহলী সীলগুলি তাহাদের মাথা উপরে তুলিতেছে। একটা সাদা তিমি বা ছোটো একঝাঁক নর্হ্বল তিমি গুরুশ্বাস ফেলিয়া জাহাজের চারিদিকে বেড়াইতেছে।

৫৫

S— তাহার পীড়িত ভ্রাতা চার্লসের সেবা করিতেছিল,—ঐ ভাইটি পরে মারা গিয়াছে, ঐ ঘটনা আমাকে অত্যন্তই ব্যথিত করিয়াছে। S— অপেক্ষা চার্লি ছোটো ছিল সে অতি মনোহর-স্বভাবের যুবক ছিল। সে আমার পিতার নিকট কাজ করিত, দুই বৎসর ধরিয়াই কাজ করিয়াছে। যতগুলিকে আমি জানি, তাহাদের মধ্যে সেইই অল্পবয়স্ক গ্রাম্য কৃষিমজুরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নমুনা। তুমি তাহাকে দেখিলে ভালোবাসিতে। সে তোমারই একটি কবিতার মতো ছিল। বিপুল শারীরিক

বল, প্রফুল্লতা ও সন্তোষ, সর্ব্বজনীন মঙ্গলেচ্ছা এবং নিঃশব্দ পুরুষোচিত ব্যবহারে ঐ যুবকের তুলনা মেলা দুষ্কর ছিল। একটা বৃদ্ধ চিকিৎসক তাহাকে হত্যা করিল। তাহার টাইফয়েড জর হইয়াছিল, কিন্তু ঐ বৃদ্ধ নির্ব্বোধ দুইবার তাহার রক্তমোক্ষণ করিল।

৫৬

জরাবসান অতিক্রম করিয়াও বাঁচিয়া ছিল, কিন্তু আপদ কাটাইয়া উঠিবার মতো শক্তি তাহার ছিল না। সকালবেলা S— যখন দাঁড়াইয়া ছিল, চার্লি তখন দুই বাহুদ্বারা S—এর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া, তাহার মুখ টানিয়া নামাইয়া চুম্বন করিল। S— বলে, সে তখনই জানিতে পারিল যে, শেষাবস্থা নিকটে। S— শেষ পর্য্যন্ত দিবারাত্রি তাহার সঙ্গে লাগিয়া ছিল। সে তোমার ধরণের মানুষ ছিল বলিয়া আমি এত করিয়া তোমাকে তাহার কথা লিখিলাম। তাহার সহিত তোমার যদি পরিচয় হইত, আমি সুখী হইতাম। তাহার মধ্যে শিশুর মাধুর্য্য এবং তরুণ বাইকিঙের সাহস, শক্তি এবং সদাতৎপরভাব ছিল। তাহার পিতামাতা দরিদ্র। অধিক কাজের তাড়া পড়িলে তাহার মাতাও স্বামীর সহিত ক্ষেত্রে কাজ করেন।

৫৭

সেদিন অপরাহ্ণে ভারি গরম ছিল; আর জাহাজ তখন কেপ্‌টাউনের প্রায় ১৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। ছায়াতেই উত্তাপ তখন ১০৫ ডিগ্রী, আকাশ তাম্রবর্ণ, সাগর ফুটন্ত তেলের মতো। হঠাৎ আমি ডেকের উপর হইতে একটা বিকট চীৎকার শুনিতে পাইলাম এবং দেখিলাম আতঙ্কগ্রস্ত কাফ্রিরা ছুটিয়া পালাইবার চেষ্টা করিতেছে। জাহাজের তটান্তিক ভাগের উপর দিয়া তাকাইয়া আমি এমন একটি জীবকে দেখিতে পাইলাম, যাহার চেয়ে বিকটমূর্ত্তি জলচর বা স্থলচর প্রাণী কল্পনা করার সম্ভাবনামাত্র নাই। যদি আমি শান্তভাবে এমন কথা বলি যে, ঐ যে-জীবটিকে দেখিয়াই প্রাচীনকালের বর্ণিত সমুদ্রের সর্প বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, তাহার মাথাটা একটা বড়ো আয়তনের পিপার মতো, তবে মনে করিয়ো না আমি অত্যুক্তি করিতেছি।

৫৮

ঐ সামুদ্রিক সর্পের মাথাটা ছিল জলের উপরিতল ছাড়িয়া প্রায় আট ফুট উঁচু এবং তাহার সবচেয়ে চওড়া অংশে একধার হইতে আর একধার-পর্য্যন্ত প্রায় তিন ফুট। শক্ত লোমওয়ালা কাঁটা সকল তাহার মুখ আবৃত করিয়া কোণাকুণি ভাবে বাহির হইয়াছে এবং তাহার বড়ো বড়ো গোল চোখ জাহাজটার দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে এবং তিরস্কারসূচক-ভাবে তাকাইয়া আছে, জাহাজের চাকার শব্দ যেন তাহার বৈকালিক নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়াছে। তাহার স্কন্ধটা বেড়ে বারো ইঞ্চির বেশি হইবে না। দৈর্ঘ্যে সেই সামুদ্রিক সাপটি কতখানি ছিল, তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না, তবে তাহার নড়াচড়ার জন্য যে হিল্লোলের সৃষ্টি হয়, তাহার শেষ হিল্লোলটি হইতে আন্দাজ করিলে বোধ হয় সে এক শত পঞ্চাশ ফুটের কাছাকাছি হইবে।

৫৯

কাপ্তেন Van Den Woof অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে জাহাজের সেতুর উপরে দাঁড়াইয়া তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা সেই সামুদ্রিক অতিকায় জীবটিকে দেখিতে লাগিলেন। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, এই সর্পের খবরই ডেনমার্কদেশীয় একটি ছোটো জাহাজের বৃদ্ধ কাপ্তেন জ্যান্‌সেন্‌ তিন মাস আগে কেপ্‌টাউনে দিয়াছিলেন, লোকে তখন বলিল, তিনি পাগল। তখন যাহার পাহারার পালা সেই কর্ম্মচারীকে কাপ্তেন আদেশ দিলেন যে, সাবধানে ঐ জাহাজ সর্পের চারিদিকে ঘুরাইয়া লওয়া হউক এবং অনাবশ্যক বিপদের মুখে না ছুটিয়া গিয়া তাহার যত কাছে যাইতে পারা যায়, তাহাই যাওয়া হউক।

৬০

Lum-Lum জাহাজ পাঁচ বার সেই সামুদ্রিক অতিকায়ের চারি পাশ ঘুরিয়া আসিল; সাপটা ধীরে ধীরে আপনার বিশাল মাথা ফিরাইয়া জাহাজটার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, যেন সে আমাদের সঙ্গে কথা বলিতে এবং তাহার পৃথিবী-ভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা করিতে চায়। জাহাজে কাহারো ফোটোগ্রাফের যন্ত্র ছিল না; কাজেই সামুদ্রিক সর্পের ছবি তুলিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুযোগটা নষ্ট হইল।

৬১

প্রিয়—

লণ্ডন কিংবা পারিসের তুলনায় রোমের সাধারণ অবস্থা কী, তাহার একটা আভাস পাইলে তুমি আনন্দিত হইবে, আমি জানি; কিন্তু তাহা দিতে পারা, কী করিয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর? আমি তোমাকে ইমারতগুলির কথা বলিতে পারি, কারণ সেগুলি আমি দেখি, কিন্তু মানুষের কথা সম্পূর্ণ আলাদা, কেন না প্রকৃতপক্ষে তাহাদের আমি দেখি না—অর্থাৎ আমি বাহ্য আকৃতি মাত্রই দেখি, এবং জীবনপথে যতই অগ্রসর হইতে থাকি, ততই এই বাহ্য আকৃতি হইতে মত গড়িয়া তোলা সম্বন্ধে আমরা সতর্ক হইতে শিখি। যাহা আমার সাম্‌নে আসে, তাহাই আমি বর্ণনা করিব; কিন্তু তোমার উপরে ভার রহিল, তাহা হইতে আপনার সিদ্ধান্ত আপনি করিয়া লইবে।

৬২

প্রথমেই ভিক্ষুকেরা আমার চোখে পড়ে; আমি যতটা চিত্র করিতে পারি বা তুমি যতটা কল্পনা করিতে পার, ইহারা তদপেক্ষাও হীন এবং রুগ্নাকৃতি। তাহারা রাস্তায় রাস্তায় সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়ায়, দ্বারে দ্বারে উত্যক্ত করে এবং গাড়ীর চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়ায়; ইহাতে বিস্মিত হইবার কথা নাই, কেন না রোমে ভিক্ষাবৃত্তি একটা উপজীবিকা। ভিক্ষুকেরা বিশেষ কয়েকটি আড্ডা অধিকার করিবার অনুমতির জন্য গবর্ণমেণ্টকে টাকা দেয়। Piaza Di Spagna হইতে Trinita পর্য্যন্ত যাইবার জন্য যে সোপান উঠিয়াছে, তাহার সর্ব্বোচ্চ পৈঠায় দাঁড়াইবার স্থলের জন্য Beppo টাকা দিয়া থাকে। কোনো একজন শ্রমশীল শিল্পী কারিগর যেমন তাহার দোকান ও আয়-সম্বন্ধে গর্ব্ব করিতে পারে, নিজের স্থান ও লভ্য-সম্বন্ধে ইহারাও সেইরূপ গর্ব্ব করে।

৬৩

সে দিন এক ভদ্রলোক-সম্বন্ধে আমি এক গল্প শুনিয়াছি; তিনি কিছুকাল রোমে থাকিবার পরে একজন ইটালীয় ভৃত্য ভাড়া করিলেন; সে খুব ভদ্র ও কার্য্যদক্ষ। তাহার মনিব যখন নগর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, কেবল তখনই লোকটি তাহার সে চাকরী পরিত্যাগ করিল। কিছুকাল পরে ভদ্রলোকটি রোমে ফিরিয়া আসিলেন এবং দেখিলেন, তাঁহার সেই পূর্ব্বতন ভৃত্য পথে পথে ভিক্ষা করিতেছে। ইহা তাঁহার

কাছে শোচনীয় হীনতা বলিয়া মনে হইল, এবং আনুকূল্যযোগ্য ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া তিনি তাহার পদ পুনর্গ্রহণ করিতে লোকটির নিকট প্রস্তাব করিলেন, এবং সেইরূপ চুক্তি হইল। ভৃত্যটি তাহার কার্য্যে ফিরিয়া আসিয়া বেশ ভালো ব্যবহারই করিতে লাগিল। কিন্তু অল্পকালের অভিজ্ঞতার পরে সে তাহার প্রভুর কাছে আসিয়া বলিল যে, তাহার প্রতি মনিবের অনুগ্রহের জন্য সে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং এই স্থানে সে বেশ স্বচ্ছন্দেও আছে, কিন্তু সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, ঐখানে থাকা তাহার পোষাইবে না ; ভিক্ষা করার মতো ইহা লাভজনক নহে এবং সেই জন্য সে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

৬৪

প্রায় একটার সময় জনতা দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল এবং দোকানসকল লুণ্ঠন ও পথিকদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল। পুলিসদলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল এবং প্রায় সকল পুলিস কর্ম্মচারীই সামান্য-পুলিস ও অস্ত্রধারি-পুলিসের সহিত রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়া ফিরিতে লাগিল। দাঙ্গাকারীরা তখন পুলিসের উপর লোষ্ট্রখণ্ড নিক্ষেপ করিতে লাগিল, পরন্তু পুলিস বিশেষ কৌশল ও ধৈর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিল বলিয়া রক্তপাত বাঁচিয়া গিয়াছিল। এক সময় দাঙ্গাকারিগণ পুলিসের দিকে অগ্রসর হইল এবং লাঠি ঘুরাইয়া বহুলোককে আঘাত করিল। সৈনিকগণ তখন পুলিসের সাহায্যার্থে আসিয়া নানা চতুষ্পথে স্থান গ্রহণ করিল। দুর্ভাগ্যবশত ইহাও ঈপ্সিত-ফল উৎপাদনে ব্যর্থ হইল। জনতার লোকে পুলিসকে ইষ্টকখণ্ড ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল এবং আক্রমণেরও ভয় দেখাইল।

৬৫

২০শে হইতে ২৭শে আগষ্ট পর্য্যন্ত উত্তর বঙ্গের সকল জিলাতে স্বভাবাতিরিক্ত বৃষ্টি পড়িয়াছে এবং তাহাতে দূর-বিস্তৃত বন্যা ঘটাইয়াছে। রাজসাহী জিলার নওগাঁ মহকুমায় এবং ঐ কয়দিনে যেখানে প্রায় বিশ ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইয়াছে সেই বগুড়া জিলায় ইহার ফল সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলভাবে অনুভূত হইয়াছিল। বগুড়া জিলার পূর্ব্বভাগ প্রায়ই প্লাবিত হয় বলিয়া সেখানে নৌকা রাখা হয়, কিন্তু পশ্চিম ভাগে এবং নওগাঁ মহকুমায় প্লাবন বিরল বলিয়া অত্যল্প সংখ্যক নৌকা থাকে ; এই জন্য প্লাবন-পরিমিত ভূভাগের অধিবাসিগণ তাহাদের গৃহ হইতে নিরাপদ স্থানে গমন করিতে

বড়োই অসুবিধা ভোগ করিয়াছিল এবং সংবাদ পাওয়া ও সাহায্য প্রেরণ করারও বাধা ঘটিয়াছিল।

৬৬

দেওয়ালগুলি কাদায় প্রস্তুত বলিয়া এবং জলের বৃদ্ধিতে অতি শীঘ্র ধসিয়া যাওয়ায় বাসগৃহের ধ্বংস অত্যন্ত ব্যাপক হইয়াছিল। বিভাগীয় কমিশনার ও কালেক্টরগণ তৎক্ষণাৎ উপহত স্থানগুলি পরিদর্শন করেন এবং তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সকল বিভাগের কর্ম্মচারিগণের ও বহুসংখ্যক বে-সরকারী কর্ম্মীর সহায়তায় লোকের আনুকূল্যের জন্য যথাসম্ভব পন্থা অবলম্বন করিতে কালক্ষেপ করেন নাই। যাহারা গৃহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদের জন্য ক্ষণিক-ব্যবহার্য্য বাসা তুলিয়া দেওয়া হয়, দূরবর্ত্তী স্থান সমূহে দুঃখমোচন-দল পাঠানো যায়, এবং বিতরণের পক্ষে অনুকূল কেন্দ্র সমূহে ট্রেণে করিয়া খাদ্য আনীত হয়। ৩১শে আগষ্ট নাগাদ বন্যা কমিতে আরম্ভ করে, কিন্তু ফসলের কী পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা এখন পর্য্যন্ত নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই।

৬৭

আমরা অবশেষে সাদা বাড়ি, বীথিকা, প্রশস্ত রাস্তা ও দোকান-পাটে পূর্ণ রুশীয় সহর নূতন বোখারায় পৌছিলাম, এবং প্রাচীন বোখারায় যাওয়ার জন্য আমরা একটি শাখা লাইনে গাড়ী বদলাইলাম। সুখদৃশ্য প্রান্তর ও শস্যক্ষেত্র সমূহের মধ্য দিয়া গাড়ী চলিল। সেগুলি দক্ষিণ-ইংলণ্ডের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও উর্ব্বর। রৌদ্রালোকিত বারো ভর্স্ট পথ চলার পর মুসলমানী এসিয়ার সকলের চেয়ে সেরা এই সহরের মেটে রঙের কাদার দেওয়াল আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। এমন স্থান কেবল মায়াবলে আমাদের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিত। আলাদিনের যে প্রাসাদকে যাদুকর মরুভূমিতে স্থানান্তরিত করিয়াছিল, নিশ্চয়ই তাহা যেরূপ প্রতীয়মান হইয়াছিল, ইহা আমাদিগকে তাহাই স্মরণ করাইয়া দিল। দন্তুরাকৃতি প্রাচীরবেষ্টনের অন্তর্ভাগে সঙ্কীর্ণ রথ্যায়, আচ্ছাদিত গলিতে, অবরোধকারী দেয়ালের পশ্চাতে দেড় লক্ষ মুসলমান সম্পূর্ণ নিজের নিজের মনের মতো করিয়া বাস করিতেছে,—ইহাদের উপরে অনুভবযোগ্য কোনো বহিঃপ্রভুত্ব নাই।

৬৮

লিখিতে পড়িতে পারে না এমন একজন ব্রহ্মিককে পাওয়া দুঃসাধ্য। শিক্ষা খুব গভীর নহে,—ব্রহ্মিক ভাষা পড়া ও লেখা; সরল, খুবই সরল গণিত; মাস তারিখের জ্ঞান, এবং হয়তো অল্প কিছু ভূগোল এবং ইতিহাস। কিন্তু তাহাদের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাহারা অনেকটা শিক্ষা করে। তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের বহুলাংশ, তাহার আখ্যায়িকা এবং উপদেশভাগ তাহাদিগকে মুখস্থ করিতে হয়। যখন ভোর হইয়া আসিতেছে তখন ছেলেরা এবং সন্ন্যাসীরা অনাবৃত ভূমির উপরে হাঁটু গাড়িয়া গান গাইতেছে—এই দৃশ্যটি, পৃথিবীতে যত সুন্দর দৃশ্য কল্পনা করা যাইতে পারে তাহার মধ্যে একটি। কেবলমাত্র উপদেশ নহে, কাজে তাহাদের ধর্ম্মশিক্ষা অত্যন্ত ভালো, অত্যন্ত সম্পূর্ণ; কেন না, যদিবা কেহ স্কুলের ছেলেমাত্রও হয়, তথাপি মঠে সন্ন্যাসীরা যেমন করিয়া বাস করেন, তাহাকেও সেইরূপ পবিত্র জীবন যাপন করিতে হয়।

৬৯

Spalding একটি শূকর-শাবককে জন্ম-মুহূর্ত্তেই একটি থলির মধ্যে পুরিয়া সাত ঘণ্টা ধরিয়া অন্ধকারে রাখিয়াছিলেন, এবং তাহার পরে শূকরাঙ্গনের কাছে শূকরী যেখানে প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, তাহার দশ ফুট তফাতে তাহাকে স্থাপন করিয়াছিলেন। শূকর-শাবক তাহার মাতার মৃদু ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শীঘ্রই চিনিতে পারিল, এবং বেড়ার নিম্নতর বাতার নীচে দিয়া কিংবা উপর দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার প্রয়াস করিতে করিতে শূকরাঙ্গনের বাহিরে বাহিরে চলিতে লাগিল। অল্প যে কয়টা জায়গা দিয়া প্রবেশ করা সম্ভব, তাহারি মধ্যে একটা জায়গার বেড়ার বাতার নীচে দিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে জোর করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিল। যেমনি ভিতরে প্রবেশ করা, অমনি কিছুমাত্র না থামিয়া শূকর-গৃহের মধ্যে তাহার মাতার কাছে সে গেল এবং তখন তাহার ব্যবহার অন্যদের মতোই হইল।

৭০

বোধ হয় স্পানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের সময়েই এই কথাটি স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হয় যে, মাছি আন্ত্রিক জ্বরের বাহন এবং সেই জন্য বিপৎসঙ্কুল। এক্ষণে ইহা সাধারণত স্বীকৃত হইয়াছে যে, কেবলমাত্র আন্ত্রিক জ্বর নহে, পরন্তু সান্নিপাতিক জ্বর এবং ওলাউঠার বীজ এবং সম্ভবত শিশু-উদরাময় প্রভৃতি অন্যান্য রোগের বীজও মাছি

ছড়াইয়া দিতে পারে। ইহাও জানা গিয়াছে যে, মাছি যক্ষ্মাবীজাণুও বহন করে। যেখানে ইহাদের জনন-যোগ্য স্থান এবং রোগবীজের সংস্পর্শ সম্ভাবনা আছে, মাছি সেখানেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রোগ-বিস্তারক হইয়া উঠে। Dr. Hindle দেখিয়াছেন বাতাসের উজানে যাইবার অথবা তাহা পার হইয়া যাইবার দিকেই মাছির ঝোঁক। বৃষ্টিহীন দিন এবং উত্তাপ তাহাদের ছড়াইয়া পড়িবার পক্ষে অনুকূল, এবং খোলা পাড়া-গাঁয়ে মাছিরা সহরের চেয়ে বেশি দূরে ভ্রমণ করে, সম্ভবত তাহার কারণ এই যে, সহরে বাড়িগুলি তাহাদিগকে খাদ্য এবং আশ্রয় দিয়া থাকে।

৭১

পীত নদীর তীরবর্ত্তী হোনান, শান্টুং এবং শান্সিতে যাহাদের আদি বাসস্থান সেই উত্তরদেশীয় চৈনিকেরা ক্যান্টুং এবং ফুকিয়েন নিবাসী দক্ষিণ চৈনিকদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ জীব। উত্তর-দেশীয়েরা সাধারণত বৃহদায়তন; ইহারা সকল ঘটনাই অবিচলিতভাবে গ্রহণ করে, এবং গার্হস্থ্য কিম্বা রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় কোনো বাঁধা নিয়মের পরিবর্ত্তনের বিরোধী। দক্ষিণদেশীয়েরা সাধারণত আয়তনে খাটো, উত্তরের লোকদের চেয়ে তাহাদের বর্ণ কালো, এবং তাহারা সহজে উদ্বেজিত হয়। ইহারা পুরাতন প্রথা-সম্বন্ধে অসহিষ্ণু এবং তাহাদের উদীচ্য স্বজাতীয়েরা যে সতর্ক গণ্ডির মধ্যে সন্তুষ্ট, ইহারা তাহা ভেদ করিয়া আপনাদিগকে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে।

৭২

এদিকে আহার সম্বন্ধে ইহাদের উভয়ের রুচি স্পষ্টতই পৃথক্। উত্তর চৈনিকেরা প্রবল শীতপ্রধান দেশীয় লোক, এই জন্য যে-তণ্ডুল দক্ষিণ-দেশীয়দের পক্ষে অত্যাবশ্যক তাহাকে তাহারা উপেক্ষা করে এবং ময়দা ও গোধূমজাত অন্যান্য পদার্থ খাইয়াই প্রধানত বাঁচিয়া থাকে। দক্ষিণবাসীদের দেশ এত গরম যে, গুরুপাক খাদ্যে তাহাদের বিতৃষ্ণা; তাহারা ভুট্টা এবং স্নিগ্ধকর শাক-সবজি কিছুতে ছাড়িতে চায় না। কিন্তু দক্ষিণ-দেশীয়দের প্রতি উত্তর-দেশীয়দের ঈর্ষাই বিরোধের সকলের চেয়ে প্রধান কারণ। দক্ষিণ প্রদেশগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে আধুনিক অবস্থার সংস্পর্শে আনীত হইয়াছে এবং এই জন্য যে-যথেচ্ছাচারী শাসন উদীচ্যদের প্রায় প্রকৃতিগত, তাহার বিরুদ্ধে ইহারা উদ্বেজিত হইয়া উঠে।

৭৩

দক্ষিণ-দেশীয়েরা বাণিজ্যে তাহাদের চেষ্টা সন্নিবিষ্ট করিয়া ধনী হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা বিদেশে ভ্রমণ করিয়া তাহাদের উদীচ্য প্রতিবেশীদের চেয়ে অধিকতর আধুনিক ভাবাপন্ন হইয়াছে, এবং উত্তর-দেশীয় যে স্বৈরশাসকগণ তাহাদের আকাঙ্ক্ষাসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ও সংশয়পর তাহাদের কর্তৃক উত্তরের রাজধানী হইতে শাসিত হওয়া, ইহারা ঘৃণার সহিত দেখে। তাহা ছাড়া, তাহারা চারিদিকে তাকাইলে দেখিতে পায় যে, উত্তর-প্রদেশে প্রভূত পরিমাণে রেলোয়ে পাতা হইয়াছে, অথচ যে দক্ষিণ-প্রদেশ সর্ব্বাপেক্ষা বহুপ্রসূ সেখানে রেলোয়ে অল্প এবং বাণিজ্যব্যবসা সেকেলে বহুশ্রমসাধ্য এবং যাতায়াতের অব্যবস্থাবশত প্রতিহত।

৭৪

একদিন এরূপ ঘটিল যে, প্রায় মধ্যাহ্নকালে আমার নৌকার অভিমুখে যাইতে যাইতে সাগরতটে একটি মানুষের নগ্নপদের চিহ্নে আমি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া উঠিলাম; এই চিহ্ন বালুকার উপর অত্যন্ত স্পষ্ট দৃশ্যমান ছিল। বজ্রাহতের মতো অথবা যেন কোনো প্রেতমূর্ত্তি দেখিয়াছি, এমনি ভাবে দাঁড়াইলাম। আমি কান পাতিলাম, আমার চারিদিকে তাকাইলাম কিছু শুনিতে পাইলাম না, অথবা দেখিতেও পাইলাম না। আরো অধিক দূর দেখিবার জন্য ক্রমোচ্চ ভূমির উপরে উঠিয়া গেলাম। আমি তটের একদিকে চলিয়া গেলাম, আবার বিপরীত দিকে চলিয়া আসিলাম, কিন্তু সবই সমান; সেই একটি ছাড়া অন্য কোনো চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। আরো অধিক চিহ্ন আছে কিনা দেখিবার জন্য এবং ইহা আমার কল্পনা হইতে পারে কিনা, তাহা অবধারণের জন্য পুনর্ব্বার ইহার কাছে গেলাম; কিন্তু এরূপ সন্দেহের কোনো কারণ ছিল না, কেন না সেখানে ঠিক কেবল একটি পায়েরই ছাপ ছিল—পদাঙ্গুলি, গোড়ালি এবং একটি পায়ের প্রত্যেক অংশের ছাপ। ইহা কী করিয়া সেখানে আসিল তাহা বুঝিলাম না, অথবা লেশমাত্র কল্পনা করিতে পারিলাম না।

৭৫

মনে করো, যদি হাইড্ পার্কের সমস্ত জায়গা জুড়িয়া বহুসংখ্যক কামান থাকিত এবং একই মুহূর্ত্তে বৈদ্যুত দ্বারা এই সমস্ত কামান ছোঁড়া যাইত, তবে যদিও শব্দগুলি

একই কালে উৎপন্ন হইত, তথাপি যেখানেই তুমি দাঁড়াও না কেন, এক সঙ্গে সমস্ত শুনিতে পাইতে না ; হাতের কাছের কামান হইতে আওয়াজ তোমার কানে প্রথমে পৌছিত এবং অধিকতর দূরের শব্দ ক্রমশ পরে আসিত। তোমার নিকট হইতে কত দূরে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইয়াছে তাহার হিসাব করিতে গেলে, প্রথমে যে সময়ে তুমি স্ফুরণ দেখিয়াছিলে এবং তাহার পরে যে সময়ে তাহার অনুবর্ত্তী বজ্র-গর্জ্জন শুনিয়াছ, তাহারই মধ্যকালীন প্রত্যেক পাঁচ সেকেণ্ডে এক মাইল ধরিয়া লইতে হইবে। আলোক এবং শব্দ একই কালে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু শব্দ প্রত্যেক মাইল উত্তীর্ণ হইতে পাঁচ সেকেণ্ড লয়, অথচ আলোক শব্দের তুলনায় তৎক্ষণাৎ ধাবিত হয় বলা যাইতে পারে। আলো এত দ্রুত চলে যে, এক সেকেণ্ডে সাত বারের অধিক পৃথিবীর চারিদিকে তাহা দৌড়িয়া আসিতে পারে। আমাদের চাঁদ আমাদের এত কাছে আছে যে, এই অল্প দূরত্ব অতিক্রম করিতে আলোকের এক সেকেণ্ডের কিঞ্চিদধিক সময় লাগে। কিন্তু সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আসিতে আলোকের আট মিনিট কাল লাগে ; বস্তুত যে সকল সূর্য্যরশ্মি এখনই আমাদের চক্ষুতে আসিল তাহা আট মিনিট আগে সূর্য্য ছাড়িয়াছে।

৭৬

দৈর্ঘ্যে তিনি মাঝারি আয়তনের চেয়ে কিছু বেশি হইবেন। তাঁহার বর্ণ পাণ্ডুর ছিল এবং তাঁহার আয়ত কৃষ্ণচক্ষু তাঁহার মুখশ্রীতে যে একটি গাম্ভীর্য্যের ব্যঞ্জনা অর্পণ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার মতো প্রফুল্ল মেজাজের লোকের কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। তাঁহার গড়ন পাতলা ছিল, অন্তত তাঁহার শেষ জীবন পর্য্যন্ত ; কিন্তু তাঁহার বক্ষপট ছিল গভীর, তাঁহার স্কন্ধ প্রশস্ত, তাঁহার দেহ পেশীযুক্ত এবং প্রমাণ-সঙ্গত। তাহার সজ্জা এমনতরো ছিল যাহাতে তাঁহার সুন্দর আকৃতির অনুকূল শোভা সম্পাদন করিত ; তাহা না ছিল অত্যলঙ্কৃত, না চমৎকৃতিজনক, কিন্তু মূল্যবান।

৭৭

উপযুক্ত প্রকারের এবং উপযুক্ত পরিমাণের জ্বালানি পদার্থ এঞ্জিনের অবশ্যই চাই, নহিলে ইহা ভালো কাজ করিতে পারে না। উপযুক্ত প্রকারের এবং পরিমাণের তাপজনক খাদ্য মানব-দেহের পক্ষেও আবশ্যক, নহিলে ইহা ভালো কাজ করিতে পারে না। মানবদেহ সকল সময়েই কিছু কাজ করিতেছে—এমন কি, নিদ্রায়,

রোগে এবং বিশ্রামকালে। এঞ্জিন গড়িতে হয় এবং মেরামত করিতে হয়, তাহাতে কয়লা ভরিতে হয়, তেল দিতে হয় এবং তাহাকে কায়দায় রাখিতে হয়। মানবদেহ-সম্বন্ধেও সেই একই কথা। আমাদের তাপ জোগাইবার খাদ্য, গড়িয়া তুলিবার, মেরামত করিবার খাদ্য এবং নিয়ন্ত্রণ করিবার খাদ্য চাই। এখন মনে করো, আহার্য-ভাণ্ডারে আমাদের এই সকল প্রকারের খাদ্য আছে; এবং তাহা রাঁধিবার জন্য কয়লা আছে। এই সব খাদ্য যথা-পরিমাণে আমরা বণ্টন করিয়া দিতে নাও পারি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে বলিতেছি অত্যধিক অথবা অত্যল্প উত্তাপ দিবার খাদ্য, অত্যল্প নিয়ন্ত্রণ কাজের খাদ্য, বা অত্যধিক গড়িয়া তুলিবার বা মেরামত করিবার খাদ্য সামঞ্জস্য নষ্ট করিতে পারে।

৭৮

পাখী যেন বায়ুর প্রবাহ বলিলেই হয়, কেবল পাখাগুলি দ্বারা আকার লাভ করিয়াছে মাত্র; ইহার সকল পালকেই বাতাস আছে, ইহা নিজের সমস্ত কলেবর এবং চর্ম্ম দিয়া বায়ু গ্রহণ করে, এবং উড়িবার কালে ইহা বায়ুতাড়িত শিখার মতো বায়ুর সংঘর্ষে জলজ্বল করিতে থাকে; ইহা বায়ুর উপরে বিশ্রাম করে, তাহাকে দমন করে, তাহাকে অতিক্রম করে এবং বেগে তাহাকে পরাভূত করে। ইহা বায়ুই, সেই বায়ু আপনাকে জানিয়াছে, আপনাকে জিতিয়াছে, আপনাকে শাসন করিতেছে; পুনশ্চ, পাখীর কণ্ঠেও যেন বায়ুরই বাণী দেওয়া হইয়াছে। বায়ুর মধ্যে ধ্বনি-মাধুর্য্যে যাহা কিছু দুর্ব্বল, উদ্দাম এবং অনাবশ্যক তাহাই ইহার গানে সুগ্রথিত হইয়া উঠিয়াছে।

৭৯

যুক্তরাজ্যে চাউলের বার্ষিক খরচ লোক পিছু ছয় পাউণ্ডের উর্দ্ধে কখনও চড়ে নাই। ইহার বিরুদ্ধ তুলনায়, আমরা যতটা চাউল খাই, য়ুরোপ তাহার পাঁচগুণ অধিক খাইয়া থাকে এবং ঘন-অধ্যুষিত প্রাচ্যদেশে প্রত্যেক লোক বৎসরে এমন কি ২৫০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত চাউল খাইয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ব্রিটিশ দ্বীপের পাঁচ কোটী লোক বৎসরে ৭৫ কোটী পাউণ্ডের অধিক চাউল খাইত এবং জার্ম্মানি বৎসরে এক শত কোটী পাউণ্ডের অধিক চাউল আমদানি করিত। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, কালিফর্ণিয়ায় চাউল আবাদের অপেক্ষাকৃত অধুনাতন বিস্তার কৃষিবিভাগের একলার উদ্যম হইতেই লব্ধ। গত মরসুমে স্যাক্রামেণ্টো উপত্যকায় ৬০,০০০ একারে ধান

বোনা হয় এবং পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের ফসল বিক্রয় হয়। এই সবে আরম্ভ। কথিত হইয়াছে যে, প্যাসিফিক্ উপকূলে বৎসরে যে ৫ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড চাউল খরচ হয়, তাহার চেয়ে বহুগুণ অধিকতর উৎপাদনের মতো ব্যবহার্য্য ধানের জমি কালিফর্ণিয়ায় আছে। তাহা ছাড়া ক্ষেত্রগুলি প্লাবিত করিবার উপযুক্ত যথেষ্ট জলেরও জোগান সেখানে আছে। চাউল-ব্যবসায়ের এই নূতন প্রয়াস যে-লক্ষ্য ধরিয়া চলিতেছে, তাহাতে বোধ হয় মার্কিনেরা ভাতকেই প্রধান খাদ্যরূপে গ্রহণ করিবে। ইহার পোষণগুণ প্রভূত। অধিকাংশ মার্কিন-পাচকেরা ইহা কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, জানে না বলিয়া এবং ইহা আঠা আঠা পিণ্ডাকারে পাতে দেওয়া হয় বলিয়াই, সম্ভবত বর্ত্তমানে লোকের কাছে ইহার আদরের অভাব।

৮০

কতকগুলি মরুজাত উদ্ভিদ জল-সঞ্চয় করিয়া থাকে; ইহারা প্রতিকূল অবস্থার সহিত অভিসংযোগ-সাধনের সুবিদিত দৃষ্টান্তস্থল। ইহাদের শিকড়ের সংস্থান অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং ইহার সাহায্যে প্রাপ্তিযোগ্য জলের আয়োজনকে তাহারা প্রকৃষ্ট পরিমাণে নিজের ব্যবহারে লাগাইতে পারে। কালিফর্ণিয়ার মোহাব মরুতে F. V. Coville একজাতীয় শাখাবান্ মনসাসীজ দেখিয়াছেন; তাহা উনিশ ইঞ্চি উচ্চ এবং তাহার শিকড়ের জাল আঠারো ফিট পরিধির অধিক স্থান ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। এই শিকড় সকল ভূতলের কেবলমাত্র দুই হইতে চারি ইঞ্চি পর্য্যন্ত নীচে চলিয়া গিয়াছে; এই জন্য ধারা-বর্ষণকে কাজে লাগাইবার পক্ষে ইহারা উপযুক্ত। এই উদ্ভিদের অভ্যন্তরভাগ প্রধানত জলসঞ্চয়কোষে নির্ম্মিত, এমন কি, ইহাতে শতকরা ৯৬ অংশ পরিমাণে জল সংগৃহীত হইতে পারে। এইরূপে এই উদ্ভিদ একটি জলাধার হইয়া উঠে এবং অনেক সময়েই পানের পক্ষে এই জল সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

৮১

জগতের অধিকাংশ রোগই সজীব বীজাণু দ্বারা সংঘটিত। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ ব্যতীত ইহাদিগকে আমরা দেখিতে পাই না এবং ইহারা আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়া রক্ত মাংস ধ্বংস করে ও তাহাই খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। প্রধানত ইহাদের আকৃতি চারি প্রকারের; ছোটো ছোটো গুলির মতো, নয় ঋজু দণ্ডের মতো, নয় দুই গোলপ্রান্তবিশিষ্ট দণ্ডের মতো অথবা স্ক্রুর মতো। ইহারা নিজেকে বিভক্ত

করিয়া অথবা ডিম্ব প্রসব করিয়া বংশ বৃদ্ধি করে; তাহা এমন ভয়ঙ্কর দ্রুতবেগে করিয়া থাকে যে, একটিমাত্র রোগবীজ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বহুলক্ষ বীজ উৎপাদন করিতে পারে এবং যে জন্তুকে ইহারা আক্রমণ করিয়াছে, বিষ প্রস্তুত করিয়া, তাহাকে অবশেষে মারিয়া ফেলিতে পারে। সজীব জন্তুদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, মাটির উপরে সঞ্চিত ধূলি এবং ময়লার মধ্যে ইহাদের বাসা থাকে, বিশেষত সে মাটি যদি সেঁৎসেতে হয়।

৮২

একটি বেশ মজবুত রকমের জাপানী যুবক চৌরঙ্গীর রাস্তা বাহিয়া যাইতেছিল, দুইজন য়ুরোপীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে তাহার ঝগড়া বাধিল; তাহারা স্থানীয় বায়স্কোপ-শালায় চলিয়াছিল। জাপানী তাহাদের আচরণে বিরক্ত হইয়া বিনা কালব্যয়ে তাহাদের উভয়কে চিৎ করিয়া পাড়িয়া ফেলিল। নিকটবর্ত্তী কর্ম্মস্থানের দুইজন দারোয়ান সাহেবদের সহায়তা করিতে ছুটিয়া আসিল; কিন্তু যাহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে আসিল, ইহারাও তাহাদেরই দশা প্রাপ্ত হইল। আরও দুইজন দারোয়ান এবং দুইজন কন্‌ষ্টেবল্ ঘটনাস্থানে ছুটিয়া আসিল; তাহাদের আগমনের কয়েক সেকেণ্ড পরেই দেখা গেল, তাহারাও রাস্তার মাঝখানে লুটাইতেছে। জাপানীকে দেখিয়া বোধ হইল যে, তাহার জুজুৎসু খেলা আরো কিছু দেখাইবার জন্য সে প্রস্তুত আছে। শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সে মিষ্ট হাসিমুখে অন্য সকলকে আহ্বান করিতে লাগিল। একজন য়ুরোপীয় সার্জ্জেণ্ট এই সঙ্কট কালে উপস্থিত হইল এবং তাহার সঙ্গে ফাঁড়ি-থানায় যাইতে তাহাকে সবিনয় উপরোধের দ্বারা রাজি করাইল। গতকল্য রিপোর্টে পাওয়া গিয়াছে যে, তাহাকে সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

৮৩

একটি হিন্দুরমণীকে মিথ্যা পরিচয়ে বিবাহ করিবার অপরাধে হরিপুরের পুলিস মনোহর পাল নামক এক ব্যক্তিকে এইমাত্র গ্রেফ্‌তার করিয়াছে। এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, অভিযুক্ত নিজেকে মথুর গাঙ্গুলীর পুত্র ব্রজ গাঙ্গুলী নামে অভিহিত করিয়াছিল এবং সে মাধব চক্রবর্ত্তী নামে একজনের বাড়িতে বাস করিত। ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, সে মাধবের বাড়িতে বার্ষিক দুর্গাপূজা করিত। কানাই চাটুজ্জে নামে একজনের কাদম্বিনী বলিয়া এক অবিবাহিত ভগিনী ছিল। মথুরের পুত্রকে এ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই এবং রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছিল যে, সে সন্ন্যাসী

হইয়া তাহার পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছিল। মনোহর ইহাই জানিতে পারিয়া সন্ন্যাসীর মতো চলিতে লাগিল এবং লোককে জানাইল যে, সে-ই মথুরের নিরুদ্দেশ ছেলে। কানাই তাহার সঙ্গে নিজের বোনের বিবাহের বন্দোবস্ত করে এবং চার বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু-প্রথামতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি কানাইয়ের কাছে আসিত এবং একটা ব্যবসা করিবে বলিয়া জানাইলে কানাই তাহাকে ৬৫০ টাকা দেয়। তাহার আচারব্যবহার কেমন সন্দেহজনক ছিল; পরে তাহার সত্য নাম ও জাতি প্রকাশ হইয়া পড়িল। কানাইয়ের ভগিনী ইহা জানিতে পারিয়া তাহার ভাইকে বলে যে, তাহাকে উদ্ধার না করিলে সে আত্মহত্যা করিবে। পুলিসকে খবর দেওয়া হইল এবং অভিযুক্ত গ্রেফ্‌তার হইল। আরও অনুসন্ধান চলিতেছে।

৮৪

ধনুষ্টঙ্কার যে রোগবীজের দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহারা ভূমির উপরিভাগে বাস করে; তাহারা বিশেষভাবে এমন ভূমিতলকে পছন্দ করে যেখানে ঘোড়া কিংবা গোরুর পাল বাস করিতেছে, যেমন আস্তাবল, রাস্তা এবং গোলাবাড়ী। গোরু এবং ঘোড়ার শরীর হইতে যে সকল ত্যাজ্য পদার্থ নির্গত হইয়াছে তাহা এই সকল রোগবীজের পোষণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। তাহারা চর্ম্মের কোনো একটা ক্ষুদ্র ক্ষত কিম্বা কাটা ঘা দিয়া কিম্বা নাকের কিম্বা মুখের ভিতর দিয়া মানুষের দেহে প্রবেশ করে।

৮৫

সেই জন্য যে সব লোক খালি পায়ে যায়, কিম্বা রাস্তায় পড়িয়া গিয়া যাহাদের ঘা লাগে বা আঁচড় লাগে, বিশেষত সেই রাস্তায় যদি ঘোড়া কিংবা গোরুর যাতায়াত থাকে,—তবে ধনুষ্টঙ্কারের দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অন্য লোকদের চেয়ে ইহাদেরই অধিক। যখন ভূতলের উপরিভাগ শুকাইয়া যায় এবং মলিন পদার্থ উড়িয়া বেড়ায়, তখন বাতাসে ভাসমান ধূলি নাক মুখ বা কণ্ঠের মধ্যে কিছু পরিমাণ এই রোগবীজ বহন করিয়া আনিতে পারে। আর যদি সেখানে কোনো ক্ষুদ্র ক্ষত থাকে, তবে ইহা রক্তে প্রবেশ করিয়া ধনুষ্টঙ্কার ঘটাইতে পারে।

৮৬

এই গৃহ Madam Orange-এর; তিনি অপেক্ষাকৃত দরিদ্রশ্রেণীর বৃদ্ধা ফরাসী স্ত্রীলোকের খাঁটি নিদর্শন; তাঁহার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রের পুরঃসীমায় আছেন। প্রফুল্লভাবে স্বেচ্ছারত কর্ম্মশীলতায় তিনি বিস্ময়জনক; এবং যদিও তাঁহার অল্পই কাপড় আছে এবং বস্তুত টাকা নাই, এবং না আছে কয়লা, না আছে বাতি, না আছে কেরোসিন, এবং পাঁচ হইতে দশ বছর বয়সের চারিটি ছোটো ছোটো শিশুর এবং চারিটি অত্যন্ত সতেজ মার্কিন সেনানায়কের সেবার ভারে তিনি ভারাক্রান্ত, তথাপি সকল সময়েই তাঁহার মুখে হাসি এবং কণ্ঠে হাস্যধ্বনি। এক অক্ষর ইংরেজী তিনি বলিতে কিংবা বুঝিতে পারেন না, আর আমাদের মধ্যে আমিই কেবল এক মাত্র আছি, যে লোক ফরাসী শিখিবার জন্য, এমন কি, প্রয়াসও করিয়াছে, সুতরাং কথাবার্ত্তা চালাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া আমাদের কত বড়ো কাণ্ডটাই যে হয়, তাহা কল্পনা করিতে পার।

৮৭

আমি এই ব্যাপারে নিজের ক্ষমতা-সম্বন্ধে যথার্থ গর্ব্ব অনুভব করি; কারণ আমি দেখিয়াছি, দুইশো রকমের বাঁধা অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে আমি প্রায় সবই বলিতে পারি। ছোটো শিশুগুলি চমৎকার, তাহাদের লইয়া আমরা সকলে ক্ষেপিয়া গিয়াছি। প্রত্যেক বার যখন আমরা বাড়ির বাহিরে যাই বা বাড়িতে প্রবেশ করি এবং তাহার মধ্যবর্ত্তী সময়েও, যতবার তাহাদের মন যায় তাহারা সকলে আসিয়া আমাদের চুম্বন করে। তাহারা অন্য একজন ফরাসী স্ত্রীলোকের সন্তান, এবং আমি যতটা বুঝিলাম, তাহার স্বামী যুদ্ধে মারা গিয়াছে, আর সে নিজে রুগ্ন, তাই যখন সে পারে তখন যুদ্ধাস্ত্রের কারখানায় কিংবা সেই রকমের কিছু একটাতে কাজ করে।

৮৮

যুদ্ধ যত দিন চলে এই ছেলেগুলি Madam Orange-এর কাছে থাকিবে। বস্তুত তাহারা নিঃসম্বল, যথেষ্ট বলিতে যাহা বোঝায় এমন শীতের বস্ত্র তাহাদের নাই, তাহাদের জন্য জিনিষপত্র কিনিয়া দিয়া আমরা ভারি আমোদ পাইয়াছি। বর্ণনাপটু লেখকের ক্ষমতা যদি আমার আরো অধিক থাকিত তবে বড়ো ভালো হইত, কেন

না ইচ্ছা করে এই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের, আর গুহার মতো তাহার ছোটো ঠাণ্ডা ঘরটির চিত্র ধরিয়া রাখি, কিন্তু যথাযোগ্যমতো করিয়া লিখিতে পারিলাম না।

৮৯

কিছুকাল পূর্ব্বে সকলেই মনে করিত, বাতাস যেন কতকটা সমুদ্রের জলের মতো, এবং ইহা ব্যাপ্ত হইয়া আমাদের উপরের এবং চারিদিকের আকাশ পূর্ণ করিয়াছে। নদী বাহিয়া চলিতে চলিতে জলের মাঝখানে যদি একটা গর্ত্ত পাওয়া যাইত—একটা শূন্যতামাত্র—যাহার মধ্যে নৌকাটা পড়িয়া যাইতে পারে, তবে সে একটা ভারি অসুবিধার ব্যাপার হইত না কি? অথচ মানুষ যখন উড়া-কলে আকাশে ওঠে, তখন মাঝে মাঝে এইরূপ ঘটে। বাতাসে গর্ত্ত আছে, বায়ুরথের সারথির পক্ষে তাহা পার হইয়া চলা অসম্ভব। তাহার যন্ত্রটা হঠাৎ ডুব মারে ও পড়িয়া যায় এবং সেটি যদি বহমান বাতাসের স্রোতের মধ্যে দ্রুত আসিয়া না পৌছে, তবে তাহার গুরুতর আপদ্ ঘটিতে পারে। বাতাসের মধ্যে কেমন করিয়া যে, এইরূপ গর্ত্ত হয়, বৈজ্ঞানিক লোকেরা তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

৯০

জিনিষপত্রের চড়া দামের গতিকে মাদুরাতে একটা গুরুতর দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটিয়াছিল। সোমবার সকালে একদল লোক একটি চালের বাজারের রক্ষককে মারপিঠ করিয়া লুঠ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আগাগোড়া সমস্ত সহরের দোকানদার লুঠের ভয় করিয়া তাহাদের দোকান বন্ধ করিয়াছিল। কালেক্টার এই উৎপাতের জায়গায় মোটরে করিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং লোকেরা তাঁহার কাছে দাবী করিল যে, তিনি যেন শস্য এবং কাপড় ব্যবসায়ীদের প্রতি এই হুকুম জারী করেন যে, তাহারা সঙ্গত দামে মাল বিক্রয় করে। তিনি বলিলেন, তাহাদের নালিশ জানাইয়া একটা দরখাস্ত দাখিল করিলে বিবেচনা করা হইবে। জনতার লোকেরা দাবী করিল, এখনি হুকুম জারী করা হউক। তাহারা কালেক্টারের গাড়ী ঘেরাও করিল এবং পাথর ছুঁড়িয়া মারিল; তাহার মধ্যে ছুটো একটা কালেক্টারকে লাগিল; যাহাই হউক, তিনি চলিয়া যাইতে পারিলেন। অল্প পরেই তিনি রিজার্ভ পুলিস লইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং আরও অধিক শান্তিভঙ্গ ঘটা নিবারণ করিতে কৃতকার্য্য হইলেন। দোকানগুলি কিন্তু সমস্ত দিন বন্ধ রহিল।

৯১

চীনের অবস্থা উত্তরোত্তর অধিকতর মন্দ হইবার দিকে চলিয়াছে। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে গবর্ণমেণ্টের আটটি স্বতন্ত্র সৈন্যদল ভিন্ন ভিন্ন ভূভাগে যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করিতেছে, এবং তাহাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে দক্ষিণদেশী সৈন্যদল লাগিয়া আছে। দশটি প্রদেশকে অল্লাধিক পরিমাণে দস্যুদলের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোনো বাধা না পাইয়া লুটিতেছে, খুন করিতেছে এবং মানুষ ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।

৯২

স্থানীয় শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তির জন্য, যে প্রাদেশিক সৈন্যদলের নিযুক্ত থাকা উচিত, তাহারা রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে চলিয়া গিয়াছে, এবং যখনি তাহারা স্বস্থান ছাড়িয়া যায়, তখনি বড়ো বড়ো ভূভাগ চোর-ডাকাতের হাতে গিয়া পড়ে। যেখানে সৈন্যেরা যুদ্ধ করিতেছে বলিয়া অনুমান করা হয়, সেখানে লোকেরা যেরূপ উৎপীড়িত হইতেছে, তাহা বাক্যের অতীত। গ্রামের লোকেদের ধন লুণ্ঠিত, তাহাদের গৃহ ভস্মীভূত এবং তাহারা নিহত হইতেছে। সমস্ত সহর ব্যাপিয়া লুট চলিতেছে, স্ত্রীলোক ও শিশুরা সৈনিকদের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পর্ব্বতে ও দুর্গম স্থানে হাজারে হাজারে আশ্রয় লইতেছে। সৈন্যেরা ন্যূনতম পরিমাণে লড়াই ও প্রভূততম পরিমাণে লুট করিবার জন্য বাহির হইয়াছে।

৯৩

তিন জন কয়েদীকে তাহাদের নিজ নিজ কুঠরি হইতে অসতর্কতাবশত পালাইয়া যাইতে দিয়াছে বলিয়া সেণ্ট্রাল জেলের একজন সর্দ্দার ও চৌকিদারের নামে যে অভিযোগ আসিয়াছিল, আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার বিচার শেষ করিয়াছেন। একটি দড়িতে ভাঙা কাচ আঠা দিয়া জুড়িয়া তাহাদের কুঠরির লোহার গরাদে কাটিয়া এই তিন জন কয়েদী অত্যন্ত চতুরতার সহিত পালাইতে পারিয়াছে। তাহার পরে যখন চৌকিদার দূরে গেল, তখন তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া ইহারা ইলেক্‌ট্রিক্‌ তার ধরিয়া নীচে নামিয়া এবং সীমানার প্রাচীরের উপরে চড়িয়া পালাইয়া গেল। জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রকাশ করেন যে, অভিযুক্তেরা সে সময়ে শাসন-লাঘবযোগ্য অবস্থায় কাজ করিতেছিল, যে হেতু কর্ম্মচারীদের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রামক হওয়াতে জেলের ব্যবস্থা বিশৃঙ্খলতায় উপনীত হইয়াছিল।

৯৪

খোলা জানলার কাছে পাঁচ মিনিট ধরিয়া সচেষ্টভাবে গভীর নিশ্বাস লওয়া, দিন আরম্ভ করার পক্ষে মন্দ সাধনা নহে। ইহাতে ফুস্‌ফুস্‌গুলির সকল অংশের স্থিতি-স্থাপকতারক্ষার চর্চ্চা আপনি ঘটে, এবং তাহাদের মধ্যে রক্ত-নিশ্চলতার বাধা দেয়। ইহা স্বাস্থ্য এবং সুপরিপাকের সাহায্য এবং কোষ্ঠবদ্ধতার প্রতিকার করে। ইহা নিশ্চিত যে, অবাধ শ্বাসক্রিয়াকে যে সকল ব্যায়াম বাধা দেয়, সে সমস্তই মন্দ; এবং মোটের উপরে আমরা ইহা বলিতে পারি যে, অন্য ব্যায়ামগুলি যে পরিমাণে শ্বাসক্রিয়ার আনুকূল্য করে এবং তদ্দ্বারা তলপেটের যন্ত্রগুলির এবং হৃদ্‌যন্ত্রের উপকার সাধন করে, বহুলাংশে সেই পরিমাণেই তাহারা ভালো।

৯৫

আমি একজন ব্রহ্মিক মহিলাকে জানি; একজন ইংরেজের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। ইংরেজটি অনেকগুলি হাঁসের বাচ্চা কিনিয়াছিলেন, তাহারা বেশ সুন্দর হইয়া বড়ো হইয়াছিল, এবং আমার বন্ধু ইহাদের মধ্যে একটি আমাকে দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু একদিন যখন দেখিলাম, সব হাঁসগুলি অন্তর্ধান করিয়াছে তখন যে কিরূপ নিরাশ হইয়াছিলাম, কল্পনা করিয়া দেখ। আমার বন্ধু আমাকে বলিলেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার স্ত্রী নদীর উজানে কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে হাঁসগুলি লইয়া গিয়াছিলেন।

৯৬

তাহাদিগকে যে মারা হইবে, সে তিনি সহিতে পারেন নাই; এই জন্য তাহাদিগকে লইয়া গিয়া তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে এখানে একটি সেখানে একটি করিয়া বিতরণ করিলেন; কেন না তিনি জানিতেন, হাঁসগুলিকে তাঁহারা ভালো করিয়া রাখিবেন এবং মারিবেন না। যখন তাঁহার স্বামীর প্রাতরাশের জন্য মুর্গি মারিতে হুকুম করিতে হইত, তখন এই মহিলা ভয়ঙ্কর কষ্ট পাইতেন। আমি দেখিয়াছি, পাচককে মুর্গি মারিতে বলিয়া তিনি দৌড়িয়া বারান্দায় গিয়া কানে হাত দিয়া বসিতেন, ভয়, পাছে তাহার চীৎকার তিনি শুনিতে পান।

৯৭

পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা যতগুলি নিশ্চিততম তথ্য জানা গিয়াছে তাহারই মধ্যে একটি এই যে, পৃথিবীর কঠিন আবরণটি স্থিতিস্থাপক-প্রকৃতির। হ্রাসবৃদ্ধিশীল চাপের

ক্রিয়াধীনে বৃহৎ ভূখণ্ড সকল উঠে এবং পড়ে। এই জন্য এ কথা অনুমান করা সঙ্গত যে, সুদূর কালে মহাদেশব্যাপী দুই এক মাইল গভীর প্রকাণ্ড হিমসংহতির সঞ্চয় এমন চাপ দিয়াছে যে, তদ্দ্বারা অধিকৃত বৃহৎ ভূখণ্ডে অধঃসরণ ঘটিয়াছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে উত্তর মার্কিন মহাদেশের উত্তর-পূর্ব্ব অংশে ভূমির সুস্পষ্ট এবং সুপ্রত্যক্ষ উন্নয়নই এই কথাকে যেন সমর্থন করে। এইচ, এল, ফেয়ারচাইল্ড্ "সায়ান্স" পত্রে লিখিবার কালে বলিয়াছেন, সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক কালে মার্কিন দেশীয় তুষারাচ্ছাদনে যে ভূখণ্ড আবৃত হইয়াছিল, সেই ভূখণ্ড তাহার বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠা-স্থানের অনেক নীচে অবস্থিত ছিল; এমন সময়ে বরফের চাদর গলিয়া গেলে পর মৃদুমন্দ উত্থানক্রিয়ায় ইহা বর্ত্তমান উচ্চতায় আনীত হইয়াছে।

৯৮

ফরাসী সৈন্য কেবল তাহার দেশ, তাহার নগর, তাহার কৃষিক্ষেত্র, তাহার গৃহ ছাড়া আর কিছুর জন্য যে লড়িতেছে, এমন কোনো নিদর্শন সে কখনো দেয় নাই। যে যুদ্ধ-লালসার চরম লক্ষ্য যুদ্ধ করা, তাহার দ্বারা সে কখনো অভিভূত হয় না। এই যুদ্ধ অমঙ্গলরূপে উপদ্রবরূপে তাহার প্রিয় স্বদেশকে ধ্বংস করিতেছে, ইহাই সে জানে; এবং এই মহামারী হইতে পৃথিবীকে মুক্ত করাই সে তাহার পিতৃপুরুষদের প্রতি, নিজের প্রতি এবং নিজের সন্তানদের প্রতি কর্ত্তব্য বলিয়া অনুভব করে। যুদ্ধ যে কত দূর যুক্তিবিরুদ্ধ, মূঢ়োচিত এবং বর্ব্বর তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য উৎকর্ষবান ফরাসী বিশেষ যত্নশীল, অথচ দেখিবে এই উৎকর্ষবান ফরাসীই তাঁহার মাতৃভূমির সৈনিকবেশ পরিধান করিয়া রণমত্ত ভৈরবের মতো কলের কামানের মুখে ধাবিত হইতেছেন।

৯৯

জাপানের বর্ত্তমান কালীন অবস্থার কঠোরতম বিচারকদের মধ্যে অধ্যাপক হাকুসন কুরিয়াগাওয়া একজন; তিনি ওসাকা মাইনিচি পত্রে ইহাই বলিতে চান যে, রাষ্ট্রনীতি এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং ন্যাশনাল জীবনের প্রায় প্রত্যেক বিভাগে জাপান প্রহসন অভিনয় করিতেছে। তাঁহার নালিস এই, রাষ্ট্রনীতিতে অধিকাংশ জাপানী আধুনিক কালের দুই শতাব্দী পিছনে আছে। তিনি বলেন, পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রহণ করিবার কালে তাহাদের অন্তঃস্থিত সারতত্ত্বটি বাদ দেওয়া হইয়াছে। ধার-করা প্রতিষ্ঠানগুলির উৎকর্ষসাধনের জন্য জাপান যত্নের ত্রুটি করে না, কিন্তু তাঁহার মতে

জীবনের বুদ্ধিগত দিক এবং আধ্যাত্মিক দিকের চর্চ্চা সে উপেক্ষা করে। যে জাপানী জাতি ধনের প্রতি বিদ্বেষবান বলিয়া আখ্যাত, সে কি তলে তলে সকলের চেয়ে ধনের প্রতি আসক্ত নয়?

১০০

১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে Galileo ভেনিসের সেণ্ট্ মার্কের গির্জ্জার উচ্চ ঘণ্টামন্দিরের (Campanile) উপর আরোহণ করিয়া সমাগত অভিজাতবর্গ ও সেনেটরদিগকে আপন নব উদ্ভাবিত দূরবীক্ষণ-যোগে দেখাইলেন যে, শুক্রগ্রহ কলাবিশিষ্ট, চন্দ্রে উচ্চ পর্ব্বতসকল আছে, তাহারা চন্দ্রের বক্ষে কৃষ্ণবর্ণ ছায়াপাত করে, কৃত্তিকা নামক তারকাগুচ্ছে, সাতটি নহে, ছত্রিশটি তারা আছে, এবং ছায়াপথ তারকায় রেণুময়। কিন্তু শীঘ্রই গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে যুদ্ধানল জ্বলিয়া উঠিল, ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ দেখিলেন যে, প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমত সকল বিপদগ্রস্ত হইতেছে। তাঁহাকে শাস্ত্রদ্রোহিতা ও নাস্তিকতার অপরাধে অভিযুক্ত করা হইল। তাঁহার জ্যোতিষবিষয়ক আবিষ্কারের উপর অন্ধ-সংস্কারের জয়গৌরব তখনকার মতো সম্পূর্ণ হইল।

১০১

এই মহান্ প্রতিভাবান্ ব্যক্তি তাঁহার জীবিতকালের মধ্যেই দেখিলেন যে, তাঁহার গ্রন্থসকল য়ুরোপের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নির্ব্বাসিত এবং তাহাদের প্রকাশ নিষিদ্ধ এবং জানিয়াছিলেন যে, মিথ্যা শপথ করিয়া তিনি নির্য্যাতন হইতে অব্যাহতি পাইলেন, এই পরিচয় লইয়া সমস্ত উত্তর কালের সম্মুখীন হওয়াই তাঁহার ভাগ্যে আছে। গ্যালিলিওকে রোমে প্রথমবার আহ্বান করার ষোল বৎসর পূর্ব্বে ঐ নগরে Giordano Brunoকে পুড়াইয়া মারা হয়। উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি-লাভের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রুণো ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন। সতর্ক বুদ্ধির প্রণোদনে তিনি প্রায়ই বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতেন, এবং তিনি যে অবশেষে ভেনিসে আসিয়া পড়িবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই।

১০২

অন্যান্য ইটালীয় নগর অপেক্ষা এখানে ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা অধিকতর পরিমাণে দেওয়া হইত, এবং এখানে কখনও দাহন-যূপ স্থাপন করা হয় নাই। গ্র্যাণ্ড্ কেনালের উপরস্থিত Piazzo Mocenig-এ ইন্কুইজিসনের দূতগণ তাঁহাকে অবশেষে তাড়া করিয়া পাড়িয়া ফেলিল। তাঁহার বিরুদ্ধে ইন্কুইজিসনের প্রথম এই অভিযোগ

উপস্থিত হইল যে, তিনি অসংখ্য জগৎ আছে বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। Piazzo Campo di Fioreতে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে পুড়াইয়া মারা হয়। গ্যালিলিওর সমসাময়িক ব্যক্তিদিগের মধ্যে গ্রহগতির নিয়ম আবিষ্কারক কেপ্‌লারই সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। ঐ নিয়মগুলি নিউটনের মহত্তর আবিষ্কারের পথ সুগম করিয়া দেয়।

১০৩

কেপ্‌লার নিন্দিত ও কারারুদ্ধ হন এবং তাঁহার মত সকলকে বাইবেলের মতের সহিত সঙ্গত করিতে হইবে বলিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। তৎকাল-প্রচলিত যাদুবিদ্যায় অন্ধবিশ্বাস হইতে কেপ্‌লারের জীবনের এক অতি ভয়ানক অভিজ্ঞতা উদ্ভব হয়। তাঁহার মাসি ও মাকে ডাইনি বলিয়া অভিযুক্ত করা হয়, এবং তাঁহাদিগকে পুড়াইয়া মারিবার দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়। কেপ্‌লারের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এবং শক্তিশালী বন্ধুদিগের প্রভাবে তাঁহার মাতা রক্ষা পান, কিন্তু বর্ষাধিক কারাবাসকালে তিনি যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে কয়েক মাস পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। কেপ্‌লারের মাসিকে দাহন-যূপে পুড়াইয়া মারা হয়।

১০৪

ধনী হইবার চেষ্টা ব্রহ্মীর নাই। ধন কামনা করা তাহার স্বভাবসঙ্গত নহে, এবং যখন সে তাহা পায় তখন তাহা জমাইবার চেষ্টা করাও তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। প্রাত্যহিক অভাবের পক্ষে যাহা যথেষ্ট, তদতিরিক্ত অর্থের মূল্য তাহার কাছে বেশি নহে। জমির পরে জমি এবং টাকার পরে টাকা বাড়াইয়া তুলিতে সে খেয়াল করে না, এবং তাহার টাকা আছে এই ঘটনাটুকুমাত্র তাহাকে কোনো সুখ দেয় না। টাকা দিয়া যেটুকু কেনা যাইতে পারে, টাকার মূল্য তাহার কাছে কেবল সেইটুকু। যখন তাহার সামান্য অভাব পূরিয়া গেল, নিজের জন্য যখন একটি নূতন রেশমের কাপড় কেনা এবং স্ত্রীকে একটি সোনার বালা দেওয়া হইল, যখন গ্রামসুদ্ধ সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে যাত্রাগান শুনাইয়া আমোদ দেওয়া সারা হইল, তখন, কখনো বা তাহার পূর্ব্বেই,—সে তাহার অবশিষ্ট টাকা দানে খরচ করিয়া ফেলে।

১০৫

পূর্ব্বে যাহা কিছু আমি মন্দ এবং হীন বলিয়া মনে করিতাম, চাষীদের গ্রাম্যতা, মোটা ভাত, মোটা কাপড়, সাদাসিধা রকমের বাসস্থান ও চালচলন,—এ সকলই আমার চক্ষে ভালো এবং মহৎ হইয়া উঠিয়াছে। যাহা বাহ্যত আমাকে অন্য সকলের

ঊর্দ্ধে তুলিয়া দেয়, যাহা তাহাদের হইতে আমাকে পৃথক্ করিয়া দেয়, এমন কিছুতে এখন আমি যোগ দিতে পারি না। পূর্ব্বের ন্যায় এখন আমি আর নিজের সম্বন্ধে বা অন্যের সম্বন্ধে কোনো পদবী, পদ বা গুণকে মানবসাধারণের পদবী বা গুণের চেয়ে বড়ো করিয়া স্বীকার করিতে পারি না। আমি যশ বা প্রশংসা সন্ধান করিয়া ফিরিতে পারি না, আমি এমন কোনো উৎকর্ষ কামনা করি না যাহা মানবসাধারণ হইতে আমাকে স্বতন্ত্র করে। আমার সমস্ত সত্তায়—আমার বাসস্থানে, অশন বসনে, আমার লোকব্যবহারে, যাহা কিছু জনসাধারণ হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন না করে, পরন্তু তাহাদের নিকট আকর্ষণ করে, তাহাই কামনা না করিয়া আমি থাকিতে পারি না।

১০৬

অতি শৈশবকালেই সমুদ্র-শুশুকের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। লণ্ডন হইতে বৃটিশ গায়েনার ডেমেরারা-তে আমার প্রথম সমুদ্রযাত্রাকালে ইহা ঘটে। আকাশ অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল, এবং উত্তর আট্‌লান্টিকের শৈবালাচ্ছন্ন যে আবর্ত্ত সারাগাসো-সাগর নামে সুবিখ্যাত, তাহাই পার হইবার সময় আমাদের পুরাতন জাহাজে অলস বায়ুর বেগ এত দুর্ব্বল ছিল যে, সেই তৃণবর্ণ পিণ্ডগুলিকে ঠেলিয়া আমরা অনেক সময়ে প্রায় পথ করিতে পারিতেছিলাম না। ক্ষণে ক্ষণে আমরা এই সকল শৈবালের মধ্যে বিস্তৃত ফাঁকা জায়গা পাইতেছিলাম, সেই সকল পরিষ্কার স্থানের কোনো একটিতে মন্দ গমনে চলিতে চলিতে সহসা আমরা এক বৃহৎ ঝাঁক মাছের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। তাহারা সংখ্যায় বহু সহস্র হইবে এবং তাহারা চলমান সৈন্যগণের মতো নিবিড়ভাবে দল বাঁধিয়া সাঁতার দিতেছিল।

১০৭

একই মুহূর্ত্তে উহারা সকলে যখন পাশ ফিরিল, উহাদের শরীর হইতে তখন একটি আভা প্রক্ষিপ্ত হইল; যেন প্রকাণ্ড একখানি দর্পণ সূর্য্যালোককে আমার চক্ষুর উপরে কেন্দ্রীভূত করিয়া অকস্মাৎ আবর্ত্তন করিল। উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়া একটি নাবিককে রেলিং-এর নিকট লইয়া গিয়া সেখান হইতে ঝাঁকটি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহারা কী?" একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া এবং "শুশুক" এই একটি কথা বলিয়াই সে ছুটিয়া চলিয়া গেল এবং ব্যাপারটা যে কী, ইহাই আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম। বাকি দিনটা এই সব সুন্দর মাছ আরো বেশি করিয়া দেখিবার কামনা হইতে আমি মুক্তি পাইলাম না। আমি তাহাদের প্রতি এমনই

সতর্কদৃষ্টি রাখিয়াছিলাম, যেন উহাদিগকে আবিষ্কার করার উপরেই আমার জীবন নির্ভর করিতেছে।

১০৮

সহসা ইহাদের এই নিবিড়সম্বদ্ধ স্তূপের মধ্যে উহাদের একটি স্বজাতীয় প্রাণী তীরবেগে আসিয়া পড়িল—সে উহাদের অপেক্ষা অনেক বৃহত্তর, অন্ততঃ পক্ষে দৈর্ঘ্যে ছয় ফুট এবং সেই অনুপাতেই চওড়া হইবে। আমি দেখিলাম, উহারা লক্ষ্যশূন্যভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, যেন জানে না কোথায় পালাইতে হইবে। এই সন্ত্রস্ত তরুণ প্রাণীগুলির মধ্যে উক্ত স্বজাতিখাদক যখন ইতস্তত তীরবেগে ছুটিতে লাগিল, তখন তাহাকে ক্ষণকালের জন্য অস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গেল; তাহার পরে জল রক্তে এবং মৎস্যের ভাসমান ছিন্নাংশে এমন মলিন হইয়া গেল যে, কিছুক্ষণের মতো আর এই উৎপাত দেখিতে পাইলাম না।

১০৯

সমুদ্র-শুশুকের জীবন নিশ্চয়ই অত্যন্ত সুখের হইবে, কারণ সে বিনা বাধায় মহাসমুদ্র সকলের উন্মুক্ত প্রসারতার মধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে। উহার যে সব শত্রু আছে তাহাদিগকে বেগে ছাড়াইয়া চলিতে ও এড়াইয়া যাইতে সে খুবই সমর্থ। সময়ে সময়ে অসতর্ক হইয়া সে হাঙ্গরের শিকার হইয়া পড়ে, কিন্তু আমার মনে হয়, ইহা কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। এরূপ এক ঘটনা আমি একবার দেখিয়াছিলাম। প্রশান্ত মহাসাগরে, সম্পূর্ণ এক শান্ত দিনে মাস্তলের উপরিস্থিত আমার আশ্রয়স্থান হইতে নীল-সমুদ্রের তলে যাহা কিছু ঘটিতেছে, একটি শক্তিশালী দূরবীণের মধ্য দিয়া সে সমস্তই অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। খুব কাছেই প্রকাণ্ড এক কাঠের গুঁড়ি ভাসিতেছিল। ইহা নিরীক্ষণকালে জমকালো এক সমুদ্র-শুশুক দেখিতে পাইলাম—ইহার চর্ম্ম হইতে সূর্য্যকিরণে নীল এবং সোনালি আভা ঠিক্‌রাইতেছে; সে আলস্যভরে লেজ নাড়িতে নাড়িতে কাষ্ঠখণ্ডের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে, মনে হয় যেন সে আহার করিয়া পরিতৃপ্ত।

১১০

ঠিক তাহার পশ্চাতে কাষ্ঠখণ্ডের তলদেশ হইতে এক অস্পষ্ট ছায়া নির্গত হইয়া উপরিভাগে উৎক্ষিপ্ত হইল, সেখানে এক ঘূর্ণি এবং আবিলতা দেখা দিল, এবং ঐ সৌখিন সমুদ্রজীবটি দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল; উহার এক খণ্ড চতুর হাঙ্গরের

গলার মধ্য দিয়া অদৃশ্য হইল। অবশ্য দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশও সত্বর প্রথমকে অনুসরণ করিয়া হাঙ্গরের কণ্ঠ দিয়া নামিয়া গেল—এবং তখন শেষোক্ত প্রাণীও পুনরায় আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিল। আমি লক্ষ্য করিলাম, তিনবার এই হাঙ্গর এইরূপ কৌশলে কৃতকার্য্য হইল; কিন্তু একমাত্র এই উপলক্ষ্যেই আমি দেখিয়াছিলাম যে, একটি শুশুক চতুরতায় একটি হাঙ্গর কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছে।

১১১

মধ্য যুগে লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, এক সহস্র খৃষ্টীয় শকে জগতের নিশ্চিত অবসান ঘটিবে। খৃষ্টান সমাজ এই বিশ্বাস লইয়াই জীবননির্ব্বাহ করিত এবং যে ব্যক্তি ইহাতে সন্দেহ করিত, সে শাস্ত্রদ্রোহী বলিয়া গণ্য হইত। মধ্য যুগের অধিকাংশ আইন ও রাজদত্ত দলিল "জগতের আসন্ন দিনান্ত কালে" এই বাক্যের দ্বারা আরম্ভ করা হইত। দশম শতাব্দীর সমাপ্তি যখন নিকটতর হইয়া আসিল, তখন ভয়ের পরিমাণও বাড়িয়া উঠিল। য়ুরোপ যেন তখন তাহার শেষ উইল লিখিয়া সারিল এবং চার্চ্চকে যাহা দান করা হইল তাহার অধিকাংশের তারিখ সেই যুগ হইতেই সুরু। লোকেরা তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করিল। তাহারা চার্চ্চকে আপন সম্পত্তি দিয়া ফেলিল, বস্তুত সে সম্পত্তিতে তাহাদের আর অধিক প্রয়োজন থাকার কথা ছিল না; এবং সেই একই কারণে সরকারী সম্পত্তির অধিকাংশই পুরোহিত-সম্প্রদায়ের অধিকারে আসিল। কিন্তু এক হাজার শালও কাটিয়া গেল এবং আমাদের ভূমণ্ডল তাহার কক্ষের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন বন্ধ করিল না। তখন হইতে জগতের অন্ত-সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিতে অল্প লোকই সাহস করিয়াছে।

১১২

পুরাকালে লোকেরা ধূমকেতুর সহিত সংঘাতকে ভয় করিত, কিন্তু যখন হইতে এই নভশ্চর পদার্থসকল আমাদের নিকট অধিকতর সুবিদিত হইয়াছে, তখন তাহারা আর কাহাকেও ভয় দেখাইতে পারে না। ধূমকেতু কোনো প্রাণীর ক্ষতি করিয়াছে, এমন একটি ঘটনারও উল্লেখ করা যাইতে পারে না। তাহাদের পুচ্ছ এত সূক্ষ্ম গ্যাসে নির্ম্মিত যে, বহু সহস্র মাইল পুরু হইলেও তাহা এক গ্লাস জলের মতোই স্বচ্ছ। এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে, এই গ্যাস বেন্‌জইন অথবা পেট্রোলিয়ম্ বাষ্পের দ্বারা গঠিত, কিন্তু ধূমকেতুর যে পুচ্ছ বিমানপথচারী দুই জ্যোতিষ্কের মধ্যবর্ত্তী আকাশের সেতু রচনা করিতে পারে, তাহার সমস্ত উপাদান সম্ভবত কয়েকটি মাত্র

পিপার সামান্য স্থানের মধ্যে প্রবেশযোগ্য। অতএব পেট্রোলিয়ম্‌-বর্ষণ আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই।

১১৩

কিন্তু অন্য সকল বিপত্তি আছে। আমাদের জীবিতকালের মধ্যেই দেখিয়াছি, বাহিরের কোনও কারণ ব্যতিরেকেও আমাদের ভূমণ্ডল বিদীর্ণ হইয়াছে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে স্বণ্ডা দ্বীপে কারাগাতোয়া নামক একটি ক্ষুদ্র জ্বালামুখীর সমুদ্রতলবর্ত্তী একটি স্থানে এইরূপ ঘটিয়া অগ্নিময় গর্ত্তের মধ্যে সমুদ্রজলের প্রবেশ-পথ হইয়াছিল। অগ্নিগহ্বর সমুদ্রকে মেঘলোকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল; তাহাতে প্রকাণ্ড তরঙ্গ সৃষ্ট হইয়া তাহা তট-ভূমিতে এক শত ফুট ঊর্দ্ধে উচ্ছ্রিত হইয়াছিল। তাহা জ্বালামুখীর নিকটবর্ত্তী সমস্ত সহর ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল এবং পঞ্চাশ হাজার মানুষকে জলমগ্ন করিয়াছিল। ইহাই পঞ্চাশ হাজার লোকের পক্ষে জগতের অবসান, এবং সেই অবসান সম্পূর্ণ অপ্রতীক্ষিতভাবেই আসিয়াছিল। এই আপৎপাতের বেগকে বহুগুণিত করিয়া কল্পনা করা যাক্‌—মনে করা যাক্‌, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের Mouno Los নামক পৃথিবীর প্রবলতম দহমান জ্বালামুখী সহসা প্যাসিফিক্‌ মহাসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে; তাহা হইলে এমন এক তরঙ্গ সহজেই উঠিতে পারে, যাহা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বহু জনসমূহকে ডুবাইয়া দিতে পারে। ইহা বিনা ঘোষণায় কালই এমন কি, আজই ঘটিতে পারে।

১১৪

জাপানে চাউল লুণ্ঠন-ঘটিত গুরুতর দাঙ্গায় পর্য্যবসিত যে খাদ্য-সমস্যা গত কয়দিনের টেলিগ্রামে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নূতন ব্যাপার নহে; কারণ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি প্রধান আহার্য্য দ্রব্য পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। মে মাসের শেষভাগে য়োকোহামার একজন পত্রলেখক তাঁহার লিখিত পত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বিদেশী চাউল আমদানী ও সঙ্গত মূল্যে উহার বিক্রয় নিয়ন্ত্রিত করার জন্য জাপান গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি বহু পল্লবিত নিয়মপত্র বাহির করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১১৫

তিনি বলিয়াছিলেন সচরাচর জাপানের প্রয়োজনীয় সমস্ত চাউল প্রায় জাপানেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং বিদেশী চাউল-সম্বন্ধে বরাবর জাপানের একটি প্রবল বিরুদ্ধ

সংস্কার আছে। যাহা হউক ইদানিং জনসংখ্যার বৃদ্ধিবশত চাউলের খরচ, চাউলের জোগানকে অতিক্রম করিয়াছে। তবুও আমদানি করা আহার্য্য-দ্রব্যে জাপানের আবশ্যকতা অপেক্ষাকৃত অল্প। কারণ কোরিয়া ও হোক্কেডোর অনেক স্থান এখনো অনাবাদী পড়িয়া আছে; এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়াও জাপানের একটি বৃহৎ শস্যস্থলী। কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরিয়া চাউল-উৎপাদন অপেক্ষা অধিকতর লাভজনক নিষ্কাশন-পথে জাপানী শক্তি ধাবিত হইয়াছে।

১১৬

কল্পনা করা যাক, আমাদের পদাতিক সৈন্যের একদল বিশ্রামের জন্য গর্ত্তগড়ের বাহিরে আসিয়াছে। মাটির আঁকাবাঁকা ফাটল বাহিয়া দুই মাইল হাঁটিয়া একটি গ্রামের নিকটে তাহারা উপরিতলে পৌছিয়াছে। গ্রামের পূর্ব্বদিকের দেওয়াল কয়টিতে অনেকগুলি ছিদ্র আছে, কিন্তু গ্রামখানির একেবারে ধ্বংস হয় নাই। গ্রামের প্রধান রাস্তায় যখন সৈন্যদল প্রবেশ করিল, ঠিক সেই সময় কয়েকটি জার্মান কামান, ঐখানে কোথাও বৃটিশ কামান না থাকা সত্ত্বেও আন্দাজে শেল্ নিক্ষেপ করিয়া গ্রামময় তাহার সন্ধান করিতেছে। আরও অনেক শেল্ গ্রাম ছাড়াইয়া রাস্তার উপর বেশ একটু ঘন ঘন পড়িতেছে। এই রাস্তা ধরিয়াই সৈন্যদলকে এক মাইল দুই মাইল দূরে ভাঙা বাড়ির মাটির তলের কুটুরিতে তাহাদের যথানির্দ্দিষ্ট বাসায় পৌছিতে হইবে। গ্রামের রাস্তা গ্রামখানির সম্মুখভাগের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। যে পর্য্যন্ত না বর্ষণের ঝড় সাঙ্গ হয়, সে পর্য্যন্ত রাস্তার পূর্ব্বদিকে বাড়িগুলির নিরাপদ ভাগে সৈন্যদিগকে লাইন ভঙ্গ করিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য দলপতি আদেশ করিলেন।

১১৭

গর্ত্ত-গড় হইতে যাহারা আসিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকেই অত্যন্ত ক্লান্ত। কোনো একটা ছুতায় থামিবার জন্য উৎসুক সৈন্যদল কুটীরের দ্বারবর্ত্তী সিঁড়ির ধাপের উপর হইতে অসৈনিক জীবনযাত্রা নিরীক্ষণ করিয়া দীর্ঘকাল গর্ত্ত-গড়ের কর্ত্তব্যে কালযাপনের পর, আমোদ এবং কৌতুহল অনুভব করিতেছে। কুটীরের যে অধিবাসিগণ রাস্তার নিরাপদ অংশে বাস করিতেছে, তাহারা তাহাদের দরজার কাছে আসিয়া সৈন্যদের সঙ্গে নিরুদ্বিগ্নভাবে আলাপ করিতে লাগিল। পনেরো বছর বয়সের মতো চেহারার এক উনিশ বছরের বালককে অত্যন্ত শ্রান্ত দেখিয়া একজন স্ত্রীলোক তাহাকে একটু

গরম কাফি আনিয়া দিল। বালক কাফির মূল্য দিতে চাওয়ায় স্ত্রীলোকটি হাসিয়া বলিল, "যুদ্ধের পরে, যুদ্ধের পরে।"

১১৮

বিধবা ছেলেপিলের মায়েরা অথবা যে সকল ফরাসী এক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে আছেন তাঁহাদের স্ত্রীরাই এখানকার মতো জায়গায় অধিকাংশ গৃহস্থালীর কর্ত্তৃপক্ষ। উহারা গৃহত্যাগ করিতে ভয় পায়, অথবা অন্যত্র কোথায় যাইবে জানে না এবং উহারা ইংরেজ সৈনিকদের কাছে স্বল্প কয়েক প্রকারের পণ্যদ্রব্য মাত্র আর মাটির তলার ভাণ্ডার-ঘরে ও গর্ত্ত সকলের মধ্যে যে সব জিনিষের প্রয়োজনের অন্ত নাই, সেই চকোলেট্, কমলালেবু, আপেল, শার্ডিন মাছ, মোমবাতি বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিতে পারে। অন্য স্ত্রীলোকেরা সৈনিকদের কাপড় ধোলাই করিতেছে কিংবা তাহারা জানালায় "বিলাতী বিয়ার" লেখা একখানি কার্ড ঝোলানো ছোটো ছোটো বেসরকারী মদ্যশালা খুলিয়াছে, সেখানে একটি ঘরের চতুর্দ্দিকের দেওয়ালের গায়ে টেবিল সাজানো।

১১৯

আমি পীড়িত ছিলাম, অত্যন্ত পীড়িত, এত বেশি যে আমার কলিকাতা-বাসের সমস্ত শেষ মাসটি আমি শয্যাগত ছিলাম এবং লেখা, এমন কি চিন্তা করাও আমার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। খুব দুর্ব্বল অবস্থাতেই আমাকে আমার ঘর হইতে জাহাজে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল; কিন্তু আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, এখনি আমি প্রায় রোগমুক্ত হইয়াছি। সুমাত্রা দ্বীপের দর্শনলাভ এবং মলয় দ্বীপপুঞ্জের স্বাস্থ্যদায়ক বায়ুপ্রবাহ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। এবং যদিও আমি এখনো দুর্ব্বল বোধ করিয়া থাকি, তবুও মোটের উপরে বলিতে পারি যে, আমি সুস্থ অবস্থায় এবং স্ফূর্ত্তিতেই আছি। বাট্টা দেশের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত টাম্পানুলী আমি সবেমাত্র ছাড়িয়া আসিয়াছি। বাট্টারা সুমাত্রার একটি সুবিস্তীর্ণ জনবহুল জাতি; দ্বীপটির যে অংশ চীন ও মেনাঙ্গকাবুর মধ্যে সমুদ্রের উভয় তীর পর্যন্ত ব্যাপ্ত, উহারা তাহারই সমগ্রভাগ অধিকার করিয়া বাস করে। তীরপ্রদেশটি বিরলবসতি কিন্তু অভ্যন্তরভাগে অধিবাসিগণ অরণ্যের পত্রপুঞ্জের ন্যায় নিবিড় বলিয়া কথিত আছে। সমস্ত জাতির জনসংখ্যা সম্ভবত দশ লক্ষ হইতে বিশ লক্ষের মধ্যে হইবে।

১২০

উহাদের রীতিমতো শাসন-তন্ত্র আছে এবং উহারা মহাবাগ্মী; উহারা প্রায় সকলেই লিখিতে জানে এবং উহাদের নিজের ভাষা এবং বিশেষ এক প্রকার লেখা অক্ষর আছে; উহাদের ভাষায় এবং শব্দে এবং উহাদের কোনো কোনো নিয়মে ও প্রথায় হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু উহাদের নিজেরও বিশেষ এক প্রকার ধর্ম্ম আছে। উহারা "দিবতা অস্সি অস্সি" নামে এক এবং অদ্বিতীয় দেবতাকে স্বীকার করিয়া থাকে এবং তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট বলিয়া কল্পিত উহাদের তিনটি বড়ো দেবতা আছে। উহারা যুদ্ধপ্রিয় এবং সমস্ত ব্যবহারেই অত্যন্ত ন্যায়পর ও নিষ্কপট। উহাদের দেশ প্রকৃষ্টভাবে আবাদ করা হইয়াছে এবং এখানে অপরাধ অল্প। উহাদের অনুকূলে এই সমস্ত কথা বলিবার থাকা সত্ত্বেও, Mr. Marsden যে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে বাট্টারা যে নরভুক্ এ সম্বন্ধে কোনো অপক্ষপাত ব্যক্তির মনে আর সন্দেহ-মাত্র থাকে না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাট্টারা মন্দ লোক নহে এবং আমি এখনো সেইরূপ মনে করি, যদিচ তাহারা পরস্পরকে খাইয়া থাকে এবং মানুষের মাংস বলদ বা শূকরের মাংসের চেয়ে তাহাদের কাছে রুচিকর।

১২১

এ কথা তোমাকে বিবেচনা করিতে হইবে যে, আমি তোমাকে একটি নূতন রকম সামাজিক অবস্থার বিবরণ জানাইতেছি। বাট্টারা বর্ব্বর নহে, কারণ তাহারা লিখিতে পড়িতে জানে, এবং যাহারা আমাদের ন্যাশনাল্ স্কুলে পড়িয়া মানুষ, ইহারা সম্পূর্ণ তাহাদেরই মতো এমন কি তাহাদের চেয়ে বেশি চিন্তা করিতে পারে। তাহাদের বহুপ্রাচীন শাস্ত্রানুশাসন আছে এবং এই সকল অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের অনুষ্ঠান সকলের প্রতি ভক্তিবশতই তাহারা পরস্পরকে খাইয়া থাকে। এই অনুশাসনে আছে যে, চারিটি বিশেষ অপরাধে অপরাধীকে জীবিত-অবস্থায় খাইতে হইবে। এবং এই অনুশাসনেই বলিতেছে যে, বড়ো বড়ো যুদ্ধে বন্দী সকলকে জীবিত মৃত বা কবরস্থ সকল অবস্থাতেই আহার করা বৈধ। আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলা হইয়াছে এবং আমি ইহা যথার্থ ই বিশ্বাস করিয়া থাকি যে, এই সকল লোকদের মধ্যে অনেকেই অন্য সকল কিছুর চেয়ে মানুষের মাংসই বেশি পছন্দ করিয়া থাকে, কিন্তু এরূপ প্রবৃত্তি সত্ত্বেও বিধিসঙ্গত উপলক্ষ্য ছাড়া তাহারা কখনো এই লালসাকে প্রশ্রয় দেয় না।

১২২

আমার প্রিয়তম বন্ধু—

আমাদের পরিবারে যে ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা হয়তো White কিংবা আমার বন্ধুদের মধ্যে কাহারো কাছ হইতে কিংবা খবরের কাগজ হইতে, এত দিনে খবর পাইয়া থাকিবে। আমি কেবল তোমাকে উহার একটি মোটামুটি নক্সা দিব। আমার প্রিয়তমা ভগিনী উন্মত্ততার ঝোঁকে তাহার আপন মায়ের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। বর্ত্তমানে সে পাগলা-গারদে আছে। আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইতে হইবে।

১২৩

ঈশ্বর আমার বুদ্ধি স্থির রাখিয়াছেন। আমি আহার-পান করি, ঘুমাই এবং আমার বিশ্বাস, আমার বিচারশক্তিও বেশ প্রকৃতিস্থ আছে। আমার পিতা বেচারা সামান্যরূপে আহত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ও আমার পিসিকে সেবা করিবার জন্য আমিই আছি। Blue-Coat স্কুলে Mr. Morris আমাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিতেছেন, এবং আমাদের আর কোন বন্ধু নাই, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি খুব শান্ত ও সমাহিত আছি এবং যাহা কিছু করিতে বাকি ছিল তাহা উত্তমরূপেই করিতে পারিতেছি। যত দূর সম্ভব একখানি ধর্ম্মভাবপূর্ণ পত্র লিখিও, কিন্তু যাহা গিয়াছে এবং চুকিয়াছে তাহার কোনো উল্লেখ করিয়ো না।

১২৪

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, Coleridge! যদিও ইহা আশ্চর্য্য শুনাইবে তথাপি আমি বরাবর সমাহিত ও শান্ত ছিলাম, তাহার কোনো অন্যথা হয় নাই। এমন কি, সেই ভয়ানক দিনে এবং ভয়ঙ্কর দুঃখের মধ্যেও আমি এমন ধৈর্য্য রক্ষা করিয়াছিলাম, যাহাকে বাহিরের লোকে হয়তো ঔদাসীন্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকিবে; এই ধৈর্য্য নৈরাশ্যজনিত নহে। এরূপ বলা কি আমার পক্ষে নির্ব্বুদ্ধিতা অথবা পাপ হইবে যে, আমার মধ্যে একটি ধর্ম্মতত্ত্বই আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশ্রয় দান করিয়াছিল? আমি বুঝিয়াছিলাম যে, অনুশোচনা করা ছাড়া আমার অন্য কাজ করিবার আছে।

১২৫

সেই প্রথম দিনের সন্ধ্যায় আমার পিসি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন, দেখিয়া মনে হয় যেন মুমূর্ষু; আমার পিতা তাঁহার যে কন্যাটিকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং

যে তাঁহাকে কিছু কম ভালবাসিত না, তাহার দ্বারা আঘাত হেতু কপালে পলেস্তারা দেওয়া ; পাশের ঘরে আমার মা একটি শব মাত্র ; তবুও আমি আশ্চর্য্যরূপে আশ্রয় পাইয়াছিলাম। সেই রাত্রিতে আমি অনিদ্রাবশত চক্ষু বুজি নাই, কিন্তু আতঙ্কশূন্য ও নৈরাশ্যশূন্য হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিলাম। তাহার পর হইতে আর একটি দিনও আমার ঘুমের ব্যাঘাত হয় নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসকলের 'পরে ভর করার অভ্যাস আমার অনেক দিন ছিল না, ইহাই আমাকে খাড়া রাখিয়াছিল।

১২৬

পরিবারের সমস্ত ভার আমার উপরই পড়িয়াছিল, কারণ আমার ভ্রাতা (আমি তাহার প্রতি স্নেহশূন্য হইয়া বলিতেছি না) কোনো কালেই বৃদ্ধ ও দুর্ব্বলের সেবায় উৎসাহী ছিলেন না, বর্ত্তমানে তিনি তাঁহার পায়ের পীড়া লইয়া এই সকল কর্ত্তব্য হইতে দায়মুক্ত হইয়াছিলেন, এবং তখন আমি একাই পড়িয়াছিলাম। ঠিক ইহার পরদিনে, এরূপ ঘটনায় সচরাচর যেমন হইয়া থাকে সেই মতোই, আমাদের ঘরে অন্তত বিশ জন লোক রাত্রি-ভোজনে বসিয়া গিয়াছিল, তাহারা আমাকে তাহাদের সহিত খাইতে বসিতে রাজি করিয়াছিল। তাহারা সকলেই ঘরের মধ্যে আমোদ করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ বা বন্ধুত্ববশত কেহ বা কৌতূহলবশত কেহ বা স্বার্থবশত আসিয়াছিল।

১২৭

আমি উহাদের সঙ্গে যোগ দিতে যাইব, এমন সময় আমার স্মরণ হইল যে, আমার মৃত মাতা—এমন মা যিনি সারাজীবন সন্তানদের কল্যাণ ব্যতীত আর কিছু কামনা করেন নাই, পাশের ঘরে—একেবারে পাশের ঘরটিতে পড়িয়া রহিয়াছেন। ঘৃণা, শোকের উত্তেজনা, অনুতাপের মতো একটা কিছু আমার মনের উপর ছুটিয়া আসিল। হৃদয়াবেগের যন্ত্রণায় আমি যন্ত্রচালিতের মতো পাশের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং তাঁহার শবাধারের পার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া পড়িলাম ও তাঁহাকে এত শীঘ্র ভুলিবার জন্য ঈশ্বরের কাছে ও কখনো কখনো তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিলাম।

১২৮

অল্প কয়েক বৎসরের পূর্ব্বপর্য্যন্ত ডুয়ার প্রদেশের চা-আবাদী জেলাগুলি ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের জন্য অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, এই অখ্যাতি ছিল। শেষে ১৯০৬ সালে য়ুরোপীয় আবাদকারী যুবকদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা অতিরিক্ত বেশি হওয়ায়, ইহার

কারণ-অনুসন্ধান প্রবর্ত্তিত হয়। তাহাতে দেখা যায় যে, এই সকল রোগ প্রতিনিয়ত ঘটিবার মুখ্য কারণ, সাধারণত যথেষ্ট কুইনীন ব্যবহার না করা। দৈনিক অল্পমাত্রায় কুইনীন-ব্যবহার রোগ-প্রতিষেধক বলিয়া উপদিষ্ট ও প্রায় সমগ্র য়ুরোপীয় সমাজ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে এবং তাহার ফল হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে কালাজ্বর ঘটা প্রায় থামিয়া গিয়াছে। যথানিয়মে কুইনীন ব্যবহার করায় অনেক য়ুরোপীয় মহিলা ও শিশু ডুয়ার প্রদেশে থাকিয়াই অপেক্ষাকৃত উত্তম স্বাস্থ্য ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এক্ষণে ডুয়ার প্রদেশকে মোটের উপর একটি স্বাস্থ্যকর জেলা বলা হইয়া থাকে, দশ বৎসর পূর্ব্বে ইহা চিন্তা করাই অসম্ভব হইত।

১২৯

সম্প্রতি ডুয়ার প্রদেশের সমস্ত য়ুরোপীয় সরকারী চিকিৎসকদের নিকটে, তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে কুইনীন ব্যবহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা উপদিষ্ট হইয়াছিল এবং সেই অনুসন্ধানের ফল ১৯১৭ সালের বাঙ্গালার স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, য়ুরোপীয়দের মধ্যে কুইনীনের ব্যবহার শিশু এবং বয়ঃপ্রাপ্ত উভয়েরই মধ্যে মোটের উপর ব্যাপক। এবং একজন চিকিৎসক লিখিতেছেন, "প্রতিষেধক কুইনীন-প্রচলনের পর হইতে ইংলণ্ড হইতে সদ্য-আগত যুবাপুরুষ এবং এই জেলায় জাত য়ুরোপীয় শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি।"

১৩০

উহারা ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রায় ততটা বেশি ভোগে না এবং উহাদের প্লীহাবৃদ্ধি রোগ দৈবাৎ দেখা যায়। কালাজ্বর-রোগের সংখ্যার হ্রাস সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে; এবং যত দূর স্মরণ হয়, গত নয় বৎসরে য়ুরোপীয় অধিবাসিগণের মধ্যে আমি চারিটিমাত্র কালাজ্বরের রোগী পাইয়াছিলাম; উহাদের মধ্যে দুটির রোগ নিতান্তই সামান্য এবং যে একজন রোগীর অবস্থা খুব খারাপ ছিল, সে আমার কাছে স্বীকার করিয়াছিল যে, আমার উপদেশ-অনুযায়ী কুইনীন সে ব্যবহার করিত না। যখন হইতে কুইনীন ব্যবহার ব্যাপক হইয়াছে তখন হইতে স্বাস্থ্যের সাধারণ উন্নতি-সম্বন্ধে বোধ হয় সর্ব্বসাধারণের মতের ঐক্য ঘটিয়াছে।

১৩১

আমার উপস্থিতিকাল ঘটনাক্রমে হাটবারের পূর্ব্বদিনের সন্ধ্যায় পড়িয়াছিল এবং চারিদিকের প্রতিবেশ হইতে গ্রামবাসীরা তাহাদের পণ্য দ্রব্য লইয়া ভীড় করিতেছিল। যখন দলের পর দল তাহাদের বহুবিধ এবং উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত পোষাক পরিয়া এই ক্ষেত্রে আসিয়া পৌছিল এবং তাহাদের কৃষ্ণবর্ণ অশ্বলোম-নির্ম্মিত পটমণ্ডপ সন্নিবেশিত করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহার চেয়ে অধিক বিচিত্র ও চিত্রবৎদৃশ্য কল্পনা করা অসম্ভব হইল। দিবালোক ক্ষীণ হইলে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার আরম্ভ হইল, তখন দৃশ্যটি আরো চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিল।

১৩২

অগ্নিসকল প্রজ্জ্বলিত হইলে, শিখাগুলি উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতে লাগিল; এবং অশ্বসহ চতুর্দ্দিকে বিহরণকারী মূরদিগের শ্যামমূর্ত্তির উপরে, একটিমাত্র কেশগুচ্ছধারী রিফিয়ানদের উপরে এবং তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী লম্বা ও সরল তলোয়ারের উপরে ঐ শিখাগুলি বিবর্ণ পাণ্ডুর প্রতিচ্ছায়া নিক্ষেপ করিল। দূরে স্থলান্তর্দ্দেশে আমি দীর্ঘ এক সার উটের দল আভাসে জানিলাম মাত্র; উহারা দেখিতে দূরে দিগন্তে কলঙ্করেখার ন্যায়; তাহারা পর্ব্বতের আঁকা-বাঁকা পথ বাহিয়া হাটের অভিমুখে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে। যখন জনতার লোকেরা বিশ্রাম করিতে আসিল এবং তাম্বু গাড়িতে লাগিল, তখন মানবশিশু, ঘোড়া, গাধা, উট এবং মুরগীতে মিলিয়া রাত্রের মতো একত্র ঘেঁষাঘেঁষি হইয়া থাকার সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

১৩৩

তখন স্ত্রীলোকেরা তাহাদের সন্ধ্যার খাদ্য প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল, ও ততক্ষণ তাহাদের পাগড়ি-পরা স্বামীরা ব্যস্তভাবে তাহাদের পণ্যদ্রব্য-উদ্ঘাটনে অথবা তাহাদের জন্তুদলের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইল। এই বহুবিচিত্র ব্যস্ততাপূর্ণ দৃশ্যের মধ্যে আমাদের পক্ষে এতই নূতন ও চিত্তাকর্ষক জিনিষ ছিল যে, এখানে আমরা দীর্ঘকাল বিলম্ব করিতে পারিতাম। কিন্তু অনিচ্ছাসহকারেই এখান হইতে আমরা ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। যখন বিশেষ সময়ে প্রতি রাত্রে সন্ধ্যা-উপাসনার জন্য শ্বেত পতাকা উন্নমিত করা হয়, সেই সময়ে ধর্ম্ম-বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী যে হউক্ যদি সহরের মধ্যে না থাকে, তবে তাহাকে সে রাত্রের মতো বাহিরে নির্ম্মমভাবে অবরুদ্ধ রাখা হয়। অতএব যাহাতে যথাসময়ে আমরা Cazyold গেটের ভিতর দিয়া

ঢুকিয়া এইরূপ একটা বিশ্রী উভয়-সঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে পারি, সেই জন্য যথাসম্ভব সত্বর ফিরিয়া গেলাম।

১৩৪

পরদিন সূর্য্যালোকের প্রথম রশ্মিগুলি সেই বিচিত্র জনতাকে দিবসের কর্ম্মব্যাপারে জাগাইয়া তুলিল। সাম্রাজ্যের সকল বিভাগ হইতে সেখানে লোক-সমাগম হইয়াছিল—অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে কৃষ্ণকায়গণ, প্রত্যন্তদেশ হইতে রিফিয়ানেরা, মরুদেশ হইতে আরবেরা, সহরের ইহুদিরা এবং দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন-জাতীয় বহুসংখ্যক Berber। সম্প্রদায়ের অপূর্ব্ব সম্মিলনীর প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার পণ্যগুলিকে সর্ব্বোচ্চ সুবিধার হারে বিক্রয় করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ব্যস্তভাবে ব্যবসায় চালাইতেছিল। এই উদ্যমপূর্ণ পণ্যবিনিময়ের দৃশ্য হইতে কেবল একদিকে যেমনি ফিরিয়া দাঁড়ানো অমনি, পাথর ছুঁড়িয়া মারিলেই পৌঁছায় এতটা দূরের মধ্যে, আমি মূরীয় কবরস্থান দেখিতে পাইলাম।

১৩৫

স্থানটি বিষাদপূর্ণ উজাড় চেহারার। আমাদেরই সমাধিভূমির মতো এখানে ছোটো ছোটো মৃত্তিকা-স্তূপের দ্বারা মৃতদিগের শেষ আবাস নির্দ্দিষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত ধনীদের কবর অনুচ্চ শ্বেতবর্ণ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। যেখানে কোনো খৃষ্টানের প্রবেশের অনুমতি নাই এবং যাহা জীবিত কালে বহুসংখ্যক মুসলমান তীর্থযাত্রীর আশ্রয়, সেই পবিত্র মক্কা নগরীর দিকে মাথা রাখিয়া মৃতদিগকে সমাহিত করা হয়। যাহা হউক পরবর্ত্তী দিনে, শুক্রবারে, মূরদিগের বিশ্রামবাসরে এই স্থানটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতি প্রকাশ করিল। স্ত্রীলোকদের জনতা দ্বারা উহা অধিকৃত হইল; সকলেই সাদা পোষাকপরা এবং এই স্থানের গুণে তাহাদিগকে ভূতের মতো দেখাইতে লাগিল, অন্তত ইংলণ্ডে ভূতের চেহারা আমরা এমনই মনে করিয়া থাকি।

১৩৬

বিচ্ছেদশোকে কেহ কেহ তাহাদের বক্ষে আঘাত করিতেছে, এবং যন্ত্রণার কর্ণভেদী স্বরে মৃতদিগকে আহ্বান করিতেছে। সেই সময়ে, যে সকল সমাধি স্পষ্টতই অনধিক কাল পূর্ব্বেই মৃতদিগকে আবৃত করিয়াছে, তাহাদের কাছে কেহ কেহ লুটাইতে লাগিল। অপর কেহ মৃত স্বামীর কবর সজ্জিত করিবার জন্য তাজা ফুল লইয়া আসিল, এবং যেখানে তাহার হৃদয় নিহিত রহিয়াছে, সেই বিষাদপূর্ণ স্থানে দীর্ঘক্ষণ

থাকিয়া তাহার স্বামীকে (উদ্দেশ করিয়া) বলিল, জীবন এক্ষণে তাহার পক্ষে ভার-স্বরূপ, সংসার আপন ভোগের দ্বারা আর তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না এবং তাহার উৎকণ্ঠিততম কামনা ও প্রার্থনা এই যে, সে যেন শীঘ্র কবর পার হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার অনুমতি লাভ করে।

১৩৭

এই বিলাপসকলের মধ্যে প্রিয় মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া নিতান্ত অদ্ভুত ও হাস্যকর যে সকল উক্তি আমি শুনিলাম, তাহাতে মৃতসম্বন্ধে এই নিঃসংশয় বিশ্বাসের প্রভাব প্রকাশ পাইতেছে যে, যে নগর ও সমাজ ত্যাগ করিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে এখনো তিনি প্রবল ঔৎসুক্য অনুভব করিয়া থাকেন। একজন স্ত্রীলোক একটি গোরের নিকটে একান্ত গম্ভীর-মুখে বসিয়া গত সপ্তাহের ট্যাঞ্জিয়ারের যত কিছু গালগল্প, যত কিছু নিন্দা-অপবাদ, যাহা সেইখানে মুখে-মুখে রটিতেছিল এবং যত কিছু গার্হস্থ্য বিবরণ, যত কলহ ও তাহার মিটমাটের কথা, সমস্তই মৃতব্যক্তিকে জানাইতেছিল। একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মিছিল অকস্মাৎ একটি অমসৃণ কাষ্ঠাধারে চারিজন বাহকের স্কন্ধে বাহিত একটি মৃতদেহ লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

১৩৮

যাহারা অন্ত্যেষ্টি-সৎকারের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়, তাহারা কবরস্থানে যাইবার পথে কোরাণ হইতে শ্লোক গান করে। এবং তাহারা সমাধিভূমিতে আসিলে একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা উচ্চারণ করা হয়। তাহার পরে মৃতদেহকে বিনা শবাধারেই গোরের মধ্যে রাখা হয়; অল্প পরিমাণে এক পাশে কাৎ করিয়া শোয়ানো হয়, যাহাতে মুখ মক্কার দিকে ফিরিয়া থাকে। দেহের উপর অল্প মাটি ফেলা হয় এবং জনতা মৃতব্যক্তির বাড়িতে ফিরিয়া যায়। অনুষ্ঠানের সময় পরিবারের স্ত্রীলোকেরা একত্র হয় এবং বিনা ব্যাঘাতে নিতান্ত অমানুষিক চীৎকার ও বীভৎস উচ্চধ্বনি করিতে থাকে। বস্তুত মৃত্যুর পর হইতেই বরাবর তাহারা এইরূপ কাণ্ড করিয়া আসিতেছে। অন্যূন আটটি দীর্ঘ দিন ধরিয়া তাহারা অধ্যবসায়সহকারে এই ক্লান্তিকর কণ্ঠচালনা করিয়া থাকে।

১৩৯

ভাষা মনুষ্যজাতির কেবলমাত্র মহৎ মিলনসাধক নহে, ইহা পরম বিভাগকারীও বটে। যথা, ব্রহ্মদেশে এক জাতি এবং অন্য জাতির মধ্যে তাহাদের নিজদেশীয় পর্ব্বত-শ্রেণী, নিবিড় বন, বেগবতী নদী কিংবা বিশাল সমুদ্র অপেক্ষা ভাষাই প্রায় অধিকতর

অলঙ্ঘ্য ব্যবধান। ধর্ম্ম এবং জাতিগত প্রথার বাধা অপেক্ষা এই ব্যবধান ভাঙিয়া ফেলা অধিকতর কঠিন। শান-মালভূমিতে কখনও বা একই গ্রামে, একই ধর্ম্ম ও প্রায় একই রূপ প্রথা লইয়া যে জাতিসকল পাশাপাশি বাস করিতেছে, একজন দো-ভাষীর সাহায্য ভিন্ন তাহাদের মধ্যে কোনও বলা-কহা চলিতে পারে না। নিকোবর-বর্গের নানা দ্বীপে যে সকল জাতি-সম্প্রদায় বাস করে, যদিও তাহারা একই মূল বংশের তথাপি তাহাদের আন্তর্দ্বৈপিক পণ্যবিনিময়-প্রথা হিন্দুস্থানী অথবা ইংরেজীর মধ্যস্থতায় সম্পাদিত হয়। যে সকল আণ্ডামানী জাতিসম্প্রদায় একই দ্বীপে বাস করে, তাহারা সঙ্কেতের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালায়। যে Chin জাতিগুলি একটিমাত্র পর্ব্বতমালার দ্বারা বিভক্ত অথবা একই উপত্যকার ভিন্ন অংশে পরস্পরের দৃষ্টিগোচরেই বাস করে, তাহাদের মধ্যে ভাষার অনুত্তরণীয় বিচ্ছেদ বর্ত্তমান।

১৪০

যে স্তন্যপায়ী জীব বিশেষ কোনও জৈব-ক্রিয়ার যন্ত্র হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সেই প্রাণী সাধারণত বাঁচিতে পারে না। সে তাহার কোনও অঙ্গ হারাইলে তাহা তাহার পক্ষে সঙ্কটজনক হইয়া উঠে। তাহার পাকস্থলী অপসারিত হইলে দ্রুত তাহার সাংঘাতিক ফল ঘটিতে পারে। ইহাই বিস্ময়ের বিষয় যে, যে সকল ক্ষতি অনেক সময়ে সামান্য বলিয়া বোধ হয়, স্তন্যপায়ী জীবের পক্ষে তাহাই প্রাণহানিকর হইতে পারে। অঙ্গচ্ছেদ-সম্বন্ধে মৎস্যও অল্প ঘাতকাতর নহে। কিন্তু কীট এই নিয়মের সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম, এবং ইহাই জীবনের প্রতি কীটের আকৃষ্টিপরতা সপ্রমাণ করে। যে সব হানির দ্বারা উন্নততর শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে প্রায় অচিরাৎ মৃত্যু ঘটাইতে পারে, অনেক জাতীয় কীট সেই সব হানি অতিক্রম করিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ।

১৪১

একটি পতঙ্গের জীবনীশক্তি দেখিয়া Doctor Miller-এর মনোযোগ এই বিষয়ে প্রথম বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। Doctor Miller স্বয়ং বলিয়াছেন—"আলোচ্য পতঙ্গটিকে ধরিয়া যথাবিহিতরূপে ক্লোরোফর্ম্ করিয়া আমার একজন সহকারী আমার নিকটে আনিয়াছিলেন। মৃত্যুকে দ্বিগুণতর সুনিশ্চিত করিবার জন্য তাহার বুকের (thorax) ভিতর দিয়া আমি একটি জলন্ত ছুঁচ প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলাম। চারিদিন পরে একদিন সন্ধ্যাকালে আমি তাহার প্রতি পুনরায় দৃষ্টিপাত করিলাম। তাহাকে আড়ষ্ট এবং মৃত বলিয়া বোধ হইল এবং ভাবিলাম, শীঘ্রই এটি

আলমারীতে তুলিবার যোগ্য হইবে। পরদিন প্রাতে যখন দেখিলাম, সে অনেক ডজন ডিম রাত্রির মধ্যে পাড়িয়া রাখিয়াছে, তখন আমার কিরূপ বিস্ময় হইয়াছিল, কল্পনা করিয়া দেখো।

১৪২

প্রায় সেই সময়েই উহারই নিকট-শ্রেণীয় আর একটি পতঙ্গ-সম্বন্ধে অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। নমুনার জন্য রক্ষিত পতঙ্গটি একেবারে মরিয়া গিয়াছে বোধ হওয়াতে একটা তক্তায় আমি তাহাকে আলপিন্ দিয়া বিঁধিয়া শুকাইবার জন্য সরাইয়া রাখিলাম। কয়েক রাত্রি পরে একদিন টেবিলের উপর প্রবল পাখা-নাড়ার শব্দে জাগিয়া উঠিলাম এবং অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে, পতঙ্গটি পুনরায় তাজা হইয়া উঠিয়াছে; ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া আলপিন্‌টা তক্তা হইতে আল্‌গা করিয়াছে এবং ধড়ফড় করিতে গিয়া পাখা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

১৪৩

Bathsheva-র পুত্র Solomon যখন রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল বিশ বৎসর। শান্তিপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে তাঁহার সিংহাসনারোহণের সময়টা অনুকূল ছিল। বেবিলন, এসিরিয়া, মিশর দুর্ব্বল ছিল, চতুর্দ্দিকের জাতিসকল David-এর দ্বারা বশীভূত হইয়াছিল, এবং Solomon-এর আধিপত্যে বিরোধী হইতে পারে, এমন কোনও শক্তি যথেষ্ট প্রবল ছিল না। অতএব তাঁহার পিতা যে মহাসমৃদ্ধ দায়াধিকার রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই উপভোগ করিতে, রাজধানীর বিস্তার ও শোভা সম্পাদন করিতে, তাঁহার পিতা যে বৃহৎ কীর্ত্তির উপরে তাঁহার হৃদয়কে নিয়োগ করিয়াছিলেন—সেই মন্দির-রচনা সম্পাদন করিতে, তাঁহার অবসর ছিল। এই কার্য্যে তিনি টায়ারের রাজা Hiram-এর কাছ হইতে দুর্ল্লভ সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। David-এর প্রতি এই যুবকের অসীম শ্রদ্ধা ছিল।

১৪৪

হিব্রুরা সাদাসিধে কৃষিজীবী লোক ছিল, তাহাদের শিল্পনৈপুণ্য অল্পই ছিল, পরন্তু Hiram-এর ফিনিসীয় প্রজাদের মধ্যে সুশিক্ষিত কারিগর ছিল। তন্মধ্যে যাহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহাদিগকে Solomon-এর হস্তে স্বেচ্ছায় সমর্পণ করা হইয়াছিল। মন্দির নির্ম্মাণ করিতে সাত বৎসর লাগিল; প্রত্যেক খুঁটিনাটি কার্য্য নিখুঁত হইল—ব্যয়বিষয়ে কোনোই কার্পণ্য করা হয় নাই। কার্য্যশেষে দুই সপ্তাহ-ব্যাপী মহোৎসব

পুণ্য-বিধিপূর্ব্বক সমাধা করিয়া মন্দির উৎসর্গ করা হইল; এবং ইহাতে দেশের নানা অংশ হইতে বিপুল জনস্রোত আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই সময় হইতে জেরুজিলাম ইহুদীরাজ্যের ধর্ম্ম-কেন্দ্র হইয়া উঠিল, এবং ক্রমে এই মন্দির এমন একটি স্থান হইল যে, প্রত্যেক খাঁটি ইহুদী উৎসুক দৃষ্টিসহকারে তাহার দিকে তাকাইত।

১৪৫

মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে Solomon-এর নির্ম্মাণ-উদ্যোগ শেষ হইল না। জেরুজিলাম দুর্গবদ্ধ হইল; মহাশোভন রাজবাটী-সমূহ নির্ম্মিত হইল; যে নগরে মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো উৎসব-উপলক্ষ্যে দর্শকগণের ভিড় হয়, তাহার জন্য জল-সরবরাহের কারখানা ও জল-নিকাশের পথের যে নিতান্ত প্রয়োজন একথা Solomon বিস্মৃত হন নাই। প্রথম বয়সে শাসন-কার্য্যে নিবিড়ভাবে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, এবং দেশটিও সুব্যবস্থিত ছিল। তথাপি তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও সমস্ত প্রাজ্ঞতা সত্ত্বেও Solomon-এর জীবন অসুখী ছিল। যে সকল প্রলোভন রাজাকে ঘিরিয়া থাকে, তিনি অসহায়ভাবে তাহার কবলগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্তঃপুর অভূতপূর্ব্ব পরিমাণে বৃহৎ ছিল; তাঁহার পত্নীদের মধ্যে অনেকেই প্রতিমাপূজক হওয়ায় তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট হইতে তাঁহার হৃদয় অপহরণ করিয়া লইলেন। তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধর্ম্মকর্ম্মে শিথিল হইতে লাগিলেন—রাজ্যমধ্যে অবাধে প্রতিমাপূজায় অনুমোদন করিলেন। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে তাঁহার প্রতি জনাদর হ্রাস পাইয়াছিল।

১৪৬

David যে ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন, যত দিন তাহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিল, তত দিন সব ভালোই চলিল, কিন্তু তাহাও যখন নিঃশেষ হইল এবং তাঁহার অতি-সজ্জিত প্রাসাদগুলির ও অসংখ্য ভৃত্যবর্গের সংরক্ষণের জন্য যখন অর্থসংগ্রহ করার প্রয়োজন হইল—তখন রাজকর পীড়াদায়ক ও প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। অবশেষে প্রায় ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া পঞ্চাশের কিছু বেশি বয়সে তিনি মারা গেলেন। Solomon অনেক বিস্ময়কর সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত সাম্রাজ্য, মহাখ্যাতি, এবং অগণিত ধনের উত্তরাধিকারী ছিলেন। পরন্তু প্রথমত তিনি ভালোই চলিয়াছিলেন, কিন্তু সমৃদ্ধির আনুষঙ্গিক প্রলোভনসমূহ তাঁহাকে অভিভূত করিল, এবং শেষের বৎসরগুলি তিনি ইন্দ্রিয়সম্ভোগে কাটাইয়াছিলেন। তিনি যখন অকালে

জীর্ণ হইয়া মারা যান, তখন তিনি শূন্য রাজকোষ, বিদ্রোহী প্রজা এবং এমন একটি সাম্রাজ্য রাখিয়া গেলেন, যাহা লেশমাত্র স্পর্শে খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িতে প্রস্তুত।

১৪৭

বরাকর পুলিস-ষ্টেশনের কয়েক মাইল দক্ষিণে বরাকর নদীর সহিত ইহার মিলনস্থানে, দামোদর নদ প্রথমে বর্দ্ধমান জিলায় প্রবেশ করে। অতঃপর ইহা রাণীগঞ্জ ও অণ্ডাল অতিক্রম করিয়া বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জিলার মধ্যবর্ত্তী ৪৫ মাইল-ব্যাপী সীমা রচনাপূর্ব্বক দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হয় এবং খণ্ডঘোষের কাছে বর্দ্ধমান জিলায় প্রবেশ করে। এখানে নদী উত্তর-পূর্ব্ব দিকে হঠাৎ বাঁক লয় এবং বর্দ্ধমান সহরের কাছ ঘেঁষিয়া যাওয়ার পর সোজা দক্ষিণে মোড় ফিরিয়া অবশেষে মোহনপুর গ্রামের নিকটে এই জিলা পরিত্যাগ করে। ইহা অতঃপর শাপুর ও হবিবপুর গ্রামের মধ্যস্থলে উত্তর দিক হইতে হুগলী জিলায় প্রবেশ করে এবং একবার পূর্ব্বে একবার পশ্চিমে বাঁকিতে বাঁকিতে আরামবাগ মহকুমাকে জিলার অবশিষ্টাংশ হইতে পৃথক্ করিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়।

১৪৮

রাজবলহাটের উপর দিক হইতে ৮ মাইল দূর পর্য্যন্ত ইহা হাওড়া এবং হুগলী জিলার মধ্যবর্ত্তী সীমারচনা করে। সীমান্তের ৮ মাইল ধরিয়া লইলে হুগলী জিলায় এই নদীর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২৮ মাইল। তারপর ইহা ওক্‌না গ্রামের ধার দিয়া হাওড়া জিলায় প্রবেশ করে এবং পরে দক্ষিণে আম্‌তার দিকে প্রবাহিত হয়, আরও ভাটিতে অগ্রসর হইয়া ইহা দক্ষিণ তীরে গাইমাটা খাড়ির সহিত মিলিত হয়। আম্‌তা পশ্চাতে ফেলিয়া ইহা বাগনানের অভিমুখে আঁকাবাঁকা দক্ষিণগামী পথ লয় এবং অতঃপর ইহা দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া ফল্‌তার ঠোঁটার অপর ধারে হুগলী নদীতে পড়িয়াছে। হাওড়া জিলার মধ্যগত এবং তাহার সীমাসংলগ্ন ইহার দৈর্ঘ্য মোট ৪৫ মাইল।

১৪৯

আগে আমার ঘরগুলি ঠিকঠাক করা হউক, তার পরে তোমার সঙ্গে দেখা হইলে আমি সুখী হইব। ইহা আমার সত্য মনের কথা, অতএব এমন সন্দেহ করিও না যে তোমাকে এড়াইবার জন্য বলিতেছি' এই যে আমি ঘর সাজাইতেছি, আমার নিজের জন্য ততটা নয় যতটা তোমার জন্য, মার্চে ভারতের দিকে পাড়ি দিব বলিয়া

যে আশা করিতেছি, তাহাতে যদি বিশেষ প্রতিবন্ধক কিছু না ঘটে, তবে তৎপূর্ব্বেই তোমাকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করিব। আমার ইচ্ছা এই যে, আমার সমুদ্রযাত্রার পক্ষে কী কী দ্রব্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন, তাহা তুমি Major Watson-এর নিকট খোঁজ করিয়া রাখো। আমি সহজেই Government-এর নিকট হইতে রাজদূত, Consul ইত্যাদি এবং কলিকাতা ও মাদ্রাজের শাসনকর্ত্তাদিগেরও নিকট পত্র পাইতে পারি।

১৫০

আমার প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত আমার সম্পত্তি ও উইল ট্রাষ্টিদের হাতে অর্পণ করিব এবং তোমাকেও আমি তাহার মধ্যে একজন নিয়োগ করিতে মনস্থ করিয়াছি। H—এর কাছ হইতে কোনো খবর পাই নাই; যখন পাইব, তখন তোমাকে সব বিস্তারিত খবর দিব। এ কথা তোমাকে মানিতে হইবে যে, মোটের উপর আমার মতলবটা মন্দ নয়। এখন যদি আমি ভ্রমণ না করি, তবে আর কখনও করা ঘটিবে না, ইহা সকল মানুষেরই কোনও না কোনও দিন করা উচিত। গৃহে আটকাইয়া রাখিবার মতো কোনও সম্বন্ধ বর্ত্তমানে আমার নাই, না আছে স্ত্রী, না এমন কোনো ভাইবোন —যাহারা নিঃসম্বল। আমি তোমার যত্ন লইব এবং প্রত্যাবর্ত্তনের পর সম্ভবত আমি একজন রাষ্ট্রনীতিক হইতে পারিব। নিজের দেশ ছাড়া অন্যান্য দেশ-সম্বন্ধে কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা আমাকে উক্ত কাজের জন্য অযোগ্য করিবে না। কেবল স্বজাতি ছাড়া অন্য কোনো জাতিকে যদি না দেখি, তবে মানবজাতি সম্বন্ধে যথেষ্ট সুবিচার করিতে পারিব না। পুস্তকের দ্বারা নহে অভিজ্ঞতার দ্বারাই তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করা কর্ত্তব্য।

১৫১

আমরা আমাদের দোলা-বিছানায় চড়িলাম, মেক্সিকীয় লোকগণ তাহাদের অশ্বতরের জিনের উপর মাথা দিয়া মাটিতেই সটান্ শুইয়া পড়িল এবং শীঘ্রই প্রভু ও ভৃত্য সকলেই ঘুমাইয়া পড়িল। মধ্যরাত্রির কাছাকাছি কোনো সময়ে, চারিদিকের বায়ুমণ্ডল হইতে একটা চাপের ভাব অনুভব করায় আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। বায়ুকে আর বায়ু বলিয়া বোধ হইতেছিল না, উহা যেন কোনো বিষময় উচ্ছ্বাস, হঠাৎ উঠিয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। আমরা যে গিরিসঙ্কটের মধ্যে শয়ন করিয়াছিলাম, তাহার পশ্চাদ্ভাগ হইতে কৃষ্ণবর্ণ পূতিবিষাক্ত কুয়াশার ঢেউ গড়াইয়া আসিয়া, তাহাদের অনিষ্টকর প্রভাবে আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া ধরিতেছিল। ইহা স্বয়ং জ্বর, কুয়াশা-রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে।

১৫২

আমি যখন নিশ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছি, ঠিক সেই সময়েই একটা মেঘের মতো পদার্থ যেন আসিয়া আমার উপরে স্থির হইয়া বসিল, এবং আমার হস্ত, মুখ, কণ্ঠ প্রভৃতি দেহের যে কয়টি অংশ তিন পাক বস্ত্রের দ্বারা রক্ষিত না ছিল, সেই সকল অঙ্গে অগ্নিময় সূচীর ন্যায় সহস্র হুল বিদ্ধ করিতে লাগিল। আমি তৎক্ষণাৎ নিজের দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিয়া তাহা মুষ্টিবদ্ধ করিলাম, ও এইরূপ উপায়ে শত শত প্রকাণ্ড মশা ধরিয়া ফেলিলাম। আকাশ তখন ঐ কীটগুলির নিবিড় ঝাঁকে পরিপূর্ণ হইল, এবং বারংবার তাহাদের বিষাক্ত দংশনের যন্ত্রণাও অবর্ণনীয় হইয়া উঠিল।

১৫৩

আমার নিকট হইতে প্রায় দশ গজ দূরে Rowley-র দোলা-বিছানা টাঙানো, শীঘ্রই সে মুখর হইয়া উঠিল; আমি শুনিতে পাইলাম যে সে লাথি ছুঁড়িতেছে ও কটূক্তি করিতেছে, এতই সতেজে ও সবলে যে অন্য কোনো অবস্থায় হইলে হাস্যকর হইত, কিন্তু অবস্থা ঠিক সেই সময়টাতে হাস্যের পক্ষে কিছু অতিরিক্ত গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল। মশক-দংশনের যন্ত্রণা, এবং আমাদের চারিদিকে প্রতিমুহূর্ত্তেই ঘনায়মান ঐ বিষাক্ত বাষ্পের ফলে আমি ইতিমধ্যেই প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে উত্তাপে তপ্ত ও শীতে কম্পিত হইতেছিলাম, আমার জিহ্বা শুষ্ক এবং মস্তিষ্ক যেন অগ্নিদগ্ধ হইতেছিল।

১৫৪

সেই ক্ষণে আমাদের কয়েক পাদ দূরেই যন্ত্রণাকাতর ও চরম বিপদাপন্ন স্ত্রীলোকের আর্ত্ত চীৎকারের ন্যায় একটা চীৎকার শোনা গেল। আমি আমার দোলা-বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়িলাম, এবং তৎক্ষণাৎ চীৎকার স্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে আমার পার্শ্ব দিয়া দুইটি শ্বেতবসনা ও কমনীয়া নারীমূর্ত্তি তীরের ন্যায় ছুটিয়া চলিয়া গেল। পলাতকাদের একেবারে পশ্চাতেই প্রকাণ্ড দীর্ঘ পদক্ষেপে ও লাফ দিতে দিতে তিন চারিটি কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ আসিয়া পড়িল, তাহারা পার্থিব কোনো বস্তুরই সদৃশ নয়। তাহাদের শরীরের গঠন নিশ্চিতই মনুষ্যের ন্যায়, কিন্তু তাহাদের চেহারা এমন কুশ্রী ও ভয়াবহ, এমন অস্বাভাবিক এবং প্রেততুল্য যে,

ঐ আলোকহীন গিরিসঙ্কটে এবং আমাদের চতুর্দ্দিকব্যাপী অন্ধকারে উহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িলে প্রবলতম সাহসিক ব্যক্তিও বিচলিত হইতে পারিত।

১৫৫

ঐ অদ্ভুত বস্তুগুলির আবির্ভাবে—আমি ও Rowley, মুহূর্ত্তকাল বিস্ময়ে গতি-শক্তিহীন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, কিন্তু আর একটি কর্ণভেদী আর্ত্তনাদ আমাদের সতর্ক মন ফিরাইয়া আনিল। ঐ স্ত্রীলোক দুইটির মধ্যে একজন হয় উঁচট খাইয়াছিল, নয়, ক্লান্তিবশত পড়িয়া গিয়াছিল, এবং শ্বেতবর্ণ স্তূপের ন্যায় ভূমিতলে শয়ান ছিল। আর একজনের দেহাবরণ-বস্ত্র ঐ প্রেতমূর্ত্তিদের মধ্যে একজনের করায়ত্ত হইয়াছে, এমন সময় Rowley আশঙ্কার আর্ত্তরবে সম্মুখে ধাবিত হইল এবং আপনার ছুরির দ্বারা ঐ ভীষণ জীবটিকে এক প্রচণ্ড আঘাত করিল। কিরূপে ঘটিল তাহা প্রায় না জানিয়াই আমিও সেই সময়েই ঐরূপ আর একটি প্রাণীর সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঐ যুদ্ধ সমকক্ষের যুদ্ধ ছিল না।

১৫৬

আমরা বৃথাই আমাদের ছুরিকা দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলাম, আমাদের প্রতিপক্ষগণ এমন কঠিন লোমাবৃত চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছন্ন ও রক্ষিত ছিল যে, আমাদের ছুরিকাগুলি তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্মাগ্র হইলেও তাহাদের চর্ম্মভেদ করিতে অত্যন্ত বাধা পাইতেছিল, এবং অপর পক্ষে আমরা দীর্ঘ পেশীবহুল ও ঈগল পক্ষীর নখরের ন্যায় দৃঢ় ও তীক্ষ্ণ নখরশালী অঙ্গুলিযুক্ত বাহু দ্বারা ধৃত হইলাম। ঐ প্রাণী যখন আমাকে ধরিয়া আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া ভল্লুকের ন্যায় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল, তখন তাহার ঐ ভীষণ নখরের আঘাত আমি আমার স্কন্ধে অনুভব করিলাম, তাহার অর্দ্ধমানুষ ও অর্দ্ধপাশব মুখ তখন দন্তবিকাশপূর্ব্বক আমাকে লক্ষ্য করিয়া গর্জ্জন করিতেছিল এবং আমার মুখের ছয় ইঞ্চির মধ্যে তাহার তীক্ষ্ণ ও বিশাল শ্বেত দন্ত সকল ঘর্ষণ করিতেছিল।

১৫৭

"স্বর্গাধিরাজ ভগবান, এ যে ভয়ানক, রাউলি আমাকে সাহায্য করো।" কিন্তু Rowley আপনার দানবিক বলসত্ত্বেও তাহার ভীষণ প্রতিপক্ষদের বাহুবন্ধনে শিশুর ন্যায় শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। সে আমার কয়েক পা দূরেই তাহাদের দুই জনের সহিত যুঝিতেছিল এবং হস্ত হইতে পতিত অথবা বলপূর্ব্বক গৃহীত ছুরিকাটি পুনর্ব্বার

অধিকার করিবার জন্য অতিমানুষিক চেষ্টা করিতেছিল। নৈরাশ্যের প্রবল বলে তাড়িত একটি ছুরিকাঘাত আমার শত্রুর পার্শ্বদেশ ভেদ করিল। ক্রোধ ও যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক কর্ণবধিরকর চীৎকার করিয়া ঐ বিকট প্রাণী তাহার বীভৎস দেহের সহিত আমাকে আরও সবলে চাপিয়া ধরিল, তাহার তীক্ষ্ণ নখর আরও গভীরভাবে আমার পৃষ্ঠে বিদ্ধ করিয়া যেন মাংস ছিঁড়িয়া তুলিতে লাগিল, সে যন্ত্রণা অসহনীয়, আমার সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল।

১৫৮

ঠিক সেই সময় দুম্, দুম্, বন্দুকের শব্দ। দুই, চার, বারোটা বন্দুক ও পিস্তলের শব্দ, তাহার পরেই সমস্বরে সে কী চীৎকার, গর্জ্জন ও অপার্থিব হাস্য! আমাকে যে জন্তুটা ধরিয়াছিল, সে যেন কিঞ্চিৎ চকিত হইয়া, তাহার বাহুবেষ্টন ঈষৎ শিথিল করিল। সেই মুহূর্ত্তে আমার সম্মুখে কে একখানা কৃষ্ণবর্ণ হস্ত চালাইয়া দিল, চক্ষু অন্ধকার করিয়া একটা অগ্নিশিখা স্ফুরিত হইয়া উঠিল এবং একটা তীব্র চীৎকার শোনা গেল এবং আমি আমার শত্রুর আলিঙ্গনমুক্ত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম। আমার আর কিছুই স্মরণ নাই। যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিলাম, পুষ্পপল্লবময় একটি নিকুঞ্জের মতো জায়গায় কতকগুলি কম্বলের উপর আমি শয়ান। তখন স্পষ্ট দিন হইয়াছে, সূর্য্য তখন উজ্জ্বলরূপে দীপ্যমান, পুষ্পসকল সুগন্ধ দান করিতেছে এবং বিচিত্রবর্ণ-পক্ষযুক্ত গুঞ্জৎ পক্ষীরা, প্রাণবান্ সকোণ কাচখণ্ডের ন্যায় সূর্য্যালোকে ইতস্তত তীরবেগে ধাবিত হইতেছে।

১৫৯

আমার শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান এবং আমার অপরিচিত একজন মেক্সিকীয় ইণ্ডিয়ান আমার দিকে কোনো তরল পদার্থে পূর্ণ একটি নারিকেলের মালা অগ্রসর করিয়া ধরিল; সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করিয়া তন্মধ্যস্থ পদার্থ পান করিয়া ফেলিলাম। ঐ পানীয়টি আমাকে অনেক পরিমাণে সজীব করিয়া তুলিল, এবং কনুইয়ে ভর দিয়া অতি-কষ্টে উঠিয়া আমি চারিদিকে চাহিলাম এবং এমন একটি ব্যস্ততা ও সজীবতাপূর্ণ দৃশ্য দেখিলাম, যাহা আমার নিকটে সম্পূর্ণরূপে অবোধগম্য। যে মেক্সিকীয় ব্যক্তিটি তখনও আমার শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল, তাহাকে এই সকলের অর্থ কী জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমি আমার স্পেনীয় ভাষাজ্ঞান মনে মনে গুছাইয়া লইলাম।

১৬০

এমন সময় ঐ শিবিরের মধ্যে একটা প্রবল ব্যস্ততা অনুভব করিলাম এবং দেখিলাম, দীর্ঘ-পর্ণী জাতীয় উদ্ভিদের ঝোপের ভিতর হইতে সবে মাত্র একদল লোক বাহির হইয়া আসিয়াছে—উহাদের মধ্যে আমাদের ভৃত্যবর্গকে চিনিতে পারিলাম। ঐ নবাগতগণ কোনো বস্তুর চতুর্দ্দিকে দলবদ্ধ হইয়া তাহাকে ভূমির উপর দিয়া আকর্ষণ করিয়া আনিতেছিল। আমার অনুচর উল্লসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"উহারা একটি জাম্বো বধ করিয়াছে!" আমি ও Rowley যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলাম, ঐ দলটি লাফাইতে লাফাইতে ও হাসিতে হাসিতে তাহারি নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিল, "একটা জাম্বো, একটা জাম্বো, হত হইয়াছে!"

১৬১

ঐ দলটি একটু ফাঁক হইয়া গেল, আমরা আমাদের পূর্ব্বরাত্রের ভীষণ প্রতিপক্ষদের মধ্যে একটিকে মৃতাবস্থায় ভূতলে শায়িত দেখিলাম। আমি ও Rowley এক নিশ্বাসে বলিয়া উঠিলাম—"এ কী!" "এই জাম্বোগণ অতি ভয়ানক, এক প্রকার বানর!" আমি বলিলাম, "বানর!" বেচারা Rowley আপনার হস্তদ্বয়ের সাহায্যে উঠিয়া বসিয়া আমার কথার পুনরুক্তি করিয়া বলিল, "বানর! আমরা বানরের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম! এবং তাহারাই আমাদিগকে এইরূপে আহত করিয়াছে।"

১৬২

চা-বাগানের এক ম্যানেজার লিখিতেছেন যে, "অঙ্কুশকৃমি"র চিকিৎসার সফলতায় এই বাগানের কুলিদের স্বাস্থ্য এবং স্বস্তির পক্ষে আশাতীত পরিমাণে উপকার ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে বর্ষাকালে নানাপ্রকার পীড়াবশত প্রত্যহ আমার প্রায় ১৫০ হইতে ২০০ কুলি বেকার থাকিত। আমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারি যে, এ বৎসর বেকার কুলিদের সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা ৬০, এবং প্রায়ই ইহার চেয়ে অনেক কম। Colonel Lane-এর নিজের সুবিচারিত মত এই যে, "ভারতবর্ষকে এই কৃমির সংক্রামকতা হইতে মুক্ত করা নিশ্চয়ই সম্ভবপর। এবং ইহা সম্পন্ন হইলে বর্ত্তমানে যে ভারতবর্ষকে আমরা জানি, তাহা হইতে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভারতবর্ষ জন্মলাভ করিবে;" তাহা নীরোগতায়, স্বাস্থ্যে, শক্তিতে, এবং সম্পদে পৃথক্‌। তিনি উপসংহারকালে, এই নবভারত কী উপায়ে সৃষ্ট হইতে পারে তৎসম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে,

প্রথম উপায় তাহার যে পীড়া আছে সেই জ্ঞান; তাহার পরে তাহার রোগের প্রকৃতি, কিরূপে তাহার প্রতিকার হইতে পারে এবং কিরূপে রোগের পুনরাবর্ত্তন নিষেধ করা যায়, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান।

১৬৩

তোমাকে আমার লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাংলা দেশের পক্ষে যে-জ্ঞানের এত বেশি প্রয়োজন যাহাতে সেই জ্ঞান বিস্তার করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়-সম্বন্ধে স্যানিটারী বোর্ডের উপদেশ সংগ্রহ করা হয়। এই ব্যাধি সম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তমান অভিজ্ঞতা হইতে দুইটি কথা সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে, প্রথম, যে, ইহা অত্যন্ত দূরবিস্তৃত, এবং দ্বিতীয়, যে, ইহা সহজেই সারিয়া যায়। কিন্তু যদি বা এই পরাশিত কীট মনুষ্যের দেহতন্ত্র হইতে বিনাক্লেশে তাড়িত হয়, তথাপি ইহার পুনঃসংক্রমণ নিষেধ করা এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। এবং সেই পুনঃসংক্রমণ হইতে নিরাপদ হওয়া কেবলমাত্র জনগণের স্বাস্থ্যপালন-সম্বন্ধীয় অভ্যাস সকলের পরিবর্ত্তন দ্বারাই ঘটিতে পারে। অতএব এইরূপ যেন বোধ হইতেছে যে, এই পরাশিত কীটের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ-সাধনের চেষ্টার সময় এখনো আসে নাই। কিন্তু যাবৎ বর্ত্তমানে অঙ্কুশ-কৃমির বিরুদ্ধে নিঃশেষকারী যুদ্ধ চালনা করা সাধ্য না হয়, তাবৎ আমার এই বোধ হয় যে, সংগ্রামের একটা প্রথম উপক্রম হাতে লওয়া বেশ চলে।

১৬৪

উপসংহারে আমি বলি যে এক্ষণে এ সম্বন্ধে আমাদের যতটা জ্ঞান আছে, তাহাতে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাগুলিকে স্থাপিত করা আমাদের পক্ষে অন্যায় নহে যে,—(১) বাংলার জনসংখ্যার বৃহদংশ, সম্ভবতঃ শতকরা আশি ভাগ, যাহাতে মোটের উপরে প্রায় তিন কোটি ষাট লক্ষ লোক বুঝায়, এই অঙ্কুশ-কৃমির দ্বারা আক্রান্ত; (২) এমন কি মৃদুসংক্রমণেও জীবনীশক্তির খর্ব্বতা, রক্তহীনতা, জড়তা প্রভৃতি মন্দ ফলের জন্য ইহা দায়ী; (৩) অল্পব্যয়ে এই ব্যাধির প্রতিকার হইতে পারে; কিন্তু (৪) দূষিত ভূমিতলকে রোগ-সংক্রমণ হইতে মুক্ত করিলে তবে ইহাকে নিরস্ত করা এবং তদনুসারে ধ্বংস করা যাইতে পারে, এবং (৫) এই রোগের কারণ ও প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বিস্তৃত প্রচার এবং তৎপশ্চাতে জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষা-সম্বন্ধীয় অভ্যাস সকলের পরিবর্ত্তনের দ্বারাই ইহা সম্ভাবিত হইতে পারে।

১৬৫

মা যখন মারা গেলেন, তখন Catherina র বয়স পনেরো বৎসর মাত্র, সেই জন্য তিনি তখন আপনার কুটির পরিত্যাগ করিয়া, যে ধর্ম্মযাজকের দ্বারা আশৈশব শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহারই সহিত বাস করিতে গেলেন। তাঁহার গৃহে তিনি তাঁহার পুত্রকন্যার শিক্ষয়িত্রী পরিচারিকারূপে আবাস গ্রহণ করিলেন। Catherina-কে ঐ বৃদ্ধ আপনার সন্তানদেরই একজনের ন্যায় দেখিতেন এবং বাড়ির অন্য সকলের শিক্ষায় নিযুক্ত যে সকল শিক্ষক ছিলেন, তাঁহাদিগের দ্বারাই তাঁহাকে নৃত্যবিদ্যা ও সঙ্গীতে শিক্ষিতা করিতে লাগিলেন; এইরূপে Catherina ক্রমশই উন্নতি লাভ করিয়া চলিলেন যে-পর্য্যন্ত না ধর্ম্মযাজকের মৃত্যু হইল। এই দুর্ঘটনায় পুনশ্চ তাঁহাকে দারিদ্র্যে অবতীর্ণ করিল।

১৬৬

লিভোনিয়া প্রদেশ এই সময় যুদ্ধের দ্বারা উচ্ছন্ন হইতেছিল, এবং শোচ্যতম ধ্বংসাবস্থায় পতিত হইয়াছিল। ঐ সকল দুর্দ্দৈব চিরকালই দরিদ্রের পক্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বহ হয়, ঐ কারণে Catherina এত নানা বিদ্যার অধিকারিণী হইয়াও নৈরাশ্যজনক অকিঞ্চনতার সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ভোগ করিলেন। আহার্য্য প্রতিদিনই দুর্লভতর হইয়া উঠায় এবং তাঁহার নিজস্ব সম্বল একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় তিনি অবশেষে Marionburg নগরে যাত্রা করিতে সংকল্প করিলেন। তাঁহার ভ্রমণকালে একদিন সন্ধ্যার সময় যখন তিনি রাত্রিবাসের জন্য পথপার্শ্বস্থ এক কুটিরে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন দুই জন সুইডীয় সৈনিকের দ্বারা তিনি উৎপীড়িত হন। ঘটনাক্রমে সেই সময় ঐ স্থান দিয়া একজন সৈন্যদলের উপনায়ক যাইতেছিলেন, তিনি তাঁহার সাহায্যার্থে উপস্থিত না হইলে উহারা অপমানকে সম্ভবত উপদ্রবে পরিণত করিত।

১৬৭

তাঁহার আবির্ভাবে সৈনিকদ্বয় তৎক্ষণাৎ নিরস্ত হইল, কিন্তু Catherina যখন আপনার উদ্ধারকর্ত্তাকে তাঁহার পূর্ব্বতন গুরু, হিতকারী এবং বন্ধু ধর্ম্মযাজকের পুত্র বলিয়া অবিলম্বে চিনিতে পারিলেন, তখন যেমন বিস্মিত তেমনি কৃতজ্ঞ হইলেন। এই সাক্ষাৎকার Catherina-র পক্ষে সুখকর হইয়াছিল। যে অল্প অর্থসম্বল তিনি গৃহ হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা এত দিনে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। যাহারা তাঁহাকে আপনাদের গৃহে আশ্রয় দান করিয়াছিল, তাহাদের সন্তুষ্টির জন্য

পরিচ্ছদগুলি এক এক করিয়া নিঃশেষিত হইতেছিল। এই কারণে তাঁহার বদান্য স্বদেশী ব্যক্তিটি পরিচ্ছদ ক্রয় করিবার জন্য যতটা পারেন অর্থ দান করিলেন, একটি অশ্ব জোগাইয়া দিলেন এবং তাঁহার পিতার বিশ্বাসী বন্ধু Marionburg-এর পরিদর্শক Mr. Gluck-এর নিকট প্রশংসাপত্রও দিলেন।

১৬৮

Catherina তৎক্ষণাৎ পরিদর্শকের পরিবারে তাঁহার কন্যাদ্বয়ের শিক্ষয়িত্রী পরিচারিকারূপে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সুমতি ও সৌন্দর্য্য এত অধিক ছিল যে, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রভু তাঁহার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিলেন এবং যখন Catherina তাহা প্রত্যাখ্যান করাই সঙ্গত মনে করিলেন, তখন তিনি বিস্মিত হইলেন। যদিও উদ্ধারকর্ত্তার একটি হস্ত কাটা গিয়াছিল এবং যুদ্ধব্যবসায়ে অন্য প্রকারে তিনি বিকৃতদেহ হইয়াছিলেন, তথাপি কৃতজ্ঞতার ভাবে প্রণোদিত হইয়া তিনি উদ্ধারকর্ত্তাকেই বিবাহ করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। সেই কর্ম্মচারী কার্য্যানুরোধে ঐ নগরে আসিবামাত্র Catherina তাঁহাকে আপনার পাণিদানের প্রস্তাব করিতেই তিনি তাহা উল্লাসের সহিত গ্রহণ করিলেন। কিন্তু যেদিন তাহাদের বিবাহ হইল, সেই দিনেই রুষগণ Marionburg অবরোধ করিল। ঐ দুর্ভাগ্য সৈনিক একটি আক্রমণ ব্যাপারে আহূত হইলেন, কিন্তু আর তাঁহাকে ফিরিতে দেখা গেল না।

১৬৯

Marionburg শত্রু দ্বারা অধিকৃত হইল, এবং আততায়ীদের প্রচণ্ডতা এরূপ ছিল যে, কেবলমাত্র প্রহরী-সৈন্য নয়, নগরের প্রায় সমস্ত অধিবাসী—স্ত্রী পুরুষ ও শিশু তরবারির মুখে নিক্ষিপ্ত হইল। অবশেষে হত্যাকাণ্ডের যখন প্রায় অবসান হইয়াছে, তখন Catherina চুলার মধ্যে লুক্কায়িত অবস্থায় ধরা পড়িলেন। তিনি এত দিন দরিদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু স্বাধীন ছিলেন, তাঁহাকে এক্ষণে কঠোর ভাগ্যের আনুগত্য করা এবং ক্রীতদাসী হওয়া যে কী, তাহা শিক্ষা করিতে হইল। যাহা হউক, এই অবস্থায় তিনি তাঁহার ব্যবহারে ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং নম্রতা রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহার গুণের খ্যাতি রুষীয় সৈন্যাধ্যক্ষ প্রিন্স্ Memsikoff-এর নিকটেও পৌছিল, তিনি তাঁহাকে দেখিতে চাহিলেন এবং তাঁহার সৌন্দর্য্যে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে আপনার ভগিনীর তত্ত্বাবধানে স্থাপিত করিলেন।

১৭০

এখানে সকলের ব্যবহারে তিনি তাঁহার গুণের উপযুক্ত শ্রদ্ধা লাভ করিলেন, এদিকে তাঁহার সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সৌন্দর্য্যও উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। এই অবস্থায় তাঁহার দীর্ঘকাল না যাইতেই যখন পীটর্ দি গ্রেট্ প্রিন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, ঘটনাক্রমে Catherina কিছু ফল লইয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং বিশেষ একটি চারুতার সহিত তাহা পরিবেষণ করিয়াছিলেন। প্রতাপশালী রাজা তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিলেন এবং দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি পরদিন পুনর্ব্বার আসিলেন, আসিয়া সুন্দরী দাসীকে আহ্বান করিলেন, ও তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার বুদ্ধি তাঁহার সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও পূর্ণতর।

১৭১

তিনি তৎক্ষণাৎ এই অষ্টাদশ বৎসর অপেক্ষাও অল্প বয়সের সুন্দরী লিভোনিয়া-বাসিনীর জীবনকাহিনী-সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার বংশের হীনতা সম্রাটের অভিপ্রায়কে কোনোই বাধা দিল না, তাঁহাদের বিবাহ গোপনে বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইল; প্রিন্স্ তাঁহার সভাসদদিগকে দৃঢ় করিয়া বলিলেন যে, গুণই একমাত্র সিংহাসনে আরোহণের যোগ্য সোপান। আমরা এখন Catherina-কে অনুচ্চ মৃন্ময়প্রাচীরবিশিষ্ট কুটীর হইতে পৃথিবীর বৃহত্তম রাজ্যের অধীশ্বরীরূপে দেখিলাম।

১৭২

এক ডাকেই তোমার দুইখানা চিঠি পাওয়া আমার পক্ষে বড়োই আনন্দময় বিস্ময়ের কারণ হইয়াছিল। তুমি ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাওয়ার পর আমরা ছোটো-খাটো দুই এক কথায় তোমার খবর পাইয়াছিলাম, কিন্তু এই দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াই যে তুমি কাজে কর্ম্মে বিষম ব্যস্ত হইয়া পড়িবে, তাহা ভালো করিয়াই বুঝিয়াছিলাম। সম্প্রতি আমাদের এখানে বহু পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। একটা বিশেষ রকমের অসুখকর সর্দ্দিজ্বর সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে; এবং সহজে এই জ্বরের যতটা অংশ আমাদের পরিবারের ভাগে পড়া উচিত ছিল, তাহার চেয়ে বরঞ্চ অনেকটা বেশিই পড়িয়াছে। Elsie-র যে ছোটো ভাগিনেয়টি সারা দিনই তাহার কাছে কাছে থাকে, এবং যাহার মতে জগতে 'Elsie মামির' মতো খেলার সাথী আর নাই, তাহাকে পাইয়া Elsie খুব সুখী হইয়াছে। আমাদের সকলকেই খুব

খাটিতে হইতেছে। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সময়ে আমাদের কাহারও দিনই সহজভাবে কাটিতেছে না। তোমাকে আমাদের পরিবারমণ্ডলের অকপট প্রীতি জানাইতেছি।

১৭৩

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সকল যুগের সাহিত্যেই দেখা যায় যে, ধূমকেতুকে লোকে তখন দুঃখের ভীষণ অগ্রদূত বলিয়া বিশ্বাস করিত। লোকের সাধারণতঃ ধারণা ছিল যে, নক্ষত্র ও উল্কা ভবিষ্যৎ শুভ ঘটনার, বিশেষ করিয়া বীর ও মহৎ জন-শাসকদের জন্মের ভাবী বার্ত্তা বলে। সূর্য্যচন্দ্রের গ্রহণগুলি পার্থিব দুর্ঘটনায় প্রকৃতির দুঃখানুভব ব্যক্ত করে এবং অন্যান্য সমস্ত দৈব সঙ্কেতসমষ্টির অপেক্ষা ধূমকেতুই গুরুতর অমঙ্গলের পূর্ব্বসূচনা। যাহারা ইহা ভগবানের প্রেরিত সঙ্কেত বলিয়া স্বীকার না করিত, তাহারা নাস্তিক নামে কলঙ্কিত হইত। John Knox ইহাদিগকে দেবতার ক্রোধের চিহ্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, অপর অনেকে পোপপূজকদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য রাজার প্রতি সঙ্কেত ইহার মধ্যে দেখিয়াছিল। Luther ইহাদিগকে সয়তানের কীর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং ইহাদিগকে কুলটা তারা বলিতেন।

১৭৪

Milton বলেন যে, ধূমকেতু তাহার ভয়াবহ কেশজাল ঝাড়া দিয়া মহামারী ও যুদ্ধ বিগ্রহ বর্ষণ করে। রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া দীনতম কৃষক পর্য্যন্ত সমগ্র জাতি এই অমঙ্গলের দূত সকলের আবির্ভাবে ক্ষণে ক্ষণে দারুণতম আতঙ্কে নিমগ্ন হইত। ১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে, হ্যালির নামে পরিচিত ধূমকেতুর পুনরাগমনে যেমন সুদূরব্যাপী ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, পূর্ব্বে আর কখনও তেমন হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। বিধাতার শেষ বিচারের দিন আগতপ্রায়—এই বিশ্বাস ব্যাপক হইয়াছিল। লোকে সমস্ত আশা ভরসা ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের বিনাশ দণ্ডের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা আবার স্বীয় আবির্ভাবে জগৎকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল এবং ভজনালয়গুলি ভয়াভিহত জনসঙ্ঘে পূর্ণ হইয়া গেল।

১৭৫

তৎকালীন প্রেগ্ নগরের রাজজ্যোতিষী Kepler শান্তচিত্তে ইহার গতিপথ অনুসরণ করিয়া আবিষ্কার করিলেন যে, সেই পথ চন্দ্রের ভ্রমণ কক্ষের বাহিরে। Kepler-এর এই আবিষ্কারের ঘোষণা তুমুল বাদবিসম্বাদ সৃষ্টি করিল, কারণ, ইহা ধূমকেতু-সম্বন্ধীয় অন্ধ সংস্কারসকলের মূলে আঘাত করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর

শেষভাগের ন্যায় এত অধুনাতন কালেও রোমের ক্লেমেন্টিন কলেজের Father De Angelis ধূমকেতু-সম্বন্ধীয় প্রাচীন বিশ্বাস সমর্থন করিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ধূমকেতু-সকল চন্দ্রের নীচে আমাদের বায়ুমণ্ডলেই জন্মে। প্রত্যেক দিব্য বস্তুই নিত্যকাল স্থায়ী। আমরা ধূমকেতুর আরম্ভও দেখি সমাপ্তিও দেখি, সুতরাং তাহারা দিব্য জ্যোতিষ্ক নহে। ইহারা বায়ুর শুষ্ক ও মেদযুক্ত পদার্থ হইতে নিঃসৃত এবং ইহারা আকাশ হইতে কোনো স্ফুলিঙ্গ অথবা বিদ্যুৎ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে।

১৭৬

Bayonne-এ পৌঁছিবার পরদিনে আমি Biarritz-এ যাইতে ইচ্ছা করিলাম। পথ না জানাতে আমি একজন Navarre-দেশীয় কৃষককে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, "Pont Magour-এর পথ ধরো এবং Porte d' Espagne পর্য্যন্ত ইহাই অনুসরণ করিয়া যাও।" "বিয়ারিজের জন্য একখানা গাড়ী পাওয়া কি সহজ?" নাভারীয় আমার দিকে তাকাইল, একটু গম্ভীর হাসি হাসিল এবং নিজ দেশ প্রচলিত টান দিয়া স্মরণীয় এই যে কয়টি কথা বলিল, তাহার গভীর সত্যতা আমি পরে বুঝিয়াছিলাম—"সাহেব, সেখানে যাওয়া সহজ কিন্তু ফিরিয়া আসা শক্ত।"

১৭৭

আমি Pont Magour-এর পথ ধরিলাম। এই পথে উঠিতে উঠিতে আমি অনেকগুলি দেওয়ালে লাগানো বিভিন্ন রঙের বিজ্ঞাপন-ফলক দেখিলাম, সেগুলিতে ভাড়াটে গাড়ীওয়ালারা নানা সঙ্গত ভাড়ায় সাধারণকে Biarritz-এ যাইবার জন্য গাড়ী দিবার প্রস্তাব করিয়াছে। আমি লক্ষ্য করিলাম, কিন্তু খেয়াল করিলাম না যে, সকল ঘোষণারই শেষে এই একই বাক্য আছে—"সন্ধ্যা আট ঘটিকা পর্য্যন্ত ভাড়ার বদল হইবে না।" আমি Porte de Espagne পৌঁছিলাম। সেখানে সকল প্রকারের শকট এলোমেলো ভাবে ঠাসাঠাসি করা আছে। এই ভীড়-করা গাড়ীর প্রতি দৃষ্টি দিতে না দিতে দেখিলাম আমি স্বয়ং অকস্মাৎ আর এক প্রকার ভীড়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহারা গাড়োয়ান-দল। এক মুহূর্ত্তে আমার কানে তালা লাগাইয়া দিল। আমি এক যোগে সব-রকম কণ্ঠস্বর, সব-রকম উচ্চারণের টান, সব-রকম অপভাষা, সব-রকম শপথ-বাক্য এবং সব-রকম প্রস্তাবের দ্বারা আক্রান্ত হইলাম।

১৭৮

এক জন আমার দক্ষিণ হস্তখানা ধরিয়া ফেলিল, "মহাশয়, আমি Castix সাহেবের গাড়োয়ান, গাড়ীতে উঠিয়া পড়ুন, এক সীটের ভাড়া ১৫ স্যু।" আর এক জন আমার বাম হস্ত ধরিল, "মহাশয়, আমি Ruspit, আমারও একখানা গাড়ী আছে—বারো স্যু-তে একটি সীট।" তৃতীয় একজন আমার পথ জুড়িয়া দাঁড়াইল, "আমি Anatole, এই যে আমার গাড়ী; আমি আপনাকে দশ 'স্যু'তে গাড়ী হাঁকাইয়া লইয়া যাইব।" চতুর্থ এক ব্যক্তি আমার কানে কানে বলিল, "মহাশয়, Momus-এর সঙ্গে আসুন, আমিই মোমস। ছয় 'স্যু'তে পূরা দমে বিয়ারিজে।" আমার চারি দিকে আর সকলে "পাঁচ স্যু" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। "দেখুন মহাশয়, সুন্দর গাড়ীখানি—বিয়ারিজের সুলতান; পাচ 'স্যু'তে এক সীট্।"

১৭৯

যে আমার সঙ্গে প্রথম কথা বলিয়াছিল এবং আমার ডান হাত ধরিয়াই ছিল, সে-ই শেষ কালে সকল কোলাহলের উপরে গলা চড়াইল। সে বলিল, "সাহেব, আমিই আপনার সঙ্গে প্রথম কথা বলিয়াছি, আমাকেই পছন্দ করা উচিত।" অন্য গাড়োয়ানেরা চীৎকার করিয়া উঠিল, "ও পনেরো স্যু চায়।" লোকটি অনায়াসে উত্তর করিল, "মহাশয়, আমি তিন স্যু চাই।" নিবিড় নিঃশব্দতা বিরাজ করিতে লাগিল। লোকটি বলিল, "আমিই সাহেবের সঙ্গে প্রথম কথা বলিয়াছিলাম।" তাহার পরে যখন অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীরা অবাক্ হইয়া গেছে, সেই সুযোগে সে তাড়াতাড়ি নিজের গাড়ীর দরজা খুলিল, আমি প্রকৃতিস্থ হইবার সময় পাইবার পূর্ব্বেই আমাকে ভিতরে ঠেলিয়া দিল, দরজাটা আবার বন্ধ করিল, কোচ্‌বাক্সে চড়িয়া বসিল এবং দ্রুত ঘোড়া ছুটাইয়া চলিল।

১৮০

গাড়ীখানা সম্পূর্ণ নূতন এবং বেশ ভালো; ঘোড়াগুলি অতি উৎকৃষ্ট। অর্দ্ধ ঘণ্টারও অল্পসময়ে আমরা বিয়ারিজে আসিয়া পড়িলাম। সেখানে পৌঁছিয়া, সস্তা চুক্তির সুবিধা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম বলিয়া আমি টাকার থলি হইতে পনেরটি স্যু লইলাম এবং গাড়োয়ানকে তাহাই দিলাম। আমি চলিয়া যাইতে উদ্যত ছিলাম, কিন্তু সে আমার হাত ধরিল। সে বলিল, "মহাশয়, আমার প্রাপ্য মাত্র তিন স্যু।" আমি উত্তর করিলাম, "হাঁঃ! তুমি আমাকে প্রথমে পনের স্যু বলিয়াছিলে।

পনের স্যু-ই দিব।" "মোটেই না, সাহেব! আমি বলিয়াছিলাম আপনাকে তিন 'স্যু'তে লইব, সুতরাং ভাড়া তিন স্যু।" এবং উদ্বৃত্ত মুদ্রা ফিরাইয়া দিয়া প্রায় জোর করিয়া সে আমাকে তাহা গছাইয়া দিল। আমি যাইতে যাইতে বলিলাম, "লোকটা খাঁটি বটে!" অন্যান্য যাত্রীরাও আমার মতো তিন স্যু মাত্রই দিয়াছিল।

১৮১

সারাদিন সমুদ্রতীরে ঘুরিয়া বেড়াইবার পর সন্ধ্যা হইয়া আসিল, এবং আমি Bayonne-এ ফিরিবার কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং যে-উৎকৃষ্ট যান ও সাধু সারথি আমাকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল, তাহারই কথা স্মরণ করিয়া আমি বিশেষ কিছু আনন্দ বোধ করিলাম। যখন আমি পুরাতন বন্দর হইতে ফিরিবার মুখে ঢালু পথে উঠিতেছিলাম, তখন সমতল দেশে দূরের ঘড়িগুলিতে আটটা বাজিতেছিল। চারিদিক হইতে যে সব পদাতিক ভীড় করিয়া আসিতেছিল এবং মনে হইল তাহারা গ্রামের প্রবেশপথে গাড়ী দাঁড়াইবার জায়গায় যাইতেছে, তাহাদের প্রতি কোনও মনোযোগ দিই নাই। সন্ধ্যাটি চমৎকার হইয়াছিল, কয়েকটি তারা যেন গোধূলির নির্ম্মল আকাশ বিদীর্ণ করিতে সুরু করিয়াছিল; শান্তপ্রায় সমুদ্রে বিপুল তৈলাস্তরণের মতো একটি নিস্তেজ অস্বচ্ছ আভা বিরাজ করিতেছিল।

১৮২

অন্ধকার নিবিড়তর হইয়া উঠিল, এবং অকস্মাৎ কোন্ এক সময়ে Bayonne নগর এবং আমার সরাইখানার চিন্তা আমার ধ্যানের মাঝখানে আসিয়া পড়িল। আমি আবার চলা আরম্ভ করিলাম, এবং যে জায়গা হইতে গাড়ী ছাড়ে সেইখানে আসিয়া পৌঁছিলাম। একটিমাত্র গাড়ী অবশিষ্ট ছিল। ভূমিতলে স্থাপিত একটি প্রকাণ্ড লণ্ঠনের আলোকে আমি তাহা দেখিলাম। ইহা চারি জনের সীট্-বিশিষ্ট গাড়ী। তিনটি সীট্ ইতিমধ্যেই অধিকৃত। আমি নিকটস্থ হইতে একটি চীৎকার স্বর উঠিল, "এই যে সাহেব, শীঘ্র করুন; এইটি শেষ সীট্ এবং আমাদেরই শেষ গাড়ী।" আমি আমার সকাল বেলাকার সারথির কণ্ঠস্বর চিনিলাম। মনুষ্য-জাতীয় সেই অপূর্ব্ব পদার্থটিকে আমি পুনর্ব্বার পাইলাম। এই সৌভাগ্য আমার নিকট দৈবঘটিত বোধ হইল, এবং আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। আর এক মুহূর্ত্ত দেরি করিলেই, আমি পদব্রজে যাত্রা করিতে বাধ্য হইতাম—খাঁটি দেড় ক্রোশ পল্লীপথ। আমি বলিলাম, "তোমাকে আবার দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।" লোকটি উত্তর

দিল, "মহাশয়, তাড়াতাড়ি ঢুকিয়া পড়ুন।" আমি সত্বর নিজেকে গাড়ীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলাম।

১৮৩

আমি উপবিষ্ট হইলে পর, সারথি দরজার হাণ্ডলে হাত রাখিয়া আমাকে বলিল, "মহাশয়, জানেন কি যে, ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে?" আমি বলিলাম, "কিসের ঘণ্টা?" "আটটা।" "ঠিক কথা। আমি ঐ রকমই বাজিতে শুনিয়াছি বটে।" উত্তরে লোকটি বলিল, "সাহেব, জানেন যে সন্ধ্যার আটটার পর ভাড়ার পরিবর্ত্তন হয়। রওয়ানা হইবার পূর্ব্বেই ভাড়া দেওয়া দস্তুর।" আমি টাকার থলিটা টানিয়া বাহির করিয়া উত্তর দিলাম, "নিশ্চয়ই, কত ভাড়া?" লোকটি মিষ্ট-স্বরে উত্তর দিল, "বারো ফ্রাঙ্ক, সাহেব!" তৎক্ষণাৎ কার্য্যপ্রণালীটি বুঝিলাম। প্রাতঃকালে ইহারা লোকপিছু তিন সু হারে দর্শকদিগকে বিয়ারিজে গাড়ী করিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া ঘোষণা করে এবং তখনই ভীড় জমিয়া যায়। সন্ধ্যায় লোকপিছু বারো ফ্রাঙ্ক হারে ইহারা সেই ভীড়টিকে Bayonne-এ ফিরাইয়া আনে।

১৮৪

৩১শে মে, ৮২। আজ হইতে আমি চৌষট্টি বৎসরে পা দিলাম। যে পক্ষাঘাত রোগ প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে আমাকে প্রথম আক্রমণ করিয়াছে, তখন হইতেই নানা দশান্তরের মধ্য দিয়া থাকিয়াই গিয়াছে, এখন যেন তাহা বেশ শান্তভাবে স্থায়ী আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে এবং সম্ভবতঃ এই ভাবেই চলিবে। আমি সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ি, বেশি দূর হাঁটিতে পারি না, কিন্তু আমার স্ফূর্ত্তি সেরা দরের। আমি প্রায় প্রতিদিনই বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াই—কখনও কখনও রেলে কি নৌকাপথে শত শত মাইল জুড়িয়া এক একটি লম্বা চক্র দিয়া আসি, বেশির ভাগ সময় খোলা হাওয়ায় থাকি—রোদপোড়া ও মোটাসোটা হইয়াছি, লোকযাত্রা, জনসাধারণ, সমাজের উন্নতি ও সাময়িক সমস্যা সকল সম্বন্ধে আমার ঔৎসুক্য বজায় রাখি। দিনের দুই-তৃতীয়াংশ সময় আমি বেশ আরামে থাকি। আমার মানসিক শক্তি বরাবর যেমন ছিল, সেইরূপ সম্পূর্ণ অবিকৃতই আছে; যদিও শারীরিক হিসাবে আমি অর্দ্ধ অসাড় এবং যত দিন বাঁচি আমার এইরূপ থাকা সম্ভবপর। কিন্তু আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়—আমার বন্ধুরা একান্ত নিষ্ঠাবান্ ও অনুরক্ত, আত্মীয়স্বজন স্নেহশীল—আর শত্রুদিগকে বাস্তবিক হিসাবের মধ্যেই ধরি না।

১৮৫

ভারতবর্ষে নানাপ্রকার তালী-জাতীয় বৃক্ষ হইতে ন্যূনপক্ষে তিন লক্ষ টন চিনি প্রতিবৎসর উৎপন্ন হয়। এই পরিমাণ চিনির মধ্যে বঙ্গদেশে প্রায় এক লক্ষ টন উৎপন্ন হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মাদ্রাজের য়ুরোপীয় হৌসগুলি গুড় পরিষ্কার ও চোলাই করিবার অভিপ্রায়ে প্রায় পঁচিশ হাজার টন গুড় প্রতিবৎসর ক্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং আমাদের এমন একটি ব্যবসায় আছে, সহজ বৎসরে যাহাতে উৎপন্ন দ্রব্যের বাৎসরিক মূল্য মোটামুটি পঁচিশ লক্ষ পাউণ্ড। এ বিষয়ে অতি সামান্যই অনুসন্ধান হইয়াছে। চিনির উৎপাদন হিসাবে তালী-জাতীয় বৃক্ষের শ্রেষ্ঠতা এই যে, বৎসর হইতে বৎসরান্তরে তাহার উৎপন্ন চিনির পরিমাণ সমান থাকে, এবং ইক্ষুর ন্যায় ইহার উপরে অতিবৃষ্টি বা বন্যার কোনো প্রভাব নাই। চাষের খরচ নাম মাত্র লাগে; এবং ইক্ষু অপেক্ষা তালে দীর্ঘকাল চিনি করিবার মরসুম সম্ভব হয়।

১৮৬

অপরন্তু ইক্ষুর বেলায় গুড় তৈয়ারীর মণকরা খরচ অপেক্ষা খেজুর ও তালের বেলায় খরচ কম লাগে। উভয়ত্রই চিনির পরিমাণ ন্যূনাধিক সমান। তাল-গুড়ের রঙের উন্নতি করিতে পারিলে আরও ভাল দাম পাওয়া যাইতে পারিত। সতর্কতার সহিত সংগৃহীত হইলে তালের রস খুবই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে এবং ইক্ষু-শর্করা ব্যতীত অন্যজাতীয় চিনি ইহাতে অতিঅল্প থাকে। বাঙ্গালা দেশে ভাল পদ্ধতিতে এই রস সংগৃহীত হয় না, কিন্তু এই পদ্ধতির উন্নতি করা যায়। এই রস পাইতে কোনো পেষণযন্ত্র লাগে না।

১৮৭

'গুড্ হেলথ্' কাগজে সম্ভবত সম্পাদক Dr. J. H. Kellogg কর্তৃক কতকটা চমক লাগানো এই একটি উক্তি প্রকাশিত হইয়াছে যে, তারুণ্য ও বার্দ্ধক্যের মধ্যবর্তী কাল সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি মনে করেন, দমনপ্রাপ্ত না হইলে যে সকল অবজ্ঞনকর শক্তি লোক ধ্বংস করিবে, তাহাদেরই প্রভাবে এখন বার্দ্ধক্যের বিশেষ লক্ষণ অপেক্ষাকৃত সকাল সকাল দেখা দিতেছে। স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও প্রতিষেধক ঔষধের উন্নতিসাধন সত্ত্বেও দীর্ঘ আয়ুতে উপনীত হয় এমন ব্যক্তির পরিমাণ পূর্ব্বের চেয়ে এখন অনেক কম। ডাক্তার কেলগ্ শঙ্কা করেন যেন যৌবনের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য

বার্দ্ধক্য মন্দ গতিতে নামিয়া আসিতেছে, ইহার ফলে অবশেষে আমরা বিশ বৎসর বয়সে বৃদ্ধ হইয়া উঠিব।

১৮৮

গত বিশ বৎসরের মধ্যে, বিশেষভাবে সভ্য দেশ সকলে, জাতিগত জীর্ণতার প্রমাণ এত প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান কালে কোনো নৃতত্ত্ব-অনুশীলনকারী একথা স্বীকার করিতে দ্বিধা করিবেন না যে, প্রত্যেক সভ্য সমাজে যে সকল অবজনন প্রভাব বর্ত্তমান, প্রত্যহ তাহার প্রবলতা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সমূলে দমন প্রাপ্ত না হইলে কালক্রমে তাহা অবশ্যই লোক ধ্বংস করিবে। লোক-সংখ্যার অবশিষ্ট ভাগের তুলনায় শতায়ু লোকের পরিমাণের সুস্পষ্ট হ্রস্বতাই জনগণের অবজননের সুনিশ্চিত প্রমাণসকলের মধ্যে অন্যতম, লেখক প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তৎপ্রতি লোকের মনোযোগ অভিনির্দ্দেশ করিতেছেন। ফরাসী দেশে শতায়ু লোকের পরিমাণ জনসংখ্যার এক লক্ষ নব্বই হাজারে একজন; ইংলণ্ডে দুই লক্ষে একজন, জর্ম্মানিতে সাত লক্ষে একজন।

১৮৯

আজকাল কুইনাইন এবং অন্যান্য সিঙ্কোনা-জাত পদার্থের উৎপাদন অত্যধিক পরিমাণে জাভার ডচ্ গভর্ণমেণ্টের হস্তেই আছে। এই প্রবল একচেটিয়া ব্যবসার প্রতিকূলে ভারতবর্ষে দার্জ্জিলিঙে কয়েকটি এবং উহা অপেক্ষা অল্প পরিমাণে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির নীলগিরিতে অবস্থিত কয়েকটি সিঙ্কোনার কৃষিক্ষেত্র আমাদের আছে। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে সিঙ্কোনার কারখানা সকলকে প্রধানত জাভা হইতে ক্রীত বল্কলের উপর অত্যন্ত বেশি নির্ভর করিতে হইয়াছে। ১৮৮৭ হইতে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যত দিন কুইনাইনের প্রয়োজন অল্প ছিল, তত দিন বিদেশী গাছ ক্রয় করা হয় নাই, এবং বার্ষিক যে ৩০০০০০ পাউণ্ড বল্কলের জোগান পাওয়া যাইত এবং যাহা হইতে ২৬০০ পাউণ্ড কুইনাইন উৎপন্ন হইত, তাহাই ভারতবর্ষের তখনকার প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ১৮৯২ হইতে ·৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চাহিদা যখন বাড়িয়া উঠিল, তখন প্রায় ২৫০,০০০ পাউণ্ড গাছের ছাল বাংলা দেশেই উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু অন্যূন ২৫১,৫০০ পাউণ্ড ক্রয় করা হইয়াছিল এবং তাহা হইতে ৮০০০ পাউণ্ড কুইনাইন উৎপন্ন হয়।

১৯০

বাঙ্গলার সিঙ্কোনা-কৃষিক্ষেত্র সংখ্যায় দুইটি; তাহার মধ্যে যেটি প্রাচীনতর সেটি রিয়াঙ্গ উপত্যকার দুই পার্শ্বে মংপোতে অবস্থিত। ঐ উপত্যকার নদীটি তিস্তা ভ্যালি রেলওয়ের রিয়াঙ্গ ষ্টেশনে তিস্তার সহিত যুক্ত হইয়াছে। ঐ কৃষিক্ষেত্র ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়, এবং বর্ত্তমানে কুইনাইন প্রস্তুত করিবার যে কারখানা আছে তাহা উহারই মধ্যে। কিন্তু ঐ ক্ষেত্রটি এখন ব্যবহার দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং উহাকে অনেক পরিমাণে পুনর্বনান্বিত করা হইয়াছে। যত দিন পর্য্যন্ত না ঐ বন বাড়িয়া উঠিবে, পুনর্ব্বার পরিষ্কৃত হইবে এবং নূতন সিঙ্কোনা বৃক্ষগুলি পরিণতি প্রাপ্ত হইবে, তত দিন উহা কাজে লাগাইবার উপযুক্ত পরিমাণে গাছের ছাল জোগাইতে পারিবে না।

১৯১

অতএব আরও দশ কি পনেরো বৎসর মংপো কৃষিক্ষেত্র হইতে আবশ্যকমতো সরবরাহের আশা করা নিষ্প্রয়োজন। সৌভাগ্যক্রমে, তখনকার সিঙ্কোনা-কৃষি পরিদর্শক Sir David Prain-এর দূরদর্শিতা ইহার প্রতিকার করিয়া রাখিয়াছিল এবং ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে, দার্জ্জিলিঙের কালিম্পং সাবডিভিসনে তিস্তা নদীর পূর্ব্বদিকে একটি নূতন কৃষিক্ষেত্রের সূচনা করা হইয়াছিল। এই ক্ষেত্রটিতে প্রায় ৯০০০ একর জমি আছে এবং ইহা একদা ঘন বনাচ্ছন্ন ছিল। কর্ষণের পক্ষে অধিকতর উপযোগী ভূমির অনেকাংশই পরিষ্কার করা হইয়াছে এবং এখন মংপো কারখানাতে যত গাছের ছাল ব্যবহৃত হয়, তাহার অধিকাংশই এই মন্‌সঙ্গ কৃষিক্ষেত্র নামে বিদিত স্থান হইতে আসে।

১৯২

আমাদের ভ্রমণকারিগণ পুনর্ব্বার অশ্বারোহণ করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন; এইবার একটি তরুণ সেনানায়কের অধীনে অশ্বারোহী-দলের অনেকগুলি সৈন্য তাঁহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়াছে। তাঁহারা দস্যুর দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন বলিয়া সৌজন্য-সহকারে এই শরীররক্ষীর দল তাঁহাদিগকে দান করা হইয়াছে। সুন্দর একটি ছোটো ঘোড়ায় চড়িয়া ঐ যে হিংস্রমূর্ত্তি ব্যক্তি সমস্ত বাহিনীটিকে পথ দেখাইয়া যাইতেছে, ও কে,—এই কি তোমার প্রশ্ন? ঐ ব্যক্তি একজন বিখ্যাত দস্যু, নাম Andrea Puzzu, ও শুধু দস্যু নয়, সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট

শ্রেণীর একজন দস্যু—অপকর্ম্মকারী দানববিশেষ; উহাকে যে রাগাইয়াছে তাহার প্রাণ লওয়া একটা কাকের প্রাণ লওয়ার চেয়ে উহার কাছে অধিক বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, সে এখন অঙ্গীকারবদ্ধ অবস্থায় আছে এবং সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, ঐ অশ্বারোহী দলটিকে সে লিম্বাবা গিরিশ্রেণীর দুর্গম বাধা সকলের মধ্য দিয়া নিরাপদে লইয়া যাইবে; এবং এ কাজে সে ব্যর্থ হইবে না, কারণ নির্দ্দয় দস্যু হইলেও সে আতিথ্যধর্ম্ম ভঙ্গ করিবে না।

১৯৩

ঐ পীড্‌মণ্ট্‌দেশীয় তরুণ সেনানায়ক বিশেষরূপে প্রিয়দর্শন, চলনসই ধরণের শিক্ষিত, অতিশয় বিনীত। তিনি দলস্থ অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদিগকে সাসারীয় (Sassarese) লোকসমাজ-সম্বন্ধে শত শত ক্ষুদ্র কাহিনী বলিয়া আমোদ দিতেছেন। ইটালীয় মাত্রেরই ন্যায় তিনিও সার্ডিনিয়ার উপর সম্পূর্ণ বীতরাগ এবং আগামী শরৎকালে কখন্ তিনি তাঁহার প্রিয় Turin-এ ফিরিয়া যাইবেন, যেন তাহারই প্রত্যেক ঘণ্টা গুণিতেছেন। তিনি বলেন, "আমার এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, যখন ঐ প্রচণ্ড দস্যুদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত একটি ক্ষুদ্র দলের অধিনায়কত্ব করিতেছিলেন, তখন এই পর্ব্বতগুলির মধ্যেই কোনো এক স্থানে তিনি বন্দুকের গুলিতে নিহত হন।" ঐ দস্যুগণ চিরকালই গভর্মেণ্টের পক্ষে আপদস্বরূপ, উহাদের চিন্তা মনে আসাতেই যে তিনি শিহরিয়া উঠেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। তাঁহার যুবক ভ্রাতাটি সেরা মানুষ ও সাহসী সেনানায়ক ছিলেন। নরঘাতক প্রচ্ছন্ন আক্রমণকারী দস্যুদলের হস্তে নিহত হওয়া অপেক্ষা মহত্তর দশা যে তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না, ইহাতে তিনি খেদ না করিয়া থাকিতে পারেন না।

১৯৪

"কিন্তু ভগবান তাঁহার আত্মাকে শান্তি দিন," বলিয়া ঐ যুবক নম্রভাবে মস্তক নত করিলেন, উষ্ণ অশ্রুতে তাঁহার সুন্দর চক্ষু দুটিকে ঝাপ্‌সা ও তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিল। তিনি বলিলেন, "যাক্, উহা ভগবানের ইচ্ছা, এখন ঐ দস্যুগণ অপেক্ষাকৃত ভদ্র হইয়াছে। কিন্তু ঐ ভয়াবহ রাক্ষস পুজ্জু— ।" তাঁহারা কি পুজ্জুদিগের কথা কখনও শুনিয়াছেন? তাঁহারা কি মেষপালক Scaoccatos-এর হত্যার কাহিনী কখনও শুনিয়াছেন? ঐ কাহিনী শ্রবণযোগ্য বটে, এবং তাঁহারা উহা যদি শুনিতে চাহেন, তাহা হইলে অশ্বারোহীদলের পশ্চাদ্ভাগে Padre Antonio নামে যে এক ব্যক্তি তাঁহার গিরিসঙ্কট মধ্যস্থ পৌরোহিত্য কর্ম্মক্ষেত্রের উদ্দেশে চলিয়াছেন, তিনি

যদি বারেকের মতো তাঁহার বৈকালিক নিদ্রা ত্যাগ করিতে সম্মত হন, তবে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর ঐ কাহিনী সবিশেষ বিবৃত করিয়া সমাগত ব্যক্তিবৃন্দকে তুষ্ট করিবার জন্য ঐ পীড্‌মণ্ট্‌বাসী তাঁহাকে অনুরোধ করিবেন।

১৯৫

সকলেই রাজী হইলেন এবং যুবক সেনাপতি ঐ প্রস্তাব করিবার জন্য সত্বর বাহিনীর পশ্চাদ্‌ভাগে গেলেন। ইত্যবসরে ঐ অশ্ববাহিনী পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। সেখানকার দৃশ্য বিচিত্র ও সুন্দর এবং চারি দিকের ধ্বনি, সেগুলিও কী মনোহর! বহুদূরে একটি গ্রাম্য গির্জ্জার ঘণ্টা আপনার শ্রুতিমধুর শব্দ প্রেরণ করিতেছে ও তাহা নির্ম্মল ও সুখস্পর্শ বায়ুর মধ্য দিয়া ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাহা ছাড়া মেষদলের গল-ঘণ্টার ঝঙ্কার, মেষ ও ছাগের ডাক, কুকুরের চীৎকার, মেষপালকের একঘেয়ে বাঁশীর সুর এবং মধ্যে মধ্যে কৃষকের সঙ্গীত; তাহার উপরে পাখীর গানও ছিল—কারণ ইটালীতে পাখী দুর্লভ হইলেও এখানে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে এবং ঐ যে পর্ব্বতচূড়ার দিকে উড়িয়া যাইতেছে, উহা একটি ঈগলপক্ষী নয় কি?

১৯৬

মেষপালকদিগের "Stazzus" নামক যে এক প্রকার আড্ডা আছে, তাহারই একটিতে এখন এই দলটি আসিয়া পৌঁছিল এবং সকলকে থামিবার জন্য সঙ্কেত করা হইল। একটি গিরি-নির্ঝরিণীর পার্শ্বে বৃক্ষতলে আহার্য্য প্রস্তুত করা হইবে। Padre Antonio-কে পীড্‌মণ্ট্‌বাসী পরিচিত করাইয়া দিলেন; পাদ্রি একজনের পর একজনকে গভীরভাবে নত হইয়া নমস্কার করিতে লাগিলেন। সম্মানসূচক আসন বলিয়া একটি শায়িতপ্রায় বৃক্ষকাণ্ডের উপরে পুরোহিত মহাশয়কে অধিষ্ঠিত করা হইল। পুরোহিত সার্ডিনিয়ার গ্রাম্যপুরোহিতের একটি খাঁটি নমুনা, তিনি খর্ব্বকায় ও তাঁহার আচারব্যবহার সসঙ্কোচ। ত্রিশ এবং ষাট বৎসরের মধ্যে যে কোনো একটি বৎসর তাঁহার বয়স হইতে পারে। তিনি এখন বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছেন এবং গল্প বলিতে প্রস্তুত হইয়াছেন; কিন্তু সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, তিনি সার্ড ভাষায় কথা বলিলেন না, ইটালীর ভাষাতেও নহে, কিন্তু অতি সুবোধ্য ফরাসী ভাষাতেই।

১৯৭

"Scaoccatos একজন ধনী মেষপালক বলিয়া খ্যাত এবং বহুসংখ্যক গো এবং মেষপালের অধিকারী ছিলেন। আমি সঙ্গত কারণবশতই জানিতাম যে, Pietro Leonardo এবং Giovanne Puzzu ভ্রাতৃত্রয় তাহাদের সম্পত্তির সমতুল্য প্রায় এই সম্পদের প্রতি ঈর্ষা অনুভব করিত এবং তাহাদের মৌখিক বন্ধুত্ব বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। আমি যখন Stazzu পৌঁছিলাম, তখন স্ক্যাকাটোস্-গৃহিণী অলিন্দে বসিয়া যথানিয়মে তাঁহার শ্রমশীল অভ্যাস মতো শস্য বাছিতেছিলেন। তিনি সুন্দর, উদারমূর্ত্তি ও প্রৌঢ় বয়সের প্রথমদশাবর্ত্তিনী রমণী ছিলেন; যথাযোগ্য অভিবাদনের পর আমি তাঁহাকে এই ভাবে সম্ভাষণ করিলাম, "তোমার পুত্র Pietroকে নিশ্চয়ই তুমি ঐ ভয়ঙ্কর পরিবারে বিবাহ করিতে উৎসাহ দিবে না।" তাঁহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি শস্যঝাড়ার চালুনীটাকে একবার ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া উত্তর দিলেন, "আঃ, কাল বিকালেই যে বাগ্‌দানের সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।" আমি বলিলাম, "এখনও সময় আছে।" তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। "সে আর হইতে পারে না, এখন অতিরিক্ত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, না ঠাকুর, আপনি জানেন যে এখন আর কিছুই করা যায় না।"

১৯৮

তিনি যথার্থ কথাই বলিতেছিলেন, আমি তাহা অনুভব করিলাম। আমি বলিলাম, "ভালো, সাধুপুরুষগণ তোমাদিগকে অমঙ্গল হইতে রক্ষা করুন।" Caterina নিজে একটি নম্র তরুণ বালিকা, তাহার কাছ হইতে শঙ্কা করিবার কিছুই নাই, সে তাহার সদ্গতিপ্রাপ্ত মাতারই সদৃশ এবং পুজ্জু-বংশের রক্তের কোনো কলঙ্ক তাহার মধ্যে আছে বলিয়া বোধ হয় না। ভালোই হইবে বলিয়া আশা করা যাক্।" আমি দেখিলাম যে, আমার কথায় তিনি বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করিলেন না, কারণ পুজ্জুর নামই যথেষ্ট। আমি বলিয়া উঠিলাম, "তাহা হইলে একেবারেই সব স্থির হইয়া গিয়াছে?" "হাঁ একেবারেই স্থির; অবিলম্বে, আসন্ন খ্রীষ্টোৎসবের সময় বিবাহ হইবে।" চোখে অশ্রু ও হৃদয়ে অশুভ আশঙ্কা লইয়া তিনি গৃহের ভিতর চলিয়া গেলেন। আমিও প্রায় তাঁহারই ন্যায় বিষণ্ণ হইয়া ষ্টাজ্জু হইতে চলিয়া আসিলাম।

১৯৯

বাগ্‌দানের পর কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে এবং খ্রীষ্টোৎসবও যখন আগতপ্রায়, তখন আমি কয়েক জন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎকারের পর Sassari হইতে ফিরিয়া

আসিতেছি, এমন সময়, দূরে একটি অশ্ববাহিনীর পদধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আমি অনুমান করিলাম যে, উহা ভবিষ্যৎ বধূর গৃহসজ্জাবহনকারী মিছিল—ঐ মিছিল আমাদের দেশে বিবাহের সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে হইয়া থাকে—বাস্তবিকও দেখিলাম তাই। গিরিপথ একেবারে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। অনেকগুলি আসবাবপূর্ণ গোশকট চলিয়াছে, বলদগুলি রঙীন ফিতা ও পুষ্পদ্বারা সজ্জিত, তাহাদিগের শৃঙ্গে কমলালেবু বসানো। যাহা হউক, তাহাদের সংখ্যা বিস্তর—কারণ বালিকাটি ধনিগৃহের। কেহ বা একটা জিনিষ বহিতেছে, কেহ বা আর কিছু,—আসবাব, পরিচ্ছদ, ময়দা, তৈল, মদ্য, পনীর, মিষ্টান্ন; তাহাদিগের পশ্চাতে সুন্দরী ক্যাটেরিনা স্বয়ং আসিতেছে, উৎসব-সাজে সে সজ্জিতা, তাহার ঘোড়ার মুখ ধরিয়া আসিতেছে তাহারই এক ছোটো ভাই। কী সুন্দরই তাহাকে দেখাইতেছিল! তাহার পশ্চাতে তাহার অনেক সখী, প্রত্যেকেই বধূর জন্য কোনো একটি দ্রব্য বহন করিয়া আসিতেছিল—একখানা আয়না, একটি জপমালা, বধূর আরাধ্য সাধুর চিত্র, একটি ক্রুশকাষ্ঠ, খ্রীষ্টমাতার প্রতিমূর্ত্তি, একটি সেতার ইত্যাদি।

২০০

প্রত্যেক বালিকাই পূর্ণ উৎসব-সজ্জায় সজ্জিতা; বাঁশীর উচ্চশব্দে অশ্বগুলি কী গর্ব্বভরেই শিরোৎক্ষেপ করিতেছিল! উহাদিগকে সামলাইয়া রাখিতে যুবকদের যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন হইতেছিল, নতুবা বালিকাগণ আসনচ্যুত হইয়া পড়িয়া যাইত। তরুণ Pietro যখন ক্যাটেরিনার পার্শ্বে অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকেও সেদিন কী সুন্দরই দেখাইতেছিল! আমি উহার পূর্ব্বে ও পরে ঐ শ্রেণীর আরো অনেক মিছিল দেখিয়াছি, কিন্তু আর কখনও আমার মনে ঐরূপ অশুভ আশঙ্কার উদয় হয় নাই, আমার হৃৎপিণ্ড যেন স্তব্ধ হইয়া গেল।” এই পর্য্যন্ত বলিয়া ঐ সাধু পাদ্রি একটি বিষাদসূচক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং মস্ত এক টিপ্ নস্য গ্রহণ করিয়া আরাম পাইলেন, ও মাছি তাড়াইবার জন্য মাথার উপরে একটি অত্যুজ্জ্বল বর্ণের সূতি রুমাল অনেক বার ঘুরাইয়া তিনি আপনার কৌতূহলজনক কাহিনীর সূত্র পুনর্ব্বার অবলম্বন করিলেন।

২০১

“যাক্, খ্রীষ্টের জন্মোৎসব আসিয়া পড়িল এবং আমি কয়েক জন বন্ধুর মুখে শুনিলাম যে, সাসারির গির্জ্জার প্রাঙ্গণে ঐ পুজ্জু-ভ্রাতৃত্রয়কে গভীরভাবে পরামর্শ করিতে দেখা গিয়াছে এবং ইহা শুভসূচনা করে না। আমি উহা শুনিয়াই অনুভব করিলাম যে,

কোনো দুর্ঘটনা ঘটিবে, কারণ ঐ স্থানে উহাদের কিসের প্রয়োজন? এদিকে খ্রীষ্টোৎসবের দিন পিয়েট্রো ক্যাটেরিনা আমাদের প্রচলিত প্রথা-অনুসারে বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিল, যথারীতি ভোজ ও আমোদ-প্রমোদের পর বিশ্রাম করিতে গেল। পরদিন উহাদের বিবাহ হইল, এমন সমারোহ-সহকারে আমাদের পর্ব্বত-প্রদেশে ইহার পূর্ব্বে বিবাহ প্রায় ঘটে নাই। তরুণী বধূ যখন প্রথম বার তাহার নববিবাহিত পতির সহিত এক থালা এবং এক পানপাত্র ব্যবহার করিল, তখন তাহার মূর্ত্তি কী মধুর দেখাইতেছিল! অতঃপর তাহারা যে একই ভাগ্য উভয়ে ভোগ করিবে, আমাদের দেশে এই প্রথা তাহারই নিদর্শনস্বরূপ এবং পতিগৃহে আশ্রয় সন্ধানের পূর্ব্বে ইহাই কন্যার পিতৃগৃহে শেষ আহারগ্রহণ। বরের গৃহাভিমুখে মিছিলটি অত্যন্ত প্রমোদময় হইয়াছিল। যথাস্থানে পৌঁছিবামাত্র প্রথা-অনুসারে আনন্দসূচক বন্দুকধ্বনি করা হইল; দ্বারমণ্ডপে পুষ্পমালা ও ফলের গুচ্ছের মধ্যে বরের মা হাতে একটি গমের পাত্র লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাতে লবণ মিশ্রিত—ঐগুলির প্রথমটি প্রাচুর্য্যের, দ্বিতীয়টি আতিথেয়তার নিদর্শনস্বরূপ।

২০২

স্ক্যাকাটোস্-গৃহিণী সে কী সগৌরব মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া, পুত্রের নববধূর সম্মুখে ঐ পাত্রস্থ দ্রব্যগুলি শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করিলেন, কী আবেগের সহিতই তিনি আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিলেন! নৃত্য, ভোজ, এবং পুষ্প, মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপহারদান অবশ্য প্রচুর পরিমাণেই হইয়াছিল, কিন্তু বিবাহ-উৎসবদলের অনেকের মনেই পাথরের মতো কী যেন একটা গুরুভার চাপিয়া রহিল। তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে, এমন সময় অ্যান্‌ড্রিয়া স্ক্যাকাটোস্ যিনি ঐ অশুভ বিবাহদিনের পর হইতেই গম্ভীর আলাপবিমুখ এবং হতাশভাব ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি হঠাৎ ষ্টাজ্জুতে প্রবেশ করিয়া স্ক্যাকাটোস্-জায়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পত্নী, অনুনয় করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার সঙ্গে এসো।"

২০৩

রমণী আমাকে পরে বলিয়াছেন যে, তাঁহার সমস্ত শিরার ভিতর দিয়া যেন একটা হিম-কম্পন প্রবাহিত হইয়া গেল এবং যন্ত্রের ন্যায় স্বামীর পদক্ষেপ অনুসরণ করিয়া উঠান পার হইয়া একটি বন্ধুর পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া, কর্ক্ ও চেষ্টনাট্ বৃক্ষের একটি ক্ষুদ্র বনে গিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি থামিলেন এবং ভূমিতলের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বিশেষ এক স্থান হইতে কতকগুলি মৃত্তিকার চাপ

সরাইয়া দিতে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার পত্নীকে বলিলেন। তিনি তাহাই করিলেন এবং উভয়ে একত্র হইয়া একটি বৃহৎ মাটির কলস তুলিলেন। অ্যান্‌ড্রিয়া বলিলেন, "এই কলসে ৪০০০ হাজার Scudi স্বর্ণমুদ্রা আছে, উহা সারাজীবন নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের সঞ্চয়। আমি প্রয়োজনের দিনের জন্য ইহা সযত্নে রক্ষা করিয়াছি, কে যেন আমাকে বলিতেছে যে, সেই সময় উপস্থিত। যে কোনো একটা বহিরুৎপাতে হয়তো আমার প্রাণ যাইতেও পারে, এবং এই সম্বল-সম্বন্ধে তুমি অজ্ঞ থাকো, ইহা আমার ইচ্ছা নহে।" এই বলিয়া তিনি সেই কলস যত্নপূর্ব্বক পুনর্ব্বার যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন, তাহা পুনর্ব্বার মাটির চাপড়া দিয়া আচ্ছাদিত করিলেন এবং ধীরে ধীরে গম্ভীরমুখে আপনার গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।"

২০৪

এই স্থানে বেচারি পুরোহিত হৃদয়াবেগের প্রবলতায় অভিভূত হইয়া কিছু ক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। "মহাশয়গণ (Signori) ইহা অতি ভয়ানক কাহিনী, অতি ভয়ানক। যাহা হউক, আমাকে আবার বলিতে হইবে। আমার এই সন্ত-বর্ণিত ঘটনাবলির পরদিনেরই সন্ধ্যাকালে আন্‌ড্রিয়া স্ক্যাকাটোস্ এবং তাঁহার পরিবারবর্গ একত্র কাঠের আগুনের সম্মুখে বসিয়া ছিলেন, তাঁহাদের পরিবারটি বড়ো সুন্দর, অতি সুন্দর। তরুণ পিয়েট্রো ও তাহার বধূ এবং তিনটি ছোটো ভ্রাতা, তাহাদের মধ্যে একজন একান্তই শিশু! এই কাহিনী বলিতে আমার হৃদয় বিক্ষত হইয়া উঠিতেছে স্ক্যাকাটোস্-গৃহিণী সান্ধ্য-ভোজ্যের অবশেষ তুলিয়া রাখিতে ভিতরের ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন, এমন সময় কুকুরের প্রচণ্ড চীৎকার, যেন অশ্বারোহীদলের পদধ্বনি এবং রুদ্ধদ্বারে প্রবল আঘাতের শব্দ শোনা গেল। একটা আকস্মিক বেদনা যেন রমণীর হৃদয় ভেদ করিল, তিনি অনুভব করিলেন সময় আসিতেছে, এবং আপনার সর্ব্বকনিষ্ঠ এবং সম্ভবত প্রিয়তম পুত্রটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া তিনি তাহাকে একটি শূন্য মদের পিপার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, যদি সে বাঁচিতে চায় তবে যেন চুপ করিয়া থাকে।

২০৫

এদিকে অ্যান্‌ড্রিয়া দৃঢ়স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "বাহিরে কে?" "আমরা মিত্র," এই বিশ্বাসঘাতী উত্তর আসিল। তাঁহার পত্নী তাঁহার পার্শ্বে প্রত্যাগত হইয়া অনুনয় করিয়া বলিলেন, "স্বামিন্, আমি তোমাকে মিনতি করিয়া বলিতেছি, তুমি দ্বার খুলিও না, উহা পুজ্জুর কণ্ঠস্বর।" "গৃহিণি, আতিথেয়তার প্রয়োজনে ইহা করিতে

হইবে, ইহা ধর্মকার্য্য।" আবার দ্বারে আঘাত হইল, এবার প্রথম বারের অপেক্ষাও প্রবলতর শব্দে "রাজার দোহাই, অ্যান্‌ড্রিয়া স্ক্যাকাটোস্, তোমার দরজা খোলো, শীঘ্র খোলো।" দরজা খোলা হইল, এবং অ্যান্‌ড্রিয়া স্ক্যাকাটোস্ জিওভ্যানি পুজ্জুর নিজ হস্তের গুলিতে হত হইয়া আপনার বীর্য্যবতী পত্নীর পার্শ্বে পড়িয়া গেলেন। তিনি ঐ ভয়ানক ব্যাপার সম্পূর্ণ সংঘটিত হইতে দেখিয়া, ঐ সশস্ত্র হত্যাকারিদলের ভিতর দিয়া যুঝিতে যুঝিতে, কয়েকটি ভীষণ আঘাত লাভ করা সত্ত্বেও, বাহির হইয়া পলায়ন করিলেন। Giovanni Puzzu-কে সম্বোধন করিয়া একটি তরুণ কণ্ঠ কাতরভাবে বলিয়া উঠিল, "ধর্ম্মপিতা,—দেবতার দোহাই, ভগবানের সহিত শান্তি স্থাপনের জন্য আমাকে এক মুহূর্ত্ত জীবন ভিক্ষা দাও।" কিন্তু আবেদন বৃথাই হইল, বন্দুকের গুলি ছুটিল, এবং যে গুলি তরুণ পিয়েট্রোর মস্তিষ্ক চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল, তাহাই তাহার সুশীলা বধূর বক্ষ ভেদ করিয়া গেল এবং এক এক করিয়া তিনটি পুত্র ও একটি পুত্রবধূ ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ-স্তূপে একত্র শায়িত হইল।

২০৬

উন্মুক্ত কফিনের ভিতর হতব্যক্তিগণের দেহ রক্ষিত হইল, প্রত্যেকেরই বক্ষস্থলে এক একটি ক্রুশ। ভাড়া-করা বিলাপকারিণীর দল আসিয়া পৌঁছিল—আপনারা জানেন যে উহা অতি প্রাচীন প্রথা, অন্য দেশে বোধ করি উহা বহুকাল হইল আর পালিত হয় না—যাহা হউক তাহারা অসংযত অঙ্গভঙ্গী-সহকারে, আলুলায়িত-কেশে ভয়াবহ চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অনতিবিলম্বে তাহাদের দলের নেত্রী হত স্ক্যাকাটোসের দেহের ঊর্দ্ধে বাহু বিস্তার করিয়া দাঁড়াইল এবং গম্ভীর অপার্থিব কণ্ঠে এই কথাগুলি বলিতে লাগিল। "চাহিয়া দেখো, বলশালী ব্যক্তি আজ ধূলায় লুণ্ঠিত, সাধু ব্যক্তি আজ দস্যুহস্তে ভূপতিত। হায়, হায়, হায়! তাঁহার জীবন উর্ব্বরা গোচারণ-ভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদীর ন্যায় ছিল, উহা চারিদিকে উর্ব্বরতা দান করিত। হায়, হায়, হায়! তাঁহার জীবনের দিনগুলি কী শান্তিপূর্ণ ও অক্ষুব্ধ ছিল, উহা চতুর্দ্দিকে আশিস বর্ষণ করিত। হায়, হায়, হায়! কারণ তিনি সিংহের ন্যায় বীর্য্যবান ও সাহসী অথচ কপোতের ন্যায় মৃদুস্বভাব ছিলেন। হায়, হায়, হায়! কারণ তাঁহার আত্মা অগ্নিশিখার ন্যায় নির্ম্মল এবং তাঁহার বাক্য মধুর ন্যায় মিষ্ট ছিল। হায়, হায়, হায়!"

২০৭

"কিন্তু তোমার ঋণ পরিশোধ হইবে, তোমার ক্ষতসকল ঐ শত্রুর বক্ষেই প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে। হায়, হায়, হায়! পার্ব্বত্য গৃধিনী তাহার দেহ ভোগ করিবে, এবং দাঁড়কাক তাহার চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলিবে। হায়, হায়, হায়! তোমার রক্তাক্ত অঙ্গাবরণ তোমার প্রতিশোধকারীদিগের হস্তে অবতীর্ণ হইবে, রোষের বিগ্রহস্বরূপে তাহা বংশানুক্রমে রক্ষিত হইতে থাকিবে। হায়, হায়, হায়! অতএব তুমি তোমার নির্জ্জন সমাধিতে বিশ্রাম লাভ করো, কারণ তোমার হত্যার প্রতিশোধ লইতে বিলম্ব হইবে না। হায়, হায়, হায়! হাঁ এইরূপই ঘটিবে, তোমার হইয়া পূরা প্রতিশোধ দেওয়া হইবে।" এই বলিয়া রমণী তাহার উগ্রবাক্‌প্রবন্ধ সমাপ্ত করিল এবং শেষের দিকে তাহার চীৎকার উচ্চতর ও দীর্ঘতর হইয়া উঠিয়া নাড়ীতে নাড়ীতে যেন স্পন্দন জাগাইয়া তুলিল। তখন স্ক্যাকাটোস্‌-গৃহিণী এক হস্তে হত স্বামীর রক্তাক্ত অঙ্গাবরণ লইয়া এবং অন্য হস্তে যে-শিশুকে তিনি মদের পিপার ভিতরে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই নয় বৎসর বয়স্ক ক্ষুদ্র Michele-এর হস্ত ধারণ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

২০৮

একবার সেই মৃতদেহের নিশ্চল বিবর্ণ মূর্ত্তির দিকে এবং একবার সেই রক্তরঞ্জিত স্মৃতিচিহ্নের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, এবং ঐ শিশুর ক্লিষ্ট মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "শপথ করো, মিকেল শপথ করো যে, তুমি এই গর্হিত কার্য্যের প্রতিশোধ লইবে, স্বর্গবাসী সকল সাধুপুরুষের দোহাই যে, যত দিন না দস্যুর নিপাত হয়, তত দিন তুমি কোনো আমোদ করিবে না এবং তোমার আত্মা কোনো শান্তি পাইবে না; আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি, শপথ করো, এবং ঐ শপথ তোমার বয়োবৃদ্ধির সহিত বর্দ্ধিত হউক, যত দিন পর্য্যন্ত ঐ ন্যায়ানুমোদিত প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার মতো তোমার বাহু বলিষ্ঠ এবং চক্ষু স্থিরলক্ষ্য না হয়।" ঐ বালক খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হে আমার পিতা, আমি তোমার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সাধুপুরুষগণ আমার সহায় হউন;" এবং ঐ ভীষণ বাক্য উচ্চারণকালে তাহার বিশাল নয়নদ্বয় বিস্ফারিত এবং তাহার আরক্ত ক্ষুদ্র অধরোষ্ঠ দৃঢ় ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার শিশুমুখ হইতে যখন এক একটি করিয়া ঐ ভয়ানক কথা বাহির হইতে শুনিলাম, তখন ভিতরে ভিতরে লোমহর্ষণ অনুভব করিলাম।"

২০৯

"মহাশয়গণ, আমার আর অল্পই বলিবার আছে, অতি অল্প। যদিও স্বদেশের প্রথা অনুসরণ করিয়া স্ক্যাকাটোস্-গৃহিণী প্রতিবৎসর ঐ ভয়ানক দিনে তাঁহার পুত্রকে ঐ ভীষণ প্রতিজ্ঞার পুনরুচ্চারণ করাইতেন, তথাপি তিনি প্রতিশোধের আঘাত হানিবার জন্য উঁহার তরুণ বাহুর বললাভ ও দৃষ্টির অচপলতা-লাভের অপেক্ষা করেন নাই। তাঁহার আপনার হস্তেই প্রতিশোধের উপায় ছিল এবং তিনি অতি প্রবলরূপেই তাহা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি গভর্মেণ্টের নিকটে বিচারপ্রার্থী হইলেন এবং আবেদন করিয়া এমন সফলতা লাভ করিলেন যে, ঐ ঘৃণ্য দুরাত্মা জিওভ্যানি পুজ্জু সাসারিতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইল, লিয়োনার্ডো ও পিয়েট্রো La Madalena নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে নির্ব্বাসিত হইল এবং ঐ পরিবারস্থ আরও পাঁচটি ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের ভয়ে পর্ব্বতে পলায়ন করিল; এই অ্যান্‌ড্রিয়া তাহাদেরই মধ্যে একজন। মহাশয়গণ, ইহার পরে আর আমার অল্পই বলিবার আছে। যাহাদের নামই ভীতিজনক ছিল এবং যাহাদের ক্ষমতা কোনোই সীমা গ্রাহ্য করিত না, এমন দুরাত্মাদিগকে সকল প্রকার বিপদাশঙ্কা স্বীকার করিয়াও সমুচিত দণ্ডিত করাইবার পরে স্বীয় দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়া অ্যান্‌ড্রিয়া স্ক্যাকাটোসের বিধবা পত্নী এখন Tempis-র এক সন্ন্যাসিনীমঠে প্রবেশ করিয়াছেন।"

২১০

ইহা লক্ষ্য করিবার যোগ্য, যে সকল যুগে পরাক্রম-বিস্তারকেই ন্যাশনাল অত্যাকাঙ্ক্ষার প্রধান সহায়রূপে আহ্বান করা হইয়াছে, সেই যুগগুলিই মানবের শ্রেষ্ঠ বা উচ্চতম ফললাভের জন্য খ্যাত নহে। Cæsar-এর রাজ্যকালে দেশজয় ও আধিপত্য-বিস্তারের পথে রোম যখন নির্ম্মমভাবে যাত্রা করিয়াছিল, তখন বহুবিস্তৃত অধীন দেশসমূহে তাহার অস্ত্রচালনার সফলতায় মোহ প্রসার করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বকালেই রোম আপন বুদ্ধি-বিকাশের পরাকাষ্ঠায় উঠিয়াছিল। এসিয়াতে আপন আধিপত্য-বিস্তারের পূর্ব্বে ইজিপ্ট্ তাহার কলা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা সকল প্রকাশ করিয়াছিল এবং যে এসীরিয়া প্রাচীনকালে সামরিক শক্তিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল, আত্মোৎকর্ষ-শক্তি তাহার ছিল না। একথা নিশ্চয়ই বলা যায় না যে, বুদ্ধির সাফল্য-লাভ-সম্বন্ধে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের পরের জর্ম্মানি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী জর্ম্মানির অপেক্ষা মহত্তর।

২১১

George Brandes বিষাদের সহিত এই তথ্যটি-সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৮৭০ শালে জর্ম্মান-উপরাজ্যগুলির সম্মিলনের পর হইতেই জর্ম্মানিতে উদার-মতের হ্রাস আরম্ভ হয়। ব্রাণ্ডেস্ বলেন, "বর্ত্তমান প্রজাতির বৃদ্ধ মানুষেরাই মনোভাবে তরুণ, অপর পক্ষে যুবকদের অনেকেই প্রতিমুখ মতগুলির সহিত আপনাদিগকে সংশ্লিষ্ট করিয়াছে।" শতাব্দীর বিগত চতুর্থাংশ সময়ে জর্ম্মানির আর্থিক সমৃদ্ধি, এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির পরিণতি সাহিত্যে দর্শনে এমন কি পাণ্ডিত্যেও তেমন প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিদিগকে জন্ম দেয় নাই, যেমন ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। Kant-এর সময়েই জর্ম্মানিতে দর্শনের মহাযুগ আরম্ভ হয়, কিন্তু তিনি এমন সময়ে জন্মিয়াছিলেন, যখন জর্ম্মানিকে বিস্তীর্ণতর করিবার চিন্তাও কোথাও ছিল না। Goethe এবং Schiller এমন সময়ে বিরাজমান ছিলেন, যখন জর্ম্মন জনসমূহ নেপোলিয়নীয় আধিপত্যের ছায়াতলে বাস করিত এবং যখন লোকেরা স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রয়াস পাইতেছে, সেই সময়ে স্বাধীনতার কবি Heine তাঁহার অমর গানগুলি গাহিয়াছেন।

২১২

পূর্ব্বে আমি এক আকাশ-চারী বিদ্যাধর ছিলাম। এক সময়ে আমি হিমালয়ের একটি শিখরের উপর দিয়া যাইতেছিলাম। নীচে মহাদেব তখন গৌরীর সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন; তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাওয়ায়, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ প্রদান করিলেন—"তুমি মনুষ্য-গর্ভে নিপতিত হও! সেখানে এক বিদ্যাধরী স্ত্রী লাভ করিয়া ও পুত্রকে তোমার পদে স্থাপিত করিয়া তুমি নিজের পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিবে এবং পুনর্ব্বার বিদ্যাধররূপে জন্মলাভ করিবে।" শিব আমার শাপাবসানকাল জানাইয়া দিয়া তিরোহিত হইলে, আমি অচিরেই ভূতলে এক বনিগ্‌বংশে জন্ম লইলাম। আমি বল্লভী-নামক নগরে এক ধনশালী বণিকের পুত্র হইয়া বাড়িয়া উঠিলাম, আমার নাম ছিল বসুদত্ত।

২১৩

কালক্রমে আমি যৌবনপ্রাপ্ত হইলে, পিতা আমার জন্য একদল পরিচর নিযুক্ত করিলেন, এবং আমি তাঁহার আদেশে বাণিজ্যের জন্য দেশান্তরে গমন করিলাম। আমি যখন যাইতেছিলাম, তখন একজন দস্যু এক অরণ্যে আমাকে আক্রমণ করিল

এবং আমার সর্ব্বস্ব লইয়া আমাকে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া নিজেদের পল্লীতে, পশুপ্রাণগ্রাসোদ্যত কৃতান্তের জিহ্বার ন্যায় দীর্ঘ ও চঞ্চল রক্তবর্ণ-পতাকান্বিত এক ভীষণ চণ্ডী-মন্দিরে লইয়া গেল। তাহারা সেখানে আমাকে বলির জন্য তাহাদের দেবী-পূজা-রত প্রভু পুলিন্দকের নিকট উপস্থিত করিল। চণ্ডাল হইলেও, আমাকে দেখিবামাত্রই তাঁহার হৃদয় করুণাবিগলিত হইল; হৃদয়ের অহৈতুক স্নেহচাঞ্চল্য পূর্ব্বজন্মের সখ্যের নিদর্শন।

২১৪

অনন্তর সেই শবরপতি হত্যা হইতে আমাকে বাঁচাইয়া যখন নিজেকেই বলি দিয়া পূজা সমাপ্ত করিতে উদ্যত হইলেন, তখন এক দৈববাণী তাঁহাকে বলিলেন—"এরূপ করিও না, আমি তোমার প্রতি প্রসন্না হইয়াছি, আমার নিকট বর প্রার্থনা করো।" তিনি ইহাতে আনন্দিত হইয়া বলিলেন—"দেবি, আপনি প্রসন্না হইয়াছেন; ইহা ছাড়া অন্য কোন্ বরে আমার প্রয়োজন থাকিতে পারে? তথাপি আমি ইহাই প্রার্থনা করিতেছি যে জন্মান্তরেও যেন এই বণিকের সহিত আমার বন্ধুত্ব হয়।" "তথাস্তু"—এই বলিয়া দৈববাণী নীরব হইলে, সেই শবর আমাকে প্রভূত অর্থ দিয়া স্বভবনে পাঠাইয়া দিলেন।

২১৫

হিমবান্ নামে এক মহাপর্ব্বত আছে; ইহা জগজ্জননীর পিতা, এবং কেবল গিরিরাজ নহে, শিবেরও গুরু বটে। বিদ্যাধরগণের আবাসভূত সেই মহাপর্ব্বতে বিদ্যাধরাধিপতি রাজা জীমূতকেতু বাস করিতেন। তাঁহার গৃহে পূর্ব্বপুরুষক্রমাগত সার্থকনামা কল্পবৃক্ষ ছিল। এক দিন রাজা জীমূতকেতু তাঁহার উদ্যানে সেই দেবতাত্মক কল্পদ্রুমের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন—"হে দেব, আমরা আপনার নিকট হইতে সর্ব্বদা সমস্ত দ্রব্যই পাইয়া থাকি; আমি পুত্রহীন, অতএব, আমাকে একটি বিজয়ী পুত্র প্রদান করুন!" কল্পদ্রুম বলিলেন—"রাজন্, আপনার এক জাতিস্মর, দানবীর ও সর্ব্বভূতে দয়াবান্ পুত্র উৎপন্ন হইবে!" ইহা শ্রবণে রাজা আনন্দিত হইয়া কল্পবৃক্ষকে প্রণামপূর্ব্বক গমন করিলেন এবং রাণীকে এই সংবাদ জানাইয়া তাঁহার আনন্দ উৎপাদন করিলেন।

২১৬

তদনুসারে অচিরেই তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হইল এবং পিতা সেই পুত্রের নাম রাখিলেন জীমূতবাহন। অনন্তর মহাসত্ত্ব জীমূতবাহন সর্ব্বভূতের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুকম্পার সহিত বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন।

কালক্রমে যৌবরাজ্য-প্রাপ্ত হইলে, তিনি একদিন জগতের প্রতি অনুকম্পাবশত নির্জ্জনে পিতাকে নিবেদন করিলেন,—"তাত, আমি জানি, এই সংসারে সমস্ত পদার্থই ক্ষণভঙ্গুর; কিন্তু একমাত্র মহাপুরুষগণের নির্ম্মল যশই কল্পান্ত পর্য্যন্ত টিঁকিয়া থাকে। যদি পরোপকার-জনিত যশ লাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে উদার ব্যক্তিগণের নিকটে তাহার মতো আর কোন্ ধন প্রাণাপেক্ষাও অধিক মূল্যবান পরিগণিত হইতে পারে?"

২১৭

"যে সম্পদে পরের উপকার করিতে পারা যায় না, তাহা তো বিদ্যুতের ন্যায় কেবল ক্ষণকালের জন্য লোকচক্ষুর কষ্টই উৎপাদন করিয়া বিলীন হইয়া যায়। অতএব এই যে আমাদের অধিকারে অভিলষিত বস্তুপ্রদ কল্পবৃক্ষ রহিয়াছেন, ইঁহাকে যদি পরোপকারে লাগাইতে পারা যায়, তাহা হইলে ইঁহার নিকটে সমস্ত ফল পাওয়া যাইবে। অতএব আমি সেইরূপ উপায় গ্রহণ করিতে চাহি, যাহাতে ইঁহার ধন দ্বারা প্রার্থী জনসমূহ দারিদ্র্য হইতে মুক্ত হয়।" জীমূতবাহন পিতাকে এই আবেদন জানাইয়া ও তাঁহার অনুজ্ঞা লাভ করিয়া কল্পদ্রুমের নিকটে গমনপূর্ব্বক বলিলেন,—"হে দেব, আপনি সর্ব্বদা আমাদিগকে অভীষ্ট ফল দান করিয়া থাকেন। অতএব আজ আপনি আমাদের একটি অভিলাষ পূর্ণ করুন। হে বন্ধু, আপনি এই সমগ্র পৃথিবীর দৈন্য উপশম করুন! আপনার জয় হউক, আপনি ধনার্থী জগতেরই জন্য প্রদত্ত হইয়াছেন।" সেই ত্যাগশীল কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া কল্পদ্রুম ভূতলে প্রচুর স্বর্ণবর্ষণ করিলেন এবং লোকেরা তাহাতে আনন্দিত হইয়া উঠিল।

২১৮

পূর্ব্বকল্পে কাল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া সেখানে দিবারাত্রি মন্ত্র জপ করিতেছিলেন। তাঁহার জপ করিতে করিতে দেবগণের দুই অযুত বৎসর চলিয়া গেল। তখন তাঁহার মস্তক হইতে অবিচ্ছিন্ন এক মহৎ জ্যোতি আবির্ভূত হইল এবং ইহা দশ সহস্র সূর্য্যের ন্যায় অন্তরীক্ষে উৎসারিত হইয়া সিদ্ধ প্রভৃতির গতিকে রুদ্ধ, ও ত্রিভুবনকে প্রজ্জ্বলিত করিল। তখন ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা আগমন করিয়া কহিলেন—"হে ব্রাহ্মণ, আপনার জ্যোতিতে এই সমস্ত ভুবন দগ্ধ হইতেছে। আপনার যে বর অভিলষিত হয় গ্রহণ করুন।" তিনি তাঁহাদিগকে উত্তর দিলেন—"জপ ভিন্ন অন্যত্র যেন আমার অনুরাগ না হয়, ইহাই আমার বর, আমি অন্য কিছু চাহি না।"

২১৯

যখন তাঁহারা তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুনয় করিতে লাগিলেন, তখন সেই জপকারী সে স্থান হইতে দূরে গমন করিয়া হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে থাকিয়া জপ করিতে লাগিলেন। সেখানেও যখন ক্রমশ তাঁহার অসামান্য তেজ অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন ইন্দ্র তাঁহাকে বিক্ষুব্ধ করিবার জন্য প্রলোভন প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সেই আত্মসংযমী অবিচলিত রহিলেন। অনন্তর তাঁহার নিকটে মৃত্যুকে দূতরূপে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন—"হে ব্রাহ্মণ, মর্ত্ত্যেরা এত দীর্ঘকাল বাঁচে না, অতএব আপনি নিজের জীবন পরিত্যাগ করুন; প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন না।" ইহা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"যদি আমার আয়ুর সীমা পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি আমাকে লইয়া যাইতেছ না কেন? তুমি কিসের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছ? হে দেব পাশহস্ত, আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজের প্রাণ ত্যাগ করিব না, কেন না ইচ্ছা করিয়া দেহত্যাগ করিলে আমাকে আত্মঘাতী হইতে হইবে!"

২২০

এইরূপ বলিলে, তাঁহার প্রভাব বশত মৃত্যু যখন তাঁহাকে লইয়া যাইতে পারিলেন না, তখন যেমন তিনি আসিয়াছিলেন তেমনিই চলিয়া গেলেন। অনন্তর ইন্দ্র তাঁহাকে বলপূর্ব্বক স্বর্গে লইয়া গেলেন। সেখানে তিনি সেখানকার প্রমোদসম্ভোগে বিমুখ হইয়া জপ হইতে বিরত হইলেন না। তাই দেবতারা তাঁহাকে পুনশ্চ ভূলোকে নামাইয়া দিলেন, এবং তিনিও হিমালয় প্রত্যাগমন করিলেন। সেখানে যখন দেবতারা সকলেই তাঁহাকে বরগ্রহণে সম্মত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন সেই পথে রাজা ইক্ষ্বাকু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যখন তিনি সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন, তখন তিনি ঐ জপকারীকে বলিলেন—"আপনি যদি দেবগণের নিকট বর গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে আমার নিকট হইতে গ্রহণ করুন।"

২২১

জপকারী ইহা শ্রবণে হাস্য করিয়া রাজাকে বলিলেন—"আমি দেবগণের নিকট যখন বর গ্রহণ করিতেছি না, তখন আপনি আমাকে বরদান করিতে পারেন!" তিনি এই কথা বলিলে, ইক্ষ্বাকু ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"আমি যদি আপনাকে বর প্রদান করিতে সমর্থ না হই, আপনি আমাকে দিতে পারেন; অতএব আমাকে একটি বর দান করুন।" জপকারী বলিলেন—"আপনার যাহা অভীষ্ট হয় প্রার্থনা করুন, আমি

আপনাকে তাহা দিব।" রাজা ইহা শুনিয়া মনে মনে বিচার করিলেন—"আমি দান করিব, এবং তিনি গ্রহণ করিবেন, এই বিহিত বিধান; কিন্তু তিনি দান করিবেন আর আমি গ্রহণ করিব, ইহা বিপরীত বিধি।" রাজা যখন এই সঙ্কটসম্বন্ধে চিন্তা করিয়া বিলম্ব করিতেছিলেন, তখন দুইটি ব্রাহ্মণ বিবাদ করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং রাজাকে দেখিয়া বিচারের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন। প্রথম ব্যক্তি বলিলেন—"এই ব্রাহ্মণ আমাকে দক্ষিণার সহিত একটি গাভী প্রদান করিয়াছেন। আমি ইঁহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতেছি, কিন্তু ইনি আমার হাত হইতে তাহা কেন গ্রহণ করিবেন না?" অপর ব্যক্তি বলিলেন—"আমি ইহা প্রথমে গ্রহণ করি নাই, আর ইহা প্রার্থনাও করি নাই, তবে ইনি কেন ইহা আমাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করাইতে ইচ্ছা করিতেছেন?"

২২২

রাজা ইহা শুনিয়া বলিলেন—"এই অভিযোগকারীর অভিযোগ ঠিক নহে। আপনি গাভী গ্রহণ করিবার পর যিনি ইহা দিয়াছেন তাঁহাকেই আবার বলপূর্ব্বক ফিরাইয়া দিতেছেন কেন?" রাজা ইহা বলিলে ইন্দ্র অবসর পাইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"হে রাজন্‌, আপনি যদি ইহাই ন্যায্য বলিয়া জানেন, তবে ঐ জপকারী ব্রাহ্মণের নিকট প্রার্থনা করিয়া তৎপরে প্রাপ্ত বরটি তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিতেছেন না কেন?" রাজা ইহার উত্তর ভাবিয়া না পাইয়া সেই জপকারী ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"ভগবন্‌, আপনার জপের অর্দ্ধেক অংশের ফল বররূপে আমাকে প্রদান করুন।" অনন্তর সেই জপকারী ব্রাহ্মণ বলিলেন—"ভালো, আমার জপের অর্দ্ধেক ফল তুমি গ্রহণ করো।" এই বলিয়া তিনি রাজাকে বর প্রদান করিলেন। রাজা এই বরের দ্বারা সর্ব্বলোকেই নিজের গতি লাভ করিলেন, এবং সেই জপকারীও শিবলোক প্রাপ্ত হইলেন।

২২৩

আর এক প্রকারে পৃথিবীর ধ্বংস ঘটিতে পারে। একটি প্রকাণ্ড উল্কাপ্রস্তর কোনও একদিন আকাশ হইতে পড়িতে পারে। বস্তুত প্রস্তরখণ্ড আকাশ হইতে পৃথিবীতে পড়িতেছেই। এইরূপ নানা আয়তনের প্রস্তর মিউজিয়ামে দেখা যায়, তাহাদের কোনো-কোনোটা ওজনে বহুশত পাউণ্ড ভারি। এমন হইতে পারে, কোনও এক সময়ে বহুশত মাইল আয়তনের পাথর পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইবে।

সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া সমস্ত মহাদেশগুলিকে ডুবাইয়া দিবার উপযুক্ত তরঙ্গের সৃষ্টি করিবার জন্য এতবড়ো প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডের প্রয়োজন হয় না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন সকল শক্তি আছে, যাহার সহিত তুলনা করিলে মানবের মধ্যে যে প্রবলতম, তাহারও শক্তি একটি মশকের লীলার মতো ; সে এমন শক্তি যাহার আঘাতে, বাতাসের এক দমকায় একপাল মশার মতো, সমস্ত মানুষকে পৃথিবী হইতে উড়াইয়া দিতে পারে।

২২৪

জীবন-সংগ্রামে গত কল্য যেমন যোগ্যতমরাই টিঁকিয়াছিল, আগামী কল্যও ঠিক সেইরূপই ঘটিবে ; কিন্তু অতীত কালে স্বার্থরক্ষাই যেমন যোগ্যতার পরিমাপক ছিল, ভবিষ্যতে সেইরূপ প্রেমের বিস্তৃতি ও গভীরতা দ্বারাই উদ্বর্ত্তনের মূল্য-নির্দ্ধারণ হইবে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানে এই যে শিক্ষা দিতেছে যে, কোনো মনুষ্যই একাকী কেবল আপনাকে লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, ইতঃপূর্ব্বে এমন করিয়া শিক্ষা আর কখনও দেওয়া হয় নাই। মনুষ্যকে যখন জঙ্গল ও প্রান্তরের বন্যপশুদের সঙ্গে লড়াই করিয়া চলিতে হইত, তখন প্রাণরক্ষার জন্য ব্যক্তিদের মধ্যে এবং তাহার পরে পরিবারগণের মধ্যে পরস্পর-সহকারিতা উহাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক ছিল। এক্ষণে পৃথিবীতে মানব-জাতির অনবচ্ছিন্ন জীবন ধারণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গোত্র ও Nation-এর পরস্পরের মধ্যে আরও অনেক অধিক সহকারিতার প্রয়োজন হইয়াছে। এক্ষণে এবং চিরকালই যে সকল ব্যক্তি বা জনসংঘ ক্রমবিকাশের অনুসারে মহা পুরোযাত্রার সময়ে না চলিবে, তাহাদের ভাগ্যে বিনাশ রহিয়াছে।

সহজ পাঠ

সহজ পাঠ

প্রথম ভাগ

অ আ

ছোটো খোকা বলে অ আ
শেখেনি সে কথা কওয়া।

ই ঈ

হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ
ব'সে খায় ক্ষীর খই।

উ ঊ

হ্রস্ব উ দীর্ঘ ঊ
ডাক ছাড়ে ঘেউ ঘেউ।

ঋ

ঘন মেঘ বলে ঋ
দিন বড়ো বিশ্রী।

এ ঐ

বাটি হাতে এ ঐ
হাঁক দেয় দে দৈ।

ও ঔ

ডাক পাড়ে ও ঔ
ভাত আনো বড়ো বৌ।

ক খ গ ঘ

ক খ গ ঘ গান গেয়ে
জেলে ডিঙি চলে বেয়ে।

ঙ

চরে ব'সে রাঁধে ঙ
চোখে তার লাগে ধোঁয়া।

চ ছ জ ঝ

চ ছ জ ঝ দলে দলে
বোঝা নিয়ে হাটে চলে।

ঞ

খিদে পায় খুকি ঞ
শুয়ে কাঁদে কিয়োঁ কিয়োঁ।

ট ঠ ড ঢ

ট ঠ ড ঢ করে গোল
কাঁধে নিয়ে ঢাক ঢোল।

ণ

বলে মূর্ধন্য ণ,
চুপ করো কথা শোনো।

ত থ দ ধ

ত থ দ ধ বলে, ভাই
আম পাড়ি চলো যাই।

ন

রেগে বলে দন্ত্য ন
যাব না তো কক্ষনো।

প ফ ব ভ

প ফ ব ভ যায় মাঠে
সারাদিন ধান কাটে।

ম

ম চালায় গোরু-গাড়ি
ধান নিয়ে যায় বাড়ি।

য র ল ব

য র ল ব ব'সে ঘরে
এক মনে পড়া করে।

শ ষ স

শ ষ স বাদল দিনে
ঘরে যায় ছাতা কিনে'।

হ ক্ষ

শাল মুড়ি দিয়ে হ ক্ষ
কোণে ব'সে কাশে খ ক্ষ।

প্রথম পাঠ

বনে থাকে বাঘ।
গাছে থাকে পাখি।
জলে থাকে মাছ।
ডালে আছে ফল।
পাখি ফল খায়।
পাখা মেলে ওড়ে।
বাঘ আছে আম বনে।
গায়ে চাকা চাঁকা দাগ।
পাখি বনে গান গায়।
মাছ জলে খেলা করে।
ডালে ডালে কাক ডাকে।
খালে বক মাছ ধরে।

বনে কত মাছি ওড়ে।
ওরা সব মৌ-মাছি।
ঐখানে মৌ-চাক।
তাতে আছে মধু ভরা।

আলো হয়,
গেল ভয়।
চারি দিক
ঝিকিমিক্।
বায়ু বয়
বন ময়।
বাঁশ গাছ
করে নাচ।
দিঘি জল
ঝল মল।
যত কাক
দেয় ডাক।
খুদিরাম
পাড়ে জাম।
মধু রায়
খেয়া বায়।

জয়লাল
ধরে হাল।
অবিনাশ
কাটে ঘাস।
ঝাউ ডাল
দেয় তাল।
বুড়ি দাই
জাগে নাই।
হরিহর
বাঁধে ঘর।
পাতু পাল
আনে চাল।
দীননাথ
রাঁধে ভাত।
গুরুদাস
করে চাষ।

দ্বিতীয় পাঠ

রাম বনে ফুল পাড়ে। গায়ে তার লাল শাল। হাতে তার সাজি। জবা ফুল তোলে। বেল ফুল তোলে। বেল ফুল সাদা। জবা ফুল লাল। জলে আছে নাল ফুল।

ফুল তুলে' রাম বাড়ি চলে। তার বাড়ি আজ পূজা। পূজা হবে রাতে।

তাই রাম ফুল আনে। তাই তার ঘরে খুব ঘটা। ঢাক বাজে, ঢোল বাজে। ঘরে ঘরে ধূপ ধুনা।

পথে কত লোক চলে। গোরু কত গাড়ি টানে। ঐ যায় ভোলা মালী। মালা নিয়ে ছোটে। ছোটো খোকা দোলা চ'ড়ে দোলে।

থালা ভরা ঠৈক মাছ, বাটা মাছ। সরা ভরা চিনি ছানা। গাড়ি গাড়ি আসে শাক লাউ আলু কলা। ভারী আনে ঘড়া ঘড়া জল। মুটে আনে সরা খুরি কলাপাতা।

রাতে হবে আলো। লাল বাতি। নীল বাতি। কত লোক খাবে। কত লোক গান গাবে। সাত দিন ছুটি। তিন ভাই মিলে' খেলা হবে।

কালো রাতি গেল ঘুচে,
আলো তারে দিল মুছে।
পুব দিকে ঘুম-ভাঙা
হাসে উষা চোখ-রাঙা।
নাহি জানি কোথা থেকে
ডাক দিল চাঁদেরে কে।
ভয়ে ভয়ে পথ খুঁজি'
চাঁদ তাই যায় বুঝি।
তারাগুলি নিয়ে বাতি,
জেগেছিল সারা রাতি,
নেমে এল পথ ভুলে'
বেলফুলে জুঁইফুলে।
বায়ু দিকে দিকে ফেরে
ডেকে ডেকে সকলেরে।
বনে বনে পাখি জাগে,
মেঘে মেঘে রং লাগে।
জলে জলে ঢেউ ওঠে,
ডালে ডালে ফুল ফোটে।

তৃতীয় পাঠ

ঐ সাদা ছাতা। দাদা যায় হাটে। গায়ে শাল জামা। মামা যায় খাতা হাতে। গায়ে সাদা শাল।

মামা আনে চাল ডাল। আর কেনে শাক। আর কেনে আটা।

দাদা কেনে পাকা আতা, সাত আনা দিয়ে। আর আখ আর জাম চার আনা। বাবা খাবে। কাকা খাবে। আর খাবে মামা। তার পরে কাজ আছে। বাবা কাজে যাবে।

দাদা হাটে যায় টাকা হাতে। চার টাকা। মা বলে, খাজা চাই, গজা চাই, আর ছানা চাই। আশাদাদা খাবে।

আশাদাদা আজ ঢাকা থেকে এল। তার বাসা গড়পারে। আশাদাদা আর তার ভাই কালা কাল ঢাকা ফিরে যাবে।

নাম তার মোতিবিল বহু দূর জল,
হাঁসগুলি ভেসে ভেসে করে কোলাহল।
পাঁকে চেয়ে থাকে বক, চিল উড়ে চলে,
মাছরাঙা ঝুপ ক'রে পড়ে এসে জলে।
হেথা হোথা ডাঙা জাগে ঘাস দিয়ে ঢাকা,
মাঝে মাঝে জলধারা চলে আঁকা বাঁকা।
কোথাও বা ধানখেত জলে আধো ডোবা,
তারি 'পরে রোদ পড়ে কিবা তার শোভা।
ডিঙি চ'ড়ে আসে চাষী, কেটে লয় ধান,
বেলা গেলে গাঁয়ে ফেরে গেয়ে সারি গান।
মোষ নিয়ে পার হয় রাখালের ছেলে,
বাঁশে বাঁধা জাল নিয়ে মাছ ধরে জেলে।
মেঘ চলে ভেসে ভেসে আকাশের গায়,
ঘন শেওলার দল জলে ভেসে যায়।

চতুর্থ পাঠ

বিনিপিসি, বামি আর দিদি ঐ দিকে আছে। ঐ যে তিন জনে ঘাটে যায়।

বামি ঐ ঘটি নিয়ে যায়। সে মাটি নিয়ে নিজে ঘটি মাজে। রানীদিদি যায় না। রানীদিদি ঘরে। তার যে তিন দিন কাশি। তার কাছে আছে মা, মাসি আর কিনি।

চলো ভাই নীলু। এই তালবন দিয়ে পথ। তার পরে তিলখেত। তার পরে তিসিখেত। তার পরে দিঘি। জল খুব নীল। ধারে ধারে কাদা। জলে আলো ঝিলিমিলি করে। বক মিটি মিটি চায় আর মাছ ধরে।

ঐ যে বামি ঘটি নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। ভাই, ঘড়ি আছে কি। দেখি। ছ'টা যে বাজে, আর দেরি নয়। এইবার আমি বাড়ি যাই। তুমি এসো পিছে পিছে। পাখি খাবে, দেখো এসে।

এ কী পাখি। এ যে টিয়ে পাখি। ও পাখি কি কিছু কথা বলে। কী কথা বলে। ও বলে রাম রাম হরি হরি। ও কী খায়। ও খায় দানা। রানীদিদি ওর বাটি ভ'রে আনে দানা। বুড়ি দাসী আনে জল।

পাখি কি ওড়ে।

না, পাখি ওড়ে না, ওর পায়ে বেড়ি।

ও আগে ছিল বনে। বনে নদী ছিল, ও নিজে গিয়ে জল খেত।

দীনু এই পাখি পোষে।

ছায়ার ঘোমটা মুখে টানি'
আছে আমাদের পাড়াখানি।
দিঘি তার মাঝখানটিতে,
তালবন তারি চারিভিতে।
বাঁকা এক সরু গলি বেয়ে
জল নিতে আসে যত মেয়ে।
বাঁশগাছ ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ে,
ঝুরু ঝুরু পাতাগুলি নড়ে।
পথের ধারেতে একখানে
হরিমুদী বসেছে দোকানে।

চাল ডাল বেচে তেল নুন,
খয়ের সুপারি বেচে চুন।
ঢেঁকি পেতে ধান ভানে বুড়ি,
খোলা পেতে ভাজে খই মুড়ি।
বিধু গয়লানি মায়ে পোয়
সকাল বেলায় গোরু দোয়।
আঙিনায় কানাই বলাই
রাশি করে সরিষা কলাই।
বড়োবউ মেজোবউ মিলে'
ঘুঁটে দেয় ঘরের পাঁচিলে।

পঞ্চম পাঠ

চুপ ক'রে ব'সে ঘুম পায়। চলো, ঘুরে আসি। ফুল তুলে আনি।

আজ খুব শীত। কচুপাতা থেকে টুপ্ টুপ্ ক'রে হিম পড়ে। ঘাস ভিজে। পা ভিজে যায়। দুখী বুড়ি উনুন-ধারে উবু হয়ে ব'সে আগুন পোহায় আর গুন্ গুন্ গান গায়।

গুপী টুপি খুলে' শাল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। ওকে চুপি চুপি ডেকে আনি। ওকে নিয়ে যাব কুলবনে। কুল পেড়ে খাব। কুলগাছে টুনটুনি বাসা ক'রে আছে। তাকে কিছু বলিনে।

আজ বুধবার, ছুটি। নুটু তাই খুব খুশী। সে-ও যাবে কুলবনে। কিছু মুড়ি নেব আর নুন। চড়ি-ভাতি হবে। ঝুড়ি নিতে হবে। তাতে কুল ভ'রে নিয়ে বাড়ি যাব। উমা খুশী হবে। উষা খুশী হবে। বেলা হোলো। মাঠ ধূ ধূ করে। থেকে থেকে হু হু হাওয়া বয়। দূরে ধুলো ওড়ে। চুনি মালী কুয়ো থেকে জল তোলে আর ঘুঘু ডাকে ঘু ঘু।

আমাদের ছোটো নদী চলে আঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।

পার হয়ে যায় গোরু, পার হয় গাড়ি,
দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি।
চিক্‌চিক্ করে বালি, কোথা নাই কাদা,
একধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।
কিচিমিচি করে সেথা শালিকের ঝাঁক,
রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের হাঁক।
আর-পারে আমবন তালবন চলে,
গাঁয়ের বামুনপাড়া তারি ছায়াতলে।
তীরে তীরে ছেলেমেয়ে নাহিবার কালে
গামছায় জল ভরি' গায়ে তারা ঢালে।
সকালে বিকালে কভু নাওয়া হোলে পরে
আঁচলে ছাঁকিয়া তারা ছোটো মাছ ধরে।
বালি দিয়ে মাজে থালা, ঘটিগুলি মাজে,
বধূরা কাপড় কেচে যায় গৃহকাজে।
আষাঢ়ে বাদল নামে, নদী ভর-ভর,—
মাতিয়া ছুটিয়া চলে ধারা খরতর।
মহাবেগে কলকল কোলাহল ওঠে,
ঘোলাজলে পাকগুলি ঘুরে' ঘুরে' ছোটে।
দুই কূলে বনে বনে প'ড়ে যায় সাড়া,
বরষার উৎসবে জেগে ওঠে পাড়া।

ষষ্ঠ পাঠ

বেলা যায়। তেল মেখে জলে ডুব দিয়ে আসি। তারপরে খেলা হবে।

একা একা খেলা যায় না। ঐ বাড়ি থেকে কয়জন ছেলে এলে বেশ হয়।

ঐ-যে আসে শচী সেন, মণি সেন, বংশী সেন। আর ঐ যে আসে মধু শেঠ আর খেতু শেঠ। ফুটবল খেলা খুব হবে।

বল্ নেই। গাছ থেকে ঢেলা মেরে বেল পেড়ে নেব। তেলিপাড়া মাঠে গিয়ে খেলা হবে।

খেলা সেরে ঘরে ফিরে যাব। দেরি হবে না।

বাবা নদী থেকে ফিরে এলে তবে যাব। গিয়ে ভাত খেয়ে খাতা নেব। লেখা বাকি আছে।

এসেছে শরৎ, হিমের পরশ
লেগেছে হাওয়ার 'পরে
সকালবেলায় ঘাসের আগায়
শিশিরের রেখা ধরে।
আমলকি-বন কাঁপে—যেন তা'র
বুক করে দুরু দুরু,
পেয়েছে খবর, পাতা-খসানোর
সময় হয়েছে শুরু।
শিউলির ডালে কুঁড়ি ভ'রে এল
টগর ফুটিল মেলা,
মালতী-লতায় খোঁজ নিয়ে যায়
মৌমাছি দুই বেলা।
গগনে গগনে বরষন-শেষে
মেঘেরা পেয়েছে ছাড়া,
বাতাসে বাতাসে ফেরে ভেসে ভেসে,
নাই কোনো কাজে তাড়া।
দিঘিভরা জল করে ঢল-ঢল,
নানা ফুল ধারে ধারে,
কচি ধানগাছে খেত ভ'রে আছে—
হাওয়া দোলা দেয় তা'রে।
যেদিকে তাকাই—সোনার আলোয়
দেখি-যে ছুটির ছবি,
পূজার ফুলের বনে ওঠে ওই
পূজার দিনের রবি॥

সপ্তম পাঠ

শৈল এল কই। ঐ-যে আসে ভেলা চ'ড়ে বৈঠা বেয়ে। ওর আজ পৈতে।

ওরে কৈলাস, দৈ চাই। ভালো ভৈষা দৈ আর কৈ মাছ। শৈল আজ খৈ দিয়ে দৈ মেখে খাবে।

দৈ তো গয়লা দেয়নি। তৈরি হয়নি। হয়তো বৈকালে দেবে।

পৈতে হবে চিঠি পেয়ে মৈনিমাসি আজ এল। মৈনিমাসি বৈশাখ মাসে ছিল নৈনিতালে। তাকে যেতে হবে চৈবাসা। তার বাবা থাকে গৈলা।

গৈলা কোথা।

জানো না, গৈলা বরিশালে। সেইখানে থাকে বেণী বৈরাগী। এখন সে থাকে নৈহাটি।

কাল ছিল ডাল খালি,
আজ ফুলে যায় ভ'রে।
বল্ দেখি তুই মালী,
হয় সে কেমন ক'রে॥

গাছের ভিতর থেকে
করে ওরা যাওয়া-আসা।
কোথা থাকে মুখ ঢেকে,
কোথা-যে ওদের বাসা।

থাকে ওরা কান পেতে
লুকানো ঘরের কোণে,
ডাক পড়ে বাতাসেতে,
কী ক'রে সে ওরা শোনে।

দেরি আর সহে না-যে,
মুখ মেজে তাড়াতাড়ি
কত রঙে ওরা সাজে,
চ'লে আসে ছেড়ে বাড়ি।

ওদের সে-ঘরখানি
থাকে কি মাটির কাছে।

দাদা বলে, জানি জানি
সে-ঘর আকাশে আছে।
সেথা করে আসা-যাওয়া
নানা রঙা মেঘগুলি।
আসে আলো, আসে হাওয়া
গোপন দুয়ার খুলি'॥

এ ছন্দটি দুই মাত্রায় অথবা তিন মাত্রায় পড়া যায়।

দুই মাত্রা, যথা—

কাল। ছিল। ডাল। খালি।
আজ। ফুলে। যায়। ভ'রে।

তিন মাত্রা, যথা—

কাল ছিল ডাল। খালি—।
আজ ফুলে যায়। ভ'রে—।

তিন মাত্রার তালে পড়লেই ভালো হয়।

অষ্টম পাঠ

ভোর হোলো। ধোবা আসে। ঐ তো লোকা ধোবা। গোরা-বাজারে বাসা। ওর খোকা খুব মোটা, গাল ফোলা।

ঐ-যে ওর পোষা গাধা। ওর পিঠে বোঝা। খুলে' দেখো। আছে ধুতি। আছে জামা, মোজা, শাড়ি। আরো কত কী।

ওর খুড়ো সুতো বেচে, উল বেচে। ওর মেসো বেচে ফুলের তোড়া।

ধোবা কোথা ধুতি কাচে, জানো? ঐ-যে ডোবা, ওখানে। ওর জল বড়ো ঘোলা।

গাধা ছোলা খেতে ভালোবাসে। ওকে কিছু ছোলা খেতে দাও।

ছোলা কোথা পাব। ঐ-যে ঘোড়া ছোলা খায়। ওর ঘর খোলা আছে।

ঐ কোঠাবাড়ি। ওখানে আজ বিয়ে। তাই ঢের ঘোড়া এল, গাড়ি এল। এক জোড়া হাতি এল।

মেজো মেসো হাতি চ'ড়ে আসে। ওটা বুড়ো হাতি। তার নাতি ঘোড়া চড়ে। কালো ঘোড়া। পিঠে ডোরা দাগ। পায়ে তার ফোড়া, জোরে চলে না। ঢোল বাজে। ঘোড়া ঘোর ভয় পায়।

দিনে হই এক মতো, রাতে হই আর।
রাতে-যে স্বপন দেখি মানে কী যে তার।
আমাকে ধরিতে যেই এলো ছোটো কাকা
স্বপনে গেলাম উড়ে' মেলে দিয়ে পাখা।
দুই হাত তুলে' কাকা বলে, থামো থামো,
যেতে হবে ইস্‌কুলে, এই বেলা নামো।
আমি বলি, কাকা, মিছে করো চেঁচামেচি,
আকাশেতে উঠে' আমি মেঘ হয়ে গেছি।
ফিরিব বাতাস বেয়ে রামধনু খুঁজি',
আলোর অশোক ফুল চুলে দেব গুঁজি'।
সাত-সাগরের পারে পারিজাত বনে,
জল দিতে চ'লে যাব আপনার মনে।
যেমনি এ কথা বলা অমনি হঠাৎ
কড়কড় রবে বাজ মেলে দিল দাঁত।
ভয়ে কাঁপি, মা কোথাও নেই কাছাকাছি,
ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি বিছানায় আছি।

নবম পাঠ

এসো এসো, গৌর এসো। ওরে কৌলু, দৌড়ে যা। চৌকী আন্।
গৌর, হাতে ঐ কৌটো কেন।
ঐ কৌটো ভ'রে মৌরি রাখি। মৌরি খেলে ভালো থাকি।
তুমি কী ক'রে এলে গৌর।
নৌকো ক'রে।

কোথা থেকে এলে।

গৌরীপুর থেকে।

পৌষ মাসে যেতে হবে গৌহাটি।

গৌর, জানো ওটা কী পাখি।

ও তো বৌ-কথা-কও।

না, ওটা নয়। ঐ-যে জলে, যেখানে জেলে মৌরলা মাছ ধরে।

ওটা তো পানকৌড়ি। চলো, এবার খেতে চলো। সৌরিদিদি ভাত নিয়ে ব'সে আছে।

নদীর ঘাটের কাছে
নৌকো বাঁধা আছে,
নাইতে যখন যাই, দেখি সে
জলের ঢেউয়ে নাচে।
আজ গিয়ে সেইখানে
দেখি দূরের পানে
মাঝনদীতে নৌকা কোথায়
চলে ভাঁটার টানে।
জানি না কোন্ দেশে,
পৌঁছে যাবে শেষে,
সেখানেতে কেমন মানুষ
থাকে কেমন বেশে।
থাকি ঘরের কোণে,
সাধ জাগে মোর মনে,
অম্নি ক'রে যাই ভেসে ভাই,
নতুন নগর, বনে।
দূর সাগরের পারে,
জলের ধারে ধারে,
নারিকেলের বনগুলি সব
দাঁড়িয়ে সারে সারে।

পাহাড়-চূড়া সাজে
নীল আকাশের মাঝে,
বরফ ভেঙে ডিঙিয়ে যাওয়া
কেউ তা পারে না-যে।

কোন্ সে বনের তলে
নতুন ফুলে ফলে
নতুন নতুন পশু কত
বেড়ায় দলে দলে।

কত রাতের শেষে
নৌকো-যে যায় ভেসে ;
বাবা কেন আপিসে যায়,
যায় না নতুন দেশে।

দশম পাঠ

বাঁশগাছে বাঁদর। যত ঝাঁকা দেয় ডাল তত কাঁপে।

ওকে দেখে পাঁচু ভয় পায়, পাছে আঁচড় দেয়।

বাঁশগাছ থেকে লাফ দিয়ে বাঁদর গেল চাঁপাগাছে। কী জানি, কখন ঝাঁপ দিয়ে নিচে পড়ে।

এইবার বাঁদর ভয় পেয়েছে। ভোঁদা কুকুর ওকে দেখে ডাকছে। খাঁদু ওকে ঢিল ছুঁড়ে' তাড়া করেছে।

পাঁচটা বেজে গেছে।

ঝাঁকায় কাঁচা আম নিয়ে মধু গলিতে হেঁকে যায়।

আঁধার হোলো। ঐ-যে চাঁপাগাছের ফাঁকে বাঁকা চাঁদ। আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস উড়ে গেল।

দূরে ঠাকুর-ঘরে শাঁক বাজে, কাঁসি বাজে। কানাই ছাদে ব'সে বাঁশি বাজায়।

ঐ কে যেন কাঁদে।

না, কাঁদা নয়, কাঁটা গাছে পেঁচা ডাকে।

কত দিন ভাবে ফুল, উড়ে যাব কবে,
যেথা খুশি সেথা যাব ভারি মজা হবে।
তাই ফুল একদিন মেলি' দিল ডানা,
প্রজাপতি হোলো, তারে কে করিবে মানা।

রোজ রোজ ভাবে ব'সে প্রদীপের আলো
উড়িতে পেতাম যদি হোত বড়ো ভালো।
ভাবিতে ভাবিতে শেষে কবে পেল পাখা,
জোনাকি হোলো সে, ঘরে যায় না তো রাখা।

পুকুরের জল ভাবে, চুপ ক'রে থাকি,
হায় হায়, কী মজায় উড়ে যায় পাখি।
তাই একদিন বুঝি ধোঁয়া-ডানা মেলে
মেঘ হয়ে আকাশেতে গেল অবহেলে।
আমি ভাবি, ঘোড়া হয়ে মাঠ হব পার,
কভু ভাবি মাছ হয়ে কাটিব সাঁতার।
কভু ভাবি পাখি হয়ে উড়িব গগনে।
কখনো হবে না সে কি ভাবি যাহা মনে।

সহজ পাঠ

দ্বিতীয় ভাগ

১ম পাঠ

বাদল করেছে। মেঘের রং ঘন নীল। ঢং ঢং ক'রে ৯টা বাজল। বংশু ছাতা মাথায় কোথায় যাবে। ও যাবে সংসারবাবুর বাসায়। সেখানে কংস-বধের অভিনয় হবে। আজ মহারাজ হংসরাজসিংহ আসবেন। কংস-বধ অভিনয় তাঁকে দেখাবে। বাংলাদেশে তাঁর বাড়ি নয়। তিনি পাংশুপুরের রাজা। সংসারবাবু তাঁরি সংসারে কাজ করেন। কাংলা, তুই বুঝি সংসারবাবুর বাসায় চলেছিস ? সেখানে কংস-বধে সং সাজতে হবে। কাংলা, তোর ঝুড়িতে কী। ঝুড়িতে আছে পালং শাক, পিড়িং শাক, ট্যাংরা মাছ, চিংড়ি মাছ। সংসারবাবুর মা চেয়েছেন।

২য় পাঠ

আজ আত্মনাথবাবুর কন্যার বিয়ে—তাঁর এই শল্যপুরের বাড়িতে। কন্যার নাম শ্যামা। বরের নাম বৈদ্যনাথ। বরের বাড়ি অহল্যাপাড়ায়। তিনি আর তাঁর ভাই সৌম্য পাটের ব্যবসা করেন। তাঁর এক ভাই ধৌম্যনাথ কলেজে পড়ে আর রম্যনাথ ইস্কুলে। আত্মনাথ বড়ো ভালো লোক। দান-ধ্যান পুণ্য কাজে তাঁর মন। দেশের জন্য অনেক কাজ করেন। সবাই বলে, তিনি ধন্য। আত্মনাথবাবু তাঁর ভৃত্য [illegible]কে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমি বলেছি তাঁর কন্যার বিবাহে অবশ্য

অবশ্য যাব। এখানে এসে দেখি, আঙিনায় বাদ্য বাজছে। চাষীরা এ বৎসর ভালো শস্য পেয়েছে। তাই তারা ভিড় ক'রে এসেছে। ভিতরে ঢুকি—সাধ্য কী। অগত্যা বাইরে ব'সে আছি। দেখছি, ছেলেরা খুশী হয়ে নৃত্য করছে। কেউ বা ব্যাটবল খেলছে। নিত্যশরণ ওদের ক্যাপ্‌টেন্।

হাট

কুমোর-পাড়ার গোরুর গাড়ি—
বোঝাই-করা কল্‌সি হাঁড়ি।
গাড়ি চালায় বংশীবদন,
সঙ্গে-যে যায় ভাগ্নে মদন।
হাট বসেছে শুক্রবারে
বক্সীগঞ্জে পদ্মাপারে।
জিনিসপত্র জুটিয়ে এনে
গ্রামের মানুষ বেচে কেনে।
উচ্ছে বেগুন পটল মুলো
বেতের বোনা ধামা কুলো,
সর্ষে ছোলা ময়দা আটা,
শীতের র‍্যাপার নক্সাকাটা।
ঝাঁঝ্‌রি কড়া বেড়ি হাতা,
শহর থেকে সস্তা ছাতা।
কলসি ভরা এখো গুড়ে
মাছি যত বেড়ায় উড়ে'।
খড়ের আঁটি নৌকো বেয়ে
আনল যত চাষীর মেয়ে।
অন্ধ কানাই পথের 'পরে
গান শুনিয়ে ভিক্ষে করে।

পাড়ার ছেলে স্নানের ঘাটে
জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটে ॥

৩য় পাঠ

আজ মঙ্গলবার। পাড়ার জঙ্গল সাফ করবার দিন। সব ছেলেরা দঙ্গল বেঁধে যাবে। রঙ্গলালবাবুও এখনি আসবেন। আর আসবেন তাঁর দাদা বঙ্গবাবু। সিদ্ধি, তুমি দৌড়ে যাও তো। অনঙ্গদাদাকে ধরো, মোটরগাড়িতে তাঁদের আনবেন। সঙ্গে নিতে হবে কুড়ুল, কোদাল, ঝাঁটা, ঝুড়ি। আর নেব ভিঙ্গি মেথরকে। এবার পঙ্গপাল এসে বড়ো ক্ষতি করেছে। ক্ষিতিবাবুর ক্ষেতে একটি ঘাস নেই। অক্ষয়-বাবুর বাগানে কপির পাতাগুলো খেয়ে সাঙ্গ ক'রে দিয়েছে। পঙ্গপাল না তাড়াতে পারলে এবার কাজে ভঙ্গ দিতে হবে। ঈশানবাবু ইঙ্গিতে বলেছেন, তিনি কিছু দান করবেন।

৪র্থ পাঠ

চন্দননগর থেকে আনন্দবাবু আসবেন। তিনি আমার পাড়ার কাজ দেখতে চান। দেখো, যেন নিন্দা না হয়। ইন্দুকে ব'লে দিয়ো, তাঁর আতিথ্যে যেন খুঁৎ না থাকে। তাঁর ঘরে সুন্দর দেখে ফুলদানি রেখো। তাতে কুন্দফুল থাকবে আর আকন্দ থাকবে। রঞ্জু বেহারাকে বোলো, তাঁর শোবার ঘরে তাঁর তোরঙ্গ যেন রাখে। ঘর বন্ধ যেন না থাকে। সন্ধ্যা হোলে ঘরে ধুনোর গন্ধ দিয়ো। দীনবন্ধুকে রেখো পাশের ঘরেই। তাঁদের সঙ্গে সিন্ধুবাবু আসবেন, তাঁকে অন্য ঘরে রাখতে হবে। বিন্দুকে ব'লে মালাচন্দন তৈরি রাখা চাই। বন্দেমাতরং গান নন্দী জানে তো? সেই অন্ধ গায়ককেও ডেকে এনো। সে-তো মন্দ গায় না।

বেনে-পাট

বর্ষা নেমেছে। গর্মি আর নেই। থেকে থেকে মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের চমকানি চলছে। শিলং পর্বতে ঝর্ণার জল বেড়ে উঠল। কর্ণফুলি নদীতে বন্যা দেখা দিয়েছে। সর্ষে ক্ষেত ডুবিয়ে দিলে। দুর্গানাথের আঙিনায় জল উঠেছে। তা'র দর্মার বেড়া ভেঙে গেল। বেচারা গোরুগুলোর বড়ো দুর্গতি। এক হাঁটু পাঁকে দাঁড়িয়ে আছে। চাষীদের কাজকর্ম সব বন্ধ। ঘরে ঘরে সর্দি-কাশি। কর্তাবাবু বর্ষাতি প'রে চলেছেন। সঙ্গে তাঁর আর্দালি তুর্কি মিঞা। গর্ত সব ভ'রে গিয়ে ব্যাঙের বাসা হোলো। পাড়ার নর্দমাগুলো জলে ছাপিয়ে গেছে।

ঐখানে মা পুকুরপাড়ে
জিয়লগাছের বেড়ার ধারে
হোথায় হব বনবাসী
        কেউ কোথাও নেই,
ঐখানে ঝাউতলা জুড়ে'
বাঁধব তোমার ছোট্ট কুঁড়ে,
শুক্‌নো পাতা বিছিয়ে ঘরে
        থাকব দুজনেই।
বাঘ ভাল্লুক অনেক আছে—
আসবে না কেউ তোমার কাছে,
দিনরাত্তির কোমর বেঁধে
        থাকব পাহারাতে,
রাক্ষসেরা ঝোপে ঝাড়ে
মারবে উঁকি আড়ে আড়ে,
দেখবে আমি দাঁড়িয়ে আছি
        ধনুক নিয়ে হাতে।
আঁচলেতে খই নিয়ে তুই
        যেই দাঁড়াবি দ্বারে
অম্‌নি যত বনের হরিণ
        আসবে সারে সারে।

শিংগুলি সব আঁকা বাঁকা
গায়েতে দাগ চাকা চাকা,
লুটিয়ে তারা পড়বে ভুঁয়ে
পায়ের কাছে এসে,
ওরা সবাই আমায় বোঝে,
করবে না ভয় একটুও-যে,
হাত বুলিয়ে দেব গায়ে,
বসবে কাছে ঘেঁসে।
ফল্‌সাবনে গাছে গাছে
ফল ধ'রে মেঘ ঘনিয়ে আছে,
ঐখানেতে ময়ূর এসে
নাচ দেখিয়ে যাবে।
শালিখরা সব মিছিমিছি
লাগিয়ে দেবে কিচিমিচি,
কাঠবেড়ালি ল্যাজটি তুলে'
হাত থেকে ধান খাবে।

৬ষ্ঠ পাঠ

উস্রি নদীর ঝর্ণা দেখতে যাব। দিনটা বড়ো বিশ্রী। শুনছ, বজ্রের শব্দ? শ্রাবণ মাসের বাদলা। উস্রিতে বান নেমেছে। জলের স্রোত বড়ো দুরন্ত। অবিশ্রান্ত ছুটে চলেছে। অনন্ত, এসো একসঙ্গে যাত্রা করা যাক। আমাদের দু-দিন মাত্র ছুটি। কলেজের ছাত্রেরা গেছে ত্রিবেণী, কেউ বা গেছে আত্রাই। সাঁত্রাগাছির কান্তি মিত্র যাবে আমাদের সঙ্গে উস্রির ঝর্ণায়। শান্তা কি যেতে পারবে। সে হয়তো শ্রান্ত হয়ে পড়বে। পথে যদি জল নামে মিশ্রদের বাড়ি আশ্রয় নেব। সঙ্গে খাবার আছে তো? সন্দেশ আছে পান্তোয়া আছে বোঁদে আছে। আমাদের কান্ত চাকর শীঘ্র কিছু খেয়ে নিক্‌। তার খাবার আগ্রহ দেখিনে। সে ভোরের বেলায় পান্তা ভাত খেয়ে বেরিয়েছে। তার বোন ক্ষান্তমণি তাকে খাইয়ে দিলে।

পত্র পাঠ

শ্রীশকে বোলো, তার শরীর যদি সুস্থ থাকে সে যেন বসন্তর দোকানে যায়। সেখান থেকে খাস্তা কচুরি আনা চাই। আর কিছু পেস্তা বাদাম কিনে আনতে হবে। দোকানের রাস্তা সে জানে তো? বাজারে একটা আস্ত কাৎলা মাছ যদি পায়, নিয়ে আসে যেন। আর বস্তা থেকে গুন্তি ক'রে ত্রিশটা আলু আনা চাই। এবার আলু খুব সস্তা। একান্ত যদি না পাওয়া যায়, কিছু ওল আনিয়ে নিয়ো। রাস্তায় রেঁধে খেতে হবে, তার ব্যবস্থা করা দরকার। মনে রেখো—কড়া চাই, খুন্তি চাই, জলের পাত্র একটা নিয়ো। অত ব্যস্ত হয়েছ কেন। আস্তে আস্তে চলো। ক্লান্ত হয়ে পড়বে-যে।

আমি-যে রোজ সকাল হোলে
যাই শহরের দিকে চ'লে
তমিজ মিঞার গোরুর গাড়ি চ'ড়ে,
সকাল থেকে সারা দুপর
ইঁট সাজিয়ে ইঁটের উপর
খেয়ালমতো দেয়াল তুলি গ'ড়ে।
সমস্ত দিন ছাত-পিটুনি
গান গেয়ে ছাত পিটোয় শুনি,
অনেক নিচে চলছে গাড়ি ঘোড়া।
বাসন-ওয়ালা থালা বাজায়;
সুর ক'রে ঐ হাঁক দিয়ে যায়
আতা-ওয়ালা নিয়ে ফলের ঝোড়া;
সাড়ে চারটে বেজে ওঠে,
ছেলেরা সব বাসায় ছোটে
হোহো ক'রে উড়িয়ে দিয়ে ধুলো,—
রোদ্দুর যেই আসে প'ড়ে,
পুবের মুখে কোথা ওড়ে
দলে দলে ডাক দিয়ে কাকগুলো।

আমি তখন দিনের শেষে
ভারার থেকে নেমে এসে
আবার ফিরে আসি আপন গাঁয়ে,
জানো না কি আমার পাড়া
যেথানে ওই খুঁটি-গাড়া
পুকুরপাড়ে গাজনতলার বাঁয়ে।

৮ম পাঠ

আর্মানি গির্জের কাছে আপিস। যাওয়া মুশকিল হবে। পূর্বদিকের মেঘ ইস্পাতের মতো কালো। পশ্চিম দিকের মেঘ ঘন নীল। সকালে রৌদ্র ছিল, নিশ্চিন্ত ছিলাম। দেখতে দেখতে বিস্তর মেঘ জমেছে। বাদ্‌লা বেশিক্ষণ স্থায়ী না হোলে বাঁচি। শরীরটা অসুস্থ আছে। মাথা ধরেছে, স্থির হয়ে থাকতে পারছিনে। আপিসের ভাত এখনো হোলো না। উনানের আগুনটা উসকিয়ে দাও। ঠাকুর আমার ঝোলে যেন লঙ্কা না দেয়। বঙ্কিমকে আমার অঙ্কের খাতাটা আনতে বোলো। দোতলা ঘরের পালঙ্কের উপর আছে। কঙ্কা খাতা নিয়ে খেলতে গিয়ে তার পাতা ছিঁড়ে দিয়েছে।

৯ম পাঠ

বৃষ্টি নামল, দেখছি। সৃষ্টিধর, ছাতাটা খুঁজে নিয়ে আয়, না পেলে ভারি কষ্ট হবে। কেষ্ট, শিষ্ট শান্ত হয়ে ঘরে ব'সে থাকো। দুষ্টামি কোরো না। বৃষ্টিতে ভিজলে অসুখ করবে। সঞ্জীবকে ব'লে দেব, তোমার জন্যে মিষ্টি লজঞ্চুস এনে দেবে। কাল-যে তোমাকে খেলার খঞ্জনী দিলাম সেটা হারিয়েছ বুঝি। ও বাড়ি থেকে রঞ্জনকে ডেকে দেব, সে তোমার সঙ্গে খেলা করবে। কাঞ্জিলাল, ব্যাংগুলো ঘরের মধ্যে আসে-যে, ঘর নষ্ট করবে। ওরে তুষ্টু, ওদের তাড়িয়ে দে। ঘন মেঘে সব অস্পষ্ট হয়ে এল। আর দৃষ্টি চলে না। বোষ্টমী গান গাইতে এসেছে। ওকে নিষ্ঠুর হয়ে বাইরে রেখো না। বৃষ্টিতে ভিজে যাবে, কষ্ট পাবে।

সেদিন ভোরে দেখি উঠে'
বৃষ্টি বাদল গেছে ছুটে',
রোদ উঠেছে ঝিলমিলিয়ে
বাঁশের ডালে ডালে;
ছুটির দিনে কেমন সুরে
পূজার সানাই বাজায় দূরে,
তিনটে শালিখ ঝগড়া করে
রান্নাঘরের চালে।
শীতের বেলায় দুই পহরে
দূরে কাদের ছাদের 'পরে
ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয়
বেগনি রঙের শাড়ি,
চেয়ে চেয়ে চুপ ক'রে রই
তেপান্তরের পার বুঝি ওই,
মনে ভাবি, ঐখানেতেই
আছে রাজার বাড়ি।
থাকত যদি মেঘে-ওড়া
পক্ষিরাজের বাচ্চা ঘোড়া
তক্ষনি যে যেতেম তা'রে
লাগাম দিয়ে ক'ষে;
যেতে যেতে নদীর তীরে
ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীরে
পথ শুধিয়ে নিতেম আমি
গাছের তলায় ব'সে॥

১০ম পাঠ

এত রাত্রে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কে। কেউ না, বাতাস ধাক্কা দিচ্ছে। এখন অনেক রাত্রি। উল্লাপাড়ার মাঠে শেয়াল ডাকছে,—হুক্কাহুয়া। রাস্তায় ওকি এক্কাগাড়ির শব্দ। না, মেঘ গুর্‌গুর্‌ করছে। উল্লাস, তুমি যাও তো, কুকুরের

বাচ্চাটা বড়ো চেঁচাচ্ছে, ঘুমতে দিচ্ছে না। ওকে শান্ত ক'রে দিয়ে এসো। ওটা কিসের ডাক, উল্লাস। অশ্বত্থ গাছে পেঁচার ডাক। উচ্ছের ক্ষেত থেকে ঝিল্লি ঐ ঝিঁ ঝিঁ করছে। দরজার পাল্লাটা বাতাসে ধড়াস ধড়াস ক'রে পড়ছে, বন্ধ ক'রে দাও। ওটা কি কান্নার শব্দ। না, রান্নাঘর থেকে বিড়াল ডাকছে। যাও না উল্লাস, থামিয়ে দিয়ে এসোগে। আমার ভয় করছে। বড়ো অন্ধকার। ভজ্জুকে ডেকে দিই। ছি ছি উল্লাস, ভয় করতে লজ্জা করে না? আচ্ছা, আমি নিজে যাচ্ছি। আর তো রাত নেই। পুব দিক উজ্জ্বল হয়েছে। ওঘরে বিছানায় খুকি চঞ্চল হয়ে উঠল। বাঞ্ছাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দাও। বাঞ্ছা শীঘ্র আমার জন্যে চা আনুক আর কিঞ্চিৎ বিস্কুট। আমি ততক্ষণ মুখ ধুয়ে আসি। রক্ষামণি থাকো খুকুর কাছে। তুমিও সাজসজ্জা ক'রে তৈরি থাকো, উল্লাস। বেড়াতে যাব। উত্তম কথা। কিন্তু ঘাস ভিজে কেন। এক পত্তন বৃষ্টি হয়ে গেল বুঝি। এবার লণ্ঠনটা নিবিয়ে দাও। আর মণ্টুকে বলো, বারান্দা পরিষ্কার ক'রে দিক। এখনি রেভারেণ্ড এণ্ডার্সেন আসবেন। পণ্ডিত মশায়েরও আসবার সময় হোলো। ঐ শোনো, কুণ্ডুদের বাড়ি ঢং ঢং ক'রে ছুটার ঘণ্টা বাজে।

আকাশপারে পুবের কোণে
কথন যেন অন্যমনে
    ফাঁক ধরে ঐ মেঘে,
মুখের চাদর সরিয়ে ফেলে
বন্ধ চোখের পাতা মেলে
    আকাশ ওঠে জেগে।
ছিঁড়ে-যাওয়া মেঘের থেকে
পুকুরে রোদ পড়ে বেঁকে
    লাগায় ঝিলিমিলি,
বাঁশবাগানের মাথায় মাথায়
তেঁতুলগাছের পাতায় পাতায়
    হাসায় খিলিখিলি।
হঠাৎ কিসের মন্ত্র এসে
ভুলিয়ে দিলে এক নিমেষে
    বাদলবেলার কথা,

হারিয়ে-পাওয়া আলোটিরে
নাচায় ডালে ফিরে ফিরে
ঝুম্‌কো ফুলের লতা

১১শ পাঠ

ভক্তরামের নৌকো শক্ত কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি। ভক্তরাম সেই নৌকো সস্তা দামে বিক্রি করে। শক্তিনাথবাবু কিনে নেন। শক্তিনাথ আর মুক্তিনাথ দুই ভাই যে-পাড়ায় থাকেন, তার নাম জেলেবস্তি। তাঁর বাড়ি খুব মস্ত। সামনে নদী, পিছনে বড়ো রাস্তা। তাঁর দারোয়ান শক্তু সিং আর আক্রম মিশ্র রোজ সকালে কুস্তি করে। শক্তিনাথবাবুর চাকরের নাম অক্রূর। তাঁর বড়ো ছেলের নাম বিক্রম। ছোটো ছেলের নাম শক্রনাথ। শক্তিবাবু তাঁর নৌকো লাল রং ক'রে দিলেন। তার নাম দিলেন রক্তজবা। তিনি মাঝে মাঝে নৌকোয় ক'রে কখনো তিস্তা নদীতে কখনো আত্রাই নদীতে কখনো ইচ্ছামতীতে বেড়াতে যান। একদিন অঘ্রান মাসে পত্র পেলেন, বিপ্রগ্রামে বাঘ এসেছে। শিকারে যাত্রা করলেন। সেদিন শুক্রবার। শুক্লপক্ষের চন্দ্র সবে অস্ত গেছে। আক্রম বন্দুক নিয়ে চলল। আরো দুটো বল্লম ছিল। সিন্দুকে ছিল গুলি বারুদ। নদীতে প্রবল স্রোত। বেলা যখন দুই প্রহর, নৌকো নন্দগ্রামে পৌঁছল। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে। এক ভদ্রলোক খবর দিলেন, কাছেই বন্দীপুরের বন, সেখানে আছে বাঘ।

শক্তিবাবু আর আক্রম বাঘ খুঁজতে নামলেন। জঙ্গল ঘন হয়ে এল। ঘোর অন্ধকার। কিছু দূরে গিয়ে দেখেন, এক পোড়ো মন্দির। জনপ্রাণী নেই। শক্তিবাবু বললেন, এইখানে একটু বি[illegible] র দম আর পাঁঠার মাংস। তাই খেলেন। আক্র[illegible] খন বেলা প'ড়ে আসছে। গাছের ফাঁক দিয়ে বাঁ[illegible] প্রকাণ্ড অর্জুন গাছের উপর কতকগুলো বাঁদর, তাদের লম্বা ল্যাজ ঝুলছে। শক্তিবাবু কিছু দূরে গিয়ে দেখলেন, একটা ছোটো সোঁতা। তাতে এক হাঁটুর বেশি জল হবে না। তার ধারে বালি। সেই বালির উপর বড়ো বড়ো থাবার দাগ। নিশ্চয় বাঘের থাবা। শক্তিবাবু ভাবতে লাগলেন, কী করা কর্তব্য। অঘ্রান মাসের বেলা। পশ্চিমে সূর্য অস্ত গেল। সন্ধ্যা হোতেই ঘোর অন্ধকার। কাছে তেঁতুল গাছ। তা'র উপরে

দু-জনে চ'ড়ে বসলেন। গাছের গুঁড়ির সঙ্গে চাদর দিয়ে নিজেদের বাঁধলেন। পাছে ঘুম এলে প'ড়ে যান। কোথাও আলো নেই। তারা দেখা যায় না। কেবল অসংখ্য জোনাকি গাছে গাছে জ্বলছে।

শক্তিবাবুর একটু নিদ্রা এসেছে এমন সময় হঠাৎ ধুপ্ ক'রে একটা শব্দ হওয়াতে চমকে জেগে উঠলেন। দেখলেন কখন বাঁধন আল্‌গা হয়ে আক্রম নিচে প'ড়ে গেছে। শক্তিনাথ তাকে দেখতে তাড়াতাড়ি নেমে এলেন। হঠাৎ দেখেন, কাছেই অন্ধকারে দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে। কী সর্বনাশ। এ তো বাঘের চোখ। বন্দুক তোলবার সময় নেই। ভাগ্যে দু-জনের কাছে দুটো বিজলি বাতির মশাল ছিল। সে-দুটো যেমনি হঠাৎ জ্বালানো অমনি বাঘ ভয়ে দৌড় দিলে। সে-রাত্রি আবার দু-জনের গাছে কাটল। পরের দিন সকাল হোলো। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা মেলে না, যতই চলেন, জঙ্গল বেড়ে যায়। গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগে। রক্ত পড়ে। খিদে পেয়েছে। তেষ্টা পেয়েছে। এমন সময় মানুষের গলার শব্দ শোনা গেল। এক দল কাঠুরিয়া কাঠ কাটতে চলেছে। শক্তিবাবু বললেন—তোমাদের ঘরে নিয়ে চলো। রাস্তা ভুলেছি। কিছু খেতে দাও। নদীর ধারে একটা টিবির 'পরে তাদের কুঁড়ে ঘর। গোলপাতা দিয়ে ছাওয়া। কাছে একটা মস্ত বটগাছ। তার ডাল থেকে লম্বা ঝুরি নেমেছে। সেই গাছে যত রাজ্যের পাখির বাসা।

কাঠুরিয়া শক্তিবাবুকে আক্রমকে যত্ন ক'রে খেতে দিলে। তালপাতার ঠোঙায় এনে দিলে চিঁড়ে আর বনের মধু। আর দিলে ছাগলের দুধ। নদী থেকে ভাঁড়ে ক'রে এনে দিলে জল। রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি। শরীর ছিল ক্লান্ত। শক্তিবাবু বটের ছায়ায় শুয়ে ঘুমলেন। বেলা যখন চার প্রহর তখন কাঠুরিয়াদের সর্দার পথ দেখিয়ে নৌকোয় তাঁদের পৌঁছে দিলে। শক্তিবাবু দশ টাকার নোট বের ক'রে বললেন, বড়ো উপকার করেছ, বক্‌শিশ লও। সর্দার হাতজোড় ক'রে বললে, মাপ করবেন, টাকা নিতে পারব না—নিলে অধর্ম হবে। এই ব'লে নমস্কার ক'রে সর্দার চ'লে গেল।

একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু
"চেয়ে দেখো", "চেয়ে দেখো" বলে যেন বিনু।
চেয়ে দেখি, ঠোকাঠুকি বরগা কড়িতে,
কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে।

ইঁটে-গড়া গণ্ডার বাড়িগুলো সোজা
চলিয়াছে দুদ্দাড় জানালা দরজা।
রাস্তা চলেছে যত অজগর সাপ,
পিঠে তার ট্রামগাড়ি পড়ে ধুপ্ ধাপ্।
দোকান বাজার সব নামে আর উঠে,
ছাদের গায়েতে ছাদ মরে মাথা কুটে'।
হাওড়ার ব্রিজ্ চলে মস্ত সে বিছে,
হ্যারিসন্ রোড্ চলে তার পিছে পিছে।
মনুমেণ্টের দোল, যেন খ্যাপা হাতি
শূন্যে দুলায়ে শুঁড় উঠিয়াছে মাতি'।
আমাদের ইস্কুল ছোটে হনহন,
অঙ্কের বই ছোটে, ছোটে ব্যাকরণ।
ম্যাপগুলো দেয়ালেতে করে ছট্‌ফট্,
পাখি যেন মারিতেছে পাখার ঝাপট।
ঘণ্টা কেবলি দোলে ঢঙ্ ঢঙ্ বাজে—
যত কেন বেলা হোক তবু থামে না-যে।
লক্ষ লক্ষ লোক বলে "থামো থামো,
কোথা হতে কোথা যাবে এ কী পাগ্‌লামো।"
কলিকাতা শোনে না কো চলার খেয়ালে;
নৃত্যের নেশা তা'র স্তম্ভে দেয়ালে।
আমি মনে মনে ভাবি, চিন্তা তো নাই,
কলিকাতা যাক না কো সোজা বোম্বাই।
দিল্লি লাহোরে যাক, যাক না আগরা,
মাথায় পাগ্‌ড়ি দেব, পায়েতে নাগরা।
কিংবা সে যদি আজ বিলাতেই ছোটে
ইংরেজ হবে সবে বুট-হ্যাট-কোটে।
কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল যেই
দেখি, কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই।

১২শ পাঠ

গুপ্তিপাড়ার বিশ্বম্ভরবাবু পাল্‌কি চ'ড়ে চলেছেন সপ্তগ্রামে। ফাল্গুন মাস। কিন্তু এখনো খুব ঠাণ্ডা। কিছু আগে প্রায় সপ্তাহ ধ'রে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বিশ্বম্ভরবাবুর গায়ে এক মোটা কম্বল। পাল্‌কির সঙ্গে চলেছে তাঁর শম্ভু চাকর, হাতে এক লম্বা লাঠি। পাল্‌কির ছাদে ওষুধের বাক্স, দড়ি দিয়ে বাঁধা। শম্ভুর গায়ে অদ্ভুত জোর। একবার কুম্ভীরার জঙ্গলে তাকে ভল্লুকে ধরেছিল। সঙ্গে বন্দুক ছিল না। শুদ্ধ কেবল লাঠি নিয়ে ভল্লুকের সঙ্গে তার যুদ্ধ হোলো। শম্ভুর হাতের লাঠি খেয়ে ভল্লুকের মেরুদণ্ড গেল ভেঙে। আর তার উত্থানশক্তি রইল না। আর একবার শম্ভু বিশ্বম্ভরবাবুর সঙ্গে গিয়েছিল স্বর্ণগঞ্জে। সেখানে পদ্মানদীর চরে রান্না চড়াতে হবে। তখন গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন। পদ্মার ধারে ছোটো ছোটো ঝাউগাছের জঙ্গল। উনান ধরানো চাই। দা নিয়ে শম্ভু ঝাউডাল কেটে আঁটি বাঁধল। অসহ্য রৌদ্র। বড়ো তৃষ্ণা পেয়েছে। নদীতে শম্ভু জল খেতে গেল। এমন সময় দেখলে, একটা বাছুরকে ধরেছে কুমীরে। শম্ভু এক লম্ফে জলে প'ড়ে কুমীরের পিঠে চ'ড়ে বসল। দা দিয়ে তার গলায় পোঁচ দিতে লাগল। জল লাল হয়ে উঠল রক্তে। কুমীর যন্ত্রণায় বাছুরকে দিল ছেড়ে। শম্ভু সাঁতার দিয়ে ডাঙায় উঠে এল। বিশ্বম্ভরবাবু ডাক্তার। রোগী দেখতে চলেছেন বহুদূরে। সেখানে ইস্টিমার ঘাটের ইস্টেশন্ মাস্টার মধু বিশ্বাস, তাঁর ছোটো ছেলের অম্লশূল, বড়ো কষ্ট পাচ্ছে।

বিষ্ণুপুরের পশ্চিম ধারের মাঠ প্রকাণ্ড। সেখানে যখন পাল্‌কি এল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রাখাল গোরু নিয়ে চলেছে গোষ্ঠে ফিরে। বিশ্বম্ভরবাবু তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে বাপু, সপ্তগ্রাম কত দূরে বলতে পারো।"

রাখাল বললে, "আজ্ঞে, সে তো সাত ক্রোশ হবে। আজ সেখানে যাবেন না। পথে ভীষ্মহাটের মাঠ, তা'র কাছে শ্মশান। সেখানে ডাকাতের ভয়।"

ডাক্তার বললেন, "বাবা, রোগী কষ্ট পাচ্ছে, আমাকে যেতেই হবে।" তিন্নিনি খালের ধারে যখন পাল্‌কি এল, রাত্রি তখন দশটা। বাঁধন আল্‌গা হয়ে পাল্‌কির ছাদ থেকে ডাক্তারের বাক্সটা গেল প'ড়ে। ক্যাস্টরঅয়েলের শিশি ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেল। বাক্সটা তো ফের শক্ত ক'রে বাঁধলে। কিন্তু আবার বিপদ। খাল পেরিয়ে আন্দাজ দু-ক্রোশ পথ গেছে এমন সময় মড়মড় ক'রে ডাণ্ডা গেল ভেঙে, পাল্‌কিটা পড়ল মাটিতে। পাল্‌কি হাল্‌কা কাঠের তৈরি; বিশ্বম্ভরবাবুর দেহটি স্থূল।

আর উপায় নেই, এইখানেই রাত্রি কাটাতে হবে। ডাক্তারবাবু ঘাসের উপর কম্বল পাতলেন, লণ্ঠনটি রাখলেন কাছে। শম্ভুকে নিয়ে গল্প করতে লাগলেন।

এমন সময় বেহারাদের সর্দার বুদ্ধু এসে বল্লে, "ঐ-যে কারা আসছে, ওরা ডাকাত সন্দেহ নেই।"

বিশ্বম্ভরবাবু বললেন,—"ভয় কী, তোরা ত সবাই আছিস।"

বুদ্ধু বললে, "বস্তু পালিয়েছে, পল্লুকেও দেখছিনে। বক্সি লুকিয়েছে ঐ ঝোপের মধ্যে। ভয়ে বিষ্ণুর হাত পা আড়ষ্ট।"

শুনে ডাক্তার ভয়ে কম্পিত। ডাকলেন, "শম্ভু।"

শম্ভু বললে, "আজ্ঞে।" ডাক্তার বললেন, "এখন উপায় কী।"

শম্ভু বললে, "ভয় নেই, আমি আছি।"

ডাক্তার বললেন, "ওরা-যে পাঁচ জন।"

শম্ভু বললে, "আমি-যে শম্ভু।" এই ব'লে উঠে দাঁড়িয়ে এক লম্ফ দিলে, গর্জন ক'রে বললে, "খবরদার।"

ডাকাতরা অট্টহাস্য ক'রে এগিয়ে আসতে লাগল।

তখন শম্ভু পাল্‌কির সেই ভাঙা ডাণ্ডাখানা তুলে নিয়ে ওদের দিকে ছুঁড়ে মারলে। তারি এক ঘায়ে তিন জন একসঙ্গে প'ড়ে গেল। তারপরে শম্ভু লাঠি ঘুরিয়ে সেই ওদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাকি দু-জনে দিল দৌড়।

তখন ডাক্তারবাবু ডাকলেন, "শম্ভু।"

শম্ভু বললে, "আজ্ঞে।"

বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, "এইবার বাক্সটা বের করো।"

শম্ভু বললে, "কেন বাক্স নিয়ে কী হবে।"

ডাক্তার বললেন, "ঐ তিনটে লোকের ডাক্তারি করা চাই। ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হবে।"

রাত্রি তখন অল্পই বাকি। বিশ্বম্ভরবাবু আর শম্ভু দু-জনে মিলে তিন জনের শুশ্রূষা করলেন।

সকাল হয়েছে। ছিন্ন মেঘের মধ্যে দিয়ে সূর্যের রশ্মি ফেটে পড়ছে। একে একে সব বেহারা ফিরে আসে। বস্তু এল, পল্লু এল, বক্সির হাত ধ'রে এল বিষ্ণু, তখনো তার হৃৎপিণ্ড কম্পমান।

স্টিমার আসিছে ঘাটে, প'ড়ে আসে বেলা,
পূজার ছুটির দল, লোকজন মেলা
এল দূর দেশ হ'তে ; বৎসরের পরে
ফিরে আসে যে-যাহার আপনার ঘরে।
জাহাজের ছাদে ভিড় ; নানা লোকে নানা
মাদুরে কম্বলে লেপে পেতেছে বিছানা
ঠেসাঠেসি ক'রে। তারি মাঝে হরেরাম
মাথা নেড়ে বাজাইছে হারমোনিয়াম।
বোঝা আছে কত শত, বাক্স কত রূপ
টিন বেত চামড়ার পুঁটুলির স্তূপ,
থলি ঝুলি ক্যাম্বিশের, ডালা ঝুড়ি ধামা
সব্জিতে ভরা। গায়ে রেশমের জামা,
কোমরে চাদর বাঁধা, চণ্ডী অবিনাশ
কলিকাতা হ'তে আসে, বন্ধু শ্যামদাস
অম্বিকা অক্ষয় ; নতুন চীনের জুতা
করে মস্‌মস্‌, মেরে কনুয়ের গুঁতা
ভিড় ঠেলে আগে চলে, হাতে বাঁধা ঘড়ি,
চোখেতে চশমা কারো, সরু এক ছড়ি
সবেগে দুলায়। ঘন ঘন ডাক ছাড়ে
স্টিমারের বাঁশি ; কে পড়ে কাহার ঘাড়ে,
সবাই সবার আগে যেতে চায় চ'লে,—
ঠেলাঠেলি বকাবকি। শিশু মার কোলে
চীৎকার স্বরে কাঁদে। গড়গড় ক'রে
নোঙর ডুবিল জলে ; শিকলের ডোরে
জাহাজ পড়িল বাঁধা ; সিঁড়ি গেল নেমে,
এঞ্জিনের ধকধকি সব গেল থেমে।
কুলি, কুলি, ডাক পড়ে, ডাঙা হ'তে মুটে
দুড়দাড় ক'রে এল দলে দলে ছুটে।
তীরে বাজাইয়া হাঁড়ি গাহিছে ভজন
অন্ধ বেণী। যাত্রীদের আত্মীয় স্বজন

অপেক্ষা করিয়া আছে ; নাম ধ'রে ডাকে,
খুঁজে খুঁজে বের করে যে চায় যাহাকে।
চলিল গোরুর গাড়ি, চলে পাল্‌কি ডুলি,
শ্যাকরা-গাড়ির ঘোড়া উড়াইল ধূলি।
সূর্য গেল অস্তাচলে ; আঁধার ঘনালো ;
হেথা হোথা কেরোসিন লণ্ঠনের আলো
দুলিতে দুলিতে যায়, তার পিছে পিছে
মাথায় বোঝাই নিয়ে মুটেরা চলিছে।
শূন্য হয়ে গেল তীর। আকাশের কোণে
পঞ্চমীর চাঁদ ওঠে। দূরে বাঁশবনে
শেয়াল উঠিল ডেকে। মুদির দোকানে
টিম্‌ টিম্‌ ক'রে দীপ জ্বলে একখানে ॥

১৩শ পাঠ

উদ্ধব মণ্ডল জাতিতে সদ্‌গোপ। তার অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা। ভূসম্পত্তি যা কিছু ছিল ঋণের দায়ে বিক্রয় হয়ে গেছে। এখন মজুরি ক'রে কায়ক্লেশে তার দিনপাত হয়।

এদিকে তার কন্যা নিস্তারিণীর বিবাহ। বরের নাম বটকৃষ্ণ। তার অবস্থা মন্দ নয়। ক্ষেতের উৎপন্ন শস্য দিয়ে সহজেই সংসার নির্বাহ হয়। বাড়িতে পূজা-অর্চনা ক্রিয়াকর্মও আছে।

আগামী কাল উনিশে জ্যৈষ্ঠ বিবাহের দিন। বরযাত্রীর দল আসবে। তার জন্য আহারাদির উদ্যোগ করা চাই। পাড়ার লোকে কিছু কিছু সাহায্য করেছে। অভাব তবু যথেষ্ট।

পাড়ার প্রান্তে একটি বড়ো পুষ্করিণী। তার নাম পদ্মপুকুর। বর্তমান ভূস্বামী দুর্লভবাবুর পূর্বপুরুষদের আমলে এই পুষ্করিণী সর্বসাধারণ ব্যবহার করতে পেত। এমন কি, গ্রামের গৃহস্থবাড়ির কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রয়োজন উপস্থিত হোলে মাছ ধ'রে নেবার বাধা ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি দুর্লভবাবু সেই অধিকার বন্ধ ক'রে

দিয়েছেন। অল্প কিছু দিন আগে খাজনা দিয়ে বৃন্দাবন জেলে তাঁর কাছ থেকে এই পুকুরে মাছ ধরবার স্বত্ব পেয়েছে।

উদ্ধব এ সংবাদ ঠিকমতো জানত না। তাই সেদিন রাত্রি থাকতে উঠে পদ্ম-পুকুর থেকে একটা বড়ো দেখে রুইমাছ ধ'রে বাড়ি আনবার উপক্রম করছে। এমন সময় বিঘ্ন ঘটল।

সেদিন দুর্লভবাবুর ছোটো কন্যার অন্নপ্রাশন। খুব সমারোহ ক'রে লোক খাওয়ানো হবে। তারি মাছ সংগ্রহের জন্য বাবুর কর্মচারী কৃত্তিবাস কয়েক জন জেলে নিয়ে সেই পুষ্করিণীর ধারে এসে উপস্থিত।

দেখে, উদ্ধব এক মস্ত রুই মাছ ধরেছে। সেটা তখনি তার কাছ থেকে কেড়ে নিলে। উদ্ধব কৃত্তিবাসের হাতে পায়ে ধ'রে কাঁদতে লাগল। কোনো ফল হোলো না। ধনঞ্জয় পেয়াদা তাকে বলপূর্বক ধ'রে নিয়ে গেল দুর্লভবাবুর কাছে।

দুর্লভের বিশ্বাস ছিল, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অত্যাচারী ব'লে উদ্ধব তাঁর দুর্নাম করেছে। তাই তার উপরে তাঁর বিষম ক্রোধ। বললেন, "তুই মাছ চুরি করেছিস, তার দণ্ড দিতে হবে।"

ধনঞ্জয়কে বললেন, "এ'কে ধরে নিয়ে যাও। যতক্ষণ না দশ টাকা দণ্ড আদায় হবে, ছেড়ে দিয়ো না।" উদ্ধব হাতজোড় ক'রে বললে, "আমার দশ পয়সাও নেই। কাল কন্যার বিবাহ। কাজ শেষ হয়ে যাক, তারপরে আমাকে শাস্তি দেবেন।"

দুর্লভবাবু তার কাতরবাক্যে কর্ণপাত করলেন না।

ধনঞ্জয় উদ্ধবকে সকল লোকের সম্মুখে অপমান ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল।

দুর্লভের পিসি কাত্যায়নী ঠাকরুন সেদিন অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে অন্তঃপুরে উপস্থিত ছিলেন। উদ্ধবের স্ত্রী মোক্ষদা তাঁর কাছে এসে কেঁদে পড়ল।

কাত্যায়নী দুর্লভকে ডেকে বললেন, "বাবা, নিষ্ঠুর হোয়ো না। উদ্ধবের কন্যার বিবাহে যদি অন্যায় করো তবে তোমার কন্যার অন্নপ্রাশনে অকল্যাণ হবে। উদ্ধবকে মুক্তি দাও।"

দুর্লভ পিসির অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে চ'লে গেলেন। কৃত্তিবাসকে ডেকে কাত্যায়নী বললেন, "উদ্ধবের দণ্ডের এই দশ টাকা দিলাম। এখনি তাকে ছেড়ে দাও।" উদ্ধব ছাড়া পেলে। কিন্তু অপমানে লজ্জায় তার দুই চক্ষু দিয়ে জল পড়তে লাগল।

পরদিন গোধূলি-লগ্নে নিস্তারিণীর বিবাহ। বেলা যখন চারটে, তখন পাঁচজন বাহক উদ্ধবের কুটির-প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত। কেউ বা এনেছে ঝুড়িতে মাছ, কেউ

বা এনেছে হাঁড়িতে দই, কারো হাতে থালায় ভরা সন্দেশ, একজন এনেছে একখানি লাল চেলির শাড়ি।

পাড়ার লোকের আশ্চর্য লাগল। জিজ্ঞাসা করলে, "কে পাঠালেন।" বাহকেরা তার কোনো উত্তর না ক'রে চ'লে গেল। তার কিছুক্ষণ পরেই কুটিরের সম্মুখে এক পাল্‌কি এসে দাঁড়াল। তার মধ্যে থেকে নেমে এলেন কাত্যায়নী ঠাকরুন। উদ্ধব এত সৌভাগ্য স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারত না। কাত্যায়নী বললেন, "দুর্লভ কাল তোমাকে অপমান করেছে, সে-কথা তুমি মনে রেখো না। আমি তোমার কন্যাকে আশীর্বাদ ক'রে যাব, তাকে ডেকে দাও।"

কাত্যায়নী নিস্তারিণীকে একগাছি সোনার হার পরিয়ে দিলেন। আর তার হাতে এক শত টাকার একখানি নোট দিয়ে বললেন, "এই তোমার যৌতুক।"

অঞ্জনা নদীতীরে চন্দনী গাঁয়ে
পোড়ো মন্দিরখানা গঞ্জের বাঁয়ে
জীর্ণ ফাটল-ধরা,—এককোণে তারি
অন্ধ নিয়েছে বাসা কুঞ্জবিহারী।
আত্মীয় কেহ নাই নিকট কি দূর
আছে এক ল্যাজ-কাটা ভক্ত কুকুর।
আর আছে একতারা, বক্ষেতে ধ'রে
গুন্ গুন্ গান গায় গুঞ্জন-স্বরে।
গঞ্জের জমিদার সঞ্জয় সেন
দু-মুটো অন্ন তারে দুই বেলা দেন।
সাতকড়ি ভঞ্জের মস্ত দালান,
কুঞ্জ সেখানে করে প্রত্যূষে গান।
"হরি হরি" রব উঠে অঙ্গন-মাঝে,
ঝন্‌ঝনি ঝন্‌ঝনি খঞ্জনী বাজে।
ভঞ্জের পিসি তাই সন্তোষ পান,
কুঞ্জকে করেছেন কম্বল দান।
চিঁড়ে মুড়কিতে তার ভরি দেন ঝুলি,
পৌষে খাওয়ান ডেকে মিঠে পিঠে-পুলি।

আশ্বিনে হাট বসে ভারি ধুম ক'রে,
মহাজনী নৌকায় ঘাট যায় ভ'রে ;
হাঁকাহাঁকি ঠেলাঠেলি মহা সোরগোল,
পশ্চিমী মাল্লারা বাজায় মাদোল।
বোঝা নিয়ে মন্থর চলে গোরুগাড়ি,
চাকাগুলো ক্রন্দন করে ডাক ছাড়ি'।
কল্লোলে কোলাহলে জাগে এক ধ্বনি
অন্ধের কণ্ঠের গান আগমনী।
সেই গান মিলে যায় দূর হ'তে দূরে,
শরতের আকাশেতে সোনা রোদ্দুরে॥

ইংরাজি পাঠ

ইংরাজি পাঠ

(প্রথম)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম
বোলপুর

মূল্য চার আনা

৮২

ইংরাজি পাঠ

Lesson 1.

It is Sunday. The boy sits on a mat. He reads. His door is open. The pet cat comes in. The boy takes her on his lap. She is lazy. She shuts her eyes and sleeps. The boy strokes her back. A cart goes by. It makes a noise. The cat wakes up. She jumps down. She wants to play. The boy throws a ball. Look, how pussy runs after it! She is so glad! The boy is very kind. He never hurts his pussy cat.

এই পাঠে যে যে বাক্যে "না" এবং "কখনও না" যোগ করা চলে সেইগুলিকে ছাত্রদের দ্বারা নেতিবাচক করাইয়া লইবে।

আজ শনিবার। আজ সোমবার, ইত্যাদি। বিড়াল মাদুরে বসিয়া আছে। (নানা লোকের নাম করিয়া) হরি মাদুরে বসিয়া আছে ইত্যাদি। বালকটি ভিতরে আসিল। হরি ভিতরে আসিল ইত্যাদি। বালকটি তাহাকে মাদুরের উপর লইল। ("তাহাকে" শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গের ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া অভ্যাস করাইতে হইবে।) মধু পড়িতেছে, যদু পড়িতেছে ইত্যাদি। বাক্স খোলা। বই খোলা। অলস বিড়াল ঘুমাইতেছে। অলস বালক তাহার চোখ বুজিতেছে। ("তাহার" শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া অভ্যাস করাইতে হইবে।) সে দরজা বন্ধ করিতেছে। হরি বাক্স বন্ধ করিতেছে। অলস বালক ঘুমাইতেছে। হরি অলস, মধু অলস ইত্যাদি। বালকটি তাহার মুখে হাত বুলাইতেছে। একটি বিড়াল পাশ দিয়া যাইতেছে। একটি বালক পাশ দিয়া যাইতেছে। অলস বালকটি পাশ দিয়া যাইতেছে। দয়ালু বালকটি পাশ দিয়া যাইতেছে। যদু পাশ দিয়া যাইতেছে, মধু পাশ দিয়া যাইতেছে ইত্যাদি। সে একটি শব্দ করিল। গাড়ীটা একটা শব্দ করিল। বিড়ালটা একটা শব্দ করিল। বিড়ালটা লাফাইয়া পড়িল। শ্যাম লাফাইয়া

পড়িল, রাম লাফাইয়া পড়িল ইত্যাদি। শ্যাম শব্দ করিল ইত্যাদি। রাম জাগিয়া উঠিল, শ্যাম জাগিয়া উঠিল ইত্যাদি। বিড়াল ঘুমাইতে চায়, বালক খেলিতে চায়, শ্যাম বসিতে চায়, রাম দরজা খুলিতে চায়, মধু বাক্স বন্ধ করিতে চায়, হরি দৌড়াইতে চায়, শ্যাম একটা গোলা ছুঁড়িতে চায় ইত্যাদি। হরি একটা গোলা ছুঁড়িল ইত্যাদি। দেখ, পুসি কেমন করিয়া ঘুমায়! দেখ, হরি কেমন করিয়া একটা গোলা ছোঁড়ে! দেখ, বিড়ালটা কেমন করিয়া চোখ বোজে! দেখ, বালকটি কেমন করিয়া একটা বিড়ালের পিছনে দৌড়ায়! দেখ, হরি কেমন করিয়া একটা শকটের পিছনে দৌড়ায় ইত্যাদি। বিড়ালটি কতই খুসি! বালকটি কতই খুসি! রাম কতই খুসি ইত্যাদি। দয়ালু বালক কখনই তাহার বিড়ালকে আঘাত করে না। রাম কখনই তাহার ভাইকে আঘাত করে না, শ্যাম, যদু, মধু ইত্যাদি। আমি কখনো ঘাসের উপর বসি না (never)। (হরি মধু প্রভৃতি)। বিড়াল কখনো ঘাসের উপর ঘুমায় না। বালকটি কখনো বিড়ালকে তাহার কোলে লয় না।

LESSON 2.

The sun is up. The day is warm. The air is dry. I am hot. I sit on the grass. The lawn is green. The shade is cool. The water in the tank is deep. I see a fish. It is big. I wash my feet in the water. The water is clear. I make a paper-boat. See, how it floats! I put some flowers on it. I give it a push. Now it is in deep water. I cannot reach it.

এই পাঠে যেখানে সম্ভব 1st personকে 3rd এবং 3rdকে 1st person করাইয়া লইবে এবং "না" ও "কখনো না" যোগে নেতিবাচক করাইবে।

আমি উঠিয়াছি, হরি উঠিয়াছে, মধু উঠিয়াছে ইত্যাদি। বাতাস গরম। জল গরম। (warm এবং hot দুই শব্দই ব্যবহার করাইবে)। ঘাস শুকনা। পুকুর শুকনা। মাদুর শুকনা। বালক ঘাসের উপর বসিয়া আছে। বিড়াল ঘাসের উপর ঘুমাইয়া আছে। (হরি, মধু প্রভৃতি নাম লইয়া বাক্য বলাইবে; যে যে বাক্যে এইরূপ নাম যোগ করিয়া বলানো সম্ভব শিক্ষক তাহা মনে রাখিবেন।) আমি ছায়ায় জুড়াইয়া আছি। (হরি, মধু ইত্যাদি)। আমি তৃণোদ্যানে দাঁড়াইয়া আছি (হরি, মধু)। সবুজ তৃণোদ্যানের উপর ছায়াটি শীতল। বালকটি মাছ দেখিতে পাইয়াছে (হরি, মধু ইত্যাদি)। বিড়ালটি গভীর জলে বড় মাছ দেখিতে পাইয়াছে

(হরি, মধু ইত্যাদি)। বালকটি তাহার পা ধুইতেছে (হরি, মধু)। রাম পরিষ্কার জলে তাহার পা ধুইতেছে। বালকটি একটি কাগজের নৌকা বানাইতেছে। হরি একটি বড় কাগজের নৌকা বানাইতেছে (মধু, যদু ইত্যাদি)। দেখ আমি কেমন জলের উপর ভাসিতেছি! (হরি, মধু ইত্যাদি)। আমি কাগজের নৌকার উপর কতকগুলি ফুল রাখিতেছি (হরি, মধু)। আমি এখন গভীর জলে (হরি, মধু ইত্যাদি)। বালকটি এখন আমাকে নাগাল পায় না (হরি, মধু)। বালকটি আমাকে একটা ঠেলা দিতেছে (হরি, মধু)। আমি বালকটিকে একটা ঠেলা দিতেছি (হরি, মধু)। আমি কখনো কাগজের নৌকা বানাই না। বালকটি কখনো আমাকে ঠেলা দেয় না। তিনি কখনো আমাকে জানেন না, আমি কখনো তোমাকে জানি না। তিনি কখনো চাল বিক্রি করেন না। তুমি কখনই জলে তোমার পা ধোও না। হরি, মধু ইত্যাদি।

(এই বাংলা বাক্যগুলিকেও যেখানে সম্ভব person পরিবর্ত্তন ও নেতিবাচক করিয়া তর্জ্জমা করিতে হইবে।)

LESSON 3.

I know you. You are a grocer. You sell rice, dal, oil and salt. I buy sugar from you. Your shop is near the temple. You go to the town every Monday. You buy your flour there. You come back in a boat with your bags. You send your son to the market. He buys potatoes for you. You rise very early in the morning and go to your shop. There you do your work and read the Ramayana. You are always busy. You close your shop late at night.

Person পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। নেতিবাচক করিয়া লইতে হইবে। 3rd person ব্যবহারকালে কখনো he এবং কখনো she ব্যবহার করাইতে হইবে।

তিনি তোমাকে জানেন। আমি একজন মুদি। তুমি একজন বালক। তুমি মস্ত। তুমি দয়ালু। তুমি খুসি। আমি খুসি। তিনি চাল বিক্রি করেন। আমি তেল বিক্রি করি। আমি তোমার বাড়ীতে তেল বিক্রি করি। তুমি আমার দোকানে চিনি বিক্রি কর। তুমি প্রতিদিন আমার কাছ হতে লবণ কেন। তিনি প্রতি রবিবারে আমার দোকান হতে ময়দা কেনেন। তুমি প্রতি সোমবারে মন্দিরে

যাও। তিনি তাহার দোকানে ফিরিয়া যান (আমি, তুমি)। বালকটি তাহার স্কুলে ফিরিয়া যায় (আমি, তুমি)। বালকটি প্রতি সোমবারে তাহার স্কুলে ফিরিয়া যায় (আমি, তুমি)। আমি একটা শকটে (cart) করিয়া প্রতি রবিবারে দোকানে ফিরিয়া আসি। তিনি তাঁহার ছেলেকে সহরে পাঠাইয়া দেন (আমি দিই, তুমি দাও)। তিনি প্রতিদিন প্রাতে বালকটিকে স্কুলে পাঠাইয়া দেন (তুমি, আমি)। তিনি প্রতিদিন প্রাতে বস্তাগুলি নৌকা করিয়া সহরে পাঠাইয়া দেন (আমি, তুমি)। তুমি তাহার জন্য আলু কেন। আমি তোমার জন্য ময়দা কিনি। তিনি আমার জন্য চিনি কেনেন। তিনি তাঁহার কাজ করেন। আমি তোমার কাজ করি। আমি আমার কাজ করি। তুমি প্রতি সোমবারে তোমার কাজ কর। তুমি সর্ব্বদাই তোমার কাজ কর (আমি)। তিনি সর্ব্বদাই পড়েন। তুমি প্রাতে সকাল সকাল জাগিয়া ওঠ (আমি)। তিনি প্রাতে দেরিতে ওঠেন। আমি প্রাতে দেরিতে আমার দোকান খুলি (তুমি)। তুমি রাত্রে দেরিতে তোমার দরজা বন্ধ কর (আমি)।

যেখানে সম্ভব বাক্যগুলিকে আমি, তুমি, তিনি এবং হরি, মধু প্রভৃতি নামের যোগে নিষ্পন্ন করিতে হইবে। যেমন "তিনি তোমাকে জানেন" এই বাক্যটি "আমি তোমাকে জানি, তুমি আমাকে জান, যদু তোমাকে জানে" এইরূপে নানা রূপান্তরে অভ্যাস করাইতে হইবে।

Lesson 4.

She is a little baby. I am her brother. She is only a year old. Her name is Uma. She can walk a little. She cannot run. She says ma, baba, dada. She plays with the dog. The dog never hurts her. When she sleeps the dog sits by. The moon is up. Ma takes Uma out. Baby likes to see the moon. She smiles and claps her hands. She is happy. Ma sings a song and baby sings with her. Go and call uncle. Baby loves him. Uncle gives her dolls.

Gender ও person বদল করিতে হইবে। নেতিবাচক করিতে হইবে।

তুমি খোকা। হরি খোকা। হরি কেবল এক বছরের। বিড়ালটি এক বছরের। তার নাম যদু, মধু ইত্যাদি। তার নাম রমা, শ্যামা, বামা ইত্যাদি। সে অল্প দৌড়াতে পারে (আমি, তুমি)। সে হাঁটিতে পারে না (আমি, তুমি)। সে অল্প খেলিতে পারে। সে খেলিতে পারে না। সে কুকুরের সঙ্গে খেলিতে পারে না (আমি,

তুমি)। সে কুকুরের সঙ্গে দৌড়াইতে পারে না (আমি, তুমি)। সে যখন খেলা করে কুকুর কাছে বসিয়া থাকে (আমি, তুমি)। সে যখন হাঁটে কুকুর কাছে হাঁটে (আমি, তুমি)। সূর্য্য উঠিয়াছে। বালকটি বিড়ালকে বাহিরে লইয়া যায় (আমি, তুমি)। মা রামকে বাহিরে লইয়া যায়। শ্যামকে, মধুকে ইত্যাদি। বিড়াল খেলিতে ভালবাসে (আমি, তুমি)। কুকুর দৌড়াতে ভালবাসে (আমি, তুমি)। বালকটি শব্দ করিতে ভালবাসে (আমি, তুমি)। খোকা ঘুমাইতে ভালবাসে (আমি, তুমি)। খোকা গোলা ছুঁড়িতে পারে না (আমি, তুমি) খোকা ঘাসের উপর লাফাইয়া পড়িতে পারে না (আমি, তুমি)। খোকা গান গাহিতে ভালবাসে (আমি, তুমি)। খোকা গান গাহিতে পারে (আমি, তুমি)। খোকা তাহার হাতে তালি দিতে পারে (আমি, তুমি)। খোকা তাহার মার সঙ্গে চলিতে পারে, গাহিতে পারে, খেলিতে পারে, দৌড়াতে পারে, চলিতে পারে না ইত্যাদি। খুড়া তাহাকে গোলা দেন, মা তাহাকে গোলা দেন (আমি, তুমি)।

(যেখানে সম্ভব person ও gender পরিবর্ত্তন করিয়া এবং রাম শ্যাম প্রভৃতি নানা নামের যোগে প্রত্যেক বাক্যটিকে নানারূপে নিষ্পন্ন করাইয়া লইবে।)

LESSON 5.

It is early morning. The crows are up. Men go to their fields. We hear gongs from the temple. Listen, how the birds sing! Our girls rise very early. They sweep their rooms and go to the tank. There they wash their hands and face and fill their jars. Then they come back home and light a fire in the kitchen. Our cows are all out. They go to the meadows to graze. They come back home in the evening. The lazy boys are still in their bed. They always rise late. Wake them up.

Gender, person ও number পরিবর্ত্তন এবং নেতিবাচক করাইতে হইবে।

এখন সন্ধ্যা। এখন রাত্রি। এখন গরম। আমরা উঠিয়াছি। তোমরা উঠিয়াছ। আমি উঠিয়াছি। তুমি উঠিয়াছ। যদু, মধু ইত্যাদি। বালকেরা তাহাদের বিদ্যালয়ে যাইতেছে। বালিকারা তাহাদের বিছানায় যাইতেছে (আমি, তুমি, তিনি, যদু, মধু ইত্যাদি)। শোন, কেমন বালকেরা গাহিতেছে! শোন, আমি কেমন গাহিতেছি, তুমি গাহিতেছ, তিনি গাহিতেছেন, যদু, মধু ইত্যাদি।

আমাদের বালকেরা ভোরে ওঠে, দেরিতে ওঠে। হরি দেরিতে ওঠে (আমি, তুমি, তিনি ইত্যাদি)। বালকেরা তাহাদের স্লেটগুলি ধোয় (আমি, তুমি, তিনি, যদু, মধু ইত্যাদি)। আমরা আমাদের মাদুরগুলি ধুই। তোমরা তোমাদের গোলাগুলি ধোও। তাঁহারা তাঁহাদের হাত এবং পা ধোন। (আমি, তুমি, তিনি, যদু, মধু ইত্যাদি)। তাহারা তাহাদের বিছানা ঝাঁট দেয় (আমি, তুমি, তিনি, রাম, শ্যাম ইত্যাদি)। আমরা তোমাদের দোকান ঝাঁট দিই (আমি, তুমি, তিনি, যদু, মধু ইত্যাদি)। আমরা আমাদের রান্নাঘর ঝাঁট দিই। (আমি, তুমি, তিনি, রাম, শ্যাম)। আমরা আমাদের ঘড়া পূর্ণ করি (আমি, তুমি, তিনি, রাম, শ্যাম)। তাহার পরে আমরা (ঘরে, পুকুরে, দোকানে, রান্নাঘরে) ফিরিয়া আসি (আমি, তুমি, তিনি, যদু, মধু ইত্যাদি)। তাহার পরে তোমরা আগুন জ্বাল (আমি, তুমি, তিনি, যদু, মধু ইত্যাদি)। তাহার পরে হরি তাহার দোকানে আগুন জ্বালে (ইস্কুলে, মাঠে, রান্নাঘরে)। তোমরা সবাই বাহিরে গেছ। আমরা সবাই বাহিরে গেছি (পাখীরা সকলে, বালকেরা সবাই, বালিকারা সবাই, বিড়ালগুলি সকলে)। আমি (তুমি, তিনি, রাম, শ্যাম) বাহিরে গেছি। আমরা বিছানায় ঘুমাইতে যাই (আমি, তুমি, তিনি, রাম, শ্যাম)। অলস বালিকারা এখনও তাহাদের বিছানায় আছে (আমি, তুমি, তিনি ইত্যাদি)। আমরা সর্ব্বদাই সকাল সকাল উঠি (আমি, তুমি, তিনি ইত্যাদি)। হরিকে জাগাইয়া তোলো (রামকে, শ্যামকে ইত্যাদি)।

LESSON 6.

The old man is blind. I know him. He lives in a small hut. It is near my house. I see him every day. He has a son. The old man calls him Hari. Hari cooks his food. Hari has a good cow. She gives him milk. He gets fish from the tank. He has some land. There he grows rice. He takes his rice to the town. There he sells it. He buys cloth from the weavers. Hari is very strong and good. We all like him.

Gender, person, এবং has ছাড়া অন্য ক্রিয়ার বচন পরিবর্ত্তন এবং নেতিবাচক করাইতে হইবে।

বুড়া লোকগুলি অন্ধ (আমরা, তোমরা, আমি, তুমি, তিনি, যদু, মধু)। আমরা তাহাকে জানি (তোমরা, তাহারা, আমি, তুমি, তিনি, শ্যাম, রাম)। আমরা

তাহাদিগকে জানি, (তাহারা, তোমরা, ইত্যাদি)। তাহার একটি ছোট বিড়াল (গোলা, পাখী, বাড়ী, খোকা, মাদুর, কুকুর, নৌকা, মাছ, দোকান, পুকুর, খেলনা, ফুল) আছে। (আমার, তোমার, হরির, মধুর)। কুঁড়ে ঘরগুলি আমার বাড়ীর (তোমার, তাঁর বাড়ির) কাছে। মন্দিরগুলি (দোকানগুলি, পুকুরগুলি, বাড়িগুলি, স্কুলগুলি, ক্ষেত্রগুলি, মাঠগুলি, তৃণোদ্যানগুলি) আমার কুঁড়ে ঘরের কাছে (তোমার, তাঁহার ইত্যাদি)। আমরা তাহাকে প্রতিদিন (সর্ব্বদা, প্রতি রাত্রে, প্রতি প্রাতে, প্রতি সন্ধ্যায়, প্রতি বছরে, প্রতি রবিবারে, প্রতি সোমবারে ইত্যাদি) দেখি (আমি, তুমি, তিনি, যদু, মধু)। মধুর একটি পুত্র (একটি বালক, বালিকা ইত্যাদি) আছে। বালক তাহাকে মধু বলিয়া ডাকে (যদু, শ্যাম, ইত্যাদি বলিয়া)। কখনো ডাকে না (আমরা, তোমরা, তাহাবা, আমি, তুমি, তিনি, ইত্যাদি)। আমরা তাহার খাদ্য রাঁধি (তোমরা, তাহারা ইত্যাদি)। আমরা সর্ব্বদা (প্রতি দিন, প্রতি রাত্রে ইত্যাদি) তাহার খাদ্য রাঁধি। মধুর একটি ভাল বিড়াল (কুকুর, মাদুর ইত্যাদি) আছে। গাভী তাহাকে দুধ দেয় (কখনো দেয় না)। গাভীগুলি তাহাকে ভাল দুধ দেয় (কখনো দেয় না)। তিনি দোকান হইতে মাছ (নুন, তেল, চিনি, চাল, ময়দা, পুতুল, মাদুর) পান (কখনো পান না, তাহারা, আমরা, তোমরা)। তাঁহার খানিকটা চিনি (নুন, তেল, চাল, ময়দা, দুধ) আছে। সেখানে তিনি ভাল জন্মান; কখনো জন্মান না; (আমরা, তোমরা)। তিনি তাহার শকট সহরে লইয়া যান (মন্দিরে, দোকানে, বাড়ীতে, স্কুলে ইত্যাদি); কখনো লইয়া যান না (আমরা, তোমরা ইত্যাদি)। সেখানে আমরা তেল বিক্রি করি (তাহারা, তোমরা ইত্যাদি)। হরি মুদির নিকট চাল কেনে। আমি, তুমি, তিনি, আমরা, ইত্যাদি। আমরা হরির কাছ হইতে দুধ (ইত্যাদি) কিনি। তোমরা সকলেই হরিকে ভালবাস (তাহারা ইত্যাদি)।

LESSON 7.

I have a mango garden. Come and see it. It has fifty trees. I have two men. They watch my garden. It is cool here. You see, the trees have nets over them. Birds cannot peck at the fruits. Hari, here I have a mango. You may take it. It is not ripe. I see, you have a knife. Give it to me. This mango is sour. Have you some salt? These lichi trees have no fruits

now. They have fruits early in Baisakh. We get no flowers in our garden. My mother has two pet goats. They eat up small plants. You have a big tank in your garden. Has it good fish ?

Person, gender ও number পরিবর্তন ও নেতিবাচক ও প্রশ্নবাচক করাইতে হইবে।

আমার একটি বইয়ের দোকান আছে (নাই)। এস, এটা খাও। এস, এখানে বস। এস, এটা লও। এস, এটা ধোও। এস, এটা কেন। এস, এটা বিক্রি কর। এস, এটা ঝাঁট দাও। এস, আগুন জ্বাল। এস, একটা গান গাও। টেবিলের উপর একটি বিড়াল আছে (The table has a cat on it এবং There is a cat on the table)। টেবিলের উপর কি একটি বিড়াল আছে ? বিছানার (বিছানাগুলির) উপরে একটি মাদুর আছে। আমার কাগজের নৌকা (নৌকাগুলির) মধ্যে কতকগুলি ফুল আছে (নাই)। আমার দোকানে কিছু চিনি আছে (I have some sugar in my shop এবং There is some sugar in my shop)। হরির দোকানে কিছু তেল আছে (নাই)। আলু আছে, মাছ আছে, বই, গোলা, লবণ, পুতুল, দুধ, কাপড়, আম, ছাগল, পাখী, ছুরি, ফুল, ফল (নাই)। কাকটি আম ঠোকরাইতেছে। পাখীটি লিচু ঠোকরাইতেছে। কাকগুলি লিচু ঠোকরাইতেছে। পাখীটি আম ঠোকরাইতেছে। পাখীগুলি আম ঠোকরাইতেছে। তোমার পাখী, আমার পাখী, তার পাখী, তোমাদের পাখী, আমাদের পাখী, তাহাদের পাখী। পাখী পাকা আমে ঠোকর দিতেছে। (পাকা লিচুতে,—পাখীগুলি, আমার পাখী, তোমার পাখী ইত্যাদি)। আমার একটি টক আম আছে (নাই)। আমার, তোমার, আমাদের, তোমাদের, যদুর, মধুর ইত্যাদি। তুমি একটা গোলা লইতে পার। একটা ফল, ফুল, মাছ, বই, পাখী, ছুরি, কাপড়, কিছু ময়দা, আলু, তেল, লবণ, চিনি। আমি, সে, আমরা, তোমরা, তাহারা, যদু, মধু। এই আমগাছে এখন ফল নাই। এই আমগাছে জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল হয়—জ্যৈষ্ঠের গোড়াতেই। এই লিচু গাছে।

Lesson 8.

The village has a good school. Jadu learns English there. Jadu has a little brother. He also goes to the school. The school has an old head master. He is very kind to the boys. He comes to see us in our house. He takes the boys to his home.

He has many books in his room. He shows us pictures from his books. The school has nice grounds. We play *kapati* there. Boys from the village come to watch our games. We have a deep well in our school. It has good water. The school has a hundred boys. Now it is *puja* time and the boys have a month's holiday.

Person, gender, number পরিবর্ত্তন এবং প্রশ্নবাচক ও নেতিবাচক করাইতে হইবে।

সহরে একটি ভাল মন্দির আছে। গ্রামে একটি ভাল পুকুর আছে। স্কুলে একটি ভাল কূপ আছে। যদু স্কুলে সংস্কৃত শেখে (বাংলা শেখে—আমি, তুমি, হরি, মধু)। যদুর ভাই স্কুলে সংস্কৃত শেখে। যদুর ভাইও (মধুর ভাই, হরির ভাই) স্কুলে যায়। যদুর ভাই সংস্কৃতও শেখে ; বাংলাও শেখে। যদুর ভাই ছেলেদের প্রতি খুব দয়াবান (যদুর ভাই, মধুর ভাই, হরির ভাই)। তিনি আমাদের দোকানে চাল কিনিতে আসেন (যদুর ভাইও, মধুর ভাইও ইত্যাদি)। তিনি আমাদের সহরে ফুল বেচিতে আসেন (যদুর ভাই, মধুর ভাই)। তুমি আমাদের সহরে ফুল বেচিতে আস (যদুর ভাই, মধুর ভাই ইত্যাদি)। তিনি মধুর ভাইকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যান (যদুর ভাইকেও ইত্যাদি)। তাঁর স্কুলে অনেক ছেলে আছে (আমার, তোমার, হরির)। আমার বাগানে অনেক গাছ আছে (আমার, তোমার ইত্যাদি)। তোমার বাগানে অনেক টক আম আছে। তার বাগানে অনেক পাকা লিচু আছে (টক আম আছে ইত্যাদি)। যদুর ভাই আমাদিগকে তাঁর বই থেকে ছবি দেখান (মধুর ভাই ইত্যাদি)। মধুর ভাই আমাদিগকে তাঁর বাক্স থেকে টাকা দেন। হরি তাঁর পুকুর থেকে আমাদের মাছ দেন। এই বাড়ীতে বেশ জমি আছে। ঐ মন্দিরে বেশ জমি আছে। এই দোকানে বেশ জমি আছে। গ্রাম হতে লোক (men) আমাদের দুধ বেচিতে আসে। সহর হতে যদুর ভাই আমাদের খেলা দেখিতে আসে (মধুর, হরির)। মধুর ভাইয়ের একটি গভীর পুষ্করিণী আছে (হরির, যদুর, আমার, তোমার, হরির ভাইয়ের ইত্যাদি)। যদুর ভাইয়ের বাড়িতে একটি গভীর কূপ আছে (Jadu's brother has a deep well in his house)। বাগানে একশ গাছ আছে। সহরে একশ বাড়ী আছে। দোকানে একশ ছাগল আছে। এখন সন্ধ্যা হয়েছে। এখন সকাল হয়েছে। এখন রাত হয়েছে। এখন গরম, ঠাণ্ডা। যদু এক মাসের ছুটি পাইয়াছে (আমি, তুমি, যদুর ভাই)।

LESSON 9.

This lane is shady. It leads to the river. It has mango groves and bamboo clumps on both sides. *Kokils* sing in the trees all day long and doves coo among the thick leaves. The mango trees are in flower now. The bees hum and butterflies flit about the branches. The village girls go to the river to fetch water. They laugh and chatter. They have their brass pitchers with them.

Person, gender, number পরিবর্ত্তন এবং নেতিবাচক ও প্রশ্নবাচক করাইতে হইবে।

এই বাগান (বন) ছায়াময়। (বহুবচন।) এই গলি (গলিগুলি) দোকানের দিকে লইয়া যায় (বনের দিকে, বাগানের দিকে, তৃণোদ্যানের দিকে, মন্দিরের দিকে, সহরের দিকে, গ্রামের দিকে, বাড়ীর দিকে, পুকুরের দিকে, মধুর বাড়ীর দিকে, যদুর বাড়ীর দিকে, ষ্টেশনের দিকে, বিদ্যালয়ের দিকে, ক্ষেত্রের দিকে, আমবাগানের দিকে (mango grove) বাঁশঝাড়ের দিকে)। আমার বাগানে কতকগুলি বাঁশঝাড় আছে (বিকল্পে, I have এবং There is যোগ করিয়া)। আমাদের, তোমাদের, তোমার, তার, তাদের, হরির, মধুর ইত্যাদির বাগানে। গলিতে দুই ধারেই বাড়ী আছে, পুকুর আছে, লিচু গাছ আছে, তৃণোদ্যান আছে, দোকান আছে, মাঠ আছে, ক্ষেত আছে। পুকুরের সকল ধারেই বাঁশঝাড় আছে, আমবাগান আছে, মাঠ আছে, ক্ষেত আছে ইত্যাদি। সে সমস্ত দিন গান করে। তুমি সমস্ত দিন পড়। তিনি সমস্ত সকাল রাঁধেন। আমি সমস্ত সন্ধ্যা খেলা করি। সে সমস্ত রাত ঘুমায়। (বহুবচন।) ঘন পাতার মধ্যে মৌমাছিরা গুন্‌গুন্ করে। ফুলগুলির চারি ধারে প্রজাপতি উড়িয়া বেড়ায়। প্রজাপতি তাহার ঘরের চারি ধারে উড়িয়া বেড়ায়। মৌমাছিরা ফুলগুলির মধ্যে গুন্‌গুন্ করে। ছেলেরা বাগানের চারি দিকে দৌড়িয়া বেড়ায়। খোকা তাহার ঘরের চারি দিকে হাঁটিয়া বেড়ায়। খোকা বকে, হাসে এবং হাততালি দেয়। আমরা, তোমরা, তাহারা, সে, তুমি, আমি, যদু, হরি, ইত্যাদি। বালকদের সঙ্গে তাহাদের বই আছে। বালিকাদের সঙ্গে তাহাদের ঘড়া আছে। যদুর সঙ্গে তাহাদের ভাই আছে (আমার সঙ্গে, তোমার সঙ্গে)। হরির সঙ্গে তাহার বিড়াল আছে। কুকুর আছে, গোলা আছে, শ্লেট আছে, কাপড় আছে। পাখীরা ঘন ডালের মধ্যে গান করে। এস, এইখানে আমরা ঘন গাছের মধ্যে বসি। এস, এইখানে আমরা ঘন ঘাসের মধ্যে শুই।

Lesson 10.

Jadu is very poor. He catches fish and sells them in the market. We have a market every Sunday. Jadu mends his nets in the evening. His boat is old and it leaks. He wants to buy a new boat. But he has no money. His little son is ill. The poor boy has fever. The young doctor is kind. He comes and takes care of the little boy. He never takes any fee from Jadu. Jadu gives him fruits from his trees and nice fish from his tank.

Person, gender, number পরিবর্ত্তন, নেতিবাচক ও প্রশ্নবাচক করাইতে হইবে।

যদুর ভাই গরীব। আমরা তোমরা ইত্যাদি। তাহার পিতা গরীব নন, আমার তোমার ইত্যাদি। বালকেরা প্রজাপতি ধরে। হরি, যদু, আমি, তুমি, তাহারা ইত্যাদি। যদু পাখী ধরে এবং তাহাদিগকে সহরে বিক্রয় করে। প্রতি রবিবারে আমাদের বোলপুরে হাট হয়। প্রতি বৃহস্পতিবারে তোমাদের গ্রামে হাট হয়। প্রতি সকালে তোমাদের বাড়ীতে স্কুল হয়। প্রতি সন্ধ্যায় তোমাদের স্কুলে খেলা (games) হয়। প্রতি রবিবারে তাহাদের সহরে হাট হয়। আমাদের প্রতিদিনই মাছ হয়। আমাদের প্রতি রবিবার ছুটি হয়। তাহাদের প্রতি বুধবার খেলা হয়। ঘড়ায় ছিদ্র আছে। নৌকায় ছিদ্র আছে (বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, যে ছিদ্রের মধ্য দিয়া তরল পদার্থ যায় বা বাহির হয়, তাহার সম্বন্ধেই leak শব্দ প্রয়োগ হয়)। আমি একটা নূতন ঘড়া কিনিতে চাই। তুমি, সে, তোমরা, তাহারা, যদু ইত্যাদি। খোকা একটা নূতন গোলা কিনিতে চায়। তুমি, আমি ইত্যাদি। মা আমার কাপড় সারিয়া দেন। তুমি, তিনি, তোমরা, তাহারা ইত্যাদি। আমার ভাই আমার পুতুল সারিয়া দেয়। যদুর ভাই, তুমি, তিনি ইত্যাদি। মা গরীব, মার টাকা নাই। আমার, তোমার, তার, আমাদের, যদুর, মধুর ইত্যাদি। হরি গরীব নয়, হরির টাকা আছে (মধু, যদু, আমি, তুমি ইত্যাদি)। যদুর পিতা অসুস্থ। আমি, তুমি, আমরা, তোমরা, মধুর ভাই, হরির ভাই ইত্যাদি। মার জ্বর হইয়াছে। আমার, তোমার, যদুর, মধুর ইত্যাদি। যদু আমাকে যত্ন করে, মা তোমাকে যত্ন করে। সে, তুমি, আমরা, তোমরা ইত্যাদি। ডাক্তার হরির কাছ হইতে ফি লন। আমার, তোমার, যদুর, মধুর ইত্যাদি। মধু তাঁকে তাঁর ফি কখনো দেয় না, সে তাঁকে ফল দেয়। ডাক্তার গরীবের কাছ হইতে কখনো ফি লন না। ডাক্তার তাঁতীর কাছ হইতে কখনো ফি লন না।

Lesson 11.

There are thick dark clouds in the west Father says a storm is near. Look, the dust is up. Do you hear the noise? It is the wind among the trees. The dry leaves fly in the air. The storm is upon us. Take care, do not let the baby run out. Shut the door. Where is mother? Is she in the stall to look after the cows? I must go and help her. The lamps are not lit. Ask my sister to bring me a light.

Person, gender, number পরিবর্ত্তন এবং প্রশ্নবাচক ও নেতিবাচক করাইতে হইবে।

ডালগুলির উপরে পাতা ঘন হইয়া আছে। মাদুরের উপরে ধূলা ঘন হইয়া আছে। প্রভাত আসিল বলিয়া। সন্ধ্যা আসিল বলিয়া। পশ্চিমে ধূলা উঠিয়াছে। সূর্য্য পূবে উঠিয়াছে। পাখীরা উঠিয়াছে, তাহাদের গান শুনিতেছি। ছেলেরা উঠিয়াছে, তাহাদের গোলমাল শুনিতেছি। পাখীরা আকাশে উড়িতেছে। মৌমাছিরা পাতাগুলির মধ্যে উড়িতেছে। কুকুরটাকে বাহিরে যাইতে দাও (আমাকে, তোমাকে, যদুকে, মধুকে)। হরিকে বাহিরে দৌড়িয়া যাইতে দিও না। হরি খোকার তদারক করে। মধু ছাগলগুলির তদারক করে, বাগানের, মন্দিরের, দোকানের, গ্রামের, পুকুরের, গাছগুলির, তৃণোত্থানের, বাগানের, বাড়ীর, ক্ষেতের। আমাকে পড়িতেই হইবে। ভাইকে আমার সাহায্য করিতেই হইবে। তোমাকে বাহিরে যাইতেই হইবে। তাহাকে গান গাহিতেই হইবে ইত্যাদি। রান্নাঘরে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই, ঘরে, মন্দিরে, বাড়ীতে, দোকানে। মাকে দুধ আনিতে বল, পুতুল, কাপড়, ফুল, ফল, আম, পাখী, বিড়াল, কুকুর, জাল, নৌকা, ঘড়া, ছুরি, বই, খোকা, গাভী, ছাগল, গোলা। মা কি গোয়ালে? বোন কি পুকুরে? বাবা কি হাটে? যদু কি সহরে?

Lesson 12.

I go to Calcutta every day to my office. I go by the railway train. I take my breakfast at eight in the morning. Then I walk to the station. Many people go to their office in Calcutta by this train. We meet each other every day in the train and we are very friendly. My office closes after five in the afternoon. My little boy runs out to meet me at the door. He knows I

always have some little things in my pocket for him. I let him guess what they are. Some times he guesses right. Some times he makes mistakes. He is very happy when he gets pictures. I bring nice books for his sister.

Person, gender, number পরিবর্ত্তন এবং নেতিবাচক ও প্রশ্নবাচক করাইতে হইবে।

আমি রেলগাড়ি করিয়া স্কুলে যাই। সহরে যাই, কোন্নগরে যাই, হুগলীতে যাই ইত্যাদি। আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তাহারা, যদু, মধু ইত্যাদি। প্রত্যেক রবিবারে আমরা রেলগাড়ি করিয়া বর্দ্ধমানে যাই। তোমরা, তারা, সে, তুমি। তুমি কি সকালে জলখাবার খাও? হরি সকালে জলখাবার খায়। ৬টার সময়, ৭টার সময়, ৮টার সময় ইত্যাদি জলখাবার খায়। হরি এবং শ্যামের পরস্পরে আপিসে দেখা হয়। যদু এবং মধুর, সে এবং তাহার ভাইয়ের, রাখাল এবং তাহার বাপের ইত্যাদি। তাদের মধ্যে বেশ ভাব আছে। হরি এবং যদুর মধ্যে ভাব আছে। হরি এবং যদু বন্ধু (Friends) আমরা বন্ধু, তোমরা বন্ধু ইত্যাদি। স্কুল বিকালে চারটের পর বন্ধ হয়। দোকান সকাল ৮টায় খোলে এবং বিকাল ৫টায় বন্ধ হয়। আপিস সকাল দশটায় খোলে। আমার বাবার আফিস সন্ধ্যা ৭টার পর বন্ধ হয়। যদুর আপিস, হরির আপিস ইত্যাদি। আমি স্কুল হইতে বাজারে হাঁটিয়া যাই। আমি দোকান হইতে মিষ্টান্ন কিনি। তিনি যদুর কাছ হইতে মিষ্টান্ন কেনেন। হরি মধুর কাছ হইতে ইত্যাদি। তুমি বিকালে বাড়িতে ফের। তোমরা, সে, তারা, ইত্যাদি। রাম রাত্রে বাড়ীতে ফেরে। গলিতে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমি বাহির হইয়া যাই, মন্দিরে, পুকুরে, দোকানে, সহরে, গ্রামে, তৃণোদ্যানে, ক্ষেত্রে। তিনি জানেন আমার একটি গাভী আছে। বই আছে, গোলা আছে, বাগান আছে ইত্যাদি। তিনি জানেন গোয়ালে আমার একটি গাভী আছে। তিনি জানেন টেবিলের উপর আমার একটি বই আছে। তিনি জানেন পকেটে আমার একটি গোলা আছে। তিনি জানেন আমার বাক্সে তাঁর জন্য কিছু টাকা আছে। খোকা জানে আমার ঘরে তাহার জন্য একটা পুতুল আছে। হরি জানে আমার ব্যাগে তাহার জন্য কাপড় আছে। মধু জানে হরির নৌকায় তাহার জন্য একটা ছাগল আছে। যদু জানে শ্যামের দোকানে তাহার জন্য কিছু চিনি আছে। ("সর্ব্বদাই" শব্দ যোগ করিয়া উক্ত বাক্যগুলি পুনরায় অনুবাদ করাইয়া লইবে)। তুমি জান না আমার পকেটে কি আছে। আমি তোমাকে আন্দাজ করিতে দিলাম। তুমি ঠিক আন্দাজ করিতেছ। তুমি ভুল করিতেছ। তিনি, আমরা, তোমরা, যদু, হরি

ইত্যাদি। রাম কি ক্রয় করে আমি জানি। আমি ঠিক আন্দাজ করি। আমি ভুল করি না।

LESSON 13.

A man is singing at the door. Who is it? It is Rakhal the blind singer! I like his songs very much. Jadu, go and call him in. Your mother is coming with some milk and sweets. She always gives Rakhal something to eat. Look! the dog is barking at Rakhal. Rakhal is afraid. Whose dog is that? Jadu, do not beat him. I think the dog is going to his master's house. Rakhal, come and sit here. What song are you singing? Is it from the Ramayana? Jadu, why are you teasing your sister? Let her listen to the song. Call your aunt here. I think she is working in the store-room.

Person, gender, number পরিবর্ত্তন ও নেতিবাচক ও প্রশ্নবাচক করাইতে হইবে। এইখানে ছাত্রদিগকে বুঝানো আবশ্যক যে, পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠগুলিতে 3rd Person Singular-এ ক্রিয়াপদে যে যে খানে s যোগ হইয়াছে তাহার অধিকাংশ স্থলই ing প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হইলে ভাল হয়। শিক্ষক প্রয়োজন বোধ করিলে ছাত্রদিগকে দিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠের ধাতুরূপ যথাস্থানে ing যোগে পরিবর্ত্তন করাইয়া অভ্যাস করাইবেন।

গৌর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। আমি, তুমি, যদু, মধু ইত্যাদি। কুকুরটা দরজার কাছে ঘুমাইতেছে। গরুর গাড়ি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। কাকা কি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন? মণি দরজার কাছে বসিয়া আছে। মণি, যাও, কাকাকে ভিতরে ডাকিয়া আন। বাবাকে, দাদাকে, আমাকে, তোমাকে, যদুকে। দেখ, মণি কাকার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য দৌড়িতেছে। যদু, হরি ইত্যাদি। কাকা একটা বড় পুতুল লইয়া আসিতেছেন। বাবা, দাদা, তুমি, সে, হরি, মধু ইত্যাদি। মণি কুকুর লইয়া আসিতেছে। কুকুরকে কিছু খাইতে দাও। মণিকে কিছু খাইতে দাও। কুকুরটা মণিকে দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিতেছে। হরিকে, যদুকে, রামকে ইত্যাদি। মণি কুকুরকে ভয় করে। আমি, তুমি, সে, আমরা, তোমরা, যদু, মধু ইত্যাদি। মণি কুকুর লইয়া আসিতেছে। কুকুরকে কিছু খাইতে দাও। মণিকে কিছু খাইতে দাও। কুকুরটা মণিকে দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিতেছে। হরিকে, যদুকে, রামকে ইত্যাদি। শশী বিড়ালকে ভয় করে। খোকা অন্ধকারকে ভয় করে।

শ্যাম তাহার পিতাকে ভয় করে। আমি আমার জ্যাঠাকে ভয় করি। হরি আমাকে সর্ব্বদাই মারে। দাদা আমাকে মারেন না—তিনি রামকে মারেন। যদু কুকুরকে মারে, ভাইকে মারে, বোনকে মারে। হরি, শ্যাম ইত্যাদি। এটা কার বিড়াল? কুকুর, পাখী, ফল, ফুল, দোকান, বাড়ি ইত্যাদি। তুমি আমাকে বিরক্ত করিতেছ। সে, তাহারা, যদু, মধু ইত্যাদি। যদু কুকুরটাকে বিরক্ত করিতেছে। খোকা, রাম, শ্যাম ইত্যাদি। আমার বোন এখন গাহিতেছে। আমার ভাই, বাবা, খোকা, পুত্র, যদু, মধু ইত্যাদি। তাকে গান শুনিতে দাও। যদুকে, মধুকে ইত্যাদি। মা রান্নাঘরে রাঁধিতেছেন। আমার বোন গোয়ালে গোরুর তদারক করিতেছে। তোমার ভাই বালকগুলিকে যত্ন করিতেছে (Taking care)। আমি, তুমি, যদু, মধু ইত্যাদি।

Lesson 14.

It is very old tank. The steps of its *ghat* have big cracks. There are high trees on all sides of it. The thick branches of the mango trees do not let a ray of sunlight reach its water. You can hear the chirp of crickets and the howls of jackals all day long. The smell of the weeds fills the still air. The water of this tank is bad. The colour of it is green. It gives fever to the people of the huts around it. The women of the village come here to wash their clothes.

ধাতুরূপ, person, gender, number পরিবর্ত্তন ও নেতিবাচক ও প্রশ্নবাচক করাইতে হইবে।

এই পুকুরের জল ভাল। এই নদীর জল ঠাণ্ডা। এই গাছের ছায়া শীতল। এই গাছের ডালগুলি ঘন। সহরের বাড়িগুলি পুরাতন। এই গাছের ফল টক। এই গাছের আমগুলি পাকা। এই গ্রামের মাঠগুলি সবুজ। এই বাগানের তৃণোস্থানটি ছায়াময়। এই পুকুরের মাছ বড়। এই সহরের নাম বোলপুর। এই বালকের নাম যদু। এই বাড়ির ঘরগুলি ছোট। এই গ্রামের মানুষেরা দুধ বিক্রয় করে, বিক্রয় করিতেছে। স্ত্রীলোকটি জলে পা ধোয়। ধুইতেছে। এই বাড়ির স্ত্রীলোকেরা তাহাদের ঘর ঝাঁট দেয়। দিতেছে। এই স্কুলের বালিকারা গান করে। গান করিতেছে। এই স্কুলের বালকেরা হাসে এবং বকে। হাসিতেছে এবং বকিতেছে। সহরের দোকানগুলি আটটার সময় বন্ধ হয়। বন্ধ হইতেছে।

ফুলের গন্ধ আমার ঘর ভরিয়া দেয়। দিতেছে। সূর্য্যের চারিদিকে মেঘের বর্ণ লাল। এই সহরের লোকেরা মন্দিরে যায়। যাইতেছে।

LESSON 15.

It is raining on the other side of the field. The trees look misty. The cows are running home and the crows are flying to their nests. The wind is damp and it is bringing the smell of the earth. The dark rain-clouds are coming up from the east. Do you hear the patter of rain among the leaves ? The shower is now upon us. Oh ! how nice it is ! The bamboo leaves are all trembling. They seem glad. The birds are chirping in the wood. Where are the girls ? Are they fetching water from the river ? Go and ask them to hurry home. The daylight is fading and it still rains. The lane is narrow and dark. Mother is waiting for the girls.

ধাতুরূপ, person, gender, number পরিবর্ত্তন ও প্রশ্নবাচক ও নেতিবাচক করাইতে হইবে।

মাঠের অন্য পারে ধূলা উঠিয়াছে। নদীর অন্য পারে কুটীরগুলি ঝাপ্‌সা দেখায়। দেখাইতেছে। পুকুরের এই পারে ঘাস সবুজ দেখায়। দেখাইতেছে। তোমাকে বেশ ভাল দেখায়। দেখাইতেছে (nice)। আমাকে, তাহাকে, যদুকে, মধুকে ইত্যাদি। ছেলেরা ইহারই মধ্যে বাড়ির দিকে দৌড়িতেছে। পাখীরা ইহারই মধ্যে নদীর অন্য পারের দিকে উড়িতেছে। ঘরটা স্যাঁৎসেঁতে। বাড়ি, ঘাস, পাতাগুলা, ঘাটের সিঁড়িগুলা, কাপড়গুলা। বালিকারা জলের থেকে উপরে উঠিয়া আসে। আসিতেছে। আমি, তুমি, সে, আমরা, তোমরা, যদু, মধু ইত্যাদি। আমি গাছের মধ্যে বাতাসের শব্দ শুনিতে পাই। পাইতেছি। তুমি পাতার মধ্যে বৃষ্টির শব্দ শুনিতে পাও। পাইতেছ। এইবার আমাদের উপর ঝড় আসিয়া পড়িল। পূব দিক হইতে আর্দ্র হাওয়া আসে। আসিতেছে। আহা, কি চমৎকার বৃষ্টি ! আমের পাতা কাঁপে। কাঁপিতেছে। ছেলেরা কাঁপে। কাঁপিতেছে। ছেলেদের দেখিয়া খুসি মনে হইতেছে। তোমাকে, তাকে, রামকে, শ্যামকে। মেয়েরা নদী হইতে তাড়াতাড়ি বাড়ি আসে। আসিতেছে। আমরা, তোমরা, তারা, আমি, তুমি, সে। দিনের আলো ম্লান হয়। হইতেছে। ফুলগুলি ম্লান হয়। হইতেছে। সবুজ রং

ম্লান হয়। হইতেছে। পথ অন্ধকার। ঘর, গলি, রাত্রি, সন্ধ্যা, বাগান, আমবাগান। আমরা মার জন্য অপেক্ষা করি। করিতেছি। তোমরা, তারা, আমি, তুমি, সে, বালকরা, বালিকারা, যদু, মধু ইত্যাদি। ছেলেরা তাহাদের সকালের আহারের (Breakfast) জন্য অপেক্ষা করে। করিতেছে। বালিকারা তাহাদের মাষ্টারের জন্য অপেক্ষা করে। করিতেছে। ফুলগুলি ইহার মধ্যে ম্লান হইতেছে। বাঁশপাতা সর্ব্বদাই কাঁপে। কাঁপিতেছে। ঝড় ইহারই মধ্যে আমাদের উপর আসিয়া পড়িল। চাঁদের চারিদিকে মেঘ সাদা দেখায়। দেখাইতেছে। এই পুকুরের চারিদিকের কুঁড়েগুলিকে নূতন বলিয়া মনে হয়। হইতেছে। এই বইটিকে ইহারই মধ্যে পুরাতন দেখাইতেছে। কুঁড়েটিকে, সহরটিকে, গোলাটিকে, বাগানটিকে, পুতুলটিকে, কাপড়টিকে।

Lesson 16.

My son will go to the market. Will you show him the way ? My son will cross the river first. The ferry boat is on the other shore. It will come back soon. Let us sit here under the shade of the tree. The old man is waiting here with his bundle of straw. He will also go to the market. My son is going to buy fish and some mustard oil. He will also buy some kitchen pots. I will wait for him at the temple. I hope he will come back soon. We will not stop long in this village. We must reach home to-morrow. There is a room in the grocer's shop. We will sleep there to-night. Will you wake us up to-morrow morning ?

ধাতুরূপ, person, gender, number পরিবর্ত্তন ও নেতিবাচক ও প্রশ্নবাচক করাইতে হইবে। শিক্ষক যদি আবশ্যক বোধ করেন তবে মাঝে মাঝে পূর্ব্বপাঠের ক্রিয়াপদগুলিকে যথাযোগ্য স্থানে ভবিষ্যৎকালবাচক করাইয়া লইতে পারেন।

নদীতে যাইবার পথ কি আমাকে দেখাইয়া দিবে? মন্দিরে, সহরে, গ্রামে, ক্ষেতে, স্কুলে, দোকানে, ষ্টেশনে। গ্রামটি মাঠের ওপারে। আমি এই মাঠ পার হইব। তুমি, তিনি, তারা, আমরা, যদু, মধু ইত্যাদি। নদীর ওপারে হাট। আমরা নদী পার হইব। আমি, তুমি ইত্যাদি। এস, খেয়া নৌকার জন্য অপেক্ষা করা যাক। এস, খেয়া নৌকার জন্য এই গাছের ছায়াতলে অপেক্ষা করা যাক।

এস, ঘাসের উপর শোওয়া যাক। এস, আমরা এই গাছটির চারিদিকে বসি। তাহার কাপড়ের বাণ্ডিলটি লইয়া আমার ভাই দৌড়িতেছে। যদুর ভাই, মধুর ভাই, আমি, তুমি। তাঁহার কলসী এবং হাঁড়িকুড়ি লইয়া তিনি নদী পার হইতেছেন। চালের বস্তা, তেলের বোতল, আমের ঝুড়ি (Basket) লইয়া। আমি, তুমি, তাহারা ইত্যাদি। (উক্ত বাক্যগুলিকে ভবিষ্যৎকালবাচক করিবে)। যদুর ভাই চার বস্তা চাল কিনিতে যাইতেছে। আমি, তিনি ইত্যাদি। (ভবিষ্যৎ)। আমি তাঁহার জন্য দোকানে অপেক্ষা করিতেছি। তুমি, তিনি ইত্যাদি। (ভবিষ্যৎ)। হরিও (also) মধুর জন্য স্কুলে অপেক্ষা করিতেছে। যদু, বিপিন, রাখাল ইত্যাদি। তিনি এই বাড়িতে আছেন। (is এবং stop এবং live শব্দের প্রভেদ বুঝাইয়া দিবে)। আমি, তুমি, তাঁরা, আমরা, যদু, মধু ইত্যাদি। ভবিষ্যৎ। তিনি এই গ্রামে দীর্ঘকাল আছেন (stop)। আমি, তুমি ইত্যাদি। ভবিষ্যৎ। আমাদিগকে কাল সহরে পৌঁছিতেই হইবে। আমাকে, তোমাকে, তাকে, তোমাদিগকে ইত্যাদি। যদুকে এই সকালে স্কুলে পৌঁছিতেই হইবে। আমাকে, তোমাকে ইত্যাদি। মুদি কাল সকালে তোমাকে জাগাইয়া দিবে। আমি, তুমি ইত্যাদি। তাঁতী যদুকে আজ রাত্রে জাগাইয়া দিবে।

Lesson 17.

The sky is cloudy still ; but it will clear up soon ; for the wind is blowing hard and clouds are flying fast. It will rain this morning. Look there, the sun is coming out. Get ready to start. There is your bundle of clothes. My big box is under the bed. The children are still sleeping. They will not see us when they wake up, and they will be sorry. We will send them some nice things when we get to town. Do not try to move the box. It is heavy. The porters will carry it to the cart. It will take an hour to get to the railway station. I am going to walk. Our servant will go with the cart. The train will start in the afternoon. Will you have a bath in the river ?

ধাতুরূপ, person, gender, number পরিবর্ত্তন ও নেতিবাচক ও প্রশ্নবাচক করাইতে হইবে।

বাতাস এখনও ভিজা। এখনো অন্ধকার। এখনো ঠাণ্ডা। এখনো গরম। তিনি, আমি, আমরা ইত্যাদি। যদুও (also) এখনো ঘুমাইতেছে। কিন্তু মধু

ইহারই মধ্যে উঠিয়াছে। যদু সর্ব্বদাই ঘুমাইতেছে। আকাশ শীঘ্রই পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এই গাছের তলায় অনেক শুক্‌ন পাতা আছে। কিন্তু শীঘ্রই ইহা পরিষ্কার হইয়া যাইবে (বিকল্পে there is এবং has দিয়া এই বাক্যগুলি ইংরাজী করাইবে)। কারণ আমার ভগিনী ইহা ঝাঁট দিতে আসিতেছে। সে, তাহারা, যদু, মধু ইত্যাদি। কারণ জল দিয়া আমি ইহা ধুইব। তুমি, সে, তাহারা, আমরা, যদু, মধু ইত্যাদি। আমি জোরে (hard) চলিতেছি কিন্তু এখনও আমার স্কুলে পৌছিতে পারিতেছি না। তুমি, সে, আমরা, তারা, যদু, মধু ইত্যাদি। আমার ঘোড়া সর্ব্বদাই বেগে দৌড়ায়। তোমার, তার, আমাদের, যদুর ইত্যাদি। তোমার ঘোড়া কখনই বেগে দৌড়ায় না। কাল বৃষ্টি হইবে না। এখন বৃষ্টি হইতেছে না। আজ বৃষ্টি হইতেছে না। আজ সন্ধ্যায় বৃষ্টি হইবে না। আজ রাত্রে (tonight) বৃষ্টি হইবে না। চাঁদ বাহির হইয়া আসিতেছে। ভবিষ্যৎ। আমি বাহির হইয়া আসিতেছি। ভবিষ্যৎ। আমি যাত্রা করিতে প্রস্তুত হই। তুমি, সে, আমরা, তাহারা, যদু ইত্যাদি। আমি স্কুলে যাইতে প্রস্তুত হইতেছি। তুমি, সে ইত্যাদি। ভবিষ্যৎ। আমি কলিকাতায় যাত্রাব জন্য প্রস্তুত হইতেছি। কাশিতে, মাদ্রাজে, পাঞ্জাবে, তুমি, তিনি, ভবিষ্যৎ। তোমার খড়ের বাণ্ডিল লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও। আমি আমার চালের বস্তা লইয়া যাবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। তুমি, সে। ভবিষ্যৎ। বালকেরা এখনো ঘাসের উপরে গাছের চারিদিকে ঘুমাইতেছে। বালিকারা, গাভীগুলি, কুকুরগুলি। তাহারা একটা দোকানে থাকিবে (stop) যখন তাহারা কলিকাতায় পৌছিবে। আমি, তুমি ইত্যাদি। কারণ সেখানে তাহাদের কোনো বন্ধু নাই। আমার, তোমার ইত্যাদি। আমি দুঃখিত। তুমি, তিনি, আমরা, তারা, যদু। তোমাকে দেখিয়া দুঃখিত বোধ হইতেছে। তাহাকে, তাহাদিগকে, যদুকে, তাহাকে দুঃখিত দেখাইতেছে। তোমাকে, তাহাদিগকে, রামকে ইত্যাদি। তিনি দুঃখিত হইবেন। আমি, তুমি, তোমরা ইত্যাদি। দৌড়িতে চেষ্টা করিয়ো না। আমি দৌড়িতে চেষ্টা করি না। তুমি, তিনি ইত্যাদি। এই ভারি খড়ের বাণ্ডিল আমি বাড়িতে বহিয়া লইয়া যাইব। তুমি, তিনি ইত্যাদি। এই টেবিলটা ভারি, এটা কি তুমি নাড়িতে পার? খোকা ভারি, তাহাকে তুমি বহিতে পার? এই চিনির বস্তা ভারি, মুটে ইহা ষ্টেশানে বহিয়া লইয়া যাইবে। নদীতে যাইতে এক ঘণ্টা লাগে। ভবিষ্যৎ। সহরে যাইতে এক দিন লাগে। ভবিষ্যৎ। নদী পার হইতে এক দিন লাগে। ভবিষ্যৎ। এই পুকুরের চারিদিকে দৌড়িতে এক মিনিট লাগে। ভবিষ্যৎ। ষ্টেশানে পৌছিতে কখনই এক ঘণ্টা লাগে

না। এই নদী পার হইতে কখনই বেশীক্ষণ লাগে না। আমি আজ বিকালে যাত্রা করিব। তুমি, তাঁরা ইত্যাদি।

Lesson 18.

Now boys, let us play at cats and mice.

Yes, yes ! that will be great fun !

I am the pussy cat. Mew, mew, mew.

And what am I ?

You are a mouse. You are the brown mouse.

And I ?

You are the long mouse.

And I ?

You are a short mouse.

And the rest of us ?

You are all mice.

No, let us be kittens.

All right, you are my kittens. Let me see, how many kittens are there ?

We are four.

And how many mice ?

We are six of us. What are we to do ?

Here is a bit of paper. This is a piece of bread.

Brown mouse, come and have a bite at it.

Here, long mouse, you also have a bite.

Now, come along every one of you, and have your share. Now my kittens be ready ! Are you ready ?

Yes, I am ready.

I am ready.

I am also ready.

We are all ready.

When I cry mew, all of you try to catch the mice.

Yes, yes, we shall try to catch them, but they will run away.

Of course, they will run, but you must run after them.

Now, ready ! Mew !

I have caught the brown mouse.
Brown mouse, you are dead. You lie down there.
The long mouse is also dead. You lie down there.
The short mouse is also dead, I have caught him.
I have touched the fat mouse. Is he not dead?
No, he is not quite dead yet *. He can still run away.
You cannot catch me.
Catch me if you can.
Let me see who can catch me.

ছেলেদের মুখস্থ করাইয়া খেলা করাইবে। আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে।

---

* Yet শব্দের অর্থ "এখনো", still শব্দের অর্থও "এখনো", দুই শব্দের পার্থক্য বুঝাইয়া দিতে হইবে। যাহা পূর্ব্বে ঘটিয়াছে এবং এখনও চলিতেছে তাহার সম্বন্ধেই still শব্দ ব্যবহার হয়, যেমন, The sky is cloudy still. যাহা ঘটিবার অভিমুখে চলিয়াছে কিন্তু ঘটে নাই, তৎসম্বন্ধেই yet শব্দের ব্যবহার হয়। যেমন He is not yet dead.

আদর্শ প্রশ্ন

আদর্শ প্রশ্ন *

প্রবেশিকা পরীক্ষা

বাংলাভাষা ও সাহিত্য

(ক) গদ্য

পাঠপ্রচয়

তৃতীয় ভাগ

রোগশত্রু

১। প্রাণ আছে যারই আয়ু ফুরোলেই সে মারা যায়। সেই মৃতবস্তু খেয়ে ফেলে সরিয়ে দেয় দুই দল জীবাণু। তাদের খবর কী জানো বলো।

২। জলে স্থলে বাস করে ছোটো বড়ো জীবজন্তু, সেই সঙ্গে থাকে অসংখ্য জীবাণু। তা ছাড়া তারা থাকে বাতাসে। বিখ্যাত রসায়নবিৎ প্যাস্টর তাদের সম্বন্ধে কী তথ্য সন্ধান ক'রে বের করেছিলেন বিবৃত করো।

৩। শ্বেতকণা ও লোহিতকণা এই দুই কণার যোগে আমাদের রক্তপ্রবাহ। শরীরে তারা কোন্ ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে।

৪। বায়ুবিহারী রোগের আকর জীবাণুগুলি শরীরে প্রবেশ ক'রে রক্তবিহারী জীবাণুদের সঙ্গে কী রকম দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দেয় তার বর্ণনা করো।

আমেরিকার একটি বিদ্যালয়

১। য়ুনাইটেড স্টেট্‌সের পোসাম ট্রট নামে এক গ্রাম আছে। তাদের বাসিন্দারা ছিল অশিক্ষিত এবং শিক্ষার জন্য তাদের উৎসাহ ছিল না। মিস মার্থা

* এই সব প্রশ্নের উত্তর বই দেখে লিখলে আপত্তি নেই—কিন্তু লিখতে হবে নিজের ভাষায়।

বেরি নগর থেকে সেখানে বাস করতে এসেছিলেন, পর্বতের শোভা ভোগ ক'রে সেখানে আরাম করবেন এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। কিন্তু নিজের আরাম ভুলে পাহাড়িয়া ছেলেদের শিক্ষাদানব্রতে কেমন ক'রে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তার ইতিহাস বর্ণনা করো।

প্রথমে কী কাজ আরম্ভ করলেন। গ্রাম্য ছেলেদের শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি কী বিচার করেছিলেন তার কাজ কী রকম ক'রে চলল। য়ুনাইটেড স্টেট্‌সের দাক্ষিণাত্যে কাফ্রিরাই হাতের কাজ করে ব'লে শ্বেতকায়রা সে সব কাজ ঘৃণার বিষয় ব'লে মনে করে। মিস মার্থা সেই আপত্তির বিরুদ্ধে কী রকমে কৃতকার্য হয়েছিলেন। যাঁরা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ভার নিয়েছিলেন তাঁরা কী রকম ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। এই দৃষ্টান্তের প্রসঙ্গে লেখক আমাদের দেশের লোকের ঔদাসীন্য ও সংকল্পের দুর্বলতা সম্বন্ধে কী বলেছেন জানাও।

কাবুলিওয়ালা

বাঙালী মেয়ের সহিত কাবুলিওয়ালার স্নেহসম্বন্ধের ভিত্তিটি কোন্‌খানে।

কাবুলিওয়ালার সঙ্গে কখন কী রকমে মিনির পরিচয় আরম্ভ হোলো।

মাঝখানে বাধা ঘটল কিসের। মিনির বিবাহ-দিনে জেল-ফেরৎ রহমতের উপস্থিতিতে মিনির বাপের অপ্রসন্নতা কেমন ক'রে মিলিয়ে গেল, কী মনে হোলো তাঁর। গল্পের শেষ ভাগে কী বেদনা জেগে উঠল কাবুলীর মনে।

সমস্ত গল্পের মর্মকথাটা কী।

বাগান

বাড়ির চারিদিকে একখানি বাগান তৈরি ক'রে তোলা যে বিলাসিতার আড়ম্বর নয়, চরিত্রগঠনের পক্ষে তার যে একটা প্রয়োজন আছে, তার প্রতি অবহেলায় নিজেকে এবং অন্য সকলকে অসম্মান করা হয় সে কথা বুঝিয়ে বলো।

বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন

এই লেখায় বিদ্যাসাগরের চরিত্রের যে যে বিশেষত্বের কথা পড়েছ তার উল্লেখ ক'রে লেখো।

সাক্ষী

সহজ ক'রে সরল ভাষায় এই গল্পটি লেখো। এই কথাটি মনে রেখো যে ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে কেবল যে রামকানাইয়ের শাস্তি হোলো তা নয় তাঁর নিজের সাধুতার খ্যাতি হোলো না। বুদ্ধিমানেরা তাঁকে নির্বোধ ও চতুর লোকেরা তাঁকে দুর্বল ভীরু

ব'লে অবজ্ঞা করল, এতেই তাঁর চরিত্রগৌরব আপনার ভিতর থেকে যথার্থ মূল্য পেয়েছে।

ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম

বাগান প্রবন্ধে যে তত্ত্বটি আছে এই প্রবন্ধে তারই দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। গরিব চাষী, কঠিন পরিশ্রমে তাকে দিন কাটাতে হয়, তবু সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে এসে বাসস্থানকে সুন্দর ক'রে তোলবার জন্যে এই যে উৎসাহ তাকে দেওয়া হয় ভেবে দেখতে গেলে এটা সমস্ত দেশের প্রতি কর্তব্যসাধন। দেশকে শ্রীসম্পন্ন ক'রে তোলবার দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক লোকের স্বীকার ক'রে নেওয়া উচিত। এই অধ্যবসায়ের অভাবে আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের কী রকম দুরবস্থা তোমার অভিজ্ঞতা থেকে তার বর্ণনা করো।

জাহাজের খোল

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বদেশের যে হিতসাধনায় নিজের সর্বস্ব ক্ষয় করেছিলেন এই লেখায় তারি কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই জাহাজ চালানো অবলম্বন ক'রে অনেকে এমন ব্যবসায় ক'রে থাকেন যাতে তাঁদের অর্থলাভ হোতে পারে কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রের ব্যবসায় যে সিদ্ধিলাভের অভিমুখে ছিল তা অর্থলাভের বিপরীত দিকে। তাঁর সেই দেউলে হওয়া অধ্যবসায়ের বিবরণ আপন ভাষায় লেখো। যে উৎসাহের উৎস তাঁর মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে ছিল ব'লে এত বড়ো ক্ষতির মধ্যে তাঁকে অবসাদগ্রস্ত করতে পারেনি সেইটিই এই প্রবন্ধের মূল কথা।

উদ্যোগ শিক্ষা

দেহে ও মনে জ্ঞানে ও কর্মে মানুষকে সম্পূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে হবে তাকে শিক্ষাদান করার উদ্দেশ্য এই। পুঁথিগত বিদ্যায় আমরা এমন অভ্যস্ত যে এই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাকে আমরা অনায়াসে উপেক্ষা করি। চারিদিকের প্রতি আমাদের ঔৎসুক্য চ'লে গেছে। নানা প্রয়োজনের দাবি আমাদের চারদিকে অথচ মনের জড়ত্ববশত সে দাবি আপন বুদ্ধিতে মেটাবার প্রতি উৎসাহ নেই, বহুকেলে বাঁধা প্রণালীর প্রতি ভর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকি। এ সম্বন্ধে শান্তিনিকেতন আশ্রমে লেখক যে সব ব্যর্থতার লক্ষণ দেখেছেন তারি উল্লেখ ক'রে প্রসঙ্গটির আলোচনা করো।

দেবীর বলি

এই গল্পাংশের মধ্যে যে কয়টি বর্ণনা আছে তাদের কী রকম ক'রে ফলিয়ে তোলা হয়েছে তা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করো। প্রথম জনশূন্য রাত্রি, দ্বিতীয় জয়সিংহের

চরম আত্মনিবেদনের সংকল্প, তৃতীয় মন্দিরে রঘুপতির অপেক্ষা, চতুর্থ জয়সিংহের আত্মহনন।

আহারের অভ্যাস

বাংলাদেশের আহার অত্যন্ত অপথ্য, একথা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণ হয়ে গেছে। অথচ ভোজনে আমাদের রুচি এতই অত্যন্ত সংস্কারগত যে স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে তার পরিবর্তন দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। বিষয়টার গুরুত্ব ব্যক্তিগত ভালো লাগা মন্দ লাগা নিয়ে নয় এই কথা মনে রেখে সমস্ত বাংলাদেশের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে আহার সম্বন্ধে আমাদের রুচি ও অভ্যাসের পরিবর্তন করাই চাই—এ সম্বন্ধে আলোচনা করো।

দান প্রতিদান

এই গল্পে রাধামুকুন্দের যে ব্যবহার বর্ণিত হয়েছে তাকে নিন্দা করা যায় কি না এবং যদি করা যায় তবে তা কেন নিন্দনীয় বুঝিয়ে বলো।

বলাই

গাছপালার উপরে বলাইয়ের ভালোবাসা অসামান্য। তাদের প্রাণের নিগূঢ় আনন্দ ও বেদনা ও যেন আপন ক'রে বুঝতে পারত। গল্পের আরম্ভ অংশে তার যে বর্ণনা আছে সেটা ভালো ক'রে প'ড়ে বোঝবার চেষ্টা করো। গাছপালার সঙ্গে ওর প্রকৃতির সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে কেননা ওর স্বভাবটা স্তব্ধ, ওর ভাবনাগুলো অন্তর্মুখী, মেঘের ছায়া, অরণ্যের গন্ধ, বৃষ্টির শব্দ, বিকেল বেলার রোদ্দুর গাছেদের মতোই ও যেন সমস্ত দেহ দিয়ে অনুভব করে; আমের বোল ধরবার সময় আমগাছের মজ্জার ভিতরকার চাঞ্চল্য ও যেন নিজের রক্তের মধ্যে জানতে পারত। মাটির ভিতর থেকে গাছের অঙ্কুরগুলো ওর সঙ্গে যেন কথা কইত।

তরুলতা প্রাণের প্রকাশ এনেছিল পৃথিবীতে বহুকোটি বছর আগে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত দ্যুলোক থেকে আলোক দোহন ক'রে নিয়েছে, পৃথিবী থেকে নিয়েছে প্রাণের রস। লেখক বলছেন এই ছেলেটি যেন সেই কোটি বছর আগের বালক, যেন সেই প্রথম প্রাণবিকাশের সমবয়সী। একটি শিমুল গাছের সঙ্গে কী রকম ক'রে আত্মীয়সম্বন্ধ বেড়ে উঠেছিল এবং তারপরে কী ঘটল তাই বলো।

কবিতা

কাঙালিনী

ধনীর ঘরে পুজোর আয়োজন ও সমারোহ আর দরোজায় দাঁড়িয়ে আছে কাঙালিনী—বিস্তারিত ক'রে এই দৃশ্যের বর্ণনা করো। পুজোবাড়িতে তোমরা যে দৃশ্য দেখেছ সেইটি মনে রেখো।

ফাল্গুন

জ্যোৎস্নারাত্রে ছেলেটি একলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে কী কল্পনা করেছে, আর তার চারিদিকের দৃশ্যটি কী রকম তোমাদের ভাষায় বলো। এই কবিতার ছন্দের বিশেষত্ব কী।

দুই বিঘা জমি

এই কবিতার ভাবখানি কী বুঝিয়ে বলো। এই আখ্যানের প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যে এমন ক'রে রস দেওয়া হয়েছে কেন।

পূজারিনী

অজাতশত্রু প্রাণদণ্ডের ভয় দেখিয়ে বুদ্ধের পূজা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেই প্রাণদণ্ডই পূজার ব্যাঘাত না হয়ে পূজাকে কোন্ চরম মূল্য দ্বারা মূল্যবান ক'রে তুলেছিল সেই কথাটি প্রকাশ ক'রে লেখো।

দিদি

এ একটি ছবি। বালিকাবয়সী দিদি। তার মনে মাতৃস্নেহ রয়েছে বিকশিত ; সে বাহিরে কাজকর্ম করতে যাওয়া আসা করে, সঙ্গে নিয়ে বেড়ায় শিশু ভাইটিকে। ছেলেটা খেলা করে আপন মনে, দিদি কাছাকাছি কোথাও আছে এইটি জানলেই সে নিশ্চিন্ত। এই অত্যন্ত সরল কবিতাটি যদি তোমাদের ভালো লাগে তবে কেন লাগে লেখো।

স্পর্শমণি

ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ যখন দেখলে সনাতন স্পর্শমণিকে নিস্পৃহমনে উপেক্ষা করলেন তখন বুঝতে পারলে যে লোভেই এই পাথরটাকে মিথ্যে দাম দিয়ে মনকে আসক্ত ক'রে রেখেছে। লোভকে সরিয়ে নিলেই এটা হয় ঢেলা মাত্র। লোভ কখন চলে যায়?

বিবাহ

রাজপুতানার ইতিহাস থেকে এই গল্পটি নেওয়া। বিবাহসভায় মেত্রির রাজকুমারকে যুদ্ধে আহ্বান, বিবাহ অসমাপ্ত রেখে বরের যাত্রা রণক্ষেত্রে। তার অনতিকাল পরে বিবাহের সাজে চতুর্দোলায় চ'ড়ে বধূর গমন মেত্রিরাজপুরে, সেখানে যুদ্ধে নিহত কুমার তখন চিতাশয্যায়। সেইখানেই মৃত্যুর মিলনে বরকন্যার অসম্পূর্ণ বিবাহের পরিসমাপ্তি। কল্পনায় সমস্ত ব্যাপারটিকে আগাগোড়া উজ্জ্বল ক'রে মনের মধ্যে জাগিয়ে দেওয়াই এই কবিতার সার্থকতা।

বিবাহসভায় বরের প্রতি যুদ্ধের আহ্বান এবং বিবাহের প্রতিহত প্রত্যাশায় কন্যার মৃত্যুকে বরণ এই দুই আকস্মিকতার নিদারুণতায় এই কবিতার রস। এক দিকে করুণতা অন্য দিকে বীর্য মহিমালাভ করেছে তারি ব্যাখ্যা করো।

আষাঢ়

আষাঢ়ে বর্ষা নেমেছে। পল্লিজীবনের একটি উদ্বেগের চাঞ্চল্যের উপর এই ছবিটি ঘনিয়ে উঠেছে। সেই উদ্বেগের কী রকম বর্ণনা করা হয়েছে মনের মধ্যে এঁকে নিয়ে তোমাদের ভাষায় প্রকাশ করো।

নগরলক্ষ্মী

শ্রাবস্তী পুরীতে দুর্ভিক্ষ যখন দেখা দিল বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন এ নগরীর ক্ষুধা নিবারণের ভার কে নেবে। তাদের প্রত্যেকের উত্তর শুনে বোঝা গেল স্বতন্ত্র ব্যক্তিগতভাবে কারো সাধ্য নেই এই গুরুতর কর্তব্য সম্পন্ন করা। তখন অনাথপিণ্ডদের কন্যা ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া বললেন, এই ভার আমি নেব। ভিক্ষুণী আপন নিঃস্বতা সত্ত্বেও এই গুরুভার নিলেন কিসের জোরে।

বিম্ববতী

সুন্দরকে যে নারী সৌন্দর্যে ছাড়িয়ে যেতে চায় সে কি সুন্দরের বিপরীত মনোভাব ও চেষ্টা দ্বারা জগতে কৃতকার্য হোতে পারে। সেই প্রয়াসে ফল হোলো কী।

কর্ম

কর্মের বিধান নিষ্ঠুর। মানুষের নিবিড়তম বেদনার উপর দিয়েও তার রথচক্র চ'লে যায়। এই কবিতায় যে ভৃত্যটির কথা আছে রাত্রে তার মেয়েটি মারা গেছে তবু কাজের দাবি থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু এই কবিতায় যে সকরুণতা

প্রকাশ পেয়েছে সেটা কেবল এ নিয়ে নয়। সকাল বেলায় কয়েক ঘণ্টা কাজে যোগ দিতে তার দেরি হয়েছিল সেইজন্ত মনিব যখন ক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন ঠিক সেই সময়ে মেয়েটির মৃত্যুসংবাদ পাবামাত্র মনিব লজ্জিত হলেন। প্রভু মনিবের ভেদের উপরেও কোন্ এক জায়গায় উভয়ের গভীর ঐক্য প্রকাশ পেল ?

সামান্ত ক্ষতি

কাশীর রাজমহিষী যখন সামান্ত এক ঘণ্টার কৌতুকে গরিব প্রজাদের কুটিরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন তখন তিনি অনুভব করতে পারেননি ক্ষতিটা কতখানি। তার কারণ তারা ওঁর কাছে এত ক্ষুদ্র যে ওদের ক্ষতিলাভকে নিজের ক্ষতিলাভের সঙ্গে এক মাপকাঠিতে মাপা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। সামান্ত ব্যক্তির সত্যকার দুঃখ ও রানীর দুঃখের পরিমাণ যে একই এইটি বুঝিয়ে দেবার জন্তে রাজা কী উপায় অবলম্বন করেছিলেন।

বঙ্গলক্ষ্মী

এই কবিতা বাংলাদেশের মাতৃস্বরূপিণী মূর্তির বর্ণনা। মাতা আপন সন্তানের অযোগ্যতা ক্ষমা ক'রেও অকুণ্ঠিত ভাবে ক্ষমাপূর্ণ কল্যাণ বিতরণ করেন সেই মাতৃধর্ম বঙ্গপ্রকৃতির সঙ্গে কী রকম মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রকাশ ক'রে লেখো।

মূল্যপ্রাপ্তি

স্পর্শমণি কবিতার মধ্যে যে অর্থ পাওয়া গেছে এই কবিতার মধ্যেও সেই অর্থটি আর এক আকারে প্রকাশ পেয়েছে।

অকালে যে পদ্মটি ফুটেছিল সেইটি বুদ্ধদেবকে পূজোপহার দেবার জন্তে যখন দুই ক্রয়েচ্ছুক ভক্তের আগ্রহে তার মূল্য ক্রমশই বেড়ে চলেছিল তখন মালীর মনে হোলো, যাঁর জন্তে এই প্রতিযোগিতা, স্বয়ং তাঁর কাছে এই পদ্মটি নিয়ে গেলে না জানি কত স্বর্ণমুদ্রাই পাওয়া যাবে। ভগবান বুদ্ধের কাছে যাবামাত্র তার মনে মূল্যের স্বভাব কী রকম বদলে গেল। কেন গেল। সনাতনের কবিতাটি স্মরণ ক'রে সেটি বুঝিয়ে দাও।

মধ্যাহ্ন

মধ্যাহ্নে পল্লীপ্রকৃতির বিচিত্র বর্ণ গন্ধ শব্দ ও চঞ্চলতার সঙ্গে কবিচিত্তের একাত্মকতা এই কবিতার বর্ণনীয় বিষয়। সেটি গদ্য ভাষায় লেখো।

আত্ম পরীক্ষা

বাংলাভাষা ও সাহিত্য

(ক) গদ্য

বিচিত্র প্রবন্ধ

ছোটোনাগপুর

এ লেখাকে ঠিক মতো ভ্রমণবৃত্তান্ত বলা চলে না, কেন না এতে নূতন পরিচিত স্থান সম্বন্ধে কোনো খবর দেওয়া হয়নি, কেবল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পর পর ছবি দেওয়া হয়েছে। এই ছবিতে দেখা যায় বাংলাদেশের দৃশ্যের সঙ্গে এর তফাৎ। বাংলাদেশে তোমাদের পরিচিত কোনো পল্লীর ভিতর দিয়ে গোরুর গাড়িতে ক'রে যাত্রা এমন ভাবে বর্ণনা করো যাতে এই লেখার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

অসম্ভব কথা

এই গল্পটার মানে একটু ভেবে দেখা যাক। মানুষ চিরকাল গল্প শুনে আসছে, কত রূপকথা, কত কাব্যকথা, তার সংখ্যা নেই। এ রকম প্রশ্ন তার মনে যদি প্রবল হোত যে ঠিক এ রকম ঘটনাটি সংসারে ঘটে কি না, তবে সাহিত্যের বড়ো বড়ো মহাকাব্যগুলির একটিও টিঁকতে পারত না। রাবণের দশমুণ্ড অসম্ভব, হনুমানের এক লম্ফে লঙ্কা পার হওয়া কাল্পনিক, সীতার দুঃখে ধরণী বিদীর্ণ হওয়া অদ্ভুত অত্যুক্তি, এই অপবাদ দিয়ে মানুষ গল্প শোনা বন্ধ করেনি। মানুষের কল্পনা এ সমস্ত অপ্রাকৃত বিবরণ পার হয়ে পৌঁচেছে সেইখানে গিয়ে যেখানে আছে মানুষের সুখদুঃখ। গল্পের ভিতর দিয়ে যদি তার হৃদয়ের সাড়া পাওয়া যায় তাহলে মানুষ নালিশ করে না।

অসম্ভব গল্প ব'লে যে গল্পটা পড়েছ তার মধ্যে কোন্‌টুকু অসম্ভব এবং তৎসত্ত্বেও এ গল্পে কৌতূহল ও বেদনা সত্য হয়ে উঠেছে কেন বুঝিয়ে দাও। এবং যদি পারো এ গল্পটিকে বদল ক'রে দিয়ে সম্ভবপর ক'রে দিয়ে লেখো। বাপের অনুপস্থিতিতে মেয়েটি অরক্ষণীয়া হয়েছে এবং তাড়াতাড়ি কুলরক্ষার উপযোগী পাত্রে বিয়ে দিয়ে দুর্ঘটনা ঘটল এটাকে বাস্তবের রূপ দিয়ে লেখার চেষ্টা করো।

গল্প শোনা সম্বন্ধে প্রাচীন কালের সঙ্গে আধুনিক কালের রুচির কী প্রভেদ হয়েছে তাও জানিয়ে দাও।

কেকাধ্বনি

কেকাধ্বনি বস্তুত কর্কশ অথচ বর্ষার সংগীতের সঙ্গে মিলিয়ে কবিরা তাকে প্রশংসা করেছেন লেখক এর কারণ যা বিশ্লেষণ ক'রে বলেছেন তোমার ভাষায় তা সহজ ক'রে বলো।

বাজে কথা

সাহিত্যে দুটি বিভাগ আছে। এক দরকারী কথার, আর এক অপ্রয়োজনীয় কথার। লেখক এই দুই বিভাগের লেখার কী রকম বিচার করেছেন জানতে চাই। যে যে বাক্যে তাঁর বক্তব্য বিষয়ের অর্থ ফুটে উঠেছে বই থেকে তা উদ্ধৃত ক'রে দিলে ক্ষতি হবে না।

মাভৈঃ

এই প্রবন্ধে সহমরণের প্রসঙ্গ গৌণভাবে এসেছে কিন্তু এর মুখ্য কথাটা কী।

পরনিন্দা

এই প্রবন্ধে পরনিন্দার প্রশংসাচ্ছলে কিছু আছে তার প্রতি ব্যঙ্গ, কিছু আছে তার উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রশংসা। এই কথাটার আলোচনা করো।

পনেরো আনা

বাজে কথা প্রবন্ধে যে কথা বলা হয়েছে পনেরো আনা প্রবন্ধে সেই কথাটা আর এক প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। দুইয়ের মধ্যে মিল কোথায় ব্যাখ্যা করো।

আদ্য পরীক্ষা

বাংলাভাষা ও সাহিত্য

(খ) পদ্য

বাংলা কাব্যপরিচয়

রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড

রামনির্বাসন গদ্য ভাষায় যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ক'রে লেখো। নমুনা :—

অযোধ্যার রাজা দশরথ একদা পাত্রমিত্রগণকে ডেকে বললেন, স্থির করেছি কাল রামের রাজ্যাভিষেক হবে; আজ তার আয়োজন করা আবশ্যক।

কৈকেয়ীর এক চেড়ী ছিল তার নাম মন্থরা, সে ভরতের ধাত্রীমাতা। সে ঈর্ষান্বিতা হয়ে কৈকেয়ীকে গিয়ে বললে, ভরতকে এড়িয়ে রামকে যদি রাজা করা যায় তাহলে অপমানে দুঃখের সাগরে ডুবে মরবি, এর প্রতিবিধান করতে হবে।

প্রথমে কৈকেয়ী এ কথায় কান দেননি কিন্তু বারবার তাঁকে উত্তেজিত করাতে তাঁর মন বিগড়ে গেল, তিনি মন্থরাকে জিজ্ঞাসা করলেন কী উপায় করা যেতে পারে।

মন্থরা তাঁকে মনে করিয়ে দিলে, এক সময় তাঁর ব্রণক্ষতের শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হয়ে দশরথ কৈকেয়ীকে দুটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। আজ সেই প্রতিশ্রুতি পালন উপলক্ষ্যে এক বরে রামের চোদ্দো বৎসর নির্বাসন, আর এক বরে ভরতকে রাজ্যদান প্রার্থনা করতে হবে।

বাকি অংশের সূচি—

কৈকেয়ী সম্ভাষণে কৈকেয়ীর ঘরে দশরথের গমন।

ভূতলশায়িনী কৈকেয়ীর ক্ষুব্ধ অবস্থায় দশরথ যখন তাঁকে সান্ত্বনা দেবার উপলক্ষ্যে তাঁর ক্ষোভের কারণ দূর করতে স্বীকৃত হলেন, তখন শুশ্রূষাকালীন পূর্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে কৈকেয়ীর দুই বর প্রার্থনা। শুনে রাজার দুঃখবিহ্বল অবস্থা।

এদিকে অভিষেকসভার বিলম্ব দেখে অন্তঃপুরে এসে দশরথের কাছে সারথি সুমন্ত্রের কারণ জিজ্ঞাসা।

কৈকেয়ী কর্তৃক সমস্ত ঘটনা বিবৃতি ও রাজার কাছ থেকে সত্যপালনের দাবি।

সুমন্ত্রের কাছ থেকে সমস্ত বিবরণ শুনে অন্তঃপুরে গিয়ে পিতার সত্যরক্ষার জন্য রামের কথা দেওয়া।

অন্যায় সত্য-লঙ্ঘনের জন্য ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের অনুরোধ। পিতৃসত্য রক্ষায় রামের দৃঢ় সংকল্প। রামের বনযাত্রায় সীতা ও লক্ষ্মণের অনুগমন।

মহাভারত

মহাভারতে দ্যূতক্রীড়ার বিবরণ পূর্বোক্ত রীতিতে যথাসম্ভব সংক্ষেপে লেখো।

বারমাস্যা

বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন মাসে সিংহল রাজকন্যা ধনপতিকে কী উপায়ে ও উপকরণে খুশী করবার প্রস্তাব করছে আপন ভাষায় তার বর্ণনা করো। যেমন—

বৈশাখ মাসে যখন প্রচণ্ড সূর্যের তাপ অসহ্য হয় তখন তোমাকে চন্দন মাখিয়ে সুগন্ধ জল দিয়ে স্নান করাব, শ্যামলবর্ণ গামছা দিয়ে তোমার গা মুছিয়ে দেব। আর নববর্ষে দান দক্ষিণা দেব ব্রাহ্মণকে।

দারুণ জ্যৈষ্ঠ মাসে তোমাকে আমের রস খাওয়াব তার সঙ্গে নবাৎ মিশিয়ে।

আষাঢ় মাসে যখন মেঘ গর্জ্জন করে, ময়ূর নাচে, নব-বর্ষাধারায় মত্ত হয়ে দাদুরী ডাকতে থাকে তখন নৌকায় চোড়ো না, থেকো আমার মন্দিরে, ক্ষীরখণ্ডের সঙ্গে তোমাকে শালিধানের ভাত খাওয়াব। আষাঢ় মাস সুখের মাস, এর মধ্যে গ্রীষ্ম বর্ষা শীত তিন ঋতু একসঙ্গে মিশেছে। ইত্যাদি—

গোষ্ঠযাত্রা

গদ্যে লেখো। নমুনা ঃ—

সাজো সাজো ব'লে সাড়া প'ড়ে গেল। বলরামের শিঙ্গা বাজতেই রাখালবেশে প্রস্তুত হোলো গোয়ালপাড়া। ইত্যাদি—

বঙ্গভাষা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজি লাটিন গ্রীক ফরাসি প্রভৃতি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সাহিত্যরচনার প্রথম সাধনা হয় ইংরেজি ভাষায়। এই চতুর্দশপদী বাংলা কবিতায় তাঁর বলবার বিষয়টা কী।

চিত্রদর্শন

এই কবিতায় যে ছবিগুলির নির্দেশ আছে তাদের বর্ণনা করো।

গ্রাম্যছবি

এই কাব্যে বর্ণিত পল্লীচিত্র গদ্যে রূপান্তরিত করো।

এবার ফিরাও মোরে

এই কবিতায় যে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে কী তার উপলক্ষ্য। কবি নিজেকে কোন্ সংকল্পে উদ্বোধিত করছেন। তিনি যে-গান শোনাতে প্রস্তুত হলেন তার মর্মকথা কী। মানবলোকের মর্মস্থানে কবি যে-দেবতাকে উপলব্ধি করেছেন মানুষের ইতিহাসে তাঁর আহ্বান কী রকম কাজ করে। নমুনা—

লোকালয়ে কর্মের অন্ত নেই, কোথাও বা প্রলয়ের আগুন লেগেছে, কোথাও বা যুদ্ধের শঙ্খ বেজেছে, কোথাও বা শোকের ক্রন্দনে আকাশ হয়েছে ধ্বনিত, অন্ধ-কারাগারে বন্ধন-জর্জর অনাথা সহায় প্রার্থনা করছে, স্ফীতকায় অপমান দানব লক্ষ মুখ দিয়ে অক্ষমের বক্ষ হ'তে রক্তশোষণ ক'রে পান করছে, স্বার্থোদ্ধত অবিচার ব্যথিতের বেদনাকে পরিহাস করছে, ভীত ক্রীতদাস সংকোচে আত্মগোপন করেছে—ইত্যাদি—ইত্যাদি কিন্তু তুমি কবি পলাতক বালকের মতো কেবল বিষণ্ণতরুচ্ছায়ায়

বনগন্ধবহ তপ্ত বাতাসে দিন কাটিয়ে দিলে একলা বাঁশি বাজিয়ে। ওঠো কবি, তোমার চিত্তের মধ্যে যদি প্রাণ থাকে তবে তাই তুমি দান করতে এসো। ইত্যাদি—।

দেবতার গ্রাস

এই কবিতার গল্প অংশ সংক্ষিপ্ত ক'রে লেখো, কেবল রস দিয়ে লেখো এর বর্ণনাগুলি। যেমন—

মৈত্র মহাশয় সাগরসংগমে যেতে প্রস্তুত হোলে মোক্ষদা তাঁর সহযাত্রিণী হবার জন্য মিনতি জানালে। বললে তার নাবালক ছেলেটিকে তার মাসির কাছে রেখে যাবে। ব্রাহ্মণ রাজী হলেন। মোক্ষদা ঘাটে এসে দেখে তার ছেলে রাখাল নৌকোতে এসে ব'সে আছে। টানাটানি ক'রে কিছুতেই তাকে ফেরাতে যখন পারলে না তখন হঠাৎ রাগের মাথায় বললে, চল্ তোকে সাগরে দিয়ে আসি! ব'লেই অনুতপ্ত হয়ে অপরাধ মোচনের জন্যে নারায়ণকে স্মরণ করলে। মৈত্র মহাশয় চুপি চুপি বললেন, ছি ছি এমন কথা বলবার নয়।

সাগরসংগমের মেলা শেষ হোলো, যাত্রীদের ফেরবার পথে জোয়ারের আশায় ঘাটে নৌকো বাঁধা। মাসির জন্য রাখালের মন ছট্‌ফট্ করছে।

চারিদিকে জল, কেবল জল। চিকন কালো কুটিল নিষ্ঠুর জল, সাপের মতো ক্রুর, খল সে ছলভরা, ফেনাগুলি তার লোলুপ, লকলক করছে জিহ্বা, লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের ফণা তুলে সে ফুঁসে উঠছে, গর্জে উঠছে, লালায়িত মুখে মৃত্তিকার সন্তানদের কামনা করছে। কিন্তু আমাদের স্নেহময়ী মাটি সে মূক, সে ধ্রুব, সে পুরাতন, শ্যামলা সে কোমলা, সকল উপদ্রব সে সহ্য করে। যে কেউ যেখানেই থাকে তার অদৃশ্য বাহু নিয়ত তাকে টানছে আপন দিগন্তবিস্তৃত শান্ত বক্ষের দিকে। ইত্যাদি—।

হতভাগ্যের গান

হতভাগার দল গাচ্ছে যে আমরা দুরদৃষ্টকে হেসে পরিহাস ক'রে যাব। সুখের স্ফীতবুকের ছায়াতলে আমাদের আশ্রয় নয়। আমরা সেই রিক্ত সেই সর্বহারার দল, বিশ্বে যারা সর্বজয়ী, গর্বিতা ভাগ্যদেবীর যারা ক্রীতদাস নয়। এমনি ক'রে বাকি অংশটা সম্পূর্ণ ক'রে দাও।

বীরপুরুষ

বালক তার মাকে ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করবার যে গল্প মনে মনে বানিয়ে তুলেছে সেটি রস দিয়ে ফলিয়ে লেখো।

সরলা

এই কবিতায় আপন শক্তিতে আপন ভাগ্যকে জয় করবার অধিকার পেতে চাচ্ছে নারী। দৈবের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত ধৈর্য নিয়ে সে পথপ্রান্তে জেগে থাকতে চায় না। নিজে চিনে নিতে চায় নিজের সার্থকতার পথ। সতেজে সে সন্ধানের রথ ছুটিয়ে দিতে চায় দুর্ধর্ষ অশ্বকে দৃঢ় বল্‌গায় বেঁধে। সমস্ত কবিতাটিকে এইরূপে গদ্যে ভাষান্তরিত করো।

প্রশ্ন

এই কবিতায় কী প্রশ্ন করা হয়েছে।

নতুন কাল

এই কাব্যে বিবৃত সে-কালের বর্ণনা করো।

সমুদ্রের প্রতি

এই কবিতাটির বিশেষত্ব এই যে, এর বিষয়টি গম্ভীর, অথচ সমস্তটা ব্যঙ্গের সুরে অবলীলায়িত ভঙ্গীতে লিখিত। অপবাদের ভান ক'রে কবি কী বলছেন সমুদ্রকে, উদ্ধৃত ক'রে দাও। যথা—

ধরণীর প্রতি তার ব্যবহার, কিংবা তার নিরর্থক অস্থিরতা। অবশেষে কী ব'লে তাকে প্রশংসা জানাচ্ছেন। যেমন—তার নূতন দেশসৃষ্টির উদ্যম, কিংবা মোক্ষকামী তপস্বীর মতো যোগাসনে তার ধ্যানমগ্নতা।

দেশের লোক

কবি কর্তৃক বর্ণিত সাধারণ দেশের লোকের দিনযাত্রা ও মনোভাবের ছবিটি আপন ভাষায় প্রকাশ করো।

চম্পা

বসন্ত যখন শেষ হয়েছে, বিষণ্ণ বিশ্ব যখন নির্মম গ্রীষ্মের পদানত, তখন আধেক ভয়ে আধেক আনন্দে একলা এল চাঁপা রুদ্রের তপোবনে, সাহসিকা অপ্সরীর মতো।

এই কবিতাটির বাকি অংশটুকু এই রকম ক'রে গদ্যে লেখো।

হাট

লোকালয়ের মাঝখানে হাটের চালাগুলি, সন্ধ্যা বেলায় প্রদীপ জ্বলে না, সকাল বেলায় ঝাঁট পড়ে না, বেচাকেনা সারা হোলেই যে যার ঘরে চ'লে যায়। এক সময়ে সংসারে আবশ্যকের ভিড়, আর এক সময়ে প্রয়োজনের শেষে তার শূন্যতা ও উপেক্ষা।

এই যে আছে বিপরীতের লীলা হাটের প্রসঙ্গে কবি তার কী রকম বর্ণনা করেছেন জানাও।

দেখব এবার জগৎটাকে

জগৎকে সত্য ক'রে দেখতে গেলে কেমন ক'রে দেখতে হবে, তার ভিতরের রহস্য অবারিত হয় কিসের আঘাতে, এ সম্বন্ধে কবি নজরুল ইস্লামের নির্দেশ কী জানাও।

সিন্ধু

কবি সমুদ্রকে নমস্কার করছেন। তিনি তার মধ্যে কী ভাব দেখেছেন। একদিকে দেখছেন তার আত্মনিমগ্ন বিরাট ঔদাসীন্য, আর একদিকে তার দানের অবিশ্রাম অজস্রতা—সেই সঙ্গে তার হৃত ঐশ্বর্য রিক্ততার শূন্যময়তা, তার গর্জিত ক্রন্দন। কবির ভাষা অনুসরণ ক'রে এই বিচিত্র ভাবের আলোড়নকে ব্যক্ত করো।

গোঁফচুরি

এই কবিতাটির মজা কোন্‌খানে। আপিসের বড়োবাবু খেপে উঠে গোঁফচুরি ব্যাপারটাকে নিশ্চিত সত্য ব'লে মনে ক'রে প্রতিবাদকারীদেরকে নির্বোধ ব'লে তর্জন করছেন। এই অসম্ভব ব্যাপারকে কোনো উচ্চপদস্থ লোক সত্য মনে ক'রে আপন মর্যাদা নষ্ট করছে এইটেই কি কৌতুকের বিষয়, অথবা যেটা ঘটেনি, যেটা কেউ বিশ্বাস করেনি, সেটাকে বিশ্বাস করার চোখ-টেপা ভঙ্গীতে কবি গম্ভীর ভাবে ব'লে যাচ্ছেন সেইটেই হাসির কথা।

বঙ্গলক্ষ্মী

লক্ষ্মীর উদ্দেশে কবি কী কথা বলছেন।

বনভোজন

কবি কাকে বলছেন বনভোজন। কে ভোজন করাচ্ছে। কী রকম তার বর্ণনা।

প্রেমের দেবতা

যিশুখ্রীস্টকে উদ্দেশ ক'রে এই কবিতায় যে নিবেদন আছে তার ব্যাখ্যা করো।

বন্দী

কবি কারাবন্দী অবস্থায় পৃথিবীর নানা বন্ধনে বন্দীদের কথা স্মরণ করে কী বলছেন লেখো।

শুধু এক বেরসিকেরি তরে

এই কবিতায় বর্ণিত ঘটনাটি তোমার ভাষায় লেখো।

ময়নামতীর চর

ময়নামতীর চরের বর্ণনা গদ্য ভাষায় লেখো।

আত্ম পরীক্ষা

বাংলাভাষা ও সাহিত্য

(গ) ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ

বাংলা ভাষাপরিচয়

একান্ত একলা মানুষ অসম্পূর্ণ অশিক্ষিত অসহায়। তাকে মানুষ হোতে হয় দূরের এবং নিকটের অতীতের এবং বর্ত্তমানের বহুলোকের যোগে। তাকে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করতে হয় গোচর এবং অগোচর অসংখ্য লোকের সঙ্গে সম্বন্ধে জড়িত হয়ে। মানুষের সৃষ্ট কোন্ উপায় আছে প্রধানত যার দ্বারা এই যোগসাধন ঘটে।

বাইরের জগৎ নানা বস্তুতে তৈরি, যার রূপ আছে আয়তন আছে ভার আছে। মানুষের মনের মধ্যে আছে সেই জগতের একটি প্রতিরূপ, যার স্থূল আকৃতি নেই, বস্তু নেই, কিন্তু তা কী দিয়ে গড়া।

প্রতীক কাকে বলে।

"তিনটে সাদা গোরু" এর মধ্যে 'তিন' এবং 'সাদা' শব্দকে "নির্বস্তুক" নাম দেওয়া যায় কেন।

জ্ঞানের বিষয় ও ভাবের বিষয় প্রকাশের ভাষায় পার্থক্য কী। দৃষ্টান্ত দেখাও। ভাষা রচনায় কবিত্বের বিশেষত্ব কী।

ভাষার কাজ জ্ঞানের বিষয়ের সংবাদ দেওয়া, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা, হৃদয়ভাবকে প্রতীতিগোচর করা, ভাষার অন্য আর একটি কী কাজ আছে জানাও। কী দিয়ে তার মূল্য নির্ণয় করি।

প্রাকৃত জগতে যা দুঃখজনক সাহিত্যে তা আদর পায় কেন।

প্রাচীন সাহিত্যে কি ছন্দের একমাত্র প্রয়োজন ছিল কাব্যকে সৌন্দর্য দেওয়া।

কোন্ কোন্ অক্ষর-মাত্রা বাংলা ছন্দের মূলে। চলতি ভাষা ও সাধু ভাষার কবিতায় ছন্দ-বিন্যাসের প্রভেদ কী।

মধ্য পরীক্ষা

বাংলাভাষা ও সাহিত্য

অতিরিক্ত পাঠ্য

বিশ্বপরিচয়

প্রাকৃত জগৎ আর সচেতন প্রাণীর জগৎ দুই স্বতন্ত্র পদার্থ। এই প্রাণীর জগৎ ইন্দ্রিয়-বোধের ভিতর দিয়ে চেতনের কাছে বিশেষত্ব লাভ করে। এই বোধের জগৎ প্রাকৃত জগতের বিপরীত বললেই হয়। প্রকৃতিতে যা বৃহৎ আমাদের কাছে তা ছোটো, যা সচল তা অচল, যা ভারহীন তা ভারবান, যা বৈদ্যুতের আবর্তনমাত্র আমরা তাকে কঠিন, তরল ও বায়ব পদার্থরূপে ব্যবহার করি। যে প্রাকৃত শক্তি আমাদের কাছে সব চেয়ে মূল্যবান, যা বিশ্বপরিচয়ের প্রথম ভূমিকা ক'রে দিয়েছে, যা আমাদের বোধের কাছে আলোরূপে প্রতীয়মান তার গতিবেগ এবং তার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে বিশ্বপরিচয় গ্রন্থে যা পড়েছ তার আলোচনা করো।

(ক) আলো যে চলে তার সব চেয়ে নিকটের প্রমাণ পেয়েছি কোথা থেকে।

(খ) মানুষ আলোর গতি-ভঙ্গীর কী খবর আবিষ্কার করেছে।

(গ) আলোকের ধারা একটি নয় অনেকগুলি, সে সম্বন্ধে বলবার কী আছে।

(ঘ) বিশ্বব্যাপী তেজের কাঁপন সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে।

(ঙ) সূর্যালোকের ভিন্ন ভিন্ন রশ্মি সম্বন্ধে বক্তব্য কী। অদৃশ্য রশ্মির কথা বলো।

(চ) মৌলিক পদার্থের উদ্দীপ্ত গ্যাসের বর্ণলিপি থেকে তার পরিচয় পাবার বিবরণ।

(ছ) যদিও সূর্যের সমষ্টিবদ্ধ আলো সাদা তবু নানা জিনিসের নানা রং দেখি কেন।

১। বিশ্বের সূক্ষ্মতম মৌলিক ও যৌগিক উপাদানের অর্থ কী।

২। এককালে অ্যাটম অর্থাৎ পরমাণুকে জগতের সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য উপাদান ব'লে মনে করা হোত। অবশেষে তাকেও বিভাগ ক'রে কী পাওয়া গেল। যা পাওয়া গেল তার স্বরূপ কী। দুই জাতের বৈদ্যুতের কথা।

৩। অণু-পরমাণুগুলি যতই ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে থাকে তবু তাদের মাঝে মাঝে ফাঁক থাকে। কেন ফাঁক থাকে।

৪। আমরা যে তাপ অনুভব করি তা কিসের থেকে।

৫। হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুতে যে দুটি বৈদ্যুত কণা আছে তাদের ভিন্নতা কী।

৬। ইলেক্‌ট্রিসিটির প্রসঙ্গে যে চার্জ কথার ব্যবহার হয় দৃষ্টান্তসহ তার অর্থ ব্যাখ্যা করো।

৭। ইলেক্‌ট্রোনের আবর্তন সম্বন্ধে কোন্ দুই মত আছে।

৮। একদা মৌলিক পদার্থের খ্যাতি ছিল যে তাদের গুণের নিত্যতা আছে। কোন্ বিশেষ ধাতুর সাক্ষ্যে তা অপ্রমাণ হয়ে গেল। সে সাক্ষ্য কী রকম।

৯। যে সব ধাতুকে তেজস্ক্রিয় বলা হয়েছে তাদের স্বভাব কী।

১০। ইলেক্‌ট্রোন বা প্রোটোন আপন স্বজাতীয় বৈদ্যুতকণার সঙ্গ কিছুতেই স্বীকার করে না। কিন্তু কোনো পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে একাধিক প্রোটোন ঘনিষ্ঠ ভাবে থাকে, তার থেকে কী প্রমাণ হয়েছে।

১১। কস্‌মিক্ রশ্মির তথ্য।

১। নীহারিকার বিবরণ।

২। পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোকের দূরত্ব দুষ্পরিমেয়। সংখ্যা-সংকেতে তার গণনা লিপিবদ্ধ করতে হোলে জায়গা জোড়ে। জ্যোতিষ্কশাস্ত্রে কী উপায়ে তাদের প্রকাশ করা হয়।

৩। সূর্য যে নক্ষত্রজগতের অন্তর্গত আলোবছরের পরিমাপে তার ব্যাসের পরিমাণ আন্দাজে কতখানি।

৪। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী নক্ষত্রের দূরত্ব কতখানি।

৫। ঘন নীল রঙের আলো এবং লাল রঙের আলোর ঢেউয়ের পরিমাপ।

৬। কোনো নক্ষত্র যখন আমাদের অপেক্ষাকৃত কাছে আসে বা দূরে যায় তখন তার আলোর বর্ণলিপিতে কী প্রভেদ ঘটে।

৭। মহাকায় নক্ষত্রদের বৃহত্ত্ব এবং বেঁটে সাদা তারাদের ক্ষুদ্রত্ব সম্বন্ধে কারণ আলোচনা করো।

৮। আমাদের নক্ষত্রজগতের তারাগুলি ভিন্ন দিকে ভিন্ন বেগে চলেছে অথচ একই নক্ষত্রজগতে একত্রে বাঁধা রয়েছে, তাদের নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যও আছে অথচ মূলে তাদের একত্র অবস্থানের ঐক্য। যেন তারা এক নেশনভুক্ত অথচ তাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অভাব নেই, ব্যাপারখানা কী।

১। সূর্যের সঙ্গে গ্রহদের জন্মগত সম্বন্ধের প্রমাণ।

২। গ্রহদের জন্ম সম্বন্ধে সব চেয়ে প্রসিদ্ধ মত কী। আরো কী কী মত আছে।

৩। গ্যাসদেহী সূর্যের ভিন্ন স্তরের তাপমাত্রা ও ঘনত্ব।

৪। পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের বৃহত্ত্ব এবং গুরুত্বের তুলনা।

৫। পৃথিবী আপন কাল্পনিক মেরুদণ্ডের চারদিকে ঘুরপাক খায়, সূর্যও তাই করে। উভয়ের ঘুরপাকের সময়ের পার্থক্য কী।

৬। সূর্য যে আপনাকে আবর্তন করছে জানা গেল কী উপায়ে।

৭। সূর্যের গায়ের যে কালো দাগ সাধারণ ভাষায় যাকে সৌরকলঙ্ক বলে তাদের বৃত্তান্তটা কী।

৮। নক্ষত্রজগৎটা অচিন্তনীয় প্রভূত তাপপুঞ্জ। এই তাপ তো নিত্যই খরচ হয়ে চলেছে কিন্তু তাপের তহবিল পূরণ ক'রে রাখে কিসে।

১। আদিম ঘূর্ণ্যমান সৌরবাষ্প থেকে সব গ্রহ যে ছিট্‌কিয়ে পড়েছে তার প্রমাণ কী।

২। সূর্যের কাছ থেকে পৃথিবীর দূরত্বের সঙ্গে বুধগ্রহের দূরত্বের প্রভেদ কী। তার সূর্য প্রদক্ষিণ করতে কত সময় লাগে।

৩। পৃথিবীর স্বাবর্তন কালের ও বুধগ্রহের স্বাবর্তন কালের তুলনা করো।

৪। বুধগ্রহে বাতাস থাকা সম্ভব নয়, কেন, কিন্তু পৃথিবীতে সম্ভব হয়েছে তার কারণ কী।

৫। বুধগ্রহের ওজন আবিষ্কার হয়েছিল কী উপায়ে।

৬। বুধগ্রহের চেয়ে পৃথিবী কতগুণ ভারি।

৭। গ্রহ পর্যায়ে বুধগ্রহের পরে আসে শুক্রগ্রহ।

৮। সূর্য থেকে শুক্র কতদূরে, এবং সূর্য প্রদক্ষিণ করতে তার কত সময় লাগে।

৯। কোন্ গ্যাসীয় মেঘের ঘন আবরণে এই গ্রহ ঢাকা।

১০। আদিমকালে পৃথিবীর বায়ব মণ্ডলে জলীয় বাষ্প এবং আঙ্গারিক গ্যাসের প্রাধান্য ছিল। ক্রমশ তাদের বর্তমান পরিণতি হোলো কী ক'রে।

১১। পৃথিবীর পরের গ্রহ মঙ্গল। এর আয়তন কী, এর সূর্য-প্রদক্ষিণ এবং আপনাকে আবর্তনের সময়-পরিমাণ কত।

১২। এর বায়ব মণ্ডলের সংবাদ কী।

১৩। মঙ্গলগ্রহের উপগ্রহের সংখ্যা। তাদের আবর্তনের নিয়ম।

১৪। গ্রহিকারা গ্রহলোকের কোন্ অংশে থাকে।

১৫। উল্কাপিণ্ডের বিবরণ।

১৬। সূর্য থেকে পৃথিবীর এবং বৃহস্পতিগ্রহের দূরত্বের তুলনা।

১৭। বৃহস্পতির তাপমাত্রার পরিমাণ ও তার বায়ুমণ্ডলের উপাদান।

১৮। বৃহস্পতির দেহস্তরগুলি কী ভাবে কী পরিমাণে অবস্থিত।

১৯। বৃহস্পতির আয়তন। বৃহস্পতির উপগ্রহ কয়টি।

২০। বৃহস্পতির সূর্য-প্রদক্ষিণ ও স্বাবর্তনের সময়-পরিমাণ।

২১। বৃহস্পতির উপগ্রহের গ্রহণ লাগা থেকে আলোর গতিবেগ ধরা পড়েছিল কী ক'রে।

২২। বৃহস্পতিগ্রহের পরে আসে শনিগ্রহ।

২৩। সূর্য থেকে তার দূরত্ব এবং সূর্য-প্রদক্ষিণের সময়-পরিমাণ ও বেগ।

২৪। পৃথিবীর তুলনায় শনির বস্তুমাত্রার ওজন।

২৫। শনির বড়ো উপগ্রহ কয়টি। টুক্‌রো টুক্‌রো বহুসংখ্যক উপগ্রহের যে মণ্ডলী চক্রাকারে শনিকে ঘিরে, তাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের কী মত। একদিন পৃথিবীরও দশা শনির মতো ঘটতে পারে এ রকম অনুমানের কারণ কী।

২৬। শনির বায়ব মণ্ডলের উপাদানের খবর কী পাওয়া গেছে এবং তার দেহস্তর-সংস্থান কী রকম।

২৭। শনিগ্রহের পরের গ্রহ য়ুরেনস। সূর্য থেকে তার দূরত্ব, তার আয়তন, তার সূর্য-প্রদক্ষিণের কাল-পরিমাণ ও গতিবেগ, তার উপগ্রহের সংখ্যা।

২৮। য়ুরেনসের পর আরো দুটি গ্রহ আছে নেপচুন ও প্লুটো—তারা সূর্য থেকে বহুদূরে থাকাতে আলো উত্তাপ এত কম পায় যে এদের অবস্থা কল্পনা করা

যায় না। এদের সম্বন্ধে জানা যায় অতি অল্প—এদের বিবরণ বিশেষ ক'রে মনে রাখবার প্রয়োজন নেই।

১। পৃথিবীর উপরিস্তরের কী রকম পরিণতিক্রমে সমুদ্র ও পাহাড় পর্বত তৈরি হোলো।

২। পৃথিবীর জলীয় বাষ্প গেল তরল হয়ে, কিন্তু বাতাসে যে সমস্ত গ্যাস সেগুলো তরল হোলো না কেন।

৩। পৃথিবীর হাওয়ার প্রধান দুটি গ্যাস কী। পরস্পরের তুলনায় তাদের পরিমাণ কত।

৪। এক ফুট লম্বা এক ফুট চওড়া জিনিসের যতটা হাওয়ার চাপ পড়ে তার কতটা ওজনের মাপ।

৫। পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল থাকার কী কী ফল।

৬। গাছপালা কী উপায়ে আপন দেহে সূর্যের আলো এবং খাদ্য সঞ্চয় করে।

৭। পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলের দুটো স্তরের কথা বলা হয়েছে, সে দুটোর বিবরণ কী।

৮। বাষ্প আকারে যখন পৃথিবী ছিল তার থেকে একটা অংশ বেরিয়ে এসে ঠাণ্ডা হয়ে চাঁদ হয়েছে। এই চাঁদ পৃথিবী থেকে কতদূরে থেকে কতদিনে তাকে প্রদক্ষিণ করছে।

৯। চাঁদে বাতাস বা জল নেই কেন।

১০। পৃথিবী সৃষ্টির কতকাল পরে পৃথিবীতে প্রাণের আরম্ভ দেখা গেল। কী আকারে তার আরম্ভ।

১১। সেই আরম্ভ থেকে কী ক'রে প্রাণীদের মধ্যে পরিণতি ঘটতে লাগল।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

পাঠপ্রচয়

চতুর্থ ভাগ

বিদ্যাসাগরজননী

১। বিদ্যাসাগরজননী ভগবতী দেবীর দয়ার বিশেষত্ব কী।
সামাজিক কী কারণে এইরূপ দয়া আমাদের দেশে দুর্লভ।
দৃষ্টান্ত দেখাও।

লাইব্রেরি

লাইব্রেরি বিস্ময়কর কী কারণে।

অসভ্যজাতির ভাষার প্রকাশ শব্দে। সেই সশব্দ ভাষাই আমাদের ভাবপ্রকাশের একমাত্র উপায় হইলে লাইব্রেরি সম্ভব হইত না। কী অসুবিধা ঘটিত। ভাষাকে চুপ করাইল কিসে।

দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফের অর্থ ব্যাখ্যা করো।

চতুর্থ প্যারাগ্রাফে "এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির" থেকে আরম্ভ করিয়া বাকি অংশের অর্থ কী।

গঙ্গার শোভা

গঙ্গার শোভা রচনাটির কোন্ কোন্ অংশের বর্ণনা তোমার বিশেষ ভালো লাগিয়াছে।

অনধিকার প্রবেশ

জয়কালী দেবীর চরিত্রের বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করিয়া লেখো। মাধবীমণ্ডপের পবিত্রতা রক্ষার কর্তব্য অপেক্ষাও তাঁহার কাছে কোন্ কর্তব্যনীতি কী কারণে শ্রেয় হইয়াছিল।

বোম্বাই শহর

১।২। বোম্বাইয়ের সমুদ্র ও কলিকাতার গঙ্গার মধ্যে প্রভেদ ঘটাইল কিসে।

৪। সমুদ্রের বিশেষ মহিমা কী।

৬। বোম্বাইয়ের কোন্ দৃশ্য লেখকের মন সব চেয়ে হরণ করিয়াছিল।

৯। জনসাধারণের পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে লেখক কী বলিয়াছেন ব্যাখ্যা করো।

১০। কলিকাতার সঙ্গে বোম্বাইয়ের ধনশালিতার প্রভেদ সম্বন্ধে লেখকের মত কী।

স্বাধীন শিক্ষা

৫। জ্ঞানচর্চার প্রকৃষ্ট প্রণালী কী।

৬। এ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের ত্রুটি কী লইয়া।

৭। এই ত্রুটিবশত কী ক্ষতি ঘটে।

১০। এ সম্বন্ধে ছাত্রদের কী উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

১১।১২।১৩।১৪। তথ্যসংগ্রহ, ব্যাকরণ, ধর্মসম্প্রদায়, নৃতত্ত্ব, ব্রতপার্বণ সম্বন্ধীয়।

ভ্রাতৃপ্রীতি

রাজার দায়িত্ব সম্বন্ধে গোবিন্দমাণিক্য নক্ষত্ররায়কে কী বুঝাইলেন।

রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল ও বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রবর্ণনা যতটুকু পড়িয়াছ তাহার ব্যাখ্যা নিজের ভাষায় করো।

খোকাবাবু

যেটুকু না রাখিলে নয় সেইটুকুমাত্র রাখিয়া খোকাবাবু গল্পটিকে সংক্ষিপ্ত করো। একটুকু নমুনা দেখাই :—

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। বাবুদের এক বৎসর বয়স্ক একটি শিশুর পালন-কার্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্তব্য ছিল। সেই শিশুটি কালক্রমে অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুন্সেফিতে প্রবেশ করিয়াছেন। অনুকূলের একটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করিয়াছে এবং রাইচরণ তাহাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। তাহাকে সে দুই বেলা হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত। বর্ষাকাল আসিল। রাইচরণের খামখেয়ালি ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশু সহসা এক দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "চন্ন ফু।" অনতিদূরে একটি কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় কদম্ব ফুল ফুটিয়া ছিল, সেইদিকে শিশুর লুব্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। রাইচরণ বলিল, "তবে তুমি গাড়িতে ব'সে থাকো, আমি চট ক'রে ফুল তুলে আনছি।" কিন্তু শিশুর মন সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। জলের ধারে গেল। একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল। রাইচরণ গাছ হইতে নামিয়া গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল কেহ নাই।

এইরূপে সংক্ষেপ করিয়া সমস্ত গল্পটি সম্পূর্ণ করো।

মেলা

মেলার উদ্দেশ্য এই যে আপন সংকীর্ণ পরিবেষ্টনের বাহিরে পল্লীর মনকে প্রসারিত করা। কী উপায়ে মেলা আধুনিক কালের উপযোগী হইতে পারে সে সম্বন্ধে লেখকের মত নিজের ভাষায় প্রকাশ করো। এই মেলাগুলির উৎকর্ষ সাধনকল্পে জমিদারদের কর্তব্য কী। আলোচ্য বিষয়টি সম্বন্ধে তোমার নিজের যদি বিশেষ বক্তব্য থাকে তবে তাহা ব্যক্ত করো।

বিদ্যাসাগরের দয়া

বিদ্যাসাগরের দয়াবৃত্তির মধ্যে যে পৌরুষ ছিল দৃষ্টান্ত সহ তাহা ব্যাখ্যা করো।

য়ুরোপের ছবি

কিছু বদল করিয়া চলতি ভাষায় লেখো।

নমুনা :—

রাত্রে এডেন বন্দরে জাহাজ থামল। সমুদ্রে ঢেউ নেই, ডাঙার পাহাড়গুলির উপরে জ্যোৎস্না পড়েছে। আলস্যে জড়ানো চোখে সমস্ত যেন স্বপ্নের মতো ঠেকছে। রাত্রেই জাহাজ ছেড়ে দিল।

সমুদ্রতীরের পাহাড়গুলির পরে রৌদ্রের তাপে বাষ্পের ছোঁওয়া লেগেছে, জলস্থল যেন তন্দ্রার আবেশে ঝাপসা।

দূরে দূরে এক একটা জাহাজ চোখে পড়ে, মাঝে মাঝে দেখা যায় পাহাড়, জলের থেকে উঠে পড়েছে, এবড়ো-খেবড়ো, কালো, রোদে পোড়া, জনমানবহীন। যেন সমুদ্রের চৌকিদার, আনমনা রয়েছে তাকিয়ে, কে আসে কে যায় খেয়াল রাখে না।

বিলাসের ফাঁস

১। জীবনযাত্রায় আড়ম্বরের একটা উদ্দেশ্য বাহবা পাওয়া। সাবেক কালে যাহা লইয়া বাহবা পাওয়া যাইত এখন তাহার কী পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ১ম প্যারাগ্রাফ্ হইতে ৪র্থ প্যারাগ্রাফ্ পর্যন্ত অবলম্বন করিয়া লেখো।

২। ইহার ফলাফল কী এবং ইহার পক্ষে বিপক্ষে যে তর্ক উঠিতে পারে তাহার মীমাংসা করো। (৫ হইতে ১১ প্যারাগ্রাফ্)

৩। বিবাহে পণ গ্রহণ সম্বন্ধে বক্তব্য কী। (১২ প্যারাগ্রাফ্)

৪। বর্তমানকালে দেশে বিলাসিতার ফল কী ঘটিতেছে। (১৩ প্যারাগ্রাফ্)

সম্পত্তি-সমর্পণ

এই গল্পটি সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করিয়া সমালোচনা করো। যজ্ঞনাথের স্বভাবের যে-বিশেষত্ব সমস্ত ঘটনার মূল কারণ তাহা আলোচনার বিষয়।

খাদ্য চাই

এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যাভাব লইয়া যে সমস্যা উঠিয়াছে এই প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া তাহার আলোচনা করো।

প্রার্থনা

বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে এই কবিতায় যে সকল প্রার্থনার বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে আমাদের দেশে তাহার প্রত্যেকটিরই অভাব আছে। সেগুলিকে স্পষ্ট করিয়া বলো।

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা

এই কবিতাটির তাৎপর্য কী।

প্রতিনিধি

এ কবিতায় শিবাজীর প্রতি তাঁহার গুরু রামদাসের উপদেশের মর্ম ব্যাখ্যা করো।

তপস্যা

এই কবিতায় যে পয়ার ছন্দ আছে তাহার বিশেষত্ব কী। সূর্যকে তপস্বীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, গদ্যে তাহা বিশ্লেষণ করো।

শরৎ

এই কবিতায় বঙ্গজননীর যে শারদীয়া মূর্তি রচিত হইয়াছে গদ্য ভাষায় তাহার বর্ণনা রূপান্তরিত করো। নমুনা :—

হে মাতঃ বঙ্গ, আজ শরৎ-প্রভাতে অমল শোভায় সমুজ্জল কী মধুর মূর্তি তোমার দেখিলাম। ভরা নদী তাহার জলধারা আর বহিতে পারে না, মাঠেও ধান আর ধরে না, তোমার বন-সভায় দোয়েল কোয়েলের গানে আর বিরাম নাই, হে জননী, শরৎ-প্রভাতে তুমি দাঁড়াইয়া আছ তাহাদের সকলের মাঝখানে। হে জননী, তোমার শুভ আহ্বান নিখিল ভুবনে পরিব্যাপ্ত। তোমার ঘরে ঘরে আজ নূতন ধান্যের নবান্ন। তোমার শস্যের ভার যতই ভরিয়া উঠিবে ততই তোমার আর অবসর থাকিবে না। গ্রামের পথে পথে কাটা শস্যের গন্ধ হাওয়ায় হাওয়ায় প্রসারিত হইবে, তোমার আহ্বান-লিপি যে পৌঁছিল সমস্ত ভুবনে।

এইখানে একটি কথা বলা উচিত। কবির এই বর্ণনা শরতের নহে ইহা হেমন্তের, আশা করি এই ভ্রম সত্ত্বেও কবিতাটি সম্ভোগ করিবার ব্যাঘাত হইবে না।

দেবতার বিদায়

এই কবিতাটির অর্থ কী। ইহার সহিত "অনধিকার প্রবেশ" গল্পের মূল কথাটির ঐক্য আছে বোধ করি লক্ষ্য করিয়া থাকিবে।

মন্দীবীর

এই শ্রেণীর কাব্যে পরীক্ষাপত্রে প্রশ্নোত্তর করিবার কিছু নাই। যাহারা ইচ্ছা

করেন মৃত্যুস্বীকারী শিখবীরদের কথা ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করিয়া পড়িতে পারেন। এইরূপ কবিতা কণ্ঠস্থ করিয়া আবৃত্তি করিবার যোগ্য।

বঙ্গমাতা

নির্জীব ভালোমানুষি-চর্চার বিরুদ্ধে কবির ভর্ৎসনা লক্ষ্য করিয়া এই কবিতাটি তোমার ভাষায় লেখো।

মায়ের সম্মান

গদ্য ভাষায় লেখো। নমুনা :—

অপূর্বদের বাড়ি ছিল ধনীর ঘর, আসবাবে ভরা, গাড়িঘোড়া লোকজনে ঠেসাঠেসি ভিড়। এইখানে আশ্রয় লইয়াছিল অপূর্বদের এক মাসি। মোক্ষকামী স্বামী তার স্ত্রী এবং বালক দুইটি ছেলে ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেছে ঠিকানা নাই।

কথ্য ভাষাতেও লেখা চলিতে পারে।

পদ্মা

পদ্মার প্রতি কবির প্রীতি-সম্বন্ধ এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে, প্রশ্নোত্তরের কোনো অবকাশ নাই। পড়িয়া যদি রস পাও সেই যথেষ্ট।

বিচারক

নির্ভীক কর্তব্যপরায়ণ ত্যাগী ব্রাহ্মণের চরিত্র এই কাব্যের প্রধান লক্ষ্য। তাহার কাছে দর্পান্ধ নৃপতির বিপুল যুদ্ধ-আয়োজন তুচ্ছ। গদ্য ভাষায় বর্ণনা করো।

বিশ্বদেব

গদ্যে লেখো। যথা, হে বিশ্বদেব, পূর্বগগনে আমার স্বদেশে তোমাকে আজ কী বেশে দেখিলাম। নীল নভস্তলের নির্মল আলোকে চিরোজ্জ্বল তোমার ললাট, হিমাচল যেন বরাভয় হস্তরূপে তোমার আশীর্বাদ তুলিয়া ধরিয়াছে; আর বক্ষে দুলিতেছে জাহ্নবী তোমার হার আভরণ। হৃদয় খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া নিমেষের মধ্যে দেখিলাম বিশ্বদেবতা, তুমি মিলিত হইয়াছ আমার সনাতন স্বদেশে।

দীনদান

ঐশ্বর্যমণ্ডিত মন্দিরে রাজ-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে ভক্ত কেন সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন না। "দেবতার বিদায়" কবিতার সঙ্গে ইহার ভাবের মিল আছে।

ভোরের পাখি

ভোরের পাখির ভাবখানা কী। শেষের কয়েকটি শ্লোকে ইহার আসল কথাটি পাওয়া যাইবে। বুঝাইয়া দাও।

পরিশিষ্ট

THE NATIONAL COUNCIL OF EDUCATION, BENGAL

Fifth Standard Examination, 1906

BENGALI.

SECOND PAPER

Full Marks—50.

Paper set by—BABU RABINDRA NATH TAGORE.

Examiners— BABU KSHIRODPRASAD VIDYABINODE, M. A.
" PURNA CHANDRA DE, B. A.
" KSHETRAMOHAN SEN GUPTA.

N. B.—Candidates are required to answer any THREE out of the four questions of this paper.

১। প্রবন্ধ-রচনা

(ক) ছিনু মোরা সুলোচনে গোদাবরীতীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে ; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুরবনসম।

গোদাবরীতীরে স্থিত রাম ও সীতার কুটীর এমন বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা কর, যেন তাহা স্বচক্ষে দেখিতেছ ; অর্থাৎ কুটীরের সম্মুখবর্ত্তী নদীর তটভাগ কিরূপ, তাহার সমীপবর্ত্তী বনে কি কি গাছ কিরূপে অবস্থিত, কুটীরের মধ্যে কোথায় কি আছে তাহা প্রত্যক্ষবৎ লিখ।

অথবা—

(খ) পুরাণে বা ইতিহাসে যাঁহার চরিতে তোমার চিত্তকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা কর।

অথবা—

(গ) যে কোনো বাল্যপরিচিত প্রিয় আত্মীয় বন্ধুর বা পুরাতন ভৃত্যের বা পোষা প্রাণীর কথা ও তৎসম্বন্ধে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়া লিখ।

২। পত্র-রচনা

নিম্নলিখিত যে কোনো বিষয় অবলম্বন করিয়া অভিভাবক বা বন্ধু বা যাঁহাকে ইচ্ছা পত্র লিখ।

(ক) 'মেস্' অর্থাৎ ছাত্রাবাসে কিরূপ ব্যবস্থা আছে এবং সেখানে কিরূপে দিন যাপন করা হয়।

(খ) বর্ত্তমান বৎসরে জলবায়ু ও শস্যাদি-ঘটিত পল্লীবাসীদের অবস্থা।

(গ) যে পাড়ায় বাস কর তাহার বর্ণনা।

৩। অনুবাদ

নিম্নে উদ্ধৃত দুইটি রচনার মধ্যে যেটির ইচ্ছা বাংলা কর।

(ক) The day is full of the singing of birds, the night is full of stars—Nature has become all kindness, and it is a kindness clothed upon with splendour.

For nearly two hours have I been lost in the contemplation of this magnificent spectacle. I felt myself in the temple of the Infinite, God's guest in this vast nature. The stars, wandering in the pale ether, drew me far away from earth. What peace beyond the power of words they shed on the adoring soul! I felt the earth floating like a boat in this blue ocean. Such deep and tranquil delight nourishes the whole man—it purifies and ennobles. I surrendered myself—I was all gratitude and docility.

(খ) There was once a king who had three sons. He was equally fond of all of them, and he could not decide to which to leave the kingdom after his death. When the time came for him to die, he called them to his bedside, and said, "My dear children, I have had something on my mind for a long time, which I will now disclose to you ; whichever of you is the laziest shall inherit my kingdom."

The eldest said, "Then father, the kingdom will be mine, for I am so lazy that when I lie down to sleep, if something drops into my eye I don't even take the trouble to shut it."

The second said, "Father, the kingdom belongs to me. I am so lazy that when I sit by the fire warming myself, I would sooner let my toes burn than draw my legs back."

The third said, "Father, the kingdom is mine. I am so lazy that if I were going to be hanged and had the rope round my neck, and some one were to give me a sharp knife to cut it with, I would sooner be hanged than raise my hand to the rope."

When his father heard that, he said, "You certainly carry your laziness furthest, and you shall be king."

৪। ব্যাখ্যা

(ক) বর্ত্তমান সভ্যতা সম্বন্ধে কোনো জাপানী লেখকের নিম্নলিখিত মন্তব্যের সরল ব্যাখ্যা কর :—

"জগতে যুদ্ধ কবে নিরস্ত হইবে ? য়ুরোপে ব্যক্তিগত ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রত আছে বটে, কিন্তু সেখানে জাতিসাধারণের ধর্ম্মবুদ্ধি সে পরিমাণে সচেতন হয় নাই। লুব্ধস্বভাব জাতিদিগের ন্যায়পরতা থাকিতে পারে না এবং দুর্ব্বলতর জাতিদের সহিত ব্যবহার-কালে তাহারা বীরধর্ম্ম বিস্মৃত হয়। এ কথা চিন্তা করিতেও হৃদয়ে বেদনা লাগে যে আজিও বাহুবলই জগতে প্রধান সহায়। য়ুরোপে এ কি অদ্ভুত বৈপরীত্য দেখিতে পাই ? একদিকে হাঁসপাতাল, অন্যদিকে লোকহননের নবনব কৌশল; একদিকে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক, অন্যদিকে রাষ্ট্রবিস্তারের বিপুল আয়োজন। শান্তি-রক্ষার উপায় সাধনের জন্য এ কি নিদারুণ অস্ত্রসজ্জা! এসিয়াখণ্ডের প্রাচীন সভ্যসমাজে এরূপ বৈপরীত্য কোন দিন স্থান পায় নাই। জাপানের প্রথম অভ্যুদয়ের দিন এরূপ আদর্শ তাহার ছিল না এবং এই আদর্শের প্রতি অগ্রসর হওয়া তাহার বর্ত্তমান রাজনীতির লক্ষ্য নহে। এসিয়াকে দীর্ঘকাল যে মোহরজনী আচ্ছন্ন করিয়াছিল, জাপানের দিক্-প্রান্তে তাহার আবরণ যখন কথঞ্চিৎ উন্মোচিত হইল, তখন দেখা গেল জগতের মানবসমাজ এখনো কুহেলিকায় আবিষ্ট। য়ুরোপ আমাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছে, কবে সেই য়ুরোপ শান্তির কল্যাণ নিজে শিক্ষা করিবে ?"

অথবা—

(খ) নিম্নোদ্ধৃত যে কোনো একটি কাব্যাংশ গদ্যে প্রকাশ কর। বাক্যগুলিকে পূর্ণতর করিবার জন্য আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন বা নূতন কিছু যোজনা করিলে অবিহিত হইবে না।

(১ (যজ্ঞশালায় গোপনে প্রবিষ্ট লক্ষ্মণের দ্বারা আক্রান্ত নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে দ্বাররোধ করিতে দেখিয়া কহিলেন)

"হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, শূলী শম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র রাঘববিজয়ী?
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"
উত্তরিলা বিভীষণ,—"বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্! রাঘবদাস আমি; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ?"
উত্তরিলা কাতরে রাবণি;—
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে।
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে একথা, তাত, কহ তা দাসেরে।
* * * * * *
কেবা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী,
তবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে?"

(২) (কলিঙ্গদেশে অতিবৃষ্টি)
ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ করে দুর দুর॥
নিমেষেকে ঝাঁপে মেঘ গগনমণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল॥

কলিঙ্গে থাকিয়া মেঘ করে ঘোর নাদ।
প্রলয় ভাবিয়া প্রজা ভাবয়ে বিষাদ॥
*   *   *   *   *
করিকর-সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহী একাকার, পথ হৈল হারা॥
ঘন বাজধ্বনি চারি মেঘের গর্জ্জন।
কারো কথা শুনিতে না পায় কোনো জন॥
পরিচ্ছিন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
সোঙরে সকল লোক জনক জননী॥
হুড় হুড় দুড় দুড় শুনি ঝন ঝন।
না পায় দেখিতে কেহ রবির কিরণ॥
গর্ত্ত ছাড়ি ভুজঙ্গম ভাসি বুলে জলে।
নাহিক নির্জ্জন স্থান কলিঙ্গ নগরে॥
*   *   *   *   *   *
মাঝিয়াতে পড়ে শিলা বিদারিয়া চাল।
ভাদ্রমাসেতে যেন পড়ে পাকা তাল॥
*   *   *   *   *   *
চারি দিকে ধায় ঢেউ পর্ব্বত বিশাল।
উড়ি পড়ে ঘর গোলা করে দোলমাল॥

Seventh Standard Examination, 1906

BENGALI.

SECOND PAPER.

Full Marks—50.

Paper set by—BABU RABINDRA NATH TAGORE.
Examiner—PANDIT TARAKUMAR KAVIRATNA.

N.B.—Candidates are required to answer any three out of the four questions of this paper.

১। প্রবন্ধ-রচনা।

নিম্নে উদ্ধৃত দুইটি রচনার মধ্যে যে কোনটি অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ লিখ :—

(ক) সঞ্চয় ও সঞ্চার।

শক্তিসঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকিরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। হৃৎপিণ্ডে রুধিরসঞ্চয় অত্যাবশ্যক; তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষ বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এককালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্ব্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীকৃত। যদি তাহা না হইতে পারে, সে সমাজশরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

(খ) শিক্ষার উদ্দেশ্য।

And the entire object of true education is to make people not merely *do* the right things, but *enjoy* the right things :—not merely industrious, but to love industry—not mercly learned, but to love knowledge—not merely pure, but to love purity—not merely just, but to hunger and thirst after justice.

অথবা

(গ) রাম ও লক্ষ্মণের চরিত্র তুলনা করিয়া প্রবন্ধ লিখ।

২। পত্র-রচনা।

নিম্নলিখিত যে কোনো বিষয় অবলম্বন করিয়া পত্র লিখ :—

(ক) জীবনের কোনো একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনার বিবরণ।

(খ) জীবিকা অর্জ্জন ও জীবনের লক্ষ্যসাধন সম্বন্ধে যে শিক্ষা ও যে পন্থা অবলম্বন করিতে ইচ্ছা কর অভিভাবককে তাহার জ্ঞাপন।

৩। অনুবাদ।

নিম্নোদ্ধৃত রচনার ভাবার্থ লিখ। অবিকল অনুবাদ অনাবশ্যক।

(ক) Do you know what slavery means ? Suppose a gentleman taken by a Barbary corsair—set to field-work ; chained and flogged to it from dawn to eve. Need he be a slave therefore ? By no means ; he is but a hardly treated prisoner. There is some work which the Barbary corsair will not be able to make him do such work as a Christian gentleman may not do, that he will not, though he die for it. * * * * He is not a whit more slave for that. But suppose he take the pirate's pay, and stretch his back at piratical oars, for due salary—how then ? Suppose for fitting price he betray his fellow prisoners, and take up the scourge instead of enduring it—become the smiter instead

of the smitten, at the African's bidding—how then ? Of all the sheepish notions in our English public "mind," I think the simplest is that slavery is neutralized when you are well paid for it ! Whereas it is precisely the fact of its being paid for, which makes it complete. A man who has been sold by another may be but half a slave or none ; but the man who has sold himself ! He is the accurately Finished Bondsman.

অথবা

নিম্নোদ্ধৃত রচনার ভাবার্থ লিখ। অবিকল অনুবাদ অনাবশ্যক।

(খ) The peasant has become more of an individual, with less sense of his duty to his community and fellows. United action by the village has become more rare. In the old days a village would combine to build a bridge, a road, a well, a monastery. They hardly ever do so now. The majority cannot impose its will on the minority as it used to do. The young men are under less command ; they are more selfish, each for himself, and let the community go hang. Hence the community suflers and the individual also. All morality and all strength depend on combinations ; the higher the organism, the better the morality and the greater the strength. With the loosening of this comes weakness, a deterioration of mutual understanding and a lower ethical standard. Both these are noticeable to all who knew the villager twenty years ago. * * * The people are not able to retain all that was good in their old system and at the same time accept the new. They think that they are antagonistic. Japan, however, knows they are not so. * * * The conflict of the old and new is seen continually. Yet must the village-system still endure, as without it there would be only chaos. It is one real and living organism that exists, that belongs to the people and which they understand. I am sure they will not let it go entirely.

৪। নিম্নোদ্ধৃত (ক) ও (খ) দুইটি কাব্যাংশের মধ্যে যেটি ইচ্ছা গদ্যে প্রকাশ কর। গদ্য রচনারীতির প্রয়োজনানুসারে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও নূতন যোজনা অসঙ্গত হইবে না।

(ক) (কুরুক্ষেত্রে অভিমন্যুর মৃত দেহ)

দেখিলেন কুরুক্ষেত্র শোকের সাগর।
শবচক্র মহাবেলা ; প্রশস্ত প্রাঙ্গণ
ব্যাপিয়া পাণ্ডবসৈন্য, উর্ম্মির মতন
উদ্বেলিত মহাশোকে, কাঁদে অধোমুখে,—
গুণহীন ধনু, পৃষ্ঠে শরহীন তূণ।
রথী মহারথিগণ বসিয়া ভূতলে
কাঁদিতেছে অধোমুখে, যেন আভাহীন
সিক্ত রত্নরাজি পড়ি রত্নাকরতলে।
বাণবিদ্ধমীন-মত পাণ্ডব সকল
করিতেছে গড়াগড়ি পড়িয়া ভূতলে।
মূর্চ্ছিত বিরাটপতি ; স্তম্ভিত প্রাঙ্গণ।
কেন্দ্রস্থলে অভিমন্যু, শরের শয্যায়,—
সিদ্ধকাম মহাশিশু ! ক্ষত কলেবর
রক্তজবাসমাবৃত ; সস্মিত বদন
মায়ের পবিত্র অঙ্কে করিয়া স্থাপিত,
—সন্ধ্যাকাশে যেন স্থির নক্ষত্র উজ্জ্বল—
নিদ্রা যাইতেছে সুখে। বক্ষে সুলোচনা
মূর্চ্ছিতা ; মূর্চ্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তরা,
সহকার সহ ছিন্না ব্রততির মত।
কেবল দুইটি নেত্র শুষ্ক, বিস্ফারিত,
এই মহাশোকক্ষেত্রে ; কেবল অচল
এই মহাশোকক্ষেত্রে একটি হৃদয় ;—
সেই নেত্র, সেই বুক, মাতা সুভদ্রার।
চাপি মৃত পুত্রমুখ মায়ের হৃদয়ে
দুই করে, বিস্ফারিত নেত্রে প্রীতিময়,
যোগস্থা জননী চাহি আকাশের পানে,—
আদর্শবীরত্ববক্ষে প্রীতির প্রতিমা !

(খ) (কালকেতুর নিকট ভাঁড়ুদত্তের আগমন)

ভেট লয়া কাঁচকলা, পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা
আগে ভাঁড়ুদত্তের পয়ান।
ফোঁটা কাটা মহাদম্ভ ছিড়া জোড়া কোঁচা লম্ব
শ্রবণে কলম খরশাণ॥
প্রণাম করিয়া বীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে
সম্বন্ধ পাতায়া খুড়া খুড়া।
ছিঁড়া কম্বলে বসি, মুখে মন্দ মন্দ হাসি,
ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া॥
আইলাম বড়ই আশে বসিতে তোমাব দেশে
আগে ডাকিবে ভাঁড়ুদত্তে।
যতেক কায়স্থ দেখ ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ
কুলে শীলে বিচারে মহত্ত্বে॥
কহি যে আপন তত্ত্ব আমি দত্ত বালীর দত্ত
তিন কুলে আমার মিলন।
ঘোষ বসুর কন্যা দুই জায়া মোর ধন্যা
মিত্রে কৈনু কন্যা সমর্পণ॥
গঙ্গার দুকুল কাছে যতেক কায়স্থ আছে
মোর ঘরে করয়ে ভোজন।
পট্টবস্ত্র অলঙ্কার দিয়া করি ব্যবহার,
কেহ নাহি করয়ে বন্ধন॥

Fifth Standard Examination, 1907

BENGALI.

Full Marks—50.

Paper set by—Babu Rabindra Nath Tagore.

Examiners— { Babu Kshirod Prosad Vidyabinode, M. A.
" Amulya Charan Vidyabhushan.

১। "রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।"

সমস্ত সমাসগুলি ভাঙিয়া উল্লিখিত বাক্যটিকে লিখ।

অথবা—

সমাস ব্যবহার দ্বারা ও সর্ব্বপ্রকারে নিম্নলিখিত বাক্যটিকে সংহত কর :—

যাঁহার হৃদয় সরল, যাঁহার আচার শুদ্ধ, পতিই যাঁহার প্রাণ এমন স্ত্রীলোককে, কোনো অপরাধ করেন নাই জানিয়াও, যখন আমি অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত. হইয়াছি, তখন এমন কে আছে যে আমা অপেক্ষা মহাপাতকী।

২। সীতার বনবাস গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাটিকে অল্প কয়েক ছত্রের মধ্যে লিখ।

অথবা—

পুরাণে গঙ্গার উৎপত্তিসম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহার সহিত কবি হেমচন্দ্রের বর্ণনার কি প্রভেদ দেখাইয়া দাও।

৩। অনুবাদ কর :—

These old Greeks learnt from all the nations round. From the Phoenicians they learnt shipbuilding; and from the Assyrians they learnt painting and carving, and building in wood and stone; and from the Egyptians they learnt astronomy, and many things which you would not understand. Therefore God rewarded these Greeks, and made them wiser than the people who taught them in everything they learnt; for He loves to see men and children open-hearted, and willing to be taught; and to him who uses what he has got, He gives more and more day by day. So these Greeks grew wise and powerful, and wrote poems which will live till the world's end. And they learnt to carve statues, and build temples, which are still among the wonders of the world; and many other wondrous things God taught them, for which we are wiser this day.

৪। (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) চিহ্নিত প্রশ্নগুলির মধ্যে যে কোনো দুইটির উত্তর লিখ।

(ক) "পড়ে থাকে দূরগত
জীর্ণ অভিলাষ যত
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গপ্রাকারে।"

মনের কিরূপ ভাব অবলম্বন করিয়া উক্ত উপমাটি ব্যবহার করা হইয়াছে।

অথবা—

হাস্‌রে শরৎ চাঁদ কিরণ বিস্তারি।
পথে মাঠে কি বাহার চেয়ে দেখ একবার
পদব্রজে পথিকের সারি।

এই বর্ণনাটি ফলাইয়া লিখ।

(খ) পল্লীগ্রামে অন্ধকার রাত্রিতে ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল; বিধবা স্ত্রীলোকের রুগ্ন ছেলেটির জন্য ডাক্তার ডাকিবার কোনো লোক নাই জানিয়া অবিনাশ ভীতস্বভাব হইলেও ভয় সম্বরণ করিয়া ডাক্তারের বাড়ী গেল।

এই ঘটনাটিকে বর্ণনা করিয়া লিখ।

অথবা—

কলিকাতার অথবা পরিচিত কোনো গ্রাম বা সহরের কোনো একটি পথের কিয়দংশ যথাযথরূপে বর্ণনা কর।

(গ) মনে কর একশো টাকা লাভ করিয়াছ, এই টাকা লইয়া কি করিতে চাও, তাহা বন্ধুকে জানাইয়া লিখ।

অথবা—

তোমার পাঠ্যবিষয়গুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টা তোমার বিশেষ ভাবে ভাল লাগে বা লাগে না, তাহার আলোচনা করিয়া পত্র লিখ।

(ঘ) কবি হেমচন্দ্রের যে কবিতা তোমার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে, তাহার ভাষা, ছন্দ ও কবিত্ব বিচার কর।

(কবিতাবলী দেখিয়া লিখিতে পার)

৫। নিম্নোদ্ধৃত অংশ সরল ভাষায় লিখ—

তদনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি সীতাসহিত জনবৃন্দমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রামকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন—"হে দাশরথে, ধর্ম্মচারিণী এই সীতা লোকাপবাদহেতু আমার আশ্রমসমীপে পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। এই অপাপা পতিপরায়ণা তোমার নিকট প্রত্যয় প্রদান করিবেন।" রাম বাল্মীকিকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া এবং সেই দেব-বর্ণিনী জানকীকে দেখিয়া, কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক, জনগণের সমক্ষে এইরূপ বলিতে লাগিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞ, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাই সত্য। আপনার পবিত্র বাক্যেই আমার প্রত্যয় হইতেছে। এই জানকীকে আমি পবিত্রা মনে জানিয়াও শুদ্ধ লোকাপবাদভয়ে ত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, সীতাশপথ দর্শনজন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সকলে সমাগত হইয়াছেন।" তখন কাষায়বস্ত্রপরিধানা

সীতা সকলকে সমাগত দেখিয়া অধোমুখী, অধোদৃষ্টি এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন, "আমি রাম ভিন্ন জানি না, আমার এই বাক্য যদি সত্য হয়, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন!" বৈদেহী এইরূপ শপথ করিলে দিব্য সিংহাসন সহসা রসাতল হইতে আবির্ভূত হইল এবং সেই স্থলে পৃথিবীদেবী সীতাকে দুই বাহুদ্বারা গ্রহণ করিলেন। সিংহাসনারূঢ়া সীতাকে রসাতলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তদুপরি স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

অথবা—

নিম্নলিখিত কাব্যাংশ গদ্য করিয়া লিখ :—

বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে,
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে।
রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা?
রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে।
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে,
কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এতদিনে।
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে।
কনকলতার প্রায় জনকদুহিতা
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা।
দিবাকর নিশাকর দীপ্ত তারাগণ
দিবানিশি করিতেছে তমো নিবারণ,
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার
এক সীতা বিহনে সকল অন্ধকার॥

উল্লিখিত কবিতার তৃতীয় ছত্রে চিন্তান্বিতা শব্দটি কাহার বিশেষণ?

Seventh Standard Examination, 1907

BENGALI.

Full Marks—50.

Paper set by—BABU RABINDRA NATH TAGORE.

Examiner—BABU KSHIROD PRASAD VIDYABINODE, M. A.

১। (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) চিহ্নিত প্রশ্নচারিটির মধ্যে যে কোনো দুইটির উত্তর লিখ।

(ক) "কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে
প্রচেতঃ! হা ধিক্ ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ
রত্নাকর? কোন্ গুণে কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
প্রভঞ্জন-বৈরী তুমি, প্রভঞ্জনসম
ভীম পরাক্রমে! কহ এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা হৈমবতী পুরী
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামী,
কৌস্তভরতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
উঠ, বলি, বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।"

উল্লিখিত কাব্যাংশকে গদ্য কর। যতদূর সম্ভব সংস্কৃত শব্দ পরিত্যাগ করিয়া ভাষা সরল করিতে হইবে।

(খ) অনিন্দ্য, পেলব, ক্ষুদ্র অবয়ব ;
অনিন্দ্যসুন্দর কোমল আস্য ;
ক্ষুদ্রকণ্ঠে তোর কলকণ্ঠরব ;
ক্ষুদ্রদন্তে তোর মোহন হাস্য ;
কচি বাহু দুটি প্রসারিয়া, ছুটি'
আসিস্, ঝাঁপিয়া আমার বক্ষে ;
ক্ষুদ্র মুষ্টি তোর ক্ষুদ্র করপুটে ;
দুষ্ট দৃষ্টি তোর উজ্জ্বল চক্ষে ;
ক্ষুদ্র দুটি ওই চরণ-বিক্ষেপে,
কক্ষ হতে কক্ষান্তরে প্রলম্ফ ;
ধরিয়া আমার অঙ্গুলিটি চেপে,
সোপান হইতে সোপানে ঝম্প।

উহ্য শব্দগুলির পূরণ করিয়া উল্লিখিত কাব্যাংশটিকে গদ্যে লিখ।

(গ) যথাসম্ভবরূপে সংস্কৃত শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়া নিম্নলিখিত গদ্যকে সরল কর :—

"সূর্য্যমুখী পূর্ণচন্দ্রতুল্য তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। তাঁহার চক্ষু সুন্দর বটে, কিন্তু কুন্দ যে প্রকৃতির চক্ষু স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, এ সে চক্ষু নহে। সূর্য্যমুখীর চক্ষু সুদীর্ঘ, অলকস্পর্শী-ভ্রূযুগসমাশ্রিত, কমনীয় বঙ্কিম পল্লব-রেখার মধ্যস্থ, স্থূলকৃষ্ণতারাসনাথ, উজ্জ্বল অথচ মন্দগতিবিশিষ্ট। স্বপ্নদৃষ্টা শ্যামাঙ্গীর চক্ষুর এরূপ অলৌকিক মনোহারিত্ব ছিল না। সূর্য্যমুখীর অবয়বও সেরূপ নহে। স্বপ্নদৃষ্টা খর্ব্বাকৃতি, সূর্য্যমুখীর আকার কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, বাতান্দোলিতলতার ন্যায় সৌন্দর্য্যভরে দুলিতেছে।"

(ঘ) চারুপাঠের যে কোনো গদ্যপ্রবন্ধের মর্ম্ম সরল ভাষায় সংক্ষেপে লিখ।

২। মধুসূদন তাঁহার কাব্যের ভাষায় কোনো নূতন প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিনা? যদি করিয়া থাকেন, তাহার উদ্দেশ্য কি এবং সে প্রথা পরবর্ত্তী কাব্যে প্রচলিত হইয়াছে কিনা?

৩। মেঘনাদবধ ও বৃত্রসংহারের ছন্দ, ভাষা, ও কাব্যরীতির তুলনা করিয়া আলোচনা কর। (গ্রন্থ দেখিয়া লিখিতে হইবে।)

অথবা—

মেঘনাদবধ বা বৃত্রসংহারের যে অংশ তোমার বিশেষ ভাল লাগিয়াছে, সেই অংশের সৌন্দর্য্য বিচার কর। (গ্রন্থ দেখিয়া লিখিতে হইবে।)

অথবা—

অক্ষয়কুমারের সহিত বিদ্যাসাগরের রচনাসম্বন্ধে কি পার্থক্য তাহা আলোচনা কর।

৪। নিম্নলিখিত বিষয়টিকে বাংলায় ব্যাখ্যা করিয়া লিখ :—

There is a time in every man's education when he arrives at the conviction that imitation is suicide; that though the wide universe is full of good, no kernel of nourishing corn can come to him but through his toil bestowed on that plot of ground which is given to him to till.

৫। অনুবাদ কর।—বাংলা ভাষার রীতিরক্ষার জন্য যেটুকু পরিবর্তন আবশ্যক তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(*a*) The characteristic of heroism is its persistency. All men have wandering impulses, fits, and starts of generosity. But when you have chosen your part, abide by it, and do not weakly try to reconcile yourself with the world. The heroic cannot be the common, nor the common heroic. Yet we have the weakness to expect the sympathy of people in those actions whose excellence is that they outrun sympathy, and appeal to a tardy justice. If you would serve your brother, because it is fit for you to serve him, do not take back your words when you find that prudent people do not commend you. Adhere to your own act, and congratulate yourself if you have done something strange and extravagant and broken the monotony of a decorous age.

অথবা—

(*b*) We are lovers of the beautiful, yet simple in our tastes, and we cultivate the mind without loss of manliness. Wealth we employ, not for talk and ostentation, but when there is a real use for it. To avow poverty with us is no disgrace: the true disgrace is in doing nothing to avoid it. An Athenian citizen does not neglect the state because he takes care of his own household; and even those of us who are engaged in business have a very fair idea of politics. We alone regard a man who takes no interest in public affairs, not as a harmless, but as a useless character. The great impediment to action is, in our opinion, not discussion, but the want of that knowledge which

is gained by discussion preparatory to action For we have a peculiar power of thinking before we act and of acting too, whereas other men are courageous from ignorance but hesitate upon reflection.

৬। সাধারণতঃ এদেশে যেরূপ নিয়মে ছাত্রগণকে পরীক্ষা দিতে হয়, তাহার কোনো পরিবর্ত্তন প্রার্থনীয় কি না ; ছাত্রগণ কি পরিমাণ জ্ঞানলাভ করিয়াছে, এরূপ উপায়ে তাহার যথার্থ পরীক্ষা হয় কি না তৎসম্বন্ধে আলোচনা কর।

অথবা—

মফঃস্বলের ছাত্রগণকে কলিকাতায় মেসে থাকিতে হইলে সুবিধা অসুবিধা বিঘ্ন বিপদ কি ঘটে তাহার বিচার কর।

অথবা—

মোল্লাদের চেষ্টায় সম্প্রতি পারস্যদেশে রাষ্ট্রকার্য্য চালনার জন্য প্রজাদের প্রতিনিধি-সভা স্থাপিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত আলোচনা পাঠ করিয়া আমাদের দেশের অবস্থার সহিত তুলনা কর :—

The question is whether the whole nation can now transform itself with something of Japan's spirit. The Persians are an intellectual people, full of charm and brilliant qualities, but imitation brings them unusual dangers. Instead of their own beautiful carpets, they turn out rugs representing motors or lions in aniline dyes. Instead of their own beautiful music, they listen to comic operas on musical boxes and gramophones. Will their last experiment in borrowing from Europe be as uncritical? There is reason to hope not. The very influence of the priests in the movement seems to show that it is a determined stand for nationality against the predominance of outside interference. We cannot doubt that it is part of that strange movement througout the east which is borrowing European methods to oppose European exploitation.

৭। নিম্নলিখিত কোনো একটি বিষয় আলোচনা করিয়া বন্ধুকে পত্র লিখ :—

(ক) যে পল্লীতে বাস কর, তাহার উন্নতির জন্য ছুটীর সময় তুমি কি করিতে ইচ্ছা কর।

(খ) শিক্ষার কাল অতীত হইলে নিজের স্বভাব ও সাধ্য অনুসারে দেশের হিতসাধনের জন্য তুমি কি কাজে কিরূপে প্রবৃত্ত হইতে চাও।

সংশোধন

পৃ. ২৪৯-৩০৩ 'ইংরাজি সোপান' পুস্তকের নাম সর্ব্বত্র "ইংরাজী সোপান" হইয়াছে।

২২১ পৃষ্ঠা ১ম পংক্তিতে "পুস্তক বা পুস্তকাকারে" স্থলে "পুস্তক বা পুস্তিকাকারে" পড়িতে হইবে।

গ্রন্থ-পরিচয়

বর্ত্তমান খণ্ডে প্রকাশিত পুস্তকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে প্রদত্ত হইল। [ ] বন্ধনী-চিহ্নে প্রদত্ত ইংরেজী তারিখ বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।

আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন—

> "আলোচনা" নাম দিয়া যে ছোট ছোট গদ্য প্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির পরিশোধের ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্ব-ব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এক কণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে।—১ম সং, পৃ. ১৭১

এই পুস্তকে প্রকাশকাল দেওয়া নাই। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে [১৫ এপ্রিল ১৮৮৫] ইহা প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৩৩। মলাটের চতুর্থ পৃষ্ঠায় মুদ্রাকর প্রভৃতির নাম এইরূপ দেওয়া আছে :—

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

এই পুস্তকের বিষয়-সূচী ও প্রবন্ধগুলি যে-সকল মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার নির্দ্দেশ দেওয়া গেল :—

ডুব দেওয়া	···	'ভারতী',	বৈশাখ ১২৯১
ধর্ম্ম	···	"	চৈত্র ১২৯০
সৌন্দর্য্য ও প্রেম	···	"	আষাঢ় ১২৯১
কথাবার্ত্তা	···	"	শ্রাবণ ১২৯১
আত্মা	···	'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা',	শ্রাবণ ১৮০৬ শক
বৈষ্ণব কবির গান	···	'নবজীবন',	কার্ত্তিক ১২৯১

সমালোচনা

এই পুস্তক ১২৯৪ সালে [২৬ মার্চ ১৮৮৮] প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৬৭।

"সত্যের অংশ" ছাড়া এই পুস্তকের যাবতীয় প্রবন্ধ 'ভারতী'তে নিম্নলিখিত কালক্রমে প্রকাশিত হয় :—

অনাবশ্যক	...	শ্রাবণ ১২৯০
তার্কিক	...	আশ্বিন ১২৯০
বিজ্ঞতা	...	জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯
মেঘনাদবধ কাব্য	...	ভাদ্র ১২৮৯
নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি ("বাঙ্গালি কবি নয়" নামে প্রকাশিত)	...	ভাদ্র ১২৮৭
সঙ্গীত ও কবিতা	...	মাঘ ১২৮৮
বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা	...	বৈশাখ ১২৮৮
ডি প্রোফণ্ডিস্	...	আশ্বিন ১২৮৮
কাব্যের অবস্থা-পরিবর্ত্তন	...	শ্রাবণ ১২৮৮
চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি	...	ফাল্গুন ১২৮৮
বসন্তরায়	...	শ্রাবণ ১২৮৯
বাউলের গান	...	বৈশাখ ১২৯০
সমস্যা	...	ফাল্গুন ১২৯১
এক-চোখো সংস্কার	...	পৌষ ১২৮৮
একটি পুরাতন কথা	...	অগ্রহায়ণ ১২৯১

"মেঘনাদবধ কাব্য" সম্বন্ধে উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন—

"...ইতিপূর্ব্বেই আমি অল্পবয়সের স্পর্দ্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস—কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম।..."

"ডি প্রোফণ্ডিস্" প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্তাকারে 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে মুদ্রিত আছে।

মন্ত্রি অভিষেক

২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯১ সালে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৪।

'মন্ত্রি অভিষেক' 'ভারতী ও বালক' মাসিক পত্রিকায় ১২৯১ সনের বৈশাখ সংখ্যায় (পৃ. ১-১৫) প্রথম প্রকাশিত হয়।

ব্রহ্মোপনিষদ। ব্রহ্ম মন্ত্র। ঔপনিষদ ব্রহ্ম

১৩০৬ বঙ্গাব্দের ৭ মাঘ তারিখে রবীন্দ্রনাথের 'ব্রহ্মোপনিষদ' নামক একটি পুস্তিকা বাহির হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ২৪। এই পুস্তিকাটি এই খণ্ডে স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হয় নাই, কারণ ইহা পরে 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। 'ব্রহ্মোপনিষদে'র আখ্যাপত্র এইরূপ—

> ব্রহ্মোপনিষদ। শান্তিনিকেতনে নবম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পঠিত। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা মুদ্রিত। ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড। ৭ই মাঘ, ১৩০৬ সাল।

'ব্রহ্ম মন্ত্র' পর-বৎসর (১৩০৭) সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে পঠিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৩।

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ইহারও পর-বৎসর (১৩০৮) বাহির হয়। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪২। 'ব্রহ্ম মন্ত্রে'র সহিতও এই পুস্তকটির বহু স্থলে মিল আছে।

সংস্কৃত শিক্ষা। দ্বিতীয় ভাগ

'সংস্কৃত শিক্ষা' প্রথম ভাগ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা হইতে জানা যাইতেছে যে, প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ একই সঙ্গে (১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ আগস্ট) বাহির হয়। প্রথম ভাগের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪২; দ্বিতীয় ভাগের ৩৪। দুই ভাগেরই মূল্য তিন আনা করিয়া ছিল। দুই খণ্ডই হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

ইংরাজি সোপান

'ইংরাজি সোপান' দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়, কোনও খণ্ডেই প্রকাশের কাল দেওয়া নাই। বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক তালিকা হইতে জানা যায়, প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়

[৭ মে ১৯০৪]। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৪+৪১। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় [১৫ জুন ১৯০৬]। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৮+৪৪। দুই খণ্ডেরই মলাটের চতুর্থ পৃষ্ঠায় মুদ্রাকরের নাম-ঠিকানা এইরূপ দেওয়া আছে—

Printed by K. C. Aich, at the Commercial Press
27, Hourtokee Bagan Lane, Calcutta.

প্রথম খণ্ডের দুই ভাগ—(১) উপক্রমণিকা, পৃ. 1-24 (২) ইংরাজি সোপান প্রথম ভাগ ১-৪১।

এই "উপক্রমণিকা"-অংশই পরে 'ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা' নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩২০ সালের ১২ই পৌষ 'ইংরাজি সোপানে'র যে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাহার ভূমিকা বা "বিশেষ দ্রষ্টব্য" অংশে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

> প্রথম সংস্করণে এই গ্রন্থের আরম্ভে যে অংশ সন্নিবেশিত হইয়াছিল, তাহা "ইংরাজি শ্রুতিশিক্ষা" নামে পরিবর্দ্ধিত আকারে স্বতন্ত্র গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

'ইংরাজি সোপান' দ্বিতীয় খণ্ডেরও দুই ভাগ—(১) ইংরাজি সোপান দ্বিতীয় ভাগ পৃ. ১-৩৮, (২) ইংরাজি সোপান তৃতীয় ভাগ পৃ. 1-44.

ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা

এই পুস্তকখানি 'ইংরেজি সোপান' প্রথম খণ্ডের উপক্রমণিকা অংশের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। ইহার প্রকাশ-কাল দেওয়া নাই, বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকাতেও ইহার উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৯) ইহা প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩০। মলাটের প্রথম পৃষ্ঠায় "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। বোলপুর। মূল্য চারি আনা।" ও চতুর্থ পৃষ্ঠায় হিতবাদী প্রেসে মুদ্রিত ও হিতবাদী লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত—এইরূপ উল্লেখ আছে।

আমরা এই পুস্তকের শেষ বিশ্বভারতী সংস্করণটি পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি ; কারণ রবীন্দ্রনাথ প্রথম সংস্করণটিকে নানা ভাবে পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া উক্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণটি বাজারে এখনও প্রচলিত।

ইংরেজি সহজ শিক্ষা

'ইংরেজি সহজ শিক্ষা' প্রথম ভাগ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে এবং দ্বিতীয় ভাগ ঐ সালের চৈত্র মাসে বাহির হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা যথাক্রমে ৪৮ ও ৫৮। দুই ভাগই

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ প্রথম ভাগের আখ্যা-পত্রে ভ্রমক্রমে প্রকাশকাল "১৩১৬ সাল" লেখা হইয়াছে।

প্রথম ভাগটি 'ইংরাজি সোপান' প্রথম ভাগের পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ; অনেক স্থলেই মিল লক্ষিত হইবে। 'ইংরেজি সহজ শিক্ষা' দ্বিতীয় ভাগ 'ইংরাজি সোপান' দ্বিতীয় ভাগের পরিবর্ত্তিত সংস্করণ।

দুই ভাগ পুস্তকই বর্ত্তমানে প্রচলিত।

অনুবাদ-চর্চ্চা

এই পুস্তকখানি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে (১৩২৪ বঙ্গাব্দে) বাহির হইয়াছিল। এই পুস্তকের বাংলা বাক্যাবলী (paragraph) ছাত্রেরা ইংরেজীতে অনুবাদ করিবে, ইহাই এই পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল। *Selected Passages for Bengali Translation* (1917) পুস্তকে ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া আছে। প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৪০; বাক্যাবলী-সংখ্যা ছিল ২২৬। পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রাকর-বিজ্ঞপ্তি এই ভাবে দেওয়া আছে—

Printed by Jagadananda Roy
At the Santiniketan Press
Brahmacharya-Ashram, Dist. Birbhum

১৩৪০ সালে প্রকাশিত ২য় সংস্করণ, সামান্য পরিবর্ত্তিত। রচনাবলীতে ২য় সংস্করণটি মুদ্রিত হইয়াছে। এই পুস্তকও প্রচলিত।

সহজ পাঠ

'সহজ পাঠ' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে [১০ মে ১৯৩০] বাহির হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা যথাক্রমে ৫৩ ও ৫১। এই দুইটি সচিত্র পুস্তক এখনও বাজারে প্রচলিত।

ইংরাজি পাঠ

কালানুক্রমিক ভাবে সাজাইলে 'ইংরাজি পাঠ' 'ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা'র পূর্ব্বে বসিবে। ইহা ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে [১০ সেপ্টেম্বর] বাহির হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪২। ইহা হরিচরণ মান্না দ্বারা ২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত হইয়া

১০, কলুটোলা ষ্ট্রীট হিতবাদী লাইব্রেরী হইতে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।

আদর্শ প্রশ্ন

"জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্যাবিতরণে"র উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী লোকশিক্ষাসংসদের পাঠ্যতালিকা অবলম্বনে রচিত 'আদর্শ প্রশ্ন' ১৯৪০ সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। প্রশ্নপত্রের ধারা-পরিবর্তন সম্বন্ধে, 'আদর্শ প্রশ্নে'র ভূমিকায় লিখিত আছে—

> "…প্রশ্ন করিয়া লিখিত উত্তরের যোগে পরীক্ষক যে পরীক্ষার্থীর বিদ্যার পরিচয় গ্রহণ করিবেন ইহার মধ্যে একটি গুরুতর অসংগতি আছে। প্রচলিত পরীক্ষাগুলিতে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সচরাচর ঘটে না—ইহাই অসংগতি। প্রশ্নপত্রের সাংকেতিক ভাষা পরীক্ষকের মর্মজ্ঞ অধ্যাপকের সাহায্যে পরীক্ষার্থীর বোধগম্য হইয়া থাকে। কোন্ প্রশ্নের কী-উত্তর লিখিতে হয় সে-বিষয়ে তাহার কিছু জ্ঞান থাকে। এইরূপে পূর্বোক্ত অসংগতির আংশিক লাঘব হয়। কিন্তু বিদ্যালয়সংস্পর্শ-বর্জিত পরীক্ষার্থীর পরীক্ষকের মর্মজ্ঞ এরূপ কোনো মধ্যবর্তী সহায় না থাকায় বর্তমান পরীক্ষাপ্রণালীর অবশ্যম্ভাবী অসংগতির দূরীকরণ দুঃসাধ্য। এই অবস্থা বিবেচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ ভাবিলেন যে প্রশ্নের ভাষায় যদি এমন কোনো গূঢ় সংকেত না থাকে যাহা কেবলমাত্র বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিলেই বোঝা যায়, তাহা হইলে প্রশ্নপত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করার পদ্ধতি কথঞ্চিৎ সংগতরূপে প্রচলিত হইতে পারে। এই জন্যই এই পুস্তকে প্রদত্ত প্রশ্নের নমুনা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রশ্নগুলির দৈর্ঘ্য সনাতন নিয়মে অভ্যস্ত পরীক্ষার্থীর দৃষ্টিতে আশঙ্কাজনক বোধ হইলেও অপরের পক্ষে খুবই সহজবোধ্য হইবে।"

'আদর্শ প্রশ্নে'র পরিশিষ্টে, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ বা ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত পরীক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ-কৃত প্রশ্নপত্রাবলী মুদ্রিত হইল। Fifth Standard Examination তৎকালীন এন্ট্রান্স পরীক্ষার, এবং Seventh Standard Examination তৎকালীন ফার্স্ট আর্টস্ পরীক্ষার সমতুল্য। শিক্ষা-পরিষদের বর্তমান অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীহীরালাল রায় এই প্রশ্নপত্রাবলীর এক খণ্ড আমাদের ব্যবহারের জন্য দিয়াছেন।
